বর্ষপঞ্জী

১৩৬৯

বর্ষপঞ্জী

১৩৬৯

[ষোড়শ বর্ষ]

সম্পাদক

শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত

এস. আর. সেন গুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী
৩৫এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা—৬
ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

প্রকাশক

সন্তোষরঞ্জন সেন গুপ্ত
এস. আর্. সেন গুপ্ত এ্যাণ্ড কোং
৩৫।এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

*

মুদ্রক

শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(১-১৯ ও ৩০-৪৩ ফর্মা)

এবং

শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(২০-২৯ ফর্মা)

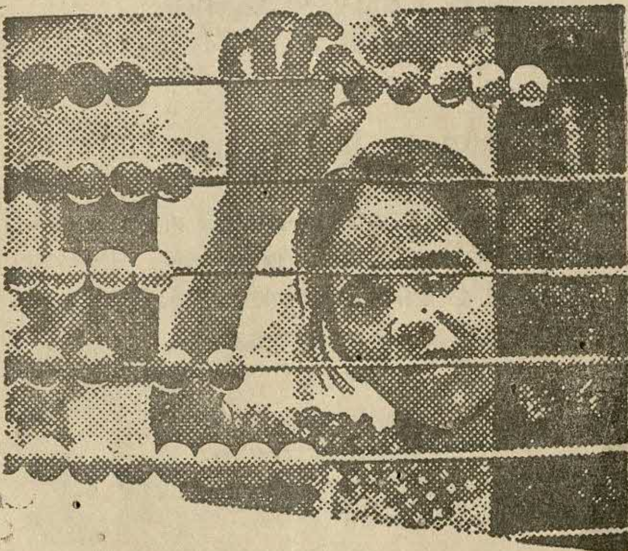
স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় মুদ্রিত কতিপয় ব্লক ও আলোক চিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে প্রাপ্ত

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

পরিকল্পনা কি উপকার করবে

সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা



প্রায় ৫ কোটি শিশুর জন্য (৬ থেকে ১১ বছর) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যাপকতর সুযোগ সুবিধা, শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ-সুবিধাগুলির সম্প্রসারণ, এবং বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি। আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যও শিক্ষার সুযোগগুলি নিয়ে আসবে।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করুণ

কারণ তা আনবে

প্রত্যেকের জন্য সুন্দর সুস্থ জীবন

নিবেদন

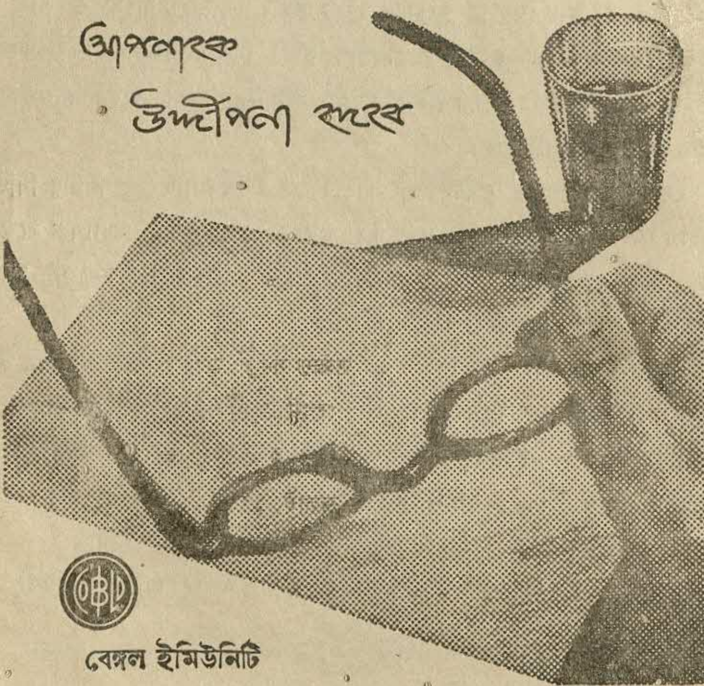
ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ১৩৬৯ সালের বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইল। এই উপলক্ষে আমরা বর্ষপঞ্জীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদিগকে বর্ষপঞ্জী প্রণয়নে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে।

যে সকল গুণের জন্য বর্ষপঞ্জী সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, বর্তমান সংস্করণে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে। স্থায়ী ও নিয়মিত বিভাগগুলির আমূল সংস্কার সাধন করা ছাড়াও উহাতে যে সকল নূতন বিভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন' ও 'ভারতের নূতন ওজন-ব্যবস্থা-মেট্রিক পদ্ধতি' বিভাগ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগের একখানি রঙ্গীন মানচিত্র দেওয়ায় গ্রন্থের আকর্ষণ ও গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে সকল প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অর্থনীতিক বর্ষপঞ্জীর বিভিন্ন বিভাগ সংকলন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীঅতুল সুর, অধ্যাপক সন্তোষ দত্ত, শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় ও শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়। তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের তথ্যাদি যাহাতে নির্ভুল হয় তজ্জন্য সকলপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তথাপি পাঠক-পাঠিকা যদি কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিতে পান তবে, আমাদিগকে তাহা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। নিবেদন ইতি, ১৮ই আষাঢ় (রথযাত্রা) ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ইং ৩রা জুলাই, ১৯৬২।

বিনীত
সম্পাদক—বর্ষপঞ্জী



বিষয় সূচী


আপনার
বাড়িতে
উৎকর্ষ এবং নিখুঁত কারিগরীর জন্য পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের লক্ষ লক্ষ লোক উষা পাখাই পছন্দ করেন।
বিশ্বের বৃহত্তম পাখা তৈরীর কারখানায় দক্ষ কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত উষা পাখাই ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়।
পাখা কেনার সময় আপনি নিশ্চিন্ত মনে উষা কিনতে পারেন—উষাই আজকালকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা।
প্রয়োজন সবার সেরা
দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দে চলবার জন্য সমস্ত সিলিং ফ্যানই ডবল বল-বিয়ারিং যুক্ত।
উষা পাখা
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১
JB-68 BEN

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

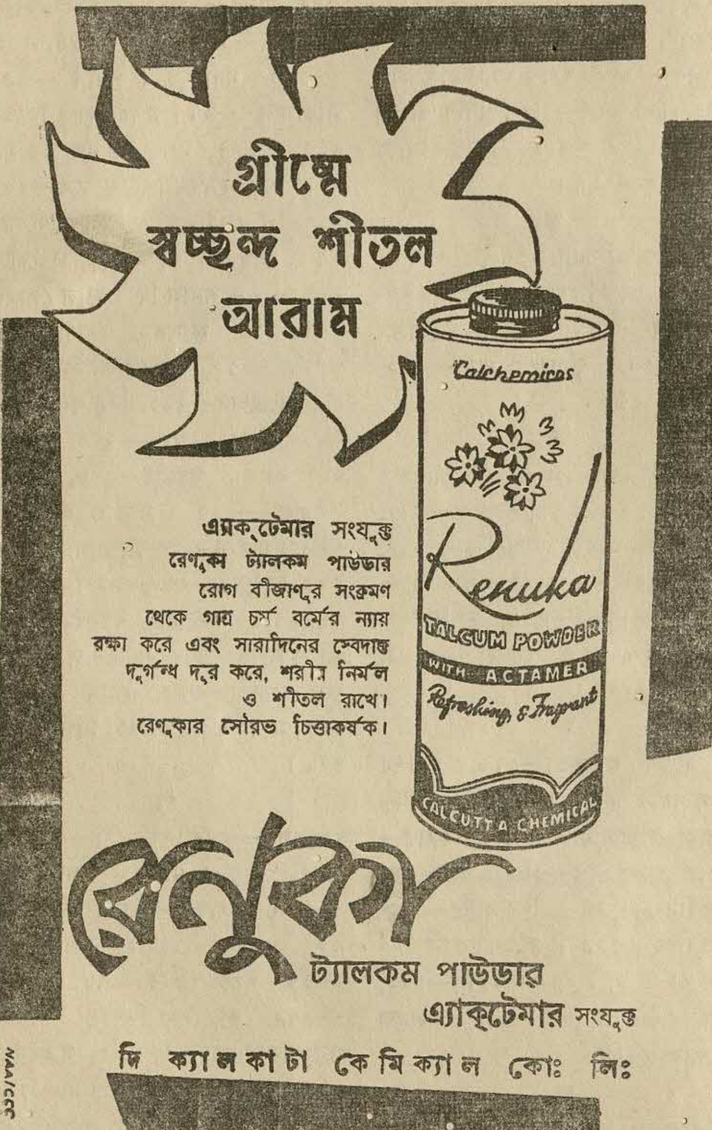
ই


মনমাতানো
অনুপম সুগন্ধি
প্রিয়া
ঘন কাল কেশের
জন্য
ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল।
মুখশ্রী
সুষমামণ্ডিত করে।
প্রিয়া স্নো
Priya Snow
আপনার রূপ-লাবণ্য আপনার হাতে। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনির্বাচিত প্রসাধনীর ব্যবহার আপনার তনুশ্রীকে অনিন্দ্যসুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করবে।
বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

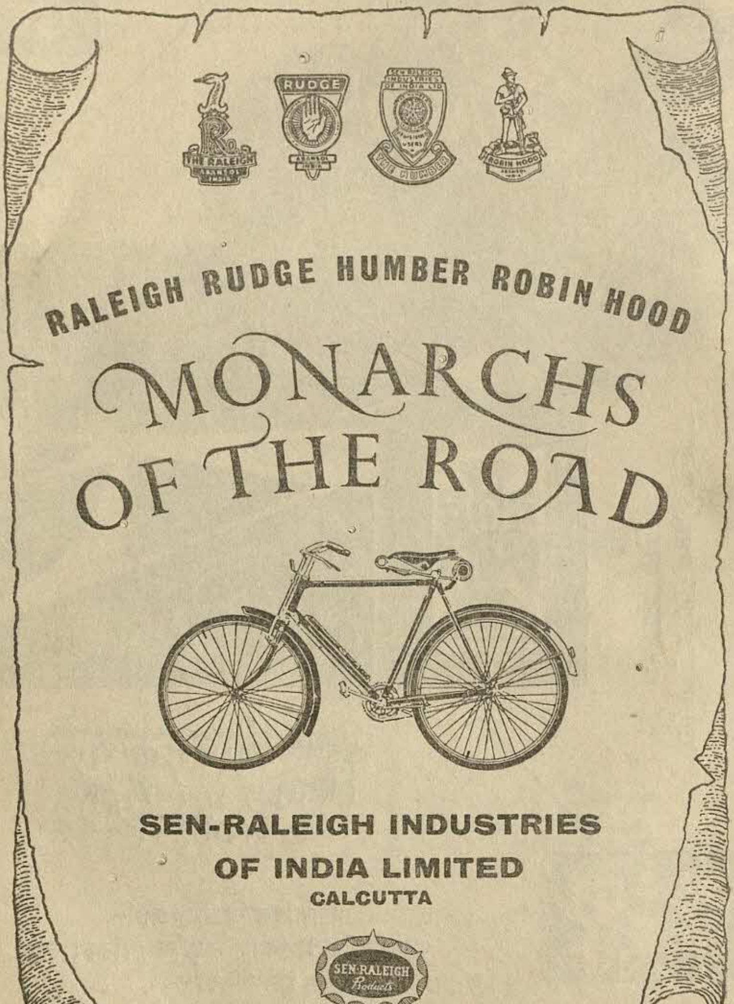
স্মরণীয় দিনগুলি অনেক সময় নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসে, কিন্তু তা' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। নিজগুণে ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী পরিচয় অর্জন করে' তারাই ঐতিহাসিক রীতিতে ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয়। এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই নিয়মে চলে।

জয়মাল্য শুধু বীরেরই প্রাপ্য

১৯৩৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে এমনই একটি স্মরণীয় দিন। সর্বজনপ্রিয় সংবাদ-পত্র **যুগান্তর** প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই দিনে। নির্ভীক প্রগতিশীল ও সুস্পষ্ট জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ—বাঙলা ও বাঙালীর কল্যাণপথের মুখপত্র এবং সংবাদ ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় **যুগান্তর** দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে আপনার নিত্য সহচর।


গ্রীষ্মে
স্বচ্ছন্দ শীতল
আরাম
Calchemicos
Renuka
TALCUM POWDER
WITH ACTAMER
Refreshing & Fragrant
CALCUTTA CHEMICAL
এ্যাক্‌টেমার সংযুক্ত
রেণুকা ট্যালকম পাউডার
রোগ বীজাণুর সংক্রমণ
থেকে গাত্র চর্ম বর্মের ন্যায়
রক্ষা করে এবং সারাদিনের স্বেদাক্ত
দুর্গন্ধ দূর করে, শরীর নির্মল
ও শীতল রাখে।
রেণুকার সৌরভ চিত্তাকর্ষক।
রেনুকা
ট্যালকম পাউডার
এ্যাকটেমার সংযুক্ত
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
NAA/CCC

বিজ্ঞাপন সূচী



RUDGE
RALEIGH RUDGE HUMBER ROBIN HOOD
MONARCHS OF THE ROAD
SEN-RALEIGH INDUSTRIES
OF INDIA LIMITED
CALCUTTA
SEN-RALEIGH Products
SRC-62


ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ কারুকার্যে
দে এণ্ড দত্ত
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
ফোন-৩৪-৪৭৬০

সালতামামী

[১৩৬৮ সালের (ইং ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা।]

স্বীয় গুরুত্বের বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত রক্তাভ করিয়া ১৩৬৮ সাল অস্তমিত হইল। উত্তেজনা, বিস্ময় ও চাঞ্চল্যে ভরা এই বৎসরটির স্মৃতি অবিস্মরণীয়। পুরাতন বৎসরের খতিয়ান মিলাইতে গিয়া চলচ্চিত্রের দ্রুত সঞ্চরণশীল দৃশ্যাবলীর মত মানসপটে কত ঘটনা ভাসিয়া উঠিতেছে। কিউবার বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও প্রাধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের বাগযুদ্ধ, আবার স্বল্পকালের ব্যবধানে ভিয়েনায় উভয়ের করমর্দন—যেন একটি নাটকের দুইটি স্বতন্ত্র দৃশ্য; পশ্চিম বার্লিন অবরোধের উদ্বেগ ও শঙ্কাপূর্ণ দিনগুলি, দুই শিবিরের সশস্ত্র সৈন্য বার্লিন সীমান্তে মুখামুখি দাঁড়াইয়া চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছে; সোভিয়েট রাশিয়ার অমিত শক্তিশালী আণবিক বোমার প্রলয়গর্জন আসন্ন ধ্বংশের বার্তা ঘোষণা করিতেছে; গোয়ায় ভারতীয় ফৌজের প্রতি পদক্ষেপে মুক্তির আনন্দগান বাজিয়া উঠিতেছে; এই সকল ঘটনা এবং আরও কত ঘটনা স্মৃতির দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে।

১৩৬৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের বহুদেশে নানা কারণে শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে লাওস, দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ-কোরিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, সিরিয়া, তুরস্ক, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, কঙ্গো, এঙ্গোলা, ফ্রান্স, জার্মানী, কিউবা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা এবং ব্রিটিশ গায়নার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বহু অশান্তির মধ্যেও আলোচ্য বৎসর একটি বিশেষ সাফল্য বহন করিয়া আনিয়াছে—আলজেরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়াছে এবং ফরাসী সরকার ও আরব বিদ্রোহীদের মধ্যে আপস-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মেঘের প্রান্তভাগে রজত রেখার মত এই সাফল্য সকল বিফলতার উর্ধ্বে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। লাওস সমস্যারও আংশিক সমাধান হইয়াছে বলা চলে, কিন্তু বিরোধের অন্যতম পক্ষ দক্ষিণপন্থী সরকারের অসহযোগিতার জন্য বর্তমানে লাওসে অচল অবস্থা চলিতেছে। কম্যুনিস্ট ও পাশ্চাত্য শিবিরের বিরোধ বার্লিন লইয়া প্রায়-সশস্ত্র সংঘর্ষের পথে পা বাড়াইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত উভয়

পক্ষই কিছুটা সংযত হওয়ায় পৃথিবী চরম বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বৎসরের শেষের দিকে উভয় পক্ষ জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে মিলিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈঠকে নানা অন্তরায় দেখা দিয়াছে। যাহা হোক, এই প্রবন্ধের পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে আমরা প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

কঙ্গোর অশান্তি

কঙ্গোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উহার অশান্তির মূল কারণগুলি গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালে কঙ্গোর অশান্তি হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, বরং আলোচ্য বর্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী দুইবার কাতাঙ্গায় টিশোম্বের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্তমানে কঙ্গো সমস্যার দ্বিতীয় পর্যায় চলিতেছে। গত বৎসর প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে কঙ্গো রাজনীতির প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান বিষয় রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে টিশোম্বের স্পর্ধিত আচরণ। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও দারুণ গৃহবিবাদের ফলে কঙ্গোর হতভাগ্য জনসাধারণ একদিনের জন্যও স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাত্র একসপ্তাহের মধ্যেই কঙ্গোলী সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটে। বেলজিয়ান সামরিক অফিসারগণ ও সৈন্যগণ কঙ্গো সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই এই বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগিয়া যায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা ইহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হন; তিনি ঘোষণা করেন যে, বেলজিয়ানদের কার্যের ফলে কঙ্গোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হইয়াছে। লুমুম্বা তাঁহার জাতীয় স্বার্থের অনুকূল প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কোনদিনই বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিলেন না। এখন তাঁহার উক্তি ও কার্যের দ্বারা তিনি তাহাদের ক্রোধে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে শায়েস্তা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কাতাঙ্গা কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রদেশ, উহার মুখ্যমন্ত্রী টিশোম্বে ছিলেন বেলজিয়ানদের বিশ্বাসভাজন প্রিয়পাত্র। বেলজিয়ানদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় টিশোম্বে কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও নিজে উহার প্রেসিডেন্ট হন। টিশোম্বে ঘোষণা করেন যে, লুমুম্বা সরকার কাতাঙ্গার শাসনব্যবস্থা বানচাল করিয়া কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই অবস্থা অসহ্য হওয়ায় তিনি কাতাঙ্গার স্বাধীনতা

ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'স্বাধীন রাজ্য' কাতাঙ্গার নিরাপত্তার জন্য 'প্রেসিডেন্ট' টিশোম্বে বেলজিয়ান সরকারের দ্বারস্থ হন ও সকল প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করেন। বেলজিয়াম সরকার সানন্দে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। কাতাঙ্গার ছিদ্রপথে যেসকল বেলজিয়ান সমরসম্ভার ও সৈন্য আসিতে লাগিল তাহা কঙ্গোর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া গৃহযুদ্ধের বীজ বপন করিতে লাগিল। কঙ্গোর আর একটি প্রদেশ 'দক্ষিণ কাসাই' কাতাঙ্গার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বাধীন হয় ও স্থানীয় সর্দার কালেঞ্জী নিজেকে 'রাজা' বলিয়া ঘোষণা করেন। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইল। লুমুম্বা সরকার এই চরম সঙ্কট রোধ করার জন্য ১৯৬০ সালে জুলাই মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ নিবারণ করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৬ই জুলাই, ১৯৬০, রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর একটি দল কাঙ্গোতে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ তাহাদের দায়িত্ব পালনে যথোপযুক্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই। কঙ্গো পরিস্থিতির উপর তাঁহাদের উপস্থিতির কোন প্রভাব দেখা যায় নাই; তাঁহাদের চোখের সম্মুখে বহু অনাচার অবাধে ঘটিতে লাগিল। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু সংবিধানের নির্দেশ অমান্য করিয়া প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে পদচ্যুত করেন, সেনাপতি কর্নেল মোবতু সেনাবাহিনীর সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করেন, লুমুম্বা গ্রেপ্তার ও কাতাঙ্গায় প্রেরিত হন এবং সেখানে তাঁহাকে নৃশংস ভাবে গোপনে হত্যা করা হয়। এই সকল গুরুতর ঘটনা প্রতিরোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন বলা চলে না। অথচ কঙ্গোর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের! বহু অনিষ্টের নায়ক টিশোম্বের প্রতিও রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যবহার বিস্ময়কররূপে কোমল ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অথচ তাঁহার অপরিমেয় স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অন্যায় হইত না। ইহা সত্য যে, ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ দুইবার টিশোম্বের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে টিশোম্বের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগে নাই। বরং উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপুঞ্জ অনাবশ্যক ত্বরায় এবং টিশোম্বের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে কঙ্গোয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণে বাধা কোথায়? অনেকের মনেই এই প্রশ্নটি উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার সহিত বিশ্ব-রাজনীতির সংযোগ রহিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন কোন শক্তিশালী সদস্য কঙ্গোর গৃহবিবাদে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। উহা নানাভাবে তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল। যে সকল বিদেশী রাষ্ট্র কঙ্গোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতেছে

তাহাদের পক্ষে টিশোম্বে, কাশাভুবু প্রমুখ বিভীষণদের সাহায্য অপরিহার্য। এই সকল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট দৃঢ় কর্মসূচী কার্যে রূপায়িত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে বিভেদ ও মতানৈক্যই উহার কঙ্গোনীতির ব্যর্থতার মূল কারণ। এই বিভেদ ও মতানৈক্যের ফলেই আলোচ্য বর্ষে কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জ-সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রী রাজেশ্বর দয়াল, পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 'পদত্যাগ' না বলিয়া 'কঙ্গো হইতে তাঁহাকে প্রত্যাহার করা হইয়াছে' বলাই ঠিক। কারণ তাঁহার দৃঢ় ও নিরপেক্ষ নীতির ফলে তিনি 'কাশাভুবু চক্রে'র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শ্রী দয়ালকে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে আহ্বান করিয়া আনা হয় এবং নানা ছুতায় তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটান হইতে থাকে; অবশেষে মে মাসের শেষের দিকে ঘোষণা করা হয় যে, তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের আভ্যন্তরিক গোলযোগের দরুন ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও একজন উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি পদত্যাগ করেন। তাঁহার নাম ডঃ কনোর ক্রুজ ও'ব্রিয়েন। তিনি কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীদয়াল কঙ্গোয় বিশেষ প্রতিনিধির কার্যভার ত্যাগ করার পর কোন বিবৃতি প্রচার করেন নাই। কিন্তু ডঃ ও'ব্রিয়েন ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬১, পদত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই নিউইয়র্কে সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি দানের স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি আইরিশ সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগের চাকুরী ত্যাগ করেন। কারণ কোন রাজকর্মচারীর পক্ষে চাকুরীতে অবস্থান কালে অনুরূপ বিবৃতি দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। ডঃ ও'ব্রিয়েন তাঁহার বিবৃতিতে বলেন—"......ব্রিটেন মুখে কঙ্গোর অখণ্ডতার কথা বলে এবং কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্য সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কার্যতঃ টিশোম্বেকে সমর্থন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিটি কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর উপস্থিতির সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে রোডেসিয়া এবং রোডেসিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাও বাধা সৃষ্টি করিতেছে।"

যাহা হোক, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ কঙ্গো সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করে। উক্ত প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড কঙ্গো প্রজাতন্ত্র গঠনের পন্থা হিসাবে কঙ্গো পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকিয়া পার্লামেন্টের বিশ্বাসভাজন জাতীয় সরকার গঠনের জন্য নির্দেশ দান করা হয়। কঙ্গো হইতে সকল বিদেশী সৈন্য অপসারণ এবং প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের নির্দেশও উক্ত প্রস্তাবে ছিল। কিন্তু টিশোম্বে নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে অস্বীকার

করেন। তিনি কাতাঙ্গার স্বাধীনতার দাবীতে অটল থাকেন। যাহা হোক ২৮শে জুলাই ১৯৬১, কঙ্গো-পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হয়; কাতাঙ্গার প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগদান করেন না। যোশেফ ইলিও'র পরিবর্তে সিরিল আদুলা কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। শ্রীআদুলা প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াই টিশোম্বের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার নীতি ঘোষণা করেন। দরকার হইলে বলপ্রয়োগের দ্বারা কাতাঙ্গাকে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে যোগদানে বাধ্য করা হইবে বলিয়া তিনি জানান। কঙ্গো সরকারের সহিত টিশোম্বের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়া চরম অবস্থায় আসিয়া পৌছায়। এলিজাবেথভিল বেতার কেন্দ্র হইতে কঙ্গো সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপবাদ প্রচার করা হইতে থাকে। এই অবস্থায় কঙ্গো সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করেন। কঙ্গো সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, এলিজাবেথভিলের বেতার কেন্দ্র ও অন্যান্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে গেলে টিশোম্বের সৈন্যবাহিনী তাহাদের প্রতি গুলি চালায়, ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। টিশোম্বে কাতাঙ্গা ত্যাগ করিয়া রোডেশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় সপ্তাহকাল যুদ্ধ চলার পরে রোডেশিয়ার অন্তর্গত নডোলায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ ও টিশোম্বের মধ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিমধ্যে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহামারশীল্ড নডোলার নিকট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন (১৮।৯।৬১)। তিনি কাতাঙ্গায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে টিশোম্বের সহিত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নডোলায় যাইতেছিলেন। হামারশীল্ড-এর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদে সমগ্র বিশ্ব শোকাভিভূত হইয়া পড়ে। এই ঘটনার পশ্চাতে কোন হত্যাকারীর গোপন হাতের খেলা আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানান হয় যে, সাধারণ দুর্ঘটনার ফলেই বিমানটি ধ্বংস হইয়াছে। যাহা হোক যে সকল শর্তে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে স্থির হয় যে উভয় পক্ষের সকল বন্দী বিনিময় করা হইবে; এলিজাবেথভিলের বেতারকেন্দ্র ও অন্যান্য যে সকল স্থান রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী অধিকার করিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে দুই পক্ষের সেনাবাহিনী যেই স্থানে অবস্থান করিতেছিল পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে। এই চুক্তির দ্বারা টিশোম্বেকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়। কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার উহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং ঐ চুক্তির প্রতি তাহাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। যে কোন উপায়ে কাতাঙ্গাকে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়সংকল্প হন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে জেনারেল মোবতুর নেতৃত্বে কঙ্গোলী সৈন্যবাহিনী কাতাঙ্গা আক্রমণ করে। কিন্তু কাতাঙ্গী সৈন্যদের কাছে পরাজিত হইয়া তাহারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পুনরায় রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী টিশোম্বের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, টিশোম্বের সামরিক বাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং ঐ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অবাধ-চলাচল ব্যাহত করার জন্য বিমান ঘাটিতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করা হইতেছিল। ঐ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতি টিশোম্বের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়ে; এলিজাবেথভিলের অধিকাংশ স্থান রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী অধিকার করিয়া লয়; টিশোম্বে রোডেশিয়ায় পলায়ন করেন। টিশোম্বের বিপদে ব্রিটিশ সরকার চঞ্চল হইয়া ওঠেন। তাঁহারা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট বলেন যে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী আক্রান্ত হইবে না এই সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাতাঙ্গায় যুদ্ধ বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। এই অবস্থায় টিশোম্বে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর সাহায্য ভিক্ষা করেন। এক জরুরী বার্তায় টিশোম্বে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে জানান যে, তিনি কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত, অতএব কাতাঙ্গায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর উদ্যোগে এবং কঙ্গোয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তত্ত্বাবধানে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী সিরিল আডুলা ও টিশোম্বের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ শর্তসাপেক্ষে কাতাঙ্গায় যুদ্ধ স্থগিত রাখে। কিতোনা বিমান ঘাঁটিতে বিশদ আলোচনান্তে ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, আডুলা ও টিশোম্বের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টিশোম্বে দেশের মৌলিক আইন স্বীকার করিয়া লন। উক্ত আইনে কঙ্গোর কোন অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যবস্থা নাই। উহাতে সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশগুলিকে লইয়া কঙ্গো প্রজাতন্ত্র গঠনের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু টিশোম্বে এলিজাবেথভিলে প্রত্যাবর্তন করিয়াই এক নূতন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সিরিল আডুলার সহিত তাঁহার যে চুক্তি হইয়াছে কাতাঙ্গার জাতীয় পরিষদ অনুমোদন করিলে তবেই উহা কার্যকরী হইবে। প্রায় একমাস পর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কাতাঙ্গার জাতীয় পরিষদ শর্তসাপেক্ষে কিতোনা চুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত উক্ত শর্তাদির বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করিলে কঙ্গো-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। গত জানুয়ারী মাসে এণ্টোয়েন গিজেঙ্গাকে কঙ্গো সরকার ও রাষ্ট্রপুঞ্জের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া লিওপোল্ডভিলে বিচারার্থ আনা হইয়াছে। গিজেঙ্গা প্যাট্রিস লুমুম্বার সমর্থক ও লুমুম্বা মন্ত্রিসভায় সহকারী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আডুলা মন্ত্রিসভার সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ কাসাই-এর 'রাজা' কালেঞ্জীকে ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাওস

লাওস সঙ্কট আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে লিখিয়াছিলাম যে, পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক, গত এক বৎসরে লাওস সমস্যার রূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই লাওস সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছে এবং সঙ্কটের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। ১৯৬১ সালের মে মাস হইতে কার্যতঃ লাওসে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে, তিনটি বিভিন্ন দলের নেতা তিনজন প্রিন্স 'জাতীয় সরকার' গঠন করিয়া দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র লাওস সম্মেলনে লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার ঘোষণা গৃহীত হইয়াছে। এই সকল সুসংবাদ সত্ত্বেও দ্বিধা ও সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, কারণ তিন প্রিন্স কর্তৃক 'ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত হইয়াছে কিন্তু উহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে লাওসের সামরিক পরিস্থিতি মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণপন্থী সরকারের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। কম্যুনিস্টপন্থী পাথেট লাও বাহিনীর নিকট তাহাদের সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শঙ্কিত হন এবং ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ব্যাঙ্ককে 'সিয়াটো'র যে বৈঠক বসে তাহাতে মার্কিন প্রতিনিধি লাওস রণাঙ্গণে 'সিয়াটো'র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; 'সিয়াটো'র অন্যান্য সভ্যও উক্ত প্রস্তাব সমর্থনে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে লাওস সঙ্কট সমাধানে উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান প্রস্তাব করেন যে, জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি হিসাবে ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া যুক্তভাবে লাওসের যুধ্যমান দলগুলির নিকট যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আবেদন জানাইবে। তাহাদের আবেদনে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেলে

'আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন'-এর বৈঠক আহ্বান করা হইবে এবং উক্ত কমিশন যুদ্ধ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে জেনেভায় 'চতুর্দশ রাষ্ট্র লাওস সম্মেলন' বসিবে। চতুর্দশ রাষ্ট্র সম্মেলন 'নিরপেক্ষ স্বাধীন লাওস' গঠনের উপায় নির্ধারণ করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং পূর্ণোদ্যমে আপস প্রচেষ্টা শুরু হয়। লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকার এবং পাথেট লাও দল উভয়েই অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে সম্মত হয়। অতএব নয়া দিল্লীতে ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬১, আন্তর্জাতিক তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হয় এবং ১২ই মে, ১৯৬১, জেনেভায় চতুর্দশ রাষ্ট্র লাওস সম্মেলন আহ্বান করা হয়। **আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন** গঠিত হয় ১৯৫৪ সালে, জেনেভা চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসাবে। উক্ত চুক্তি সমগ্র ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং উহাতে লাওসকে নিরপেক্ষ রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। ভারত, পোল্যাণ্ড ও কানাডা এই কমিশনের সভ্য এবং ভারতীয় প্রতিনিধি (বর্তমানে শ্রীসমর সেন ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন) কমিশনের চেয়ারম্যান। যুদ্ধ বন্ধ করা কিংবা কোন পক্ষকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করার ক্ষমতা এই কমিশনের নাই। বিভিন্ন দল কর্তৃক যুদ্ধ বিরতির শর্তাদি পালিত হইতেছে কিনা এবং লাওসের নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইতেছে কিনা তাহার উপর দৃষ্টি রাখাই কমিশনের কাজ। বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় কমিশন ১৯৫৮ সালে লাওস হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হোক, নয়াদিল্লীতে প্রাথমিক বৈঠকের পর কমিশন ৭ই মে, ১৯৬১, লাওস যাত্রা করেন এবং তথা হইতে জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতির নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

১২ই মে, ১৯৬১, জেনেভায় **১৪ রাষ্ট্র লাওস সম্মেলনের** উদ্বোধন হয়। যে ১৪টি রাষ্ট্র উহাতে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম:— লাওস, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, উত্তর-ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম, চীন, ভারত, কানাডা, থাইল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক সম্মেলনের আহ্বায়ক এবং ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া উহার যুগ্ম সভাপতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ লাওস রাষ্ট্র গঠনের 'উপায়' নির্ধারণ করাই এই সম্মেলনের কাজ। কিন্তু 'উপায়' সম্পর্কে একমত হওয়া সহজ নহে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যে 'উপায়' সম্পূর্ণ উচিত বলিয়া মনে করে কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর নিকট তাহা গ্রহণের অযোগ্য। বস্তুতঃ সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসেই লাওসের প্রতিনিধিত্বের

প্রশ্নে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাথেট লাও দলের প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি দান করিতে অসম্মত হয়, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া দাবী করে যে, পাথেট লাও দল অবশ্যই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবে। আবার প্রিন্স বন ওম-এর দক্ষিণপন্থী সরকার ঘোষণা করেন যে লাওসের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র অধিকার তাহাদের। নিরপেক্ষতাবাদী সরকারের কিংবা পাথেট লাও দলের প্রতিনিধিকে স্বীকার করিলে তাঁহারা সম্মেলন বর্জন করিবেন। বহু বাদানুবাদের পর ব্রিটিশ প্রতিনিধির এক প্রস্তাবের ফলে এই পরস্পর বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় এবং ১৬ই মে, ১৯৬১, হইতে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। মাঝে মাঝে বিরতিসহ সম্মেলন দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলে ; ১৯৬২ সালের মার্চ মাসেও উহার সমাপ্তি হয় নাই। যাহাহোক ক্লান্তিকর দীর্ঘ সম্মেলন একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়। ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ লাওস গঠন করা সম্পর্কে সম্মেলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সাফল্য এই যে, সম্মেলনের সভ্য রাষ্ট্রসমূহ লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে। এই সম্পর্কে সম্মেলনে ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬১, সদস্যগণ একটি 'পবিত্র ঘোষণা' গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্মেলনের এই সাফল্য সত্ত্বেও সংশয় ও উদ্বেগের কারণ দূরীভূত হয় নাই। তাহার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি এখনও পর্যন্ত পরস্পর মিলিত হইয়া স্বাধীন সংহত লাওস গঠনে আত্মনিয়োগ করে নাই।

জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র সম্মেলন চলার সময় ১৯৬১ সালের জুন মাসে তিনজন প্রিন্স, অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স বন ওম, নিরপেক্ষতাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভন্ন ফুমা ও পাথেট লাও দলের নেতা প্রিন্স সুভন্ন ভং জুরিখে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহারা 'ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সরকার' গঠন করিয়া লাওসে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে একমত হন। প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া ১৯শে জুন, ১৯৬১, তাঁহাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত নীতির তালিকায় আছে—(১) দেশের আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দেশ মান্য করা, (২) গণতান্ত্রিক আইন অনুসরণ করা, (৩) লাওসের ঐক্য, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা, (৪) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করা, (৫) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, (৬) সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতে 'শর্তহীন' আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা এবং (৭) শান্তি ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থী সকল চুক্তি বাতিল করা। আলোচ্য কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে হইবেন ইহা লইয়া তিন পক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটে

এবং দীর্ঘ চার মাস এই বিষয়ে অচল অবস্থা চলিতে থাকে। অবশেষে স্থির হয় যে, নিরপেক্ষতাবাদী সরকারের নেতা সুভন্ন ফুমা প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু ইহার পরই দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স বোন ওম এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ফুমি নোসাভান পশ্চাদপসরণ করেন। তাঁহারা নানা ছুতায় 'জাতীয় সরকার' গঠনের কার্য স্থগিত রাখেন। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা চুক্তি পালনে সম্মত নহেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের ধারণা যে, লাওসে অবস্থিত মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদের প্ররোচনাই প্রিন্স বোন উম-এর ডিগবাজীর কারণ। এই সকল সামরিক উপদেষ্টা কেনেডী সরকারের নীতির বিরোধী। কারণ যাহাই হোক প্রিন্স বোন ওম-এর কার্যের ফলে লাওসের রাজনৈতিক আকাশ আবার বজ্রগর্ভ মেঘে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কখন বিদ্যুৎ চমকাইবে এবং বজ্রপাত হইবে তাহা অনিশ্চিত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম লাওসের প্রতিবেশী রাজ্য। লাওস সমস্যার সমাধান না হইতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পুনরায় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভিয়েৎনাম এখন দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত,—কম্যুনিস্ট-শাসিত উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন সাহায্যপুষ্ট প্রেসিডেন্ট নো দিন এম-এর কর্তৃত্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। ১৭শ অক্ষরেখা দুই ভিয়েৎনামের সীমারেখা। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তিতে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯৫৬ সালে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা উভয় রাজ্যকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন গোপন সন্ত্রাশবাদী দল সর্বদা ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। ইহারা 'ভিয়েট কং' বা মুক্তিযোদ্ধা নামে পরিচিত। ইহারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে নো দিন এম-এর শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাইতে দৃঢ়সংকল্প। সুযোগ পাইলেই ইহারা সরকারী বাহিনীকে আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করিয়া থাকে। 'ভিয়েট কং' দলের সৈন্য সংখ্যা বর্তমানে ২০ হাজার বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহারা সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখামুখি যুদ্ধ করা অপেক্ষা গরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শ্রেয় মনে করে। একমাত্র ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬২) ইহারা সরকারী বাহিনীর সহিত ১৫০ বার গরিলা সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের পিছনে কৃষিজীবী সাধারণ জনতার সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয়। 'ভিয়েট কং' কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক রসদ সংগ্রহ করে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সরকার পক্ষ এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, উত্তর ভিয়েৎমিন হইতে ইহারা প্রয়োজনীয় রণসম্ভার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন্ পথে ও কি উপায়ে উহা তাহাদের হাতে আসিয়া পৌছায় তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। যাহাহোক এই 'ভিয়েট কং' বাহিনী ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাস হইতে অতিশয় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের ক্রমাগত আক্রমন ও উপদ্রবে সরকার পক্ষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। প্রেসিডেন্ট নো দিন এমকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই মুক্তহস্তে সামরিক সাহায্য দান করিয়া আসিতেছে ; তথাপি 'ভিয়েট কং' বাহিনীকে দমন করা সম্ভব হইতেছে না। দক্ষিণ ভিয়েৎমিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সশস্ত্র মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীনেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডী শ্রীনেহরুর প্রতিবাদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। প্রেসিডেন্ট নো দিন এম স্বয়ং দেশের জনসাধারণের কাছে খুব জনপ্রিয় নহেন এবং তাঁহার সরকারের পশ্চাতে উপযুক্ত গণসমর্থন নাই ; ইহাই তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। মার্কিন সাহায্য অপেক্ষা দেশের জনসাধারণের সমর্থন তাঁহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

কুয়াইত-ইরাক বিরোধ

কুয়াইত-ইরাক বিরোধ ১৯৬১ সালের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনা। কুয়াইত পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র আরব রাজ্য ; ইহার আয়তন ৬০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,৫০,০০০। রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, মধ্যপ্রাচ্যে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ইহার তৈল-ভাণ্ডার অফুরন্ত, ইহার বার্ষিক তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ কোটি টন। ব্রিটেনের মোট তৈলের চাহিদার ৪০% আসে কুয়াইত হইতে। একমাত্র তৈলের সেলামি বাবদ এই রাজ্যের শাসক বার্ষিক ১৫ কোটি পাউণ্ড লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে অনুষ্ঠিত এক চুক্তির ফলে কুয়াইত একটি ব্রিটিশ 'আশ্রিত রাজ্যে' (Protectorate) পরিণত হয়। তদবধি এই দীর্ঘকাল কুয়াইত ব্রিটিশ আশ্রয়ে লালিত হইয়া আসিতেছিল। ১৯৬১ সালের ১৯শে জুন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঐ তারিখে কুয়াইত-এর শেখ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের ফলে কুয়াইত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইরাকের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কাসেম ইহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। ২৫শে জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন যে কুয়াইত ইরাকের অচ্ছেদ্য অংশ, কারণ ভূতপূর্ব তুর্কী সাম্রাজ্যে কুয়াইত বসরা

প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং কুয়াইতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ব্রিটেনের পক্ষে বেআইনী ও অভিসন্ধিমূলক। তিনি আরও বলেন যে, ১৮৯৯ সালে ব্রিটেন যে দলিলের সাহায্যে কুয়ায়েতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা জাল। জেনারেল কাশেম বলেন যে, ইরাক তাহার সীমান্ত কুয়াইতের দক্ষিণে প্রসারিত করিবে এবং কুয়াইতের শেখকে উক্ত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া শীঘ্রই এক আদেশ জারী করা হইবে। জেনারেল কাশেমের এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। ব্রিটেন ও কুয়াইত দৃঢ়ভাবে কাশেমের দাবীর প্রতিবাদ জানায়, কুয়াইতের শাসক রাজ্যের সর্বত্র আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। জর্ডান, সৌদী আরব প্রভৃতি আরব-রাষ্ট্র কুয়াইতের শেখকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানায় এবং ব্রিটিশ নৌবহর আরব সাগরে তৎপর হইয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার তাহার পলিটিক্যাল এজেন্টের মারফত কুয়াইতের শেখকে জানাইয়া দেন যে শেখের তরফ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ইরাক কুয়াতের সীমান্ত অভিমুখে সৈন্য চলাচল আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিটেন কাল বিলম্ব না করিয়া কুয়াইতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে। ১লা জুলাই, ১৯৬১, ব্রিটিশ বাহিনীর প্রথম দলটি কুয়াইতে অবতরণ করে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সাতিশয় তপ্ত হইয়া উঠে। ব্রিটেনের এই কার্যকে অনেকেই অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া মনে করে। সোভিয়েট রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তীব্রভাষায় ইহার নিন্দা করে। ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভবতঃ এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া উপায় ছিল না ; কারণ ব্রিটেনের অর্থনীতি কুয়াইতের তৈলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কুয়াইতের তৈল সম্পদ ব্রিটেনের হাতছাড়া হইলে ব্রিটেনের অর্থনীতির উপর তাহার ফল হইবে অত্যন্ত অশুভ। সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রাখার প্রধান লক্ষ্য কুয়াইতের ব্রিটিশ তৈলস্বার্থ নিরাপদ রাখা।

কুয়াইত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, ইরাক তাহার স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইরাকও প্রত্যভিযোগ করে যে, ব্রিটেন কুয়াইতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দ্বারা তাহার স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি এই অভিযোগের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটেন কুয়াইতে যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে তাহার পশ্চাতে কোন আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য নাই। কুয়াইতের শাসকের অনুরোধেই সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। যখনই তিনি মনে করিবেন যে, তাঁহার দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দূর হইয়াছে

তখনই ব্রিটেন তাহার সৈন্য সরাইয়া লইবে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি অতঃপর কুয়াইতের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাইয়া নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া 'ভিটো' প্রয়োগে এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়। সোভিয়েট রাশিয়ার মতে কুয়াইত স্বাধীন রাষ্ট্র নহে। সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যের ফলে কুয়াইতের পক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ লাভের আশা দূরীভূত হয়; উল্লেখযোগ্য যে, কুয়াইত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। যাহা হোক, জেনারেল কাশেম পরবর্তী অনেক বিবৃতিতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানান যে কুয়াইতের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁহার নাই। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে কুয়াইতের সহিত ইরাকের বিরোধ মীমাংসা করা হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা স্তিমিত হইতে থাকে এবং ব্রিটেনও ধীরে ধীরে তাহার সৈন্য অপসারণে উদ্যোগী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে বর্তমানে আরব লীগ কুয়াইতের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

তিউনিসিয়া-ফরাসী বিরোধ

আলোচ্যবর্ষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিজার্তার নৌ-ঘাঁটি লইয়া ফ্রান্সের সহিত তিউনিসিয়ার গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। তিউনিসিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবা (নয়াদস্তুর দলের নেতা) ফ্রান্সের অন্যতম বিশ্বস্ত মিত্র। তাঁহার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি উগ্র আরব জাতীয়তাবাদের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ নহে। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টার ফলেই আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের সহিত ফরাসী সরকারের আলোচনার সূত্রপাত হয়। সুতরাং প্রেসিডেন্ট বারগুইবার সহিত ফ্রান্সের সামরিক সংঘর্ষ কিছুটা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়জনক। কিন্তু সংঘর্ষ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ প্রেসিডেন্ট বারগুইবাও সাধারণ জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন; তাঁহারও ধৈর্যের সীমা আছে। এখানে পশ্চাতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার। তিউনিসিয়া ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন রাজ্য। ১৯৫৫ সালে ফরাসী সরকার তাহাকে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন দান করে; সার্বভৌমত্বের প্রধান দুইটি বিষয় 'প্রতিরক্ষা' ও 'পররাষ্ট্র বিভাগ' ফরাসী সরকার নিজের হাতে রাখিয়া দেন। তিউনিসিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন

করিতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়ার মধ্যে এক চুক্তির ফলে তিউনিসিয়া উক্ত দুইটি বিভাগের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে; কিন্তু তখনও তিউনিসিয়ার বহু সামরিক ঘাঁটি ও প্রধান নৌ-কেন্দ্র 'বিজার্তা' হইতে ফরাসী সৈন্যদের প্রত্যাহার করার প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। তিউনিসিয়া সরকার পুনঃপুনঃ এই বিষয়ে ফরাসী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; অবশেষে ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট দ্য গলে তিউনিসিয়ার অন্যান্য স্থান হইতে ফরাসী সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হন, কিন্তু বিজার্তার প্রশ্নটি তখনও মুলতুবী রাখা হয়। তার পর দীর্ঘ তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স বিজার্তা হইতে সরিয়া যাওয়ার বিষয়টি নীতি হিসাবেও বিবেচনা করিতে রাজী হয় নাই। সুতরাং প্রেসিডেন্ট বারগুইবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গা অস্বাভাবিক নহে। ১৯৬১ সালে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিউনিসিয়ার সৈন্যবাহিনী স্থলপথে বিজার্তা অবরোধ করে। ২০শে জুলাই, ১৯৬১, ফরাসী বোমারু বিমান তিউনিসীয় সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং ২১শে জুলাই ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনী ও প্যারা সৈন্য বিজার্তা অধিকার করিয়া লয়। নিরাপত্তা পরিষদে বিজার্তা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদ ২২শে জুলাই অবিলম্বে তিউনিসিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দান করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহামারশীল্ড স্বয়ং তিউনিসিয়া পরিদর্শনে যান, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে সমর্থ হন না। ফ্রান্স বিজার্তা বিরোধে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে; প্রেসিডেন্ট দ্য গলে তিউনিসিয়ার কার্যকে 'আক্রমণাত্মক' আখ্যা দেন। শ্রীহামারশীল্ড প্যারিসে গেলে ফরাসী সরকার তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে অসম্মত হন এবং ফরাসী-তিউনিসিয়া বিরোধ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয় ফ্রান্স তাহাতে যোগদান করিতে অসম্মত হয়। প্রেসিডেন্ট বারগুইবা আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। ফ্রান্স-তিউনিসিয়া বিরোধ দূর করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ড বিশেষ কোন তৎপরতা অবলম্বন করে নাই। ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের ২২শে জুলাই-এর নির্দেশ অমান্য করিলে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী যে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহা নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয় না, কারণ উহার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমর্থন ছিল না। এই অবস্থায় আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া ফ্রান্স-তিউনিসিয়া বিরোধের বিষয় আলোচনা করিতে উদ্যোগী হয়। তদনুসারে ২১শে আগষ্ট, ১৯৬১, সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাসে সাধারণ

পরিষদের ইহা তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন। ইতিপূর্বে মাত্র দুইবার সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। আলোচ্য অধিবেশন পাঁচ দিন চলিয়াছিল। ফ্রান্স এই অধিবেশন বর্জন করে। যাহা হোক, ২৬শে আগস্ট ৩২টি রাষ্ট্রের এক প্রস্তাব ৬৬—০ ভোটে গৃহীত হয়। কোন রাষ্ট্রই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় না বটে, কিন্তু ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সহ 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফ্রান্সের অধিকাংশ মিত্র রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে। প্রস্তাবে ফরাসী কার্য-কলাপের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং তিউসিনিয়া হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের জন্য অবিলম্বে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়াকে আলোচনা আরম্ভ করিতে বলা হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বিজার্তা বিরোধের কোন মীমাংসা হয় নাই। বিজার্তা হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সিরিয়ায় বিদ্রোহ

আলোচ্য বর্ষে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অন্যতম সরিক সিরিয়ায় একাধিকবার সামরিক বিপ্লব ও বিদ্রোহ ঘটে এবং ঐ বিপ্লবের বহ্নিশিখায় মিশরের সহিত তাহার মিলনগ্রন্থী দগ্ধ হইয়া যায়। ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সিরিয়া ও মিশর মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' গঠন করিয়াছিল। উভয় দেশের জনগণ এই মিলন উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল এবং গণভোটের মাধ্যমে উহার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিল। সংযুক্তির পরে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে সিরিয়ায় কোন উল্লেখযোগ্য অসন্তোষ বা বিক্ষোভের কথা শুনা যায় নাই। সুতরাং আলোচ্য বিদ্রোহের প্রথম সংবাদে বিশ্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, সিরিয়ার সামরিক অফিসারগণ বিদ্রোহ করিয়া দেশের শাসন ব্যবস্থা অধিকার করিয়া লয়। তাহারা নাসের সরকারের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে এবং ১৯৫৮ সালের সিরিয়া-মিশর সংযুক্তি অবৈধ ও অপমানজনক বলিয়া ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতা হিসাবে সিরিয়ার 'শক্ত মানুষ' কর্নেল আবদুল হামিদ সিরাজির নাম নানা সূত্র হইতে উল্লিখিত হয়। এক সময়ে তিনি সিরিয়ার শাসন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র মন্ত্রিসভায় তিনি আভ্যন্তরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও অন্যতম ভাইসপ্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার মিশরীয় সদস্যদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। বিদ্রোহ ঘটার মাত্র সপ্তাহকাল পূর্বে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সময় সিরাজিকে একটি গুরুত্বহীন দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। স্বভাবতঃ

ইহা সিরাজির ক্ষোভের কারণ ঘটায়। ২৯শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহিগণ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিহীন এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে ; সিরিয়া পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব স্পীকার ও দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ৪৭ বৎসর বয়স্ক ডঃ মামুন কুজবারি অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভার এগার জন সদস্য সকলেই সিরিয়ার ভূতপূর্ব শাসক জেনারেল আদিব শিশাকলির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে সামরিক বিদ্রোহের ফলে শিশাকলি ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত হন। তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় নাসেরবিরোধী ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট নাসের বলপ্রয়োগে আলোচ্য বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন নাই। বিদ্রোহের সূচনায় সিরিয়ায় যে সকল বিমান ও নৌবাহিনীর সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল অযথা রক্তপাত নিবারণ করার জন্য তিনি ২৯শে সেপ্টেম্বর এক বিশাল জনসভায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সিরিয়ার সঙ্কটে প্রেসিডেন্ট নাসের যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দেন তাহাতে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র অশোভন ব্যগ্রতায় সিরিয়ার বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকৃতি দান করে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন করেন নাই। এই কারণে তিনি জর্ডান ও তুরস্কের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক রাষ্ট্রই সিরিয়ার স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করিয়া নূতন সরকারকে মানিয়া লয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘও সিরিয়াকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। যাহা হোক, বিদ্রোহের কারণ হিসাবে বিদ্রোহিগণ নাসের সরকারের বিরুদ্ধে বিবিধ দুর্নীতি, শোষণ ও আধিপত্যের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের ফলে যে সকল সিরীয় সামরিক অফিসারদের অবাধ ক্ষমতা আংশিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহাদের অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়িয়াছিল। নাসের সরকারের ভূমিসংস্কার ও অন্যান্য প্রগতিমূলক ব্যবস্থার ফলে কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগায় যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল সামরিক অফিসারগণ তাহারও সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য নূতন সরকারের স্থায়িত্বের জন্য সাধারণ জনতার সমর্থন অপরিহার্য। তাই, কুজবারি সরকার ঘোষণা করেন যে, ভূমিসংস্কার ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইবে না। পক্ষান্তরে নাসের সরকার যে সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লোপ করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় প্রবর্তন করা হইবে। অতঃপর ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ায় নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ডঃ মারুফ দাওয়ালিবি নূতন সরকার গঠন করেন। কিন্তু ইহাই সিরিয়া

নাটকের শেষ অঙ্ক নহে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আবার এই নাটকের যবনিকা উত্তোলিত হয়।

২৮শে মার্চ, ১৯৬২, সিরিয়ায় পুনরায় সামরিক বিদ্রোহ ঘটে এবং বিনা রক্তপাতে সেনাবাহিনী দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন; পার্লামেন্ট বাতিল করা হয়। সেনাবাহিনীর এক ঘোষণায় বলা হয়—"ছয়মাস পূর্বে যে উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় বিপ্লব ঘটে ও মিশরের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়, সরকারী নেতৃবৃন্দ তাহা পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত হাত মিলাইয়াছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশ্রয় দিয়াছেন ও শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বিচার করা হইবে।" গঠনমূলক সমাজতন্ত্র, প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য আরব প্রচেষ্টার সংহতি সাধন, জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং আরব রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করিয়া মিশর ও ইরাকের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন সিরিয়ার ভাবী সরকারের লক্ষ্য বলিয়া উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। ইতিমধ্যে সিরিয়া-সঙ্কটে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একদল 'স্বাধীন' অফিসার উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পোতে ২রা এপ্রিল, ১৯৬২, ক্ষমতা হস্তগত করে ও মিশরের সহিত সিরিয়ার পুনর্মিলনের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। দামাস্কাসের সামরিক কর্তৃপক্ষ দৃঢ়হস্তে এই সকল 'স্বাধীন' অফিসারদের আন্দোলন দমনে অগ্রসর হন: সমগ্র সিরিয়ায় 'কারফ্যু' জারী করা হয় এবং আলেপ্পোতে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া সিরিয়ার বিমান বাহিনীর তৎপরতা আরম্ভ হয়। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ অপরিহার্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই অবস্থায় সিরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, 'মুক্তিপ্রাপ্ত আরব শক্তিবর্গের' সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে এই প্রচেষ্টার জন্য সমগ্র দেশে গণভোটের মাধ্যমে সমর্থন লাভ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর ভুল ত্রুটি না ঘটে তাহার জন্য সুচিন্তিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে উক্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ঘোষণায় 'আরব শক্তিবর্গের' নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মিশর যে শক্তিবর্গের অন্যতম তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যাহা হোক, এই ঘোষণার পর দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে।

তুরস্কের রাজনীতি

যে রাজনৈতিক পটভূমিতে তুরস্কে ২৭শে মে, ১৯৬০, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত

অভ্যুত্থানের সময় প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার, প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ এবং তাঁহাদের সমর্থক বহু ব্যক্তি সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন; এক বিশেষ আদালতের বিচারে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ ১৫ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; উক্ত আদালত অন্যান্য কতিপয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পরবর্তী এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ারকে তাঁহার বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করিয়া প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেসের ফাঁসী হয়। এই দণ্ডদান পর্বের স্বল্পকাল পরেই তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১)। নির্বাচনে ৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় না। তুরস্কের জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন দলের অবস্থা এইরূপ :—কামাল আতাতুর্কের সহকর্মী ইসমেৎ ইনেহ্নু কর্তৃক পরিচালিত রিপাবলিক্যান পিপলস্ পার্টি ১৭৩টি, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেসের সমর্থক ও অনুরাগীদের দ্বারা গঠিত জাষ্টিস পার্টি ১৫৮টি এবং নিউ টার্কি পার্টি ও রিপাবলিক্যান পেজেন্টস্ ন্যাশনাল পার্টি যথাক্রমে ৬৫টি ও ৫৪টি আসন লাভ করিয়াছে। জাতীয় পরিষদের মোট আসনসংখ্যা ৪৫০টি। নির্বাচনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে কোন একটি দল কর্তৃক এককভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল গুর্সেলকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নির্দেশ দেন। অন্যথায় সামরিক সরকার গঠিত হইবে বলিয়া জানান হয়। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এই নির্দেশ অমান্য করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। ইসমেৎ ইনেনুর নেতৃত্বে ২০শে নবেম্বর, ১৯৬১, তুরস্কের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে; উহাতে রিপাবলিক্যান পিপলস্ পার্টির ১১ জন সদস্য ও জাষ্টিস পার্টির ১১ জন সদস্য গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু তুরস্কের রাজনৈতিক আকাশ সম্পূর্ণ নির্মল ও মেঘমুক্ত হইয়াছে বলা চলে না; কারণ সম্প্রতি তুরস্কে আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হইয়াছিল (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)। অবশ্য বিদ্রোহের চক্রান্ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয় এবং সামরিক বিভাগে দ্রুত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশে একটি শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

জার্মান শান্তিচুক্তি ও বার্লিন সঙ্কট

আলোচ্য বর্ষে পুনরায় জার্মান শান্তিচুক্তির প্রশ্নে উভয় শিবিরের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং বার্লিন পরিস্থিতি সমগ্র বিশ্বে প্রভূত উদ্বেগ ও

উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। জার্মান শান্তিচুক্তির প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দেহে দুরারোগ্য ব্যাধির মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর যবনিকা পড়িয়াছে ১৯৪৫ সালে; অতঃপর দীর্ঘ ১৭ বৎসর কালের মধ্যে বৃহৎ চতুঃশক্তি (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট ও সোভিয়েট রাশিয়া) পরাজিত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উহার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পন্থা আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। বরং ক্রমেই উভয় পক্ষের মতানৈক্যের ফাটল আরও প্রশস্ত হইতেছে। যুদ্ধকালের ৪টি মিত্রশক্তি আজ দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া কলহে মত্ত হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে ৪টি মিত্র শক্তি জার্মানীর ৪টি অঞ্চল দখল করিয়াছিল। অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা হইবে বলিয়া এক সময়ে শক্তিচতুষ্টয় একমত হইয়াছিল। কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের ফলে আজ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করার জন্য পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ জার্মানীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কূটনীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে জার্মানীতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। 'পশ্চিম জার্মানী' পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও 'ন্যাটো' সামরিক সংস্থার অন্যতম সদস্য আর 'পূর্ব জার্মানী' সোভিয়েট শিবিরভুক্ত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। বলাবাহুল্য এখন আর রাশিয়া 'অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের' মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার পন্থা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করে না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম জার্মানীর ভোটের জোর বেশী; এই ভোটের জোরের বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মানীর আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। বর্তমানে রাশিয়ার বক্তব্য এই যে, উভয় জার্মানী পরস্পর আলাপ আলোচনার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নীতি নির্ধারণ করিবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ রাষ্ট্রহিসাবে পূর্বজার্মানীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে না; সুতরাং উভয় জার্মানীর মধ্যে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। তাহাছাড়া পাশ্চাত্ত্যগোষ্ঠী ওডার-নীসের স্রোতকে জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না।

উপরোক্ত পটভূমিতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ ১৯৬১ সালে আর একবার জার্মান শান্তিচুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হন। ৩রা জুন, ১৯৬১, প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ভিয়েনায় এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে শ্রীক্রুশ্চেভ জার্মান শান্তিচুক্তি সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন। ঐ লিপিতে যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও পশ্চিম বার্লিনকে 'স্বাধীন নগরে' পরিণত করার প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীন নগর রূপে অবস্থানের 'গ্যারান্টি' হিসাবে চতুঃশক্তির কিছু সৈন্য সেখানে থাকিতে পারিবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির কিছু সৈন্যও পশ্চিম

বার্লিনে রাখা চলিবে। শান্তিচুক্তি ও জার্মানীর পুনর্মিলন সংক্রান্ত সকল প্রশ্নে একমত হওয়ার জন্য চতুঃশক্তি উভয় জার্মানীকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইবে এবং তাহারা পূর্বেই ঘোষণা করিবে যে, দুই জার্মানী কোন চুক্তি করিলে চতুঃশক্তি তাহা মানিয়া লইবে। উপসংহারে বলা হয় যে, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেসকল কারণে উত্তেজনা সঞ্চাত হইয়াছে রাশিয়া তাহা দূর করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছে এবং গঠনমূলক সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছে। জার্মানীর সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইলে উভয় দেশই এই লক্ষ্যস্থলের নিকটবর্তী হইতে পারিবে।

১৫ই জুন, ১৯৬১, শ্রীক্রুশ্চেভ ভিয়েনা বৈঠক সম্পর্কে এক টেলিভিশন বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, চলতি বছরেই জার্মানীর সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যদি শান্তি আলোচনায় যোগ দানে বিরত থাকে তবে রাশিয়া অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সহযোগিতায় কেবলমাত্র পূর্ব জার্মানীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবে। ৮ই জুলাই, ১৯৬১, এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ পুনরায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে শান্তি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানান। পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে তিনি সকল প্রকার গ্যারান্টি দিতে রাজী আছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ শ্রীক্রুশ্চেভের আহ্বানে সাড়া দিতে অপারগ হয়। পুরা দেড়মাস পরে (১৭ই জুলাই, ১৯৬১) পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ ভিয়েনা বৈঠকে প্রদত্ত স্মারকলিপির উত্তর দান করে। তাহারা স্বাধীন বার্লিন নগরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও পূর্ব জার্মানীর সহিত রাশিয়ার একক চুক্তির অধিকার নাই বলিয়া জানায়। এই বিষয়ে উভয়পক্ষে সৌজন্যবর্জিত ও স্থূল দম্ভোক্তিপূর্ণ প্রচুর বাদানুবাদ চলিতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য শিবির বার্লিন রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করে। প্রেসিডেন্ট কেনেডী এক বেতার ভাষণে বলেন যে স্বাধীন জগতের এই 'নিঃসঙ্গ প্রহরীকে' (অর্থাৎ বার্লিনকে) রক্ষা করিতে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও 'ন্যাটো' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পক্ষান্তরে রাশিয়া উভয় জার্মানীর বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর উপর চাপ দিতে থাকে। ১৭ই জুলাই, ১৯৬১, লিখিত পত্রে রাশিয়া জানায় যে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যদি পূর্বজার্মানীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করে এবং তার ফলে যদি দুই জার্মানীর সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন অসম্ভব হয় তবে রাশিয়া অবশ্যই পূর্ব জার্মানীর সহিত একক চুক্তি করিবে। পূর্ব জার্মানীর সহিত রাশিয়ার একক চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে পূর্ব জার্মানীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য করার পরোক্ষ উপায়। পূর্ব জার্মানীর সহিত চুক্তি

করিয়া রাশিয়া যদি জার্মানী হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তবে, পশ্চিম বার্লিনের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে বাধ্য হইয়া পূর্বজার্মান সরকারের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ বার্লিন নগরী পুরাপুরি পূর্ব জার্মানীর এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এই সময় পূর্ব জার্মান সরকারের এক আকস্মিক কার্যের ফলে বার্লিন সঙ্কট চরম আকার ধারণ করে।

বার্লিন অবরোধ: পূর্ব জার্মানীর সৈন্য ও পুলিশবাহিনী ১৩ই আগষ্ট, ১৯৬১ পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যবর্তী সীমান্ত বন্ধ করিয়া দেয়। পূর্বজার্মানী ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যবর্তী সীমান্ত ঘাটিগুলিও বন্ধ করা হয়। ইহার ফলে যে সকল পথদিয়া পূর্ব জার্মানীর হাজার হাজার বাস্তত্যাগী পলাইয়া পশ্চিম বার্লিনে চলিয়া যাইতেছিল তাহা রুদ্ধ হয়। কেবলমাত্র পাশপোর্ট ও পরিচয়পত্র দেখাইতে পারিলে পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসী ও বিদেশী ব্যক্তিগণকে সীমান্ত অতিক্রম করিতে দেওয়া হয়। পশ্চিম বর্লিনের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব জার্মানীর যুবকগণ বিপুলসংখ্যায় পশ্চিম বার্লিনে চলিয়া যাইতেছিল। ইহার ফলে পূর্ব জার্মানীর অর্থনীতির উপর অশুভ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। এইরূপ বিপুলসংখ্যক বাস্তত্যাগের দ্বারা কম্যুনিষ্ট নীতির নৈতিক পরাজয়ও সূচিত হয়। সুতরাং পূর্ব জার্মান সরকারের পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিলনা। পূর্ব জার্মান সরকার এক ঘোষণায় বলেন যে, এখন হইতে পশ্চিম বার্লিনে যাইতে হইলে পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব বার্লিনের অধিবাসিগণকে বিশেষ অনুমতিপত্র লইতে হইবে। যে পর্যন্ত না পাশ্চাত্ত্যশক্তি নিয়ন্ত্রিত এলাকা 'নিরপেক্ষ ও সৈন্যমুক্ত স্বাধীন নগরীতে' পরিণত হইবে সে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকিবে। এই কার্যের ফলে পাশ্চাত্ত্য মহলে তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ঢেউ ওঠে। পাশ্চাত্ত্যগোষ্ঠী সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট পূর্ব জার্মান সরকারের কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। রাশিয়া সরাসরি তাহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এবং জার্মান শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহার ভিত্তিতে বার্লিন সমস্যা মিটাইয়া ফেলিতে পরামর্শ দেয়। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম বার্লিনে তাহাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে মনোনিবেশ করে। সোভিয়েট সরকার ২৩শে আগষ্ট, ১৯৬১ এক লিপিতে অভিযোগ করে যে, পশ্চিম জার্মান সরকার পশ্চিম বার্লিনে যাতায়াতের বিমান পথ 'ধ্বংসাত্মক ও প্ররোচনা মূলক' কার্যে ব্যবহার করিতেছে। উহার ফলে ১৯৪৫ সালের চুক্তি লঙ্ঘিত হইয়াছে। তাহার উত্তরে পাশ্চাত্ত্যগোষ্ঠী বলে যে, বিমানপথ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা দেখার কোন অধিকার রাশিয়ার নাই। উক্তপথে কোন বাধা সৃষ্টি করিলে তাহার ফল অত্যন্ত অশুভ হইবে। যাহা হোক বার্লিন সঙ্কট উপলক্ষ করিয়া দুই

শিবিরে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিবার যে ভয়ঙ্কর আশঙ্কা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্তমানে হ্রাস পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ সংঘর্ষের পথ পরিহার করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে 'ন্যাটো' কাউন্সিলের যে বৈঠক বসে তাহাতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল; তাহার মতে আলোচনার জন্য আগ্রহ দেখাইলে পাশ্চাত্ত্য শিবিরের দুর্বলতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ফ্রান্সের বিরোধিতা অগ্রাহ্য হয়। ডিসেম্বর মাসে বারমুডায় প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহারাও রাশিয়ার সহিত আলোচনার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বর্ষশেষে জার্মান ও বার্লিন পরিস্থিতির ইহাই মোটামুটি অবস্থা।

বেলগ্রেড সম্মেলন

আলোচ্য বর্ষে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড নগরীতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের এক উল্লেখযোগ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আবদেল গামাল নাসের ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সোয়েকর্ণো এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। বিশ্বের ২৪টি নিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীআতুলা ও উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীগিজেঙ্গা সম্মেলনে যোগদান করায় রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টি। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, সম্মেলনের উদ্বোধন হয় এবং পাঁচদিন অধিবেশন চলার পরে উহার সমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রীয় নেতাগণ পাঁচদিন ধরিয়া বিশ্বরাজনীতির নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে 'আন্তর্জাতিক উত্তেজনা' ও 'ঔপনিবেশিকতা' এই দুইটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জার্মানী ও বার্লিনকে উপলক্ষ করিয়া বিশ্বে তখন চরম সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে; সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থনে পূর্বজার্মানী পশ্চিমবার্লিন অবরোধ করিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ সম্ভাব্য সংঘর্ষের প্রস্তুতি হিসাবে পশ্চিম বার্লিনে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। ৩০শে আগষ্ট, অর্থাৎ সম্মেলন আরম্ভ হইবার মাত্র একদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে, সে আবার আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইবে। এই পটভূমিতে বেলগ্রেড সম্মেলন আরম্ভ হয়।

সম্মেলনের প্রারম্ভে নেতৃবৃন্দ যেসকল বক্তৃতা দান করেন তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা পুরাতন সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই;

ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বৈদেশিক ঘাটি প্রভৃতি বিষয় আলোচনার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বেশী। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে শ্রীনেহরু ভাষণ দিতে উঠিয়া গতানুগতিক ভাবধারায় একটি নূতন সুর সংযোজন করেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন—'যুদ্ধ অথবা শান্তি' ইহাই বর্তমানের সর্বপ্রধান প্রশ্ন, অন্য যে কোন প্রশ্ন ইহার তুলনায় গৌণ। বিশ্বমানব আজ বিরাট সঙ্কট ও দুর্যোগের মুখামুখি দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট প্রতিহত করার জন্য অবিলম্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ানের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। তিনি সম্মেলনের তরফ হইতে উভয় রাষ্ট্রনেতাকে অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান জানাইবার প্রস্তাব করেন। শ্রীনেহরু তাঁহার যুক্তির দ্বারা সম্মেলনের সমুদয় প্রতিনিধিকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হন না; তাঁহার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তির গুঞ্জন শুনা যায়। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত শ্রীনেহরুর পরামর্শ গৃহীত হয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ানের প্রতি শান্তির আবেদন জানাইয়া সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি স্বতন্ত্র বিবৃতি প্রচার করা হয়। এই আবেদন প্রচারের পন্থা লইয়াও কিছুটা মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। সম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধি উক্ত আবেদন মূল বিবৃতির অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীনেহরু উহা একটি স্বতন্ত্র বিবৃতির আকারে গ্রহণ করিতে বলেন। কারণ আলোচ্য আবেদনটি অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের সহিত মূল প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব নষ্ট হইবে। অবশেষে উহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব রূপে গৃহীত হয়! প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ-এর নিকট সম্মেলনের তরফ হইতে দুইখানি চিঠি পাঠাইয়া উভয়কে শান্তির জন্য প্রয়াসী হইতে অনুরোধ করা হয়। উপসংহারে বেলগ্রেড সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। সম্মেলনে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের ভাবধারার কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছিল। আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলি এবং অন্যান্য কতিপয় রাষ্ট্রের বিচারে ভারতের বক্তব্য অতিশয় কোমল। শ্রী এনক্রুমা ও ডাঃ সোয়েকর্ণোর তীক্ষ্ণ তীব্র বাচনভঙ্গী সম্মেলনে অধিকতর আদৃত হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রতিনিধির বিরোধিতা করায় ভারত সম্মেলনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ উৎপাদন করে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের মূল কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। সম্মেলনের মূল বিবৃতিতে এমন কোন কোন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহার প্রতি শ্রীনেহরুর সুস্পষ্ট আপত্তি ছিল, যথা—নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের প্রতিনিধিত্ব।

সম্মেলনের বিবৃতি ঃ সম্মেলন দুইটি বিবৃতি প্রচার করে। প্রথম বিবৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের প্রতি আবেদন জানান হইয়াছে। দ্বিতীয় বিবৃতিটি ৪০০০ শব্দবিশিষ্ট একটি বৃহৎ দলিল; উহাতে বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে এই বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—(১) ঔপনিবেশিকতা, নয়া ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান, (২) নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী রচনা করিবে না, (৩) সাহারা সহ সমগ্র আলজেরিয়ার স্বাধীনতা, (৪) এঙ্গোলার স্বাধীনতা, (৪) তিউনিসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ, (৫) বর্ণ ও জাতি বৈষম্য দূর করা, (৬) প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা, (৭) কিউবায় গুয়ান্টামানো মার্কিণ ঘাটির উচ্ছেদ, (৮) নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যোগদান, (৯) কমুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ দান, (১০) রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন

১৪ই মার্চ, ১৯৬২, জেনেভায় অষ্টাদশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি ফ্রান্স যোগদান না করায় উহা প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ রাষ্ট্রের সম্মেলনে পরিণত হইয়াছিল। সম্মেলনে পাশ্চাত্ত্য গোষ্ঠীর ৫টি রাষ্ট্র, কম্যুনিষ্ট শিবিরের ৫টি রাষ্ট্র ও নিরপেক্ষ মণ্ডলের ৮টি রাষ্ট্র যোগদান করে। সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম—পাশ্চাত্ত্য পক্ষের, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইতালী; কম্যুনিষ্ট পক্ষের, সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়া এবং নিরপেক্ষ মণ্ডলের ভারত, ব্রহ্মদেশ, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ব্রেজিল, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া ও সুইডেন। এই সম্মেলন আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহার সূচনা হয় ১৯৫৯ সালে। ইতিপূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৮ সালে এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিল। ঐ বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা। কিন্তু দীর্ঘকাল বৈঠক চলার পরও উভয়পক্ষ কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ইতিমধ্যে ফ্রান্স সাহারায় কতকগুলি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় এবং জেনেভা বৈঠকের প্রতি তাহার আনুগত্য অস্বীকার করে। প্রধানতঃ যে দুইটি বিষয়ে ১৯৫৮ সালের বৈঠকে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হইল, ভূগর্ভে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটান এবং চুক্তি কার্যকরী করার তদারকী ব্যবস্থা।

এই অবস্থায় রাশিয়া প্রস্তাব করে যে, স্বতন্ত্রভাবে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার প্রশ্ন আলোচনা না করিয়া সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হউক; আণবিক বিস্ফোরণের বিষয়টিকে নিরস্ত্রীকরণের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হইবে। পাশ্চাত্য শিবির এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অতঃপর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের এক চাঞ্চল্যকর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন (এই সম্পর্কে ১৩৬৭ সালের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে—সঃ বঃ)। অতঃপর পাশ্চাত্য শিবির হইতেও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের মূলনীতি উপস্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ নিরস্ত্রীকরণের ঐসকল পরিকল্পনা ও মূলনীতি সাগ্রহে অনুমোদন করেন। ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাশ্চাত্য ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের এবং নিরপেক্ষ মণ্ডলের ১৮টি রাষ্ট্র ১৪ই মার্চ, ১৯৬২, জেনেভায় সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে এবং ১লা জুলাই-এর মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। বর্তমান জেনেভা সম্মেলন উক্ত প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ পরিণতি।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ আলোচ্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রাক্কালে জেনেভায় একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁহার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ৩রা মার্চ, ১৯৬২, যে টেলিভিশন বক্তৃতা দেন তাহা আসন্ন জেনেভা সম্মেলনের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীক্রুশ্চেভ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণাধীনে আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিতে সম্মত হইলে তিনি স্বয়ং ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেনেভায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু দুইমাসের মধ্যে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আণবিক বিস্ফোরণ আরম্ভ করিবে। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর এই ভাষণ রাশিয়া নিছক হুমকী বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না। আর, পূর্ব হইতেই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দুইমাস 'টাইম-টেবল্' বাধিয়া দেওয়া কিছুটা বিস্ময়কর।

যাহা হোক, নির্ধারিত দিনে জেনেভা সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা পেশ করে। সোভিয়েট পরিকল্পনায় মোট ৪ বৎসরে তিন পর্যায়ে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে। প্রথম পর্যায়ে আণবিক অস্ত্র বহনের সর্ববিধ উপকরণ ধ্বংস করা ও সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈদেশিক ঘাঁটি উচ্ছেদ করার দাবী করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে প্রথম পর্যায়ে আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার কথা বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তি তদারকের শর্ত লইয়া জেনেভা সম্মেলনে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্ত্য পক্ষের দাবী যে, বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তি তদারক করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ধনুর্ভঙ্গ পণ—আন্তর্জাতিক কমিশনকে কিছুতেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, কারণ উহাতে গুপ্তচরবৃত্তি প্রশ্রয় পাইবে। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত হইতেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া

পাশ্চাত্ত্য শিবিরের সহিত অত্যুগ্র বিরোধ আলোচ্যবর্ষে সোভিয়েট রাজনীতির প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'জার্মান শান্তিচুক্তি' ও 'পশ্চিম বার্লিন' এই বিরোধের উপলক্ষ্য। এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৬১ সালে পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করায় বিশ্বে বিশেষ চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ৩রা নবেম্বর, ১৯৫৮, রাশিয়া আণবিক অস্ত্রের সর্বশেষ বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল। রাশিয়া ঘোষণা করে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপেই তাহারা পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ৩১শে অগস্ট, ১৯৬১, রাশিয়া ঘোষণা করে যে, সে ১০ কোটি টন টি. এন, টি ক্ষমতাযুক্ত অমিত শক্তিধর আণবিক বোমা প্রস্তুত করিবে। এই ঘোষণার পর দিন, অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর 'বেলগ্রেড সম্মেলন' আরম্ভ হয়। বিশ্বের বহু মনীষী ও রাষ্ট্রীয় নেতা রাশিয়াকে তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানান। কিন্তু রাশিয়া সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া পর পর কতিপয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩০শে অক্টোবর রাশিয়া যে আণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত করে তাহার শক্তি ৫০ মেগাটন অপেক্ষাও অধিক; উহা মনুষ্যসৃষ্ট সর্বকালের বৃহত্তম বিস্ফোরণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ২৯শে জুলাই, ১৯৬১, তাহার 'বিংশ বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রকাশ করে। এই পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে এবং জনগণের কোন কোন অংশকে বিনামূল্যে খাদ্যও জোগান সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনার কুড়ি বৎসরের মধ্যেই কর-প্রথা লোপ পাইবে; দেশবাসী বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ ও পেনসনের সুবিধা ভোগ করিবে; বাড়ীভাড়া

বিলুপ্ত হইবে। পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, উহা সূর্যাস্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরিকল্পনায় দাবী করা হইয়াছে যে, সর্বত্রই ধনতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬১, মস্কোয় ২২শ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। কংগ্রেসে বিশ্ব-কম্যুনিজমের নীতি ও লক্ষ্য আলোচিত হয়। বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র হইতে ৪৫০০ প্রতিনিধি ও ৫০০ বিশিষ্ট দর্শক ইহাতে যোগদান করেন। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তিনি কংগ্রেসে তাঁহার ভাষণে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য নহে। শ্রীক্রুশ্চেভ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিশেষ সমালোচনা করেন। আলোচ্য কংগ্রেসের অন্যতম সিদ্ধান্ত বিশেষ চাঞ্চল্যকর; কংগ্রেস স্থির করেন যে মস্কোর স্মৃতিসৌধে রক্ষিত ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ অপসারণ করা হইবে। ষ্ট্যালিন তাঁহার জীবদ্দশায় যেসকল অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার জন্যই এই দণ্ড দান! এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১লা নবেম্বর, ১৯৬১, লেনিন স্মৃতিসৌধ হইতে ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ সরাইয়া লইয়া ক্রেমলিন-প্রাচীরের ধারে একটি সাধারণ কবরে উহা সমাহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে চীনের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার নীতিগত বিরোধ বিলুপ্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই। মস্কোয় পূর্বোক্ত ২২শ কংগ্রেসে শ্রীচু এন-লাই-এর আচরণে এই বিরোধ প্রতিফলিত হইয়াছিল। আলবেনিয়া-চীন মৈত্রী চুক্তিও উক্ত বিরোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত। আলবেনিয়ার সহিত সোভিয়েট রাশিয়া সম্প্রতি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের মনোমালিন্য প্রকাশ্য বৈরিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে চীন আলবেনিয়ার সহিত একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। সোভিয়েট সরকার কর্তৃক মার্কিণ বৈমানিক ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্সকে মুক্তিদানের (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২) ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬০ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরে 'ইউ-২' বিমানযোগে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে গ্যারী পাওয়ার্স ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সোভিয়েট বৈমানিক ঘেরম্যান টিটভের ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ (৬ই আগস্ট, ১৯৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

কিউবার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধ আলোচ্য বর্ষে মার্কিণ রাজনীতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়। বৎসরের সূচনায় কিউবায় যে

প্রতিবিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে সক্রিয় মার্কিণ সহানুভূতি ও সাহায্য ছিল। সম্প্রতি মার্কিণ রাষ্ট্রসংস্থা হইতে কিউবাকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল বিষয় 'কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র বিরোধ' অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। 'কেনেডী-ক্রুশ্চভ বৈঠক' বৎসরের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ৩রা জুন, ১৯৬১, ভিয়েনায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। এই বৈঠককে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে উহা নির্বাপিত হইয়াছে। বার্লিন লইয়া অত্যুগ্র মার্কিণ-সোভিয়েট বিরোধের বিষয় এই প্রবন্ধের অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বৎসর তাহার সামরিক শক্তি ও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হয়। এই জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী মার্কিণ বাজেটে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ পুনরারম্ভ করায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা অগ্রগামী, যুক্তরাষ্ট্র এই নেতৃত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি আরও বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এপর্যন্ত মোট ১৭০ মেগাটন আণবিক শক্তির বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সম্মিলিত আণবিক বিস্ফোরণের পরিমাণ ১২৫ মেগাটন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবার মহাকাশ বিজয়ের পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। ৫ই মে, ১৯৬১, যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম মহাশূণ্যে মনুষ্যবাহী রকেট প্রেরণ করে। কম্যাণ্ডার আলান শেপার্ড উক্ত রকেটে মহাশূন্যে ১৬ মিনিট অবস্থান করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১. যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ পরিক্রমায় সাফল্য লাভ করে। ঐ দিন মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল জন গ্লেন ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে মহাশূন্যে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসেন।

কিউবা-মার্কিণ বিরোধ

কিউবা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের কথা গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। গত এক বৎসরে উক্ত বিরোধ হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এখন কিউবার রাষ্ট্রীয় নেতা ডঃ ফিদেল কাস্ত্রোকে কম্যুনিষ্ট অনুরক্ত বলিয়া

নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রোর বিপ্লব আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সাহায্য দান করিয়াছিল। কিউবায় একাদিক্রমে ২৫ বৎসর ফুলগেনসিও ব্যাতিস্তার একনায়কত্ব চলিয়া আসিতেছিল। ১৯৫৭ সালে ডঃ কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিপ্লব আন্দোলন সুরু হয়। ঐ সময় ফ্লোরিডা হইতে বেসরকারী বিমানে ডাঃ কাস্ত্রোর জন্য প্রচুর রণসম্ভার পাঠান হইত। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী ডঃ কাস্ত্রো রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করেন, ঐ দিনই তাঁহার বিপ্লবী দল কিউবার রাজধানী হাভানা অধিকার করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর কাস্ত্রো সরকার কিউবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল বিধিবিধান প্রবর্তন করিতে থাকেন তাহা বহুলাংশে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী। এই কারণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে ফ্লোরিডা বিমানঘাটি হইতে পুনঃপুনঃ কিউবার ইক্ষুক্ষেত্রে আগ্নেয় বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফসল নষ্ট করা হইয়াছিল। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে হাভানার উপকূলে অস্ত্র জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটে; ডঃ কাস্ত্রো ঘোষণা করেন যে, উহাও যুক্তরাষ্ট্রের কারসাজি। কিউবায় তীব্র মার্কিণ বিরোধী আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিল। এই সন্ধিক্ষণে সোভিয়েট সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমিকোয়ান কিউবা পরিদর্শনে আসেন এবং তাহার ফলে কম্যুনিষ্ট শিবিরের সহিত কিউবার অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তারপর হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডঃ ফিদেল কাস্ত্রোকে শায়েস্তা করার জন্য যত বেশী প্রয়াস পাইতেছে কাস্ত্রোও বাধ্য হইয়া তত বেশী কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র বিরোধের মূল কথা।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কাস্ত্রো-বিরোধী চক্র কিউবায় যে প্রতিবিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঐ অভিযান স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডী কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান শ্রীএ্যালেন ডালেসের যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শ্রীডালেস তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কিউবার ২০০ বৈমানিক শিক্ষালাভ করিতেছে এবং শীঘ্রই কিউবা সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে শক্তিশালী বিমান বহর সাহায্য হিসাবে লাভ করিবে। তখন কিউবা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিবে। যাহাহোক, কিউবা সরকার মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আলোচ্য প্রতিবিপ্লব দমন করিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহীরা আশা করিয়াছিল যে, তাহারা কিউবায় অবতরণ করামাত্র গণ-অভ্যুত্থান

ঘটিবে। কিন্তু কার্যতঃ সমগ্র জাতি কাস্ত্রো সরকারের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই ঘটনা হইতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, কিউবার জনসাধারণ কাস্ত্রোকেই তাহাদের নেতা বলিয়া মনে করে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সম্প্রতি কিউবাকে মার্কিণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Organisation of American States) হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। উরুগুয়ের অন্তর্গত পুন্টাভেল এস্টেটে গত জানুয়ারী মাসে উক্ত সংস্থার এক অধিবেশন ডাকা হইয়াছিল। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, দুই তৃতীয়াংশ ভোটে উক্ত সংস্থা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কিউবা আর মার্কিণ রাষ্ট্রসংস্থার সভ্য থাকার উপযুক্ত নহে, কারণ সে মার্কস ও লেনিন প্রবর্তিত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্র এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য যে, চিলি, ব্রেজিল, মেক্সিকো, বলিভিয়া, ইক্যুয়েডর ও আর্জেন্টিনা ভোটদানে বিরত ছিল।

ব্রিটেন

আলোচ্য বর্ষে ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল; একমাত্র কুয়াইত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ঘরে ও বাহিরে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। 'কুয়াইত-ইরাক বিরোধ' অনুচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ সরকারের দুইটি সিদ্ধান্তে এবার কমনওয়েলথ-এর অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্র ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়াছে। ব্রিটেন 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে' যোগদান করিয়াছে। তাহার এই কাজ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূল। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ সরকার কমনওয়েলথের কোন কোন রাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনে বহিরাগতদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এক আইন প্রবর্তন করিয়াছেন।

বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ৮৯ বৎসর বয়স্ক লর্ড বারট্রাণ্ড রাসেলের কারাদণ্ড বছরের অন্যতম প্রধান ঘটনা। আনবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার এই বিশ্ববিশ্রুত মনীষীকে ও তাঁহার স্ত্রীকে ৭ দিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)। এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতে যাইয়া শ্রীনেহরু বলেন—'আমি লর্ড রাসেলকে ঈর্ষা করি'। রাসেলের কারাদণ্ড বিশ্বের শান্তিকামী মানব সমাজে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল শ্রীনেহরুর ছোট কথাটিই তাহার পরিচয়।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের পক্ষে আলোচ্য বৎসরটি আদৌ সুখময় বা শান্তিপূর্ণ হয় নাই। সামরিক-চক্রের বিদ্রোহ, গুপ্ত-সংস্থার সন্ত্রাসবাদ, তিউনিসিয়ার সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে ফ্রান্সের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছিল। বৎসরের প্রারম্ভেই আলজিরিয়ায় ফরাসী সামরিক চক্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে; আলজিরিয়ার আরব বিদ্রোহীদের সহিত ফরাসী সরকারের আপস প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে সামরিক চক্র এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য ফরাসী সরকারকে প্রচুর প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমিত হইলে বিদ্রোহিগণ ভিন্ন পথে তাহাদের কর্মধারা পরিচালিত করে। সামরিক চক্র গুপ্ত-সংস্থা (O.A.S.) প্রতিষ্ঠা করিয়া আলজেরিয়ায় ও মূল ফ্রান্সে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসমূলক কার্যে মাতিয়া ওঠে। নিষ্ঠুর হত্যা, লুণ্ঠন ও আক্রমণের দ্বারা তাহারা চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, গুপ্ত ঘাতকের দল প্যারীসের রাজপথে প্লাষ্টিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং প্রেসিডেন্ট দ্য গলেকেও হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। অল্পের জন্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান। এই সকল বিষয় 'আলজেরিয়া' অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সংগ্রাম আলোচ্য বর্ষে ফরাসী রাজনীতির আর একটি গুরুতর ঘটনা। এত দ্বন্দ্ব ও হানাহানির মধ্যেও আলোচ্য বৎসরে ফ্রান্সের জমার খাতায় একটি বিরাট সাফল্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে—প্রেসিডেন্ট দ্য গলে 'আলজেরিয়া সঙ্কট' সমাধানে সমর্থ হইয়াছেন। এভিয়ানে দীর্ঘ আপস আলোচনার পর ১৮ই মার্চ, ১৯৬২, ফরাসী সরকার ও আরব বিদ্রোহীদের অস্থায়ী সরকার 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর করিয়া আলজেরিয়ায় ৭ বৎসর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান ঘটাইয়াছেন। আলোচ্য শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ার পর হইতেই গোপন সামরিক সংস্থা (O.A.S.) মরিয়া হইয়া ওঠে। ফরাসী সরকারকে মীমাংসা প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য তাহারা সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। যেদিন শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয় সেই দিনই গোপন সামরিক সংস্থার পক্ষ হইতে একটি 'অস্থায়ী সরকার' গঠনের কথা ঘোষনা করা হয়। তবে সুখের বিষয় ফরাসী সরকার কর্তৃক দৃঢ় কর্মনীতি অবলম্বনের ফলে গুপ্ত সংস্থার প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

আলজেরিয়ায় আপস

বছরের শ্রেষ্ঠ সুখবর—আরব বিদ্রোহীদের অস্থায়ী সরকার ও ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিগণ আলজেরিয়ার সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

করিয়াছেন। সহজে বা অনায়াসে এই চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই ; উভয় পক্ষ বহু চড়াই উতরাই অতিক্রম করিয়া মীমাংসার সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। আপস মীমাংসা বানচাল করার জন্য ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীদল ও আলজেরিয়ার ফরাসী সামরিক-চক্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল ; গোপন সামরিক সংস্থার বহু হিংস্রতায় সমগ্র আলজেরিয়ায় মৃত্যুর বিভীষিকা নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় প্রেসিডেন্ট দ্য গলে উহাতে ভীত হইয়া মীমাংসার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই।

গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে মীমাংসার প্রস্তুতি পর্বের পরিচয় দান প্রসঙ্গে 'এভিয়ান বৈঠকের' সূচনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। ৫ই এপ্রিল, ১৯৬১, এভিয়ান বৈঠকের উদ্বোধন হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। শেষ মুহূর্তে অন্যতম ফরাসী মন্ত্রীর উক্তির ফলে আরব প্রতিনিধিদের মনে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দেয় এবং বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। অতঃপর আরব প্রতিনিধিবর্গ বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত হন। কিন্তু সত্বর বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পথে এক ভয়ানক অন্তরায় উপস্থিত হয়। ২২শে এপ্রিল, ১৯৬১, আলজেরিয়ায় ফরাসী সামরিক চক্র পুনরায় বিদ্রোহ করিয়া আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স অধিকার করিয়া লয়। তাহারা ঘোষণা করে যে, "আরবদের নিকট ফরাসী সরকারের আত্মসমর্পণ' নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে লইয়াছে। রাওল সালাঁ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ; মরিস সেল আঁদ্রে জেলার ও এডমন্দ জুহান্দ তাহার সহকারী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আলজেরিয়ায় ফরাসী সামরিক চক্রের ইহা তৃতীয়বার বিদ্রোহ ঘোষণা। এই সামরিক চক্র কঠোর ও নির্মম হস্তে আরবদের মুক্তিযুদ্ধ চূর্ণ করিয়া আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অধীনে রাখার পক্ষপাতী। তাহাদের প্রথম বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল ১৯৫৮ সালের মে মাসে। তাহাদের দাবীতেই দ্য গলে তখন ফ্রান্সের রাজনীতিতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন এবং সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্য গলে এককালে জঙ্গী মানুষ ছিলেন ; তিনি আরবদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ইহাই বিদ্রোহিগণ আশা করিয়াছিল। কিন্তু দ্য গলে তাঁহার আচরণে তাহাদিগকে নিরাশ করেন। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক ঘোষণায় আলজেরিয়ার স্বতন্ত্র সত্তার কথা স্বীকার করেন। ইহাতে আলোচ্য সামরিক চক্র তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে তাহারা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু করে ; আলজেরিয়ার অসামরিক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণও এই হাঙ্গামায় তাহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট দ্য গলে দৃঢ়হস্তে এই সকল অশান্তি দমন করেন ও আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানে

অগ্রসর হন। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তিনি জাতির সমর্থন প্রার্থনা করেন। এই সম্পর্কে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে সমগ্র ফ্রান্স ও আলজেরিয়ায় গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। দেশবাসী তাঁহার 'আলজেরিয়া নীতির' প্রতি সমর্থন জানায় ও সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা অর্পণ করে। এই গণভোটের নির্দেশ অনুসারে দ্য গলে আলজেরিয়া সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন এবং উহার ফলেই 'এভিয়ান বৈঠক' আহ্বান করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাবিব বারগুইবা আরব বিদ্রোহী ও ফরাসী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আলজেরিয়া পরিস্থিতির এই পর্যায়ে পূর্বোক্ত তৃতীয় বিদ্রোহ (২২শে এপ্রিল, ১৯৬১) ঘটে। আলোচ্য বিদ্রোহের নেতারা আশা করিয়াছিল যে, আলজেরিয়ার অধিকাংশ ফরাসী সৈন্য তাহাদের সহিত যোগদান করিবে; মূল ফ্রান্সে পূর্ব হইতেই উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থন তাহাদের প্রতি রহিয়াছে, এখন সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিভেদ দেখা দিবে। সুতরাং পরিস্থিতি এমন অশান্ত ও অরাজকতাপূর্ণ হইয়া উঠিবে যে ফরাসী সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হইবেন। কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনা সফল হয় নাই। দ্য গলে বিদ্রোহ দমনের জন্য জরুরী ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সেনাবাহিনীর অবিচল আনুগত্যে ও ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর নরনারীর অকুণ্ঠ সমর্থনে তিনি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন যে, এই বিদ্রোহের ফলে ফরাসী সরকারের আলজেরিয়া নীতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এবং শীঘ্রই এভিয়ান বৈঠক আরম্ভ হইবে।

উপরোক্ত পটভূমিতে ২০শে মে, ১৯৬১, সুইস সীমান্ত সংলগ্ন ফরাসী শহর এভিয়ান-এ বৈঠক সুরু হয়। ফরাসী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন শ্রী লুই জো; ইনি ফরাসী সরকারের আলজেরিয়া দপ্তরের মন্ত্রী। আরব প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন শ্রী বেল কাশেম করিম। যে নয় জন আরব নেতা 'এফ. এল. এন' নামক সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র বেল কাশেম এখনও জীবিত ও ফরাসী কারা প্রাচীরের বাহিরে আছেন। ফরাসী সরকার ইতিপূর্বে তাঁহার অনুপস্থিতিতে দুইবার তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনার আবর্তনে আজ তাঁহারই সহিত বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। প্রথম দফায় ১৩ই জুন পর্যন্ত বৈঠক চলার পর উহা স্থগিত রাখা হয়। এখানে O.A.S. নামক গুপ্ত সামরিক সংস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যে সামরিক চক্র আলজেরিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল তাহারাই এই সংস্থার জনক। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায়

তাহারা সন্ত্রাসবাদ ও গোপন হত্যাকাণ্ডের পথ বাছিয়া লয়। সমগ্র আলজেরিয়া তাহাদের ধ্বংসলীলায় অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। মূল ফ্রান্সেও তাহাদের কর্মধারা প্রসারিত হয়। এভিয়ান বৈঠক চলার সময় এই সংস্থাটি ভয়ঙ্কর হিংস্র হইয়া ওঠে। তাহারা আশা করিয়াছিল তাহাদের ধ্বংসাত্মক কার্যে ভীত হইয়া ফরাসী সরকার আরবদের সহিত আপস আলোচনা প্রত্যাহার করিবে। যাহাহোক, ১৩ই জুন এভিয়ান বৈঠক স্থগিত থাকার পর হইতে দীর্ঘকাল ফরাসী সরকার আপস আলোচনার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ইতিমধ্যে ১লা নবেম্বর, ১৯৬১, ফরাসী সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আরবগণ আলজেরিয়া যুদ্ধের ৭ম বার্ষিক দিবস পালন করে। ঐ দিন ফরাসী পুলিশের গুলীতে ৭৬ জন আরব নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এই ঘটনার আঘাতে পুনরায় ফরাসী সরকারের মনোযোগ আপস আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, প্রেসিডেন্ট দ্য গলে এক টেলিভিশন বক্তৃতায় এইরূপ ইঙ্গিত দেন যে, আলজেরিয়া সমস্যার সমাধান আসন্ন। এভিয়ান বৈঠক পুনরুজ্জীবিত হয়, কিন্তু এবার বৈঠক চলে গোপনে। ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৬২) তৃতীয় সপ্তাহে উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে একমত হন এবং আলজেরিয়ার 'জাতীয় পার্লামেন্ট' উক্ত শর্তাদি অনুমোদন করেন। অতঃপর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এভিয়ান বৈঠকের চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ হয়। ১৮ই মার্চ, ১৯৬২, ফরাসী সরকার ও আরব বিদ্রোহীদের অস্থায়ী সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯শে মার্চ হইতে যুদ্ধ বিরতি ঘটে। এখানে আলজেরিয়া যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪, আরবগণ সর্বপ্রথম যুদ্ধের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল; ঐ দিন ৩০টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ফরাসী সামরিক দপ্তরের মতে যুদ্ধের স্থচনা হইতে ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ১,৪১,০০০ আরব বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে, আর নিহত ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা ১৭,২৫০ জন। এই হিসাবের মধ্যে নিহত অসামরিক ব্যক্তিদের ধরা হয় নাই। আলজেরিয়ার শহরগুলিতে প্রতিমাসে আনুমানিক ৫০০ অসামরিক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। আরব বিদ্রোহিগণ দাবী করে যে বিদ্রোহের ৭ বৎসরে দশলক্ষ মুসলমান নিহত হইয়াছে। বিবিধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে তিউনিসিয়ায় ১৭,৫৯,০০০ আরব উদ্বাস্তু অবস্থান করিতেছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদ প্রকাশিত হইলে সামরিক গুপ্ত সংস্থা আলজেরিয়ায় একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সামরিক চক্রের প্রধান নেতা রাউল সালাঁ ও তাঁহার প্রধান সহকারী এডমণ্ড জোঁহা

উভয়েই গ্রেপ্তার হওয়ায় গুপ্ত সামরিক সংস্থার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের আন্দোলন আর বেশীদিন স্থায়ী হইবে না মনে হয়। ৮ই এপ্রিল, ১৯৬২, এক গণভোটের মাধ্যমে সমগ্র ফরাসী জাতি বিপুল ভাবে আরব-ফরাসী চুক্তির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছে। ইতিমধ্যে নয় জন আরব ও তিন জন ইউরোপীয় সদস্য লইয়া ফরাসী হাইকমিশনার আলজেরিয়ার 'অস্থায়ী শাসন পরিষদ্' গঠন করিয়াছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর দিয়া প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রী'র পুনর্নির্বাচন ছিল ঐ বিপ্লব ও অশান্তির উপলক্ষ। গণআন্দোলনের ঝড়ে প্রেসিডেন্ট রী খড়ের মত উড়িয়া যান; তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করেন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হইয়া আসে। অতঃপর জুলাই মাসে (১৯৬০) দক্ষিণ কোরিয়ায় যে নূতন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ডেমোক্রাটিক পার্টি জয়লাভ করে এবং পার্টির নেতা শ্রী জন চ্যাং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মনে হইয়াছিল যে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার জন্য আরও কিছু দুর্ভোগ সঞ্চিত ছিল। ১৬ই মে, ১৯৬১, স্থলবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং বল প্রয়োগে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, জন চ্যাং-এর সরকার কম্যুনিস্টদের দমন করার জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, রাজনীতিকগণ জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার এই হস্তক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী জন চ্যাং ও তাঁহার সহকর্মিগণ দুই দিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট পো সান ইউনও পদত্যাগ করেন, কিন্তু জেনারেল চ্যাং-এর ক্রুদ্ধ ইঙ্গিতে তাহা প্রত্যাহার করেন। ফলে সামরিক মন্ত্রিসভার পুরোভাগে একজন অসামরিক প্রেসিডেন্ট রহিলেন। নবগঠিত সামরিক মন্ত্রিসভায় জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্ট ও দেশের সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করা হয়। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ বন্দী হন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে গত বৎসর যখন সিংম্যান রী পদত্যাগ করেন তখন সামরিক চক্রে তাঁহার প্রভাব অটুট ছিল। বর্তমান অভ্যুত্থান উক্ত সামরিক চক্রের কীর্তি। তাহারা বর্তমান সরকারের পতন ঘটাইয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে আসার সুযোগ খুঁজিতেছিল। দক্ষিণ

কোরিয়ায় মার্কিণ সমরবিভাগ প্রথমতঃ এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পর তাঁহারা মৌনাবলম্বনই শ্রেয় মনে করেন। যাহাহোক, ঘটনার গতি এখানেই স্তব্ধ হয় নাই। দেড়মাস পর আবার চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে। ৯ই জুলাই একটি গুরুতর ঘোষণা প্রচারিত হয়; উহাতে বলা হয় যে, জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং ও ৪৩ জন অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিকে প্রতিবিপ্লব ঘটাইয়া বর্তমান নেতৃবর্গকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 'সুপ্রীম কাউন্সিল' অর্থাৎ সামরিক মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন জং হুই পার্ক। সুপ্রীম কাউন্সিল স্থির করেন যে, আগামী বৎসর মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ও অতঃপর বেসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে কোন ভূতপূর্ব রাজনৈতিক নেতা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে পারিবেন না। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পো সান ইউন পদত্যাগ করেন ও জং হুই পার্ক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় সমর পরিষদের শাসন চলিতেছে।

ইন্দোনেশিয়া

পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র সাধারণ বাদানুবাদের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না; উভয় পক্ষই সশস্ত্র সংঘর্ষের খুব নিকটবর্তী হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সোয়েকর্ণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, মীমাংসার জন্য তিনি আর হল্যাণ্ডের মর্জির উপর নির্ভর করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না। ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬২, তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতে বলেন যে, কূটনৈতিক উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি ৭ হইতে ১০ দিন অপেক্ষা করিবেন, অতঃপর 'অন্য উপায়' অবলম্বন করা হইবে। ভারত কর্তৃক গোয়ার মুক্তি সাধনের দৃষ্টান্তে তিনি নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

১২ বৎসর পূর্বে যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ইন্দোনেশিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইয়াছিল তখন পশ্চিম ইরিয়ান (ভূতপূর্ব নিউগিনি) দ্বীপটিকে উহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল। উহার সত্তা পরে স্থির করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই দ্বীপটির উপর ওলন্দাজ সরকার তাহাদের অধিকার অটুট রাখিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়ার সকল আপস প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। স্বভাবতঃ প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। তিনি পশ্চিম ইরিয়ানের

উপর ইন্দোনেশিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬২, তিনি পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন; উহার নূতন নাম দেওয়া হয় 'ইরিয়ান বরাট'। এই অঞ্চল হইতে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬২, প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ জেনারেল স্থহর্তোকে আসন্ন পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনায় যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া ওঠে। ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬২, পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ উপকূলে টহলদার ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজসমূহ ইন্দোনেশীয় মোটর টর্পেডো বোটের উপর আক্রমণ চালায়, ফলে একটি ইন্দোনেশীয় জলযানে আগুন লাগে এবং একটি ধ্বংস হয়। ইন্দোনেশিয়া সশস্ত্র উপায়ে এই আক্রমণের উপযুক্ত উত্তর দিতে উদ্যত হয়। ইতিপূর্বে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণের প্রাণনাশের চেষ্টাও উল্লেখ্য। ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬২, তাঁহার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তিনটি লোক তৎক্ষণাৎ মারা যায়, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দৈবাৎ রক্ষা পান। এই অবস্থায় বিপর্যয় প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট অগ্রসর হন। তিনি আপস মীমাংসার জন্য ন্যু ইয়র্কে উভয় পক্ষের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং ইতিমধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য উভয়ের নিকট আবেদন জানান। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ উ থাণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হন ও বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি সংগ্রাম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উ থাণ্টের শান্তি প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের আচরণ। তাহারা ন্যু ইয়র্কে বৈঠক চলার সময়ে পশ্চিম ইরিয়ানে সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইন্দোনেশীয় সরকার ইহাতে তীব্র আপত্তি জানান ও উক্ত আলোচনা বৈঠক হইতে তাহাদের প্রতিনিধিকে ফিরাইয়া আনেন। অতঃপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের মধ্যে মীমাংসার জন্য এক সরাসরি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহাও ফলপ্রসূ হয় না। এই বৈঠক চলার সময়ও ওলন্দাজ সরকার পশ্চিম ইরিয়ানে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণের কাছে এক পত্র লিখিয়া আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানান। পশ্চিম ইরিয়ান সামস্যার সমাধানকল্পে এইরূপ একটি সূত্র স্থির হয়:—পশ্চিম ইরিয়ান হইতে ওলন্দাজগণ সরিয়া আসিবে এবং তিন বৎসর পশ্চিম ইরিয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ধীরে ধীরে

এই দ্বীপটির শাসনভার গ্রহণ করিবে। কিন্তু ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। সুতরাং সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

নেপাল

নেপালে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পালা শেষ হইয়াছে; এখন চলিয়াছে সক্রিয় বিক্ষোভ ও হিংস্র হানাহানি। নেপালে আদৌ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, এই প্রশ্ন আজ সমগ্র বিশ্বে বড় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ গণতন্ত্রী ভারতের সহিত তাহার বিচ্ছেদ যতই প্রশস্ত হইতেছে কম্যুনিস্ট চীনের সহিত তাহার সম্পর্ক ততই ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

১৯৫৯ সালে নেপালে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নেপালী কংগ্রেস নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় কংগ্রেসের পক্ষে শ্রী বি. পি. কৈরালা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬০, অকস্মাৎ এক ঘোষণায় সংবিধান ও পার্লামেণ্ট বাতিল করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৈরালা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ বন্দী হন। তাঁহারা স্বার্থপর, দুর্নীতিপরায়ণ, অপদার্থ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধী ইত্যাদি অভিযোগ করা হয়। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। রাজা স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬১, এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন যে, নেপালে উপরের দিক হইতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, সুতরাং তিনি নীচের দিক হইতে উহা গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইবেন। জনগণের মধ্যে নূতন চেতনা সঞ্চারের জন্য দেশে পঞ্চায়েৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হইবে। নেপালে এই যে গণতন্ত্রের গতি রোধ করা হইল আজও তাহা মুক্ত হয় নাই। দীর্ঘ ১৫ মাসের মধ্যে সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হয় নাই, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই বা কারারুদ্ধ প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য রাজা মহেন্দ্র তাঁহার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, সুতরাং দেশের জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাজা মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা কতটা গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে রাজকীয় আদেশ ও ঘোষণা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নেপালের অভ্যন্তরে শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্কে নেপালী কংগ্রেস ও গোর্খা পরিষদের মধ্যে মিলন ঘটে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনদিন প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না, ইহাদের আদর্শ ও ভাবধারা পরস্পরবিরোধী ; বস্তুতঃ নেপালী কংগ্রেসকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই গোর্খা পরিষদের জন্ম। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া উভয় প্রতিষ্ঠান ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়। নেপালী কংগ্রেসের বর্তমান নেতা জেনারেল সুবর্ণ সমশের, ইনি কৈরালা মন্ত্রিসভায় সহকারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গোর্খা পরিষদের নেতৃত্ব করিতেছেন শ্রীভরত সমশের। গণতান্ত্রিক আন্দোলন শীঘ্রই রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। নেপালের, বিশেষতঃ পূর্ব নেপালের, বহুস্থানে নেপালের সৈন্যবাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ ঘটে। বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণে বহু সরকারী ভবন ও অস্ত্রাগার ধ্বংস হইয়াছে। রাজা মহেন্দ্রের জীবননাশেরও চেষ্টা করা হইয়াছিল। ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬২, জনকপুরে রাজার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু রাজার কোন ক্ষতি হয় নাই। নেপাল সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেন। বিদ্রোহ ও আন্দোলনের নেতাগণ গোপনে আসিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমানে নেপালে বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে নেপাল-ভারত সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। নেপাল সরকারের প্রধান দুইটি অভিযোগ— ভারত সরকার নেপালী বিদ্রোহিগণকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যদান ও নেপালের পররাষ্ট্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ভারতসরকার পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ভাবে উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণ ভারত হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে না। কিন্তু ভারতে অবস্থিত নেপালিগণ যদি নেপালের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয় তবে ভারত সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। আর 'নেপাল-চীন সড়ক' নির্মাণ সম্পর্কে ভারত যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে নেপাল উহাকেই ভারত কর্তৃক তাহার পররাষ্ট্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য করে। যাহা হোক, নেপালরাজ মহেন্দ্র এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নয়াদিল্লী আগমন করেন ও শ্রীনেহেরুর সহিত বিস্তারিত আলোচনা করেন। উভয় রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনার ফলে নেপাল-ভারত সম্পর্ক উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রহ্মদেশে সামরিক অভ্যুত্থান

২রা মার্চ, ১৯৬২, গভীর রাত্রে ব্রহ্মের সেনাবাহিনী অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ব্রহ্মদেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়, ও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

ইউ উইন মং, প্রধানমন্ত্রী উ নু ও প্রধান বিচারপতি সহ ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে। ব্রহ্মের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন স্বয়ং এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেন ও বেতার মারফত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের সংবাদ ঘোষণা করেন। অভ্যুত্থানের পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম যে ঘোষণা প্রচারিত হয় তাহাতে বলা হয়—দেশের অবস্থার যে ব্যাপক অবনতি ঘটিয়াছে তাহা রোধ করার জন্যই সেনাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। ব্রহ্মে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ এই প্রথম নহে। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে জেনারেল নে উইন একবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তিমি প্রধানমন্ত্রী উ নু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভেদ ও দলাদলির ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করার জন্যই রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯৬০ সালের প্রারম্ভে নে উইন ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সগৌরবে সরকারী দপ্তরখানা হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু এবার অবস্থা ১৯৫৮ সালের অনুরূপ নহে। পরিস্থিতি এতই গুরুতর যে, নে উইন আহ্বানের অপেক্ষা রাখেন নাই। কিন্তু কি এমন জরুরী প্রয়োজন যাহার জন্য এই অতর্কিত অভিযান? নে উইন নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ৪ঠা মার্চ এক ঘোষণায় তিনি বলেন যে ব্রহ্মদেশ টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাই সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি শান সম্প্রদায় স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আন্দোলন চালাইতেছিল। তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়া ব্রহ্মে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠন না করিলে শানগণ বিদ্রোহ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কারেন, কাচিন ও কম্যুনিস্ট বিদ্রোহিগণও পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নে উইন সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই দেশ টুকরা টুকরা হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

সিংহল

আলোচ্য বর্ষে সিংহলের পরিস্থিতি শান্ত ও সহজ ছিল না। দেশের রাজনৈতিক স্রোত নানা সংঘাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া কুটিল আবর্তে ঘুরপাক খাইয়াছে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক আন্দোলন প্রভৃতি কারণে

দেশে প্রভূত উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সিংহলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে ঘটনার কথা মনে পড়ে তাহা হইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬২, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক-সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও কতিপয় বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করার এক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ সিংহলের কাদারামায় এক ধর্মমন্দির পরিদর্শনে যাইবেন বলিয়া স্থির ছিল। ঐ স্থানে গভীর রাত্রে সদলে প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী করার চক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শ্রীমতী বন্দরনায়ক তাঁহার ভ্রমণসূচী বাতিল করায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। সিংহলের প্রাক্তন ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীসিড্‌নি ডি. জয়সা এই ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা বলিয়া সন্দেহ করা হয়; ১৯৫৯ সালে বন্দরনায়েক হত্যা মামলায় অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপের অভিযোগে তাহাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম—ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীসি. সি. দেশনায়ক, কর্নেল এফ. সি. ডি. শরম ও সিংহলের ভূতপূর্ব নৌ-সেনাপতি রিয়ার এ্যাডমিরাল রয়েন ডেল মেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তৃতীয় ব্যক্তি এখনও পলাতক। মোট ১১ জন উচ্চপদস্থ পুলিশ ও সামরিক কর্মচারীকে এই ঘটনায় লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিশেষ লজ্জার কথা, এই প্রসঙ্গে গবর্ণর জেনারেল স্যার জন কোটলেওয়ালার নামও উচ্চারিত হইয়াছিল। তিনি গত মার্চ (১৯৬২) মাসে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। রাজদ্রোহের দায়ে ধৃত ব্যক্তিগণের বিচার করা হইবে।

সিংহল রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে বিবিধ অবাঞ্ছিত বিধি বিধানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছেন। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে সমগ্র সিংহলে আপৎকালীন আইন চালু রহিয়াছে এবং মোট নয়টি প্রদেশের মধ্যে দুইটিতে সামরিক শাসন চলিতেছে। হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে ইহা হইতেই তাহা অনুভব করা যায়। দেশে আজ যে প্রায় সর্বাত্মক অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে তাহার মূলে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল। প্রথমেই তামিল ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক; সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে এই দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় আপনাদিগকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত মনে করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের অসন্তোষের কারণ বুঝিতে কষ্ট হয় না। সিংহলের মোট অধিবাসীর ১০% ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করিয়া সরকার রোমান ক্যাথলিক বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্রে ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সকল ঘটনা সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ক্যাথলিকগণের ধারণা। তামিলদের অভিযোগের কারণ সুবিদিত; উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের অভাব, উৎকট বেকার সমস্যা প্রভৃতি কারণে পল্লী ও শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ সমানভাবে বিব্রত, অতএব অসন্তুষ্ট। শ্রমিকগণ নিজেদের দাবী ও অধিকার সম্পর্কে অতিশয় সচেতন, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রমিক ধর্মঘট লাগিয়াই আছে; ফলে উৎপাদন হ্রাস ও রাষ্ট্রের আথিক অবনতি। সিংহলে কি ব্যাপক হারে শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে একটি ঘটনা হইতেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে—শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য কলম্বো বন্দরে প্রায় দুইমাসব্যাপী অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেশের আর্থিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য সরকার দৃঢ় হস্তে ধর্মঘট দমন করেন, সুতরাং শ্রমিক সংস্থাগুলিও সরকারের প্রতি খুশী নহে। সিংহল সরকার ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা ও প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে যে সকল কায়েমী স্বার্থবাদীদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারা স্বভাবতঃ সরকারের প্রতি রুষ্ট হইয়াছে। সিংহল আজ সংকটের মুখে; এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয়-তরণী পরিচালনার জন্য সংযম, সততা ও সাহসের প্রয়োজন।

পাকিস্তান

পাকিস্তান ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী, কিন্তু ভারতের প্রতি পাকিস্তানের আচরণ প্রতিবেশীসুলভ নহে। বড় দুঃখেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতের প্রতি বৈরাচরণই পাকিস্তানের নীতি। আলোচ্য বর্ষে উভয়ের সম্পর্ক আরও তিক্ত, আরও অবনত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে 'পাকিস্তান' শীর্ষক বৃহৎ অধ্যায়ে পাকিস্তানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারত

গোয়ার ভারতভুক্তি ১৩৬৮ সালের বৃহত্তম ভারতীয় ঘটনা। গোয়া প্রসঙ্গকে কেবলমাত্র একটি ভারতীয় ঘটনা বলিয়া গণ্য করিলে ভুল করা হইবে; বস্তুতঃ উহা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা। গোয়ায় ভারতীয় বাহিনীর মুক্তি অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ামাত্র সমগ্র বিশ্বে উহার

প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া অনুভূত হইয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহ ও আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি গোয়ার মুক্তিসংবাদে পরম উল্লাস প্রকাশ করে; সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ এবং সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র ভারতকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট শ্রীব্রেজনেভ ঐ সময় ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; তিনি মুক্তকণ্ঠে ভারত সরকারের গোয়ানীতি সমর্থন করেন। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ একটি বাণী প্রেরণ করিয়া ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ভারতের নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হইয়া ওঠে। পর্তুগালের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ পাকিস্তান ক্রোধে বেসামাল হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোয়া অভিযান আরম্ভ হয় ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬১। উহার কিছুদিন আগে হইতে গোয়ার পর্তুগীজ শাসকদের আক্রমণাত্মক কার্যের ফলে ভারতীয় গণমানসে প্রভূত আবেগ ও উত্তেজনা সঞ্চিত হইয়াছিল। ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬১, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় পর্তুগীজ আক্রমণ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১৭ই নভেম্বর 'অঞ্জদ্বীপ'-এর নিকট দিয়া একটি ভারতীয় যাত্রীবাহী স্টীমার বোম্বাই হইতে কোচিন যাইবার সময় উক্ত দ্বীপ হইতে পর্তুগীজ সশস্ত্র বাহিনীর লোক গুলী বর্ষণ করিয়াছিল; একটি গুলী স্টীমারটির গায়ে আসিয়া লাগে এবং উহার সেকেণ্ড অফিসার আহত হন। ইহার কয়েকদিন পরে ঐ দ্বীপ হইতে পর্তুগীজদের গুলীর আঘাতে জনৈক ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়। ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬১, রাত্রিকালে তিনজন ভারতীয় ধীবর অঞ্জদ্বীপের পাশ দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের উপর গুলী বর্ষণ করা হয় ও একজন ধীবর মারা যায়। ঐ সময়ে পর্তুগীজ সীমান্ত পুলিশের ঘন ঘন ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনও উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাইতেছিল। ভারত সরকারের পক্ষে আর নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না; তাঁহারা অন্যায়ের প্রতিকার করিতে অগ্রসর হন। মেজর জেনারেল কে. পি. কেনডেথ-এর পরিচালনায় ১৭শ ভারতীয় আর্মি ডিভিশন ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬১, মধ্যরাত্রে তিন দিক হইতে গোয়া আক্রমণ করে। দক্ষিণ কম্যাণ্ডের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-ইন-চীফ্ লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর উপর এই অভিযানের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। ১৯শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে গোয়া অভিযানের সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ গোয়া হইতে পর্তুগীজ শাসন উচ্ছেদ করিতে ভারতীয় বাহিনীর মাত্র ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। এই অভিযানে যে সকল ভারতীয় সৈন্য হতাহত হয় তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

ভারতীয় বাহিনী গোয়ার সহিত অন্য দুইটি পর্তুগীজ অঞ্চল 'দমন' এবং 'দিউ'ও অধিকার করিয়া লয়। মেজর জেনারেল কেনডেথ পর্তুগীজ শাসনমুক্ত অঞ্চলের মিলিটারী গভর্ণর নিযুক্ত হন। ভারতীয় অভিযান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগাল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীজোরিনের আপত্তি সত্বেও বিষয়টি আলোচনার্থ গৃহীত হয়। অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ও গোয়া হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের দাবী জানাইয়া ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব উত্থাপন করে। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চিয়াংচীন, তুরস্ক, চিলি ও ইকুয়েডর প্রস্তাবের পক্ষে এবং সিংহল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও লাইবেরিয়া বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে নাই; সোভিয়েট রাশিয়া ভিটো প্রয়োগে উহা বাতিল করিয়া দেয়। যাহাহোক, প্রায় সার্ধ চারিশত বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর গোয়া আবার মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইল। ১৪ই মার্চ, ১৯৬২, ভারতীয় লোকসভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে গোয়া, দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন: ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র; সুতরাং সমগ্র বিশ্ব সাগ্রহে এই নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া থাকে। আলোচ্য নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ২১ কোটি, বিভিন্ন রাজ্যে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার, কর্মীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার, ভোটপত্র ছাপার জন্য মোট কাগজ লাগে ৭০০ টন, ভোটপত্রে দাগ দেওয়ার জন্য কালি লাগে প্রায় ৭ লক্ষ শিশি। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি 'ভারতের সাধারণ নির্বাচন' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মাষ্টার তারা সিং-এর অনশন: আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং 'পাঞ্জাবী সুবা'র দাবীতে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬১, হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। শিখ সম্প্রদায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্বতন্ত্র পাঞ্জাবী সুবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। তাহাদের অভিযোগ পাঞ্জাবের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় শিখদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং শিখদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য পাঞ্জাবী সুবার প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকার পাঞ্জাবী সুবার দাবী দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার শিখদের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে রাজী হন ও তদনুসারে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে একটি 'তদন্ত কমিশন'

গঠন করেন। কমিশন সূক্ষ্ম তদন্তের পর শিখদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মাষ্টার তারা সিং ১লা অক্টোবর অনশন ভঙ্গ করেন।

আসামে বঙ্গভাষা আন্দোলন: বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবীতে ১৯৬১ সালের মে মাসে সমগ্র কাছাড় জেলায় এক বিরাট গণ-আন্দোলন চলিয়াছিল। আন্দোলন দমন করার জন্য কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় লন। ১৯শে মে, ১৯৬১, পুলিশের গুলিবর্ষণে নারী ও শিশুসহ ৯ জন বাঙ্গালী সত্যাগ্রহী নিহত হয়। এই ঘটনায় আন্দোলনে এক নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। সত্যাগ্রহিগণ আদালত ও অন্যান্য সরকারী আফিসে পিকেটিং আরম্ভ করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বিরোধ মীমাংসার জন্য আসাম যান এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া মীমাংসার একটি ফরমূলা বা সূত্র উদ্ভাবন করেন। উক্ত 'শাস্ত্রী ফরমূলার' ভিত্তিতে আসাম সরকার ১৯৬০ সালের 'আসাম সরকারী ভাষা বিল' কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে উহা খুবই নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। যাহা হোক, শাস্ত্রী ফরমূলার বাস্তব প্রয়োগ সাপেক্ষে আন্দোলন বন্ধ রাখা হইয়াছে।

ভারতীয় মনীষীবৃন্দের জন্ম শতবার্ষিকী: ১৩৬৮ সালে (ইংরাজী ১৯৬১-৬২) কতিপয় বিশিষ্ট ভারতীয় মনীষীর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমগ্র দেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্যার নীলরতন সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গ গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় মুসলীম সম্মেলন: জমিয়ৎ-উল-উলেমার উদ্যোগে ১০ই জুন, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারতীয় মুসলমানদের দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ সৈয়দ মামুদ সম্মেলনের সভাপতি ও শ্রীহাফিজুর রহমান, এম. পি. অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য সম্মেলনের ফলে দেশে পুনরায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিতে পারে, অনেকেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দান করায় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন।

হিন্দু সম্মেলন: পূর্বোক্ত মুসলিম সম্মেলনের প্রতিবাদে নয়াদিল্লীতে ৬ই অক্টোবর, ১৯৬১, তিনদিনব্যাপী এক হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ শম্ভুনাথ ব্যানার্জি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

কাশ্মীর সমস্যা : কাশ্মীর লইয়া আলোচ্যবর্ষে, পাকিস্তান পুনরায় ভারতের প্রতি বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পাকিস্তানী প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল পরে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর প্রসঙ্গটি আলোচনার্থ গ্রহণ করে। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, এই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে ; কিন্তু ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের বিষয় বিবেচনা করিয়া আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশীর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনেহরু সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ; তাঁহার মতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সালিশী চলিতে পারে না।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক : নানা কারণে আলোচ্যবর্ষে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে অবনতি ঘটিয়াছে। কাশ্মীর উপলক্ষ করিয়া পাক-প্রেসিডেন্টের বিবিধ বিদ্বেষমূলক বিবৃতি, ভারতের পুনঃপুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পাক-সরকার কর্তৃক ভারতীয় সামরিক অফিসার লেঃ কর্ণেল জি. ভট্টাচার্যকে দণ্ড দান, ভারতের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া কর্ণফুলী বাঁধের উদ্বোধন, এই সকল ঘটনা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণ।

ভারত-চীন সম্পর্ক : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হয় নাই কিংবা আশু মীমাংসার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। সুতরাং চীনের সহিত ভারতের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ নহে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ২৮শে নবেম্বর, ১৯৬১ ও ১৬ই মার্চ, ১৯৬২ লোকসভায় ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবৃতি দান করেন।

বিবিধ ভারতীয় ঘটনা : ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট ২৪শে আগষ্ট, ১৯৬১, লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। বর্তমানে পরিকল্পনার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারত মোট ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে ; ইতিপূর্বে ভারত কখনও এই পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় নাই। আরও একটি বিষয়ে আলোচ্য বর্ষে ভারতের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ভারত সুপারসেনিক জঙ্গী বিমান, অর্থাৎ শব্দ অপেক্ষা দ্রুততর গতিসম্পন্ন জঙ্গী বিমান নির্মাণ করিয়াছে। এই জাতীয় বিমান কেবলমাত্র রাশিয়া, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সুইডেন নির্মাণ করিতে সক্ষম ; ভারতও আজ তাহাদের সমকক্ষ হইল। বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান বিমান কারখানায় উক্ত বিমানটি ৫ বৎসর প্রচেষ্টার ফলে নির্মিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীনেহরু আসামের

নুনমাটিতে ভারতের প্রথম সরকারী তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করেন। অর্থনৈতিক সাফল্যের পথে ইহা ভারতের এক বিরাট পদক্ষেপ।

১৯৬১ সালের শীতকালে উত্তর ভারতের উপর দিয়া এক অভূতপূর্ব হিমপ্রবাহ বহিয়াছিল; অনেক স্থানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে প্রচণ্ড শীতে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে আলোচ্য বর্ষে ভারতের সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইই সমান উল্লেখযোগ্য। ভারতে সফরকারী ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী ক্রিকেট দলকে ভারত দুইটি টেষ্ট ম্যাচে (কলিকাতা ও মাদ্রাজ) পরাজিত করিয়া ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবার সর্বপ্রথম 'রাবার' অর্জন করার গৌরব লাভ করে। আহ্‌মেদাবাদে যে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও ভারত অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারত পর পর পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচেই পরাজিত হইয়া ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ভারতীয় অভিযাত্রী দল এবার হিমালয়ের দুইটি শৃঙ্গ জয় করিয়াছে। ৮ই মে, ১৯৬১, ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী ২৪,৮৫৫ ফুট উচ্চ তৃতীয় অন্নপূর্ণা শৃঙ্গে আরোহণ করে। আবার জুন মাসের (১৯৬১) দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রী ও. পি. শর্মা ২১,৬৪০ ফুট উচ্চ নীলকণ্ঠ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি যে অভিযানের সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহার নেতৃত্ব করেন ক্যাপ্টেন কুমার।

১৯৬২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে **অষ্টগ্রহ সম্মেলন** উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র প্রবল উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণ নরনারী পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত মনে করিয়া ব্যয়বহুল সার্বজনিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। যেমন করিয়াই হোক ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে—আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি, ধূলার ধরণী নিত্যকালের নিয়মে ছুটিয়া চলিয়াছে।

—*—

ঘটনাপঞ্জী

১৩৬৮ সালে (১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১ হইতে ১৩ই এপ্রিল ১৯৬২ পর্যন্ত) বিশ্বে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উহাদের চুম্বক দেওয়া হইল।

এপ্রিল—১৯৬১

১৪—১লা বৈশাখ : কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সাড়ম্বরে বাংলা নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়া : সর্বপ্রথম মহাকাশচারী মানব সোভিয়েট বৈমানিক ইউরি গ্যাগারিণকে অদ্য মস্কোর রেড স্কোয়ারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ তাঁহাকে 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' আখ্যা দেন এবং 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৫—**কিউবা :** কতিপয় পলাতক বৈমানিক কিউবার বিমান বন্দরে অদ্য বোমা বর্ষণ করে। উহার ফলে ৪৭ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : বাংলা মহাভারত রচয়িতা কবি কাশীরাম দাসের জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য স্মারক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন।

১৬—**কিউবা :** গতকল্য কিউবার বিমান বন্দরে যে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজসে করা হইয়াছে বলিয়া কিউবা রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান রাজনৈতিক কমিটিতে অভিযোগ করিয়াছে। অদ্য উহার আলোচনা সুরু হয়।

ভারত : ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত ও নূতন জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়।

১৭—**সিংহল :** সমগ্র সিংহলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিম বঙ্গের ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ পরলোক গমন করেন।

কিউবা : কিউবায় বিদ্রোহীদের সামরিক অভিযান সুরু হয়। রাজধানী হাভানার পথে পথে যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত।

১৮—**সোভিয়েট রাশিয়া :** সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কিউবা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর নিকট এক বার্তা প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি

'কিউবায় আক্রমণ' বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সোভিয়েট রাশিয়া কিউবাকে সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সকল প্রকার সাহায্য দান করিবে।

সিংহল : সিংহলের উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে দুইদিনের জন্য ২৪ ঘণ্টাব্যাপী 'সান্ধ্য আইন' জারী ; সংবাদ সেন্সার করার ব্যবস্থা ও ফেডারেল পার্টি বেআইনী ঘোষিত।

১৯—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অদ্য শ্রীক্রুশ্চেভের বার্তার উত্তর দান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিদ্রোহে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, কিন্তু যদি সোভিয়েট রাশিয়া হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা প্রতিরোধ করিবে।

২০—**কিউবা :** কিউবায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা হইয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভারত : শিলিগুড়ীর অদূরে ৬নং ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ফলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

২১—**পশ্চিমবঙ্গ :** মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য 'বারুইপুর শিল্প উপনগরী'র উদ্বোধন করেন।

২২—**আলজেরিয়া :** অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় জেনারেলের নেতৃত্বে অকস্মাৎ আলজেরিয়ায় ফরাসী সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও আলজিয়ার্স অধিকার করিয়া লয়। সংশ্লিষ্ট জেনারেলগণ প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের "আলজেরিয়া নীতি"র বিরোধী।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : রাজনৈতিক কমিটিতে কিউবা সম্পর্কে আর্জেন্টিনার প্রস্তাব ৬১-২৭ ভোটে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে আমেরিকার রাজ্যসমূহকে কিউবা সঙ্কট মীমাংসা করিতে বলা হইয়াছে।

২৩—**আলজেরিয়া :** বিদ্রোহিগণ ঘোষণা করেন যে, সমগ্র আলজেরিয়া এবং আলজেরিয়ায় ফরাসী বাহিনীর সকল ইউনিট তাহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট দ্য গলে ঘোষণা করেন যে, আলজেরিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সংবিধান অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ ক.রয়াছেন।

২৪—**লাওস :** ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, লাওসে যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও একটি সম্মেলন আহ্বান করা সম্পর্কে ব্রিটিশ ও সোভিয়েট সরকার একমত হইয়াছেন।

২৬—**আলজেরিয়া :** আলজেরিয়ায় ফরাসী সৈন্যদের বিদ্রোহের অবসান।

সমগ্র অঞ্চলে পুনরায় ত্য গলে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহের নেতা জেনারেল মরিস সালের আত্মসমর্পণ।

সিংহল : সিংহল সরকার দেশের সর্বত্র সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দান করেন। ফেডারেল পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যে আন্দোলন চালাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই নির্দেশ দান করা হয়।

কঙ্গো : কঙ্গোলী জাতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ককুইলহাতভিল বিমান বন্দরে কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট টিশোম্বে গ্রেপ্তার।

পশ্চিমবঙ্গ : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে স্থির করা হয় যে, ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সকল উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

২৭—**সিয়েরা লিওন :** ১৫০ বৎসর ব্রিটেনের নিকট পরাধীন থাকার পর অদ্য সিয়েরা লিওন স্বাধীনতা লাভ করে।

২৮—**লাওস :** অদ্য নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বৈঠক বসে। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন এই কমিশনের সভাপতি।

কলিকাতা : শ্রীরাজেন মজুমদার ও শ্রীতুলসী পাল অদ্য যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

২৯—**সেণ্টো :** আঙ্কারায় সেণ্টোর বৈঠকে সম্মিলিত 'সামরিক কম্যাণ্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩০—**সোভিয়েট রাশিয়া :** মস্কো হইতে ঘোষণা করা হয় যে, শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরুকে ১৯৬০ সালের জন্য "লেনিন পুরস্কার" দান করা হইবে।

পাকিস্তান : 'পাকিস্তান সংবিধান কমিশন' অদ্য লাহোরে তাঁহাদের রিপোর্টে স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীসাহাবুদ্দিনের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা : শ্রীমতী ইলা ঘোষ হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় কলিকাতায় আজাদ হিন্দবাগে অবিরাম ২৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেন।

মে—১৯৬১

১—**টাঙ্গানাইকা :** অদ্য টাঙ্গানাইকা স্বাধীনতা লাভ করে।

লাওস : লাওসে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলনের সহযোগী

সভাপতিদ্বয়ের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করা হইবে আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন দিল্লী বৈঠকে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

২—**লাওস :** লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেঃ নোসাভান জানান যে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় গত রাত্রিতে লাওসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে।

৩—**ভারত :** পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এলাহাবাদে স্বরাজভবনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

লাওস : লাওসের সর্বত্র কার্যতঃ যুদ্ধের অবসান। কম্যুনিস্টপন্থী পাথেট লো দলের বেতারে পাথেট লো বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৫—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্র অদ্য সাফল্যের সহিত মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ করে। কম্যাণ্ডার আলান শেপার্ড ১১৫ মাইল উর্ধ্বে ১৬ মিনিটকাল বিচরণ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭—**লাওস :** আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রথম দলটি আজ নয়াদিল্লী হইতে লাওস যাত্রা করে।

৮—**ভারত :** অদ্য মহাসমারোহে কলিকাতা মহানগরীতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কলিকাতায় আগমন করেন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে 'ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতের সর্বত্রই আলোচ্য উৎসব পালন করা হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ এম. এস. কোহলীর নেতৃত্বে ভারতীয় অভিযাত্রীদল অন্নপূর্ণা (৩য়) শৃঙ্গ জয় করে।

৯—**ভারতীয় সংসদ :** সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে "পণপ্রথা নিবারণ" বিল গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে পণ গ্রহণ বেআইনী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ইরাণ : ইরাণের শাহ অদ্য ইরাণের পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন।

১০—**ন্যাটো :** অস্‌লোতে ন্যাটোর তিনদিনব্যাপী বৈঠকের শেষে প্রকাশিত ইস্তাহারে পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হইয়াছে।

তুরস্ক : তুরস্ক সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডেরেস-এর উগ্র সমর্থকগণ বর্তমান জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সরকার তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছেন।

লাওস : ভিয়েনতিয়েনে অদ্য আন্তর্জাতিক লাওস তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রথম বৈঠক বসে।

১১—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ ধর্মঘট সুরু করে।

১২—পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্যের সরকারী হাসপাতালসমূহে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ যে ধর্মঘট সুরু করিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হয়। সরকার কর্মীদের দাবীগুলি মোটামুটি পূরণ করার আশ্বাস দান করিয়াছেন।

সিংহল : সিংহলের সুপ্রীম কোর্ট অদ্য প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক হত্যা মামলায় রায় দান করেন। তিনব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

১৬—দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চপদস্থ সামরিক নেতাগণ আজ অকস্মাৎ দেশের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল দো ইয়েন চ্যাং-এর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কমিটি সশস্ত্র সামরিক আইন জারী করে এবং পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া দেয়।

লাওস : অদ্য জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র সম্মেলন আরম্ভ হয়। লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রতিনিধিদল অদ্যকার বৈঠক বর্জন করেন। তাঁহারা বামপন্থী ও নিরপেক্ষতাবাদী দলের প্রতিনিধিদের সহিত বৈঠকে বসিতে রাজী নহেন।

১৭—ভারত : কোহিমায় নাগাভূমির অন্তর্বর্তীকালীন সংস্থার প্রথম বৈঠক বসে।

লাওস : জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি নিরপেক্ষ লাওস গঠন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

কিউবা : মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীডিয়েফেন বেকার এক যুক্ত-ইস্তাহারে কিউবা সরকার ও কম্যুনিস্ট শিবিরের মধ্যে মিতালিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

১৯—আসাম : শিলচরে পুলিশের গুলীবর্ষণে নারী ও শিশুসহ ৯ জন বাঙ্গালী সত্যাগ্রহী নিহত। বাংলাভাষাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবীতে কাছাড়ে যে আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে তাহা দমন করার জন্যই পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। শিলচরে সন্ধ্যা-সকাল কার্ফ্যু জারী করা হইয়াছে।

২০—দক্ষিণ কোরিয়া : প্রেসিডেণ্ট পো সান ইউন গতকল্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমর পরিষদের চাপে অদ্য পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে একজন অসামরিক প্রেসিডেণ্ট-এর অধীনে সামরিক মন্ত্রিসভা রহিল।

আলজেরিয়া : আলজেরিয়া সমস্যার মীমাংসাকল্পে অদ্য ফরাসী সরকার ও আলজেরিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক সুরু হয়।

২১—আসাম : শিলচরে গুলীবর্ষণের ফলে হাসপাতালে আরও দুই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ জন। আসাম সরকার এই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য আদেশ দিয়াছেন।

২২—আসাম: কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি; সমগ্র জেলায় পিকেটিং সুরু। আদালত ও সরকারী অফিসসমূহে অচল অবস্থার সৃষ্টি।

লাওস: দুইদিন স্থগিত থাকার পর অদ্য পুনরায় জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র সম্মেলন সুরু হয়। দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রতিনিধিগণ অনুপস্থিত থাকেন।

২৪—কলিকাতা: শিলচরে পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য কলিকাতায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়।

শিলচরে নিহত শহীদগণের চিতাভস্ম লইয়া কলিকাতার রাজপথে এক বিরাট শোক-মিছিল বাহির হয়।

২৫—কঙ্গো: শ্রীরাজেশ্বর দয়াল কঙ্গোতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধির পদ ত্যাগ করেন।

২৬—কংগ্রেস: নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী দুর্গাপুর আগমন করেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে দুলাল পাল নামক জনৈক যুবক শ্রীরেড্ডীকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

২৭—দুর্গাপুর: নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে বামপন্থী দলগুলি অদ্য দুর্গাপুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাহারা আসামে বাঙ্গালী পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

দুর্গাপুরে পুলিশ ও জনতার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। জনতা কর্তৃক কংগ্রেসের একটি তোরণ ভস্মীভূত। ইহার সহিত বামপন্থীদলগুলির বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোন সম্পর্ক নাই।

দক্ষিণ কোরিয়া: দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক জোট ও রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর মধ্যে এক চুক্তি অনুষ্ঠানের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর কম্যাণ্ডার জেনারেল-এর হাতে অর্পণ করা হয়।

২৮—কংগ্রেস: অদ্য দুর্গাপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৩১—দক্ষিণ আফ্রিকা: অদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে।

জুন—১৯৬১

১—ভারত: জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতীয় পাটকল সমিতির "ব্লক ক্লোজার" প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

আসাম: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আসামের সরকারী ভাষা সম্পর্কে শিলংএ রাজ্যের বিভিন্ন নেতার সহিত আলোচনা করেন।

প্যারিস: অদ্য পুনরায় প্রেসিডেন্ট দ্য গলে ও প্রেসিডেন্ট কেনেডীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়।

২—**উড়িষ্যা:** উড়িষ্যায় অদ্য অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন আরম্ভ হয়।

৩—**ভিয়েনা:** মার্কিণ প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ ভিয়েনায় এক বৈঠকে মিলিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ: রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ও বংশধর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্য অকস্মাৎ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৪—**ভিয়েনা:** ভিয়েনায় কেনেডী-ক্রুশ্চেভ বৈঠকের শেষে যুক্ত-ইস্তাহার প্রকাশিত। উভয় নেতাই নিরপেক্ষ স্বাধীন লাওস গঠনের জন্য পুনরায় তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছেন বলিয়া ইস্তাহারে প্রকাশ।

৬—**আসাম:** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কয়েকদিন যাবৎ আসামের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দল, নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রিগণের সহিত আলোচনা চালাইতে ছিলেন। অদ্য তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঘোষণা করেন।

৭—**লাওস:** লাওসে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ। কম্যুনিস্টপন্থী সৈন্যদের আক্রমণে দক্ষিণ-পন্থীদের প্রধান ঘাটি বানপডং-এর পতন ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গ: শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী অদ্য দুই মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বিদেশ ভ্রমণে যাইতেছেন।

৮—**উড়িষ্যা:** উড়িষ্যার বিশিষ্ট কংগ্রেসনেত্রী ও ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীমতী বসন্তমঞ্জরী দেবী অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন।

ভারত: 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত।

৯—**আসাম:** কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসমিতি আসামের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি বিঘোষিত "শাস্ত্রী ফরমূলা" প্রত্যাখ্যান করে। বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতিদান না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলিতে থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১০—**নয়াদিল্লী:** নয়াদিল্লীতে দুইদিনব্যাপী ভারতীয় মুসলমান সম্মেলন আরম্ভ হয়।

১১—আসাম : শিলচরে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে বেসরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত। শ্রীএন্. সি. চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

১২—লাওস : এক সপ্তাহ পরে অদ্য পুনরায় জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্রের বৈঠক আরম্ভ হয়। পাথেট লাও বাহিনী কর্তৃক লাওসে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে গত ৬ই জুন হইতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মা।কণ যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক বর্জন করিয়াছিল।

উড়িষ্যা : উড়িষ্যায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল অদ্য প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস কর্তৃক ১৪০টি আসনের মধ্যে ৮২টি আসন অধিকার।

আসাম : শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিনটি কংগ্রেস কমিটি ও কাছাড় জেলা ভাষা আন্দোলন কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হইয়া যৌথভাবে "শাস্ত্রী ফরমূলা" প্রত্যাখ্যান করেন।

১৩—ভারত : বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণ ৬৪ বৎসর বয়সে অদ্য অকস্মাৎ হৃদরোগে পরলোক গমন করেন।

১৫—বুলগেরিয়া : বুলগেরিয়ার সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ৪ জন সেনাপতির নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৭—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্র '১৫শ ডিসকভারার' নামক আর একটি উপগ্রহ অদ্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। উহা প্রতি ৯১ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

১৮—ভারত : ভারতীয় অভিযাত্রীদল ৬ দিন পূর্বে হিমালয়ের ২১,৬৪০ ফুট উচ্চ নীলকণ্ঠ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অভিযাত্রী দলের নেতা ক্যাপ্টেন কুমার।

১৯—আসাম : হাইলাকান্দি শহরে বিরাট মুসলমান জনতার আক্রমণে হিন্দুদের ধনপ্রাণ বিপন্ন। বাংলা ভাষা আন্দোলন বানচাল করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। পুলিশের গুলিতে ৭ জন দাঙ্গাকারী নিহত।

লাওস : লাওসের তিনজন প্রিন্স অদ্য জুরিখে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া লাওসের ভবিষ্যৎ কোয়ালিশন সরকার গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২০—আসাম : কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা দুইমাসের জন্য উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত। শিলচর ও করিমগঞ্জ মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারী।

২১—কলিকাতা : 'কলিকাতা মেট্রোপলিটান বোর্ড' গঠিত।

আসাম : শিলচর শহর ও উহার চতুর্দিকে এক মাইলব্যাপী অঞ্চলে অদ্য হইতে এক সপ্তাহের জন্য সন্ধ্যা-সকাল কার্ফ্যু জারী করা হইয়াছে।

কঙ্গো : কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট টি শোম্বে অদ্য মুক্তিলাভ করেন ; কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের নির্দেশে তাহাকে গত এপ্রিল মাস হইতে আটক রাখা হইয়াছিল।

২২—**ভুটান :** ভুটানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভার অদ্য হইতে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী গ্রহণ করে। চীনের আক্রমণ আশঙ্কায় এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

লাওস : জুরিখে এক বৈঠকে লাওসের দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও নিরপেক্ষতা-বাদী তিনটি দল জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে একমত হয়। লাওসের রাজা মন্ত্রিসভার সদস্য মনোনয়ন করিবেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সফল করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করাই এই মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ হইবে।

২৩—**আসাম :** সমগ্র কাছাড় জেলা তিন মাসের জন্য 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষিত।

উড়িষ্যা : শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা অদ্য শপথ গ্রহণ করে ও উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হয়।

২৪—**ভারত :** বাঙ্গালোর হিন্দুস্থান বিমান কারখানায় সুপারসেনিক জঙ্গী বিমান (অর্থাৎ শব্দের অপেক্ষা দ্রুততর গতিসম্পন্ন বিমান) নির্মিত হইয়াছে।

২৬—**পশ্চিমবঙ্গ :** বাগুইআটির (২৪ পরগণা) নিকট বাগজোলা উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বাস্তু ও পুলিশের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ। পুলিশের গুলীতে ৫ জন উদ্বাস্তু নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাটকলসমূহে 'ব্লক ক্লোজার' কার্যকরী হওয়ায় অদ্য হইতে রাজ্যের ৮০টি পাটকল এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে।

কুয়াইত : ইরাকের প্রধানমন্ত্রী কাশেম অদ্য ঘোষণা করেন যে, গত সপ্তাহে ব্রিটেন কুয়াইত-এর সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে তাহা ইরাকের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি আক্রমণ। কারণ কুয়াইত ইরাকেরই অংশবিশেষ।

২৭—**কুয়াইত :** সমগ্র কুয়াইত-এ জরুরী অবস্থা ঘোষণা ; ইরাকের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনীকে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী গতকল্য কুয়াইতের উপর যে দাবী জানাইয়াছেন অদ্য ব্রিটিশ ও কুয়াইত সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৯—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** অদ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র রকেটের সাহায্যে যুগপৎ তিনটি উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে।

৩০—**ভারত**ঃ শ্রীনেহরু অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের গোপালগঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৫০০ হিন্দু হতাহত হইয়াছে।

কুয়াইত সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারত অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও কুয়াইত-এর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া চলিবে।

জুলাই—১৯৬১

১—**কলিকাতা**ঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮০তম জন্মদিনে কলিকাতা মহাজাতি সদনে এক আনন্দানুষ্ঠানে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২—**আসাম**ঃ নয়াদিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আসামের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কুয়াইতঃ কুয়াইত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে।

৩—**আসাম**ঃ কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ ও কাছাড় জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অদ্য নয়াদিল্লীতে পৃথক পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আসাম সরকারকে 'শাস্ত্রী ফরমূলা' কার্যকরী করার সুযোগ দান করার জন্য তাহারা বর্তমানে ভাষা আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন;

দক্ষিণ কোরিয়াঃ জেনারেল দো ইয়ং চ্যাং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও সামরিক পরিষদের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

কুয়াইতঃ কুয়াইত-এর মরু এলাকায় ব্রিটিশ সৈন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে। কুয়াইত-এর শেখ ঘোষণা করেন যে, বিপদ কাটিয়া গেলেই সমুদয় সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে।

৫—**ইস্রাইল**ঃ অদ্য ইস্রাইল তাহার সর্বপ্রথম রকেট মহাকাশে উৎক্ষেপ করে।

ভারতঃ দক্ষিণ ভারতে ভয়ঙ্কর বন্যায় মাদ্রাজ, কেরালা ও মহীশূরে বহু লোকের মৃত্যু।

আলজেরিয়াঃ আলজেরিয়ায় ভয়ঙ্কর অশান্তি; প্রস্তাবিত আলজেরিয়া বিভাগের প্রতিবাদে মুসলমানদের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন, সংঘর্ষে ৭৫ জন নিহত।

৭—**কুয়াইত:** নিরাপত্তা পরিষদে কুয়াইত সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রস্তাবের উপর রাশিয়ার ভিটো প্রয়োগ।

৮—**সোভিয়েট রাশিয়া:** সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে, পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী হ্রাসের পরিকল্পনা স্থগিত থাকিবে। চলতি বৎসর রাশিয়ার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ১২৩৯ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল করা হইবে।

৯—**দক্ষিণ কোরিয়া:** দক্ষিণ কোরিয়ার ভূতপূর্ব সামরিক শাসক লেঃ জেঃ দো ইয়ং চ্যাং-কে স্বগৃহে আটক করা হইয়াছে। প্রতিবিপ্লব ঘটাইয়া বর্তমান নেতৃবৃন্দকে হত্যার এক ষড়যন্ত্রের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

১২—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র:** অদ্য ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সহিত দুই ঘন্টাকাল আলোচনা করেন।

১৪—**নয়াদিল্লী:** ব্রিটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের বিষয়টি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের বিমানমন্ত্রী শ্রীপিটার থর্ণিক্রফ্‌ট-এর মধ্যে তিন দিন ধরিয়া আলোচিত হইবার পর অদ্য একটি যুক্ত-ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: অদ্য হইতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ সিনেমা ভবনের কর্মচারিগণ অনশন ধর্মঘট স্থরু করেন। আইন অনুসারে নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনের হার চালু করার দাবীতেই তাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন করেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর মধ্যে আলোচনার শেষে অদ্য এক যুক্ত-ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

১৬—**কলিকাতা:** কর্পোরেশনের আলো বিভাগের ৮০০ কর্মী প্রতি রবিবারে একযোগে কাজে অনুপস্থিত হওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, অদ্য সর্বপ্রথম তাহা কার্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় অধিকাংশ রাস্তার আলো জ্বালা হইয়াছিল।

১৭—**পশ্চিমবঙ্গ:** বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে উহার অধীন পশ্চিমবঙ্গের ৪০০ চিত্রগৃহ অদ্য হইতে চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দেয়। চিত্রগৃহের কর্মিগণ অনশন ধর্মঘট স্থরু করার ফলেই ইহা করা হয়।

বার্লিন: পশ্চিম বার্লিনকে একটি 'অবাধনগরী'তে পরিণত করার জন্য শ্রীক্রুশ্চেভ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অদ্য

একযোগে পত্র প্রেরণ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা পূর্ব বার্লিনে অবাধ নির্বাচনের জন্য পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে।

২০—**ভারত :** রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত, তাঁহাকে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহের মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল তাহার অবসান ঘটে। রাজ্যসরকারের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিউনিসিয়া : বিজার্তায় অদ্য পুনরায় ফরাসী বাহিনী ও তিউনিসীয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উহার ফলে তিউনিসিয়ার ৩৩জন সৈন্য নিহত ও ১৩০ জন আহত হয়। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২১—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্র অদ্য পুনরায় মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণ করে; দ্বিতীয়বার সাফল্যলাভ। ক্যাপ্টেন গ্রীসম ১৫ মিনিটকাল মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিউনিসিয়া : বিজার্তা হইতে তিউনিসিয়ার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করার জন্য ফরাসী সরকার তিউনিসীয় সরকারকে যে চরমপত্র দিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য করার ফলে অদ্য ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনী ও প্যারা সৈন্য বিজার্তা অধিকার করিয়া লয়।

২২—**রাষ্ট্রপুঞ্জ :** তিউনিসিয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাইয়া নিরাপত্তা পরিষদে ১০—০ ভোটে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৩—**তিউনিসিয়া :** বিজার্তায় ফরাসী নৌঘাটির অধিনায়ক এ্যাডমিরাল আম্মান ও তিউনিসীয় গবর্ণরের মধ্যে গতরাত্রে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৪—**ভারত :** রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের পীড়ার উপশম। তিনি বহুলাংশে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

২৫—**ভারত :** রাষ্ট্রপতির অসুস্থতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অদ্য সংবিধানের ৬৫ (২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

কলিকাতা : কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্র ভর্তির সমস্যা দূর করার দাবীতে ছাত্রগণ অদ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান ধর্মঘট সুরু করে।

২৬—আসাম : শিলচরে পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে সরকারী তদন্ত কমিশন অদ্য কার্য আরম্ভ করেন। আসাম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীগোপাল মেহেরোত্রা এই কমিশনের একমাত্র সভ্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র : প্রেসিডেন্ট কেনেডি বার্লিন সম্পর্কে অদ্য তাঁহার বহু প্রতীক্ষিত বেতার ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ বার্লিনে তাঁহাদের অধিকার ও দায়িত্ব পরিত্যাগ করিবে না।

২৮—ফ্রান্স : বিজার্তা সঙ্কটে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব ফ্রান্স সরকারীভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়ার মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারাই ইহার সমাধান হইতে পারে।

ফ্রান্স ঘোষণা করে যে, তিউনিসিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের যে জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে তাহা সে বয়কট করিবে।

ভারত : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য জল্লাহল্লীতে হিন্দুস্থান মেসিনটুলস্-এর দ্বিতীয় কারখানা চালু করেন। প্রথম কারখানার উদ্বৃত্ত মুনাফা হইতে দ্বিতীয় কারখানা নির্মিত হইয়াছে।

২৯—কলিকাতা : বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রবেশ পথে ছাত্রদের যে ধর্মঘট চলিতেছিল তাহা প্রত্যাহার করা হয়।

৩০—সোভিয়েট রাশিয়া : অদ্য সোভিয়েট রাশিয়া বিশসালা পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য কতিপয় জিনিস বিনামূল্যে জনসাধারণকে সরবরাহ করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

৩১—আসাম : ১৯৬০ সালে গৌহাটিতে ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত। গুলী চালান সঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রিটেন : ইউরোপের সাধারণ বাজারে যোগদানের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অদ্য ঘোষণা করেন।

আগষ্ট—১৯৬১

১—ভারত : রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরোগ্য লাভের পর অদ্য নার্সিংহোম হইতে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

২—কঙ্গো : অদ্য সিরিল আডুলার নেতৃত্বে কঙ্গোর নূতন সরকার গঠিত হয়।

৩—ভারত : অদ্য পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীনেহরু ও অন্যান্য সদস্যগণ তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে স্বাক্ষর দান করেন।

৪—**কলিকাতা :** কলিকাতায় অভূতপূর্ব প্রবল বর্ষণ ; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ও লোকসভার সদস্য বিমলকুমার ঘোষ পরলোক গমন করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট এই মর্মে একটি নোট প্রেরণ করে যে, সে তাহাদের সহিত জার্মান শান্তি চুক্তি করিতে সম্মত আছে। কিন্তু তাহারা আলোচনা করিতে রাজী না হইলে রাশিয়া পূর্বজার্মানীর সহিত স্বতন্ত্র চুক্তি সম্পাদন করিবে।

৬—**সোভিয়েট রাশিয়া :** অদ্য পুনরায় রাশিয়া মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণ করে। ইহা তাহার দ্বিতীয় সার্থক প্রচেষ্টা। টিটভকে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়।

ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রনেতাগণ মস্কোতে তিনদিনব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। বৈঠক গতকল্য শেষ হইয়াছে। বৈঠকের কথা গোপন রাখা হইয়াছিল।

ফ্রান্স : প্যারীতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এক বৈঠকে মিলিত হন।

৭—**ভারত :** অদ্য লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয় ; অদ্যকার অধিবেশনে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়।

সোভিয়েট রাশিয়া : মেজর টিটভ মোট ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১০—**নয়াদিল্লী :** নয়াদিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন আরম্ভ হয়।

১১—**ভারত :** ভূতপূর্ব পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল দাদরা ও নগরহাবেলিকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার আমলে আনার জন্য অদ্য লোকসভায় বিল উত্থাপন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : ভারতীয় পাটকল সমিতি নিজের দায়িত্বে অদ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় পাটকলে আরও ৯% শতাংশ তাঁত বন্ধ করিয়া দেয়।

ভারতীয় সংসদ : লোকসভায় অদ্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্ক হয়।

১২—**পাকিস্তান :** ঢাকায় বিশেষ সামরিক আদালতে ভারতীয় সামরিক অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিচার আরম্ভ হয়।

আর্জেণ্টিনা : আর্জেণ্টিনায় বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ। বিদ্রোহের নেতাগণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলজেরিয়া : আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুনরায় নিরঙ্কুশ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট দ্য গলে আলজেরিয়ার ফরাসী প্রধান সেনাপতিকে ক্ষমতা দান করেন।

১৩—**বার্লিন :** রাশিয়া এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনে পূর্বজার্মানী অদ্য পুলিশ ও সৈন্যদ্বারা পশ্চিম বার্লিন পরিবেষ্টন করে।

১৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বেতন কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশিত।

ভারতীয় সংসদ : লোকসভায় দাদরা ও নগরহাবেলির ভারতভুক্তি সংক্রান্ত বিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন অদ্য লোকসভায় পূর্ববঙ্গের গোপালগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সম্পর্কে বিবৃতি দেন।

কেনিয়া (আফ্রিকা) : কেনিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীজোমো কেনিয়েট্টা অদ্য কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। মাও মাও আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৫৩ সালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

১৫—**পশ্চিমবঙ্গ :** বাঙ্গালী অভিযাত্রীদল হাওড়া স্টেশন হইতে মানাশৃঙ্গ অভিযানে রওয়ানা হয়।

পাঞ্জাব : মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে অদ্য হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করেন।

১৭—**বার্লিন :** মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স পূর্বজার্মানী কর্তৃক পশ্চিম বার্লিন অবরোধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া রাশিয়ার নিকট লিপি প্রেরণ করে।

১৯—**রাশিয়া :** বার্লিন অবরোধ করা সম্পর্কে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যে প্রতিবাদ লিপি পাঠাইয়াছিল তাহা রাশিয়া সরাসরি অগ্রাহ্য করে।

২০—**বার্লিন :** প্রেসিডেন্ট কেনেডী পশ্চিম বার্লিনে মার্কিণ সৈন্য বৃদ্ধি করার জন্য আদেশ দান করিয়াছেন। তদনুসারে মার্কিণ সৈন্যবাহী প্রথম গাড়ীটি পূর্বজার্মানীর ভিতর দিয়া পশ্চিম বার্লিনে আসিয়া পৌছায়। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও পশ্চিম বার্লিনে আরও সৈন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কলিকাতা : কলিকাতায় মাছের অত্যধিক মূল্যের প্রতিবাদে পিকেটিং সুরু হয়।

২১—**রাষ্ট্রপুঞ্জ :** বিজার্তা সঙ্কট সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসে। ফ্রান্স এই অধিবেশন বয়কট করে।

ভারতীয় সংসদ : লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করেন।

২২—**পশ্চিমবঙ্গ :** মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। যাহাতে চটকল সমূহের উৎপাদন ব্যাহত না হয় পাটকলসমিতি তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সম্মত হন।

নাগাভুমি : নাগা কনভেনশনের সভাপতি ডঃ ইনকোনলিবা আও অদ্য অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে গুরুতররূপে আহত হন।

২৩—**পাঞ্জাব :** শিরোমণি আকালীদলের অস্থায়ী সভাপতি সন্ত ফতে সিং অদ্য পাঞ্জাবী সুবা সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করেন।

২৪—**ভারতীয় সংসদ :** লোকসভায় অদ্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুমোদিত **হয়**।

পাঞ্জাব : শ্রীনেহরু ও সন্ত ফতে সিং-এর মধ্যে অদ্য পুনরায় পাঞ্জাবী সুবা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

নাগাভুমি : নাগাভূমি কনভেনশনের সভাপতি ডঃ ইনকোনলিবা আও অদ্য মারা যান। ২ দিন পূর্বে তিনি গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছিলেন।

লাওস : জেনেভায় ১৪ রাষ্ট্র সম্মেলনে লাওস হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত।

২৫—**পাঞ্জাব :** পাঞ্জাবী সুবা সম্পর্কে নেহরু-ফতে সিং আলোচনা ব্যর্থ।

২৬—**বার্লিন :** পশ্চিম বার্লিনে বিমান চলাচল সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের যে অধিকার আছে তাহা ক্ষুণ্ণ করার কোন চেষ্টা করা হইলে উহা 'আক্রমণাত্মক কার্য' বলিয়া গণ্য করা হইবে—এই মর্মে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট এক কড়া নোট প্রেরণ করে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : বিজার্তা সঙ্কট সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের পাঁচ দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশন অদ্য সমাপ্ত হয়। উহাতে ৩২ রাষ্ট্রের প্রস্তাব ৬৬—০ ভোটে গৃহীত হয়। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও 'ন্যাটো'র অধিকাংশ সভ্যসহ ৩০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। আলোচ্য প্রস্তাবে তিউনিসিয়ায় ফরাসী কার্য-কলাপের নিন্দা করা হইয়াছে এবং তিউনিসিয়া হইতে ফরাসীবাহিনী অপসরণ করা সম্পর্কে অবিলম্বে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়াকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

২৭—**ব্রেজিল :** ব্রেজিলের প্রেসিডেন্ট **শ্রী**কোয়াড্রোস পদত্যাগ করেন।

২৮—**ভারতীয় সংসদ :** লোকসভায় শ্রীনেহরু সন্ত ফতে সিং-এর সহিত

তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে বিবৃতি দেন। তিনি পাঞ্জাবী সুবার দাবী দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন।

আসাম: শিলচরে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে 'তদন্ত কমিশন' অদ্য শুনানি আরম্ভ করেন।

২৯—**ভারতীয় সংসদ:** বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎস্' সাপ্তাহিক পত্র ১৫ই এপ্রিলের সংখ্যায় এক আপত্তিকর প্রবন্ধ ছাপার অপরাধে উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রী আর. কে. করঞ্জিয়া অদ্য লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক তীব্রভাবে ভর্ৎসিত হন। শ্রী করঞ্জিয়া বিশেষভাবে এই উপলক্ষে নির্মিত কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নতমস্তকে ভর্ৎসনা গ্রহণ করেন। ভারতে এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

৩০—**পাঞ্জাব:** মাস্টার তারা সিং-এর অনশনের পাল্টা জবাব হিসাবে স্বামী রামেশ্বরানন্দ অনশন করিতেছিলেন। ভারত সরকার পাঞ্জাবী সুবার দাবী প্রত্যাখ্যান করায় স্বামীজী অদ্য অনশন ভঙ্গ করেন।

৩১—**সোভিয়েট রাশিয়া:** সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য ঘোষণা করে যে, সে পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা সুরু করিবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই এই সিদ্ধান্তের কারণ বলিয়া উল্লেখ। রাশিয়া ২, ৩, ৫ ও ১০ কোটি টন টি. এন. টি'র সমান ক্ষমতাযুক্ত 'অমিত শক্তিশালী বোমা' তৈরী করিবে বলিয়াও ঘোষণায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর—১৯৬১

১—**যুগোশ্লাভিয়া:** যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অদ্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমূহের বৈঠক আরম্ভ হয়।

সোভিয়েট রাশিয়া: অদ্য ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় বায়ুমণ্ডলে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

৩—**সোভিয়েট রাশিয়া:** অদ্য মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এক যুক্ত বিবৃতিতে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে অনুরোধ জানান। তাঁহারা এই মর্মে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের গোচরে আনার প্রস্তাব করেন।

৪—**যুগোশ্লাভিয়া:** বেলগ্রেড সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে তাহা রচনা সম্পর্কে ভারতের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের মতানৈক্য ঘটে। এই বিষয়টি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : অদ্য রাজ্য বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়।

ভারতীয় সংসদ : অদ্য লোকসভায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন বিল গৃহীত হয়। এই বিলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট প্রার্থনা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫—**সোভিয়েট রাশিয়া :** যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় আরও দুইটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আণবিক বিস্ফোরণ না ঘটাইবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন রাশিয়া অদ্য তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

ভিয়েনা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র অদ্য ভিয়েনাতে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন।

যুগোশ্লাভিয়া : পাঁচ দিনব্যাপী বেলগ্রেড সম্মেলন অদ্য সমাপ্ত হয়। সম্মেলনের প্রস্তাব রচনা সম্পর্কে ভারতের পরামর্শ মানিয়া লওয়া হয়।

ইংলিশ চ্যানেল : কলিকাতার নাগরিক শ্রীনীতিন্দ্র রায় (২১) অদ্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

৬—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অদ্য ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা সুরু করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করার ফলেই যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত করে।

আফগানিস্তান : অদ্য আফগানিস্তান পাকিস্তানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। কয়েক দিন পূর্বে পাক-সরকার পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান কন্‌সাল ও বাণিজ্য আফিসসমূহ বন্ধ করার জন্য আদেশ জারী করিয়াছিলেন।

যুগোশ্লাভিয়া : অদ্য বেলগ্রেড সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

৭—**সোভিয়েট রাশিয়া :** বেলগ্রেড সম্মেলন হইতে শ্রীনেহরু গতকল্য মস্কো গমন করিয়াছেন। অদ্য ক্রেমলিনে শ্রীক্রুশ্চেভের সহিত তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন।

৯—**ফ্রান্স :** রাজপথে প্লাষ্টিক বোমা রাখিয়া প্রেসিডেণ্ট দ্য গলেকে হত্যার ষড়যন্ত্র; বোমা ফাটিয়া মোটরগাড়ীর হেডলাইট ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের কোন ক্ষতি হয় নাই।

১০—**সোভিয়েট রাশিয়া :** নেহরু-ক্রুশ্চেভ আলোচনার পর যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

১২—ব্রিটেন: ৮৯ বৎসর বয়স্ক প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল ও তাঁহার স্ত্রী সাত দিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য আন্দোলন করাই কারাদণ্ডের কারণ।

১৩—কঙ্গো: কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ও কাতাঙ্গার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্বরু হয়। কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট টিশোম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করাতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। টিশোম্বে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

১৫—তুরস্ক: তুরস্কের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস বিশেষ আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আরও ১৫ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড এবং ১৪ জনের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দান করা হইয়াছে।

১৬—পশ্চিমবঙ্গ: রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিক্ষকদের বর্ধিত বেতনের হার ঘোষণা করেন।

১৭—তুরস্ক: তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেসকে অদ্য ফাঁসী দেওয়া হয়। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার-এর বয়সের কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৮—রাষ্ট্রপুঞ্জ: উত্তর রোডেসিয়ার অন্তর্গত এনডোলার নিকট বিমান দুর্ঘটনায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশীল্ড নিহত হন। তিনি টিশোম্বের সহিত শান্তি আলোচনা চালাইবার জন্য এনডোলায় যাইতেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট স্বরু হয়।

১৯—পশ্চিমবঙ্গ: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২০—কঙ্গো: অদ্য উত্তর রোডেসিয়ার এনডোলায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ ও কাতাঙ্গা সরকারের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টিশোম্বে বলেন যে, বন্দীবিনিময় ও অস্ত্রশস্ত্র চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করা এই চুক্তির অন্যতম শর্ত।

২১—পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রাজ্য বিধান সভায় 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' বিল গৃহীত হয়।

২২—রাষ্ট্রপুঞ্জ: রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জ, টিশোম্বের সহিত যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা অদ্য অনুমোদন করেন।

ইংলিশ চ্যানেল: আর্জেন্টিনার ৪২ বৎসর বয়স্ক সাঁতারু এন্টনি এবারটোণ্ডো ইংলিশ চ্যানেল পারাপারে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি ৪৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটে চ্যানেল পারাপার করেন।

২৩—**পশ্চিমবঙ্গ**: কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় হাওড়াতে ভারতের সর্বপ্রথম 'কারিগরী শিক্ষণ শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় শ্রম ও পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অদ্য উহার উদ্বোধন করেন।

'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিল' রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত।

২৪—**আসাম**: কাছাড় জিলার সমগ্র শিলচর ও করিমগঞ্জ মহকুমা একবৎসরের জন্য উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত।

২৫—**পশ্চিমবঙ্গ**: পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অদ্য সরকারী ভাষা বিল গৃহীত হয়। বাংলা এই রাজ্যের সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃত। দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমায় বাংলার সহিত নেপালীও সরকারী ভাষা বলিয়া অনুমোদিত।

রাষ্ট্রপুঞ্জ: প্রেসিডেন্ট কেনেডী অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দেন। তিনি নিরস্ত্রীকরণের জন্য ছয় দফা সমন্বিত একটি পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া: রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট অদ্য তাহার রিপোর্ট প্রেরণ করেন। উহাতে 'ট্রয়কা' পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৬—**তুরস্ক**: তুরস্কে জরুরী অবস্থা ঘোষণা; ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস সমর্থক কতিপয় সামরিক অফিসার কর্তৃক বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ।

আসাম: আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা অদ্য রাজ্যবিধানসভায় "আসাম রাজ্যভাষা (সংশোধন) বিল" উত্থাপন করেন। গত বৎসর গৃহীত বিল হইতে 'মহকুমা পরিষদ' সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২৮—**সিরিয়া**: দামাস্কাস বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, সামরিক বাহিনী দেশের শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছে। কিন্তু পুনরায় সাত ঘণ্টা পরে উক্ত বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করে যে, বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ: আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে একটি আট দফা সমন্বিত কর্মসূচী উত্থাপন করে।

ভারত : নয়াদিল্লীতে 'জাতীয় সংহতি সম্মেলন' আরম্ভ হয়।

২৯—**সিরিয়া :** স্বল্পকালস্থায়ী শান্তির পরে সিরিয়ায় পুনরায় বিদ্রোহ ঘটে ও সামরিক অফিসারগণ দেশের শাসনযন্ত্র দখল করে। ডাঃ মামুন কুজবারির প্রধানমন্ত্রিত্বে একটি সরকার গঠন করা হইয়াছে।

অক্টোবর—১৯৬১

১—**পাঞ্জাব :** মাস্টার তারা সিং অদ্য ৪৭ দিনব্যাপী অনশন ভঙ্গ করেন। ভারত সরকার শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি 'তদন্ত কমিশন' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কলিকাতা : মহাজাতি সদনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্যার নীলরতন সরকারের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

দক্ষিণ ক্যামেরুন : দক্ষিণ-ক্যামেরুনে অদ্য ব্রিটিশ অছি শাসনব্যবস্থার অবসান হয় এবং উহা ক্যামেরুন সাধারণ তন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হয়।

২—**পাঞ্জাব :** যোগীরাজ সূর্যদেব মাস্টার তারা সিং-এর অনশনের প্রতিবাদে পাল্টা অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ৪৯ দিন পরে অদ্য অনশন ভঙ্গ করেন।

৩—**আলিগড় :** আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী কার্ফ্যু জারী।

৪—**মাদ্রাজ :** মাদুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন; এই অধিবেশনে কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নানা পর্বত : বাঙ্গালী অভিযাত্রীদলের নানা অভিযান ব্যর্থ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ মাত্র ৩০০ ফুট বাকি থাকিতে অভিযান পরিত্যক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের জেলাশহরগুলির মধ্যে যুবকগণের প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ায় সর্বপ্রথম ষ্টেডিয়াম নির্মিত হয়।

৬—**ভারত :** নয়াদিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী হিন্দুসম্মেলন আরম্ভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ শম্ভুনাথ ব্যানার্জি সভাপতিত্ব করেন।

১০—**ভারত :** ভারত সরকার অদ্য কলিকাতাস্থ সংখ্যালঘু দপ্তরের বিলোপ সাধন করেন। গত মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকার একতরফা সিদ্ধান্তক্রমে ঢাকার সংখ্যালঘু দপ্তর তুলিয়া দিয়াছে। ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তিক্রমে এই দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল।

১১—**রাজস্থান :** উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ অদ্য রাজস্থান খালের আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্বোধন করেন।
পশ্চিমবঙ্গ : বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১২—**পশ্চিমবঙ্গ :** বিখ্যাত জননেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।
ভারত : অদ্য ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির 'নির্বাচনী ইস্তাহার' প্রকাশিত হয়।
রাষ্ট্রপুঞ্জ : দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এরিক লো বর্ণবৈষম্য সমর্থন করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহার নিন্দা করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে অদ্য ৬৭-১ ভোটে এক নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ২০টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে।

১৩—**চীন :** পিকিং হইতে ঘোষণা করা হয় যে গত ৫ই অক্টোবর নেপাল-চীন সীমান্ত চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে উভয় দেশের সীমারেখা এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৪—**ভারত :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য ভারতে সর্বপ্রথম নির্মিত বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন চালু করেন। উহা চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানায় নির্মিত হইয়াছে।
কঙ্গো : গতরাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কাতাঙ্গার মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৭—**সোভিয়েট রাশিয়া :** মস্কোতে ২২শ সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। এই কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহ যদি জার্মান সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখায় তবে রাশিয়া চলতি বর্ষের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না।

১৮—**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :** প্রেসিডেন্ট নো দিন এম সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

২০—**ভারত :** ঘাটশীলার অদূরে ভয়ঙ্কর ট্রেন দুর্ঘটনা ; হাওড়া-রাঁচী এক্সপ্রেস ধ্বংস।

২২—**নয়াদিল্লী :** নয়াদিল্লীর স্কুলসমূহে অদ্য হইতে 'টেলিভিশন' প্রবর্তন।

২৩—**সোভিয়েট রাশিয়া :** রাশিয়া কর্তৃক ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ ; সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যালিনোভ্স্কির ঘোষণা।
কাম্বোডিয়া : কাম্বোডিয়া অদ্য থাইল্যাণ্ডের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

কাতাঙ্গার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে জনৈক ভাড়াটিয়া বেলজিয়ান অফিসার লুমুম্বাকে হত্যা করিয়াছিল।

১৫—**মেক্সিকো:** শ্রীনেহরু অদ্য মেক্সিকো গমন করেন এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট-এর সহিত ৫৫ মিনিটকাল আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ: রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে 'সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ' সম্পর্কে আলোচনা স্বরু করা হয়।

কঙ্গো: লুমুম্বাপন্থী এণ্টয়েন গিজেঙ্গার রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কঙ্গো সরকারের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ।

১৬—**কলিকাতা:** জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীহায়াতো আইকেদা অদ্য কলিকাতায় আগমন করেন।

কঙ্গো: বিদ্রোহী কঙ্গোলী সৈন্যগণ কিভু প্রদেশে অমানুষিক অত্যাচার স্বরু করিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ।

১৭—**পশ্চিমবঙ্গ:** জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীআইকেদা অদ্য হাওড়া জেলার বাঁকড়া গ্রামে ভারতের প্রথম প্রটোটাইপ যন্ত্র উৎপাদন ও শিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই কারখানাটি ভারত ও জাপান সরকারের যুগ্ম সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রিটেন: ব্রিটেনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ হইতে লোক আগমন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অদ্য কমন্স সভায় 'বহিরাগত বিল' অনুমোদন লাভ করে।

১৮—**রাশিয়া:** আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা সম্পর্কে জেনেভা বৈঠক পুনরায় আরম্ভ করার জন্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করিয়াছিল রাশিয়া তাহাতে সম্মত হয়।

কঙ্গো: টিশোম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল-এর নিকট তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিতে রাজী আছেন।

১৯—**মিশর:** কায়রোতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, প্রেসিডেণ্ট নাসের ও প্রেসিডেণ্ট টিটোর মধ্যে বৈঠক।

আমেরিকা: কিউবার প্রতিবেশীরাষ্ট্র ডোমিনিকান রিপাবলিকে রাজনৈতিক অশান্তি; কয়েকদিন পূর্বে রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করা হইয়াছে।

ভারত: নয়াদিল্লীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক খৃষ্ট সম্মেলন স্বরু হয়; ১২০০ খৃষ্টিয় ধর্মযাজক ইহাতে যোগদান করেন।

২০—ভারত : বিদেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীনেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

অদ্য লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন সুরু হয়; শ্রীনেহরু অদ্যকার অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, চীনারা আরও ভারতীয় অঞ্চল গ্রাস করিয়াছে; তাহারা লাদাকে আরও তিনটি নূতন ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে।

তুরস্ক : রিপাবলিকান দল ও জাষ্টিস দল এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ১১ জন করিয়া সদস্য লইয়া অদ্য তুরস্কের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

২১—চেকোশ্লোভাকিয়া : সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে চেকোশ্লোভাকিয়ার ষ্ট্যালিনপন্থী পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ক্লিমেন্ট গোটোয়াণ্ডের মৃতদেহ বর্তমান স্মৃতিসৌধ হইতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : জনৈক ব্যবসায়ী কর্তৃক তাহার পাওনা টাকার দাবীতে চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশন ক্রোক করার উপক্রম।

২৩—ভারত : জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীআইকেদা ও শ্রীনেহরুর যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত।

২৪—পশ্চিমবঙ্গ : প্রখ্যাত শিল্পপতি ও রাজনীতিজ্ঞ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন;

বোম্বাই : বোম্বাই হাইকোর্ট কমাণ্ডার নানাবতীর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের যে আদেশ দিয়াছিলেন সুপ্রীমকোর্ট অদ্য তাহা বহাল রাখিবার রায় দেন।

লোকসভা : অদ্য শ্রীনেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, গত ১৭ই নবেম্বর রাত্রে পর্তুগীজ অধিকৃত 'আঞ্চদ্বীপ' হইতে একটি ভারতীয় জাহাজের প্রতি গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল।

২৫—পর্তুগীজ ভারত : 'অঞ্জদেব' নামক পর্তুগীজ অধিকৃত দ্বীপ হইতে গুলীবর্ষণে গতরাত্রে ভারতীয় ধীবর নিহত হয়।

২৬—পর্তুগাল : লিসবন হইতে পর্তুগীজ সরকার এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারতে তাহাদের সাম্প্রতিক আক্রমণাত্মক কার্যের সাফাই গায়।

ভারত : অদ্য কানপুরে শ্রীনেহরুর পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় বিমানবাহিনী কর্তৃক নির্মিত প্রথম পরিবহন বিমান আভ্রো ৭৪৮ আকাশ পরিক্রমা সুরু করে।

২৭—লোকসভা : পর্তুগীজদের গুলীতে ভারতীয় ধীবরের মৃত্যুর প্রসঙ্গটি অদ্য লোকসভায় আলোচিত হয়।

২৮—**লোকসভা :** শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে পঞ্চম শ্বেতপত্র উপস্থাপন করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে অদ্য ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে তিন সপ্তাহব্যাপী বিতর্কের অবসান হয়।

জেনেভা : আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য অদ্য পুনরায় জেনেভা বৈঠক সুরু হয়, ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে বৈঠক স্থগিত ছিল।

ভারত : শিখদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গঠিত 'দাশ কমিশনের' অদ্য প্রথম বৈঠক বসে। শিরোমণি আকালীদল কমিশন বর্জন করে।

২৯—**ভারত :** প্রথম মহাকাশচারী মানব মেজর য়ুরি গ্যাগারিন অদ্য নয়াদিল্লী আগমন করেন।

ডিসেম্বর—১৯৬১

১—**জেনেভা :** জেনেভায় আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বৈঠকে অচল অবস্থার সৃষ্টি ; আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়াই আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার যে পরিকল্পনা রাশিয়া পেশ করিয়াছে তাহা হইতে তাহারা বিচ্যুত হইতে রাজী নহে।

আমেরিকা : ডোমিনিকান রিপাবলিকে সামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন।

ভারত : অদ্য হইতে ভারতে এ্যাড্‌ভোকেটস আইন (১৯৬১) কার্যকরী হইল। ফলে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে এ্যাড্‌ভোকেটদের শ্রেণীকরণ প্রথা চালু হইল।

২—**পশ্চিমবঙ্গ :** বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরীতে সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩—**ভারত :** পুনরাদেশ পর্যন্ত দিল্লী হইতে বোম্বাই পর্যন্ত সকল ট্রেন বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। গোয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্যই ইহা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য ৭৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধি ডাঃ কনোর ক্রুজ ও'ব্রিয়েন পদত্যাগ করেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতা ও বৈরী মনোভাবের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

৪—**কলিকাতা :** মেজর য়ুরি গ্যাগারিন অদ্য কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

৫—লোকসভা : শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় চীনের ৩০শে নবেম্বর তারিখের নোটটি উপস্থাপন করেন। চীন উক্ত নোটে ভারতকে ম্যাকমেহন লাইনের নিকট তৎপরতা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছে, অন্যথায় তাহারা হিমালয় ডিঙ্গাইয়া উহার দক্ষিণ পাদদেশ পর্যন্ত সৈন্য পাঠাইবে বলিয়া হুমকী দিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কঙ্গো : কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ও কাতাঙ্গী সৈন্যদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৭—চীন : চীনের পররাষ্ট্র দপ্তর আজ ভারত চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচার করেন।

৯—টাঙ্গানাইকা : টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা লাভ ; ব্রিটিশ শাসনের অবসান।

পর্তুগাল : পর্তুগাল কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ প্রেরণ।

পশ্চিমবঙ্গ : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য রূপনারায়ণ নদের উপর সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সেতুটি (২৪০০ ফুট) কলিকাতা বোম্বাই জাতীয় সড়কের অন্তর্ভুক্ত। নদীর ক্ষতি হইবে আশঙ্কায় স্থানীয় অধিবাসিগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১০—সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট রাশিয়া ও আলবানিয়া পরস্পরের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

পাঞ্জাব : শ্রীনেহরু অদ্য ভাকরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সর্বশেষ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

নেপাল : রাজা মহেন্দ্র অদ্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়া গত বৎসর ১৫ই ডিসেম্বর জনসাধারণের যে-সকল মৌলিক অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ পুনপ্রবর্তন করেন।

১১—ইস্রায়েল : জেরুজালেম আদালত এডলফ্ আইখ্ম্যানকে ইহুদী জাতি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী বলিয়া রায় দেন। দণ্ডাদেশ ঘোষণা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

১২—নেপাল : নেপালে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী—সকল প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসমাবেশ ও ধ্বনি দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা।

১৩—ভারত : গোয়া সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারত নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পত্র প্রেরণ করে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শতবর্ষপূর্তি।

১৫—**ভারত**: সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীলিওনিড ব্রেনেভ ১৪ দিন ভারত সফরের উদ্দেশ্যে অদ্য নয়াদিল্লী আগমন করেন।

ইস্রায়েল: জেরুজালেমের বিশেষ আদালত অদ্য এডলফ্ আইখম্যানের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দান করেন।

১৬—**গোয়া**: গোয়া সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইবার জন্য অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীনেহরু ও শ্রীসালাজারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

কঙ্গো: কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলের অধিকাংশ স্থান রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং টিশোম্বে রোডেসিয়ায় পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট অদ্য ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যগণ আক্রান্ত হইবে না বলিয়া নিশ্চয়তা লাভ না করা পর্যন্ত কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অভিযান বন্ধ হইবে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জ: কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্যপদ দানের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা ৪৮-৩৬ ভোটে বাতিল হইয়া যায়। ব্রিটেন রাশিয়ার পক্ষে ভোট দান করে।

১৭—**গোয়া**: গোয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের অভিযান আরম্ভ। ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনী মধ্যরাত্রির অল্পপরে তিন দিক হইতে গোয়ায় প্রবেশ করে।

কঙ্গো: অবিলম্বে কাতাঙ্গায় যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানাইয়া টিশোম্বে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর নিকট এক জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন। উক্ত বার্তায় তিনি জানাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের প্রধানমন্ত্রী আডুলার সহিত আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

১৯—**গোয়া**: গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিমের অদ্য পতন ঘটে ও উহার ফলে ভারতীয় বাহিনীর গোয়া বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জ: নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ভিটো প্রয়োগের ফলে গোয়া সম্পর্কে আলোচনা বাতিল হইয়া যায়।

গতকল্য রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শর্তাধীনে কাতাঙ্গায় 'গুলী বন্ধ' রাখার আদেশ দিয়াছেন। টিশোম্বে এবং আডুলার মধ্যে আলোচনা চলার সময় উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ভারত : প্রখ্যাত শিক্ষব্রতী ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল-কুমার সিদ্ধান্ত অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন।

২০—**ভারত :** রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোগমুক্তির পর অদ্য পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন।

কলিকাতা : সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি শ্রীব্রেজনেভ অদ্য কলিকাতায় আগমন করেন।

কঙ্গো : কিতোনা ঘাঁটিতে অদ্য টিশোম্বে ও কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী আডুলার মধ্যে আলোচনা সুরু হয়। কিতোনা রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী কর্তৃক সুরক্ষিত ঘাঁটি।

২১—**কঙ্গো :** কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী সিরিল আডুলা ও কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট টিশোম্বের মধ্যে আলোচনান্তে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টিশোম্বে দেশের মৌলিক আইন স্বীকার করিয়া লন। উক্ত আইনে সমমর্যাদাসম্পন্ন সকল প্রদেশগুলিকে লইয়া গঠিত কঙ্গোকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা : রবীন্দ্র সরোবরে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে অদ্য নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

২২—**কঙ্গো :** কিতোনায় টিশোম্বে ও আডুলার মধ্যে যে চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে কাতাঙ্গার মন্ত্রিসভা অদ্য তাহা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন।

ভারত : সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচণ্ড শীত ও হিমপ্রবাহ; কানপুরে ৩৬ জনের মৃত্যু।

২৩—**পশ্চিমবঙ্গ :** বোলপুরে এক বিরাট জনসভায় শ্রীনেহরু অদ্য ভাষণ দেন; তিনি চীনের প্রসঙ্গে বলেন যে, দরকার হইলে চীনকে হটাইতে ভারত বলপ্রয়োগ করিবে।

কলিকাতা : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়; অধিবেশনের মূল সভাপতি হন কবিশেখর কালিদাস রায়।

বারমুডা : বারমুডায় প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের মধ্যে গোপন বৈঠক সমাপ্ত ও ইস্তাহার প্রকাশিত।

২৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব; শ্রীনেহরুর ভাষণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব; প্রখ্যাত শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ স্যার জন ফিলিপ সার্জেন্ট ভাষণ দান করেন।

ভারত : উত্তর ভারতে হিমপ্রবাহ অব্যাহত; এপর্যন্ত শতাধিক লোকের মৃত্যু।

২৫—ভারত : অদ্য উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অদ্য ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

২৬—ইয়েমেন : ১৯৫৮ সালে ইয়েমেন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে ফেডারেশন গঠিত হইয়াছিল অদ্য প্রেসিডেন্ট নাসের তাহা বাতিল করিয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গ : বিশিষ্ট পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পদ্মভূষণ ৮৬ বৎসর বয়সে অদ্য দেহত্যাগ করেন।

২৯—ভারত : হিমপ্রবাহে উত্তরভারতে এযাবৎ সাত শতাধিক লোকের মৃত্যু।

৩০—কলিকাতা : অদ্য কলিকাতায় ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে চতুর্থ টেষ্ট খেলা সুরু হয়।

জানুয়ারী—১৯৬২

১—ভারত : গৌহাটির নিকটবর্তী নুনমাটি নামক স্থানে শ্রীনেহরু অদ্য সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করেন।

৩—উড়িষ্যা : অদ্য কটকে শ্রীনেহরু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯শ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি এই অধিবেশনের মূল সভাপতি হন।

কংগ্রেস : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে লইয়া পাটনা ষ্টেশন হইতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। কংগ্রেসের ৬৭শ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রী রেড্ডী পাটনা আগমন করেন।

ইন্দোনেশিয়া : প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অদ্য সরকারীভাবে ডাচ্ অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উহার নূতন নাম দেন 'ইরিয়ান বরাট'।

৪—কংগ্রেস : বিহারে কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল 'শ্রীকৃষ্ণপুরীতে' বিশাল জনতার চাপে বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশন পণ্ড হয়।

কলিকাতা : কলিকাতায় চতুর্থ টেষ্ট খেলায় ভারত ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

৫—কংগ্রেস : শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। সভার কার্য চালান অসম্ভব বিধায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

৬—**কংগ্রেস:** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৭শ বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।
ভারত: আহ্‌মেদাবাদে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।
নেপাল: পূর্ব ও পশ্চিম নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশিত।

৮—**ইন্দোনেশিয়া:** পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার মাকাসারে প্রেসিডেন্ট স্থকর্ণকে বোমা মারিয়া হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট-এর গাড়ীর মাত্র একশত গজ পশ্চাতে বোমাটি ফাটে এবং উহার আঘাতে ৩ জন নিহত ও ২৮ জন আহত হয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট-এর কোন ক্ষতি হয় নাই।
নেপাল: নেপালে বিদ্রোহীদের দমন করা হইয়াছে এবং হৃত ঘাঁটিগুলি পুনরায় উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া নেপাল সরকার দাবী করিয়াছেন।
চীন: ভারতের গিলগিট এলাকায় চীন কর্তৃক আরও ৪ হাজার বর্গমাইল স্থান দাবী।

১০—**কলিকাতা:** শ্রীস্থরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত।

১১—**নয়াদিল্লী:** নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় শিক্ষাসম্মেলন স্থরু হয়।

১৩—**ভারত:** ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের জীবনাবসান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।
পাকিস্তান: পাকিস্তান সরকার আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পাকিস্তানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেন।

১৪—**চীন:** সোভিয়েট বিরোধী আলবেনিয়ার সহিত কম্যুনিস্ট চীন অদ্য অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৫—**ভারত:** মাদ্রাজে পঞ্চম টেষ্টে ভারত পুনরায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়া 'রাবার' লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম 'রাবার' লাভ।
কঙ্গো: স্ট্যানলিভিলে শ্রীগিজেঙ্গা নিজ বাস ভবনে বন্দী হইয়াছেন। বর্তমান সপ্তাহেই রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর প্রহরায় তাঁহাকে লিওপোল্ডভিলে আনা হইবে। গিজেঙ্গার সহিত কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমি হইতে লুমুম্বাপন্থী নেতার অবসান ঘটিল।
ইন্দোনেশিয়া: পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ-উপকূলে ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজগুলি আজ ইন্দোনেশীয় টর্পেডো বোটসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

২৫—ভারত : অদ্য উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পণ্ডিত' মদনমোহন মালব্যের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অদ্য ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

২৬—ইয়েমেন : ১৯৫৮ সালে ইয়েমেন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে ফেডারেশন গঠিত হইয়াছিল অদ্য প্রেসিডেণ্ট নাসের তাহা বাতিল করিয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গ : বিশিষ্ট পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পদ্মভূষণ ৮৬ বৎসর বয়সে অদ্য দেহত্যাগ করেন।

২৯—ভারত : হিমপ্রবাহে উত্তরভারতে এযাবৎ সাত শতাধিক লোকের মৃত্যু।

৩০—কলিকাতা : অদ্য কলিকাতায় ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে চতুর্থ টেষ্ট খেলা সুরু হয়।

জানুয়ারী—১৯৬২

১—ভারত : গৌহাটির নিকটবর্তী নুনমাটি নামক স্থানে শ্রীনেহরু অদ্য সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করেন।

৩—উড়িষ্যা : অদ্য কটকে শ্রীনেহরু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯শ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি এই অধিবেশনের মূল সভাপতি হন।

কংগ্রেস : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে লইয়া পাটনা ষ্টেশন হইতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। কংগ্রেসের ৬৭শ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রী রেড্ডী পাটনা আগমন করেন।

ইন্দোনেশিয়া : প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ অদ্য সরকারীভাবে ডাচ্ অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উহার নূতন নাম দেন 'ইরিয়ান বরাট'।

৪—কংগ্রেস : বিহারে কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল 'শ্রীকৃষ্ণপুরীতে' বিশাল জনতার চাপে বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশন পণ্ড হয়।

কলিকাতা : কলিকাতায় চতুর্থ টেষ্ট খেলায় ভারত ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

৫—কংগ্রেস : শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। সভার কার্য চালান অসম্ভব বিধায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

৬—**কংগ্রেস :** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৭শ বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।
ভারত : আহ্‌মেদাবাদে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।
নেপাল : পূর্ব ও পশ্চিম নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশিত।

৮—**ইন্দোনেশিয়া :** পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার মাকাসারে প্রেসিডেন্ট স্থকর্ণকে বোমা মারিয়া হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট-এর গাড়ীর মাত্র একশত গজ পশ্চাতে বোমাটি ফাটে এবং উহার আঘাতে ৩ জন নিহত ও ২৮ জন আহত হয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট-এর কোন ক্ষতি হয় নাই।
নেপাল : নেপালে বিদ্রোহীদের দমন করা হইয়াছে এবং হৃত ঘাঁটিগুলি পুনরায় উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া নেপাল সরকার দাবী করিয়াছেন।
চীন : ভারতের গিলগিট এলাকায় চীন কর্তৃক আরও ৪ হাজার বর্গমাইল স্থান দাবী।

১০—**কলিকাতা :** শ্রীস্থরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত।

১১—**নয়াদিল্লী :** নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় শিক্ষাসম্মেলন স্থরু হয়।

১৩—**ভারত :** ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের জীবনাবসান।
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।
পাকিস্তান : পাকিস্তান সরকার আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পাকিস্তানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেন।

১৪—**চীন :** সোভিয়েট বিরোধী আলবেনিয়ার সহিত কম্যুনিস্ট চীন অদ্য অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৫—**ভারত :** মাদ্রাজে পঞ্চম টেষ্টে ভারত পুনরায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়া 'রাবার' লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম 'রাবার' লাভ।
কঙ্গো : স্ট্যানলিভিলে শ্রীগিজেঙ্গা নিজ বাস ভবনে বন্দী হইয়াছেন। বর্তমান সপ্তাহেই রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর প্রহরায় তাঁহাকে লিওপোল্ডভিলে আনা হইবে। গিজেঙ্গার সহিত কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমি হইতে লুমুম্বাপন্থী নেতার অবসান ঘটিল।
ইন্দোনেশিয়া : পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ-উপকূলে ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজগুলি আজ ইন্দোনেশীয় টর্পেডো বোটসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ।

১৮—**রাষ্ট্রপুঞ্জ:** রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় ন্যুইয়র্কে উভয়পক্ষের মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে পশ্চিম ইরিয়ান লইয়া হঠাৎ কিছু না করার জন্য তিনি উভয় পক্ষের নিকট আবেদন জানান।

১৯—**ডোমিনিকান রিপাব্লিক:** ডোমিনিকান রিপাবলিকে অদ্য পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। দুইদিন পূর্বে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে প্রেসিডেন্ট গদীচ্যুত হন।

লাওস: লাওসে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে অদ্য জেনেভায় লাওসের তিন প্রিন্স-এর মধ্যে এক চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়।

২০—**ইন্দোনেশিয়া:** রাষ্ট্রপুঞ্জ সেক্রেটারী জেনারেল-এর শান্তি প্রচেষ্টার ফলাফল সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২১—**ভারত:** আহ্মেদাবাদে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা সমাপ্ত। ভারত অপরাজিত অবস্থায় 'চ্যাম্পিয়ানশিপ' লাভ করে।

২২—**ইন্দোনেশিয়া:** প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অদ্য ঘোষণা করেন যে, তিনি হল্যাণ্ড-এর সহিত আপষ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু পশ্চিম ইরিয়ানের উপর ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

২৩—**কলিকাতা:** নেতাজীর ৬৬ তম জন্মদিবস উপলক্ষে কলিকাতায় সাড়ম্বর অনুষ্ঠান।

নেপাল: এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গতকল্য জনকপুরে রাজা মহেন্দ্রের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রাজার কোন ক্ষতি হয় নাই।

২৬—**ভারত:** প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র আনন্দোৎসব।

সোভিয়েট রাশিয়া: সুপ্রীম সোভিয়েট এই মর্মে এক নির্দেশ জারি করিয়াছেন যে, মঁ মলোটভ, ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ, ভূতপূর্ব সহকারী প্রধানমন্ত্রী কাগানোভিচ ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মালেনকভ-এর নামে রাশিয়ার যে সকল শহর, গ্রাম, কারখানা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর নামকরণ করা হইয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

২৮—**সিংহল:** সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়্যন্ত্র ব্যর্থ করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী ঘোষণা প্রচারিত।

২৯—**কাশ্মীর**: কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী সালিসের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন শ্রীনেহরু তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩০—**পাকিস্তান**: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ্. এস্. সোহ্‌রাওর্দি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার।

ফেব্রুয়ারী—১৯৬২

২—**কাশ্মীর**: গতকল্য রাত্রে কাশ্মীর বিরোধ বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে; কিন্তু ভারতের আসন্ন নির্বাচনের কথা বিবেচনা করিয়া বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। পাকিস্তানের বিশেষ অনুরোধে এই বৈঠক বসিয়াছিল।

৬—**পাকিস্তান**: পাকিস্তানের বর্তমান শাসননীতির বিরুদ্ধে ঢাকায় ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিক্ষোভ দমনের জন্য সৈন্যদল গুলী বর্ষণ করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

৯—**পশ্চিমবঙ্গ**: নব-নির্মিত বারাসাত-বসিরহাট রেল লাইনে অদ্য হইতে ট্রেণ চলাচল স্বরু হয়। রেলওয়েমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম একটি হাতল টানিয়া ট্রেণটির যাত্রার সূচনা করেন।

পাঞ্জাব: 'দাশ কমিশনের' রিপোর্ট অদ্য প্রকাশিত হয়; শিখদের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় নাই বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

১০—**ভারত**: অদ্য জব্বলপুরে ২০শ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়।

সোভিয়েট রাশিয়া: অদ্য সোভিয়েট সরকার ফ্রান্সিস্ গ্যারি পাওয়ার্স নামক মার্কিণ বৈমানিককে মুক্তিদান করেন। ১৯৬০ সালে 'ইউ-২' বিমানের সাহায্যে রাশিয়ার অভ্যন্তরে গোয়েন্দাগিরি করার সময় পাওয়ার্স ধৃত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মার্কিণ সরকার পাওয়ার্স-এর মুক্তির পরিবর্তে রুডলফ্ আবেলকে মুক্তি দান করেন। তাঁহাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে ১৯৫৭ সালে ৩০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

১১—**পশ্চিমবঙ্গ**: প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক এবং শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১২—**পাকিস্তান**: ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল স্কুল ও কলেজ তিন মাস বন্ধ রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ এক নির্দেশ জারী করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া: সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ জেনেভায় ১৮টি রাষ্ট্রের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডীর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

১৪—**পাকিস্তান**: গতকল্য এক বিরাট জনতা পূর্ব পাকিস্তানে লাকসাম ষ্টেশনে চট্টগ্রাম-চাঁদপুর মেল গাড়ী আক্রমণ করে ও ইঞ্জিনটি ভাঙ্গিয়া ফেলে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: শ্রীক্রুশ্চেভ জেনেভায় শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন অদ্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৫—**পশ্চিমবঙ্গ**: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পাকিস্তান: নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তিদের পক্ষে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করার অধিকার বাতিল করিয়া পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ অদ্য এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন।

১৬—**ভারত**: অদ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়।

ব্রিটিশ গায়না: ব্রিটিশ গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনে ভীষণ হাঙ্গামার ফলে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা। ডঃ ছেদি জাগনের বামপন্থী সরকারকে সাহায্যের জন্য ব্রিটিশ সরকার অদ্য বিমানযোগে সৈন্য প্রেরণ করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ত্রিনিদাদে ভারত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয়।

১৭—**ভারত**: কাঠমাণ্ডু হইতে অদ্য ভারতীয় অভিযাত্রীদল এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের দিকে অভিযান সুরু করে।

১৮—**ব্রিটিশ গায়না**: সমগ্র ব্রিটিশ গায়নায় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত।

১৯—**আলজেরিয়া**: গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে সুইস সীমান্তে এক গুপ্ত স্থানে ফরাসী সরকার ও আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিগণের মধ্যে এক গোপন বৈঠক চলিতেছিল। গতকল্য উহা সমাপ্ত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মীমাংসার শর্তাবলী প্রকাশ করা হয় নাই।

২০—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিণ মহাকাশচারী বৈমানিক লেঃ কর্ণেল জন এইচ. গ্লেন অদ্য তিনবার পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করিয়া নিরাপদে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: প্রথম টেষ্টে ভারত দশ উইকেটে পরাজিত হয়।

২২—তুরস্ক: তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়।

২৩—তুরস্ক: তুরস্কে ১ জন জেনারেল সহ ১৫ জন সামরিক অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়: তাঁহারা গতকল্য সংসদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

২৫—কলিকাতা: অদ্য কলিকাতা ও উহার সংলগ্ন অঞ্চল সমূহে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়।

মার্চ—১৯৬২

১—পশ্চিমবঙ্গ: অদ্য পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন বিধান সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তান: অদ্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে এবং বাংলা ও উর্দু উহার রাষ্ট্রভাষা হইবে।

২—ব্রহ্মদেশ: সেনাপতি মণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন-এর নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের সেনাবাহিনী অদ্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করে; প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ গ্রেপ্তার হন।

৩—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: প্রেসিডেন্ট কেনেডী এক টেলিভিসন বক্তৃতায় বলেন যে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ যদি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণাধীনে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে রাজী হন তবে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য জেনেভায় শ্রীক্রুশ্চেভের সহিত মিলিত হইতে পারেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দুই মাসের মধ্যে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে, অন্যথায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করিবে।

৫—ব্রিটেন: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক অনুষ্ঠানে সম্মত হইয়াছেন এবং শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠক আহ্বানের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৬—**পশ্চিমবঙ্গ :** বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর ৭০ বৎসর বয়সে জীবনাবসান ; ২ দিন পূর্বে তিনি মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিলেন।

৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন মন্ত্রিসভা অদ্য শেষ বৈঠকে মিলিত হন।

৯—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার পূর্ণমন্ত্রীদের নাম ঘোষণা।

১২—**জেনেভা :** জেনেভায় মার্কিন, ব্রিটিশ ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্রয় বৈঠকে মিলিত হন।

১৩—**পশ্চিমবঙ্গ :** অদ্য পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সর্বপ্রথম যুক্ত বৈঠক বসে ; রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ দান করেন।

ভারত : লোকসভায় অদ্য ভারতীয় রেলপথের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট পেশ। বরাদ্দ আয়ের পরিমাণ ৫৪২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

১৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** রাজ্য বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট উপস্থাপিত ; রাজস্বখাতে ১০৭ কোটি টাকা আয় ও ১১১ কোটি ব্যয় বরাদ্দ।

ভারত : লোকসভায় ভারত সরকারের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট উপস্থাপন ; রাজস্বখাতে ১৩০৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা আয় ও ১৩৬৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, নবনির্বাচিত লোকসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে পুনরায় এই বাজেট নূতন সদস্যদের আলোচনার্থ উপস্থাপিত করা হইবে।

গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত ; লোকসভায় এই সম্পর্কে সংবিধান বিল (১২শ সংশোধন) গৃহীত হয়।

জেনেভা : জেনেভায় ১৭টি রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

১৫—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংশোধিত নূতন বেতন হার মঞ্জুর।

১৬—**ভারত :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে বিবৃতি দেন।

১৮—**আলজেরিয়া :** ৭ বৎসর ব্যাপী আলজেরিয়া যুদ্ধের অবসান ; অস্থায়ী আরব বিদ্রোহী সরকার ও ফরাসী সরকার অদ্য আপসচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আলজেরিয়ার ফরাসী গোপন সামরিক সংস্থা অদ্য উক্ত চুক্তির প্রতিবাদে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে।

১৯—**ফ্রান্স :** ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ আলজেরিয়া চুক্তি অনুমোদন করেন।

২৪—**কলিকাতা :** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত।

২৬—আলজেরিয়া : ফরাসী গোপন সামরিক সংস্থার দ্বিতীয় নেতা এডমণ্ড জোঁহা গ্রেপ্তার ও প্যারীসের কারাগারে স্থানান্তরীত।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতনের হার সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা সুরু।

২৮—সিরিয়া : সিরিয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার ; পার্লামেণ্ট বাতিল এবং প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

আর্জেণ্টিনা : আর্জেণ্টিনার স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক একযোগে প্রেসিডেণ্ট ফ্রণ্ডিজির পদত্যাগ দাবী।

২৯—ভারত : ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীকরমচাঁদ থাপার ৬৭ বৎসর বয়সে নয়াদিল্লীতে পরলোক গমন করেন। বিমান যোগে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হয়।

৩১—পাকিস্তান : ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব-খাঁ অদ্য কর্ণফুলী বাঁধ উদ্বোধন করেন।

এপ্রিল—১৯৬২

২—ভারত : ভারতের তৃতীয় লোকসভা বৈধভাবে গঠিত, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা।

৪—ভারত : চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা।

৬—কলিকাতা : কলিকাতা বন্দরের ৪৬ জন পাইলটের মধ্যে ৪০ জনের পদত্যাগ, ফলে বন্দরে অচল অবস্থার সৃষ্টি।

৭—কলিকাতা : কলিকাতা বন্দরের পাইলটদের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহৃত।

আলজেরিয়া : ফরাসী হাই কমিশনারের নেতৃত্বে আরব ও ইউরোপীয়দের লইয়া স্থায়ী আলজেরিয়া সরকার গঠিত।

৮—ফ্রান্স : ফরাসী সরকার সম্প্রতি আলজেরিয়ার আরবদের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা অনুমোদনের জন্য অদ্য ফ্রান্সে গণভোট গৃহীত হয় ; ফরাসী নাগরিকগণ বিপুলভাবে চুক্তির অনুকূলে ভোট দেয়।

৯—ভারত : ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত।

পশ্চিমবঙ্গ : বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা।

সন্ধি ও চুক্তি

ভারত-পশ্চিম জার্মানী ঋণ চুক্তি : ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৬১, বনে ভারত ও পশ্চিম জার্মান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে পশ্চিম জার্মানী ভারতকে ৩৩ কোটি মার্কস (প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ স্টার্লিং) ঋণ দান করে। পশ্চিম জার্মানী ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ভারতকে যে ৪০ কোটি মার্কস ঋণ দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল আলোচ্য ঋণ উহারই অংশ বিশেষ। রৌরকেল্লায় নির্মিত ইস্পাত কারখানার জন্য প্রদেয় অর্থ ভারত যাহাতে দিতে পারে তাহার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমেনন ও পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রসচিব শ্রীশেরাপনবেগ যথাক্রমে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ভারত-ব্রিটেন ঋণ চুক্তি : ১লা মে ১৯৬১, ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে দুইটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উহার ফলে ব্রিটেন ভারতকে ৪০ কোটি ও ১৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (একুনে ৫৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা) ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার পল গোরবুথ ও ভারত সরকারের অর্থ-মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী এল. কে. ঝা আলোচ্য চুক্তি দুইটিতে স্বাক্ষর করেন। প্রথম চুক্তি অনুসারে ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে ব্রিটেন ভারতকে ৪০ কোটি টাকা ঋণ দান করে। আর দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে ভারতের স্টার্লিং ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্রিটেন ভারতকে আরও ১৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। প্রথম চুক্তি অনুসারে যে ৪০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভারতকে ২৫টি বার্ষিক কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও অতিরিক্ত ৭ বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। ভূপালের ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা সম্প্রসারণ, আসামে নাহারকাটিয়ায় সার কারখানা স্থাপন, মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে একটি কাগজের কারখানা (সিকিউরিটি পেপার) স্থাপন এবং পশ্চিমবঙ্গে রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবল কারখানা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রথম চুক্তিলব্ধ ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা যাইবে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতকে এ পর্যন্ত ১৬০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারত সরকার ও বার্মা অয়েল কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি : ৩১শে মে, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার এবং বার্মা অয়েল কোম্পানী নামক একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উত্তর-পূর্ব আসামে তৈল নিষ্কাশন সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বার্মা অয়েল কোম্পানী উত্তর-পূর্ব আসামে আরও তৈলানুসন্ধানের জন্য অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ-কে প্রায় ১৮০০ বর্গমাইল স্থান ছাড়িয়া দিবে। অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ ভারত সরকার এবং বার্মা অয়েল কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা বর্তমানে নাহারকাটিয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলে তৈল নিষ্কাশন কার্যে রত রহিয়াছে। এই অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই তৈল নুনমাটি (আসাম) এবং বারাউনিতে (বিহার) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত তৈল-শোধনাগারে প্রেরিত হইবে।

বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকার এবং বার্মা অয়েল কোম্পানী অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ-এর সমান অংশীদার হইবে ; প্রত্যেকের শতকরা ৫০ ভাগ শেয়ারের মালিকানা থাকিবে। বর্তমানে বার্মা অয়েল কোম্পানী অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ-এর দুই-তৃতীয়াংশ শেয়ারের মালিক এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার ভারত সরকারের।

ভারত সরকারের পক্ষে খনি ও জ্বালানী দপ্তরের সচিব শ্রী এস. এস. খেরা এবং বার্মা অয়েল কোম্পনীর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম. জে. কনডন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী নূতন অঞ্চলে তৈলানুসন্ধান ও উত্তোলন প্রভৃতি বাবদ প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করিবেন বার্মা অয়েল কোম্পানী এবং ভারত সরকার ভারতীয় মুদ্রার সংস্থান করিবেন।

ভারত ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিলের মধ্যে চুক্তি : ২১শে জুন, ১৯৬১, ওয়াশিংটনে এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতে পথঘাটের উন্নতি-বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি বিনা সুদে ভারতকে ২৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। ৫০ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে প্রথম দফায় ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হইবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগী ; সমিতি ভারতকে এই প্রথম ঋণ মঞ্জুর করিল। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি ইহা লইয়া দ্বিতীয়বার ঋণ প্রদান করিল। প্রথম ঋণ হণ্ডুরাসকে দেওয়া হয় এবং তাহাও দেওয়া হয় পথঘাট উন্নতির জন্য। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে ১৯টি বড় বড় সেতু সহ প্রায় ৬৬০ মাইল পথঘাট নির্মাণের জন্য এই টাকা প্রধানত ব্যয় করা হইবে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি : বাস্তত্যাগীদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট স্থানান্তরকরণ এবং লকার ও সেফডিপোজিটের অর্থ সংগ্রহের বিশদ পদ্ধতি সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্থির হয়। অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাঙ্কিং চুক্তি অনুসারে নয়াদিল্লীতে যে রূপায়ণ কমিটি গঠিত হইয়াছে উহার দুইদিন ব্যাপী বৈঠকের শেষে ১০ই জুলাই, ১৯৬১, যে যুগ্ম ইস্তাহার প্রচার করা হয় তাহাতেই এই তথ্য ঘোষিত হয়।

ভারত ও বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যে ঋণ চুক্তি : ১০ই আগষ্ট, ১৯৬১, বিশ্বব্যাঙ্ক এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানায় যে, ভারতের বেসরকারী কয়লাখনিগুলির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে ৩া০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ঋণের মেয়াদ ১৫ বৎসর এবং শতকরা সুদের হার ৫¾ টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতের বার্ষিক কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান উৎপাদন অপেক্ষা ৮০% বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমান উৎপাদনের হার বার্ষিক ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন। ১৯৬৬ সালের শেষে উহা ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঋণ চুক্তি : ভারতের তিনটি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কারখানা নির্মাণে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে ১৬ই আগষ্ট, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে ৬ কোটি ২৯ লক্ষ ডলার বা ৩০ কোটি টাকার তিনটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উন্নয়ন তহবিল হইতে এই ঋণ দেওয়া হয় এবং উল্লিখিত তিনটি পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় **বৈদেশিক মুদ্রার** ব্যয় এই অর্থ সাহায্যে মিটানো হইবে। এই সকল কারখানা নির্মাণের জন্য **ভারতীয় মুদ্রায়** যে ৩২·৩ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮০নং সরকারী আইন অনুসারে ভারতে যে কৃষিপণ্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে দেওয়া হইবে। এই ঋণের জন্য পৃথক চুক্তি সম্পাদন করা হইবে।

মার্কিণ উন্নয়ন ঋণ তহবিল পূর্বে যে সকল ঋণ ভারত সরকারকে দিয়াছেন সেই সকল ঋণের মত ইহাও টাকায় পরিশোধ্য। ভারত হইতে পণ্য রপ্তানি করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে না এবং লেনদেনের হিসাব হইতেও এই অর্থ কাটিয়া লওয়া হইবে না।

মহীশূরের সারাবতী জলবিদ্যুৎ কারখানায় দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপায়ণ এবং উড়িষ্যার তালচেরে ও মধ্যপ্রদেশের বীরসিংহপুর জেলায় আমলাইতে দুইটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এই ঋণ দেওয়া হইতেছে। সারাবতীর এই

নির্মীয়মান কারখানাটি হইতেছে সমগ্র এশিয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহত্তম কারখানা। বাঁধ নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম সমাপ্ত হইলে ৪৪৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচের দিক হইতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্য সারাবতীতেই সর্বাপেক্ষা অল্প খরচে শক্তি উৎপাদন করা যাইবে।

উড়িষ্যার শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি তালচরের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সরবরাহ করা হইবে। ইহাতে ২৫০০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

ভারত ও জাপানের মধ্যে ঋণ চুক্তি : ১৮ই আগষ্ট, ১৯৬১, টোকিওতে ভারত ও জাপানের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার ফলে ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাপান ভারতকে ৮ কোটি ডলারের সমমূল্য ইয়েন (৩৮ কোটি টাকার অধিক) ঋণ দান করিবে। গত মে মাসে ওয়াশিংটনে 'এড ইণ্ডিয়া ক্লাব'-এর বৈঠকে জাপান ভারতকে এই ঋণ দান করিতে সম্মত হইয়াছিল। এই ঋণের জন্য ৬% হারে স্থদ দিতে হইবে। ১৫ বৎসরের মধ্যে এই ঋণের অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, তবে প্রথম পাঁচ বৎসরে কোন কিস্তি দিতে হইবে না বলিয়া শর্ত স্থির হইয়াছে।

ভারত সরকার ও ইতালীয় তৈল কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি : ভারতের তৈল ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্য ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬১, ভারতীয় সংসদে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান যে, ভারতে তৈল শিল্পের উন্নয়নকল্পে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দান সম্পর্কে ইতালীয় তৈল কোম্পানী "ই. এন. আই"-এর সহিত ভারত সরকারের বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতেছে। উক্ত ইতালীয় কোম্পানী দুই দফায় ভারতকে ১০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিবে।

ভারত-মার্কিণ ঋণ চুক্তি : চম্বল, নাগার্জুন সাগর, কুশী, ভদ্রা এবং তুঙ্গভদ্রা নদী উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ৪৫ কোটি টাকা ঋণের এক চুক্তি সম্পাদন করেন।

মার্কিণ 'পাবলিক ল' (পি. এল.) ৪৮০ অনুযায়ী ভারতকে কৃষিপণ্য বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে যাহা ভারত সরকারকে ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট করা আছে তাহা হইতেই আলোচ্য অর্থ পাওয়া যাইবে। টাকায় এই ঋণ পরিশোধ করা যাইবে।

ভারত-ভুটান চুক্তি : ভুটান হইতে যে জলঢাকা নদীটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার জল সদ্ব্যবহারের জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর,

১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও ভুটান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন ভারত সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মসচিব শ্রী এম. জে. দেশাই ও ভুটান সরকারের পক্ষে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমি দোরজি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 'জলঢাকা নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় হইবে আনুমানিক ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এখান হইতে ভুটান ও পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বোর্ড এই বাঁধ নির্মাণ করিবেন।

ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আণবিক চুক্তি: ৬ই অক্টোবর, ১৯৬১, ভিয়েনায় শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে একটি আণবিক চুল্লি ও আণবিক মালমশলা প্রদান করিবে এবং উভয় দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিনিময় করা হইবে। সোভিয়েট আণবিক শক্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ভাসিলি এমিলিয়ানভ এবং ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি ডঃ এইচ. জে. ভাবা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ভারত-মার্কিন ঋণ চুক্তি: ভারত সরকার ও মার্কিণ সরকারের মধ্যে নয়াদিল্লীতে ২৬শে অক্টোবর, ১৯৬১, একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার বিদেশ হইতে লৌহেতর ধাতু আমদানী করার জন্য মার্কিণ সরকারের নিকট হইতে দুই কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা ঋণ পাইবেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন তহবিল হইতে এই ঋণ দেওয়া হইবে। ভারতীয় মুদ্রায় এই ঋণ পরিশোধ করা চলিবে।

সম্প্রতি ভারতে শিল্প কারখানাগুলিতে যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পুরাপুরি সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণের অর্থ দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে এলুমিনিয়াম, তামা ও দস্তা আমদানী করা হইবে। আমদানীকৃত অধিকাংশ লৌহেতর ধাতু দ্বারা ট্রান্সফর্মার, মোটর, জেনারেটর, সুইচ, গীয়ার প্রভৃতি বৈদ্যুতিক শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং রসায়ন দ্রব্য, চিনি, চা, কাগজ, মোটরগাড়ী ও স্টোরেজ ব্যাটারি শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মিত হইবে।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি: ২৮শে অক্টোবর, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারত ও সিংহলের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

ভারত-ব্রিটেন ঋণ চুক্তি ঃ ভারত যাহাতে ব্রিটেন হইতে আমদানীকৃত মালসমূহের মূল্য দিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ১০ই নবেম্বর, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে ব্রিটেন ভারতকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ঋণ দিবে। ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার পল গোরবুথ এবং ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের সচিব শ্রীএল. কে. ঝা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্রিটেন এ পর্যন্ত ১২০ কোটি টাকা ঋণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। উহার মধ্যে গত মে মাসে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য ঋণ তৃতীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রিটেন ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতকে ১০০ কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছিল। আলোচ্য ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২৫ বৎসর এবং ১৯৬৮ সালের ৩১শে মে উহার প্রথম কিস্তি দিতে হইবে।

ভারত-আফগান বাণিজ্য চুক্তি ঃ গত নবেম্বর মাসে (১৯৬১) নয়াদিল্লীতে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালের জুলাই মাস হইতে এই চুক্তি কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং ইহার মেয়াদ ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং আফগানিস্তান হইতে অধিক পরিমাণে শুষ্ক ফল ক্রয় করার ব্যবস্থা এই চুক্তিতে করা হইয়াছে।

ভারত-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি ঃ ১৭ই নবেম্বর, ১৯৬১, সম্পাদিত ৪টি চুক্তির ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করে। জাতীয় সড়ক, দুগ্ধশালা উন্নয়ন, মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ জল সমীক্ষা পরিকল্পনার জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হইবে। মার্কিণ পাবলিক ল ৪৮০ অনুসারে ভারতকে যে সকল কৃষিপণ্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ভারত সরকারকে যে সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতেই আলোচ্য চুক্তির অর্থ পাওয়া যাইবে।

ভারত-হাঙ্গারী বাণিজ্য চুক্তি ঃ গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৬১) ভারত ও হাঙ্গারীর মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দশভাগ বৃদ্ধি করাই এই চুক্তির লক্ষ্য।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি ঃ ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহার মেয়াদ ছিল ১৯৬২ সালের ২১শে মার্চ পর্যন্ত। গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, করাচীতে ভারত ও পাকিস্তানের

প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে উক্ত চুক্তির মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক চুক্তি ঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীজি. এ. জুকভ উভয় রাষ্ট্রের ১৯৬২-৬৩ সালের সাংস্কৃতিক কার্যসূচী অনুমোদন করিয়া পত্র বিনিময় করেন। চলতি বৎসরের মধ্যেই মস্কোতে ভারত-সোভিয়েট যুক্ত কমিটির বৈঠক বসিবে। বিবিধ সাংস্কৃতিক সূচী অনুসরণ করা ছাড়াও উভয় দেশের মধ্যে বিজ্ঞানী ও কারিগর বিনিময় করার সিদ্ধান্ত চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মার্কিণ সাহায্য চুক্তি ঃ ভারতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ৫টি পরিকল্পনায় ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবে। এই বিষয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত অর্থের মধ্যে ৪ কোটি টাকা ডলারে দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ভারতীয় মুদ্রায় দান করা হইবে। "শান্তির জন্য খাদ্য" আন্দোলনের উদ্যোগে ভারতে প্রেরিত মার্কিণ কৃষিপণ্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা হইতে উক্ত ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। আলোচ্য সাহায্য এই সকল পরিকল্পনার জন্য দেওয়া হইতেছে—(১) ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কার্যসূচী, (২) আধুনিক ধরনের শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, (৩) উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা ; তৃতীয় যোজনাকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলি বিভিন্ন রাজ্যে ১৪টি আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (৪) কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং (৫) কানপুর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব টেকনোলজি।

ভারতের আর্থিক উন্নয়নে মার্কিণ ঋণ ঃ ২৬শে মার্চ, ১৯৬২, নয়াদিল্লীতে ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ২৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার এক ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতের পক্ষে সচিব শ্রীএল. কে. ঝা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পি. এল. ৪৮০ অনুসারে ভারতে প্রেরিত মার্কিণ কৃষিপণ্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই ঋণ দেওয়া হইবে। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হইবে।

দেশ বিদেশের নির্বাচন

পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচন : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ নির্বাচনে ডঃ কনরাড এ্যাডেন্যুয়ার-এর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি সর্বাধিক আসন লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্বের ন্যায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। পশ্চিম জার্মানীর ভোট দাতার মোট সংখ্যা ৩,৭১,০০,০০০। পশ্চিম জার্মান নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক ভোট দাতা দুইটি করিয়া ভোট দানের অধিকারী। ভোট দাতা একটি ভোট নিজ কেন্দ্রে কোন প্রার্থীকে দান করে এবং অপর ভোটটি তাহার মনোমত রাজনৈতিক দলকে দান করিয়া থাকে। আলোচ্য নির্বাচনে ২৪৭টি আসন নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটে পূর্ণ হইয়াছে ; অবশিষ্ট আসনগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামের তালিকা হইতে পূর্ণ করা হইয়াছে। নিম্নে কোন্ দল কয়টি আসন ও কি পরিমাণ ভোট পাইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—

দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোট সংখ্যা
ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি	২৪১	৪৫·৪ শতাংশ
সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি	১৯০	৩৬·২ "
ফ্রী ডেমোক্রাটিক পার্টি	৬৬	১২·৮ "

তুরস্কের সাধারণ নির্বাচন : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১, তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে প্রায় দেড় বৎসর কাল তুরস্কে সামরিক শাসন চালু ছিল। ইসমেৎ ইনেনু কর্তৃক পরিচালিত রিপাবলিক্যান পিপলস্ পার্টি বিপুল সংখ্যাধিক্যে এই নির্বাচনে জয়ী হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল গুমুস্পালার নেতৃত্বে জাষ্টিস পার্টি এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে ; বস্তুতঃ তাহারা সেনেটে বৃহত্তম দলের গৌরব অর্জন করিয়াছে। জাষ্টিস পার্টি ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেসের (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, বিশেষ আদালতের বিচারে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছে) ডেমোক্রাটিক পার্টির ধারক ও বাহক। গত বৎসর সামরিক অভ্যুত্থানের সময় ডেমোক্রাটিক পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে বিভিন্ন দলের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ :—

দলের নাম	জাতীয় পরিষদ	সেনেট
রিপাবলিক্যান পিপলস পার্টি	১৭৩	৩৬
জাষ্টিস পার্টি	১৫৮	৭০
নিউ টার্কি পার্টি	৬৫	২৮
রিপাবলিক্যান পেজেণ্টস ন্যাশনাল পার্টি	৫৪	১৬
মোট আসন সংখ্যা	৪৫০	১৫০

নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারায় সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তুরস্কে ইসমেৎ ইনেন্নুর নেতৃত্বে 'কোয়ালিশন সরকার' গঠিত হইয়াছে। জেনারেল গুরসেল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি গত দেড় বৎসর কাল সামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচন : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৬১, দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাই সর্বপ্রথম নির্বাচন। দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১শে মে, ১৯৬১, নিজেকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়াছে। যাহাহোক, নির্বাচনে ডঃ ভেরউয়ার্ডের ন্যাশনাল পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া পুনরায় দেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য নির্বাচনে ভারতীয় বা আফ্রিকান নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিল না। ডঃ ভেরউয়ার্ড তাঁহার উৎকট বর্ণবৈষম্যের জন্য বিশ্বময় কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক অধিকৃত আসন সংখ্যা এইরূপ :—ন্যাশনাল পার্টি—১০৭টি, ইউনাইটেড পার্টি—৪৯টি ও প্রোগ্রেভি পার্টি—১টি আসন।

পর্তুগালের নির্বাচন : ১২ই নবেম্বর, ১৯৬১, পর্তুগালের জাতীয় পরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ ইহা নির্বাচনের নামে প্রহসন; কারণ এই নির্বাচনে কেবল মাত্র প্রধানমন্ত্রী ডঃ সালাজারের ন্যাশনাল ইউনিয়ন দলের প্রার্থিগণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অবশ্য প্রথমতঃ সরকার বিরোধী দল ৬৬ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিল, কিন্তু পরে প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাহারা সকলেই সরিয়া দাঁড়ায়। পর্তুগালের জাতীয় পরিষদ কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করেন, কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবার অধিকার উহার নাই। যাহাহোক, আলোচ্য নির্বাচনে সালাজারের দল জাতীয় পরিষদের সমুদয় আসন (১৩০টি) অধিকার করিয়াছে। পর্তুগালের বর্তমান জনসংখ্যা ৮৫,৬২,২৭১ এবং ভোট-দাতার সংখ্যা ১২,৩৫,৯৮২।

ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন (১৯৬২)

পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের নির্বাচনই বৃহত্তম। ১৯৬২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি প্রজাতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের যে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভোটাধিকারী নরনারীর সংখ্যা ছিল ২১ কোটিরও বেশি। এই জনসংখ্যা বৃটেনের সমগ্র জনসংখ্যার চারগুণেরও বেশি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে মোট জনসংখ্যা তাহা অপেক্ষাও ইহা বেশি। প্রজাতন্ত্রী ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে ; উহাতে ভোটাধিকারীর সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভোটাধিকারীর সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভোটাধিকারীর সংখ্যা বাড়িয়া হয় ২১ কোটিরও বেশি। প্রথম নির্বাচনে যাহারা প্রকৃত পক্ষে ভোট দান করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ, দ্বিতীয় নির্বাচনে সেই সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ২০ লক্ষ এবং তৃতীয় নির্বাচনে উহার সংখ্যা বাড়িয়া ১১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক হইয়াছে। এই বৃহৎ নির্বাচন পরিচালনায় ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় ৬ কোটি টাকা—মাথা পিছু ১০ নয়া পয়সার মত। ব্যয়ের হিসাবে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ভারতের সাধারণ নির্বাচনকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়বহুল নির্বাচন বলিয়া দাবী করেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে—লোক সভা এবং বিধান সভা উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার কারণ, ইতিপূর্বে যে সমস্ত দ্বিসদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্র ছিল, নির্বাচন বিধি সংশোধন করিয়া সেগুলিকে সাধারণ ও সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল। নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও ফলাফল ঘোষণাও এবার খুবই ত্বরান্বিত করা হইয়াছিল। প্রথম নির্বাচন সমাপ্ত করিতে যেখানে সময় লাগিয়াছিল প্রায় চার মাস, দ্বিতীয় নির্বাচন সেখানে পক্ষাধিক কালের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত করিতে সেক্ষেত্রে সময় লাগিয়াছে মাত্র এক সপ্তাহ—১৯শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আরম্ভ হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারি। ২৬শে ফেব্রুয়ারি হইতে সারা ভারতের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা আরম্ভ হয় এবং তাহা ৩রা মার্চের মধ্যে শেষ হয়।

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যাও এবার অনেক বাড়ানো হইয়াছিল। প্রতি ৯০০ ভোট দাতার জন্য ছিল এক একটি ভোটকেন্দ্র। সারাভারতে স্থাপিত এই জাতীয় মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ; আর নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ষোল লক্ষাধিক। এবারকার

ভোট গ্রহণে ভোটপত্র চিহ্নিত করণের যে ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল তাহাও ছিল অভিনব এবং তাহা নির্বাচনের ব্যয় হ্রাস করাতে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে। প্রতিটি নির্বাচনকেন্দ্রে ভোটবাক্স ছিল মাত্র একটি এবং এই বাক্সেই লোকসভা তথা বিধানসভার ভোটপত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯৫৭ সাল ও তৎপূর্বের নির্বাচনে এই চিহ্নিত করণ ব্যবস্থা চালু ছিলনা বলিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রতি প্রার্থীর জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বাক্স রাখিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ব্যবহৃত ভোটবাক্সের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষ সেখানে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটবাক্সের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ। প্রদত্ত ভোটের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ অথবা শতকরা ৩'৮ ভোট বাতিল হইয়া যায়।

নির্বাচন উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দল বা প্রতিষ্ঠান যাহাতে মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সুযোগ লইয়া ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করিতে না পারে তজ্জন্য ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের যথোচিত সংশোধন করা হইয়াছিল। ইহাছাড়া, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনকালে ভারতের অন্তত ৫।৬টি রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে কতকগুলি আচরণবিধি মানিয়া চলা সম্বন্ধে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল।

নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতীক : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য প্রতীক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নূতন নিয়মের প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রতীক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইত; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল 'জাতীয় দল' অর্থাৎ সর্বভারতীয় দল এবং কতকগুলি 'রাজ্য দল' অর্থাৎ যেসব দলের কার্যকলাপ বিশেষ একটি রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ। এতকাল নিয়ম ছিল কোন রাজনৈতিক দল লোকসভার নির্বাচনক্ষেত্রে মোট প্রদত্ত বৈধ-ভোটের শতকরা ৩ ভাগ পাইলেই সে দলের জন্য বিশেষ প্রতীক সংরক্ষিত রাখিতে হইত। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রতীক সংরক্ষণ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রচলিত শর্ত সংশোধন করিয়া নির্দেশ দেন যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজ্যের ভিত্তিতেই শুধু স্বীকৃতি দেওয়া হইবে এবং এই স্বীকৃতি ও সংরক্ষিত প্রতীকের সুযোগ পাইতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, সেই দলের প্রার্থীরা বিগত নির্বাচনে বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা ৩ ভাগ পাইয়াছিলেন। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সমগ্র দেশের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে সংরক্ষিত প্রতীক পাইতে হইলে যেকোন রাজনৈতিক দলকে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভার বিগত নির্বাচনে বৈধ ভোটের অন্তত তিন শতাংশ পাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। এই বিচারে দেখা যায় একমাত্র

কংগ্রেসদল ব্যতীত আর কোন দলই সর্বভারতীয় দল হিসাবে সংরক্ষিত প্রতীক লাভের অধিকারী নয়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ছাড়াও প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ও জনসঙ্ঘ সর্বভারতীয় দলহিসাবে সংরক্ষিত প্রতীকের অধিকারী ছিল। নূতন বিচারে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে দেখা যায় যে কতকগুলি রাজ্যে প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি সংরক্ষিত প্রতীক হিসাবে কুটির পাইলেও, পাঞ্জাব, রাজস্থান, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে তাহার প্রতীক হিসাবে কুটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অনুরূপভাবে কম্যুনিস্ট পার্টিও মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, হিমাচল-প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কাস্তে ও ধানের শীষকে তাহার সংরক্ষিত প্রতীক হিসাবে পাইবার অধিকারী ছিল না।

ভবিষ্যৎ নির্বাচনকালে প্রতীক সংরক্ষণের জন্য অন্ততঃ ৪% শতাংশ বৈধ ভোট পাইতে হইবে বলিয়া নির্বাচন কমিশন নিয়মাবলী সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শ ও প্রার্থীসংখ্যা

কংগ্রেস ঃ শান্তিপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই এই দলের বিঘোষিত রাজনৈতিক আদর্শ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠা, সমবায়ে উৎসাহ দান, গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কর-ব্যবস্থার সুসম বন্টনের মাধ্যমে সমাজে সাম্যভাব সৃষ্টি, সরকারী উদ্যোগের প্রবর্তন দ্বারা দেশে মিশ্র অর্থনীতিতে উৎসাহ দান প্রভৃতি কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল।

লোকসভায় যে ৪৮৯টি আসনের জন্য নির্বাচন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে কংগ্রেস তরফ হইতে মোট ৪৮৫টি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল। কেরালা সরকারে কংগ্রেস ও প্রজাসোস্যালিস্ট দলের কোয়ালিশন বর্তমান বলিয়া এই রাজ্যে কংগ্রেস প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির অনুকূলে ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যা ৩১৯৬ হইলেও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ২৮৫৫টি আসনে। উড়িষ্যা ও কেরালায় মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ দুটি রাজ্যে কোন সাধারণ নির্বাচন হয় নাই। জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে সাধারণ নির্বাচনের পরে। বিধান সভাগুলির নির্বাচনক্ষেত্রেও কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা ছিল সর্বাধিক—২৮৩৬ জন।

প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি ঃ এই দল ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন-সমন্বিত সকল কোম্পানীকে জাতীয়করণের পক্ষপাতী। খনিজ সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে এই দল আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করিতে আগ্রহান্বিত। এই দলের নির্বাচনী ফতোয়ায় বিবাহে পণপ্রথার নিন্দা করা হইয়াছে এবং সমাজে নারীরা যে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী নহে তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। লোকসভার নির্বাচনে প্রজাসোস্যালিস্ট দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৬৬। বিভিন্ন বিধানসভার নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল কংগ্রেসের পরেই—১০৭০ জন।

কম্যুনিস্ট পার্টি—কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ফতোয়ায় সুরুতেই কংগ্রেসী শাসনের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস একযোগে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থাকিয়া ভারতে গণতন্ত্রের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তি সত্ত্বেও ভারতে কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি অনিশ্চিত। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে যে ২০ দফা কর্ম-সূচীর ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে ছিল সরকারী উদ্যোগের পরিধি বৃদ্ধি, অনুন্নত এলাকাগুলির জন্য বিশেষ শিল্পোন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয়করণের উপর আরও গুরুত্ব প্রদান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে বিশেষ উৎসাহ দান, বিদেশী শোষণের অবসান, ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণ, মূল্যমান হ্রাসকরণ, শিক্ষার পুনর্গঠন, উদ্বাস্তুদের জন্য কর্মসংস্থান, সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণ প্রভৃতি। কম্যুনিস্ট পার্টি ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক উহার নির্বাচনী ফতোয়ায় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে ভারত সরকারের কার্যক্রম সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইনকে এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত সীমারেখাকে ভারত-চীন সীমানা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত এলাকাসহ সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অংশ বিশেষ একথাও কম্যুনিস্ট পার্টির ফতোয়ায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

লোকসভার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৫৭। বিধানসভাগুলির নির্বাচনে এই দলের মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৮৩০।

স্বতন্ত্র পার্টি ঃ—রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বতন্ত্র পার্টি সম্পূর্ণ নবাগত হইলেও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের শেষে এই দলটি লোকসভায় সংখ্যাশক্তির দিক হইতে তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে। এই রাজনৈতিক দলটির স্রষ্টা বর্ষীয়ান জননেতা শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী। বৃহৎ বৃহৎ শিল্পবাণিজ্য সংস্থার সহায়তায় পরিপুষ্ট

এই দলটি এবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মারফৎ পয়সা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারকার্যও চালাইয়াছিল। ভারতের নির্বাচনী সংগ্রামে ইহাও বোধহয় অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কংগ্রেসের একচেটিয়াভাবে ক্ষমতার গদীতে অবস্থানকে এই দল নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। এই দল যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে এমন একটি রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অবস্থার চিত্র যেখানে ভূমির উপর কর থাকিবে না, পরিকল্পনা কমিশন থাকিবে না, বেসরকারী বা সরকারী একচেটিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য থাকিবে না এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ থাকিবে না।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীসংখ্যা ছিল ১৭২ এবং বিধানসভাগুলিতে স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীসংখ্যা ছিল ১০৩১।

ভারতীয় জনসঙ্ঘ:—এই দলের নির্বাচনী ফতোয়ায় দেখা যায় যে দীর্ঘদিনের একচেটিয়া শাসনাধিকারের দ্বারা কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাই ভারতীয় জনসঙ্ঘের বিশ্বাস। জনসঙ্ঘ চীন, পাকিস্তান ও পর্তুগাল কর্তৃক অধিকৃত ভারতীয় এলাকাগুলি প্রয়োজন হইলে জোর করিয়া পুনর্দখলের পক্ষপাতী। এই দলের মতে কংগ্রেসে কম্যুনিস্ট ও ছদ্মবেশী কম্যুনিস্টদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে বলিয়া কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থই হইল কম্যুনিস্ট ও ছদ্মবেশী কম্যুনিস্টদের ভোট দেওয়া।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় জনসঙ্ঘের প্রার্থীসংখ্যা ছিল ১৯৮ এবং বিধান সভাগুলিতে প্রার্থীসংখ্যা ছিল ১০৬৫।

হিন্দুমহাসভা:—আলোচ্য সাধারণ নির্বাচনে হিন্দুমহাসভা লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই। লোকসভায় এই দল মোট ৪২টি ও বিধান সভাগুলিতে মোট ১৮২টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে এই দলের প্রভাব ভারতীয় রাজনীতি হইতে প্রায় মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে।

লোকসভায় বিভিন্ন দলের অবস্থা

ভারতীয় লোকসভায় মোট আসন সংখ্যা ৫০৭টি হইলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মোট ৪৯৪টি আসনের। বাকি ১৩টি আসনের ৬টি পূর্ণ হয় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রশাসিত কোন কোন অঞ্চল ও বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য মনোনীত করেন ৭ জন সদস্যকে। যে ৪৯৪টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়, তাহার মধ্যে আবার ৪৮৯টি ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হইয়া ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। হিমাচল প্রদেশের চারটি আসনে ও পাঞ্জাবের কাংড়া নির্বাচন ক্ষেত্রে শৈত্যাধিক্যের দরুণ নির্বাচন সম্ভব হয় নাই বলিয়া মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে ভারতীয় মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী এবং ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। হিমাচল প্রদেশ বাদে সারাভারতের যে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কংগ্রেস ৩৫৬টি আসন পাইয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে। অন্যান্য সকল দল মিলিয়া পাইয়াছে মোট ১৩৪টি আসন। এবার মোট নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৮০। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮০০ ও ১৫০০। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার আসনগুলিতে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১১,৩৭,১৮,৭১৯। ভোটাধিকারীর মোট সংখ্যা ছিল ২১,২০,৭১,৩৬৪।

১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের শেষে লোকসভায় বিভিন্ন দলের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটি মোটামুটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল। এই সঙ্গে ১৯৫৭ সালের একটা তুলনামূলক বিবরণও দেওয়া হইল ঃ

দল	আসন সংখ্যা (১৯৫৭)	আসন সংখ্যা (১৯৬২)
কংগ্রেস	৩৬৫	৩৫৬
কম্যুনিস্ট	২৭	২৯
প্রজাসোশ্যালিস্ট	১৯	১২
স্বতন্ত্র পার্টি*	...	২২
জনসঙ্ঘ	৪	১৪
সোশ্যালিস্ট	৭	৬
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম	...	৭
আকালী দল	...	৩
মুসলিম লীগ	...	২
অন্যান্য	...	৩৮

কংগ্রেস ঃ কংগ্রেস প্রার্থীরা মোট ১১,৩৭,১৮,৭১৯টি বৈধ ভোটের মধ্যে পাইয়াছে ৫,১২,৪৭,১৬৮টি ভোট বা শতকরা ৪৫·০৬ ভোট। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ বৈধ ভোটের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছিল

* গণতন্ত্র পরিষদের ৪টি আসন সহ।

৫ কোটি ৭২ লক্ষ ভোট, অর্থাৎ শতকরা ৪৮ ভোট। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি.ভি. কেশকার এবং উপমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র, অনিলকুমার চন্দ ও এল. এন. মিশ্রের পরাজয় লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের উল্লেখযোগ্য পরাজয়।

কম্যুনিস্ট পার্টি ঃ ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের মত এবারও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান লোকসভায় কংগ্রেসের পরেই। ১৯৫৭ সালের তুলনায় এই দলের সংখ্যাশক্তি এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে ২টি। অথচ কংগ্রেসের মত এই দলেরও প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। ১৯৫৭ সালে এই দলের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল এক কোটি ২০ লক্ষ এবং প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১২১। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৩৭—এই দল আসন পাইয়াছে ২৯টি এবং মোট প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ১,১৩,৭৭,৭৬৫।

এবার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন বিগত লোকসভায় এই দলের নেতা শ্রীএস্. এ. ডাঙ্গে।

প্রজাসোস্যালিস্ট দল ঃ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৬৬ এবং প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ৭৮,১৯,০৮৮। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৯৪ এবং প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১,২৫,৪২,৬৬৬।

নির্বাচনে এই দলের নেতৃস্থানীয় যাঁহারা নির্বাচিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেটা, আচার্য জে.বি. কৃপালনী ও পশ্চিমবঙ্গের ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

সোস্যালিস্ট দল ঃ ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পর লোকসভায় এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭; ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা কমিয়া ৬ হইয়াছে। নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১০৭।

দলের নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া উত্তর প্রদেশের ফুলপুর নির্বাচনক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

স্বতন্ত্র পার্টি ঃ লোকসভার নির্বাচনে মোট ১৭২ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়া এই দল আসন পাইয়াছে ১৮টি। নির্বাচনের পরে উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ দল স্বতন্ত্র পার্টির অঙ্গীভূত হওয়ায় লোকসভায় স্বতন্ত্র পার্টির মোট সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ২২জন। নির্বাচনে এই দল মোট ৭৩,৩৭,০১৭ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৬·৪৫ ভোট পাইয়াছে।

অন্যান্য বিরোধী দলের মত স্বতন্ত্র পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এন. জি. রঙ্গও নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

জনসঙ্ঘ: ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৯৮ এবং লোকসভায় ইহার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১৪। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দলের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ৭২,৬৩,৫১৪ অর্থাৎ শতকরা ৬·৩৮ ভোট। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ৭১,৪৯,৮২৪ অর্থাৎ শতকরা ৫·৯৩ ভোট।

এই পার্টির প্রেসিডেণ্ট শ্রী এ. রমা রাও এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ রাও যোশী নির্বাচনে শুধু পরাজিতই হন নাই, তাঁহাদের জামানতও জব্দ হইয়াছে।

অন্যান্য: অন্যান্য যে সকল দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে হিন্দুমহাসভা মাত্র ১টি আসন, রিপাব্লিকান পার্টি ৩টি আসন, রামরাজ্য পরিষদ ২টি আসন, ফরোয়ার্ড ব্লক ২টি আসন, ঝাড়খণ্ড পার্টি ৩টি আসন, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম ৭টি আসন, আকালী দল ৩টি আসন এবং মুসলিম লীগ ২টি আসন লাভ করিয়াছে। এবারের নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থিগণ পাইয়াছে মোট ২৭টি আসন। নির্দলীয় প্রার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। মোট ১৯৮০ জন নির্বাচন প্রার্থীর মধ্যে বড় কয়েকটি দলের মোট প্রার্থী সংখ্যাই ছিল ১২৬৮ জন। ছোট ছোট দল উপদলগুলির প্রার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ২১২ জন। ছোট ছোট দল উপদলগুলি ও নির্দলীয় প্রার্থিগণ মিলিয়া এবার নির্বাচনে বৈধ ভোট পাইয়াছেন মোট ২,৮৬,৭৪,১৬৭ অর্থাৎ মোট ভোটের শতকরা ২৫·২১। নির্দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন শ্রীএন. সি. চট্টোপাধ্যায়।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে লোকসভায় মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৭ এবং তন্মধ্যে ২৩ জনই ছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত। এবার নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩২ এবং ইহার মধ্যে ২৭ জন কংগ্রেস দলভুক্ত। মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা নূতন নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন শ্রীমতী সারদা সুব্রত মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভূতপূর্ব অধিনায়ক এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী এবং জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস দলভুক্ত এবং মহারাণী গায়ত্রী দেবী স্বতন্ত্র পার্টির সদস্যা।

নবনির্বাচিত ভারতীয় লোকসভার ইহাই হইল মোটামুটি অবস্থা।

বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন

দ্রষ্টব্যঃ [পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনের বিস্তারিত বিবরণ ও নির্বাচিত সভ্যদের নামের তালিকা "পশ্চিমবঙ্গ" অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সঃ বঃ] কেরালা ও উড়িষ্যায় মাত্র বৎসরাধিককাল পূর্বে মধ্যবর্তী কালীন বিধানসভা নির্বাচিত হওয়ায় ১৯৬২ সালে ঐ দুইটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। অন্যান্য সমস্ত রাজ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থাও কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বলিয়া আলোচ্য হিসাব হইতে তাহাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যা, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়া দেখা যায় যে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলির মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৮৫৫। এই আসনগুলির জন্য বিভিন্ন দল ও নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মোট ১২,৬২৫ জন পুরুষ ও নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আসন সংখ্যা ছিল ২৯০৬টি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০,৭৯৩।

দল হিসাবে কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা ছিল সর্বাধিক—২৮৩৬ জন। দুই তিনটি রাজ্য ছাড়া কংগ্রেস প্রতিটি রাজ্যেই সমস্ত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের মোট প্রার্থী ছিল ২৮৮১ জন। অন্যান্য দলের প্রার্থী সংখ্যা ১৯৬২ সালে ছিল নিম্নোক্তরূপ: প্রজাসোশ্যালিস্ট দল ১০৭০; জনসঙ্ঘ ১০৬৫; স্বতন্ত্র ১০৩১; কম্যুনিস্ট পার্টি ৮৩০; সোশ্যালিস্ট ৫৯৭; রিপাব্লিকান ২৮২; হিন্দুমহাসভা ১৮২; দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম ১৪২; পেজান্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স ৭৯; আকালী দল ৪৬ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক ৪০। অন্যান্য উপদল ও নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৪১৬৯।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় মোট ১৭৭১টি আসন পাইয়াছে অর্থাৎ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের পরিমাণ শতকরা কিঞ্চিদধিক ৬২ ভাগ। ১৯৫৭ সালে এই সাফল্যের পরিমাণ ছিল কিঞ্চিদধিক শতকরা ৬৫ ভাগ। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ এই দুইটি রাজ্য ছাড়া অন্যান্য সকল রাজ্যে কংগ্রেস অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। অবশ্য রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসাবে নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে।

বিধানসভাগুলিতে বিভিন্ন দলের অবস্থা

বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস দলের পক্ষে নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল: অন্ধ্র প্রদেশ ২৯৩; আসাম ১০৩; বিহার ৩১৮; গুজরাট ১৫৪; মধ্যপ্রদেশ ২৮৫; মাদ্রাজ ২০৫; মহারাষ্ট্র ২৬৩; মহীশূর

২০৬; পাঞ্জাব ১৫৪; রাজস্থান ১৭৫; উত্তরপ্রদেশ ৪২৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ ২৫১। কংগ্রেস যে মোট ১৭৭১টি আসন পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি হইতে আসিয়াছে :—অন্ধ্র ১৭৭; আসাম ৭৯; বিহার ১৮৫; গুজরাট ১১৩; মধ্যপ্রদেশ ১৪২; মাদ্রাজ ১৩৯; মহারাষ্ট্র ২১৫; মহীশূর ১৩৮; পাঞ্জাব ৯০; রাজস্থান ৮৮; উত্তরপ্রদেশ ২৪৮ ও পশ্চিমবঙ্গ ১৫৭। কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় কমিলেও উল্লিখিত ১২টি রাজ্যের মধ্যে ১০টিতেই কংগ্রেসের অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস একক দল হিসাবে সর্বাধিক আসন পাইলেও অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। রাজস্থানে মোট ১৭৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ৮৮টি এবং মধ্যপ্রদেশে মোট ২৮৮টি আসনের মধ্যে পাইয়াছে ১৪২টি। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে আসন পাইয়াছিল যথাক্রমে ১১৯টি ও ২৩২টি। অপর পক্ষে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে পূর্বের নির্বাচনের তুলনায় এবার কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৭ সালে আসাম বিধানসভায় কংগ্রেস পাইয়াছিল ৭১টি আসন ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ১৫২টি। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এই দুইটি রাজ্যে যথাক্রমে ৭৯টি ও ১৫৭টি আসন পাইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও আসন সংখ্যা কিছু না কিছু কমিয়াছে। উল্লেখযোগ্যভাবে আসন সংখ্যা কমিয়াছে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়া বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে। এই তিনটি রাজ্যে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস পাইয়াছিল যথাক্রমে ২১০, ১১৮ ও ২৮৬টি আসন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই আসন সংখ্যা কমিয়া যথাক্রমে ১৮৫, ৯০ ও ২৪৮ হইয়াছে। মাদ্রাজ ও মহীশূরেও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা গোটা বারো করিয়া কমিয়াছে।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আসন পাইয়াছে নবগঠিত স্বতন্ত্র পার্টি—১৬৬টি। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রজাসোশ্যালিস্ট দল পাইয়াছিল সর্বাধিক সংখ্যক আসন—১৯৫টি। এবার এই সংখ্যা কমিয়া ১৪৯টিতে দাঁড়াইয়াছে এবং দল হিসাবে ইহার স্থান হইয়াছে চতুর্থ। মোট ১৫৩টি আসন দখল করিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি তৃতীয় স্থান পাইয়াছে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পরও কম্যুনিস্ট পার্টি তৃতীয় স্থানে ছিল। স্বতন্ত্র পার্টি বিহার, গুজরাট ও রাজস্থানে কংগ্রেসের পরেই সর্বাধিক আসন পাইয়া (যথাক্রমে ৫০, ২৬ ও ৩৬) সরকারী বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে। উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ দল স্বতন্ত্র পার্টির অংগীভূত হওয়ায় উড়িষ্যা বিধান সভায়ও স্বতন্ত্র পার্টি সরকারী বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারী বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে। এই দুইটি রাজ্যে উক্তদলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৫১ ও ৫০। বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিধানসভায় এই দলের আসন সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬ হইতে ১২ এবং ৭ হইতে ১৪ হইলেও অন্যান্য রাজ্যে এই দলের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নাই। গুজরাটে এই দলের কোন প্রার্থী ছিল না এবং আসামে কম্যুনিস্ট দলের কোন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। প্রজাসোস্যালিস্ট দল মহীশূর বিধানসভায় ২০টি আসন দখল করিয়া সরকারী বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে। বর্তমান নির্বাচনে জনসঙ্ঘের দলীয় শক্তি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়াছে। ১৯৫৭ সালে এই দল মোট আসন পাইয়াছিল ৪৬টি। এবারের নির্বাচনে এই দলের প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা ১১৬। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে এই দলের প্রার্থী থাকিলেও অন্ধ্র, আসাম, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গে এই দল কোন আসন পায় নাই। অপর পক্ষে এই দলটি মধ্যপ্রদেশে ৪১টি ও উত্তরপ্রদেশে ৪৯টি আসন দখল করিয়া সরকারী বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে। স্বতন্ত্র পার্টি ভারতের সমস্ত রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও আসাম, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে কোন আসন পায় নাই।

অন্যান্য ছোট দলগুলির সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া পরিচালিত সোস্যালিস্ট পার্টি ১৯৫৭ সালের ৪০টি আসনের স্থানে ১৯৬২ সালে পাইয়াছে ৫৯টি। মাদ্রাজের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দল মাদ্রাজ বিধান-সভায় ৫০টি আসন পাইয়া সরকারী বিরোধী দলে পরিণত হইয়াছে। বিহারের ঝাড়খণ্ড পার্টি পাইয়াছে ২০টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৬টি, পেজাণ্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি ১৫টি, রামরাজ্য পরিষদ ১৩টি, রিপাব্লিক্যান পার্টি ১১টি, আকালী দল ১৯টি এবং হিন্দুমহাসভা ৮টি। নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ পাইয়াছেন ২৮৮টি আসন। ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের রাজ্যবিধান সভাগুলির নির্বাচনের ইহাই মোটামুটি অবস্থা।

জামানত বাজেয়াপ্ত: লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুন সরকারের লাভ হইয়াছে ৭.৫ লক্ষ টাকা। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে প্রার্থীকে বিধানসভার ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা ও লোকসভার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জমা রাখিতে হয়। প্রদত্ত বৈধ ভোটের অন্তত এক ষষ্ঠাংশ না পাইলে জামানত জব্দ হয়। জমানত জব্দের ব্যাপারে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে জনসঙ্ঘের প্রার্থিগণ; সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কংগ্রেস প্রার্থিগণ।

১৯৬২ সালে নির্বাচিত ভারতের লোকসভার সদস্যগণ

অন্ধ্র—(আসন সংখ্যা ৪৩)

কংগ্রেস :—১। বোদ্দিপল্লী রাজাগোপাল রাও ২। বিদ্দিকা সত্যনারায়ণ ৩। রভু ভেঙ্কট গোপালকৃষ্ণ রঙ্গরাও ৪। বিজয় আনন্দ ৫। মিস্থ্যলা স্থর্যনারায়ণ মূর্তি ৬। মৎচরাসা মৎচরাজু ৭। দাৎলা সত্যনারায়ণ রাজু ৮। মোসালিকান্তি তিরুমালারাও ৯। বায়া স্থর্যনারায়ণ মূর্তি ১০। দাৎলা বলরাম রাজু ১১। মগন্তি আঙ্কিনীভু ১২। কে. এল. রাও ১৩। কোঠা রঘুরামায়া ১৪। বেজওয়াদা গোপাল রেড্ডি ১৫। বি. অঙ্কনাপ্পা ১৬। সি. দাস ১৭। মদভূমি অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার ১৮। ওসমান আলি খাঁ ১৯। কে. ভি. রামকৃষ্ণ রেড্ডি ২০। পেন্দেকান্তি ভেঙ্কট সুপ্পায়া ২১। যশোদা রেড্ডি ২২। জন্নমপাল্লি রামেশ্বর রাও ২৩। জে. বি. মুথিয়াল রাও ২৪। গোপাল এস. মেলকোট ২৫। আহমেদ্ মহিউদ্দিন ২৬। সঙ্গম লক্ষীবাঈ ২৭। পি. হনুমন্তরাও ২৮। এইচ. সি. হেদা ২৯। জি. নারায়ণ রেড্ডি ৩০। জুভাদি রমাপতি রাও ৩১। এম. আর. কৃষ্ণ ৩২। বকর আলি মীর্জা ৩৩। এতিকলা মধুস্থদন রাও ৩৪। টি. লক্ষীকান্তম্মা।

কম্যুনিস্ট :—১। বিরামচানেনি বিমলা দেবী ২। কোল্লা ভেলাকিয়া ৩। মদলা নারায়ণ স্বামী ৪। গুজ্জুলা ইয়াল্লামন্দ রেড্ডি ৫। ইয়েদ্দুলা ঈশ্বর রেড্ডি ৬। রবিনারায়ণ রেড্ডি ৭। লক্ষী দাস।

স্বতন্ত্র পার্টি :—সি. এল. নরসিংহ রেড্ডি।

অন্যান্য :—মঙ্গলা ভেঙ্কটস্বামী।

আসাম—(আসন সংখ্যা ১২)

কংগ্রেস :—১। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ২। নীহাররঞ্জন লস্কর ৩। গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ ৪। ধরণীধর বসু মোতারি ৫। শ্রীমতী রেণুকা দেবী বড়কটকী ৬। বিজয়চন্দ্র ভগবতী ৭। লীলাধর কাকতি ৮। প্রফুল্লচন্দ্র বড়ুয়া ৯। যোগেন্দ্রনাথ হাজারিকা।

প্রজাসোস্যালিস্ট :—১। হেম বড়ুয়া ২। রাজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

অন্যান্য :—জি. গিলবার্ট সোয়েল।

উড়িষ্যা—(আসন সংখ্যা ২০)

কংগ্রেস :—১। রচকোণ্ডা জগন্নাথ রাও ২। রামচন্দ্র উলাকা ৩। অনন্ত শর্মা ত্রিপাঠী ৪। মোহন নায়ক ৫। লক্ষীনারায়ণ ভঞ্জ দেও ৬। বৈষ্ণবচরণ

পট্টনায়ক ৭। হরেকৃষ্ণ মহতাপ ৮। বিবুধেন্দ্র মিশ্র ৯। রাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও ১০। নিত্যানন্দ কানুনগো ১১। রামচন্দ্র মল্লিক ১২। কানুচরণ জেনা ১৩। গোকুলানন্দ মহান্তি ১৪। মহেশ্বর নায়ক।

স্বতন্ত্র পার্টি (ভূতপূর্ব গণতন্ত্র পরিষদ):—১। রাজেন্দ্র কোহর ২। প্রতাপকেনারী দেও ৩। হৃষিকেশ মহানন্দি ৪। যজ্ঞনারায়ণ সিংহ।

প্রজাসোস্যালিস্ট:—সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী।

সোস্যালিস্ট:—কিষণ পট্টনায়ক।

উত্তরপ্রদেশ—(আসন সংখ্যা ৮৬)

কংগ্রেস:—১। শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী ২। রামরতন গুপ্ত ৩। প্রেমকিষণ খান্না ৪। তুলারাম ৫। রাজা দীনেশ সিং ৬। ব্রিজবিহারী মেহ্‌রোত্র ৭। চৌধুরী দিগম্বর সিং ৮। মূলচাঁদ ৯। শ্যামধর মিশ্র ১০। শ্রীবিশ্বনাথ ১১। গোপীনাথ দীক্ষিত ১২। মহাদেওপ্রসাদ ১৩। কৃষ্ণ দেও ওরফে মুন্নো ১৪। জওহরলাল নেহরু ১৫। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ১৬। শ্রীমতী কমলা চৌধুরী ১৭। ডি. কে. ধাওয়াল ১৮। কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা ১৯। বৈজনাথ কুরিল ২০। সুমতপ্রসাদ ২১। রঘুনাথ সিং ২২। আহম্মদ মেহদি ২৩। শাহনওয়াজ খাঁ ২৪। গণপতরাম ২৫। পি. ডি. মহাদেও ২৬। শ্রীমতী গঙ্গা দেবী ২৭। জঙ বাহাদুর সিং ২৮। শ্রীমতী সাবিত্রী নিগম ২৯। সিংহাসন সিং ৩০। কুমার কৃষ্ণ ৩১। কে. ডি. মালব্য ৩২। মাসুরিয়া দীন ৩৩। বালকৃষ্ণ ৩৪। রাম হরখ ৩৫। কুমার রণঞ্জয় সিং ৩৬। শ্রীমতী সুশীলা নায়ার ৩৭। বিশ্বনাথ সিং গহমারী ৩৮। কাশীনাথ পাণ্ডে ৩৯। শেঠ অচল সিং ৪০। মহারাজ মানবেন্দ্র শাহ ৪১। মুরলী মনোহর ৪২। বিশ্বনাথ পাণ্ডে ৪৩। রামসেবক ৪৪। ভক্ত দর্শন ৪৫। শিব নারায়ণ ৪৬। কৃপাশঙ্কর ৪৭। রামস্বরূপ ৪৮। মহাবীর ত্যাগী ৪৯। কৃষ্ণচন্দ্র পন্থ ওরফে রাজী ৫০। শম্ভুনাথ চতুর্বেদী ৫১। বাদশা গুপ্ত ৫২। কানাইয়ালাল বাল্মীকি ৫৩। এম. এল. দ্বিবেদী ৫৪। সুরেন্দ্র পাল সিং ৫৫। পান্নালাল ৫৬। স্বামী রামানন্দ ৫৭। বৃজবাসী লাল ৫৮। বালগোবিন্দ ৫৯। সুন্দরলাল ৬০। কিওারলাল ৬১। আনসার হারবানী ৬২। হিফজুল রহমান

জনসঙ্ঘ:—১। শ্রীগোকরণ ২। সুরজলাল ৩। ওঙ্কার সিং ৪। অজিত প্রতাপ সিংহ ৫। ব্রহ্মজিৎ ৬। যুবরাজ দত্ত সিং ৭। ব্রিজরাজ সিংহ।

কম্যুনিস্ট:—১। জয় বাহাদুর ২। সরযূ পাণ্ডে।

প্রজাসোস্থালিস্ট :—১। মোহন স্বরূপ ২। বিশ্রাম প্রসাদ।
স্বতন্ত্র পার্টি :—১। কুমার রাম সিং ২। শ্রীমতী বসন্ত কুমারী ৩। কৃষ্ণপাল সিং।
সোস্থালিস্ট :—রামসেবক যাদব।
রিপাব্লিক্যান :—১। বি. পি. মৌর্য ২। মুজাফর ৩। জ্যোতিস্বরূপ
হিন্দুমহাসভা :—শেঠ বিষণচন্দ্র।
অন্যান্য :—১। যশপাল সিং ২। গৌরীশঙ্কর ওরফে গৌরীবাবু ৩। লক্ষ্মণ দাস ৪। এস. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী।

কেরালা—(আসন সংখ্যা ১৮)

কংগ্রেস :—১। পানামবিল্লি গোবিন্দ মেনন ২। এ. এম. টমাস ৩। চেরিয়ান ৪। ম্যাথু ম্যনিয়ানগদম্ ৫। রবীন্দ্র বর্মা (গোদা বর্মা) ৬। অচ্যুতন।
কম্যুনিস্ট :—১। এ. কে. গোপালন ২। পি. ভি. কুলহান ৩। বি. ই. ইম্বিদি ৪। কৃষ্ণ ওয়ারিয়র ৫। পি. কে. বাসুদেবন নায়ার ৬। এম. কে. কুমারন
মুসলিম লীগ :—১। সি. এইচ. মহম্মদ কয়া ২। মহম্মদ ইসমাইল সাহেব
রেভোলিউসনারী সোস্থালিস্ট :—শ্রীকান্তন নায়ার।
অন্যান্য :—১। এস. কে. পোট্টেকাট্ ২। এ. ভি. রাঘবন ৩। নটরাজ পিল্লাই।

গুজরাট—(আসন সংখ্যা ২২)

কংগ্রেস :—১। ঘনশ্যাম ভাই ছোটলাল ওঝা ২। ইউ. এন. ধেবর ৩। মনুভাই মনসুখলাল শাহ ৪। চিত্তরঞ্জন রাগনাথ রাজা ৫। জয়বেন ভাজুভাই শাহ ৬। শ্রীমতী চাভাদা জহরাবেন আকবর ভাই ৭। গুলজারিলাল নন্দ ৮। মানসিং পৃথ্বীরাজ প্যাটেল ৯। পি. আর. প্যাটেল ১০। মূলদাস ভূধরদাস বাসব ১১। দয়াভাই জীবনজী নায়ক ১২। শ্রীফতেসিং রাও প্রতাপতিসিং রাও গায়কোয়াড় ১৩। ছোটুভাই মাখনভাই প্যাটেল ১৪। ছগনভাই মাদারিভাই কেদারিয়া ১৫। মোরারজি দেশাই ১৬। লালুভাই নিছাভাই প্যাটেল।
স্বতন্ত্র পার্টি :—১। মহারাজ কুমার শ্রীহিম্মৎসিংজি বিজয়রাজজি সাহেব ২। কুমার নরেন্দ্রসিংহ রণজিৎসিং মাহিদা। ৩। প্রবীণ সিং নটবর সিং সোলাঙ্কি ৪। হীরাসিং কুলওয়ারভাই বারিয়া।
প্রজাসোস্থালিস্ট :—যশবন্ত রায় নানুভাই মেহতা।
অন্যান্য :—ইন্দুলাল যাজ্ঞিক।

পশ্চিমবঙ্গ—(আসন সংখ্যা ৩৬)

কংগ্রেস :—১। সতীশচন্দ্র সামন্ত ২। অতুল্য ঘোষ ৩। বসন্তকুমার দাস ৪। শ্রীমতী রেণুকা রায় ৫। টি. মানেন। ৬। গোবিন্দকুমার সিংহ ৭। সুবোধ হাঁসদা ৮। গুরুগোবিন্দ বসু ৯। নলিনীরঞ্জন ঘোষ ১০। শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১১। রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। পশুপতি মণ্ডল ১৩। শিশিরকুমার সাহা ১৪। অশোককুমার সেন ১৫। পরেশনাথ কয়াল ১৬। হুমায়ুন কবির ১৭। অরুণচন্দ্র গুহ ১৮। পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর ১৯। সুধাংশুভূষণ দাস ২০। পূর্ণেন্দু খাঁ ২১। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ২২। মনোমোহন দাস।

কম্যুনিস্ট :—১। মহম্মদ ইলিয়াস ২। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ৩। রণেন্দ্র-নাথ সেন ৪। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৫। দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৬। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭। প্রভাত কর ৮। শরদীশ রায় ৯। সরদার মুর্মু।

ফরোয়ার্ড ব্লক :—দেবেন্দ্রনাথ কারজী।

রেভোলিউসনারী সোস্যালিস্ট :—ত্রিদিবকুমার চৌধুরী।

অন্যান্য :—১। সৈয়দ বদরুদ্দোজা ২। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ৩। ভজহরি মাহাতো।

পাঞ্জাব—(আসন সংখ্যা ২২)

কংগ্রেস :—১। দলজিৎ সিং ২। চুনীলাল ৩। দেবদত্ত ৪। গজরাজ সিং ৫। ইকবাল সিং ৬। সাধুরাম ৭। শরণ সিং ৮। গুরুমুখ সিং মুসাফির ৯। সুরজিৎ সিং মাঝিথিয়া ১০। দেওয়ান চাঁদ শর্মা ১১। অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার ১২। হুকুম সিং ১৩। রণজিৎ সিং

জনসঙ্ঘ :—১। রামেশ্বরানন্দ ২। লেহ্‌রী সিং ৩। যুধবীর সিং

আকালী দল :—১। ধন্না সিং ২। বুটা সিং ৩। কাপুর সিং.

সোস্যালিস্ট :—মণিরাম

অন্যান্য :—খগদেব সিং সিদ্ধান্তি

কাংড়া নির্বাচন ক্ষেত্রে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

বিহার—(আসন সংখ্যা ৫৩)

কংগ্রেস :—১। কমলনাথ তেওয়ারী ২। বিভূতি মিশ্র ৩। ভোলা রাউত ৪। দ্বারিকানাথ তেওয়ারী ৫। মহম্মদ ইয়ুসুফ ৬। রামশেখরপ্রসাদ সিং ৭। কৃষ্ণকান্ত সিং ৮। ভীষ্মপ্রসাদ যাদব ৯। রাজেশ্বর প্যাটেল ১০।

চন্দ্রমণি লাল চৌধুরী ১১। দিগ্বিজয় নারায়ণ সিং ১২। নগেন্দ্রপ্রসাদ যাদব ১৩। শশীরঞ্জনপ্রসাদ শাহ ১৪। যমুনাপ্রসাদ মণ্ডল ১৫। সত্য নারায়ণ সিং ১৬। শিবনারায়ণ দাস ১৭। রামেশ্বর সাহু ১৮। তুলমোহন রাম ১৯। মহম্মদ তাহির ২০। ফণীগোপাল সেনগুপ্ত ২১। প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিং ২২। সত্যচরণ বেস্‌রা ২৩। শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী ২৪। ভগবৎ ঝা আজাদ ২৫। বানারসীপ্রসাদ সিংহ ২৬। নয়নতারা দাস ২৭। জিয়ালাল মণ্ডল ২৮। মথুরাপ্রসাদ মিশ্র ২৯। অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ ৩০। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ ৩১। শ্রীমতী রামদুলারী দেবী ৩২। বলিরাম ভগৎ ৩৩। অনন্তপ্রসাদ শর্মা ৩৪। রামসুভগ সিং ৩৫। জগজীবন রাম ৩৬। শ্রীমতী সত্যভামা দেবী ৩৭। রামধনী দাস ৩৮। ব্রজেশ্বরপ্রসাদ ৩৯। প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী

স্বতন্ত্র পার্টি :—১। শ্রীমতী ললিতা রাজলক্ষ্মী ২। শ্রীমতী বিজয়া রাজে ৩। ঠাকুর বটেশ্বর সিং ৪। বসন্তনারায়ণ সিং ৫। প্রশান্তকুমার ঘোষ ৬। যুহনি ডেভিড ৭। মঞ্জরী শশাঙ্ক

ঝাড়খন্দ পার্টি :—১। ঈশ্বর মার্ণ্ডি ২। হরিচরণ সয় ৩। জয়পাল সিং

প্রজাসোশ্যালিস্ট :—১। প্রিয় গুপ্ত ২। যোগেন্দ্র ঝা

কম্যুনিস্ট :—উদয়কর মিশ্র

সোশ্যালিস্ট :—ভূপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল

মধ্যপ্রদেশ—(আসন সংখ্যা ৩৬)

কংগ্রেস :—১। সূরযপ্রসাদ ওরফে সূর্যপ্রসাদ ২। শ্রীমতী বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া ৩। ভি. চরণ ৪। ভি. এস. পাণ্ডে ৫। রাম সহায় ৬। শিব দত্ত ৭। আনন্দ চন্দ্র ৮। বি. সিং ৯। অমর সিং ১০। শ্রীমতী মিনিমাতা ১১। বিদ্যাচরণ শুক্ল ১২। শ্রীমতী কেশরকুমারী দেবী ১৩। বীরেন্দ্রবাহাদুর সিং ১৪। মোহনলাল বকলিওয়াল ১৫। মংগ্রু গান্নু উইকে ১৬। গোবিন্দ দাস ১৭। শ্রীমতী সহদ্রা বাঈ ১৮। জওলাপ্রসাদ ঝুমকলাল ১৯। নারায়ণরাও মণিরাম ওয়াদিয়া ২০। ভিখুলাল লক্ষ্মীচাঁদ ২১। শ্রীমতী মঈমুনা সুলতান ২২। রাধেলাল ব্যাস ২৩। মহেশ দত্ত ২৪। শ্রীমতী যমুনা দেবী

জনসঙ্ঘ :—১। হুকুম চাঁদ ২। রামচন্দ্র বাদে ৩। উমাশঙ্কর ত্রিবেদী

প্রজাসোশ্যালিস্ট :—১। কুরে মাতে ২। ভোলারাম রামজী ৩। হরি বিষ্ণু কামাথ

সোশ্যালিস্ট :—বুধু সিং

রামরাজ্য পরিষদ :—বিজয়ভূষণ সিং দেও

অন্যান্য :—১। সত্যপ্রকাশ ২। লক্ষ্মু ভবানী ৩। হোমি দাজি ৪। ভানুপ্রকাশ সিং

মহারাষ্ট্র—(আসন সংখ্যা ৪৪)

কংগ্রেস :—১। জুলাব সিং শঙ্কররাও পাতিল ২। মতিলাল কুন্দনমল ফিরোদিয়া ৩। আন্নাসাহেব পাণ্ডুরঙ সিন্ধে ৪। তায়াপ্পা হরি সোনভানে ৫। গুলাব কেশব জেটে ৬। বিশ্বনাথ তুকারাম পাতিল ৭। লক্ষ্মণশরণ ভাটকর ৮। তুলসীদাস শোভনরাও যাদব ৯। কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ মোর ১০। দাজি সাহেব রামরাও চ্যবন ১১। শিবরাম চাঁদ রাণে ১২। ভাস্কর নারায়ণ দিঘে ১৩। বীরকিষণ মহাদেও ১৪। দেবরাও শিবরাম পাতিল ১৫। কাড্ডি মদেপ্পা বান্দাপ্পা ১৬। শঙ্কররাও শান্তারাম মোর ১৭। মহম্মদ মহিবুল হক মহম্মদ আনওয়ারুল হক ১৮। রঘুনাথ কেশব খাদিলকর ১৯। শ্রীমতী সারদা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২০। রামরাও নারায়ণরাও ২১। সোনুভাই ভাগাতু বসবন্ত ২২। ভাউরাও ডাগাডুরাও দেশমুখ ২৩। রামচন্দ্র মার্তণ্ড হাজরানবিশ ২৪। মাধোরাও ভগবন্তরাও পাতিল ২৫। বালকৃষ্ণ রামচন্দ্র ওয়াসানিক ২৬। শ্রীমন্ত মহারাজ সাহেব যশোবন্তরাও মার্তণ্ডরাও মুকানে ২৭। পাঞ্জাবরাও শ্যামরাও দেশমুখ ২৮। সদাশিব কনোজি পাতিল ২৯। গোবিন্দহরি দেশপাণ্ডে ৩০। মাধো মাধোরাও লক্ষ্মণরাও ৩১। শিবাজীরাও শঙ্কররাও দেশমুখ ৩২। তুলসীরাম দশরথ কেম্ব্‌ল ৩৩। বিটল বালকৃষ্ণ গান্ধী ৩৪। নারায়ণ সাবোদা কাজ্রেলকার ৩৫। কমলনারায়ণ যমুনালাল বাজাজ ৩৬। তুলসীরাম আবাজি পাতিল ৩৭। বিজয়সিং রাও রামরাও ড্যাফ্‌ল ৩৮। লক্ষ্মণ ভেহু ভালবি ৩৯। পি. সি. আনন্দ ৪০। দ্বারকাদাসজি মতিলালজি ৪১। ভি. কে. কৃষ্ণমেনন

প্রজাসোস্যালিস্ট :—নাথ বাবু পাই

অন্যান্য :—১। ভগবান শাহ শ্যাম শাল ২। মাধব শ্রীহরি অ্যানে

মহীশূর—(আসন সংখ্যা ২৬)

কংগ্রেস :—১। কে. হনুমন্থিয়া ২। রামচন্দ্র বীরাপ্পা ৩। এইচ. সি. দাসাপ্পা ৪। ই. মহাদেবাপ্পা ৫। ভি. এল. পাতিল ৬। এম. শঙ্করায়া ৭। টি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ৮। এস. এম. সিদ্দায়া ৯। ডোড্ডাথিমায়া ১০। মহিবা

সরোজিনী বিন্দুরাও ১১। এম. কে. শিবলালজাপ্পা ১২। সি. আর. বাসাপ্পা ১৩। রাজারাম গিরিধারীলাল দুবে ১৪। এস্. বীরবাসাপ্পা ১৫। এস্. ভি. কৃষ্ণাপ্পা ১৬। মহসিন ফকরুদ্দিন হুসেন সাবা ১৭। এস. বি. পাতিল ১৮। শ্রীনিবাস মালিয়া ১৯। জোয়াকিম আল্ভা ২০। এ. শঙ্কর আলাভা ২১। বলবন্তরাও নাগেশরাও দাতার ২২। জগন্নাথরাও ভেঙ্কটরাও চন্দ্রিকি ২৩। এম. ভি. কৃষ্ণমূর্তিরাও ২৪। সিদ্দনান্জাপ্পা ২৫। কে. চেঙ্গলরায় রেড্ডি

অন্যান্য :—শিবমূর্তি স্বামী সিদ্ধাপিয়া স্বামী

মাদ্রাজ—(আসন সংখ্যা ৪১)

কংগ্রেস :—১। পি. শ্রীনিবাসন ২। ও. ভি. আলাগেসান ৩। ভি, গোবিন্দস্বামী নাইডু ৪। আবদুল ওয়াহিদ ৫। জয়রামন ৬। আর. ভেঙ্কট সুব্বা রেড্ডিয়ার ৭। কানাগাসাবাই ৮। এল. এলায়াপেরুমল ৯। এস. ভি. রামস্বামী ১০। পি. সুব্বারায়ন ১১। ভি. কে. রামস্বামী ১২। পরাণশিব গাউণ্ডার ১৩। পি. জি. কারুথিরামন ১৪। শ্রীমতী আক্কাম্মা দেবী ১৫। পি. আর. রামকৃষ্ণণ ১৬। সি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ১৭। মেলয়স্বামী থেবর ১৮। এম. এম. আর. সুব্বারমন ১৯। পি. মারুথাম্মা ২০। শ্রীমতী টি. এস, সুন্দরম রামচন্দ্রন ২১। আর. রামনাথন চেট্টিয়ার ২২। সি. আর. চাট্টাণ্ডিরামন ২৩। শ্রীমতী মারাগাথাম চন্দ্রশেখর ২৪। গোপালস্বামী থেনকোণ্ডার ২৫। ভৈরব থেবর ২৬। এল. অরুণাচলম্ ২৭। এস. সি. বালকৃষ্ণন ২৮। মুথিয়া ২৯। এম. পি. স্বামী ৩০। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ৩১। এ. নেশামনি

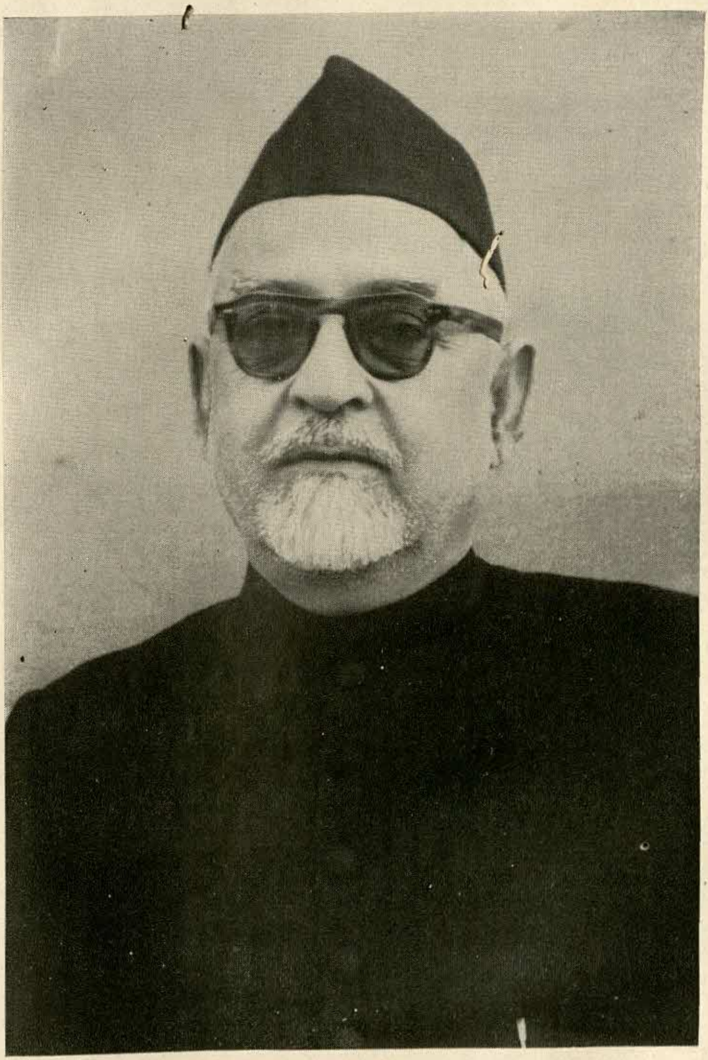
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম :—১। কে. মনোহরণ ২। পি. শিবশঙ্করণ ৩। ধর্মলিঙ্গম্ ৪। টি. রামভদ্র নাইডু ৫। আর. মুথুগাউণ্ডার ৬। ই. সেজিয়ান ৭। কে. রাজারাম

কম্যুনিস্ট :—কে. অনন্ত নাম্বিয়ার ২। আর. উমানাথ

ফরোয়ার্ড ব্লক :—ভি. মথুরালিঙ্গম্ থেবর

রাজস্থান—(আসন সংখ্যা ২২)

কংগ্রেস :—১। রাধেশ্যাম রামকুমার মোরারকা ২। রামেশ্বরলাল তাঁতিয়া ৩। রাজবাহাদুর ৪। টীকারাম ৫। মুকুটবিহারী লাল ৬। বৃদ্ধরাজ সিং ৭। রতনলাল ৮। মাণিক্যলাল ৯। ধুলেশ্বর ১০। কালুলাল শ্রীমালী ১১। যশোবন্ত রাজ মেটা ১২। হরিশচন্দ্র ১৩। পান্নালাল ১৪। সুরেন্দ্রকুমার দে।



ভারতের নূতন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

সরোজিনী বিন্দুরাও ১১। এম. কে. শিবলালজাপ্পা ১২। সি. আর. বাসাপ্পা ১৩। রাজারাম গিরিধারীলাল দুবে ১৪। এস্. বীরবাসাপ্পা ১৫। এস্. ভি. কৃষ্ণাপ্পা ১৬। মহসিন ফকরুদ্দিন হুসেন সাবা ১৭। এস. বি. পাতিল ১৮। শ্রীনিবাস মালিয়া ১৯। জোয়াকিম আল্ভা ২০। এ. শঙ্কর আলাভা ২১। বলবন্তরাও নাগেশরাও দাতার ২২। জগন্নাথরাও ভেঙ্কটরাও চন্দ্রিকি ২৩। এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তিরাও ২৪। সিদ্দনান্জাপ্পা ২৫। কে. চেঙ্গলরায় রেড্ডি

অন্যান্য :—শিবমূর্তি স্বামী সিদ্দাপিয়া স্বামী

মাদ্রাজ—(আসন সংখ্যা ৪১)

কংগ্রেস :—১। পি. শ্রীনিবাসন ২। ও. ভি. আলাগেসান ৩। ভি, গোবিন্দস্বামী নাইডু ৪। আবদুল ওয়াহিদ ৫। জয়রামন ৬। আর. ভেঙ্কট সুব্বা রেড্ডিয়ার ৭। কানাগাসাবাই ৮। এল. এলায়াপেরুমল ৯। এস. ভি. রামস্বামী ১০। পি. সুব্বারায়ন ১১। ভি. কে. রামস্বামী ১২। পরাণশিব গাউণ্ডার ১৩। পি. জি. কারুথিরামন ১৪। শ্রীমতী আক্কাম্মা দেবী ১৫। পি. আর. রামকৃষ্ণণ ১৬। সি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ১৭। মেলয়স্বামী থেবর ১৮। এম. এম. আর. সুব্বারমন ১৯। পি. মারুথায়া ২০। শ্রীমতী টি. এস, সুন্দরম রামচন্দ্রন ২১। আর. রামনাথন চেট্টিয়ার ২২। সি. আর. চাট্টাণ্ডিরামন ২৩। শ্রীমতী মারাগাথাম চন্দ্রশেখর ২৪। গোপালস্বামী থেনকোণ্ডার ২৫। ভৈরব থেবর ২৬। এল. অরুণাচলম্ ২৭। এস. সি. বালকৃষ্ণণ ২৮। মুথিয়া ২৯। এম. পি. স্বামী ৩০। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ৩১। এ. নেশামনি

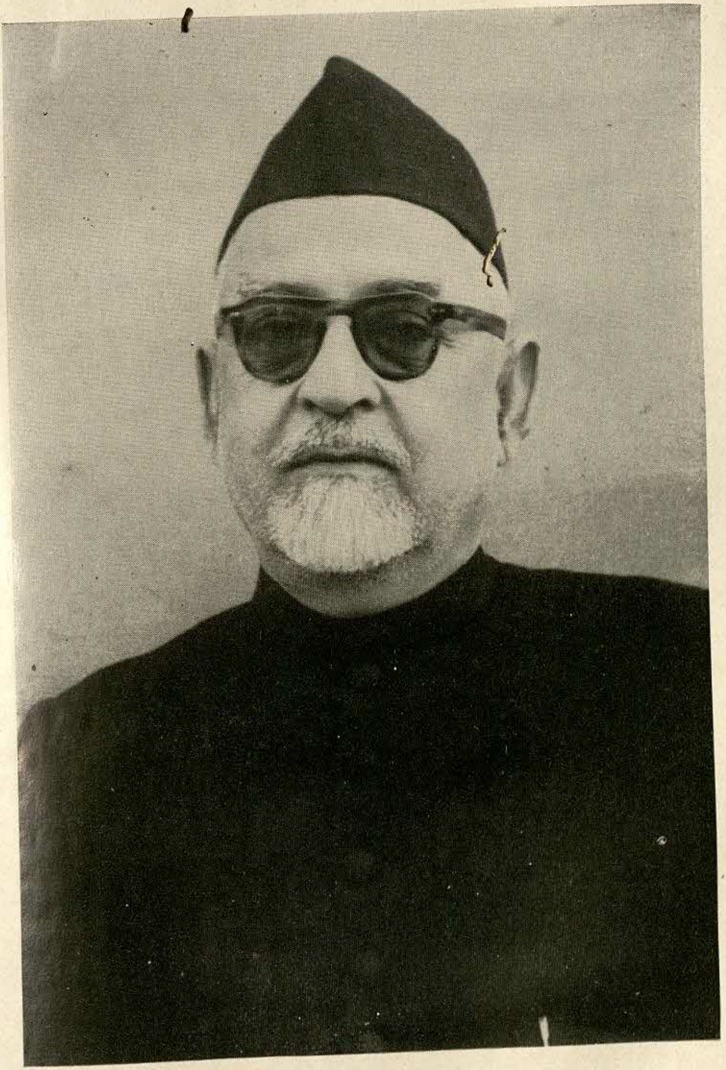
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম :—১। কে. মনোহরণ ২। পি. শিবশঙ্করণ ৩। ধর্মলিঙ্গম্ ৪। টি. রামভদ্র নাইডু ৫। আর. মুথুগাউণ্ডার ৬। ই. সেজিয়াল ৭। কে. রাজারাম

কম্যুনিস্ট :—কে. অনন্ত নাম্বিয়ার ২। আর. উমানাথ

ফরোয়ার্ড ব্লক :—ভি. মথুরালিঙ্গম্ থেবর

রাজস্থান—(আসন সংখ্যা ২২)

কংগ্রেস :—১। রাধেশ্যাম রামকুমার মোরারকা ২। রামেশ্বরলাল তাঁতিয়া ৩। রাজবাহাদুর ৪। টীকারাম ৫। মুকুটবিহারী লাল ৬। বৃদ্ধরাজ সিং ৭। রতনলাল ৮। মাণিক্যলাল ৯। ধূলেশ্বর ১০। কালুলাল শ্রীমালী ১১। যশোবন্ত রাজ মেটা ১২। হরিশচন্দ্র ১৩। পান্নালাল ১৪। সুরেন্দ্র-কুমার দে।



ভারতের নূতন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

স্বতন্ত্র পার্টি :—১। শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী ২। পৃথ্বী রাজ ৩। কেশরলাল।
জনসঙ্ঘ :—ওঙ্কারলাল।
রামরাজ্য পরিষদ :—তানসিং
অন্যান্য :—১। কাশীরাম ২। লক্ষ্মীমাল সিংভি ৩। করণী সিং।

জম্মু ও কাশ্মীর—(আসন সংখ্যা ৬)

লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীরের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। কিন্তু তাঁহারা সরাসরি নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন না, রাজ্যের বিধানসভা তাঁহাদিগকে নির্বাচন করেন। ৭ই এপ্রিল, ১৯৬২, এই ছয়জন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন :— ১। বক্সী আবদুল রসিদ, ২। ইন্দ্রজিৎ মালহোত্র, ৩। শ্যামলাল সরফ ৪। আবদুল ঘনি গোনি ৫। গোপাল দত্ত মেং ৬। নাজির হোসেন সামনামী।

কেন্দ্রশাসিত এলাকা

দিল্লী—৫

কংগ্রেস :—১। মেহেরচাঁদ খান্না ২। শ্যামনাথ ৩। নবল প্রভাকর ৪। ব্রহ্ম প্রকাশ ৫। শিবচরণ গুপ্ত।

ত্রিপুরা—২

কম্যুনিস্ট :—১। দশরথ দেব ২। বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

মণিপুর—২

কংগ্রেস :—তম্বি সিং।
সোস্যালিস্ট :—রিসাং কেইসিং।

হিমালয় প্রদেশ—৪

নির্বাচন এখনও অসমাপ্ত।

রাষ্ট্রীয় সম্মান-পুরস্কার ও পদক

রাষ্ট্রপতি গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদিগকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। যাঁহারা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া ও সমাজসেবায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই এই সম্মান লাভ করেন। 'ভারতরত্ন' ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি 'পদ্মবিভূষণ', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী' এই তিন শ্রেণীর সম্মান বিতরণ করেন।

এপর্যন্ত মাত্র দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

এযাবৎ 'ভারতরত্ন' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম

১৯৫৪—সি. রাজা গোপালাচারী	১৯৫৫—জওহরলাল নেহরু
" —সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ	১৯৫৭—গোবিন্দবল্লভ পন্থ
" —চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন	১৯৫৮—ডি. কে. কার্ভে
১৯৫৫—ভগবান দাস	১৯৬১—বিধানচন্দ্র রায়
" —এম. বিশ্বেশ্বরায়া	" —পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন

॥ ১৯৬২ সালের উপাধি বিতরণ ॥

১৯৬২ সালে মোট ৫৫ জন জ্ঞানী ও গুণী উপাধিলাভ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্যবর্ষে কেহই সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' লাভ করেন নাই। ৩ জন 'পদ্মবিভূষণ', ২৭ জন 'পদ্মভূষণ' ও ২৫ জন 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল জনপ্রিয় ব্যক্তি সম্মানলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন :—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (পদ্মবিভূষণ), স্বনামধন্যা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (পদ্মবিভূষণ); প্রখ্যাত অর্থনীতিক ডঃ রাধাকমল মুখার্জি (পদ্মভূষণ), বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ শিশির কুমার মিত্র (পদ্মভূষণ), গায়ক বড়ে গোলামআলি খাঁ (পদ্মভূষণ), কলিকাতার সমাজসেবক শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়া (পদ্মভূষণ), সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মশ্রী) এবং চলচ্চিত্রে অভিনেতা শ্রীঅশোককুমার গাঙ্গুলী

(পদ্মশ্রী)। খেলাধূলার জগতে সুপরিচিত শ্রীগোষ্ঠবিহারী পাল, শ্রী পি. আর. উমারিগর, শ্রীরামনাথন কৃষ্ণাণ ও শ্রী নরী জে. কন্ট্রাক্টর 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। নিম্নে ১৯৬২ সালে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নামের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল।

পদ্মবিভূষণ

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার। এ পর্যন্ত মোট ১৮ জন ব্যক্তি এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পদ্মভূষণ

১। জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী এ এ এ ফৈজী; ২। বোম্বাইয়ের গায়ক শ্রীবড়ে গোলাম আলি খাঁ; ৩। বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য মঞ্জরী কমিশনের সভাপতি ডাঃ ডি এস কোঠারী; ৪। পাটনার চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ দুখান রাম; ৫। জাতীয় বুক ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র চ্যাটার্জি; ৬। উর্দু কবি শ্রীজাফর আলি খান (লক্ষ্নৌ); ৭। বোম্বাইয়ের চিকিৎসক ডাঃ জে. আর. প্যাটেল; ৮। সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসক কর্নেল এম. এস. রাও; ৯। নিখিল ভারত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী শ্রীমতী মিথন জে. লাম; ১০। মাদ্রাজের সংসদ সদস্য শ্রীঘতুরী সত্যনারায়ণ; ১১। মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফাতকে; ১২। উর্দু কবি শ্রীনিয়াজ মোহম্মদ খান; ১৩। নয়াদিল্লীর চিকিৎসক ডাঃ পি. সি. ধান্দা; ১৪। অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ রাধাকমল মুখার্জি; ১৫। বিহারের হিন্দী লেখক শ্রীরাধিকা-রমণ প্রসাদ সিংহ; ১৬। পাটনার চিকিৎসক শ্রীরঘুনাথ সারং; ১৭। সফদরজং হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক কর্নেল আর. ডি. আয়ার; ১৮। পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ রামচন্দ্র নারায়ণ দাণ্ডেকর; ১৯। নয়াদিল্লির শল্যচিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার সেন; ২০। গান্ধীগ্রামের (মাদুরাই) সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী সুন্দরম-রামচন্দ্রম; ২১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যামেরিটাস প্রফেসার ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ২২। কলিকাতার সমাজসেবী শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়া; ২৩। রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক কর্নেল সুধাংশুশোভন মৈত্র; ২৪। রাজ্যসভার সেক্রেটারী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখার্জি; ২৫। মহারাষ্ট্রের সমাজ সেবিকা শ্রীমতী তারাবাঈ মোদক; ২৬। পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সেক্রেটারী শ্রীতরলোক সিং এবং ২৭। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ ভেঙ্কটরাম রাঘবন।

এ পর্যন্ত ১১৪ জন 'পদ্মভূষণ' লাভ করিয়াছেন।

পদ্মশ্রী

১। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেল শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ; ২। বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা শ্রীঅশোককুমার

গাঙ্গুলী ; ৩। লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টার ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি ; ৪। কলিকাতার সমাজসেবী মাদার ম্যারী টেরেসা ; ৫। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সেক্রেটারী শ্রী সি. নরসিংহম ; ৬। মহীশূরের কানাড়ী পণ্ডিত শ্রী সি. কে. বেঙ্কট রামিয়া ; ৭। গুজরাটের লোককবি শ্রীদুলাভাই কাগ ; ৮। কলিকাতার ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ-বিহারী পাল ; ৯। কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযোসেফ ছুরাই রাজ ; ১০। ক্রিকেট খেলোয়াড় নরী জে. কন্‌ট্রাক্টর ; ১১। মাদ্রাজের সমাজসেবী শ্রী এন. জি. রামস্বামী আয়ার ; ১২। বোম্বাইয়ের সমাজসেবী ডাঃ কৃষ্ণরাও এস. মাস্কার ; ১৩। উত্তরপ্রদেশের কৃষিবিদ শ্রীনান্‌জি সিং ; ১৪। ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রী পি. আর. উমরিগর ; ১৫। টেনিস খেলোয়াড় শ্রীরামনাথন কৃষ্ণান ; ১৬। মধ্যপ্রদেশের চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার মুখার্জী ; ১৭। কলিকাতার ডিরেক্টার-জেনারেল অব অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী শ্রীএস. জে. সাহনী ; ১৮। গৌহাটি তৈল শোধনা-গারের জেনারেল ম্যানেজার মেজর জেনারেল সারদা সিং ; ১৯। হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীশান্তিকুমার ত্রিভুবন দাস রাজা ; ২০। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শ্রীশ্রীধর শর্মা ; ২১। উড়িষ্যার কবি ও সাহিত্যিক শ্রীশচী রাউত রায় ; ২২। গ্যাংটকের পর্বতারোহী শ্রীসোলম গ্যায়াটসো ; ২৩। সাহিত্যিক শ্রীতারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২৪। মাদ্রাজ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রী ভি. পি. আপ্পাডোরাই এবং ২৫। রেলওয়ে বৈদ্যুতীকরণের (কলিকাতা) অতিরিক্ত প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবেঙ্কটেশ রামচন্দ্র বজ্রমুষ্টি।

এ পর্যন্ত ১৩৭ জন পদ্মশ্রী সম্মান লাভ করিয়াছেন।



রাজপুরুষদের প্রাধান্য ও পূর্বিতা

১ম—রাষ্ট্রপতি।

২য়—উপরাষ্ট্রপতি।

৩য়—প্রধানমন্ত্রী।

৪র্থ—রাজ্যপালগণ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায়।

৫ম—ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিগণ ও গবর্ণর জেনারেলগণ।

৬ষ্ঠ—রাজপ্রমুখগণ, তাঁহাদের এলাকায়।

৭ম—ভারতের প্রধান বিচারপতি ;
লোকসভার স্পীকার।

৮ম—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ।

৯ম—ভারতরত্ন উপাধিধারিগণ।

১০ম—ভারতে অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ।

১১শ—১৭ বার তোপধ্বনির সম্মান লাভের যোগ্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ, তাঁহাদের নিজ রাজ্যে।

১২শ—রাজ্যপালগণ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, তাঁহাদের এলাকার বাহিরে।

১৩শ—রাজপ্রমুখগণ, তাঁহাদের এলাকার বাহিরে।

১৪শ—১৭টি বা তাহার অধিক তোপধ্বনি পাইবার অধিকারী দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ, তাঁহাদের রাজ্যের বাহিরে।

১৫শ—বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ।

১৬শ—কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রিগণ ;
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ।

১৭শ—১৫টি বা ১৩টি তোপধ্বনি সম্মান পাইবার অধিকারী দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ।

১৮শ—ভারতে অন্যান্য রাষ্ট্রের দূত ও মন্ত্রিগণ।

১৯শ—সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ।

২০শ—প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ, যাঁহারা ভারতে রহিয়াছেন ;
বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ, যাঁহারা ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছেন।
ভারতে প্রত্যাগত ভারতীয় হাইকমিশনারগণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রের হাইকমিশনারগণ।

২১শ—চার্জ-ডি-এফেয়ার্স ও অস্থায়ী হাই-কমিশনারগণ।

২২শ—জেনারেল কিংবা উহার তুল্য উপাধিধারী সেনাপতিগণ।

২৩শ—হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ ;
রাজ্যবিধান পরিষদের সভাপতিগণ ;
রাজ্য-বিধানসভার স্পীকারগণ।

২৪শ—বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিগণ ;
কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রিগণ ;
এ্যাটর্ণী জেনারেল ;
অডিটর জেনারেল ;
রাজ্যসভার উপ-সভাপতি ;
লোকসভার ডেপুটি স্পীকার।

২৫শ—লেফটেনাণ্ট জেনারেল বা উহার তুল্য উপাধিধারী সেনাপতি।

২৬শ—৯টি বা ১১টি তোপধ্বনি সম্মান পাইবার অধিকারী দেশীয়রাজ্যের নৃপতিগণ।

২৭শ—কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ;
প্রধান ইলেকসন কমিশনার ;
বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রিগণ ;

২৮শ—হাইকোর্টের বিচারপতিগণ।

২৯শ—রাজ্যের উপমন্ত্রিগণ।
রাজ্য-বিধানমণ্ডলের উপসভাপতি ও ডেপুটি স্পীকার ;
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চীফ্ কমিশনারগণ, নিজনিজ এলাকায়।

৩০শ—সংসদের সভ্যবৃন্দ।

৩১শ—জেনারেল বা তুল্য উপাধির অধিকারী অফিসারগণ ;
রাষ্ট্রপতির সচীব ;
ভারত সরকারের সচিবগণ এবং প্রধান-মন্ত্রীর মুখ্য একান্ত সচিব ;

ভারতে প্রত্যাগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ ;
তপশিলী জাতি ও উপজাতি কমিশনার ;
অস্থায়ী সেনাপতি যাঁহাদের মেজর বা তুল্য উপাধি রহিয়াছে ;
ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ বা বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন ;
রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি ;
রেলওয়ে বোর্ডের ফাইনানসিয়াল কমিশনার ;
সলিসিটার জেনারেল ;
সিকিমের পলিটিক্যাল অফিসার ;
রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যগণ।

৩২শ—কূটনৈতিক প্রতিনিধি ব্যতীত বিদেশী রাষ্ট্র প্রেরিত মিশনের প্রতিনিধিগণ ,
লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী অফিসারগণ।

৩৩শ—ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ ;
টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ;
সেন্ট্রাল ওয়াটার ও পাওয়ার কমিশনের চেয়ারম্যান ;
ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের উপ-সভাপতি ;
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (প্রতিরক্ষা)–এর আর্থিক উপদেষ্টা ;
সামরিক বাহিনীর মেজর জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী কর্মচারিগণ।

৩৪শ—রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ;
রাজ্যসরকারসমূহের মুখ্য সচিবগণ ;
ফাইনানসিয়াল কমিশনারগণ ;
কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ ;
ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং ;
রাজস্ববোর্ডের সদস্যগণ।

৩৫শ—স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
তথ্যসংস্থার ডাইরেক্টার ;
রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারগণ ;
ভারত সরকারের এষ্টাব্লিশমেন্ট অফিসার ;
ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারিগণ ;
ভারতে আগত ৪র্থ শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ ;
মেজর জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী অফিসারগণ ;
সারভেয়র জেনারেল ;
টেরিফ কমিশনের সদস্যগণ ;
রাজ্যসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ;
বিভাগীয় কমিশনারগণ ;
অসামরিক বিমান পরিবহণের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
সাপ্লাইজ এণ্ড ডিসপোজাল-এর ডাইরেক্টার জেনারেল ;
অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীজ-এর ডাইরেক্টার জেনারেল ;
ভারতীয় নৌবাহিনীর কমোডোর ইনচার্জ নৌঘাঁটি বা এলাকা ;
ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডোর পর্যায়ের কম্যাণ্ডার ;
নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরের কর্মচারিগণ, কমোডোর এবং এয়ার কমোডোর পর্যায়ের ;
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চীফ কমিশনার, স্বীয় এলাকার বাহিরে ;
অল ইণ্ডিয়া রেডিও ডাইরেক্টার জেনারেল ;
রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ;
বিদেশী রাষ্ট্র প্রেরিত মিশনের উপদেষ্টাগণ ;
ডেপুটি অডিটার জেনারেল।

ভারতে বৈদেশিক অতিথি

[গত বৎসরের ন্যায়, এই বৎসরও (১৯৬১-৬২) ভারতে বহু বিশিষ্ট বৈদেশিক নেতা, রাজনীতিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে এই দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। সম্পাদক, 'বর্ষপঞ্জী']

॥ লিন্‌ডন বাইসেন জনসন ॥

(মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)

মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস্-প্রেসিডেন্ট লিন্‌ডন বাইসেন জনসনের জীবন-কাহিনী বিশেষ চমক্প্রদ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে টেক্সাস শহরে তাঁহার জন্ম হয় এক দরিদ্র-পরিবারে। নয় বৎসর বয়সের সময় যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই জুতা পালিশের কাজ লইতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনসনের কর্মজীবনের শুরু। কখনও গাড়ি ধোলাই-এর কাজ, কখনও বা রাস্তা নির্মাণের কাজ—কোনো কাজেই জনসন পিছ-পা নহেন। কিন্তু জীবনে বড় হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষারও প্রয়োজন। জনসন একদিন প্রায় কপর্দকহীন অবস্থাতেই শহর ত্যাগ করিলেন এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলেন সান্‌মার্কাস-এ। সেখানকার সাউথওয়েস্ট টীচার্স কলেজে তিনি ভর্তি হইলেন। সে সময় তিনি পড়ার খরচ চালাইতেন নিকটবর্তী একটি স্কুলের দারোয়ানগিরি করিয়া। তিন বৎসর পরে জনসন ডিগ্রি লইয়া কলেজ হইতে বাহির হন। কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হয় মার্কিণ কংগ্রেসের বিখ্যাত সদস্য, রিচার্ড ক্লেবার্গের সঙ্গে। ক্লেবার্গ জনসনকে তাঁহার অন্যতম সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ক্লেবার্গের আর একজন সেক্রেটারী শ্রীমতী ক্লডিয়া আন্টা টেলর-এর সহিত জনসন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর ক্লেবার্গের সহিত মিঃ ও মিসেস জনসন ওয়াশিংটনে চলিয়া আসেন। দুই বৎসর পরে জনসন নির্বাচন-প্রার্থীরূপে দাঁড়াইলেন এবং তিনি নয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোটে পরাজিত করিয়া 'হাউস্ অব্ রিপ্রেজেনটেটিভস্'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। সেই হইতে এগার বৎসর তিনি টেক্সাস-এর প্রতিনিধি-রূপে কংগ্রেসে ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসন সেনেটের সদস্য নির্বাচিত

হন এবং ঐ-পদে পুনর্নির্বাচিত হন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনেটের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন। আইসেনহাওয়ারের পর কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে, লিন্ডন জনসন নির্বাচিত হন ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে।

[১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে জনসন সস্ত্রীক নয়াদিল্লীতে পৌছান এবং ভারত-সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে এদেশের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন।]

॥ ডক্টর ফারেঙ্ক মুনিখ ॥

(হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী ফারেঙ্ক মুনিখ। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুনিখ আইন-বিষয়ে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুনিখ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনীর সহিত রাশিয়া অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু জারের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় মুক্তি পান ও কম্যুনিস্ট মুক্তি ফৌজে যোগ দেন। বিপ্লবের পর স্বদেশে ফিরিয়াই মুনিখ হাঙ্গেরিয়ান কম্যুনিস্ট-পার্টি গড়িয়া তোলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার দল শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই আবার রাশিয়াতে পালাইয়া যান। বহুদিন পর্যন্ত সেখানেই তিনি নানা কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধিলে মুনিখ সেখানে যান ও জনৈক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলরূপে ৯নং ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড্ পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন স্টালিনগ্রাডে রুশদের সহ-যোদ্ধারূপে। তারপর রুশ সেনাবাহিনীর সঙ্গেই তিনি হাঙ্গেরীতে ফিরিয়া আসেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি হাঙ্গেরীর পুলিশ কমিশনার এবং ফিনল্যাণ্ড বুলগেরিয়া ও রাশিয়াতে রাষ্ট্রদূতের কার্য করেন। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গারীতে হাঙ্গামার সময় তাঁহাকে নাগী-মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হয়। কাদার-মন্ত্রিসভায় মুনিখ নিযুক্ত হন দেশরক্ষা-মন্ত্রীরূপে। সেই সঙ্গে তাঁহাকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাও দেওয়া হয়। তারপর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী-মাসে তাঁহাকে নির্বাচিত করা হয় হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রীরূপে। মুনিখ একই সঙ্গে হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার নাগরিক।

[১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট-মাসে ফারেঙ্ক মুনিখ ভারত-সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। এদেশের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান তিনি পরিদর্শন করেন।]

॥ হায়াতো ইকেদা ॥

(জাপানের প্রধানমন্ত্রী)

হায়াতো ইকেদা জাপ-সাগরের তীরবর্তী য়ুশিনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হায়াতো ইকেদা টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন-বিষয়ে স্নাতক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর অর্থ-মন্ত্রণালয়ে চাকুরী লইয়া তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাজ করেন। তাঁহার এই দীর্ঘদিনের চাকুরী হইতে আর্থনীতিক বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহাই ক্রমশ তাঁহাকে রাজনীতির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের এক বৎসর পরে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া যোশিদা মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। তিনি জাপানের প্রতিনিধি পরিষদে পরপর চারবার নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে যোশিদার নেতৃত্বে চতুর্থবার যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহাতে তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী হন। কিছুদিন পরে তিনি মন্ত্রী-পদ ত্যাগ করিয়া লিবারেল-পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসিবাসীর নেতৃত্বে জপ-মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে ইকেদাকে পুনরায় অর্থমন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কিসি-মন্ত্রিসভাতেও তিনি ঐ-পদে বহাল থাকেন। প্রধানমন্ত্রী কিসি দ্বিতীয়বার যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন তাহাতে হায়াতো ইকেদা যোগ দেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীরূপে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কিসি-মন্ত্রিসভার পতন হইলে, ইকেদা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

[১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর-মাসে হায়াতো ইকেদা ভারত-পরিদর্শনে আসেন। সরকারী অতিথিরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিবার সময় তিনি কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন।]

॥ সৈয়দ পেত্রা ইব্‌নি আল্‌মার্‌হাম্ ॥

(মালয়ের রাজা)

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নয়টি পৃথক্ রাজ্য লইয়া মালয়-ফেডারেশন গঠিত হয়। তাহারই একটি রাজ্য—পার্লিস। সেই পার্লিসের সিংহাসনে রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন হিজ হাইনেস্ সৈয়দ পেত্রা ইব্‌নি আল্‌মার্‌হাম্ সৈয়দ হাসান জামাল-উল্‌লাইল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি এখন আর শুধু পার্লিসের রাজা নহেন, সমগ্র

মালয় ফেডারেশনের নির্বাচিত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা, অর্থাৎ 'প্যারামাউন্ট' রুলার অব্ মালয় (স্থানীয় ভাষায়—দি ইয়াং ডি-পার্টুয়ান অ্যাগং) তাঁহার জন্ম হয়—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা মালয় অধিকার করিলে তিনি জাপানীদের ভয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পলাইয়া গিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। ছয় বৎসর পরে, জাপানীদের পতনের পর সৈয়দ পেত্রা আবার পার্লিসে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তিনি নিজের উদ্যোগেই বহুবিধ গঠনমূলক কাজ করিয়াছেন। প্রতি শুক্রবার তিনি এক এক মসজিদে নামাজ পড়েন এবং সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন। তাঁহার পত্নীর নাম—রাজা পেরমাইসুরি অ্যাগং। নামের আগে 'রাজা' শব্দটির প্রয়োগ বিচিত্র। ইহারা দশটি সন্তানের জনক-জননী (পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে)। রাণী এখনও আইপোর একটি অ্যাংলো-চাইনীজ স্কুলে ইংরেজী-ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করিতেছেন।

[ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে মালয়ের রাজা ও রাণী ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত দর্শনে আসেন। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সেই পরিভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আসিয়াছিলেন কলিকাতায়।]

॥ লিওনিদ্ ইলিইচ্ ব্রেঝ্নেফ্ ॥

(সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট)

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতি-মণ্ডলীর সভাপতি লিওনিদ্ ইলিইচ্ ব্রেঝ্নেফ্ ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ১৯-এ ডিসেম্বর ইউক্রেনের অন্তর্গত কামেন্স্কোয়ে শহরের এক শ্রমিক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কার্স্ক্-এর 'ল্যাণ্ড অর্গানিজেশন অ্যাণ্ড অ্যামেলিওরেশন স্কুল' (ভূমি সংগঠন ও উন্নয়ন বিদ্যালয়) হইতে স্নাতক-রূপে বাহির হন। ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি ইউরাল-অঞ্চলে ভূমি-সংক্রান্ত নানাবিধ কাজে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর ১৯৩৫ সাল হইতে তিনি একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় ইঞ্জিনীয়ার-রূপে কাজ করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাস হইতে ব্রেঝ্নেফ্ দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির একটি আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী-রূপে নির্বাচিত হন। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট-পার্টির ১৯শ কংগ্রেসে (অধিবেশনে) ব্রেঝ্নেফ্-কে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত করা হয় এবং উক্ত কমিটির পূর্ণাঙ্গ

অধিবেশনে তিনি সেক্রেটারী ও সভাপতি মণ্ডলীর (প্রেসিডিয়াম-এর) বিকল্প সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। পার্টির ২০শ ও ২২শ অধিবেশনে তাঁহাকে পুনরায় কেন্দ্রীয়-কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয় এবং ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাস হইতেই তিনি সেভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট-পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হন। ১৯৬০-সালের মে মাসে লিওনিদ্ ব্রেঝ্নেফ্ হন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার পূর্বে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মার্শাল ভরোশিলফ্। ১৯৬১ সালে তাঁহাকে "হিরো অব্ সোস্যালিস্ট লেবার অব্ দি সোভিয়েট ইউনিয়ন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

[ভারতের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট লিওনিদ্ ইলিইচ্ ব্রেঝ্নেফ্ ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে এদেশে আসেন এবং একপক্ষকাল ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। তিনি কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডেপুটি-প্রেসিডেণ্ট টুরাবাই কুলাটোফ্ ও ডেপুটি-ফরেন-মিনিস্টার (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) যেকফ্ মালিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

॥ য়ুরি গ্যাগারিন ॥

(প্রথম মহাকাশচারী সোভিয়েট তরুণ)

প্রথম মহাকাশচারী সোভিয়েট তরুণ মেজর য়ুরি গ্যাগারিন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার স্মোলেনসিক অঞ্চলের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন সর্বপ্রথম স্কুলে ভর্তি হন, তাহার কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফলে, তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে গ্যাগারিন তাঁহার পড়াশুনার সুযোগ পান এবং কালক্রমে তিনি মস্কোর নিকটবর্তী এক সান্ধ্য শ্রমিক বিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হন এবং পরে এক ব্যবসায়-শিক্ষানিকেতন ও শ্রমিক-বিদ্যালয় হইতেও স্নাতক হন। এই সময় স্থানীয় এক ফ্লাইং-ক্লাবে ভর্তি হইয়া তিনি উড়োজাহাজের পাইলটরূপে শিক্ষালাভ করেন। য়ুরি গ্যাগারিন পাইলটরূপেই তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। গ্যাগারিন নিজের দক্ষতার গুণে বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়া অল্পদিনের মধ্যেই মেজর পদে উন্নীত হন। 'ভস্টক'-১ রকেটের মধ্যে বসিয়া তিনি যেভাবে স্বীয় মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন এবং সুস্থ দেহে যেভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বেরই পরিচায়ক।

[ভারত সরকারের অতিথিরূপে মেজর য়ুরি গ্যাগারিন সস্ত্রীক ১৯৬১-খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের যে-সকল স্থান পরিদর্শন করেন তাহাদের মধ্যে কলিকাতা অন্যতম।]

॥ ওলফার্ট ভিগো কাম্প্‌মান ॥

(ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী)

ডেনমার্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ওলফার্ট ভিগো কাম্প্‌মান-এর জন্ম হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা ছিলেন একজন সৈনিক। পুত্র কিন্তু পিতার পথ অনুসরণ করেন নাই। তিনি বরাবরই লেখাপড়া লইয়া কাটাইয়াছেন এবং অর্থনীতি বিষয়েই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। বি. এ. পরীক্ষায় পাস করিয়া তিনি এক জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেই প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার কর্মজীবনের এগারটি বৎসর কাটিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাম্প্‌মান অর্থনীতি বিষয়ক নানারকম সরকারী কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকদিনের জন্য অর্থমন্ত্রীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সোস্থাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অনুরোধে কাম্প্‌মান সাধারণ নির্বাচনে নামিয়া সহজেই জয়লাভ করেন। সেই বৎসর যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় কাম্প্‌মান তাহাতে যোগ দেন অর্থমন্ত্রী রূপে। সেই হইতে ডেনমার্কের রাজনীতিতে কাম্প্‌মান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও 'সোস্থাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র নেতা হান্‌সেনের মৃত্যু হইলে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কাম্প্‌মান। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। সেই বৎসর নভেম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কাম্প্‌মান তাহাতে বিজয়ী হওয়ায় পুনরায় ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

[ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে কাম্প্‌মান ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সস্ত্রীক ভারত-দর্শনে আসেন ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁহারা কলিকাতাও পরিদর্শন করিয়া যান।]

॥ ফিল্ড্‌-মার্শাল আব্‌দুল হাকিম আমের্‌ ॥

(সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি)

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি ফিল্ড্‌-মার্শাল আব্‌দুল হাকিম আমের্‌ মিশর-বিপ্লবের (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের) অন্যতম প্রধান নেতা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সম্পন্ন কৃষক-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। কৃষিবিদ্যালয়ে

পড়িতে পড়িতে আমের্ একদিন হঠাৎ সেনাবিভাগে দরখাস্ত করিয়া বসেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তিনি প্রথমে যোগ দেন 'মিলিটারী অ্যাকাডেমী'তে। আঠার মাস শিক্ষালাভের পর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনড্ হইয়া তিনি বাতানার পদাতিক-বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই পদাতিক-বাহিনীর অফিসার-রূপেই তাঁহার সহিত একদিন সেনানায়ক নাসেরের পরিচয় হয়। সেই হইতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। মিশর-বিপ্লবের কাজে নাসেরের অন্যতম সহকর্মীরূপে কাজ করেন আমের্। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমেরের নাম ঘোষিত হয় প্রধান-সেনাপতিরূপে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ-যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে আমের্ নিযুক্ত আছেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতিরূপে। সেনানায়ক হইলেও আমের্ একজন সাহিত্য-রসিক। ফুটবল-খেলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। মিশরের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি।

[ভারত-সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আব্দুল হাকিম আমের্ ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিবদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ২৬-এ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র-দিবসের অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।]

মিসেস্ জ্যাকুলাইন কেনেডি

(মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্নী)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ জন কেনেডির পত্নী মিসেস্ কেনেডির নাম—জ্যাকুলাইন ব্যুভেয়ার কেনেডি, সংক্ষেপে জ্যাকি। জন্ম ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, লং-আয়ল্যাণ্ডে এক অভিজাত ধনী ফরাসী বংশে। তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকার স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই জ্যাকুলাইন খেলাধূলা ও ঘোড়া চড়ায় পারদর্শিনী এবং দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জর্জ ওয়াশিংটন কলেজ হইতে গ্রাজুয়েটরূপে বাহির হন এবং সাংবাদিকতা-বৃত্তি অবলম্বন করেন। ওয়াশিংটনের দুইটি সংবাদপত্র—'পোস্ট' ও 'টাইমস্ হেরাল্ড'-এর প্রতিনিধিরূপে তিনি একাধারে রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া বেড়ান ও ছবি তোলেন। সাংবাদিকরূপেই তিনি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লণ্ডনে যান এবং বহু ছবি তোলেন। এগার বৎসর পরে তাঁহাকেই আবার রাণী

এলিজাবেথ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে আমেরিকার 'ফার্স্ট লেডি'রূপে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মিঃ কেনেডি তখন ম্যাসাচুসেট হইতে সেনেটের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। মিস্ জ্যাকুলাইন সাংবাদিকরূপেই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান। ক্রমশ রাজনৈতিক মিঃ কেনেডির সহিত সাংবাদিক মিস জ্যাকুলাইনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মিসেস্ কেনেডি বহু গুণের অধিকারিণী। পুস্তক পাঠ ও চিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ অনুরাগী। অতিথি বৎসলা রমণী হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। মিসেস্ কেনেডি আধুনিক চিত্রশিল্পের অন্যতমা ছাত্রী।

[ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণে মিসেস্ কেনেডি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ নয়াদিল্লীতে পৌছান এবং ১০ দিন ব্যাপী আধা-সরকারীভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।]



সাধারণ জ্ঞানের তথ্যাদি

এভারেস্ট অভিযান: ১৯২১ সালে তিব্বত সরকারের অনুমতিক্রমে সর্বপ্রথম এভারেস্ট অভিযান চালিত হয়। ইংলণ্ডের 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' ও 'এলপাইন ক্লাবে'র যুগ্ম উদ্যোগে এবং কর্ণেল সি. কে. হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে প্রথম অভিযান চালিত হইয়াছিল। উহার পর হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচটি অভিযান চালনা করা হয়, কিন্তু কোনটিই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ইহাদের মধ্যে ১৯২৪ সালের অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কর্ণেল ই. এফ. নর্টন ঐ অভিযান উপলক্ষে ২৮,১৬৩ ফিট উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিযানের অপর দুইজন অভিযাত্রী জি. এল. ম্যালোরী এবং এণ্ড্. আরভিনও অনুরূপ উর্ধ্বে আরোহণ করার পর নিখোঁজ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেপাল সরকার অনুমতি দিলে দক্ষিণ দিক্ হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করার চেষ্টা করা হয়; কারণ রাজনৈতিক কারণে তিব্বত হইতে অভিযান চালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হোক ১৯৫১ সালে এরিক শিপটনের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান চালিত হয়; অতঃপর ১৯৫২ সালে ডঃ ই. উইস ডুনাণ্ট-এর নেতৃত্বে আরও একটি ব্যর্থ অভিযান চালিত হইয়াছিল। এই এই অভিযান ২৮,২০০ ফিট উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। উক্ত অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী এডমণ্ড হিলারী ও শেরপা তেনজিং নোরগে ২৯শে জুন, ১৯৫৩, এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন। কর্ণেল জন হাণ্ট ছিলেন এই ঐতিহাসিক অভিযানের নেতা। ইহার পর আরও তিনবার এভারেস্টের চূড়ায় মানুষের পায়ের ছাপ পড়িয়াছে। ১৯৫৬ সালে ডঃ ই. এগলার-এর নেতৃত্বে একটি সুইস অভিযান ২৩শে ও ২৪শে জুন এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ১৯৬১ সালের মে মাসে একটি চীনা অভিযান উত্তর দিক হইতে এভারেস্ট আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

অতলান্তিক রেকর্ডস (Atlantic Records): ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস তাঁহার পালতোলা জাহাজে চড়িয়া ৭০ দিনে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলের জাহাজ ১৭ দিনে অতলান্তিক অতিক্রম করে। ১৯৫২ খৃঃ মার্কিণ জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেটস্' অতলান্তিকের ২৯৪২ মাইল দীর্ঘ জলপথ মাত্র ৩ দিন ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পার হইয়া

যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ জাহাজ 'কুইন মেরী' ৩ দিন ২০ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে অতলান্তিক পার হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক সময়-রেখা (International Date Line): ১৮০° দ্রাঘিমা (Longitude) আন্তর্জাতিক সময় নিরূপণ করার সীমা-রেখা। উক্ত সীমারেখার পশ্চিম ও পূর্বে সময় একদিন অগ্রপশ্চাৎ চলে। ১৮০° দ্রাঘিমা হইতে কোন ব্যক্তি পশ্চিমদিকে যাত্রা স্বরু করা মাত্র তাহার দিনের হিসাব একদিন বাড়িয়া যায় কিন্তু উক্ত সীমারেখা হইতে পূর্বদিকে চলিতে স্বরু করিলে দিনের হিসাব একদিন কমিয়া যায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমারেখার পশ্চিমদিকে যখন ১লা জানুয়ারী তখন পূর্বদিকে ৩১শে ডিসেম্বর।

ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী: লণ্ডনে অবস্থিত প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থাগার; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৮০১ সালে স্থাপিত। সংস্কৃত, ফার্সী ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এবং ইউরোপীয় ভাষায় ২০,০০০ পাণ্ডুলিপি ও ২,৫০,০০০ মুদ্রিত পুস্তক এই গ্রন্থাগারে আছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই গ্রন্থাগার ভারতে স্থানান্তরীত করার দাবী করা হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান এই বিষয়ে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ: এ. কারসেৎজি (১৮৪১), শ্রীনিবাস রামানুজম (১৯১৮), জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০), চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ (১৯৩০), মেঘনাদ সাহা (১৯৩১), বীরবল সাহানী (১৯৩৬), কে. এস. কৃষ্ণাণ (১৯৪০), হোমি জে. ভাবা (১৯৪১), শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩), এস. চন্দ্রশেখর (১৯৪৪), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৯৪৫), ডি. এন. ওয়াদিয়া (১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৫৮), শিশিরকুমার মিত্র (১৯৫৯) এবং টি. আর. শেষাদ্রি (১৯৬০)।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয় সভ্যগণ: এম. ভাওয়ানাগ্রী, দাদাভাই নৌরজী, এস. সাকলাৎওয়ালা, লর্ড এস. পি. সিংহ (রায়পুর) এবং লর্ড অরুণকুমার সিংহ (রায়পুর)।

মার্কিণ কংগ্রেসের ভারতীয় সদস্য: দিলীপ সিং সৌন্দ।

বৃটিশ প্রিভিকাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণ: স্যার বি. সি. মিত্র, সৈয়দ আমীর আলি, ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, লর্ড এস. পি. সিংহ, স্যার ডি. এফ. মোল্লা, স্যার সাদিলাল, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মহামান্য আগা খাঁ, স্যার আকবর হায়দারী, ডঃ এম. আর. জয়াকর এবং স্যার সি. মাধবন নায়ার।

॥ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ॥

কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
রয়্যাল সোসাইটির সভ্য—এ. কারসেৎজী
ব্যারনেট—স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর
পীয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য—স্যার মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভিক্টোরিয়া ক্রস-প্রাপ্ত—নায়েক খুদাদাদ্ খান
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত
কে. সি. এস. আই.—রাধাকান্ত দেব
আই. এম্. এস্—গুডিভ চক্রবর্তী
প্রাদেশিক লাট—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—আমীর আলি
কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা
কলিকাতার মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি
ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মহিলা রাষ্ট্রদূত—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মহিলা মন্ত্রী (প্রাদেশিক)—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মহিলা স্পীকার—ডাঃ সুশীলা নায়ার (দিল্লী বিধানসভা)
সেনাপতি (সৈন্য বাহিনী)—জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা
সেনাপতি (বিমান বাহিনী)—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি
সেনাপতি (নৌবাহিনী)—এডমিরাল আর. ডি. কাটারী
মহিলা কংগ্রেস-সভাপতি—সরোজিনী নাইডু
মহিলা ব্যারিস্টার—শ্রীমতী কর্ণেলিয়া সোরাবজি
এ্যাডভোকেট জেনাঃ—ভি. বি. আয়েঙ্গার
রয়্যাল আর্টিষ্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্যার উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্মিথ পুরস্কারপ্রাপ্ত—ভূপতিমোহন সেন
আই. সি. এস্. পদ ত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু
বিলাত-যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়
মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী
মহিলা এম্. এ.—চন্দ্রমুখী বসু
লণ্ডনের ডি. এস-সি.—জগদীশচন্দ্র বসু
ইংরাজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত
বার্লিনের মহিলা পি-এইচ. ডি.—প্রভাবতী দাশগুপ্ত
মহিলা এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র
গভর্ণর জেনারেল—চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী
মহিলা গভর্ণর—সরোজিনী নাইডু
ষ্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত—ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লু
আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার—স্যার অতুল চ্যাটার্জি
কেম্‌ব্রিজের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু
ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়
হাইকোর্টের মহিলা বিচারপতি—শ্রীমতী আন্না চান্দি (কেরালা)
মহিলা মেয়র—শ্রীমতী সুলোচনা মোদী (বোম্বাই করপোরেশন)
মার্কিন কংগ্রেসের সভ্য—দিলীপ সিং সৌন্দ
ইংলিশচ্যানেল সন্তরণকারী—মিহির সেন
ঐ মহিলা —শ্রীমতী আরতি সাহা
মহিলা প্যারাসুটিষ্ট—শ্রীমতী গীতা চন্দ
টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—কে. এস. রণজিৎ সিংজী

॥ বিশ্বের সর্বোচ্চ ॥

গিরিশৃঙ্গ—এভারেস্ট (ভারতবর্ষ, ২৯০০২ ফুট)

অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (নিউইয়র্ক, ১০২ তলা ও ১২৫০ ফুট উচ্চ)

মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা, ১৫১ ফুট)

গির্জা—উলম ক্যাথিড্রাল (জার্মানী, ৫২৯ ফুট)

মালভূমি—পামির (মধ্য এশিয়া)

নগর—ফারি (তিব্বত, ১৪,৩০০ ফুট)

বাঁধ—বুল্ডার ড্যাম (আমেরিকা)

॥ বিশ্বের দীর্ঘতম ॥

বারান্দা—রামেশ্বর মন্দির (ভারত, ৪,০০০ ফুট)

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—ছাপরা (২৫২৭ ফিট)

রেললাইন—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (লেনিনগ্রাড, ভ্লাডিভোষ্টক)

সুড়ঙ্গপথ—তান্না (জাপান, ১৩১½ মাইল)

প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (১,৪০০ মাইল)

নদী—মিসিসিপি-মিসৌরী (আমেরিকা. ৪২৪০ মাইল)

নাব্যখাল—সুয়েজ (মিশর, ১০৪½ মাইল)

॥ বিশ্বের সর্বাধিক ॥

বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী (ভারত, বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ ইঞ্চি)

সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল—অজিকিয়া (সাহারার উঃ পঃ সীমান্তে ত্রিপোলিতানিয়াতে অবস্থিত)

সর্বাধিক শীতল অঞ্চল—ভারকোয়ানস্ক, (উত্তর পূর্ব সাইবেরিয়াতে)

সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল

সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা—ফিলিপাইন ডীপ (প্রশান্ত মহাসাগরে, ৩৫,৪০০ ফুট)

॥ বিশ্বের বৃহত্তম ॥

দেশ—ব্রাজিল (দঃ আমেরিকা, ৩২,৮৬,১৭০ বর্গমাইল)

রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া

অট্টালিকা—খিজের পিরামিড (মিশর)

প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)

ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (২০০ টন ওজন, ২১'×২১')

জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (গ্রেট বৃটেন, ৮৫,০০০ টন)

গির্জা—সেণ্ট পিটার্স গির্জা (রোম)

দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ক্যালিফর্নিয়ার পালোমার পর্বতে স্থাপিত যন্ত্রটি বৃহত্তম

মিউজিয়াম—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন)

রেল ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল (নিউইয়র্ক, ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম)

গ্রহ—বৃহস্পতি

গম্বুজ—গুলগম্বুজ (বিজাপুর, ভারত, ১৪৪ ফুট ব্যাস)

হীরক—কুল্লিয়ান (৩,১০৬ ক্যারেট)

হীরকখনি—কিম্বারলি (দঃ আফ্রিকা)

মুক্তা—বেরেসফোর্ড হোপ পার্ল (১,৮০০ গ্রাম)

নগর—টোকিও (জনসংখ্যা ৮১,৬১,০০০)

আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া (হাওয়াই দ্বীপ)

খিলান—সিডনি হারবার ব্রীজ (অষ্ট্রেলিয়া)

মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা, ৩০,০০,০০০ বর্গ মাইল)

দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড (উঃ অতলান্তিক, ৬,৩৬,৫১৯ বর্গমাইল)

মহাদেশ—এশিয়া (১,৬৯ ৯০,০০০ বর্গমাইল)

মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর (৬,৩৮,০১,০০০ বর্গমাইল)

॥ বিখ্যাত আবিষ্কারসমূহ ও আবিষ্কারকদের নাম ॥

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
৯৯৬	ঘড়ি (যান্ত্রিক)	পোপ সিলভেষ্টার	(ফ্রান্স)
১৪৫০	আধুনিক ছাপাখানা	গুটেনবার্গ	(জার্মানী)
১৬০৮	দূরবীন	লিপার্সি	(হল্যাণ্ড)
১৬৭৫	মাইক্রোস্কোপ ও প্রথম জীবাণু দর্শন	লিউবেনহোক	(হল্যাণ্ড)
১৬৮২	হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন	উলিয়াম হার্ভে	(ইংল্যাণ্ড)
১৬৮৭	মাধ্যাকর্ষণ	আইজ্যাক নিউটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৪৫	লিডেনজার কণ্ডেন্সার	ফন ক্লাইষ্ট	
১৭৬৫	ষ্টীম ইঞ্জিন	জেমস ওয়াট্	(স্কট্ল্যাণ্ড)
১৭৬৬	হাইড্রোজেন	হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৭৪	অক্সিজেন	জোসেপ্ প্রিষ্টলি	(ইংল্যাণ্ড
১৭৮৩	বেলুন	মনগোলফিয়ের	(ফ্রান্স)
১৭৯৬	বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮০০	চলমান বিদ্যুৎ ও সেল	কাউন্ট এলেসাণ্ডো ভোল্টা	(ইতালী)
১৮০৭	ষ্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন	(আমেরিকা)
১৮১৫	কয়লা খনির আলো	হামফ্রে ডেভি	(ইংল্যাণ্ড)
১৮১৯	ষ্টেথোস্কোপ	রেণী লেনেক	(ফ্রান্স)
১৮২৭	দেশলাই	জন ওয়াকার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮২৯	ষ্টীম লোকোমটিভ	জর্জ স্টিফেনসন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৩১	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইণ্ডাকসান	মাইকেল ফ্যারাডে	(ইংল্যাণ্ড)
”	ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ	সেমুয়েল মর্স	(আমেরিকা)
১৮৩৫	রিভলভার	কোল্ট	(আমেরিকা)
১৮৪২	ইথার	লং	(আমেরিকা)
১৮৪৬	সেলাইকল	ইলিয়াস হাউই	(আমেরিকা)
১৮৫২	লিফট্	ওটিস	(আমেরিকা)
১৮৫৬	ইস্পাত	হেনরী বেসেমার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৫৯	অভিব্যক্তিবাদ	চার্লস ডারুইন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৬৫	বংশগতির সূত্র	গ্রিগার মেণ্ডেল	(অষ্ট্রীয়া)
১৮৬৬	ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	(সুইডেন)
১৮৬৮	টাইপরাইটার	সোলস	(আমেরিকা)
১৮৬৯	এয়ার ব্রেক	ওয়েষ্টিং হাউস	(আমেরিকা)
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	(আমেরিকা)
১৮৭৭	মাইক্রোফোন	বার্লিনার	(আমেরিকা)
”	ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৭৯	ইলেকট্রিক বালব	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৮০	টিটেনাস বীজাণু	নিকোলেয়ার	

১৮৮০	টাইফয়েড বীজাণু	এবার্টগ্যাফ্‌কি	
১৮৮৪	ফাউনটেন পেন	ওয়াটারম্যান	(আমেরিকা)
১৮৮৫	লাইনোটাইপ	মার্গেন্থেলার	(আমেরিকা)
"	ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার	ষ্টানলি	
১৮৮৭	ইলেকট্রিক মোটর	নিকোলা টেস্‌লা	(চেকোশ্লোভাকিয়া)
১৮৮৮	ক্যামেরা	ইষ্টম্যান কোডাক	(আমেরিকা)
১৮৯৩	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	(জার্মানী)
১৮৯৫	ফটোইলেকট্রিক সেল	এলর্মার ও গাইটেল	(জার্মানী)
"	এক্স রে	কনরেড উইলেন রঞ্জেন	(জার্মানী)
১৮৯৬	বেতার বার্তা প্রেরণ	জি. মার্কণি	(ইতালী)
১৮৯৭	ইলেক্‌ট্রন	জে. জে. টম্‌সন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৯৮	রেডিয়াম	পিয়েরে ক্যুরী ও ম্যাডাম ক্যুরী	(ফ্রান্স)
"	সাবমেরিন	হল্যাণ্ড	(আমেরিকা)
১৯০২	আলোর গতি	এ. এ. মাইকেলসন	(আমেরিকা)
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	(আমেরিকা)
১৯১৩	পারমাণবিক সংখ্যা	মোজলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯১৪	যুদ্ধের ট্যাঙ্ক	স্যুইনটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৯২৫	টেলিভিসন	বেয়ার্ড	(স্কটল্যাণ্ড)
১৯৩২	ডয়টেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন)	হ্যারল্ড উরে	
"	সালফা ড্রাগস্‌	জেরার্ড ডোম্যাক	(জার্মানী)
১৯৩৪	ভারীজল	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩৭	নাইলন	ডাব্লু. এচ. কেরোদার্স	(আমেরিকা)
১৯৩৮	পেনিসিলিন	এ. ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লেরি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯৪১	ডি ডি টি	পলমূলার	(স্যুইজারল্যাণ্ড)

।। কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা-দিবস ।।

ভারতবর্ষ—১৫ই আগস্ট
বেলজিয়াম—২১শে জুলাই
চীন—১০ই অক্টোবর
সিংহল—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
ব্রহ্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
চেকোশ্লোভাকিয়া—২৮শে অক্টোবর
ফিন্‌ল্যাণ্ড—৬ই ডিসেম্বর
ফ্রান্স—১৪ই জুলাই
গ্রীস—২৫শে মার্চ
ইতালী—২৬শে মার্চ

নরওয়ে—১৭ই মে
পাকিস্তান—১৪ই আগস্ট
পোল্যাণ্ড—৩রা মে
পর্তুগাল—৫ই অক্টোবর
ফিলিপাইন—৪ঠা জুলাই
সোভিয়েট রাশিয়া—৭-৮ই নভেম্বর
স্পেন—১৪ই এপ্রিল
তুরস্ক—১লা নভেম্বর
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—৪ঠা জুলাই
মেক্সিকো—১৬ই সেপ্টেম্বর

॥ জাতীয় আন্দোলনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ॥

সিপাহী বিদ্রোহ : ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সতীদাহ নিবারণ ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন, দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ, পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ, ভারতীয় সিপাহিগণকে পশু-চর্বিতে প্রস্তুত টোটা ব্যবহারে বাধ্য করা প্রভৃতি নানাকারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারত হইতে অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যাপসরণের সুযোগ লইয়া ১৮৫৭ সালের মে মাসে প্রথমে বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে এবং দেখিতে দেখিতে উহা উত্তর ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। দিল্লীর মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট ঘোষণা করিয়া নানা সাহেব, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তান্তিয়া তোপীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ শতদ্রু হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করিয়া লয়। কিন্তু একতা ও সুপরিচালনার অভাবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয়। নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন ; লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন এবং তান্তিয়া তোপী শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেন। ১৮৫৯ সালের ৮ই জুলাই শান্তি ঘোষিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ : বাংলার শক্তিকে খর্ব করিয়া ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে তাহার নেতৃত্বকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেন। ঐ বৎসর ১৬ই অক্টোবর সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। এই বিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। অতঃপর ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপস্থিতিতে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার : মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার-দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। উহাতেই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয় যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড-এর যুক্ত অনুমোদনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত শাসন আইনের সংস্কারকল্পে একটি বিল আনয়ন করা হয়। দীর্ঘ দুই বৎসর আলোচনান্তে বিলটি ১৯১৯ সালে যথারীতি গৃহীত ও আইনে

পরিণত হয়। আইনটি কার্যকরী হয় আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ, ১৯২১ সালে।

আলোচ্য আইনে এই সকল ব্যবস্থা থাকে:—(১) ভারত সচিবের পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস, (২) লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার পদের সৃষ্টি ও উহাতে ভারতীয় নিয়োগ, (৩) বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় গ্রহণ, (৪) 'Legislative Assembly' ও 'Council of State' নামক দুই সভা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার সৃষ্টি এবং উহাতে নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। আলোচ্য আইনের মেয়াদ দশ বৎসর ধার্য করা হইয়াছিল।

রাউলাট আইন: মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। ঠিক ঐ সময়েই তুরস্কের সুলতানের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 'খিলাফৎ আন্দোলন' দানা বাঁধিয়া ওঠে। এই সকল আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড 'রাউলাট আইন' প্রবর্তন করেন এবং ইহার ফলেই ভারতে এক বিভীষিকাময় 'নরমেধ যজ্ঞে'র অনুষ্ঠান হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড: ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। ঐ বৎসর ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসর নগরীর (পাঞ্জাব) জালিয়ান-ওয়ালাবাগ নামক স্থানটিতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য এক সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ও' ডায়ারের আদেশে বেপরোয়া গুলী চালাইয়া নির্মমভাবে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয়। ইহাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সাইমন কমিশন: ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বর স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য লইয়া ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়। প্রধানতঃ এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় এবং উহার বিচার্য বিষয়সমূহ হইতে অবিলম্বে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবার' প্রশ্নটি কার্যতঃ বাদ দেওয়ায়, দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কমিশন ভারতে আগমন করিলে সর্বত্র উহাকে বয়কট করা হয়। কমিশনের রিপোর্ট যাহাতে গৃহীত না হয় তজ্জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। অবশেষে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে সাইমন রিপোর্ট কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়।

ডাণ্ডি অভিযান : ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ প্রাতঃকালে গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহীসহ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাই 'ডাণ্ডি 'অভিযান' নামে পরিচিত। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০, আইন ভঙ্গ করেন; ৫ই মে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠক : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত আপস-রফা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে উক্ত শাসন-সংস্কার অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। সুতরাং উহাতে আন্দোলন হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য ১৯২৯ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি অক্টোবর (১৯২৯) মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন ও ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা প্রচার করেন। উহাতে তিনি এইরূপ আভাষ দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে শীঘ্রই লণ্ডনে এক 'গোল টেবিল বৈঠক' আহ্বান করিবেন এবং উহাতে সকল রাজনৈতিকদল ও ভারতীয় নৃপতিগণ আমন্ত্রিত হইবেন। অতঃপর বৈঠকের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯৩০ সালের মার্চ মাসে) কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করে ও গান্ধীজী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। যাহাহোক, ১২ই নবেম্বর, ১৯৩০, সম্রাট পঞ্চম জর্জ লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন। উহাতে কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ায় ২য় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের তরফ হইতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠক ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। ৩য় গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হয় ১৭ই নভেম্বর, ১৯৩২, এবং শেষ হয় ১৪ই ডিসেম্বর। এই তিনটি বৈঠকে অনুষ্ঠিত বিস্তৃত আলাপ আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন : তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন আইনের সংস্কার সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব সমূহ একটি 'শ্বেত পত্রে'র আকারে প্রকাশ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই

ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি 'জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি' নিয়োগ করা হয়। উক্ত কমিটি বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া যে রিপোর্ট দান করেন তাহার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' বিল উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার পরে ১৯৩৫ সালের ২২শে আগষ্ট উহা গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজসমূহ লইয়া কেন্দ্রে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠন করাই ছিল এই আইনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু বিবিধ 'রক্ষাকবচ' (Safeguards), 'সংরক্ষণ' (Reservations) ও বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities) প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশে আইনটি এমন একটি রূপ ধারণ করে যে, উহা কোন দলকেই খুশী করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ব্রিটিশ-প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করা হয়। তদনুসারে প্রদেশগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হয়। কিন্তু আইনের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা আর কার্যে পরিণত করা যায় নাই। কারণ ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বিপর্যয়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভারত অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে।

ক্রীপস্ মিশন : ১৯৪১ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর ও ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটায় ভারতের উপর জাপানী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হয়। ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতীয় জনমত তখন স্বাধীনতার দাবীতে বিক্ষুব্ধ। পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে প্রগতিশীল ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আপস মীমাংসার জন্য নয়াদিল্লী আগমন করেন (মার্চ, ১৯৪১)। ইহাই 'ক্রীপস্ মিশন' নামে আখ্যাত। বলাবাহুল্য, ক্রীপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশন : তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ভারতে এক মিশন প্রেরণ করেন। তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী উক্ত মিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহাদের নাম :—(১) লর্ড পেথিক লরেন্স (ভারত সচিব), (২) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (বাণিজ্য মন্ত্রী) ও (৩) মিঃ এ. ভি. আলেক্জাণ্ডার (নৌ সচিব)। ইহাই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের বিরোধী দাবীর

মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুষ্ঠু পন্থা নির্ধারণের জন্যই এই মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করেন এবং তিনমাসকাল কর্মব্যস্ত থাকিয়া ২৯শে জুন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

র‍্যাডক্লিফ কমিশন: ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য ৩০শে জুন বড়লাট দুইটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ উল্লিখিত উভয় কমিশনেরই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দুইটি কমিশনের সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

॥ বাংলা সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি, বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস, বিচারপতি মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস. এ. রহমান।

॥ পাঞ্জাব সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি দীন মহম্মদ মুনীস, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং।

ভারতীয় গণপরিষদ: ১৯৪৭ সালের ১৬ই মে 'ক্যাবিনেট মিশন' ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেন তাহাতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার্থ একটি 'গণপরিষদ' (Constituent Assembly) গঠনের আবশ্যকতা উল্লিখিত হয়। সংবিধান রচনার কাজ অবিলম্বে সুরু করা প্রয়োজন; কিন্তু ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 'গণপরিষদ' গঠনে বহুবিলম্ব হইবে। এই অবস্থায় স্থির হয় যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকেই যথারীতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা গণপরিষদ গঠন করা হইবে। তদনুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা উহার সভ্যদের মধ্য হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করিয়া পাঠায়। এই প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়;—(১) প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন, (২) প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবে তাহাদের সদস্য নির্বাচন করে।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। উহাতে ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ অস্থায়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুসলীম লীগ এই অধিবেশন বর্জন করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সহকারী সভাপতির আসনে নির্বাচিত হন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ও স্যার টি. ভি.

কৃষ্ণমাচারী। ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর গণপরিষদ 'সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত করেন এবং ২৬শে নভেম্বর উহা গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে অর্থাৎ, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গণপরিষদ ভারতের পার্লামেন্ট রূপেও কাজ করিতেছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর উহার দ্বৈতরূপের অবসান ঘটে।

॥ বিবিধ ঘোষণা, সনদ ইত্যাদি ॥

মনরো নীতি (Monroe Doctrine): মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরো ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে নীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাই 'মনরো নীতি' নামে খ্যাত। মার্কিণ রাজনীতিতে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না এবং প্রতিদানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত কোন ইউরোপীয় উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই হইল মনরো নীতির মূলকথা।

ব্যালফোর ঘোষণা (Balfore Declaration): ২রা নভেম্বর ১৯১৭, তদানীন্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচীব এ. জে. ব্যালফোর 'ব্রিটিশ জিয়নিষ্ট ফেডারেশন'-এর সভাপতি লর্ড রথচাইল্ডকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি স্থাপনের প্রতি সরকার বাহাদুর-এর মনোভাব অনুকূল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। উহার সাফল্যের জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে একথা স্পষ্ট করিয়া জানান যাইতেছে যে, প্যালেস্টাইনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাগরিক বা ধর্মীয় অধিকার কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ কোন কাজ করা যাইবে না, অথবা বর্তমানে ইহুদীরা অন্যান্য দেশে যে অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিতেছে তাহাও সঙ্কুচিত করা হইবে না।" ইহাই 'ব্যালফোর ঘোষণা' নামে আখ্যাত। এই ঘোষণা উপলক্ষ করিয়া তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাহোক, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিবৎসর প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে 'স্বাধীন ইসরাইল' রাষ্ট্র স্থাপন করা হইয়াছে।

চতুর্বিধ স্বাধীনতা (Four Freedoms): প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী মার্কিণ কংগ্রেসে এক ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, মানুষের পক্ষে চারিপ্রকার স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই চারিটি স্বাধীনতা হইল:—(১) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) নিজের ইচ্ছামত

পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনার স্বাধীনতা, (৩) অভাব ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তি।

অতলান্তিক সনদ (Atalantic Charter) : ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল যুক্তভাবে স্বাক্ষর করিয়া এই সনদ প্রচার করেন। এই সনদে ৭টি প্রধান বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (১) আঞ্চলিক বা অন্যবিধ সম্প্রসারণ বন্ধ করা (২) কোন অঞ্চলবিশেষের অধিবাসিগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যতীত উক্ত অঞ্চলের সীমা পরিবর্তন না করা, (৩) প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছামত গভর্ণমেণ্ট গঠনের অধিকার স্বীকার করা, (৪) যে সকল জাতির স্বাধীনতা জোর করিয়া হরণ করা হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা, (৫) বাণিজ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একইরকম শর্ত প্রয়োগ করা, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং (৭) নাজিবাহিনী ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগতে শান্তি স্থাপন করা।

পঞ্চশীল : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই 'পঞ্চশীল'-এর মূলকথা। 'পঞ্চশীল' বলিতে বোঝায় :—(১) পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমমর্যাদা ও পারস্পরিক উপকার সাধন এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে নয়াদিল্লী হইতে শ্রীনেহরু ও চৌ এন্-লাই-এর যুক্ত বিবৃতিতে এই মহান্ নীতি সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়; অতঃপর বান্দুং সম্মেলনে উহার বহুল আলোচনা হয়।

॥ বিবিধ পরিকল্পনা ॥

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা : যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মার্শাল যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাহাই 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালের ৫ই জুন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে প্যারিসে ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একটি বৈঠক বসে এবং উহাতে তাঁহারা এক অর্থনৈতিক কার্যসূচী রচনা করেন। সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থদ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই উক্ত রাষ্ট্রগুলি আপন আপন দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করিবে—ইহাই ছিল উক্ত কার্যসূচীর লক্ষ্য। ৪ বৎসর কার্য করার জন্য ১৬টি রাষ্ট্রের পক্ষে ২২,৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলিয়া দাবী করা হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্শাল

পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করে ও পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করে।

কলম্বো-পরিকল্পনা : ৬ বৎসর মেয়াদী এই পরিকল্পনার কার্য ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া কম্যুনিজমের প্রসার প্রতিরোধ করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কার্যসূচী স্থির করা হয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ঋণগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দেয় চাঁদা প্রভৃতিদ্বারা ১৮৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য অঞ্চলের দেশগুলির শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং রেলওয়ে ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইহার সহিত সহযোগিতা করে।

সুম্যান পরিকল্পনা : ১৯৫০ সালের ৯ই মে ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সুম্যান এক প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম ইউরোপের সমুদয় ইস্পাত ও কয়লা এক সমবায় ব্যবস্থার অধীনে আনা হউক। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ উহা গ্রহণ করে। তদনুসারে ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে।

॥ বিবিধ সংস্থা ॥

আরব লীগ : ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্রগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠা করে মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কমন্‌ওয়েল্‌থ : ইংল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, 'রোডেসিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশন'—এই ৯টি স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া প্রথমতঃ 'কমন্‌ওয়েল্‌থ' পত্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে 'ঘানা' (প্রাক্তন গোল্ডকোষ্ট) স্বাধীনতা লাভ করিলে কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ১৯৫৭ সালে মালয়ও উহার অন্যতম সদস্য পদলাভ করে। ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়া এবং ১৯৬১ সালে সাইপ্রাস ও সিয়েরা লিয়ন কমনওয়েলথ-এর সদস্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা কমন্‌ওয়েল্‌থ ত্যাগ

করিয়াছে। সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের বন্ধনে সদস্যরাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী কমন্‌ওয়েল্‌থের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত।

কমিনফর্ম (Cominform): 'Comunist Information Bureau'-কে সংক্ষেপে বলা হয় 'Cominform'। ইহাকে ভূতপূর্ব 'কমিণ্টার্ণ' বা Communist International-এর উত্তরাধিকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হইত। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে অক্টোবর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ইহা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, ইতালী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া এই নয়টি রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করাই ছিল এই সংস্থার কাজ। রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধ ঘটায় ইহার সদর দপ্তর ১৯৪৮ সালে বুখারেষ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সমূহে স্ট্যালিন-প্রভাব বিস্তারের হাতিয়াররূপে এই সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মিটমাট হওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাউন্সিল অব্ ইউরোপ: ৫ই মে, ১৯৪৯, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য এই সংস্থার পত্তন করে। ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত:—(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমিতি ও (২) আলোচনাকারী সভা। প্রতিরক্ষা ব্যতীত এই সভায় সারারণ স্বার্থবিশিষ্ট যে কোন বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সভা পররাষ্ট্র মন্ত্রী সমিতির নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করার কোন ক্ষমতা ইহার নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার যাহার আদর্শ সেরূপ যে কোন রাষ্ট্র ইহার সভ্য হইতে পারে। ১৯৪৯ সাল হইতে অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড ও তুরস্ক ইহার সদস্য হইয়াছে।

॥ সন্ধি, চুক্তি, সামরিক গোষ্ঠী ইত্যাদি ॥

ভার্সাই চুক্তি (Versailles Treaty): প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে ২২শে জুন, ১৯১৯, যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাই 'ভার্সাই চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানীকে তাহার সাম্রাজ্যের বহু ভূখণ্ড মিত্র শক্তির নিকট ছাড়িয়া দিতে হয় এবং স্থির হয়:—(১) জার্মান সৈন্য বাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা চলিবে না, (২) জার্মান সামরিক-বাহিনীতে এক লক্ষের অধিক সৈন্য রাখা চলিবে না, (৩) জার্মানী ছয়টি

যুদ্ধজাহাজ, ছয়টি ক্রুজার ও ছয়টি ডেষ্ট্রয়ার-এর অধিক নৌ-বাহিনীতে রাখিবে না, (৪) কোন সাবমেরিণ, সামরিক বিমান, ভারী কামান রাখা বা কোন দুর্গ নির্মাণ করা চলিবে না। বিজয়ী শক্তিবর্গ ১৫ বৎসর 'রাইনল্যাণ্ড' দখল করিয়া রাখিবে এবং 'সার' অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক অঞ্চলে পরিণত করা হইবে। জার্মানী মিত্রশক্তির যুদ্ধজনিত সকল ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে; ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ৬৬০০০০০০০০ পাউণ্ড স্থির করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে নাজি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হইতে সকল সামরিক বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করা হইতে থাকে। ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে ১৯৩২ সালে উহা একেবারেই অস্বীকার করা হয়।

পটস্‌ডাম চুক্তি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে জার্মানীর পটস্‌ডাম শহরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৫ সালে ১৭ই জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত এক বৈঠকে মিলিত হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্র শক্তিবর্গ জার্মানী সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই বৈঠকে তাহাই অনুমোদন করা হয়। ইহাই 'পটস্‌ডাম চুক্তি' নামে পরিচিত। যে সকল বিষয়ে এই বৈঠকে মতৈক্য হয় তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান:—(১) আপাততঃ জার্মানীতে কোন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে না, (২) জার্মানীর আর্থিক বনিয়াদ বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে, (৩) জার্মানীতে ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও সামরিক অর্থনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, (৪) কোনিংসবার্গ নগরী ও উহার সংলগ্ন এলাকাসমূহ সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হইবে ও (৫) পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তরেখা ওডার-নীস লাইন বরাবর টানা হইবে।

এনজাস (A. N. Z. U. S.): অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (Australia, Newzealand and the United States) এই তিনটি রাষ্ট্র ১৯৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর স্যানফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে 'এনজাস' নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই তিনটি পক্ষের যে কোন একটির উপর আক্রমণ ঘটিলে অন্যপক্ষ তাহা প্রতিরোধ করিবে।

বলকান চুক্তি (Balkan Pact): গ্রীস, তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সামরিক মৈত্রী চুক্তি। ইহা ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ব্লেড শহরে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে একটি স্থায়ী 'পরিষদ' গঠন করা হয়; ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঙ্কারায় ইহার প্রথম বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে প্রত্যেক

রাষ্ট্র হইতে ২০ জন পার্লামেন্টের সদস্য লইয়া একটি পরামর্শসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তিন পক্ষের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও অনুমোদন লাভ করে।

ন্যাটো (NATO) : North Atalantic Treaty Organisation বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন্যাটো'। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির চুক্তিবদ্ধ সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম :— মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, তুরস্ক, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, ইতালি, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী, পর্তুগাল। ১৯৫১ সালের ১৯শে জুন লণ্ডনে ১২টি রাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ইহা জন্মলাভ করে।

সিয়েটো (SEATO) : South-East Asia Treaty Organisation বা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় ৮টি রাষ্ট্র চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রগুলির নাম—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান।

মেডো (MEDO) : 'বাগদাদ্ চুক্তি' সাধারণতঃ Middle East Defence Organisation বা সংক্ষেপে 'MEDO' বলিয়া পরিচিত। মধ্য-প্রাচ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় বাগদাদে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে বৃটেন, ইরাণ ও পাকিস্তান এই চুক্তিতে যোগদান করে; ১৯৫৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ইরাক-বিপ্লবের ফলে এই সংস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ইহা 'সেন্টো' নামে আখ্যাত।

সেন্টো (CENTO) : ১৯৫৮ সালে ইরাকে বিপ্লবের পর ইরাক 'বাগদাদ্ চুক্তি' বর্জন করিলে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া Central Treaty Organisation (সংক্ষেপে Cento) রাখা হয় ও উহার সদর দপ্তর বাগদাদ্ হইতে আঙ্কারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) : 'ন্যাটো'র জবাবে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রজোট পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য আলোচ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ১৪ই মে, ১৯৫৫, সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং হাঙ্গারী এই কয়টি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ওয়ারশতে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর। মস্কোতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি যুক্ত সামরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

॥ কতিপয় রাজনৈতিক শব্দ ॥

আয়রণ কার্টেন (Iron Curtain) : সোভিয়েট রাশিয়া ও উহার অনুগামী রাষ্ট্রসমূহের সীমান্ত বুঝাইতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই এবং যেরূপ কঠোরতার সহিত উহাদের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীকে গোপন করিয়া রাখা হয় তাহা একমাত্র 'লৌহ যবনিকা'র সহিত তুলনীয়।

ইনফ্লেশান (Inflation) : সাধারণভাবে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বুঝাইতে হইলে 'ইনফ্লেশান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমদানী-মূল্য বৃদ্ধি বা পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির জন্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে 'ইনফ্লেশান' বলা চলে না। লোকের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে বাজারে পর্যাপ্ত পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিলে স্বতঃই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ; উহাই 'ইনফ্লেশান'। 'ইনফ্লেশান' ঘটিলে টাকার মূল্যমানের অবনতি ঘটে।

এপারথিড্ (Apartheid) : Apart-hood এই অফ্রিকান শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি ; ইহার অর্থ 'পৃথক্‌করণ'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল পার্টির 'জাতি বৈষম্য নীতি' বুঝায়। ১৯৪৮ সাল হইতে এই পার্টি দক্ষিণ আফ্রিকায় শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতেছে। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বেতকায় জাতিগুলির উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতেই জাতি বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হইতে উহা এক উৎকট বিভীষিকাময় ছুঁৎমার্গের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ন্যাশনাল পার্টি পরপর এমন কতকগুলি আইন রচনা করিয়াছে যাহার দ্বারা কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রার সবকিছুর উপরই আক্রমণ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের বলে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার, চলাফেরা, বাসস্থান, সম্পত্তি অর্জন, বৃত্তিগ্রহণ বা বিবাহ করার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে কৃষ্ণকায়দের প্রতিনিধিত্ব বাতিল, স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং শহরাঞ্চলে কৃষ্ণকায়গণের

স্থায়ী বসবাস অসম্ভব করাই ন্যাশনাল পার্টির লক্ষ্য। ১৯৫৩ সালে আইন করিয়া কৃষ্ণকায় অধিবাসীর পক্ষে ধর্মঘট করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ন্যাশনাল পার্টির 'পৃথককরণ' নীতির মূল কথা শ্বেতকায় জাতির আধিপত্য ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৭৯ জন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার 'জাতিবৈষম্য' বা 'পৃথককরণ' নীতি ধিকৃকৃত হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাহার 'জাতি বৈষম্য' নীতি পরিবর্তন অপেক্ষা 'কমনওয়েলথ' ত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে।

ক্রেম্‌লিন (Kremlin): রুশ ভাষায় 'দুর্গ'। কিন্তু ইহা দ্বারা জারের রাজত্বকালে মস্কোর যে দুর্গটি রাজপ্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইত, বিশেষ করিয়া উহাকেই বুঝায়। বর্তমানে সোভিয়েট সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর ক্রেমলিনে অবস্থিত।

বেনেলুক্স (Benelux): বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ-এর মধ্যে শুল্ক একীকরণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'বেনেলুক্স'। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, লণ্ডনে এক চুক্তি সম্পাদনের ফলে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭, ইহা কার্যকরী হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী একই রকম শুল্কের হার প্রবর্তন করা হয়।

ব্যাম্বু কার্টেন (Bamboo Curtain): কম্যুনিস্ট চীনের চতুর্দিকের সীমান্তের বাধানিষেধ বুঝাইবার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী বহির্বিশ্বে অবাধ প্রকাশের সুযোগ নাই; উল্লিখিত 'বাঁশের পর্দা' দিয়া উহা গোপন করিয়া রাখা হয়।

ব্রেইন ওয়াসিং (Brain washing): কোন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণ। পূর্বে কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কেই এই শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে কোন লোকের আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বুঝাইতে হইলেই ইহা ব্যবহার করা হয়।

কুপ ডি' এটাট (Coup d' Etat): গভর্ণমেণ্টে বা সামরিক বিভাগে অনুষ্ঠিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অকস্মাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা পরিবর্তন সাধনের নাম 'Coup d' Etat'. সাধারণ বিপ্লবের (Revolution) সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা উপরতলা হইতে ঘটান হয়। কিন্তু বিপ্লব ঘটিয়া থাকে নীচুতলা হইতে অর্থাৎ, সাধারণ জনতার বিদ্রোহের ফলে।

ফেলাঞ্জিস্টস্ (Falangists): স্পেনের ফ্যাসিস্টদল। ১৯৩৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জোস এন্টোনিও প্রিমোডি রিভেরা 'ফেলাঞ্জিস্টস্' দলের প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি রিপাবলিক্যানগণ কর্তৃক গুলীতে নিহত হন। ১৯৩৭ সালে এপ্রিল মাসে এই দল অন্যান্য দক্ষিণ-পন্থী দলের সহিত মিলিত হইয়া যে বৃহৎ দলটি গঠন করে তাহাই ১৯৩৯-৪২ সাল পর্যন্ত দেশের আইন সভার কাজ চালায়।

ফ্যাসিজম্ (Fascism): ১৯১৯ সালে ইতালীতে বেনিটো মুসোলিনি এই নীতি প্রবর্তন করেন। ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদপূর্ণ, কম্যুনিজমের বিরোধী ও একনায়কত্বের সমর্থক। এই দলের সদস্যগণ কৃষ্ণবর্ণের শার্ট পরিধান করিত। ১৯২২ সালে মুসোলিনী কর্তৃক ক্ষমতালাভের পর ইতালীতে ফ্যাসিস্ট পার্টিই একমাত্র অনুমোদিত রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করার সুবিধা পাইয়াছিল।

নাজি (Nazi): জার্মানীতে হিটলার পরিচালিত 'ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট' পার্টির সংক্ষিপ্ত নাম। জার্মানীতে প্রথম প্রথম সোশ্যালিস্টগণ 'SOZI' বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার সহিত সাদৃশ্য রাখার জন্যই 'NAZI' কথাটির উৎপত্তি হয়। গোড়ায় পার্টির নাম ছিল 'NAZI-SOZI' কিন্তু পরে কেবল মাত্র 'NAZI' শব্দটিই চলিতে থাকে।

জেস্টাপো (Gestapo): হিটলার-এর আমলে জার্মানীর 'গুপ্ত পুলিশ বাহিনী'। ইহাদের কাজ ছিল কৌশলে নাজি-বিরোধী ব্যক্তিগণকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের শাস্তি দান করা। এই উদ্দেশ্যে ইহারা অনেক নাজি-বিরোধী বেআইনী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইত।

গ্যালাপ পোল (Gallup Poll): জনমত নির্ধারণের জন্য আমেরিকায় ডঃ গ্যালাপ কর্তৃক আবিষ্কৃত উপায়। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী প্রশ্নসমূহের উপর জনমত আহ্বান করা হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সাধারণতঃ নির্বাচনের পূর্বাভাষের জন্য এই উপায় ব্যবহার করা হয়।

রেফারেণ্ডাম (Referendum): কোন রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নির্বাচক মণ্ডলীর মতামত জানার জন্য যে গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহাকেই 'রেফারেণ্ডাম' বলা হয়।

পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column): এই কথাটির উৎপত্তি হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ হইতে (১৯৩৬-৩৯)। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ চারিদিক হইতে চারিটি বাহিনীতে রাজধানী ম্যাড্রিড আক্রমণ করে; এই সময়ে আর একটি বাহিনী সরকারী মহলে নাশকতা ও আতঙ্কসৃষ্টি দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য গুপ্তভাবে কাজ করিয়াছিল। ইহারাই 'পঞ্চম বাহিনী'। বর্তমানে এই কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কার্যে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেই বোঝায়।

॥ মনুষ্য-সৃষ্ট বিস্ময় ॥

মিশরের পিরামিডঃ নীল নদের পশ্চিম তীরে ঘিজের দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পিরামিডগুলি অবস্থিত। ফ্যারাওগণের সমাধিস্থান-রূপে ৩১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্মিত। সর্ববৃহৎ পিরামিডের আদি উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট—বর্তমানে ৪৫০ ফুট উচ্চতা আছে। ভিত্তির নিকটে ব্যাসের পরিমাপ ৭৪৬ বর্গফুট এবং ১০ একর জমির উপর ইহা অবস্থিত। যখন অক্ষত অবস্থায় ছিল তখন মোট ২৩ লক্ষ নীল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ইহা নির্মিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার আশেপাশে মোট ছোটখাটো আরও ৭০টি পিরামিড আছে।

রোডস্-দ্বীপের কলোসাস্ঃ ২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লিণ্ডাসের ক্যারেস্ কর্তৃক গ্রীক সূর্যদেবতা হেলিয়স্ বা অ্যাপোলোর ১২০ ফুট এই প্রতিমূর্তিটি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। পিতল কিংবা ব্রোঞ্জের নির্মিত এই মূর্তিটি ২২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়। রোমে ১১০ ফুট উচ্চ নীরোর প্রতিমূর্তি ছিল এই ধরনের আর একটি কলোসাস্।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানঃ ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা নেবুকাডনেজ্জার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটে এই শূন্যোদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৭৫ হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত মৃত্তিকার উর্ধ্বে ইহার অবস্থিতি ছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

জিউসের প্রতিমূর্তিঃ প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীসের অলিম্পাস মন্দিরে গ্রীক দেবরাজ জিউসের এই ৫৮ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও সুবর্ণ-নির্মিত এই মূর্তিটি রত্নশোভিত একখানি সুদৃশ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে খৃষ্টান আক্রমণকারিগণ এই মূর্তিটি ধ্বংস করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোস্ঃ ৪০০ ফুট উচ্চ শ্বেতমর্মরনির্মিত বিশ্ব-বিখ্যাত বাতিঘর। ২৬৫ হইতে ২৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রাজা টলেমি ফিলাডেল্ফাস্ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে এই বাতিঘরটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা নির্মাণকল্পে যে ব্যয় পড়িয়াছিল অধুনিক হিসাবে তাহার পরিমাণ হইবে কমপক্ষে সাড়ে আট লক্ষ ডলার। ভূমিকম্পে ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বিনষ্ট হয়।

আল্হাম্ব্রাঃ দক্ষিণ স্পেনের গ্রাণাডায় পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ হইতে ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূর রাজা আল্ আহ্মার কর্তৃক নির্মিত বিরাট প্রাসাদ। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিধারে নির্মিত বৃহৎ হলঘর ও প্রকোষ্ঠ ইহার বৈশিষ্ট্য।

নির্মাণকার্যের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকলা লক্ষণীয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মূরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইবার পর ভ্যাণ্ডালগণের আক্রমণে আল্‌হামব্রা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাজমহল : ভারতবর্ষে আগ্রার গম্বুজশীর্ষসমন্বিত চতুষ্কোণাকৃতি একটি সমাধি। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থ সম্রাট্ শাহজাহান ১৬২৯ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা ২১০ ফুট। তাজমহলের বহির্ভাগের অনেক অংশ হীরামুক্তা মাণিক্যাদির দ্বারা সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত ছিল। সমাধি প্রকোষ্ঠের ঠিক ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যাস ৫৮ ফুট।

মিশরের স্ফিংক্স : উত্তর মিশরের ঘিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর নির্মিত নরমুণ্ড-বিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। আনুমানিক ৩৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ফ্যারাও চেফ্রেস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। স্ফিংক্সটির উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, লম্বালম্বিভাবে মুখের আয়তন ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি, নাকের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে মুখের আয়তন ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি।

চীনের প্রাচীর : উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্তে বিস্তৃত মৃত্তিকা ও প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ১৪০০ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর। চীন সম্রাট শি হোয়াং-এর আমলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলেও ইহার অধিকাংশ সমাপ্ত হইয়াছিল সিঙ সম্রাটগণের আমলে ১৩৬৮ হইতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রতি ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ এক একটি গম্বুজ আছে। প্রাচীরের পাদদেশের বিস্তৃতি ১৫ হইতে ৩৫ ফুটের মধ্যে, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত ও প্রাচীরের উপরিভাগে বিস্তৃতি ১৫ ফুট।

জাভার বুদ্ধ মন্দির বা বড় বুদর : ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভা-দ্বীপে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভার দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ। সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঊর্ধ্বে ৫২ ফুট পরিধির একটি চূড়া। মন্দিরের পাদদেশের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট।

রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা : পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। ইতালীর রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সময় ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য শেষ হয়। এই গির্জাটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উপাসনাদি উপলক্ষে এই গির্জায় ৪৫ হাজার নরনারীর স্থান সঙ্কুলান হয়।

তিব্বতের পোতালা: তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দালাই লামার আবাস-গৃহ। কিয়ু চু নদীর তীরে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। এই বাসগৃহের দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট। গিরিদুর্গের মত দেখিতে। মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। এই গৃহের মধ্যে দালাই লামার বাসস্থান, অতিথি অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার স্থান ও বহু উপাসনার মন্দির আছে।

শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা: ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিত; বুদ্ধদেব ব্রহ্মের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিজের আটগাছা চুল উপহার দিয়াছিলেন, তাহা রাখিবার জন্য এই প্যাগোডা নির্মিত হয়। প্যাগোডার চারিদিকে আরও বহু ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইহার পাদদেশের পরিধি ১৩৫০ ফুট এবং শীর্ষদেশ 'স্বর্ণপত্রে' আবৃত।

রোমের কলোসিয়াম: একটি ডিম্বাকৃতি রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। ইহার পরিধি ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেস্‌পাসিয়ান ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পরে টাইটাস্‌ নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মর্মর পাথর ও কংক্রিটে নির্মিত এই অ্যাম্পিথিয়েটারে পর পর তিন সারি খিলান ছিল এবং অক্ষত অবস্থায় এই কলোসিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ১৫৭ ফুট এবং মঞ্চের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫ ফুট ও প্রস্থ ছিল ১৮৩ ফুট।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং: ১০২ তলা সমন্বিত ও ১২৫০ ফুট উচ্চ। নিউইয়র্কের এই অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন। ১৯৩১ সালে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দৃষ্টিপথে পড়ে।

স্বাধীনতার মূর্তি: নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে এই মূর্তিটি স্থাপিত আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেন্ট এই মূর্তিটি মার্কিণ জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক বার্থল্ডি কর্তৃক নির্মিত। ইহা হাতে জলন্ত আলোকবর্তিকা-ধারিণী একটি নারীমূর্তি। মূর্তির নিজ উচ্চতা ১৫১ ফুট কিন্তু ভিত্তির পাদদেশ হইতে মূর্তির হাতের আলোকবর্তিকা পর্যন্ত উচ্চতা হইল ৩১০ ফুট। মূর্তিটি ধাতুনির্মিত ও ভিতর ফাঁপা হইলেও ইহার ওজন ২২৫ টন। মূর্তির অভ্যন্তরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে। মূর্তির পাদদেশে এম্মা ল্যাজারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে।

॥ পৃথিবীর কতকগুলি আদিম উপজাতি ॥

অ্যাপাচেস্‌ঃ আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোনিবাসী যাযাবর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গোষ্ঠী।

আজ্‌টেকঃ মেক্সিকোর হিস্পানীয় যুগের পূর্ববর্তী সভ্যতাস্থাপনকারী জাতি।

বাস্কস্‌ঃ ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একটি উপজাতি—হয়তো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের ভাষার উদ্ভবসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসাধ্য—বর্তমানে ইহাই ইউরোপের একমাত্র অনার্য ভাষা।

বেদুইনঃ আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সেমিটিক জাতীয় যাযাবর গোষ্ঠী।

বার্বারঃ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সর্বাধিক সংখ্যাবিশিষ্ট উপজাতি। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়, আরব ও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাতন হামিটিক ভাষার সঙ্গে ইহাদের ভাষার গভীর সম্বন্ধ দেখা যায়। ধর্মের দিক হইতে ইহারা মুসলমান।

বুশমেন্‌ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোয়েড শ্রেণীর আদিম উপজাতি।

কসাকঃ ডন ও নীপার নদীর তীরে রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের অধিবাসী।

ক্রোসীয়ঃ সার্ব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট শ্লাভ শ্রেণীর একটি শাখা—দক্ষিণ ইউরোপে দেখা যায়।

এস্কিমোঃ উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সুমেরু অঞ্চলাস্থিত অধিবাসী। ইহাদিগকে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু দূরে বাস করিলেও ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

জিপসীঃ এক শ্রেণীর যাযাবর মানব-গোষ্ঠী। পৃথিবীর বহু দেশে ইহাদের দেখা যায়। ইহাদিগকে ভারতীয় কোন উপজাতির বংশধর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ায় জিপসীদের বিরাট বিরাট কেন্দ্র আছে।

হ্যামাইট্‌ঃ কৃষ্ণকায় অথচ নিগ্রো নয়; ইহাদিগকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা যায়।

হটেনটট্‌ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

রেড ইণ্ডিয়ান: আমেরিকায় ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হয়। কলম্বস্ ইহাদিগকে এই নাম দিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে তাম্রবর্ণ, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ খাড়া খাড়া চুল। ইহারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ হইতে উদ্ভূত—ইহাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মাগিয়ার: কেন্দ্রীয় হাঙ্গারীর একটি উপজাতি অধিবাসী—তাতার উপজাতি হইতে উদ্ভূত। ইহারা ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষায় কথা বলে।

মালয়: বাদামী রঙের উপজাতি—মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার মঙ্গোলীয় ও ককেশীয়—এই দুই শ্রেণীর নরনারীই আছে। ইহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

মাওরী: নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী—সভ্য পলিনেশীয় উপজাতি।

মেলানেশীয়: অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকস্থিত মেলানেশীয় দ্বীপের নিগ্রোয়েড শ্রেণীর অধিবাসী।

মূর: মরক্কোর জনগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কৃষ্ণকায় এবং ইহাদের দেহে আরব ও বার্বার রক্তের সংমিশ্রণ আছে। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

নেগ্রিলো: পীতবর্ণের একটি নিগ্রোয়েড উপজাতি। আফ্রিকার কঙ্গো দেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

নেগ্রিটো: আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও মালয় উপদ্বীপে দৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

পলিনেশীয়: প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের বাদামী দেহবর্ণ-বিশিষ্ট অধিবাসী। ইহাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ।

শ্লাভ: কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে রুশ, বুলগেরীয়, সার্ব, ক্রোট, স্লোভেনীয়, হাঙ্গারীয়দের একাংশ, চেক, শ্লোভাক ও পোলিশ—ইহারা সকলেই শ্লাভজাতির পর্যায়ে পড়ে। জাতি অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কই ইহাদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

॥ বিবিধ তথ্য ॥

সর্বপ্রথম সংবাদপত্র: রোম হইতে প্রকাশিত 'য়্যাক্টাডার্ণা' নামক সংবাদ পত্রই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত। ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদ পত্রের নাম 'হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট' (ইংরাজী)। ১৭৮০ সালে উহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম 'বাঙ্গাল গেজেট'; ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

নবরত্নঃ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে যে নয় জন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারাই 'নবরত্ন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামঃ কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

বার ভূঁইয়াঃ প্রতাপাদিত্য (যশোহর), চাঁদ রায় ও কেদার রায় (বিক্রমপুর), কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ), লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া), চাঁদগাজি (চাঁদ প্রতাপ), গণেশ রায় (দিনাজপুর), হাম্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ (তাহিরপুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁঠীয়া), ফজলগাজি (ভাওয়াল) ও ইশা খাঁ মসনদ আলি (খিজিরপুর) ইহারাই প্রাচীন বাংলার বার ভূঁইয়া নামে আখ্যাত।

প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহঃ হিন্দুঃ বেদ; বৌদ্ধঃ ত্রিপিটক; খৃষ্টানঃ বাইবেল; পার্শীঃ জেন্দ আবেস্তা; মুসলমানঃ কোরাণ; শিখঃ গ্রন্থসাহেব।

দশাবতারঃ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

দ্বাদশ রাশিঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

নবগ্রহঃ সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

সপ্তর্ষিঃ বশিষ্ঠ (অরুন্ধতীসহ), অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু।

সপ্তদ্বীপঃ জম্বু, প্লক্ষ, শল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সপ্তসমুদ্রঃ দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদুদক।

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক হত্যাঃ (১) ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ হেনরী—১৬১০ সালে রেভেইলাক জনৈক নামক ধর্মোন্মাদ কর্তৃক নিহত হন; (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন—ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি এক শ্রেণীর মার্কিণ নাগরিকের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ১৮৬৫ সালে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন; (৩) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড—১৮৮১ সালে রাজনৈতিক কারণে নিহত হন; (৪) রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার—১৩ই মার্চ ১৮৮১, সেন্টপিটার্সবার্গে নিহিলিষ্টগণ জারের গাড়ীর নীচে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে; (৫) অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ড—২৮ জুন, ১৯১৪, সারাজেভোতে নিহত হন এবং এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া একমাসের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়; (৬) লিয় ট্রট্স্কি—রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা, স্ট্যালিনপন্থীদের সহিত মতদ্বৈধতার দরুন কম্যুনিস্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত হন ও মেক্সিকোতে

নির্বাসন-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তথায় ১৯৪০ সালে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন; (৭) মহাত্মা গান্ধী—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮, নয়াদিল্লীর প্রার্থনা সভায় নাথুরাম বিনায়ক গডসে কর্তৃক গুলীর আঘাতে নিহত হন; (৮) আউঙ্গ সঙ্গ—ব্রহ্মদেশের অন্তবর্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯শে জুলাই, ১৯৪৭, শাসন পরিষদের বৈঠক চলিবার সময় গুণ্ডাদল অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে ও অপর নয়জন মন্ত্রীকে গুলী করিয়া হত্যা করে; (৯) জর্ডানের রাজা আবদুল্লা—২০শে জুলাই, ১৯৫১, নিহত হন; (১০) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ—১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১, এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে গুলীর আঘাতে নিহত হন; (১১) ইরাকের রাজা ফৈজল—১৩ই জুলাই ১৯৫৮, সামরিক বিপ্লবের ফলে নিহত হন; (১২) সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক—১৯৫৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গুলীর আঘাতে আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর মারা যান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রিগণের নাম

১৭২১ স্যার আর. ওয়ালপোল
১৭২৪ আর্ল অব উইমিংটন
১৭৪৩ হেন্‌রী পেল্‌হাম
১৭৫৪ ডিউক অব নিউক্যাসল
১৭৫৬ ডিউক অব ডেভনশায়ার
১৭৫৭ * উইলিয়াম পীট
১৭৬২ আর্ল অব বুট
১৭৬৩ জর্জ গ্রেনভিল
১৭৬৫ মার্কুইস অব রকিংহাম
১৭৬৬ আর্ল অব চ্যাথাম (২য় বার)
১৭৬৭ ডিউক অব গ্র্যাফটন
১৭৭৬ লর্ড নর্থ
১৭৮২ মার্কুইস অব রকিংহাম (২য় বার)
১৭৮২ † আর্ল অব সেলবুর্ণ
১৭৮৩ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড
১৭৮৩ উইলিয়াম পীট (ছোট)
১৮০১ হেনরী এ্যাডিংটন
১৮০৪ উইলিয়াম পীট (২য় বার)
১৮০৬ লর্ড গ্রেনভিল
১৮০৭ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড (২য় বার)
১৮০৯ স্পেন্সার পার্সিভ্যাল
১৮১২ লর্ড লিভারপুল
১৮২৭ জর্জ ক্যানিং
১৮২৭ লর্ড গোডরীচ্‌
১৮২৮ ডিউক অব ওয়েলিংটন
১৮৩০ আর্ল গ্রে
১৮৩৪ ভাইকাউণ্ট মেলবোর্ণ

* পরে আর্ল অব চ্যাথাম ও ডিউক অব নিউ ক্যাসল্‌। † পরে মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন।

১৮৩৪ স্যার রবার্ট পীল
১৮৩৫ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ (২য় বার)
১৮৪১ স্যার রবার্ট পীল (২য় বার)
১৮৪৬ লর্ড জন রাসেল
১৮৫২ আর্ল অব ডার্বি
১৮৫২ আর্ল অব এ্যাবার্ডিন
১৮৫৫ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন
১৮৫৮ আর্ল অব ডার্বি (২য় বার)
১৮৫৯ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন (২য় বার)
১৮৬৫ আর্ল রাসেল (২য় বার)
১৮৬৬ আর্ল অব ডার্বি (৩য় বার)
১৮৬৮ ‡ বেঞ্জামিন ডিসরেলী
১৮৬৮ উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন
১৮৭৪ আর্ল অব বিকন্স্ফিল্ড (২য় বার)
১৮৮০ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (২য় বার)
১৮৮৫ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী
১৮৮৬ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (৩য় বার)
১৮৮৬ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী (২য় বা)
১৮৯২ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (৪র্থ বার)
১৮৯৪ আর্ল অব রোজবেরী
১৮৯৫ মার্কুইস অব সল্জবেরী (৩য় বার)
১৯০২ আর্থার জেমস ব্যালফুর
১৯০৫ স্যার এইচ ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান
১৯০৮ হারবার্ট হেনরী এসকুইথ
১৯১৬ ডেভিড লয়েড জর্জ
১৯২২ এনড্রু বোনারল
১৯২৩ স্ট্যানলী বলডুইন
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড
১৯২৪ স্ট্যানলী বলডুইন (২য় বার)
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (২য় বার)
১৯৩৫ স্ট্যানলী বলডুইন (৩য় বার)
১৯৩৭ এন. চেম্বারলেন
১৯৪০ ডবলিউ. চার্চিল
১৯৪৫ সি. আর. এ্যাটলী
১৯৫০ সি. আর. এ্যাটলী (২য় বার)
১৯৫১ স্যার ডবলিউ. চার্চিল (২য় বার)
১৯৫৫ স্যার এন্টনি ইডেন
১৯৫৬ মিঃ হারল্ড ম্যাক্‌মিলান

মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের নাম

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৭৮৯	জর্জ ওয়াশিংটন
১৭৯২	"
১৭৯৬	জন এ্যাডামস্
১৮০০	টমাস জেফারসন্

‡ পরে আর্ল অব বিকন্স্ফিল্ড

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট	নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৮০৪	টমাস জেফারসন্	১৮৮১	চেস্টার এ. আর্থার
১৮০৮	জেমস্ ম্যাডিসন্	১৮৮৪	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮১২	"	১৮৮৮	বেঞ্জামিন হ্যারিসন্
১৮১৬	জেমস্ মুনরো	১৮৯২	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮২০	"	১৮৯৬	উইলিয়াম ম্যাকিন্লি
১৮২৪	জন কুইন্সি এ্যাডাম্স্	১৯০০	"
১৮২৮	এ্যাণ্ড্রু জ্যাক্সন্	১৯০১	থিয়োডোর রুজভেল্ট
১৮৩২	"	১৯০৪	"
১৮৩৬	মার্টিন ভ্যান্ বুরেন্	১৯০৮	উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট্
১৮৪০	উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (হুইগ)	১৯১২	উড্রো উইলসন্
১৮৪১	জন টাইলার	১৯১৬	"
১৮৪৪	জেমস্ কে পোলক্	১৯২০	ওয়ারেন গ্যামালিয়েন হার্ডিং
১৮৪৮	জ্যাকারি টেইলর্	১৯২৩	ক্যালভিন কুলিজ্
১৮৫০	মিলার্ড ফিলমোর	১৯২৪	"
১৮৫২	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স	১৯২৮	হারবার্ট কার্ল হুভার
১৮৫৬	জেমস্ বুকানন	১৯৩২	ফ্রাঙ্কলিন্ লোনো রুজভেল্ট
১৮৬০	এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন্	১৯৩৬	"
১৮৬৪	"	১৯৪০	"
১৮৬৫	এ্যাণ্ড্রু জন্সন্	১৯৪৪	"
১৮৬৮	ইউলিসিস সিম্পন গ্রাণ্ট	১৯৪৫	হ্যারী এস. ট্রুম্যান
১৮৭২	"	১৯৪৮	"
১৮৭৬	রাদারফোর্ড বার্চার্ড হেস্	১৯৫২	ডি. ডি. আইসেনহাওয়ার
১৮৮০	জেম্স্ এ্যাব্রাহাম গারফিল্ড	১৯৫৬	"
		১৯৬০	জন ফিট্জারেল্ড কেনেডি

॥ বিশ্ব-ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখসমূহ ॥

খৃষ্টপূর্বাব্দ

৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।
৭৫৩—রোম মহানগরীর পত্তন।
৬০৯—নিনেভের পতন।
৬০৫—পারস্যে জোরোয়াষ্টারের উদ্ভব।
৫৬৩—চীনে কনফুসিয়াস ও লাও সে-র জীবিতকাল।
৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।
৪৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ।
৪৮০—থার্মপলি ও সালামিসের যুদ্ধ।
" গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডেসের জন্ম।
৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।
৩৯০—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।
৩৮৪—ডেমোস্থিনিসের জন্ম।
৩৮৪—এ্যারিষ্টোটলের জন্ম।
৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।
৩৩৬—ফিলিপ নিহত—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্ড্রিয়া শহরের পত্তন।
৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।
২১৪—চীনের প্রাচীর নির্মাণারম্ভ।
১০২—জুলিয়াস সিজারের জন্ম।
৫৫—জুলিয়াস সিজারের বৃটেন আক্রমণ।
৪৪—জুলিয়াস সিজার নিহত; অ্যান্টনি কর্তৃক রোম অধিকৃত।
৪—যীশুখৃষ্টের প্রকৃত জন্ম সাল।

খৃষ্টাব্দ

৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃষ্ট নিহত।
৫৪—নীরোর সম্রাটত্ব লাভ।
৬৪—নীরো কর্তৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।
৭৫—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৩২৩—কনষ্টান্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৩৫৪—সেণ্ট অগাষ্টিনের জন্ম।
৪১১—রোমান সেনাদলের বৃটেন ত্যাগ।
৪৫২—ভেনিসের পত্তন।
৫৬০—ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্মের সূত্রপাত।
৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬১১—মহম্মদের ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ।
৬২২—হিজিরা তারিখ গণনা আরম্ভ।
৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুজালেম দখল।
৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
৭৮৬—বাগদাদের খলিফা পদে হারুণ-অল রসিদ
৮২৮—ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজার পদে এলবার্ট।
১০১৬—ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজ-পদে ক্যানিউট।
১০৬৬—নর্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।
১০৯৫—প্রথম ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড)।
১০৯৭—ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নির্মাণ।
১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।
১২১৪—চেঙ্গিস্ খাঁর পিকিং অধিকার।
১২১৫—ম্যাগ্‌না কার্টা স্বাক্ষরিত।
১২১৭—পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ।
১২২৭—চেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু।
১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ; খৃষ্টানগণ জেরুজালেম দখল করে।
১২৪৪—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ; মিশরের সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম পুনরায় দখল।
১২৬৫—ইংল্যাণ্ডে প্রথম কমন্স সভায় অধিবেশন।
" মহাকবি দান্তের জন্ম।
১২৭১—মার্কো পলোর ভেনিসে ভ্রমণ আরম্ভ।
১২৮৮-৯৩—ভারতে মার্কো পলো।
১২৯৫—মার্কো পলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন।
" ইংল্যাণ্ডে প্রথম নিয়মিত পার্লামেণ্টের কার্যারম্ভ

১৪০০—'কেন্টারবেরী টেলস' রচয়িতা প্রথম ইংরাজ কবি চসারের মৃত্যু।
১৪০৫—তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু।
১৪৩১—জোয়ান অব আর্ক অগ্নিদগ্ধ।
১৪৬৯—ম্যাকিয়াভেলির জন্ম।
১৪৯২—কলম্বসের সমুদ্র যাত্রা।
১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।
১৬১৬—সেক্সপীয়রের মৃত্যু।
১৬১৮—ইউরোপে ৩০ বৎসরের যুদ্ধারম্ভ।
১৬৪৯—ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি
,, ক্রমওয়েল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার।
১৬৫৮—ক্রমওয়েলের মৃত্যু।
১৬৮৯—রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।
১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।
১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।
১৭৮৮—অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে বৃটিশদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন।
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ
,, আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।
১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই ও সম্রাজ্ঞী ম্যারি আঁতোয়ানের ফাঁসি।
১৮০৪—ফ্রান্সের সম্রাটপদে নেপোলিয়ন।
১৮১২—নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও মস্কো হইতে পশ্চাদপসরণ।
১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ।
১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ও সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী।
১৮২১—নেপোলিয়নের মৃত্যু; গ্রীক বিদ্রোহ।
১৮২৩—আমেরিকা কর্তৃক 'মুনরো নীতি' ঘোষণা।
১৮২৫—ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অনুমোদিত।
১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভ।
১৮৪৮—কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কর্তৃক 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার' প্রচার।
১৮৮১—চার্লস ডারউইনের মৃত্যু।
১৮৮৩—কার্ল মার্ক্সের মৃত্যু।
১৯০৪-৫—রুশ-জাপান যুদ্ধ।
১৯০৯—রবার্ট ই. পিয়ারী কর্তৃক উত্তরমেরু আবিষ্কার।
,, ফ্রান্স হইতে এরোপ্লেনযোগে মঁসিয়ে ব্লেরিয়োর ইংল্যাণ্ডে আগমন।
১৯১২—চীন-প্রজাতন্ত্রের জন্ম।
১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯১৭—রাশিয়ায় দুইদফা বিদ্রোহ; বলশেভিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।
১৯১৮—প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।
১৯১৯-২০—'ভার্সাই'-এর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত।
১৯২০—জাতিসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন।
১৯২১—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ।
১৯২৪—বৃটেনে প্রথম শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট।
,, লেনিনের মৃত্যু।
১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক-চিত্র প্রদর্শন।
১৯৩৩—জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।
,, লণ্ডনে ৬৬টি দেশের বিশ্বসম্মেলন।
,, আফগানিস্তানে আমীর নাদির শাহ নিহত।
১৯৩৪—জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট ফন হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু এবং প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলরপদে হের হিটলার।
১৯৩৪—সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত।
,, স্পেনে বিপ্লব আরম্ভ।
১৯৩৫—আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ—ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ।
১৯৩৮—হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রীয়া দখল; মিউনিক চুক্তি; জার্মানী কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড দখল।
১৯৩৯—জার্মান-সোভিয়েট পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
,, জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ।

১৯৪১—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

" বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪৫—জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

" জাপানের আত্মসমর্পণ।

১৯৪৬—লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন।

১৯৪৮—প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯—সমগ্র চীনে কম্যুনিস্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা: চিয়াংকাইসেকের ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৫৮—তেনজিং নোরকে ও এ্যাডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয়।

১৯৫৬—ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ।

১৯৫৭—রাশিয়া কর্তৃক আকাশে উপগ্রহ প্রেরণ।

১৯৬১—রাশিয়া কর্তৃক মহাশূন্যে মনুষ্য প্রেরণ। ইউরি গাগারিণ পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়া আসেন।

॥ ভারতীয় ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখসমূহ ॥

খৃষ্টপূর্ব

৫৬৩-৪৮৩—বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু।

৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

৩০৫—চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করেন।

২৭৩—অশোকের সিংহাসনে আরোহণ।

খৃষ্টাব্দ

৭৮—কুশানরাজ কনিষ্কের রাজত্ব।

৩২০—সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক।

৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের কাল।

৪০৫—ফা-হিয়েন ভারতে আগমন করেন।

৬০৬-৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।

৬৪৩—হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতে আগমন করেন।

৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।

১০০৮—ভারতের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ; গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ আক্রমণকারী।

১১৯২—দিল্লীর সর্বশেষ রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু।

১২৩৬—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন।

১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত অভিযান।

১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।

১৪৯৮—ভারতীয় বন্দর কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি গামার প্রথম আগমন।

১৫১০—পর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।

১৫২৬—পাণিপথের ১ম যুদ্ধ—বাবর ও লোদী।

১৫৩০—শের শাহের মৃত্যু।

১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।

১৫৯৭—মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু।

১৫৯৯—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়া পত্তন।

১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।

১৬৩৩-৪৫—তাজমহল নির্মাণ।

১৬৫১—হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠী স্থাপন।

১৬৫৮-১৭০৭—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।

১৬৬১—যৌতুক স্বরূপ ইংরাজদের বোম্বাই নগরী লাভ।

১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর গোড়া পত্তন।

১৬৯৭—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ।

১৭৩৬—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলায় বৃটিশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

১৭৬৫—সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তান্তর।

১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত।

১৭৭৫—মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি।

১৭৮০—পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

১৭৯৩—বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু।

১৮২৫—ভারতে সর্বপ্রথম ডাক টিকিটের প্রচলন।

১৮২৮—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

" —সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ।

১৮৩৯—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।

১৮৫১—ভারতে কলিকাতা ও ডায়মণ্ড-হারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন উদ্বোধন।

১৮৫৩—ভারতে সর্বপ্রথম—রেলগাড়ী চলাচল বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে।

১৮৫৬—হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৮—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন ও ইংল্যাণ্ডের রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের পত্তন।

১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান।

১৯১১—দিল্লীর দরবার; বঙ্গভঙ্গ রদ।

" —ভারতে সর্বপ্রথম বিমানে ডাক বহন; এলাহাবাদে বামরৌলি হইতে নৈনিতে উক্ত ডাক বহন করা হয়।

১৯১২—কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত।

১৯১৬—লক্ষ্ণৌ চুক্তি; হোমরুল লীগ গঠিত।

১৯১৯—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার।

" —জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

১৯২০—ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২৬—ভারতে সাইমন কমিশন।

১৯৩০—গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ।

" লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।

১৯৩১—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।

১৯৩১—গান্ধী আরউইন চুক্তি।

" সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ।

১৯৩২—গান্ধীজীর আমরণ অনশন সংকল্প ও পুনা চুক্তি।

১৯৩৪—ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫—নূতন ভারত শাসন আইন পাস।

১৯৩৭—নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্তন।

১৯৪১—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গোপনে দেশত্যাগ।

১৯৪২—ক্রিপস্ মিশন।

" ভারত ছাড় আন্দোলন।

১৯৪৬—'ক্যাবিনেট মিশন' পরিকল্পনা।

" ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত।

১৯৪৭—ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা।

" পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ।

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী নিহত।

১৯৫০—ভারতে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৫১—স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

১৯৫৬—ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত।

১৯৬১—ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের উচ্ছেদ সাধন: গোয়া, দমন, দিউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

॥ বিশিষ্ট ভারতীয়গণের জন্ম ও মৃত্যুর সন ॥

	জন্ম	মৃত্যু
রাজা রামমোহন রায়	— ১৭৭৪	— ১৮৩৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ১৮১৭	— ১৯০৫
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	— ১৮৪৪	— ১৯০৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ১৮৩৮	— ১৮৯৪
রমেশচন্দ্র দত্ত	— ১৮৪৮	— ১৯০৯
কেশবচন্দ্র সেন	— ১৮৩৮	— ১৮৮৩
স্বামী বিবেকানন্দ	— ১৮৬৩	— ১৯০২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	— ১৮২৪	— ১৮৭৩
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	— ১৭৩৪	— ১৮৮৬
স্যার রাসবিহারী ঘোষ	— ১৮৪৫	— ১৯২১
অশ্বিনীকুমার দত্ত	— ১৮৫৬	— ১৯২৩
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	— ১৮৬৪	— ১৯২৪
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	— ১৮৭০	— ১৯২৫
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৮	— ১৯২৫
লর্ড এস. পি. সিংহ	— ১৮৬৩	— ১৯২৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	— ১৮২০	— ১৮৯১
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	— ১৮৪৪	— ১৯১৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ১৮৬১	— ১৯৪১
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	— ১৮৬৪	— ১৯৩৮
বিপিনচন্দ্র পাল	— ১৮৫৮	— ১৯৩২
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	— ১৮৫৮	— ১৯৩৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	— ১৮৬১	— ১৯৪৪
অরবিন্দ ঘোষ	— ১৮৭২	— ১৯৫০
স্যার যদুনাথ সরকার	— ১৮৭৪	— ১৯৫৮
সরোজিনী নাইডু	— ১৮৭৯	— ১৯৪৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ১৮৭৬	— ১৯৩৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	— ১৯০১	— ১৯৫৩
মেঘনাদ সাহা	— ১৮৯৩	— ১৯৫৬
মহেন্দ্রলাল সরকার	— ১৮৩৩	— ১৯০৪
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ	— ১৮৪৩	— ১৯১১
অম্বিকাচরণ মজুমদার	— ১৮৫১	— ১৯২২
লালমোহন ঘোষ	— ১৮৪৯	— ১৯০৯
স্যার আর. এন. মুখার্জি	— ১৮৫৪	— ১৯৩৬
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	— ১৮৮৫	— ১৯৩৩
বালগঙ্গাধর তিলক	— ১৮৫৬	— ১৯২০
স্যার জামশেদজী টাটা	— ১৮৩৯	— ১৯০৪
কৃষ্ণদাস পাল	— ১৮৩৪	— ১৮৮৪
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ১৮৭১	— ১৯৫১
সৈয়দ আমীর আলি	— ১৮৪৯	— ১৯২৯
দয়ানন্দ সরস্বতী	— ১৮২৪	— ১৮৮২
দাদাভাই নৌরজী	— ১৮২৫	— ১৯১৭
মহাত্মা গান্ধী	— ১৮৬৯	— ১৯৪৮
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু	— ১৮৬১	— ১৯৩১
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	— ১৮৭৫	— ১৯৫০
স্যার ফিরোজশা মেহ্‌টা	— ১৮৪৫	— ১৯২০
এম. জি. রাণাডে	— ১৮৪২	— ১৯০১
মহম্মদ ইকবাল	— ১৮৭৭	— ১৯৩৮
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	— ১৮৬১	— ১৯৪৬
লালা লাজপৎ রায়	— ১৮৬৫	— ১৯২৮
এম. এ. আন্সারী	— ১৮৮০	— ১৯৩৬
স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু	— ১৮৭৫	— ১৯৪৮
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	— ১৮৬৯	— ১৯৪৬
জি. কে. গোখেল	— ১৮৬৬	— ১৯১৫
পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ	— ১৮৮৭	— ১৯৬১

ভৌগোলিক বিবরণ

মহাদেশসমূহ

মহাদেশ	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
এশিয়া	১,৬৯,৯০,০০০	১,২৩,৭৩,২০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	১৬,৩১,৬৩,০০০
ইউরোপ	৩৮,৭২,০০০	৫২,৪১,৭৫,০০০
উত্তর আমেরিকা	৮৫,০০,০০০	১৯,৮৫,৪২,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৮,১৪,৫৫১	৯,৭২,২৯,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৯,৭৫,০০০	৭৪,৪৬,০০০
ওশেনিয়া	৩,২৮,০০০	৩৮,৪১,০০০

মহাসাগর ও সাগরসমূহ

	মহাসাগর	গভীরতা	আয়তন
১।	অতলান্তিক মহাসাগর	৩০,২৪৬ ফুট	৩,১৮,৩০,০০০ বর্গমাইল
২।	প্রশান্ত মহাসাগর	৩৫,৪০০ „	৬,৩৮,০১,০০০ „
৩।	ভারত মহাসাগর	২২,৯৬৮ „	২,৮৩,৫৬,০০০ „
৪।	আর্কটিক মহাসাগর	১৭,৮৫০ „	৫৪,৪০,০০০ „
৫।	আণ্টার্কটিক মহাসাগর	১৮,৮৫০ „	৫৭,০০,০০০ „
৬।	ক্যারিবিয়ান সাগর	২৩,৭৪৮ „	৭,৫০,০০০ „
৭।	ভূমধ্য সাগর	১৪,৪৫০ „	১১,৪৫,০০০ „
৮।	বেরিং সাগর	১৩,৪২২ „	৮,৭৬,০০০ „
৯।	ওখটস্ক্ সাগর	১০,৫৫৪ „	৫,৯০,০০০ „
১০।	পূর্বচীন সাগর	১০,৫০০ „	৪,৮২,০০০ „
১১।	হাড্সন উপসাগর	১,৫০০ „	৪,৭৫,০০০ „
১২।	জাপান সাগর	১০,২০০ „	৩,৮৯,০০০ „
১৩।	উত্তর সাগর	১,৯৯৮ „	২,২২,০০০ „
১৪।	লোহিত সাগর	৭,২৫৪ „	১,৬৯,০০০ „
১৫।	কৃষ্ণ সাগর	৭,২০০ „	১,৬৫,০০০ „
১৬।	বাল্টিক সাগর	১,২০০ „	১,৬৩,০০০ „

প্রধান নদীসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য
১। মিসিসিপি-মিসৌরী (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)	৪২৪০ মাইল
২। নীল (আফ্রিকা)	৪১৯৪ "
৩। এমাজন (দঃ আমেরিকা)	৪০০০ "
৪। ইয়াংসী (চীন)	৩১০০ "
৫। আমুর (এশিয়া)	২৯০০ "
৬। কঙ্গো (আফ্রিকা)	২৯০০ মাইল
৭। লেনা (সাইবেরিয়া)	২৮৬০ "
৮। ভলগা (রাশিয়া)	২৩০০ "
৯। সিন্ধু (ভারত)	১৭০০ "
১০। ব্রহ্মপুত্র (ভারত)	১৬৮০ "
১১। গঙ্গা (ভারত)	১৫৪০ "

প্রধান নাব্য খালসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য	গভীরতা
১। সুয়েজ (মিশর)	১০৪ মাইল	৩৯ ফিট
২। কীল (জার্মানী)	৬১ "	৪৫ "
৩। হাস্টন (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)	৫৭ "	৩৪ "
৪ পানামা (ঐ)	৫০.৭২ "	৪৫ "
৫। ম্যাঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড)	৩৫.৫ "	২৬ "

প্রধান পর্বতশৃঙ্গসমূহ

নাম	উচ্চতা
১। এভারেস্ট (নেপাল)	২৯০০২ ফিট
২। গডুইন অস্টিন (পাকিস্তান)	২৮২৫০ "
৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা (ভারত)	২৮১৪৬ "
৪। মাকালু (নেপাল)	২৭৭৯৫ ফিট
৫। ধবলগিরি (নেপাল)	২৬৭৯৫ "
৬। নাঙ্গা পর্বত (ভারত)	২৬৬২০ "
৭। নন্দাদেবী (ভারত)	২৫৬৪৫ "

প্রধান দ্বীপসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
১। গ্রীণল্যাণ্ড	৭৩৬৫১৮
২। নিউগিনি	৩১০০০০
৩। বোর্ণিও	৩০৬৯০৬
৪। ম্যাডাগাস্কার	২৪১০৯৪
৫। ফিলিপাইন	১১৪৪০০
৬। সুমাত্রা	১৬৪১৪৮
৭। জাভা	৪৮০০০
৮। সিংহল	২৫৩৩২

বৃহৎ হ্রদসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
ক্যাস্‌পিয়ান (এশিয়া)	১,৭০,০০০	হুরন (উঃ আমেরিকা)	২৩,০১০
সুপিরিয়ার (উঃ আমেরিকা)	৩১,৮২০	মিচিগান („)	২২,৪০০
ভিক্টোরিয়া ন্যাঞ্জা (আফ্রিকা)	২৬,২০০	চাদ (আফ্রিকা)	২০,০০০
আরল (এশিয়া)	২৪,৪০০	বৈকাল (সাইবেরিয়া)	১২,১৫০

বৃহৎ আগ্নেয়গিরিসমূহ

নাম	উচ্চতা (ফিট)	নাম	উচ্চতা (ফিট)
কটোপাক্সি (ইকুয়েডর)	১৯,৫৫০	এরেবাস (এণ্টার্কটিক)	১৩,০০০
মাউণ্ট ব্যাঞ্জেল (যুক্তরাষ্ট্র)	১৪,০০০	এটনা (সিসিলি)	১০,৭৪১
মৌনালোয়া (হাওয়াই)	১৩,৬৭৫	ভিসুবিয়াস (ইতালী)	৩,৭৮০

বিশ্বের বৃহৎ নগরীসমূহ

নাম	লোকসংখ্যা	নাম	লোকসংখ্যা
লণ্ডন (বৃহত্তর) ১৯৫১	৮৩,৪৬,১৩৫	বুয়েনো এয়ারেস ১৯৫৯	৩৭,০৩,০০০
নিউইয়র্ক ১৯৬০ *	৭৭,৮১,৯৪৪	প্যারিস ১৯৫৪	২৮,৫০,১৮৯
টোকিও †	৮১,৬১,০০০	বৃহৎ বোম্বাই ১৯৬১	৪১,৪৬,৪৯১
সাংহাই ১৯৫৯	৭১,০০,০০০	লেলিনগ্রাড ১৯৫৬	২৮,১৪,০০০
মস্কো ১৯৫৯	৫০,৩২,০০০	পিপিং ১৯৫৭	৪১,৪০,০০০
কলিকাতা ১৯৬১	২৯,২৬,৪৯৮	রিও-ডি-জিনারিও ১৯৫৭	২৯,৪০,০৪৫
বৃহত্তর কলিকাতা ১৯৬১	৫৫,৫০,০০০	ওসাকা ১৯৫৬	২৬,৩২,০০০
		কায়রো ১৯৫৭	২৮,০০,০০০
চিকাগো ১৯৬০	৩৫,১১,৬৪৮	মেক্সিকো সিটি ১৯৬০	৪৬,৩৫,৯৭৫
		লস এঞ্জেলস্‌ ১৯৬০	২৪,৫০,০৬৮

* বৃহত্তর নিউ ইয়র্ক ১,০৬,৯৪,৬৩৩

† বৃহত্তর টোকিও ১,১৩,৭০,০৯৯

সৌরজগৎ

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পৃথিবী ব্যতীত আরও ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। গ্রহগুলির নাম, সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে কতদিন সময় লাগে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	সূর্য হইতে দূরত্ব	পরিক্রমণকাল
বুধ	৩৬০ লক্ষ মাইল	৮৮ দিন
শুক্র	৬৭০ " "	২২৫ "
পৃথিবী	৯৩০ " "	৩৬৫$\frac{১}{৪}$ "
মঙ্গল	১৪২০ " "	৬৮৭ "
বৃহস্পতি	৪৮৩০ " "	১১·৮৬ বৎসর
শনি	৮৮৬০ " "	২৯·৪৫ "
ইউরেনাস	১৭৮২০ " "	৪৮ "
নেপচুন	২৭৯২৯ " "	১৬৫ "
প্লুটো	৩৬৭২০ " "	২৪৮ "

পৃথিবীর দূরত্ব: যে কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সম্পূর্ণ গোল নহে, তাই সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল ও সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৯,১৫,০০,০০০ মাইল। সুতরাং গড়ে দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। ১লা জুলাই তারিখে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক ও ৩১শে ডিসেম্বর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

পৃথিবীর উপগ্রহ (চন্দ্র): চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের ব্যাস ২,১৬০ মাইল।

পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি: পৃথিবীর নৈরক্ষিক পরিধি ২৪,৯০২ মাইল ও দুই মেরু প্রদেশের দিকে পরিধির মাপ ২৪,৮৬০ মাইল। নৈরক্ষিক ব্যাসের পরিমাণ ৭,৯২৬ মাইল ও দুই মেরুর দিকে ব্যাস ৭,৮৯৯ মাইল।

পৃথিবীর মোট আয়তন প্রায় ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল, অবশিষ্টাংশ জলভাগ।

পৃথিবীর ওজন : ৬,৫৯,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

পৃথিবীর বয়স : নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ইউরের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৩০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর গতি : পৃথিবীর দুইটি গতি—আহ্নিক (Rotation) ও বার্ষিক (Revolution) গতি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে একবার ঘোরে, ইহাই আহ্নিক গতি। ইহার ফলে দিবা ও রাত্রি হয় আবার পৃথিবী আপন কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে, ইহাই বার্ষিক গতি। ইহার ফলে দিবা রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরিবার সময় ৬৬½° কোণ করিয়া সর্বদা ধ্রুবতারার দিকে হেলিয়া থাকে, এই কারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমান ভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয় না ; সুতরাং দিবারাত্রি সমান হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন ঐ অংশের সর্বত্র অধিক সূর্যকিরণ পড়ে, তাই ঐ অংশে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। অনুরূপ ভাবে যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটে থাকে তখন ঐ অংশে দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র সর্বাপেক্ষা বড় দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বরে সর্বাপেক্ষা ছোট দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত হয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়, কারণ পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ দুই দিন এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, যেখান হইতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য হইতে সমদূরবর্তী থাকে, তাই উভয় গোলার্ধই সমান ভাবে আলো পায়। মেরুপ্রদেশে একাদিক্রমে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি থাকে।

ভূ-বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (Equator) : উত্তর ও দক্ষিণমেরু হইতে ঠিক সমান দূরে অবস্থিত এই কল্পিত রেখাদ্বারা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

মেরুরেখা (Earths Axis) : ভূগর্ভের ভিতর দিয়া যে কল্পিত শলাকা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত করিতেছে তাহাই মেরুরেখা।

ভারতীয় পঞ্জিকা প্রসঙ্গ

ভারতীয় বর্ষগণনা-বিধি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ষ গণনার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা বুঝিতে হইলে রাশি, নক্ষত্র ; রাশিচক্র, অয়নগতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সরলভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

রাশিচক্র : রাশি রাশি নক্ষত্রের দ্বারা গঠিত যে নক্ষত্রবলয় আকাশপথে রবিকক্ষের উভয় দিকে ৮° ডিগ্রী করিয়া মোট ১৬° ডিগ্রী স্থান চক্রাকারে জুড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে বলা হয় রাশিচক্র। রবি এই চক্রপথে দৈনিক প্রায় ১° ডিগ্রী করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করে ; এই কারণে উহাকে রবিমার্গ বা সবিতৃমণ্ডলও বলা হইয়া থাকে। রাশিচক্র ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ এবং উহা ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। এই হিসাবে প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিগ্রী এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট। প্রত্যেক রাশি ২¼ নক্ষত্র লইয়া গঠিত।

রাশিসমূহের নাম : তারার সমষ্টি লইয়া রাশিগুলি যেভাবে গঠিত তাহার সহিত জীবজন্তুর আকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন আকাশের যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের মত দেখায় সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে মেষ রাশি। এইভাবে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই ১২টি রাশির নামকরণ হইয়াছে। zoo পশুশালা হইতেই পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্রের নাম zodiac হইয়াছে।

নক্ষত্র : ভারতীয় জ্যোতিষে আগে নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে, পরে রাশিবিভাগ। বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্রচক্রকে বলিতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। 'অথো নক্ষত্রাণামেষা সোম আহিত' অর্থাৎ নক্ষত্রগণের ভিতরে চন্দ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে। চীন ও আরবদেশেও নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে।

২৭ নক্ষত্রের নাম : ১। অশ্বিনী—অশ্বমুখ সদৃশ, ২। ভরণী—যোনীসদৃশ, ৩। কৃত্তিকা—কর্তারিকা বা কাঁটারি সদৃশ, ৪। রোহিণী—রুহ ধাতু (আরোহণ) হইতে রোহিণী, অতএব 'শকট' সদৃশ, ৫। মৃগশিরা—মৃগের মস্তকের ন্যায়,

৬। আর্দ্রা—আর্দ্র ভিজা অর্থে গামলা সদৃশ, ৭। পুনর্বসু—গৃহ সদৃশ, ৮। পুষ্যা—বাণ সদৃশ, ৯। অশ্লেষা—চক্রাকার বা সর্পাকার সদৃশ, ১০। মঘা—গৃহ সদৃশ, ১১। পূঃ ফল্গুনী—শয্যা সদৃশ, ১২। উঃ ফল্গুনী—মঞ্চশয্যা সদৃশ, ১৩। হস্তা—হস্ত সদৃশ, ১৪। চিত্রা—মুক্তা সদৃশ, ১৫। স্বাতী—প্রবাল সদৃশ, ১৬। বিশাখা—তোরণ সদৃশ—বিশাখার অন্য নাম রাধা, ১৭। অনুরাধা—বলি সদৃশ, রাধার পরে অনুরাধা থাকায় সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইবে, ১৮। জ্যেষ্ঠা—কুণ্ডল, মতান্তরে জ্যেষ্ঠী সদৃশ, ১৯। মূলা—সিংহ পুচ্ছ, মতান্তরে মূল সদৃশ, ২০। পূঃ ষাঢ়া—মঞ্চ সদৃশ, ২১। উঃ ষাঢ়া—হস্তিদন্ত সদৃশ, ২২। শ্রবণা—ত্রিপদ (বিষ্ণুর ত্রিপদ) মতান্তরে কর্ণ সদৃশ, ২৩। ধনিষ্ঠা—মৃদঙ্গ সদৃশ, ২৪। শতভিষা—চক্র, ২৫। পূঃ ভাদ্রপদ—যমলদ্বয়, ২৬। উঃ ভাদ্রপদ—উভয় নক্ষত্র ভদ্রাসন সদৃশ, ২৭। রেবতী—মৃদঙ্গ সদৃশ।*

উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন: রাশিচক্রের উপর বিষুবরৃত্ত ২৩°২৮' মিনিট বক্রভাবে অবনত থাকায় দুইটি কোণের সৃষ্টি হয়; উক্ত কোণ দুইটির নাম যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। মকরক্রান্তি হইতে সূর্যের যে গতি হয় তাহাকে বলা হয় উত্তরায়ন বা উত্তরপথে গমন এবং কর্কটক্রান্তি হইতে যে গতি হয় তাহাকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়নের আরম্ভ মাঘ মাস হইতে। ঐ সময় সূর্য বিষুবের উপরে ক্রমশঃ উর্ধ্বগগনে উঠিতে থাকে ও রাশি অতিক্রম করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং সূর্যের আলোক ভূপৃষ্ঠে অধিক সময় থাকে। এই জন্য তখন উত্তরায়নে দিবাভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তদনুপাতে রাত্রিভাগ কমিতে থাকে। অনুরূপভাবে সূর্যের দক্ষিণায়ন গতিকালে (শ্রাবণ মাস হইতে)* দক্ষিণায়নে দিবাভাগ বৃদ্ধি ও রাত্রির পরিমাণ কমিতে থাকে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন গতির জন্য দিবারাত্রির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

ক্রান্তিপাত: বিষুবরৃত্তের গতির ফলে যে দুইটি স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত তাহার সম্পাত বা মিলন হয় সেই স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে বাসন্তিকা এবং শারদ ক্রান্তিপাতবিন্দু বলে। ঐ দুইটি বিন্দুতে সূর্য পৌছিলে দিবারাত্রের মান সমান হয়। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত হয় ৭ই চৈত্র এবং শারদ ক্রান্তিপাতের তারিখ ৭ই আশ্বিন। উক্ত দুই দিনই দিবারাত্র সমান হয়।

অয়ন: অয়ন অর্থে গমন বা চলন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস আয়নগতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বিষুব বৃত্তের

---

*নক্ষত্রসমূহের আকৃতি জ্যোতির্বিদ্ শ্রীপতিকৃত রত্নমালা গ্রন্থের সাহায্যে বর্ণিত হইল।

(celestial eqator) শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে (গ্রহগণের বিপরীত দিকে) গমন-জনিত গতিই অয়নগতি। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী গতিশীল থাকায় বিষুববৃত্ত (আকাশ বিষুব) ও ভূ-বিষুব উভয়ে সমার্থক এবং উভয়ের গতিও এক হইয়াছে। বিষুববৃত্তের গতির জন্য ক্রান্তিবৃত্তের (রাশিচক্রের) অন্তর্বর্তী কোণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই অন্তর্বর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত, সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হয় ; উহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূ-বিষুবের সমতলের উপরে লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং ভূ-বিষুবের গতির বেগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা বেগে ঘূর্ণ্যমান লাটিমের ন্যায় মৃদু মৃদু ভাবে বলয়াকারে শূন্যে আবর্তনক্রমে ঘুরিতে থাকে। অতএব ভূপৃষ্ঠের অক্ষরেখা হইতে মহাশূন্যে রাশিচক্র মধ্যস্থ স্থির নক্ষত্র পর্যন্ত কল্পনা প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অক্ষরেখা রাশিচক্রের উপর মৃদু মৃদু গতিতে একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে। এই গতির বার্ষিক মান বর্তমান জ্যোতি-বিজ্ঞান মতে ৫০ সেকেণ্ড, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ৫০'৩ সেকেণ্ড। এই গতি পশ্চাৎগতি, ইহার ফলে অয়নের ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রী (স্থূলতঃ একদিন) পশ্চাৎগমন হয়। এই নিয়মে অয়নগতি ৩৬০ ডিগ্রী পরিমিত সম্পূর্ণ রাশিচক্র ২৫৯২০ (৩৬০ × ৭২) সৌরবর্ষে আবর্তন করে।

এই অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়ন বর্ষ আরম্ভে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে অয়নগতি দ্বিবিধ এবং উহার বার্ষিক গতির মানও বহুবিধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অয়নগতির বিভিন্ন মান ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা করা হইতেছে, ফলে পঞ্জিকাসমূহের গণনায় স্বভাবতঃ অনৈক্য ঘটে। নিম্নে দ্বিবিধ অয়নগতি এবং উহার বার্ষিকগতির বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

দুই স্বতন্ত্র মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে অয়নগতি দুই প্রকার, যথা— ১। ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপাশে ওপাশে দোলায়মান গতি। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Pendulam Theory। ২। পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তনশীল অয়নগতি। ইহার ইংরাজী নাম Revolutionary Theory। দোলায়মান গতিতে রাশিচক্রের উভয়দিকে ২৭°+২৭°=৫৪° ডিগ্রী করিয়া অয়নের মোট ১০৮ ডিগ্রী মাত্র গতি হয়। অয়নগতির এই মত সর্বজন-গ্রাহ্য নহে, কারণ রাশিচক্র মোট ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অয়নগতির আরম্ভ ধরিয়া সম্পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তন করিয়া আসার যে মত প্রচলিত আছে তাহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

দোলক অয়নগতির মান		পূর্ণ আবর্তনশীল গতির মান	
সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থমতে	—৫৪″	মুঞ্জালভট্ট গ্রন্থমতে	—৫৯″ ৯‴
সোম সিদ্ধান্ত „	— „	ভাস্বতী „	—৬০″
সাকল্য সিদ্ধান্ত „	— „	গ্রহলাঘব „	—৬০″
লঘুবশিষ্ঠ „	— „	সিদ্ধান্ত দর্পণ	
পরাশর সিদ্ধান্ত „	—৫২″ ৩৫‴	(উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সামন্তগ্রন্থমতে)	—৫৭″
আর্যশত শতিকা „	—৪৬″ ২৫‴	আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান „	—৫০″
(মুনিশ্বর)		বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা „	—৫০″৩‴

চান্দ্রবর্ষ : চন্দ্রের বার্ষিক গতি দ্বারা চান্দ্রবর্ষ গণিত হয়। চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ হইতে স্থূলতঃ ১১ দিন কম থাকায় উহার বর্ষমান ৩৫৪ দিন ধরা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক পঞ্জিকা সংস্কার

ভারত সরকার ১৩৬৩ সালের ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ, ১৯৫৭) হইতে এক নূতন সৌরপঞ্জী প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সায়ন মতে একজাতীয় (uniform) পঞ্জিকা প্রচলন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। উপরোক্ত তারিখটিতে সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে। আলোচ্য পঞ্জিকায় কাল নিরূপণের জন্য কেবলমাত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হইবে। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের (বঙ্গাব্দ ৭ই চৈত্র বা ২১শে মার্চ) পর দিন হইতে সরকারী নববর্ষ আরম্ভ। সুতরাং এই হিসাবে বাংলা ৮ই চৈত্র সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র।

[দ্রষ্টব্য—এই সম্পর্কে ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠকগণ এ বিষয়ে আরও তথ্যাদি জানিতে চাহিলে বর্ষপঞ্জীর ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের সংস্করণ দেখুন—সম্পাদক, বর্ষপঞ্জী।]

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুপ্রকার অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, নিম্নে কতিপয় অব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

পাণ্ডবকাল বা যুধিষ্ঠিরাব্দ : যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময় হইতে এই অব্দ প্রবর্তন করা হইয়াছিল ; সপ্তর্ষিগণ তখন মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেন।

বরাহ উহার কাল গণনা করিয়াছেন খৃষ্টপূর্ব ২৪৪৯। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থান করেন।

কল্যব্দ ঃ পৃথিবীতে ঘূর্ণ্যন মতবাদের প্রথম প্রবর্তক আর্যভট্ট (পাটনা) এই অব্দ প্রচলন করেন।

বিক্রমসম্বৎ অব্দ ঃ উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্য এই অব্দ প্রচলন করেন। চৈত্রমাসে ইহার বৎসর আরম্ভ; মাস পূর্ণিমান্ত। এই অব্দ উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

শকাব্দ ঃ সম্রাট শালিবাহন এই অব্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

গুপ্তাব্দ ঃ গুপ্তযুগে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমায় বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনস্থল হইতে এই অব্দ প্রচলিত হয়।

ফসলী ঃ সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্যের স্থবিধার জন্য 'হিজরী' নামক সাধারণ মুসলমানী চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে একটি সৌরবর্ষ প্রবর্তন করিয়াছিলেন (৯৬৩ হিজরী, ২।৩ রবি; ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। ফসল সংগ্রহ কালের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উহার নাম হয় 'ফসলী' সন (Harvest Year)। ৯৬৩ হিজরী বর্ষটিকেই কার্যতঃ সৌর ফসলী বর্ষে রূপান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ ফসলী সন যখনই আরম্ভ হইল তখন হইতেই ৯৬৩ ফসলী বলিয়া গণনা করা হইতে থাকিল। পূর্ব প্রচলিত চান্দ্র আশ্বিন মাস হইতে ফসলীর বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

বিলায়তী ঃ উড়িষ্যায় আকবর প্রবর্তিত ফসলী বর্ষের নামকরণ হইল 'বিলায়তী' সন। ৯৬৩ বিলায়তী সনের বর্ষারম্ভ হইয়াছিল সৌর আশ্বিন মাসের ১লা তারিখ হইতে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫৫৫)।

বঙ্গাব্দ ঃ বঙ্গদেশে ফসল সন বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন নামে পরিচিত। ৯৬৩ হিজরী ৯৬৩ বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ (২৭শে মার্চ, ১৫৫৬) তারিখ হইতে বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল (১৮৩৩-৯৬ খৃঃ) সুইডেনের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। নোবেল তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বৃহদংশ উইল দ্বারা ট্রাস্ট করিয়া রাখিয়া যান। এই ট্রাস্টের অর্থ ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা ; এই বিপুল সম্পত্তির বার্ষিক আয়দ্বারা উইলে উল্লিখিত অভিলাষ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে প্রতি বৎসর পাঁচজন মনীষীকে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) সাহিত্য (শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে 'সুইডিশ একাডেমী অব লিটারেচার'-এর উপর), শান্তি (নরওয়ে পার্লামেণ্টের পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি কর্তৃক বিচার্য), (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৪) রসায়ন ('সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স' কর্তৃক বিচার্য) ও (৫) ভেষজ বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব ('স্টকহোলম ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' বিচার করেন)।

দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার 'নোবেল পুরস্কার' নামে আখ্যাত। নোবেলের পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়। নোবেলের উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকার অধিক সুদ অর্জিত হইয়া থাকে।

॥ ১৯৬১ সালের পুরস্কার ॥

১৯৬১ সালে পাঁচটি বিভাগে ছয়জন মনীষীকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়। ১৯৬০ সালের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারও এই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় ; গত বৎসর উহা মুলতবী রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে প্রকৃতপক্ষে পুরস্কারের জন্য সাতজনের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হইল।

ভেষজ বিজ্ঞান : হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) ৬২ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক জাভিন বেকেসি মানুষের কর্ণে ন্দ্রিয় সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ভাবনের জন্য এই বিভাগের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি হাঙ্গারীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই টেলিফোন ইঞ্জিনীয়াররূপে জীবন সুরু করেন।

শান্তি : রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশীল্ডকে ১৯৬১ সালের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দান করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে

গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬১) হ্যামারশীল্ড উত্তর রোডেশিয়াতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। কোন মৃতব্যক্তিকে এই পুরস্কার দেওয়ার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

১৯৬০ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ১৯৬১ সালে শান্তির জন্য পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ সালের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। ১৯৬০ সালের জন্য শান্তি বিভাগের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার ৬২ বৎসর বয়স্ক জুলু খৃষ্টান নেতা এ্যালবার্ট লুথালি। শ্রীলুথালিকে এই পুরস্কার দান করায় সারা বিশ্বে প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পুরস্কার লাভ করিলেন, আর যে কারণে তিনি ইহা লাভ করেন তাহাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে তাঁহার প্রয়াসের জন্য লুথালি এই পুরস্কার লাভ করেন। সুতরাং এই ঘটনার দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কুখ্যাত বর্ণবৈষম্য নীতিকেই নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা। শ্রীলুথালিকে যখন পুরস্কার দানের সংবাদ ঘোষণা করা হয় তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আদেশে স্বগৃহে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন।

সাহিত্যঃ যুগোশ্লাভিয়ার কথাশিল্পী ইভো আন্দ্রিক-কে আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দান করা হইয়াছে। তাঁহার বর্তমান বয়স ৬৯ বৎসর। শিক্ষান্তে তিনি কূটনীতিকের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি বার্লিনে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আন্দ্রিক তাঁহার জন্মস্থান 'বনসিয়া'র সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্রই বিশেষ-ভাবে তাঁহার রচনায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'দ্রিনার উপরে সেতু', 'কুমারী' ও 'ত্রাভনিকের ঘটনাপঞ্জী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুগোশ্লাভিয়ার নাগরিক হিসাবে ইনিই সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন। কারণ ১৯৩৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লিওপোল্ড রুজিকা জাতিতে যুগোশ্লাভ হইলেও তিনি ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী।

পদার্থ-বিজ্ঞানঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত স্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরবার্ট হফ্‌স্ট্যাডটার ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীরুডলফ মোয়েসবারকে যুগ্মভাবে ১৯৬১ সালের জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি হিসাবেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রসায়নঃ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীক্যালভিন রসায়ন শাস্ত্রে ১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তরুলতা যেভাবে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস আহরণ করে সেই সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণার জন্য তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

সাহিত্য

১৯০১ আর. এফ. এ. স্থলী-প্রুধোম	ফ্রান্স
১৯০২ টি. মমসেন	জার্মানী
১৯০৩ বি. বিয়র্ণসন	নরওয়ে
১৯০৪ এইচ. পি. মিস্ত্রাল	ফ্রান্স
এবং যোশে এচেগারে	স্পেন
১৯০৫ এইচ. সিয়েন কিয়েউইৎস	পোল্যাণ্ড
১৯০৬ জি. কারডুচি	ইতালী
১৯০৭ রাডিয়ার্ড কিপলিং	ইংল্যাণ্ড
১৯০৮ রুডলফ অয়কেন	জার্মানী
১৯০৯ সেলমা লাগেরলফ্	সুইডেন
১৯১০ পল জোহান লাডুইগণ হেইজ	জার্মানী
১৯১১ মরিস মেতারলিঙ্ক	বেলজিয়াম
১৯১২ জি. হাউপ্টম্যান	জার্মানী
১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতবর্ষ
১৯১৪ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৫ রোমা রোঁলা	ফ্রান্স
১৯১৬ ভি. হেইডেনস্ট্যাম	সুইডেন
১৯১৭ কার্ল গিবেল্লেরাপ ও এইচ. পন্টপ্ পিদান	ডেনমার্ক
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৯ সি. স্পিট্লার	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯২০ স্নুট হ্যামসুন	নরওয়ে
১৯২১ আনাতোল ফ্রাঁন্স	ফ্রান্স
১৯২২ জে. বেনাভেন্তে	স্পেন
১৯২৩ ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স	আয়ার্ল্যাণ্ড
১৯২৪ ভ্লাদিস্ল রেমন্ট	পোল্যাণ্ড
১৯২৫ জর্জ বার্ণার্ড শ'	ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা	ইতালী
১৯২৭ আঁরী বার্গস	ফ্রান্স
১৯২৮ এস. উন্দসেৎ	নরওয়ে
১৯২৯ টমাস মান	জার্মানী
১৯৩০ সিনক্লেয়ার লিউইস	আমেরিকা
১৯৩১ ই. আক্সেল কার্লফেল্ট	সুইডেন
১৯৩২ জন গলস্ওয়ার্দি	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ আইভান বুনিন	রাশিয়া
১৯৩৪ লুইগী পিরাণদেলো	ইতালী
১৯৩৫ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৬ ইউজেন ও'নীল	আমেরিকা
১৯৩৭ আর. এম. ডুগার্ড	ফ্রান্স
১৯৩৮ পার্ল বাক	আমেরিকা
১৯৩৯ পি. ই. সিল্লান্পা	ফিনল্যাণ্ড
১৯৪০-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৪ জে. ভি. জেনসেন	ডেনমার্ক
১৯৪৫ গ্যাব্রিয়েলা মিসট্রাল	চিলি
১৯৪৬ হেরম্যান হেস	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৪৭ আঁদ্রে জিদ	ফ্রান্স
১৯৪৮ টি. এস. এলিয়ট	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৯ উইলিয়াম ফক্নার	আমেরিকা
১৯৫০ বার্ট্রাণ্ড রাসেল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ পার লাগেরকিস্ট	সুইডেন
১৯৫২ এম. ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক	ফ্রান্স
১৯৫৩ স্যার উইনস্টন চার্চিল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৪ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	আমেরিকা
১৯৫৫ এইচ কিলজান ল্যাকনেস	আইসল্যাণ্ড
১৯৫৬ জুয়ান র‍্যামন রিমেনেজ	স্পেন
১৯৫৭ আলবিয়র কামু	ফ্রান্স
১৯৫৮ বোরিশ প্যাস্টারনাক*	রাশিয়া
১৯৫৯ সালভাতোর কোয়াসিমোদো	ইতালী
১৯৬০ সাঁ জ্যাঁ পার্স	ফ্রান্স
১৯৬১ ইভো আন্দ্রিক	যুগোশ্লাভিয়া

শান্তি

১৯০১ হেন্রী ডুনান্ত	সুইট্জারল্যাণ্ড
এবং ফ্রেডারিক পার্সি	ফ্রান্স
১৯০২ এলি ডুকম এবং আলফ্রেড গোবা	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯০৩ ডব্লিউ. আর. ক্রেমার	ইংল্যাণ্ড
১৯০৪ 'দি ইন্স্টিটিউট অব্ ইন্টারন্যাশন্যাল ল'	বেলজিয়াম
১৯০৫ ব্যর্থা বি. ফন সুটনের	অস্ট্রিয়া
১৯০৬ থিওডোর রুজভেল্ট	আমেরিকা

১৯০৭ আর্নেষ্টো টি. মোনেটা ইতালী
এবং লুই রেণা ফ্রান্স
১৯০৮ কে. পি. আর্নল্ডসন্ সুইডেন
এবং এম. এফ. বাজের ডেনমার্ক
১৯০৯ ব্যারণ দেস্তুয়রনেল দ্য কঁস্তাঁং ফ্রান্স
এবং এম্. বিয়ারনায়েট বেলজিয়াম
১৯১০ 'পার্মানেন্ট ইন্টারন্যাশন্যাল পীস
ব্যুরো' সুইটজারল্যাণ্ড
১৯১১ টি. এম. সি. আবোর নেদারল্যাণ্ডস্
এবং আলফ্রেড ফ্রিয়েড অস্ট্রিয়া
১৯১২ এলিহ রুট আমেরিকা
১৯১৩ এইচ. লা ফঁতে বেলজিয়ম
১৯১৪-১৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৭ 'ইন্টারন্যাশন্যাল কমিটি অব
দি রেডক্রস' জেনেভা
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ উড্রো উইলসন আমেরিকা
১৯২০ লেওঁ বুর্জোয়া ফ্রান্স
১৯২১ কে. এইচ. ব্রাণ্টিং সুইডেন
এবং খৃষ্টিয়ান এল. ল্যাঙ্গে নরওয়ে
১৯২২ ফ্রিৎজোফ নানসেন নরওয়ে
১৯২৩-২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ চার্লস জি. ডাওয়েস আমেরিকা
এবং অষ্টেন চেম্বারলেন ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ আরিস্তাইদ ব্রিয়াঁ ফ্রান্স
জি. ষ্ট্রেজেমান জার্মানী
১৯২৭ এফ. বুইর্স ফ্রান্স
এবং লুডউইগ ক্যুইডে জার্মানী
১৯২৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৯ এফ. বি. কেলগ আমেরিকা
১৯৩০ এল. ও. জে. সোমারব্লম আমেরিকা
১৯৩১ মিস্ জেনি এ্যাডামস
এবং এন. এম. বাটলার আমেরিকা
১৯৩২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৩ নর্মান্ এ্যাঞ্জেল ইংল্যাণ্ড
১৯৩৪ আর্থার হেণ্ডারসন ঐ
১৯৩৫ কার্ল ফন্ ওজিয়েটস্কি জার্মানী
১৯৩৬ সি. এস. লামাস আর্জেন্টিনা
১৯৩৭ ভাইকাউন্ট সেসিল ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ 'ন্যানসেন ইন্টারন্যাশন্যাল
অফিস ফর রেফিউজিস' জেনেভা
১৯৩৯-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৪ 'ইন্টারন্যাশন্যাল কমিটি
অব দি রেডক্রস' সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৪৫ কর্ডেল হাল আমেরিকা
১৯৪৬ এমিলি জি. বালক
এবং জন মট ঐ
১৯৪৭ 'ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কাউন্সিল' ইংল্যাণ্ড
এবং 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্
সার্ভিস কমিটি' আমেরিকা
১৯৪৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৯ লর্ড বয়েড অর্ ইংল্যাণ্ড
১৯৫০ ডাঃ রালফ এস. বাঞ্চ আমেরিকা
১৯৫১ লেওঁ জুয়ো ফ্রান্স
১৯৫২ এ্যালবেয়ার শোয়াইসার ঐ
১৯৫৩ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল আমেরিকা
১৯৫৪ জি. জে. ভ্যানহুভেন
সোহেনহার্ট নেদারল্যাণ্ডস্
১৯৫৫-৫৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৫৭ লিষ্টার বি পিয়ারসন কানাডা
১৯৫৮ ফাদার ডি. জি. পায়ার বেলজিয়াম
১৯৫৯ ফিলিপ্ নোয়েল-বেকার ইংল্যাণ্ড
১৯৬০ এ্যালবার্ট লুথালি দঃ আফ্রিকা
১৯৬১ দাগ হ্যামারশীল্ড নরওয়ে

পদার্থ-বিজ্ঞান

১৯০১ ডব্লিউ. সি. রোয়েন্টেগেন জার্মানী
১৯০২ এইচ. এ. লরেঞ্জ
এবং পি. জীমেন ডেনমার্ক
১৯০৩ এ. এইচ. বেকেরেল এবং
পিয়েরে ক্যুরী ও মেরী ক্যুরী ফ্রান্স
১৯০৪ লর্ড র‍্যালে ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ ফিলিপ লেনার্ড জার্মানী
১৯০৬ জে. জে. টমসন ইংল্যাণ্ড
১৯০৭ এ. এ. মিচেলসন আমেরিকা

১৯০৮ জি. লিপম্যান্ ফ্রান্স
১৯০৯ জি. মারকনি ইতালী
এবং এফ্. ব্রন জার্মানী
১৯১০ জে. ডি. ভ্যান্ডার. ওয়ালস, নেদারল্যাণ্ডস্
১৯১১ ডব্লিউ. বায়েন্ জার্মানী
১৯১২ গুস্তাফ্ ডালেন সুইডেন
১৯১৩ এইচ. ক্যামেরলিং-ওয়ানস্ নেদারল্যাণ্ডস
১৯১৪ এম্. ভন্. লাউএ জার্মানী
১৯১৫ ডব্লিউ এইচ. ব্রাগ
এবং ডব্লিউ. এল. ব্র্যাগ ইংল্যাণ্ড
১৯১৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৭ সি. জি. বার্কলা ঐ
১৯১৮ ম্যাকস্ প্লাঙ্ক জার্মানী
১৯১৯ জে. ষ্টার্ক ঐ
১৯২০ সি ই গুইলোম. সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯২১ আলবার্ট আইনষ্টাইন জার্মানী
১৯২২ নিয়েলস বর্ ডেনমার্ক
১৯২৩ আর. এ. মিলিকান আমেরিকা
১৯২৪ কে. এম. জি. সিগবান সুইডেন
১৯২৫ জেমস ফ্রাঙ্ক এবং গুস্তভ হেতস জার্মানী
১৯২৬ জীন বি. পেরাঁ ফ্রান্স
১৯২৭ আর্থার কম্পটন আমেরিকা
এবং সি. টি. রীজ উইল্সন ইংল্যাণ্ড
১৯২৮ ও. ডব্লিউ. রিকার্ডসন ঐ
১৯২৯ ডুস এল ভি. ছ ব্রবলী ফ্রান্স
১৯৩০ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ ভারতবর্ষ
১৯৩১ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩২ ডব্লিউ. হাইজেন বের্গ জার্মানী
১৯৩৩ পি. এ. এম ডিরাক ইংল্যাণ্ড
এবং এরউইন শ্রডিংগার অস্ট্রিয়া
১৯৩৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৫ জে. চ্যাড্ উইক ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬ ভি. এফ. হেস অস্ট্রিয়া
এবং সি. ডি. এ্যাণ্ডারসন আমেরিকা
১৯৩৭ সি. জে. ডেভিসন ঐ
এবং জি. পি. টমসন ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ এনরিকো ফের্মি ইতালী
১৯৩৯ ই, ও. লরেন্স আমেরিকা
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ অটো ষ্টার্ণ আমেরিকা
১৯৪৪ ইসিডোর আইজাক্ র‍্যাবি ঐ
১৯৪৫ ডব্লিউ পাউলি অস্ট্রিয়া
১৯৪৬ পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান আমেরিকা
১৯৪৭ স্যার ই. এ্যাপলটন ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮ পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট ঐ
১৯৪৯ হিডেকি যুকাওয়া জাপান
১৯৫০ সেসিল এফ. পাওয়েল ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ স্যার জন ডগলাস কক্রফট্ ঐ
এবং ই টি. এস. ওয়ালটন আয়ার্ল্যাণ্ড
১৯৫২ ডঃ ই পার্সেল আমেরিকা
ডঃ এফ. ব্লক ঐ
১৯৫৩ ডঃ ফ্রীস জারনিক নেদারল্যাণ্ডস্
১৯৫৪ ওয়াল্টার বোথে, ও ম্যাক্স বর্ণ, জার্মানী
১৯৫৫ ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব আমেরিকা
ও ডঃ পলিকার্প কুশ ঐ
১৯৫৬ ডঃ উইলিয়াম শকলে আমেরিকা
ডঃ ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটেন ঐ
ডঃ জন বার্ডিন ঐ
১৯৫৭ ডঃ সুং দাওলী এবং চীন
ডঃ চেন নি-ইয়াং ঐ
১৯৫৮ ডাঃ চেরেনকোভ রাশিয়া
ডাঃ আই ফ্রাঙ্ক ঐ
ডাঃ আই ট্যাম ঐ
১৯৫৯ ডঃ এমিলিও সেগ্রে আমেরিকা
ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন ঐ
১৯৬০ ডোনাল্ড এ. গ্লাসের আমেরিকা
১৯৬১ আর হফস্ট্যাডটার ও আমেরিকা
আর মোয়েসবার জার্মানী

ভেষজবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত

১৯০১ ই. এডলফ ফন্ বেরিং জার্মানী
১৯০২ স্যার রোনাল্ড রস্ ইংল্যাণ্ড
১৯০৩ এন. আর. ফিনসেন ডেনমার্ক
১৯০৪ আই. পি. প্যাভলভ রাশিয়া
১৯০৫ আর. কক্ জার্মানী

১৯০৬ র‍্যামনি ক্যাজল	স্পেন
এবং ক্যামিলো গলগি	ইতালী
১৯০৭ সি. এল. এ. ল্যাভেরা	ফ্রান্স
১৯০৮ পল্‌ এরলিক	জার্মানী
এবং ই. মেচানকফ	ফ্রান্স
১৯০৯ টি. কোখের	সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯১০ এ. কজেল	জার্মানী
১৯১১ এ. গুলষ্ট্র্যাণ্ড	সুইডেন
১৯১২ এ. ক্যারেল	আমেরিকা
১৯১৩ সি. রিকেট	ফ্রান্স
১৯১৪ আর. ব্যারানি	অস্ট্রিয়া
১৯১৫-১৮ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৯ জে. বরডে	বেলজিয়াম
১৯২০ এ. ক্রব	ডেনমার্ক
১৯২১ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২২ এ. হিল্‌	ইংল্যাণ্ড
এবং অধ্যাপক মেয়ারহফ	জার্মানী
১৯২৩ এফ. জি. ব্যানটিং এবং	
জে. জে. আর ম্যাকলিয়ড	কানাডা
১৯২৪ ডব্লিউ. আইনটোফেন	হল্যাণ্ড
১৯২৫ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২৬ জে. ফাইবিগার	ডেনমার্ক
১৯২৭ জুলিয়স ডব্লিউ. জোরেগ	অস্ট্রিয়া
১৯২৮ চার্লস নিকেল	ফ্রান্স
১৯২৯ এফ জি. হপকিনস	ইংল্যাণ্ড
এবং সি. আইয়েকম্যান	হল্যাণ্ড
১৯৩০ কার্ল ল্যাণ্ডসটাইনার	আমেরিকা
১৯৩১ অটো ওয়ারবুর্গ	জার্মানী
১৯৩২ স্যার চার্লস শেরিংটন	
এবং ই. ডি. এ্যাড্রিয়ান	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ টি. এইচ. মরগান	আমেরিকা
১৫৩৪ জি. মিনো ডব্লিউ. পি. মরফি	
এবং জি. এইচ হুইপল্‌	আমেরিকা
১৯৩৫ এইচ. স্পিমান	জার্মানী
১৯৩৬ স্যার হেনরি ডেইল	ইংল্যাণ্ড
এবং অটো লোউই	অসিট্রয়া
১৯৩৭ এ. এফ. সেন্ট গিয়রগি	হাঙ্গেরী
১৯৩৮ সি. হেম্যানস	বেলজিয়াম
১৯৩৯ জি. ডোমাগ	জার্মানী
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৩ হেনরিক ডাম্‌	ডেনমার্ক
এবং এডোয়ার্ড ডয়জি	আমেরিকা
১৯৪৪ জোসেফ আর্লেঙ্গার	
এবং এইচ. গ্যাসার	আমেরিকা
১৯৪৫ স্যার এ. ফ্লেমিং	
স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি	ইংল্যাণ্ড
ডাঃ ই. বি. চেইন	জার্মানী
১৯৪৬ এইচ. জে. মূলার	আমেরিকা
১৯৪৭ ডাঃ সি. এফ. কোরি	
এবং মিসেস এফ. কোরি	আমেরিকা
এবং ডাঃ বি. হাউসে	আর্জেন্টিনা
১৯৪৮ পল মুয়েলার	সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৪৯ ডাঃ ডব্লিউ. আর. হেস	ঐ
এবং ডাঃ মনিজ	পর্তুগাল
১৯৫০ এডোয়ার্ড সি. কেণ্ডাল ও	
ফিলিপ এস. হেঞ্চ	আমেরিকা
এবং টি. রাইখসটাইন	সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার	আমেরিকা
১৯৫২ এস. ওয়াকস্‌ম্যান	ঐ
১৯৫৩ ডাঃ এইচ. এডলুফ্‌ ক্রেবস্‌	ইংল্যাণ্ড
এবং ডাঃ ফ্রীজ লিপম্যান	আমেরিকা
১৯৫৪ ডাঃ জন এফ. এণ্ডার্স ও	ঐ
ডাঃ টমাস এইচ ওয়েলার	ঐ
ডাঃ ফ্রেডারিকসি রবিন্‌স	ঐ
১৯৫৫ ডাঃ হুগো থিয়োরেল	
১৯৫৬ ডাঃ ডি. রিচার্ডস্‌	আমেরিকা
ডাঃ এ. এফ. কুর্নান	ঐ
ডাঃ ডব্লিউ. ফর্সম্যান	পঃ জার্মানী
১৯৫৭ ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট	সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৫৮ ডাঃ জর্জ ওয়েলস	আমেরিকা
ডাঃ ই. এল. টাটুম	ঐ
জে. লেডারবার্গ †	ঐ
১৯৫৯ ডাঃ সেভেরো ওচোয়া	আমেরিকা
ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ	ঐ

১৯৬০ পি. বি. মেডাওয়ার ইংল্যাণ্ড
ফ্রাঙ্ক্ ম্যাক্ ফারলেন অষ্ট্রেলিয়া
১৯৬১ জাভিন বেকেসি আমেরিকা

রসায়ন

১৯০১ জে. এইচ. হফ্ হল্যাণ্ড
১৯০২ এমিল ফিশার জার্মানী
১৯০৩ এস. এ্যায়েনিয়াস সুইডেন
১৯০৪ স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ এ. ফন বেয়ার জার্মানী
১৯০৬ এইচ. মোইজাঁ ফ্রান্স
১৯০৭ ই. বুকেনার জার্মানী
১৯০৮ আরনেস্ট রাদারফোর্ড ইংল্যাণ্ড
১৯০৯ ডব্লিউ. অস্টওয়াল্ড জার্মানী
১৯১০ অটো ওয়ালাথ্ ঐ
১৯১১ মারী এস. ক্যুরী ফ্রান্স
১৯১২ ভি. গ্রিগ নার্ড এবং পি. সাবেটিয়ে ঐ
১৯১৩ অ্যালফ্রে ওয়রনার সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯১৪ টি. ডব্লিউ. রিচার্ডস আমেরিকা
১৯১৫ আর. উইলস্ট্যাটার জার্মানী
১৯১৬-১৭ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৮ ফিৎস হেয়ার জার্মানী
১৯১৯ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২০ পয়ালটার নার্ন্‌সট জার্মানী
১৯২১ এফ. সডি. এ্যাস্টন ইংলাণ্ড
১৯২২ এস, ডব্লিউ. এ্যাস্টন ঐ
১৯২৩ ফ্রিৎস প্রেগল্ অস্ট্রিয়া
১৯২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ আর. জিগমণ্ডি জার্মানী
১৯২৬ টি. স্ভেডবার্গ সুইডেন
১৯২৭ এইচ. উইল্যাণ্ড জার্মানী
১৯২৮ এ. উইন্‌ডস্ ঐ
১৯২৯ এ. হার্ডন এবং ইংল্যাণ্ড
এইচ. ফন অয়লার চেলপিন সুইডেন
১৯৩০ হানস ফিশার জার্মানী
১৯৩১ কার্ল বশ এবং এফ. বেজিয়স জার্মানী
১৯৩২ আই. ল্যাংমিউয়ার আমেরিকা
১৯৩৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৪ এইচ. সি. ইউরে আমেরিকা
১৯৩৫ এফ. জোলিও ক্যুরী ও ম্যাডাম
জোলিও ক্যুরী ফ্রান্স
১৯৩৬ পিটার ডেবাই জার্মানী
১৯৩৭ ডব্লিউ. এন হাওয়ার্থ ইংল্যাণ্ড
এবং পল কারের সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৩৮ আর কুন* জার্মানী
১৯৩৯ এ. এফ. বুটেনান্ট* ঐ
এবং এল. রুজিকা সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ জর্জ ফন হেভেসি হাঙ্গেরী
১৯৪৪ অটো হান্ জার্মানী
১৯৪৫ আরটুরি বিরতানেন ফিনল্যাণ্ড
১৯৪৬ জে. বি. সামনার † কর্ণেল
এবং জে. এইচ. নরথর্প ও
ডব্লিউ এম অ্যানলি আমেরিকা
১৯৪৭ স্যার রবার্ট রবিন্‌সন ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮ আর্মি টিসেলিয়াস সুইডেন
১৯৪৯ উইলিয়ম জিয়োক আমেরিকা
১৯৫০ অটো ডিয়েল্‌স এবং ডক্টর কুর্ট
এডলার জার্মানী
১৯৫১ ডাঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ
এবং ডাঃ এডুইন ম্যাটিসন
ম্যাকমিলান আমেরিকা
১৯৫২ ডাঃ এ. জি. মার্টিন কানাডা
আর. এল. এম. সিঞ্জ
১৯৫৩ হেরমান স্টাউডিনজার জার্মানী
১৯৫৪ ডঃ লিমাস পালিং আমেরিকা
১৯৫৫ ভিনসেণ্ট ছ্য ভিনো ঐ
১৯৫৬ স্যার এস. হিন্সেল্ উড ইংল্যাণ্ড
অধ্যাপক এন. সেমিনফ্ রাশিয়া
১৯৫৭ স্যার আলেকজাণ্ডার টড ইংল্যাণ্ড
১৯৫৮ ডাঃ ফ্রেডারিক্ স্যাঙ্গার ঐ
১৯৫৯ জারোশ্লাভ হেরোভস্কি চেকোশ্লোভাকিয়া
১৯৬০ উইলাড এফ. লিবিব আমেরিকা
১৯৬১ অধ্যাপক ক্যালভিন আমেরিকা

* গ্রহণ করেন নাই। † অর্ধেক, অপর অর্ধেক অন্য দুইজন।

ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ ঃ ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত গবেষণার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এদেশে বিজ্ঞানচর্চায় ভাঁটা পড়ে নানা কারণে; তারপর ইংরাজ আমলেও ভারতবাসী বিজ্ঞান সাধনার তেমন কোন সুযোগ পায় নাই। ইংরাজ শাসনের শেষ দিকে সরকারী উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জাতির কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব হয় মাত্র ১৯২৯ সালে—খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত ভারতবাসীর প্রবল চাপে কৃষি গবেষণা সংস্থা (কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) হয়। তারপর জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কিছু উদ্যোগ চলে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিল্পগবেষণার কোন প্রস্তাবেই ব্রিটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতসরকার বাধ্য হইয়া এদেশের কাঁচামালে সমরসম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক শিল্প গবেষণা ও ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। ইহার ফলে ১৯৪০ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ সরকার ১৯৪২ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ) গঠন করিয়া উহার হাতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকার একটি গবেষণা তহবিল ন্যস্ত করেন। এদেশ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে ইংরাজ সরকার এভাবে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া যান।

স্বাধীনতা লাভের পরে ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। শিল্পসমৃদ্ধ নবভারত গঠনের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু নিজ তত্ত্বাবধানে একটি 'বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর' সৃষ্টি করেন। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন এই দপ্তরের অধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সৃষ্টি হয়; এই বিভাগের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া ১৯৫১ সালে ইহাকেই 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা' (ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড

সায়েন্টিফিক রিসার্চ) মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ (যাহা সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর. নামে পরিচিত) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

১। রোগ ও ঔষধ সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদি: 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,

২। কৃষি গবেষণার দায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' ও তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উন্নয়ন কার্য স্বতন্ত্র সমিতির হস্তে ন্যস্ত,

৩। কারিগরি বিদ্যার গবেষণা 'বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত,

৪। বিভিন্ন শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা করে প্রধানতঃ সি. এস. আই. আর. ও অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (পরমাণু শক্তি সংস্থা); তা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা কার্য চলে,

৫। বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা মুখ্যতঃ সি. এস. আই. আর. কর্তৃক পরিচালিত হয়; আর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেও গবেষণা চলে।

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাসট্রীয়াল রিসার্চ

পূর্বে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্দিনে ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠন করেন, যাহা ১৯৪২ সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ নামে পরিচিত হয়। এই কাউন্সিল বা পরিষদ প্রধানতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমবায়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারগুলির সুপরিচালন ও কার্যাদির সমন্বয়সাধন এবং নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপন। এতদ্ব্যতীত গবেষণা বৃত্তি-দান, গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন শিল্প প্রসারে প্রয়োগ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকাদি প্রকাশ করা এই পরিষদের কর্তব্যের অন্তর্গত করা হয়।

স্বাধীনতার পরে প্রধানমন্ত্রীকে এই পরিষদের সভাপতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞানগবেষণা দপ্তরের মন্ত্রীকে সহ-সভাপতি করিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক কাউন্সিলের কর্তব্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থদপ্তরের প্রতিনিধিসহ বেসরকারী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। বিশেষ বিশেষ কারিগরি ব্যাপারে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহক সমিতি বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের পরামর্শ গ্রহণেরও ব্যবস্থা হয় এবং সরকারী শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিও এই সমিতির সভ্য হইয়া থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার মোট ২৫টি উপদেষ্টা সমিতি বোর্ডের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করে। ইহা আবার সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়, যেমন—কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা, কোন বিশেষ শিল্প বা কারিগরি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলির প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আহরণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা পেশ করা।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ও পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের উদ্বোধন করেন। পরে এই বিভাগই একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রী-দপ্তরের অধীনে 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা' দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। এই দপ্তরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদের নিকট উপল নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন বিধায়ক মৌলিক গবেষণার প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য ইহাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবেষণাগারগুলির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্প উন্নয়নের কাজে একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে।

॥ জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ॥

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক মৌলিক গবেষণা কার্যের জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে—এগুলি ন্যাশনাল লেবরেটরীজ বা জাতীয় গবেষণাগার নামে অভিহিত। এই সকল গবেষণাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) **জাতীয় ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২৬শে নবেম্বর তারিখে জামসেদপুরে এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হইয়াছে। টাটা লৌহ কারখানার সহযোগে এই গবেষণাগারের কার্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ব্যবস্থা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার। ধাতুর নিষ্কাষণ, পরিশোধন, উন্নয়ন প্রভৃতি ধাতুবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধাতব, খনিজ, ধাতুসংকর প্রভৃতি সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদিও পরিচালিত হয়।

(২) **কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট): লক্ষ্ণৌ-এর 'ছত্রমঞ্জিল' নামক স্থানে ১৯৫১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। এখানে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জৈব রসায়ন, জীবাণুতত্ত্ব, রোগ ও নিদান বিষয়ক পাঁচটি প্রধান বিভাগে গবেষণা কার্য চলে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত দেশীয় ঔষধগুলির গুণাগুণ বিচার ও বিশ্লেষণ এবং দেশীয় গাছগাছড়ার ভেষজগুণ পরীক্ষার কাজও চলিতেছে। আধুনিক কৃত্রিম বা সংশ্লিষ্ট ঔষধাদি ও এন্টিবায়োটিক প্রস্তুত করার একটি পরিকল্পনাও আছে।

(৩) **জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার** (ন্যাশনাল ফিজিকাল লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। এই গবেষণাগারে নয়টি বিভাগে কাজ হয়—তড়িৎবিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনতত্ত্ব, শব্দ বিজ্ঞান, তাপ ও শক্তি, ফলিত যন্ত্রবিদ্যা, ওজন ও মান, রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যা।

(৪) **জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার** (ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবরেটরী): এই গবেষণাগার ১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রসায়ন বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি বিভিন্ন বিভাগে এখানে গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে—অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন, তত্ত্বীয় (ফিজিক্যাল) রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় রসায়ন, রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা, প্লাস্টিক ও হাইপলিমার সম্পর্কীয় রসায়ন, রাসায়নিক তথ্য সমন্বয় প্রভৃতি।

(৫) **কেন্দ্রীয় জ্বালানি গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল ফুয়েল রিসার্চ লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২২শে এপ্রিল ধানবাদের নিকটস্থ দিগোয়াদি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন জ্বালানি পদার্থের দাহিকা শক্তি সম্পর্কীয় সমস্যাদির সমাধান করাই ইহার

উদ্দেশ্য। ভারতীয় কয়লার মান নির্ধারণ, উপযুক্ত ব্যবহার ও অনুজাত পদার্থাদি বিষয়ক গবেষণাও ইহার অন্তর্গত।

(৬) **কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : কলিকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ১৯৫০ সালের ২৫শে আগষ্ট এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ ও মৃত্তিকা (চিনামাটি, পোর্সিলেন প্রভৃতি) সম্পর্কীয় গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। কাচ শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বালুকার বিশ্লেষণ করিয়া উপযোগিতা নির্ধারণ ও শ্রেণী বিভাগ করা এবং সুদৃশ্য রঙিন কাচ, সুকঠিন কাচ, ফেন কাচ (ফোম গ্লাস) প্রভৃতি নূতন নূতন কাচের প্রস্তুত প্রণালী নির্ধারণ করাও ইহার কর্তব্য।

(৭) **কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : নূতন দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খোলা হয় ; দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে রাস্তা তৈরী ও উহা সংরক্ষণের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৮) **কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫০ সালের ২১শে অক্টোবর মহীশূরে এই গবেষণা মন্দিরের উদ্বোধন হয়। খাদ্যপুষ্টি ও জৈবরসায়ন, খাদ্যসংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় কারিগরি বিদ্যা—এই তিনটি প্রধান বিভাগে এখানে গবেষণা কার্য চলিতেছে। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ বিচার, কৃত্রিম ও পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, ফল সংরক্ষণ ও তার যোগ্য আধারের ব্যবস্থা, ভেজাল নিবারণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষণা চলে। পূর্বতন 'ভারতীয় খাদ্য শিল্পাগার' (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফুড টেক্নোলজি) ১৯৫০ সালেই কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(৯) **কেন্দ্রীয় চর্মশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে আধুনিক উন্নত শ্রেণীর চর্মশিল্প প্রবর্তনের জন্য এখানে সব রকম গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম চামড়া তৈরী, চামড়ার শ্রেণী বিভাগ ও পরীক্ষা প্রভৃতি কার্যের সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কৌশল বাহির করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(১০) **কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দির** (সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল রুড়কিতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে।

ভারতবাসীর গৃহসমস্যা সমাধানের সুলভ উপায় উদ্ভাবন করাই ইহার উদ্দেশ্য। গৃহ নির্মাণে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী মালমসলা, নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রভৃতি গৃহসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালন ও তথ্যাদি পরিবেশন করাই এই গবেষণাগারের কার্য।

(১১) **কেন্দ্রীয় তড়িৎ-রসায়ন গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল ইলেকট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট): মাদ্রাজের করাইকুডি নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাই ইহার উদ্দেশ্য। বৈদ্যুতিক উপায়ে রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উন্নত কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এখানে গবেষণা কার্য চলিতেছে। ইলেক্ট্রোলাইটিক ও ইলেক্ট্রোথার্মিক এই দুই মুখ্য বিভাগে এখানে গবেষণা হয়।

(১২) **কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল সল্ট রিসার্চ ইনস্টি-টিউট): গুজরাটের ভবনগরে ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। খাদ্য-লবণের বিশুদ্ধতা সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্রের হ্রদের যে লবণাক্ত জল হইতে লবণ উৎপাদিত হয় তাহাতে বিভিন্ন অনেক মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে; লবণ উৎপাদনের সময় ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ উপজাত হিসাবে লাভ করিবার জন্যও গবেষণা করা হইতেছে।

(১৩) **কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট): রাজস্থানের পিলানি নামক স্থানে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। সকল রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার কারিগরি গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। চিকিৎসা কার্যের জন্য ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফ, এন্সেফেলোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র, বিভিন্ন শিল্পকার্যে ও গবেষণাগারে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেডিও যন্ত্রের ভালব প্রভৃতি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত করিবার জন্য গবেষণা কার্য আরম্ভ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সাহায্য পরিকল্পনায় এই গবেষণাগারের জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। শেঠ জি. ডি. বিড়লা এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ২১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(১৪) **জাতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যান** (ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন): লক্ষ্ণৌ, 'সেকেন্দার বাগ' নামক প্রাচীন সুবৃহৎ বাগিচাটি 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ভেষজগুণসম্পন্ন

লতা, গুল্ম ও গাছগাছড়া উৎপাদন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য গবেষণার উদ্যোগ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই একটি উদ্ভিদ্‌শালা ও গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গবেষণাগারগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক গবেষণার জন্য আরও গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। কলিকাতায় একটি জাতীয় যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগার স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। ভারতের জাতীয় উন্নতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে এই সকল গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা—শিল্পসমৃদ্ধ নবভারত গঠনের ভিত্তি বলিয়া মনে করা যাইতেছে।

॥ ভারতে চিকিৎসা গবেষণা ॥

নূতন দিল্লীতে অবস্থিত 'ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ) কর্তৃক সারা দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণার কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। এতদ্বিষয়ক বিশেষ সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পরিষদ (সায়েন্টিফিক এডভাইসারি বোর্ড) গঠিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য-কাউন্সিল বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গবেষকদের উৎসাহিত করেন। এদেশে জন-স্বাস্থ্য, রোগ ও ঔষধাদি বিষয়ে যে সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ হইতেছে তাহাদের বিশেষ কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা, (২) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টি-টিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ, কলিকাতা, (৩) হপকিন্স ইনস্টিটিউট, বোম্বাই, (৪) সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কশৌলি, (৫) কিং ইনস্টিটিউট, গুইণ্ডি, মাদ্রাজ, (৬) ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, দিল্লী, (৭) নিউট্রিসন রিসার্চ ইনস্টিট্টিউট, কুন্নুর, (৮) পাস্তুর ইনস্টিটিউট, তিনটি—শিলং, কশৌলি ও কুন্নুরে অবস্থিত।

॥ ভারতে কারিগরিবিদ্যা গবেষণা ॥

বিভিন্ন বিষয়ক যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার তথ্যাদির সমন্বয় সাধন ও গবেষণা কার্যের প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে 'যন্ত্রবিদ্যা গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থা পাঁচটি বিশেষজ্ঞ সমিতির পরামর্শ অনুসারে চলে; প্রত্যেকটি সমিতি যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখার

গবেষণা ও পর্যালোচনা করে—(১) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (২) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৩) ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৪) অ্যারোনটিক্যাল (এরোপ্লেন সম্পর্কীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৫) হাইড্রলিক (জলশক্তি সম্বন্ধীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে সি. এস. আই. আর. কর্তৃক এই সংস্থার কার্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

॥ ভারতে কৃষি গবেষণা ॥

ভারতে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ্' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধান ও উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, পশু চিকিৎসা বিভাগও এই পরিষদের অঙ্গীভূত করা হয়। ক্রমে ইহার কর্মগণ্ডী পরিবর্ধিত করিয়া গবেষণালব্ধ তথ্যাদি বাস্তব কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তরের মাধ্যমে পরিষদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি পরিবেশিত ও কার্যকরী করা হইয়া থাকে।

যাহাহউক, কৃষি পরিষদ্ দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত—(ক) পরিচালক মণ্ডলী; (খ) গবেষক মণ্ডলী। কৃষি সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সমস্যার পর্যালোচনা করা ও প্রয়োগ পন্থা নির্ধারণ করা পরিচালক মণ্ডলীর কর্তব্য এবং উহার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণাগারগুলির কার্য পরিচালনা গবেষক মণ্ডলীর অধিকার ভুক্ত। স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উন্নতি বিধানের জন্য অনেকগুলি নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম প্রদত্ত হইল: (১) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দিল্লী; (২) সেন্ট্র্যাল রাইস রিসার্চ স্টেশন, কটক; (৩) কটন টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী মাতুঙ্গা, বোম্বাই; (৪) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাদুন; (৫) সুগার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোইম্বাটুর; (৬) সেন্ট্র্যাল জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী, কলিকাতা; (৭) জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হুগলী; (৮) ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাচি; (৯) সেন্ট্র্যাল টুব্যাকো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাজামণ্ডী; (১০) বিড়ি টুব্যাকো রিসার্চ স্টেশন, আনন্দ

(১১) সেন্ট্র্যাল কোকোনাট রিসার্চ স্টেশন, কায়মকুলান, ত্রিবাঙ্কুর; (১২) সেন্ট্র্যাল পোট্যাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা; (১৩) সেন্ট্র্যাল ভেজিটেব্‌ল ব্রিডিং স্টেশন, কুলু (পূর্ব পাঞ্জাব); (১৪) ফ্রুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সাবুর, ভাগলপুর; (১৫) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, পুণা; (১৬) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, সাহাজাহানপুর; (১৭) ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মুক্তেশ্বর ও ইজ্জৎনগর; (১৮) ইণ্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোর; (১৯) সেন্ট্যাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন, ব্যারাকপুর; (২০) সেন্ট্র্যাল মেরিন রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজ; (২১) ডিপ সি ফিশিং রিসার্চ স্টেশন, বোম্বাই।

॥ পরমাণুশক্তি গবেষণা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বা 'অ্যাটম্ বম্' বিস্ফোরণে জগৎবাসী পরমাণুশক্তির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে। পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে অসীম শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন—পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উদ্ভব হয়। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের পরমাণু বিভাজনে এই বিপুল শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অ্যাটোহান ইহার জটিল প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এই পরমাণুশক্তির সাহায্যে দেশরক্ষা ও শিল্পোন্নতির কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারতে পরমাণুশক্তির উৎস খনিজগুলি যথেষ্ট: পাওয়া যায়। জাতীয় উন্নতির পক্ষে পরমাণুশক্তির গবেষণা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে একটি 'পরমাণুশক্তি গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব রিসার্চ ইন অ্যাটমিক এনার্জি) গঠন করেন। শিল্পোন্নয়নে পরমাণুশক্তি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয়। পর বৎসর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় সংসদে অ্যাটমিক এনার্জি বা পরমাণু শক্তি বিল গৃহীত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীনে অতঃপর 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' গঠন করা হয়। পরমাণুশক্তির উৎপাদন সম্পর্কিত বিবিধ কার্যাদির পর্যালোচনা করাই এই কমিশনের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় খনিজের অনুসন্ধান ও তাহার পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনে শক্তি উৎপাদনের গবেষণা সম্পর্কীয় সমস্যাদি পর্যালোচিত হইতে থাকে।

পণ্ডিত নেহরুর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের অধীনে পরমাণুশক্তি গবেষণা সম্পর্কে একটি দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি) খোলা হয়। পরমাণুশক্তি বিষয়ক সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অতঃপর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রী অব ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড সায়েন্টীফিক রিসার্চ) হইতে এই নবগঠিত দপ্তরের হাতে ন্যস্ত হয়। এই দপ্তরের সদর কার্যালয় বোম্বাইতে স্থাপিত হয়। পরমাণুশক্তির উৎপাদন ও উন্নতিবিধান সম্পর্কীয় গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের এই গবেষণাগারগুলিতে পরিচালিত হয়—(১) বোম্বাইস্থিত টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ, (২) আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী ও (৩) কলিকাতা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এতদ্ব্যতীত কমিশনের নির্দেশানুসারে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলিতে এতদ্বিষয়ক গবেষণাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়।

পরমাণুশক্তি কমিশনের উদ্যোগে ভারতসরকার ও কেরলাসরকারের মিলিত ব্যবস্থাপনায় 'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিঃ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে কোচিনে আলোয়া নামক স্থানে মোনাজাইট প্রস্তর শোধনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু নিষ্কাষণের জন্যও আর একটি কারখানা হইতেছে। এই সব ধাতুর পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনের ফলেই পরমাণুশক্তি উৎপাদন সম্ভব। পরমাণুশক্তি উৎপাদনের জন্য কমিশনের উদ্যোগে বোম্বাই অঞ্চলে ট্রম্বে নামক স্থানে একটি 'অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর' বা পরমাণুবিভাজন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার পরিচালনার জন্য বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল গবেষকেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে পরমাণুশক্তি উৎপাদনে সাহায্য হিসাবে কানাডা হইতে একটি রিয়্যাক্টর পাওয়া গিয়াছে।

পরমাণুশক্তিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় যেমন প্রয়োগ করা যায় তেমনই শিল্পোন্নতি ও জনকল্যাণে ইহার বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে ইহার ধ্বংসশক্তি ব্যবহারের দিকেই ঝোঁক সমধিক ; কিন্তু ভারতে ইহার শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টাই চলিতেছে ; পরমাণুশক্তি কমিশন আপাততঃ জীবদেহে তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কীয় গবেষণা এবং পরমাণুশক্তির তেজস্ক্রিয় রশ্মিসম্পাতে মানবদেহে সৃষ্ট রোগ ও উহা প্রতিকারের বিষয়সমূহের গবেষণা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

॥ বেসরকারী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ॥

নিম্নে কতিপয় বেসরকারী গবেষণাগারের পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা**: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগার। বর্তমানে ভারতসরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মূল গবেষণাগার ৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ অবস্থিত; এ-ছাড়া দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতে ও ২৪ পরগণার শ্যামনগর ও ফলতায় কৃষিক্ষেত্র ও শাখা-গবেষণাগার আছে।

২। **ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি, কলিকাতা** (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স): ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য—আধুনিক বিজ্ঞানগবেষণায় ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করা। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সি. ভি. রমণ যোগদান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা খ্যাতি সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। অধ্যাপক রমণ এখানকার গবেষণার ফলেই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এফ. আর. এস. হন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখান হইতেই ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণও এফ. আর. এস. সম্মান লাভ করেন। এই সমিতির ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত গবেষণাগার এইরূপ ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়।

গত ১৯৫১ সালে ভারতসরকারের বিপুল অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির গবেষণাগার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির অন্যতম। পরলোকগত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহার বর্তমান উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। গবেষণার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও ইহা মোট ২৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালনাধীন।

৩। **পরমাণুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতসরকারের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে এই গবেষণাগার পরিচালিত। পরমাণুশক্তি সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক শিক্ষা ও গবেষণা

ক্ষেত্রে ইহা ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 'পালিত গবেষণাগারে' ইহার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে এতদ্বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে এখন স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থিগণ পরমাণুবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনের সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাজ এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাকসন, বিটা ও গামা-রে স্পেক্ট্রস্কোপি, সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলিতেছে।

৪। **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস:** ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক সমিতি, সংস্থা প্রভৃতির কার্যাবলীর সংযোগ ও সমন্বয় বিধানে উদ্যোগী হয়। দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্নয়নে ইহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার এই ইনস্টিটিউটের পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সাল হইতে ইহার সদর কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকাশন বিভাগটি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেই রহিয়াছে।

৫। **এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা:** ভারতের সর্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতি; ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণকে লইয়া প্রাচ্য কৃষ্টির গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করেন। ক্রমে ভারতীয়গণও ইহার সভ্যপদে বৃত হন এবং এদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলিতে থাকে। তৎকালীন ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়; বর্তমানে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটির নূতন ভবন নির্মিত হইতেছে; উহার জন্য মোট ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেও ইহার অবদান অসামান্য—এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্মেষের পক্ষেও এই সমিতি অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

[ঠিকানা : ৬৪, দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭]

প্রধানতঃ দুইজন ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের প্রচেষ্টার ফলেই "ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস" প্রতষ্ঠিত হয়; তাঁহদের নাম অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমোহন এবং অধ্যাপক জে. এল. সাইমনসেন। তাঁহারা যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজে অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা ১৯১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের নিকট একটি-প্রচার-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তাঁহারা একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—প্রতিবৎসর উক্ত সংস্থা ভারতের অন্যতম বড় শহরে একটি বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করিবে যাহাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হইবে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁহাদের আবেদনে আশাতীত সাড়া লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৪ সালে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন : বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে, ১৯১৪ সালে, জানুয়ারি মাসের ১৫ই হইতে ১৭ই তারিখ পর্যন্ত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং উহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ ডি. হুপার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১০৫ জন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব এই ৬টি শাখা ছিল এবং ৩৫টি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উহার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছিল ৫০৪ টাকা ৪৪ নয়া পয়সা।

বর্তমানে কেবলমাত্র কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্যই এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে; উহাতে পাঁচ হাজারের উপর দর্শক যোগ দিয়া থাকেন এবং অধিবেশন এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। ১৯৬০ সালের অধিবেশনে ২৫০০ উপর মৌলিক প্রবন্ধ উত্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের কর্মধারা বর্তমানে ১৩টি বিভিন্ন শাখায় পরিব্যাপ্ত। প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক শাখার কার্য পরিচালনা করেন।

পরিচালন ব্যবস্থা ঃ কার্য নির্বাহক সমিতিই বস্তুতঃ কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ১৮ জন সভ্য লইয়া কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৮ জন পদাধিকার বলে (এক্স-অফিসিও) সভ্য হন এবং অবশিষ্ট ১০ জন নির্বাচিত হন। আবার কার্য নির্বাহক সমিতিকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি 'পরিষদ' রহিয়াছে। ভূতপূর্ব সভাপতিগণ, ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদকগণ ও ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষগণ এবং ৭ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া উক্ত 'পরিষদ' গঠিত হয়।

॥ ১৯৬২ সালের অধিবেশন ॥

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির ৪৯ তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয় ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬২ উড়িষ্যার কটক শহরে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে এবং অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় নয়শত প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলোচ্য অধিবেশনে যোগ দান করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি। তিনি লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টার। নিম্নে মূলসভাপতি ও বিভিন্ন শাখা সভাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল।

মূল সভাপতি ঃ ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি ১৯০৩ সালের ১লা মার্চ ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠ্যজীবনে তিনি ক্লাসের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে মাটি্রকুলেশন পরীক্ষা ও ১৯২১ সালে কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ভেষজশাস্ত্রে, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিদ্যায় অনার্সসহ ১৯২৭ সালে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শ্রীমুখার্জি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ইডেন হাসপাতালে দেড় বৎসরকাল হাউস সার্জেন রূপে কাজ করেন। অতঃপর তিনি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে অতি সামান্য একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি শীঘ্রই খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে তিনি স্যার আর. এন. চোপরার সহকারীরূপে ভৈষজ্য সংক্রান্ত বহু মূল্যবান গবেষণা করেন এবং বিবিধ পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। চীন, জাপান ও আমেরিকায় ভৈষজ্যবিদ্যায় উন্নততর শিক্ষা অর্জনের জন্য ১৯৩৩ সালে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশান ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি চীন, জাপান,

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন এবং প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়া ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও কলিকাতায় ভারত সরকারের নব প্রতিষ্ঠিত বায়ো-কেমিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন লেবরেটরীতে পুনরায় স্যার চোপরার অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় ভৈষজ্য সম্পর্কে গবেষণায় রত হন। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত আছেন।

গণিত শাস্ত্র : গণিত শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডঃ পি. এল. ভাটনগর। তিনি ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করিয়া ফলিত গণিতের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা চালান। আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান করেন। তিনি বর্তমানে বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান মন্দিরে ফলিত গণিতের অধ্যাপক।

উদ্ভিদ্ বিদ্যা : এই বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ জে. বেঙ্কটেশ্বরলু। ১৯১২ সালে তিনি গোদাবরী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বারাণসী ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি কেম্ব্রিজের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিদ্যালয়ে যোগ দেন ও উদ্ভিদ্ ভ্রূণ সম্পর্কে গবেষণা চালান। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হইয়াছেন।

চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা : এই বিভাগের নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জি ১৯০১ সালে বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিদেশে যান এবং ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে গবেষণা চালান। হৃদযন্ত্রের বাতব্যাধি সম্পর্কে তাঁহার গবেষণালব্ধ তত্ত্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

পদার্থ বিজ্ঞান : ৪২ বৎসর বয়স্ক বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সারাভাই পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। গুজরাট কলেজ হইতে এম. এসসি. ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি বাঙ্গালোরস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সি. ভি. রমণের অধীনে 'মহাজাগতিক রশ্মি' সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁহার গবেষণার ফল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসংখ্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষি বিজ্ঞান : এই বিভাগের সভাপতি ডঃ পি. কে. সেন ১৯৪৮ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। উদ্ভিদ্

সম্পর্কে তাঁহার নানাবিধ মৌলিক গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

পূর্ত ও ধাতুবিজ্ঞান: এই বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রী ভি. কাদম্বে। তিনি বাঙ্গালোরে জন্ম গ্রহণ করেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রী কাদাম্বে ১৯৫৮ সালে দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞান: এই শাখার সভাপতি ডাঃ রোয়াজ মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৪৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক শাখার অধ্যাপক রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল: ডাঃ কে. পি. রোড এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী, মিউনিক ও জুরিখে শিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। পৃথিবীর মাটিতে সৈন্ধব লবণের সৃষ্টি সম্পর্কে তাহার মৌলিক গবেষণা সার্বজনীন প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব: ডঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহ এই বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। নৃতত্ত্বে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৫৮-৬০ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে বস্তার রাজ্যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পরিসংখ্যান: এই বিভাগের সভাপতি ডাঃ সি. চন্দ্রশেখরন ১৯৩৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যান বিদ্যায় পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক্ হেলথ-এর অধ্যাপক হন এবং ১৯৪৫ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সমাজ কল্যাণ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাইল্যাণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্র: শ্রী আর. পি. মিত্র এই বিভাগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজে তিনি বিদ্যুৎ রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা কার্য চালাইয়াছিলেন।

প্রাণিতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব: এই শাখার সভাপতি হন ডাঃ এল. এস. রামস্বামী। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের

বৃত্তি লইয়া আমেরিকায় যান এবং মৎস্যের ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা চালান।

শারীরবৃত্ত: ডঃ গোপেশচন্দ্র এষ এই বিভাগে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট। ১৯৩৭ সালে জৈব রসায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভ করেন। আসাম সরকারের অধীনে স্বল্পকাল চাকুরী করার পর সরকারী বৃত্তি লইয়া তিনি আমেরিকা গমন করেন ও পুষ্টি বিজ্ঞান সম্পর্কে ওহিও ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯৫০ সালে তিনি বেঙ্গল ইমিউনিটির গবেষণা সংস্থায় যোগ দেন।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগণ ॥

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯১৪	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯১৫	ডবলিউ. বি. ব্যান্যারম্যান	মাদ্রাজ
১৯১৬	স্যার এ. বি. বুরব্যাড	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	স্যার আলফ্রেড গীবস্ বোর্ণ	বাঙ্গালোর
১৯১৮	স্যার জি. টি. ওয়াকর	লাহোর
১৯১৯	স্যার লিওনার্ড রজার্স	বোম্বাই
১৯২০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	নাগপুর
১৯২১	স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯২২	চার্লস এস. মিডলমিস	মাদ্রাজ
১৯২৩	স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া	লক্ষ্ণৌ
১৯২৪	টি. এন. আনাণ্ডেল	বাঙ্গালোর
১৯২৫	স্যার এম. ও. ফরস্টার	কাশী
১৯২৬	স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড	বোম্বাই
১৯২৭	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	লাহোর
১৯২৮	জন লাউনেস সাইমনসেন	কলিকাতা
১৯২৯	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন	মাদ্রাজ
১৯৩০	স্যার রিচার্ড ক্রিস্টোফার্স	এলাহাবাদ
১৯৩১	আর. বি. সীমুর সিউয়েল	নাগপুর
১৯৩২	শিবরাম কাশ্যপ	বাঙ্গালোর

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯৩৩	স্যার লিউইস লে ফারমোর	পাটনা
১৯৩৪	ডঃ মেঘনাদ সাহা	বোম্বাই
১৯৩৫	জে. এইচ. হাটন	কলিকাতা
১৯৩৬	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ইন্দোর
১৯৩৭	স্যার সি. এস. ভেঙ্কট রমন	হায়দরাবাদ
১৯৩৮	স্যার জেমস জীনস	কলিকাতা
১৯৩৯	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	লাহোর
১৯৪০	ডাঃ বীরবল সাহানী	মাদ্রাজ
১৯৪১	স্যার আর্দেশির দালাল	কাশী
১৯৪২	ডি. এন. ওয়াদিয়া	বরোদা
১৯৪৩	ডি. এন. ওয়াদিয়া (শ্রীনেহরুর অনুপস্থিতিতে)	বরোদা
১৯৪৪	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দিল্লী
১৯৪৫	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	নাগপুর
১৯৪৬	জনাব আফজল হুসেন	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	শ্রীজওহরলাল নেহরু	দিল্লী
১৯৪৮	শ্রীরামনাথ চোপরা	পাটনা
১৯৪৯	ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণ	এলাহাবাদ
১৯৫০	শ্রী পি. সি. মহলানবীশ	পুণা
১৯৫১	ডঃ হোমি জে. ভাবা	বাঙ্গালোর
১৯৫২	ডঃ জে. এন. মুখার্জি	কলিকাতা
১৯৫৩	ডঃ ডি. এম. বসু	লক্ষ্মৌ
১৯৫৪	ডঃ এস. এল. হোরা	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	ডঃ এস. কে. মিত্র	বরোদা
১৯৫৬	ডঃ এম. এস. কৃষ্ণণ	আগ্রা
১৯৫৭	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	কলিকাতা
১৯৫৮	শ্রী এম. এ. থ্যাকার	মাদ্রাজ
১৯৫৯	ডঃ এ. এল. মুদালিয়ার	দিল্লী
১৯৬০	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পারিজা	বোম্বাই
১৯৬১	ডঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি	কটক

বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্যের প্রবহমান ধারা নদীর স্রোতের ন্যায় জাতির মানসভূমিকে প্রাণরসে লালন করে। ইহার মুখ্য উপকরণ ভাষা। ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে আঙ্গিকে ও প্রকরণে পরিবর্তিত হয়। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন ও বিকাশ এক বিস্ময়কর ঘটনা। অনুধাবনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে কালানুক্রমিক পর্যায়ে কয়েকটি বিশেষ যুগে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্যায়কে প্রাক্‌তুর্কী আক্রমণ যুগ (৯০০-১২০০ খ্রীঃ); দ্বিতীয় পর্যায়কে তুর্কী আক্রমণের যুগ (১২০০-১৮০০ খ্রীঃ) এবং আধুনিক পর্যায়কে নব জাগরণের যুগ (১৮০০-বর্তমান কাল) বলা যাইতে পারে।

আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল অবলম্বন ছিল ধর্ম। ধর্মাশ্রিত বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত 'চর্যাপদ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক দশম খ্রীষ্টাব্দ। ইহা পুরাপুরি বাংলা না হইলেও চর্যাপদের ভাষাই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ঃ

> উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি সবরী বালী।
> মোরঙ্গি পীচছ পরিহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

অর্থাৎ উঁচু উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা, গলায় তাহার গুঞ্জাফুলের মালা। ইহাকে বাংলা বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয় না। ইহার পরবর্তীকালের বাংলা গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য বাংলার জনমানসে যে প্রচেষ্টা চলিতেছিল, শূন্যপুরাণে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

শূন্যপুরাণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাথপন্থ সাহিত্যের উদ্ভব। ডাঃ জি.এ. গ্রীয়ার্সন আবিষ্কৃত মানিকচাঁদের গান এই সময়ের একটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মানিকচাঁদ, তৎপত্নী ময়নাবতী ও পুত্র গোপীচাঁদের জীবন কাহিনীর মাধ্যমে নাথ ধর্মবিস্তারের মূল সূত্র নাথপন্থ সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। নাথ সাহিত্যের আর একটি প্রকৃষ্ট গ্রন্থ 'গোরক্ষ বিজয়' বা

'মীনচেতন'। ইহাদের পাশাপাশি বাংলাদেশে লোকপ্রচলিত মৌখিক সাহিত্যের ধারাও প্রবহমান ছিল। ডাক ও খনার বচন এই মৌখিক সাহিতের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়া বাঙালীর আধিভৌতিক কল্যাণচেতনার পরিচয় যুগপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের একটি অনিন্দ্যসুন্দর অশ্রুসজল উপাখ্যান, কালকেতু ফুল্লরার জীবনালেখ্য ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহা শুধু কাব্যগুণেই কালজয়ী হয় নাই, এই কাব্যের মধ্যে আমরা পাইয়াছি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সুখ দুঃখ আর কান্নাহাসির দোলায় আন্দোলিত এক শুচিসুন্দর বাস্তব চিত্র।

তুর্কী বিজয়ের পর বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান সম্রাটগণ বাংলার জনজীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ রচিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচনা করিয়া বাংলাদেশে অবিস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত কাশীরাম দাসও এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার মহাভারত আজিও বাংলার লোকসমাজে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিয়াছে।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে দুইটি কাব্যধারা প্রবাহিত ছিল। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দন। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কোমলকান্ত পদাবলী এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলায় পদাবলী সাহিত্যে যুগান্তর আনায়ন করে। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে বৈষ্ণব গীতিকবিতায় নূতন মানবিক স্পর্শ লাগিল।

গৌরাঙ্গ লীলাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইল চরিত কথা। গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বাংলার চরিত সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্মরণীয় কবি ভারতচন্দ্র রায় ও রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই যুগেই বাংলার কবিয়ালদের উদ্ভব। হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টনী ফিরিঙ্গি, গোজলা গুঁই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়ালরূপে স্বীকৃত।

বাংলার নবজাগরণ: উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ। এই শতাব্দীতেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং মুদ্রাযন্ত্রের

প্রবর্তন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার গদ্য ও কাব্য রচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। বাংলার মনীষার সহিত পশ্চিমের মানসের যোগাযোগও ঘটে এই শতাব্দীতেই। উনবিংশ শতাব্দীর এই নব জাগরণকে অনেকে ইয়োরোপের ফ্রান্স ও ইতালীর রেণেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। বাংলার সমাজ জীবনেও এই নবজাগরণের বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে তাহার জন্মকালেই এক অপূর্ব ঋজুতা দান করেন। মধুসূদন তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' রচনা করিয়া বাংলা ভাষাকে পয়ারের বেড়ি হইতে মুক্তি দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা গদ্যকে অপরূপ সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম। নানাদিক দিয়াই বাংলাদেশে তখন নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এই নবজীবনের কল্লোলধ্বনির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন তাহা রবীন্দ্রনাথের একক দানেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়াই বাংলার সাহিত্যধারা থামিয়া যায় নাই। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র এক মরমী ধারার প্রবর্তক। ত্রিশের যুগে আবার তরুণ লেখকগোষ্ঠী নূতনভাবে বাংলা সাহিত্যে আঙ্গিক ও উপকরণ লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করে। এই পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই।

আধুনিক যুগ : বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশক হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। আধুনিক জীবনের আশা আকাঙ্খা ও দুশ্চিন্তা এই সময় হইতেই এক শ্রেণীর লেখকদের রচনায় পরিস্ফুট হইতে থাকে। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনাতে আধুনিক যুগলক্ষণ তীব্র মাদকতা লইয়া আবির্ভূত হয়। কবিতার ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি ও মনোভাব লইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। রবীন্দ্র সমসাময়িককালে অন্তর্বিদ্রোহের বিজয়কেতন উড়াইয়া ঝড়ের গতিতে আবির্ভূত হন নজরুল ইসলাম। নতুন ছন্দের পরিশ্রমী পরীক্ষায় অনন্য সার্থকতা দেখান সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য ও মনোভঙ্গি লইয়া বাংলা সাহিত্যকে আধুনিককালের দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। অনেক সমালোচকের মতে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের রচনাতেই, ইয়োরোপীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী, আধুনিক মানস উপন্যাসের আঙ্গিকে বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রথম ধরা পড়িয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুপূর্বে বাংলা সাহিত্যে তারাশংকরের পদক্ষেপ। তারাশংকরই বাংলা কথাসাহিত্যে ইদানীন্তনকালের পুরোধা ঔপন্যাসিক। তাঁহার

সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিপুলতা বাংলা উপন্যাসকে জনজীবনের কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে। অন্নদাশংকর রায়ের রচনা ভিন্ন মেজাজের। মননশীল উপন্যাস রচনাতে তিনি বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটো গল্পে এক অভাবনীয় সংযত রূপ দিয়াছেন। তাঁহার 'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠার' বাংলা ছোট গল্পে নূতন দিক্‌নির্দেশ। চল্লিশের দশক হইতে বাংলা সাহিত্যে অনেক শক্তিশালী লেখক তাঁহাদের বিচিত্র রচনায় নিজেদের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। মনোজ বসুর রচনায় সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবন সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। রোমান্টিক কাহিনীতেও ইনি সিদ্ধহস্ত। প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণ কাহিনীতে (মহাপ্রস্থানের পথে, দেবতাত্মা হিমালয়) অপূর্ব গল্পের স্বাদ রহিয়াছে। বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথমভাগ' ইত্যাদি গ্রন্থ সরসকৌতুকে উজ্জল হীরক-খণ্ডের মতো দীপ্যমান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় ইতিহাসের স্বপ্নালু পরিবেশ বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে।

অতি সাম্প্রতিককালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু ও বিমল কর আধুনিক জীবনের জটিলতা, সমাজ-সম্পর্ক ও মনোজগতের সংবাদ সার্থক ভাবে সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আরেকটি উল্লেখ্য দিক্ রম্যরচনায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও যাযাবর। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও নতুন জিজ্ঞাসা শিল্পের আঙ্গিকে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এই ক্ষেত্রে অগ্র-যাত্রীর সম্মান দিতে হয়। অকালে লোকান্তরিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাতে যুগযন্ত্রণা অতীব তীব্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল: 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি।' তৎসত্ত্বেও কবিতা ছুটি নেয় নাই। নতুনতর পোশাকে, গভীরতর যন্ত্রণার বাণী বহন করিয়া বার বার কবিতার যাদুমন্ত্র পাঠকদের সচকিত করিয়া দিতেছে।

॥ সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ—১৩৬৮ ॥

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী: সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ১৩৬৮ সালের প্রথম ও প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মজয়ন্তী উৎসব। এই উপলক্ষে সারা ভারত অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরেও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ইতালী, চীন, জাপান প্রভৃতি বহুদেশে বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ভারত সরকারের বিবিধ উদ্যমও প্রশংসনীয়। ১৩৬৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে উহা পুনরুক্তি বাহুল্য বোধে বর্জন করা হইল।

কাশীরাম দাস স্মারক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা : কাশীরাম দাস ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার জন্মভূমি সিংঘী গ্রামে (কাটোয়া মহকুমা) আলোচ্য বর্ষে একটি স্মারক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬১, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় উক্ত গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স এশোসিয়েসন ঐ গ্রন্থাগারে বহু পুস্তক দান করিয়াছেন।

উইলিয়াম কেরীর দ্বিশত-জন্মবার্ষিকী উৎসব : 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি'—এইরূপ একটা অপবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উইলিয়াম কেরীর প্রতি স্মৃতিতর্পণ করিয়া বাঙ্গালী এই অপবাদ অন্ততঃ আংশিকভাবে অপনোদন করিয়াছে। বস্তুতঃ এই বিদেশী বন্ধুকে বিস্মৃত হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব নহে। যাঁহাদের শ্রমে ও দানে আধুনিক বাংলা ভাষার ভিত্তিভূমি রচিত হইয়াছিল উইলিয়াম কেরী তাঁহাদের প্রথম সারির অন্যতম। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট সুদূর ইংল্যাণ্ডের নরদাম্‌টনশায়ারে পালাম্‌পির্ডারি গ্রামে উইলিয়াম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সালের ১১ই নবেম্বর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৭৯৪-৯৯ এই ছয় বৎসর মালদহের অন্তর্গত মদনাবাটিতে এক কুঠীর চাকুরীতে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ৩৪ বৎসর ঐ স্থানেই যাপন করেন। তিনি শিক্ষা, সমাজসেবা ও বিবিধ গঠনমূলক কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গিত করেন। কেরী শ্রীরামপুরে যে ছাপাখানা স্থাপন করেন তাহা এদেশে আধুনিক শিক্ষা ও ভাবধারা প্রসারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক এই ছাপাখানা হইতেই প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরী বহু বাংলা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বাংলা ব্যাকরণ' ও 'বাংলা ইংরাজী অভিধান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৪ সনের ৯ই জুন উইলিয়াম কেরীর কর্মবহুল জীবনের অবসান হয়।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৬১, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় পরম উৎসাহে উইলিয়াম কেরীর দ্বিশত-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করা হইয়াছে।

শরৎ সাহিত্য সম্মেলন : শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, কলিকাতায় মহাজাতি সদনে শরৎ সাহিত্য সম্মেলনের চারদিনব্যাপী অধিবেশন

আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং উহাতে পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন যে, ইতালীর প্রাচ্যবিদ্যা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ উক্তকেন্দ্রে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার বাংলার পরিবর্তে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব : কলিকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ৩রা নবেম্বর, ১৯৬১, রবীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী মীরাদেবী ১০ দিনব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন। নিখিল ভারত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই উৎসবের ব্যবস্থা করেন। এই সঙ্গে একটি মেলাও বসিয়াছিল এবং মেলার অঙ্গ হিসাবে চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; উহাতে ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রীভেরা নভিকোভা ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ডঃ ডুসান জুটেভিল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন : 'গঙ্গাটিকুরী' গ্রামে উনবিংশ শতকের রস-সাহিত্যিক স্বর্গত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬১, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'গঙ্গাটিকুরী' বর্ধমান জেলায় গঙ্গা ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলের কাছে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে. এল. শ্রীমালি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং উহাতে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ আলোচ্য অধিশেনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে ৩০০ সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অধিবেশন তিন দিন চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, মুদ্রা ও সংবাদপত্রের একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন : আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত বৎসর সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করা হইয়াছিল, কলিকাতা অধিবেশনে উহার সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে। এই কারণে আলোচ্য অধিবেশনে রবীন্দ্র সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত ও নাটকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল।

অধিবেশন বসিয়াছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে 'রবীন্দ্র ভারতী ভবনে'। ১৯৪৭ সালের পরে কলিকাতায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইহাই প্রথম অধিবেশন। প্রবীণ সাহিত্যিক কবিশেখর কালিদাস রায় আলোচ্য অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভাগীয় সভাপতিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য বিভাগ, শ্রীসজনীকান্ত দাস—কাব্যশাখা, শ্রীমন্মথ রায়— নাট্যশাখা, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র সাহিত্য শাখা ও শ্রীবিমল ঘোষ—শিশু সাহিত্য বিভাগ।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, অধিবেশন আরম্ভ হয় ও ২৫শে ডিসেম্বর উহা সমাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইহা ৩৭শ অধিবেশন। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৩৫০ জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি 'বাংলা সাহিত্য আকাদেমী' গঠনের অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আসামে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষারূপে উপযুক্ত মর্যাদা দানের জন্য আসাম সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলন আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কলিকাতার মার্কাস স্কোয়ারে ৮ই এপ্রিল ১৯৬১, হইতে পক্ষকালব্যাপী অধিবেশনে সম্মেলন বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলিকাতার নাগরিকদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

সাহিত্যিকগণের রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ : গত প্রজাতন্ত্র দিবসে মোট পাঁচজন সাহিত্যসেবী রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারজন 'পদ্মভূষণ' ও একজন 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নে পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল :—

পদ্মভূষণ : (১) উর্দু কবি জাফর আলি খাঁ, (২) মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফাতকে, (৩) উর্দু কবি শ্রীনিয়াজ মহম্মদ খান, (৪) বিহারের হিন্দী লেখক শ্রীরাধিকারমণ প্রসাদ সিংহ।

পদ্মশ্রী : শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণ্ডিত সম্মাননা : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬১, স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি ভারতের পাঁচজন মনীষীকে সম্মানসূচক অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের

মধ্যে চারজন সংস্কৃত এবং একজন ফারসী ভাষায় পণ্ডিত। তাঁহাদের নাম ঃ— (১) শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, (২) শ্রীকল্লোন গোদে পি গোপালন নায়ার, (৩) শ্রীদত্তবামন পোদ্দার, (৪) পণ্ডিত সুখলালজী সঙখারী এবং (৫) আর. আব্দুল সাত্তার সিদ্দিকী।

সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে স্বীকৃতিদান ও এই সকল ভাষায় উচ্চ অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়াই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

॥ বিবিধ সাহিত্য-পুরস্কার ॥

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ঃ

[দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্য আকাদেমীর অন্যান্য বিবরণ "সরকারী আকাদেমী" শীর্ষক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে—সঃ বঃ।]

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদেমী প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির জন্য লেখকদিগকে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দিয়া সম্মানিত করিয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয় ১৯৬০ সালে বাংলা ভাষায় কোনো লেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। ১৯৬১ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পর্যন্ত আকাদেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ঃ

সন	লেখক	গ্রন্থের নাম
১৯৫৫	জীবনানন্দ দাশ	শ্রেষ্ঠ কবিতা
১৯৫৬	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	আরোগ্য নিকেতন
১৯৫৭	প্রেমেন্দ্র মিত্র	সাগর থেকে ফেরা
১৯৫৮	রাজশেখর বসু	আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প
১৯৫৯	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	কলকাতার কাছেই
১৯৬১	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

রবীন্দ্র পুরস্কার ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথের নামে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তন করেন ১৯৫০ সালে। ইহার অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৬২ সালে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) তাঁহার 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের জন্য এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পঞ্চোপাসনা' নামক গবেষণামূলক পুস্তকের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন।

॥ এ যাবৎ রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তি ও গ্রন্থের নাম ॥

১৯৫০— ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব
শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী (উপন্যাস)

১৯৫১— আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি : Ancient Indian Life
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী (উপন্যাস)

১৯৫২— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বাংলা সাময়িকপত্র, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ইত্যাদি
ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ : ভারতের বনৌষধি

১৯৫৩—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাঙালীর সারস্বত অবদান—(বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা)

১৯৫৪—শ্রীমতী রাণী চন্দ—পূর্ণকুম্ভ (ভ্রমণকাহিনী)

১৯৫৫—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস)
রাজশেখর বসু : কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (গল্পগ্রন্থ)

১৯৫৬—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড

১৯৫৭— ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : The History and Culture of the Indian People
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী

১৯৫৮— ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : Letterature Mediavali & Moderne Del sub continente Indiano (লাতিন ভাষায় লিখিত)
শ্রীবিনয় ঘোষ : পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা (কাব্যগ্রন্থ)

১৯৫৯— শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় : Origin of the National Education Movement.

১৯৬০— { শ্রীপ্রমথনাথ বিশী : কেরী সাহেবের মুন্সী (উপন্যাস)
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

১৯৬১— { মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : মহাভারত (অনুবাদ ও টীকা, ১৫০ খণ্ডে সমাপ্ত)
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : Historical development of Indian Music.

১৯৬২— { শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) : হাটেবাজারে
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা

শিশু সাহিত্য প্রবর্ধন পুরস্কার : আঞ্চলিক ভাষায় শিশুদের উপযোগী শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনার জন্য ভারত সরকার প্রতিবৎসর প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় বাংলাভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতাগণ প্রত্যেকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : সদাশিবের তিন কাণ্ড

শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী : ছবিতে মহাভারত

শ্রীমোহিত ঘোষ : টাপুর টুপুর

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার : শ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালা বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিবৎসর এক হাজার টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৬১ সালে শ্রীমতী বাণী রায় (নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ) পুস্তকের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর এই পুরস্কার নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও গবেষকগণ লাভ করিয়াছেন : যাযাবর ('দৃষ্টিপাত'), সৈয়দ মুজতবা আলী, (দেশে বিদেশে), মনোজ বসু (চীন দেখে এলাম), দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বিজ্ঞানভারতী), শংকর (কত অজানারে), সমরেন্দ্রনাথ সেন (বিজ্ঞানের ইতিহাস ২য় খণ্ড), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিগত দিন)।

শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার : অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা কর্তৃক বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনার জন্য শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের নামে প্রতিবৎসর দুইটি করিয়া পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। এই পুরস্কারের প্রত্যেকটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

১৩৬৮ সালে (১৯৬২) শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এবং মতিলাল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন শ্রীবিমল মিত্র। এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে :—

১৯৫৮— { হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৯— { স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

১৯৬০— { শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৯৬১— { ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯৬২— { ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীবিমল মিত্র

আনন্দ পুরস্কার : আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ সাপ্তাহিক পত্রের কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ১৯৫৮ সাল হইতে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার ও সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার নামে দুইটি পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। এই পুরস্কারের প্রত্যেকটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা। ১৩৬৮ সালে (১৯৬২) প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার পাইয়াছেন :—

১৯৫৮— { শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ বসু

১৯৫৯— { শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ ঘোষ

১৯৬০— { উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল

১৯৬১— { শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী

১৯৬২— { কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

মৌচাক পুরস্কার : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'মৌচাক' মাসিকপত্রের নামে প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রচনার

জন্য পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৩৬৮ (১৯৬২) সালে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্য রচয়িত্রী শ্রীমতী সুখলতা রাও এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এপর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম :—

১৯৫৮—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
১৯৫৯—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৯৬০—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী
১৯৬১—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৯৬২—শ্রীমতী সুখলতা রাও

উল্টোরথ পুরস্কার : উল্টোরথ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবিকে পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দেন। বর্তমান বৎসরে এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন কবি হরপ্রসাদ মিত্র। পূর্ববর্তী বৎসরে এই পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯৫৮); শ্রীঅজিত দত্ত (১৯৫৯), শ্রীমণীন্দ্র রায় (১৯৬০); শ্রীদিনেশ দাশ (১৯৬১)।

॥ লেখক পঞ্জী ॥

বাংলা সাহিত্যসেবায় আজ অগণিত লেখক লেখিকা ব্রতী আছেন। তাঁহাদের সামগ্রিক দানেই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি। জীবিত লেখকদের তালিকা প্রণয়ন ত্রুটি বিহীন হইতে পারে না। সেই ত্রুটি স্বীকার করিয়াই নিম্নোক্তরূপ তালিকা দেওয়া হইল :

কাব্য : কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বিষ্ণু দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরবিন্দ গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, নরেশ গুহ, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক দিনেশ দাস, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বাণী রায়, অশোকবিজয় রাহা, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল।

কথাশিল্প : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মহাস্থবির, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সীতানাথ

ভাদুড়ী, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, অমরেন্দ্র ঘোষ, প্রতিভা বসু, সুশীল জানা, সুশীল রায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বিমল কর, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, দেবেশ দাশ, অমলা দেবী, দীপক চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার সেন, রজত সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রভাত দেব সরকার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রনাথ দাস, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রাণতোষ ঘটক, শক্তিপদ রাজগুরু, লীলা মজুমদার, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অরবিন্দ পোদ্দার, সরোজ আচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, ঋষি দাস, অজিতকুমার ঘোষ, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক: মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, প্র-না-বি, সলিল সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, ধনঞ্জয় বৈরাগী, কিরণ মৈত্র, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুনীল দত্ত, গিরি শঙ্কর, অমর গঙ্গোপাধ্যায়।

রম্যরচনা: সৈয়দ মুজতবা আলী, 'যাযাবর', 'অবধূত', 'রঞ্জন', 'রূপদর্শী', তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রজিৎ' 'জরাসন্ধ', 'শংকর', 'ইন্দ্রমিত্র', 'শ্রীপান্থ', 'সমুদ্রগুপ্ত'।

ব্যঙ্গরচনা: শিবরাম চক্রবর্তী, প্র-না-বি, পরিমল গোস্বামী, অ-কৃ-ব, কুমারেশ ঘোষ।

শিশু সাহিত্য: হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, লীলা মজুমদার, 'স্বপনবুড়ো', আশা দেবী, 'মৌমাছি', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু।

অনুবাদ সাহিত্য: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক গুহ, পুষ্পময়ী বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার

দত্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্ত ভাদুড়ী, রবীন্দ্র মজুমদার, শিউলী মজুমদার, নিখিল সেন।

॥ বিয়োগপঞ্জী—১৩৬৮ ॥

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক-চারুচন্দ্রের জন্ম ২৯শে জুন, ১৮৮৩, চব্বিশপরগনার হরিনাভি গ্রামে। ১৯০৪ সালে এম. এ. পাশ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হন; অতঃপর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। ১৯৪০ সালে উক্ত পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মুখ্যতঃ বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বরাবর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেন। বহু পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল গভীর অন্তরঙ্গতাপূর্ণ। বিশ্বভারতীর সহিতও তিনি নানাভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি 'বসুধারা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনায় রত ছিলেন। 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙ্গালার খাদ্য', 'বিশ্বের উপাদান', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' ইত্যাদি তাঁহার কতিপয় রচিত গ্রন্থ। চারুচন্দ্র ৭৮ বৎসর বয়সে ২৬শে আগষ্ট, ১৯৬১, ইহলোক ত্যাগ করেন।

কবি 'নিরালা' (শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠী) : বর্তমান হিন্দী-সাহিত্যে কবি 'নিরালা' অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। হিন্দী কাব্যে তিনি বহু নূতন ছন্দের প্রবর্তক; হিন্দীতে গদ্য কাব্য প্রথম চালু করেন তিনিই। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০। উহার মধ্যে 'অনামিকা' (কাব্য), 'প্রভাবতী' (উপন্যাস), 'স্কুল কি বিবি' (গল্প সংস্করণ), 'নয়ে পত্তে' (কাব্য) ইত্যাদি বিখ্যাত।

কবি গত ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১, ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : বঙ্গ-সাহিত্যে ধূর্জটিপ্রসাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ ও রচনা সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর তাঁহার জন্ম। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উত্তর প্রদেশে অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হন এবং লক্ষ্ণৌ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রধান অধ্যাপক রূপে দীর্ঘকাল কার্য করেন। তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রেস এডভাইসর রূপেও কাজ করিয়াছেন। 'সবুজপত্রে' ধূর্জটিপ্রসাদ দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ

ও প্রমথ চৌধুরীর সহিত কার্য করিয়াছেন। তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে 'আবর্ত' ও 'মহানল' (উপন্যাস), 'আমরা ও তাহারা' এবং 'বক্তব্য' (প্রবন্ধ পুস্তক) বিখ্যাত। ৬৭ বৎসর বয়সে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬১, ধূর্জটিপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : ১৫৯ খণ্ডে সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ও টীকা রচনা করিয়া হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বঙ্গ-সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই সাহিত্য কীর্তির জন্য তিনি ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্রপুরস্কার' ও 'রাষ্ট্রপতির বিশেষ পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করা হয়। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১৮৭৬ সালের ২৪শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, তিনি পরলোক গমন করেন।

সজনীকান্ত দাস : 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের নাম বাংলা সাহিত্যের আসরে সর্বজনবিদিত। কাব্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা, রসরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল। সজনীকান্ত ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ৯ই ভাদ্র বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে। তিনি ১৯১৮ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯২২ সালে কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা জীবন শেষ করিয়া তিনি সাহিত্য সেবাকেই নিজের বৃত্তি ও সাধনা রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে অজয়, মনোদর্পণ, রাজহংস, কেডস্ ও স্যাণ্ডাল, মৃত্যুদূত, আকাশবাসর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

সরকারী আকাদেমী

এশিয়াটিক সোসাইটির পরামর্শ অনুযায়ী দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 'জাতীয় সংস্কৃতি নিধি' স্থাপন করেন। এই নিধির পরামর্শ অনুসারে এবং দেশের গুণীজনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনটি আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

॥ সাহিত্য আকাদেমী ॥

ঠিকানা: 'রবীন্দ্র ভবন', ৩৫, ফিরোজশাহ্ রোড, নয়াদিল্লী

সভাপতি: শ্রীজওহরলাল নেহরু

সহ-সভাপতি: ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ভারতের জাতীয় সরকার যে-সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সাহিত্য আকাদেমী তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ সাহিত্য আকাদেমীর উদ্বোধন হয়। আকাদেমীর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে একটি সাধারণ পরিষদের উপর। পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭০। এই ৭০ জন সদস্য হইলেন: সভাপতি; কোষাধ্যক্ষ; সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন সদস্য,—তাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আর একজন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধি—ভারতের প্রতিরাজ্য হইতে একজন হিসাবে মোট ১৫ জন সদস্য, আকাদেমী স্বীকৃত ১৬টি ভাষার পক্ষে একজন করিয়া মোট ১৬ জন সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত ২০ জন সদস্য, সরকার নির্বাচিত বিভিন্ন ভাষার ৮ জন প্রথিতযশা সাহিত্যিক বা সারস্বতজন, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ও ললিতকলা আকাদেমী হইতে দুইজন করিয়া ৪ জন সদস্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংবিধানে যে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, সাহিত্য আকাদেমী তাহা ছাড়া ইংরাজী ও সিন্ধি ভাষায় রচিত পুস্তকের জন্যও পুরস্কার দিয়া থাকেন। সুতরাং সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা হইল ১৬টি। সাহিত্য আকাদেমী যদিও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা বিশেষ।

প্রাথমিক অবস্থা জানিবার জন্য আকাদেমী, রাজ্যগুলিকে স্ব স্ব অঞ্চলের প্রকৃত সাহিত্য সংস্থাগুলি এবং বিশিষ্ট সাধক এবং গবেষকের সম্পর্কে সংবাদ পাঠাইতে বলেন। আকাদেমীর প্রধান কর্তব্য হইল ভারতবাসীর সম্মুখে দেখাইতে হইবে

যে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। National Bibliography of Indian Literature এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত চোদ্দটি ভাষায় বিংশ শতাব্দীর প্রকাশিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কবি কালিদাসের কাব্যনিচয় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; 'ভারতীয় কবিতা' এই নামে বাৎসরিক কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হইতেছে; ভারতীয় লেখকদের পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে অন্য ভাষার ভাল বই অনুবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে। ইউনেস্কোর অনুরোধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতিবৎসর পূর্বোক্ত ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রকাশিত বিশিষ্ট গ্রন্থের জন্য লেখককে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

॥ ১৯৬১ সালের পুরস্কার ॥

১৯৬১ সালে ১৩টি বিভিন্ন ভাষায় ১৩জন সাহিত্যিক আকাদেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ৩১শে মার্চ, ১৯৬২, নয়াদিল্লীতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পুরস্কার বিতরণ করেন। নিম্নে পুরস্কৃত সাহিত্যিকগণের নাম উল্লেখ করা হইল।

লেখক	ভাষা	গ্রন্থ
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	বাংলা	ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	অসমিয়া	ইয়ারাইল আম
শ্রীরামসিংজী রাঠোর	গুজরাটি	কচ্ছনূন সংস্কৃতি দর্শন
শ্রীভগবতীচরণ বর্মা	হিন্দী	উপন্যাস
ডঃ এ. আর. কৃষ্ণশাস্ত্রী	কানাড়া	বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা
শ্রীরহমান রাহি	কাশ্মীরী	উর্দু কবিতা
ডঃ ডি. এন. গোখেল	মারাঠী	জীবনী
স্বর্গত পণ্ডিত গোদাবরিস মিশ্র	ওড়িয়া	আত্মজীবনী
সর্দার নানক সিং	পাঞ্জাবী	ঐতিহাসিক উপন্যাস
মহামহোপাধ্যায় গিরিধারী শর্মা চতুর্বেদী	সংস্কৃত গবেষণা	বৈদিক বিজ্ঞান আওর ভারতীয় সংস্কৃতি (হিন্দীতে রচিত)
ডঃ এম. বরদারাজন	তামিল	সামাজিক উপন্যাস
শ্রী বি. রজনীকান্ত রাও	তেলেগু	সংক্ষিপ্ত জীবনী
শ্রীইমতিয়াজআলি আর্শি	উর্দু	দিওয়ান-ই-গালীব

॥ সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ॥

সভাপতি ঃ শ্রী পি. ভি. রাজমান্নার

সহ-সভাপতি ঃ শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীত ইহার মৌল বিধেয়। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার পত্তন হয়। ইহার প্রধান লক্ষ্য হইল নৃত্য, নাটক, ছায়াচিত্র এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলা। আকাদেমী অবশ্যই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মের ঐক্যসাধন করিয়া থাকেন—গবেষণা কার্যে উৎসাহদান, শিক্ষানবীশদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেলা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা—ইত্যাদি সকল কার্যই ইহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা ঃ সাধারণ পরিষদ, কার্য নির্বাহক বোর্ড, অর্থ নৈতিক কমিটি ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্য কমিটি কর্তৃক আকাদেমীর কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত :—একজন সভাপতি, সরকারে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ১৪টি রাজ্য হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি, সাহিত্য আকাদেমী ও ললিত কলা আকাদেমী হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি, নৃত্য নাটক সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংস্থার পরামর্শক্রমে নির্বাচিত ১২ জন প্রতিনিধি, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পরামর্শক্রমে নির্বাচিত ৪ জন সদস্য এবং নৃত্য নাটক সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ৮ জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি।

রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক আকাদেমী গড়িয়া তোলা ইহার দায়িত্ব। সমগ্র দেশব্যাপী শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে ইহা পুনর্গঠিত করিয়াছে এবং উদার সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

আকাদেমীর প্রধান প্রধান করণীয় কার্য ঃ

(ক) নৃত্য, নাটক ও লোকনৃত্যে উৎসাহ দানের নিমিত্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা। (খ) রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক সঙ্গীত-পুরস্কারের ব্যবস্থা। (গ) জাতীয় নাটকোৎসবের আয়োজন করা। (ঘ) ছায়াচিত্র—সেমিনারের ব্যবস্থা করা। (ঙ) গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত বিশারদের সঙ্গীত রেকর্ড করিয়া রাখা এবং দরকার হইলে ছায়াচিত্র তুলিয়া রাখা।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একটি পাঠাগার গড়িয়া তোলা হইতেছে। পুরাতন রেকর্ডের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীর অননুকরণীয় ভঙ্গীকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছায়াছবির সাহায্য লওয়া হইতেছে।

দিল্লীতে জাতীয় নাট্যশালার নির্মাণকার্য চলিতেছে এবং ভারতের সকল রাজ্যের রাজধানীতে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রযোজিত ছায়া চিত্রগুলির শ্রেষ্ঠ প্রযোজক অথবা পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

॥ ১৯৬১ সালের পুরস্কার ॥

১৯৬১ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

সঙ্গীতঃ—(ক) হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীতঃ পণ্ডিত রবিশঙ্কর, (খ) হিন্দুস্থানী কণ্ঠ সঙ্গীতঃ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, (গ) কর্ণাটক কণ্ঠসঙ্গীতঃ শ্রীমতী ডি. কে. পট্টম্মল, (ঘ) কর্ণাটক যন্ত্রসঙ্গীতঃ শ্রী টি. স্বব্রাহ্মনিয়া।

নাটকঃ—(ক) বাংলাঃ শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র (অভিনয়), (খ) তামিলঃ শ্রীআলকাজি (পরিচালনা), শ্রী টি. কে. শন্মুগম (অভিনয়)।

নৃত্যঃ—(ক) ভরতনাট্যমঃ শ্রীমতী মুথুরত্নবল, (খ) কথকঃ শ্রী এম. এস. কল্যাণপুরকার।

॥ ললিতকলা আকাদেমী ॥

সভাপতিঃ নবাব মেহ্‌দী নওয়াজ জঙ্গ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ইহার উদ্বোধন হয়। অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং প্রয়োগবিদ্যায় অধ্যয়ন এবং গবেষণার নিমিত্ত উৎসাহ দান ইহার প্রাথমিক করণীয় কার্য। আঞ্চলিক আকাদেমীগুলির সমন্বয় সাধন, শিল্পশালাগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র গঠন, বিভিন্ন শিল্পরীতির মধ্যে ভাব বিনিময়ে উৎসাহ দান এবং প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধন—ইহার কর্তব্য।

॥ ১৯৬২ সালের প্রদর্শনী ॥

২১শে জানুয়ারী, ১৯৬২, নয়াদিল্লীতে নবনির্মিত রবীন্দ্র ভারতী ভবনে ললিতকলা আকাদেমীর উদ্যোগে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালী শিল্পী সম্মানিতঃ আলোচ্য প্রদর্শনীতে 'গ্রাফিক আর্ট' বিভাগে শ্রীসোমনাথ হোড় এবং তৈল চিত্রে শ্রীঅরুণ বসু আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন।

গ্রন্থাগার

প্রাচীন যুগ ঃ ব্যাবিলনের "আক্কাদ গ্রন্থাগার" মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিদর্শন। উহার গ্রন্থাগারিকের নামক ছিল আমিলস্। অবশ্য পুস্তক বলিতে ছিল পোড়া টালি। উক্ত টালির উপর লেখা হইত। এইরূপ কয়েকখানি টালি লইয়া একখানা পুস্তক সমাপ্ত হইত। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের তারিখ ১৭০০ খৃঃ পূঃ। মিশরীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে এডফার নামক স্থানে গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের পুস্তকগুলি প্যাপিরাস নামক কাগজে লিখিত হইত। ইহার পরে ৩০০ খৃঃ পূঃ কালে ৪ লক্ষ পুঁথি সম্বলিত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল টলিমিকো গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার আমলে এই দুই দেশে বহু ছোট বড় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে এ্যারিস্টটলই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থবিভাগের নীতি নির্দিষ্ট করেন।

মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'খৃষ্টান মনষ্টারি' বা আশ্রমগুলি গ্রন্থাগারের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য ধর্মযাজকগণ প্রত্যেক আশ্রম ও গির্জায় পুস্তক রাখার দাবী করিতেন। পঞ্চদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় পুস্তক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে রেনেসাঁ ও ধর্মসংস্কারের দিকে মানুষ ঝুঁকিয়া পড়াতে গ্রন্থাগারের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এক কথায় পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

এই শতকেই মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের যে বনিয়াদ ছিল তার মূলে আঘাত আসিল। মধ্যযুগে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ ছিল। একমাত্র পুরোহিতদের নিকট সে দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগ আরম্ভ হইল বিপ্লবের সূচনা লইয়া এবং তাহা পরিণতি লাভ করিল ফরাসী বিপ্লবে। সাধারণ মানুষ অন্যান্য সর্ব সংস্থাতে যেমন, তেমনি গ্রন্থাগারগুলিতেও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আওতায় যেমন বড় বড় গ্রন্থাগার সৃষ্টি হইল, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের অর্থে ও চেষ্টায় গড়িয়া উঠিল অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগার। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখা দিলেও

আধুনিক পর্বেই ইহাদের গ্রন্থাগার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে থাকে। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা তারিখ এইরূপ :—

বৃটিশ মিউজিয়াম—	১৭৫৩ খৃঃ অঃ
বিব্লিওথেক ন্যাশনাল, প্যারি—	১৭৮৯ " "
বার্লিন স্টেট লাইব্রেরী—	১৬৬১ " "
লেনিনগ্রাদ লাইব্রেরী—	১৭৯৫ " "
লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমেরিকা	১৮০০ " "

আধুনিক যুগে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়িলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখা দেয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই যেমন একদিকে গ্রন্থাগারের নিয়ম, কানুন ও পরিচালনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখা দিল, তেমনি দেশে দেশে গড়িয়া উঠিল গ্রন্থাগার-সঙ্ঘ বা সমিতি। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সমিতিই প্রধান :—

বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (B.L.A.)	১৮৭৭ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত
আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.L.A.)	১৮০৬ " " "
ফরাসী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.B.F.)	১৯০৬ " " "

দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গড়িল বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানকে যেমন সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা দুরূহ, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পক্ষে দেশের সীমা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক রূপ লইবার আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই দিকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ মেলভিল ডিউই-র নেতৃত্বে বৃটেন ও আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি এই বৎসর একত্রে ও একমত হইয়া গ্রন্থাগার সংগঠিত করিবার নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিল। মোটামুটিভাবে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার সংগঠিত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার : ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আজও কোনও গবেষণা কার্য হয় নাই। ফলে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, তাহা অনুমান মাত্র। সিন্ধু সভ্যতার যুগে অনেক কিছু সম্পর্কে আলোকপাত হইলেও গ্রন্থাগারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে সমসাময়িক ব্যাবিলন সভ্যতার মত পোড়া টালিতে লেখা পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সে লেখার পাঠোদ্ধার আজিও হয় নাই। এমনও হইতে পারে, এখানেও পোড়া টালির পুস্তক ছিল এবং তাহা আগারেও রক্ষিত হইত।

পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা পরপর অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন বা উল্লেখ পাই। যেমন—তক্ষশীলা (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক), বলভি (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক), নালন্দা (খৃঃ অঃ পঞ্চম শতক), বিক্রমশীলা (খৃঃ অঃ অষ্টম শতক) ; এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেখিলে ইহা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব কেন্দ্রে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। ইহার পুস্তকগুলি ছিল ভূর্জপত্রে লিখিত পুঁথি।

বুদ্ধের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে জেতবন বিহারের কথা পঞ্চম শতকে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান উল্লেখ করেন। তাঁহার বিবরণে এখানে সুন্দর গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে নালন্দার গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এখানে গ্রন্থাগারের তিনটি বড় বড় গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। আর ইহার তিনটি গৃহের নাম ছিল—'রত্নোদধি', 'রত্নসাগর' এবং 'রত্নরঞ্জক'। প্রত্যেকটি গৃহই ছিল নাকি নয়তলা। রত্নদধিতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র, সমাজ-গুহ্য প্রভৃতি পুস্তক রাখা হইত। রত্নসাগরে ও রত্নরঞ্জকে থাকিত ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার গ্রন্থ ও টীকা। এত গ্রন্থ এবং তাহা পড়িবার জন্য যেখানে দশ হাজার ছাত্র বাস করিত, সেখানে নিশ্চয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু নিয়ম, কানুন ও পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আর এক বিরাট গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাই। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ইতিহাসের মত আমাদের দেশেও বৌদ্ধ-বিহারগুলি গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, অধুনা বিহার প্রদেশে ওদন্তপুর মহাবিহারে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল পুস্তক ভাণ্ডার ছিল।

মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহাদের মধ্যে দিল্লীর 'বাদশাহী গ্রন্থাগার' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল তাহাতে প্রায় ২০,০০০ পুস্তক ছিল। দ্বাদশ শতকে কাগজের ব্যবহার চালু হওয়ায় মুসলমান যুগে গ্রন্থাগার গঠনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় ইংরাজ পণ্ডিতগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে দেশে যেমন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়, তেমনি উহার সহযোগী হিসাবে গ্রন্থাগারও দেখা দেয়। একটি বিশেষ ঘটনা এই সম্পর্কে প্রেরণা যোগায় ; এ সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র আসে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ভারতে মুদ্রণযন্ত্র আনা হয়। মাদ্রাজে ১৭৭২ খৃঃ

প্রথম মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে প্রথম ছাপার কাজ হয় ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ঃ কলিকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও তাহার গ্রন্থগারের স্থচনা হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাগারকে বোধ হয় ভারতের বর্তমান যুগের প্রথম গ্রন্থাগার হিসাবে বলা যাইতে পারে। ইহার পর শ্রীরামপুরে খৃষ্টীয় মিশনারীদের উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথমেই যেমন সংগঠিত ছাপাখানা তৈয়ারী হইল, তেমনি সেখানে মূল্যবান গ্রন্থাগারের স্থচনাও হইল। ইহা ছাড়া এই যুগে আরও দুইটি গ্রন্থাগারের নাম। উল্লেখযোগ্য।

গোলকুণ্ডার 'কুতব সাহেব গ্রন্থাগার' এবং পাটনার 'খুদাবক্স গ্রন্থাগার'। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ বক্স তাঁহার পুত্র খুদাবক্সকে ৩০০ শত পুথি দিয়া যান। উপযুক্ত পুত্র এই সংগ্রহকে ১৪০০ পুথিতে পরিণত করেন। তিনি দেশ বিদেশ হইতে নানা উপায়ে এই পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহ এত মূল্যবান ছিল যে, একসময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম বহু টাকা দিয়া উহা কিনিতে চায়। খুদাবক্স তাহা হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ঃ বংলা দেশ যেমন প্রথম ইংরাজের অধীন হইয়াছিল তেমনি এই প্রদেশেই প্রথম নব জাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণ সাহিত্যে, কৃষ্টিতে এবং রাজনীতিতেও। নব জাগরণের যজ্ঞে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে। ১৮৩৫ সালের ২০শে ও ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে দুইটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জন-সভায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উঠে ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা যায় ইহারই ফলে ১৮৩৬ সালের ৯ই মার্চ ১৩, এসপ্ল্যানেড রো'তে "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও তিন বছর পরে মেট্কাফ- হলে স্থানান্তরিত হয়। সমসাময়িক কালে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও 'পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বা আন্দোলনের বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, এই সময় শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহীরা বাংলাদেশে এবং অন্যত্রও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কাজে চেষ্টিত হন এবং শিক্ষায়তনগুলিতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ১৮৩০, বেথুন কলেজ ১৮৪৯, প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৫ এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইউনিভার্সিটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতকের চতুর্থভাগে সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দেয়। ইহা সংগঠনের চেতনা—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি গ্রন্থাগার বিষয়েও। জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে, এবং ইহা ঘটে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৮২, চৈতন্য লাইব্রেরী—১৮৮৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—১৮৯৪, রামমোহন লাইব্রেরী ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঃ ভারত সরকার বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯১ সালে "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" গঠন করেন। ১৯০২ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহিত 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' সংযুক্ত হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উহা মেট্‌কাফ্ হলে ছিল; অতঃপর ইহা ৬নং এসপ্ল্যানেড ইস্ট, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

বরোদার মহারাজার একটি কার্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিদ্যোৎসাহের দৃষ্টান্ত হিসাবে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে সংগঠিতভাবে শিক্ষাপ্রসারের অঙ্গ হিসাবে অসংখ্য ছোটবড় গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থকের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা দেখা দিলেও, দ্বিতীয় চতুর্থকের পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখা দেয় নাই। একে একে এই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার সমিতি বা সংঘ দেখা দিতে লাগিল। অন্ধ্রদেশ গ্রন্থগার সমিতি ১৯১৪ সালে, মাদ্রাজে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৪ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৫ সালে এবং কর্ণাটক গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি প্রদেশে সমসাময়িক কালে গ্রন্থাগার সমিতি দেখা দেয়। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনকালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতি (I. L. A.) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে।

স্বাধীনতার পরবর্তীযুগ ঃ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করে। প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন পাস হইতে লাগিল। এই সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজই অগ্রণী হয়। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাস হইল। অনুরূপ আইন অন্ধ্রে ১৯৫৩ সালে এবং হায়দরাবাদে ১৯৫৪ সালে চালু হয়।

ভারত সরকারও এই সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন নাই। ১৯৫১ সালের ২২শে মে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর সঙ্গে ভারত সরকার 'দিল্লী পাবলিক

লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত কয়েক বৎসরের কার্যের ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ রূপান্তরিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই আজিকার দিনের "জাতীয় গ্রন্থাগার"। ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করা হয়; তখন হইতে উহা 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত হইতে থাকে। ১৯৫৩ সালে উহাকে এসপ্ল্যানেড-এর পুরাতন বাড়ী হইতে আলিপুরে 'বেলভেডিয়ার' ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় বরোদা রাজ্যে। ১৯১০ সালে যখন মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় রাজ্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন, তখন তিনি এই কাজে সাহায্যের জন্য মার্কিণ দেশের একজন নামকরা গ্রন্থাগারিক Mr. W. A. Borden-এর সাহায্য নেন। শ্রী বোর্ডেন এদেশে আসিয়া প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। ইহার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে। দেশবিদেশখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ এস্. আর. রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগারিক পরিষদ কর্তৃক ১৯২৯ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল আরব্ধ হয় ১৯৩৭ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা মোট তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এবং ডিগ্রী কোর্স।

॥ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥

অতিশয় আনন্দের বিষয় দেশব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার অবহেলিত হয় নাই। পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার সমূহ গ্রন্থাগার প্রসারের জন্য সম্যক প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকালে স্থির হইয়াছিল যে, প্রতিরাজ্যে একটি 'রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' এবং উহার অধীনে প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে ছোট ছোট পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে এবং উহাদিগকে উপযুক্ত সাহায্য দান করিবে। আবার প্রতি রাজ্যে কতিপয় অঞ্চল নির্বাচন করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Head Quarter Library) স্থাপন করা হইবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উহার অধীন গোটা অঞ্চলের

ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে (Unit Library) আবশ্যকীয় পুস্তক সরবরাহ করিবে। এই জন্য তাহাকে মোটরভ্যান বা কয়েকটি সাইকেল দেওয়া হইবে। উহার সাহায্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন বই বন্টন এবং ফিরতি পথে পুরানো বইগুলি ফেরত আনা হইবে। প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সাহায্য করা হইবে। দিল্লীতে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে উপরোক্ত কার্যসূচী বহুলাংশে রূপায়িত করা হইয়াছে। ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে বহুজেলায় ইতিমধ্যেই জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও স্থাপন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার প্রসার ঃ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার প্রসার পরিকল্পনার অগ্রগতি সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। প্রায় ৩৭,০০,০০০ পুস্তক প্রচার করিয়া দশলক্ষ পাঠকের, বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের পাঠকের, মহৎ উপকার সাধন করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের শেষে এই রাজ্যে ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও ৩৬৪টি পল্লীগ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে এবং প্রায় ৭০০ বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারকে বিবিধ সাহায্য দান করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯টি, কারণ বর্ধমান ও মেদিনীপুরে দুইটি করিয়া এবং সর্ববৃহৎ জেলা ২৪ পরগণায় তিনটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে উত্তর কলিকাতার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর। উহার জন্য প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে—(ক) পুস্তকের জন্য ১৫,০০,০০০ টাকা, আসবাবপত্রের জন্য ১,০০,০০০৲ টাকা এবং পুস্তক ভ্যানের জন্য ২৫,০০০৲ টাকা। একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পাঁচ হইতে ছয় মাইল এলাকার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। ইহার সহিত কিছুসংখ্যক শাখা গ্রন্থাগার যুক্ত থাকে। শাখা গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে উহাদের পুস্তক ও আসবাব সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাণীপুর ও কালিম্পং-এ দুইটি বিশেষ ধরনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

জেলা, আঞ্চলিক ও পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সমুদয় আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থানীয় কমিটি উহাদের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর গ্রন্থাগার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ১০০টি মহকুমায় একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে দেয় বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ

দ্বিগুণ করিয়া তিন লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য প্রায় দুইকোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে একটি প্রাক্-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে।

॥ পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় বেসরকারী গ্রন্থাগার ॥

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ—১৬৮।১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। সভাপতিঃ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকদ্বয়ঃ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১০,০০০, পুথি সংখ্যা ১৫,০০০।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। সভাপতিঃ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ; পুস্তক সংখ্যা ১,২৫,৮৮৩, পুথি সংখ্যা ৬০০০। সরকারী সাহায্য—অনিয়মিত।

চৈতন্য লাইব্রেরী—"চৈতন্য লাইব্রেরী ভবন" ৪।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সভাপতিঃ ডঃ সুকুমার সেন, সম্পাদকদ্বয়ঃ অরুণ দত্ত ও হেমন্তকুমার দে; পুস্তক সংখ্যা ৩১,৩৩৩। সরকারী সাহায্য বার্ষিক ১০০৲ টাকা।

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার—২৯।১।৩ চেতলা সেণ্ট্যাল রোড কলিকাতা-২৭। সভাপতিঃ বিনোদবিহারী বসু, সম্পাদকঃ অরুণ বসু; পুস্তক সংখ্যা ৯,৩৩০। সরকারী সাহায্য ১০০৲ টাকা এবং কর্পোরেশন সাহায্য ৫০০৲ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী—১৭।১।২ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩। সভাপতিঃ সন্তোষকুমার বসু এম-পি, সম্পাদকঃ অতিন্দ্রিয় বসু; পুস্তক সংখ্যা ১৩,৭৩৫।

বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট—১১১।২ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। সভাপতিঃ সরোজকুমার দত্ত, সম্পাদকঃ সত্যেন রায়; পুস্তক সংখ্যা ৩৫,০০০। সরকারী সাহায্য ১০০৲ টাকা।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী—২, কে. সি. বোস রোড, কলিকাতা-৪। সভাপতিঃ কমলকুমার বসু, সম্পাদকঃ রবীন্দ্রনাথ রায়; পুস্তক সংখ্যা ৩৬,৮৭৫। কলিকাতা কর্পোরেশন সাহায্য—সাধারণ ৭০০৲, শিশু ১৫০৲ টাকা।

দমদম লাইব্রেরী এণ্ড লিটারারী ক্লাব—৫৫৩, মন্মজেন্দ্র দত্ত রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলিকাতা-২৮। সভাপতিঃ ডাঃ হেমলাল দত্ত, সম্পাদকঃ

সুনীলকুমার দত্ত। পুস্তক সংখ্যা : ৮,৮০০। সরকারী সাহায্য বার্ষিক ১০০৲ টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য ৫২৫৲ টাকা বার্ষিক।

সাধারণ পাঠাগার—ইউনাইটেড ক্লাব—পি. কে. গুহ রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলিকাতা-২৮। সভাপতি : ডাঃ প্রফুল্লকুমার নন্দী, সম্পাদক : অমল চক্রবর্তী ; পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২০০০। সরকারী সাহায্য ১০০৲ টাকা ও দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সাহায্য বার্ষিক ৩০০৲ টাকা।

শান্তি ইন্‌স্টিটিউট—২৬।১এ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সভাপতি : ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এম. এল. এ, সম্পাদক : বিপ্রদাস দত্ত ; পুস্তক সংখ্যা ১৬,৪২২। সরকারী ও পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য—৬৫০৲ টাকা।

হরিশপুর তরুণ সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ হরিশপুর, (হাওড়া) সভাপতি : হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পাদক : সুদর্শনচন্দ্র প্রামাণিক ; পুস্তক সংখ্যা ১২৩৫। সরকারী সাহায্য ১৫০৲ টাকা।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার—৩, লালাবাবু সায়ার রোড, বেলুড় মঠ, (হাওড়া)। সভাপতি : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক : বাণীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা ৭৭৩১। কেন্দ্রীয় সমাজ শিক্ষা পরিষৎ সাহায্য ৫০০৲ টাকা।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগার—জি. টি. রোড়, বালি (হাওড়া)। সভাপতি : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : বিজয়ভূষণ গুঁই ; পুস্তক সংখ্যা ১৫০০০। সরকারী সাহায্য ৩০০৲ টাকা।

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব লাইব্রেরী—১০৬, নেতাজী সুভাষ রোড (হাওড়া)। সভাপতি : ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক : অমরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা ৬৮০১। বার্ষিক সরকারী সাহায্য ১৫০৲ টাকা। বার্ষিক মিউনিসিপ্যালিটি ৬০০৲ টাকা।

দি স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী—৩৫৪, জি.টি. রোড, (নর্থ) পোঃ সালিখা (হাওড়া) সভাপতি : কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : মাণিক প্রামাণিক ; পুস্তক সংখ্যা ৪৭৪০। সরকারী সাহায্য ১৫০৲ টাকা।

হাওড়া সংঘ পাঠাগার—২৫, নীলমণি মল্লিক লেন (হাওড়া)। সভাপতি : ডাঃ গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সম্পাদক : শরবিন্দু ঘোষ ; পুস্তক সংখ্যা ৬৮১৯। সরকারী সাহায্য ৭৫৲ টাকা।

গাজিপুর সাধারণ পাঠচক্র—গ্রাম গাজিপুর, পোঃ গাজিপুর (হাওড়া)। সভাপতি : বেচারাম দাস, সম্পাদকদ্বয় : দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় ও কাননকৃষ্ণ সিংহ ; পুস্তক সংখ্যা ১৭২৩। সরকারী সাহায্য ১২৫৲ টাকা।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ মাজু (হাওড়া)। সভাপতিঃ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : নিধুভূষণ চক্রবর্তী ; পুস্তক সংখ্যা : ৭৭৬৬।

Rural Library (sponsered by Govt.)

আমতা সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম আমতা (হাওড়া)। সভাপতিঃ ডাঃ ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : কৃষ্ণপদ মজুমদার ; পুস্তক সংখ্যা : ২৮০৮। সরকারী সাহায্য ১৬৫৲ টাকা।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী—রাজগঞ্জ পোঃ, বাণীপুর (হাওড়া)। সভাপতিঃ ডাঃ তিনকড়ি ঘোষাল, সম্পাদক : সলিলকুমার পাল ; পুস্তক সংখ্যা : ৪১২২। সরকারী সাহায্য ৬০০৲ টাকা বার্ষিক।

দি ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব—পোঃ ও গ্রাম জগাছা (হাওড়া)। সভাপতিঃ কানাইলাল ঘোষ, সম্পাদক : কানাই আইচ ; পুস্তক সংখ্যা : ১২২৯। সরকারী সাহায্য ১২৫৲ টাকা।

পানপুর চিত্তরঞ্জন সাহিত্য পরিষদ্—পোঃ ও গ্রাম পানপুর (হাওড়া)। সভাপতিঃ ঋষিকুমার রায়, সম্পাদক : ভদ্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ১৩২৭। সরকারী সাহায্য—৭৫৲ টাকা।

মহীয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়—মহীয়াড়ী, পোঃ আন্দুল মৌড়ী (হাওড়া)। সভাপতিঃ ডাঃ বুধেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : বটকৃষ্ণ শ্রীমানী ; পুস্তক সংখ্যা : ৭৮৮০ ; পুথি সংখ্যা : ৩৫০। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার—(সরকার অনুমোদিত আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার) গ্রাম চন্দ্রভাগ, পোঃ মুগকল্যাণ (হাওড়া)। সভাপতিঃ ডাঃ রঞ্জিতকুমার রায় চৌধুরী, সম্পাদক : কেশবকুমার মুখোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ৩৫৫০। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা।

নোনাকুণ্ড পল্লীউন্নান সমিতি—গ্রাম ও পোঃ নোনাকুণ্ড (হাওড়া) সভাপতিঃ ডাঃ মহাদেব কাঁড়ার, সম্পাদক : কানাইলাল কোলে ; পুস্তক সংখ্যা ১৪৭৮। সরকারী সাহায্য—১৫০৲ টাকা।

পাঁতিহাল সাহাপাড়া আশুতোষ পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম পাঁতিহাল (হাওড়া)। সভাপতিঃ জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, সম্পাদক : বৈদ্যনাথ ঘোষ ; পুস্তক সংখ্যা : ২৬০০। সরকারী সাহায্য—৭৫৲ টাকা বার্ষিক।

বাণী সদন পাঠাগার—পোঃ সাঁত্রাগাছি, রামরাজাতলা (হাওড়া)। সভাপতিঃ ডাঃ বাসুদেব মৈত্র, সম্পাদক : শিবরাম পাল ; পুস্তক সংখ্যা : ৩০৬১। সরকারী সাহায্য—১২৫৲ টাকা (১৯৬১-৬২)

হাওড়া সেবা সঙ্ঘ—৩৩।১, নরসিংহ দত্ত রোড, কদমতলা (হাওড়া)। সভাপতি : মহেন্দ্রলাল কুণ্ডু, সম্পাদক : দিলীপকুমার সরকার ; পুস্তক সংখ্যা : ৩৫৯০। সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা, হাওড়া পৌরসভা—৩৩৬৲ টাকা।

দফারপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ দফারপুর (হাওড়া)। সভাপতি : সত্যচরণ পাল, সম্পাদক : মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ২৩৮৫। সরকারী সাহায্য—বি. ডি. ও—৫০৲ টাকা।

বালক সঙ্ঘ—১৬, কাসুন্দিয়া রোড, পোঃ সাঁত্রাগাছি (হাওড়া)। সভাপতি : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : কৃষ্ণকুমার ঘোষ ; পুস্তক সংখ্যা : ৩২২৬। সরকারী সাহায্য—১৭৫৲ টাকা। ডিস্ট্রীক্টবোর্ড—৪৪.২৫ ন. প.।

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী—(বাণী নিকেতন) ২০।২, রামচরণ শেঠ রোড, পোঃ সাঁত্রাগাছি (হাওড়া)। সভাপতি : সুবোধকুমার ভট্টাচার্য, সম্পাদক : সলীল চাটার্জী ; পুস্তক সংখ্যা : ১১,৯৫০। সরকারী সাহায্য—১৫০৲ টাকা বার্ষিক, হাওড়া পৌরপ্রতিষ্ঠান—৩০০৲ টাকা বার্ষিক।

জয়পুর আর্য সমিতি—গ্রাম জয়পুর, পোঃ জয়পুর ফকির দাস (হাওড়া)। সভাপতি : মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, সম্পাদক : জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল ; পুস্তক সংখ্যা : ২৪৭৭। সরকারী সাহায্য—৬০০৲ টাকা বার্ষিক।

খসমরা সাহিত্য নিকেতন—গ্রাম ও পোঃ খসমরা (হাওড়া)। সভাপতি : গোবর্ধন ঘোষ, সম্পাদক : নিমাইবরণ বসু ; পুস্তক সংখ্যা : ১২৭৫। সরকারী সাহায্য—১১০৲ টাকা।

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী—১০০নং মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ বজ বজ (২৪ পরগণা)। সভাপতি : দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক : বেনু-গঙ্গোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ৭০৭৫। সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা।

ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির—৮নং গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী রোড, পোঃ ভাটপাড়া, (২৪ পরগণা)। সভাপতি : শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সম্পাদক : সুধীররঞ্জন ভট্টাচার্য ; পুস্তক সংখ্যা : ১৩,৫০০।

দ্বারিকানাথ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ বাটানগর, (২৪ পরগণা)। সভাপতি : অসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক : অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ১৪০০। সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা।

কসবা উত্তরপাড়া ক্লাব—২৫।১, দেবেন সেন রোড, কলিকাতা-৪২, (২৪ পরগণা)। সভাপতি : রানাদেব চৌধুরী, সম্পাদক : রানাবীর বর্মণ ; পুস্তক সংখ্যা : ২০১২। সরকারী সাহায্য—৮৫০৲ টাকা।

পল্লীমঙ্গল সমিতি ও পাঠাগার (পল্লী পাঠাগার)—গ্রাম দুর্গাপুর, পোঃ মায়াপুর, (২৪ পরগণা)। সভাপতিঃ সন্তোষকুমারী দেবী, সম্পাদকঃ অনাথবন্ধু দত্ত; পুস্তক সংখ্যাঃ ১৪৭১। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

চানক পাঠাগার—চানক-বহুবাজার, পোঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর, (২৪ পরগণা)। সভাপতিঃ সত্যপ্রসাদ দাস, সম্পাদকঃ কানাই ঘোষ; পুস্তক সংখ্যাঃ ৬৩৪৭। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

সাবিত্রী মনোরমা লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম ইটাচুনা, (হুগলী)। সভাপতিঃ ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ তারাপদ ঘোষ; পুস্তক সংখ্যাঃ ২৫২০। ইউনিয়ন বোর্ড সাহায্য—১২০৲ টাকা।

শ্রীরামপুর পাব্লিক লাইব্রেরী ও মিউচুয়্যাল ইম্প্রুভমেণ্ট এ্যাশোসিয়েশন—১নং নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, পোঃ শ্রীরামপুর, (হুগলী)। সভাপতিঃ জীবপ্রসন্ন সরকার, সম্পাদকঃ সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী; পুস্তক সংখ্যাঃ ৮৫৭০। সরকারী সাহায্য—৪০০৲ টাকা (বার্ষিক)।

হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার—গ্রাম হরিপাল, পোঃ হরিপাল, (হুগলী)। সভাপতিঃ কেশবচন্দ্র দত্ত, সম্পাদকঃ বেচুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যাঃ ৪৮০০। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা বার্ষিক।

বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী—কনকশালী, চুঁচুড়া, (হুগলী)। সভাপতিঃ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, সম্পাদকঃ শৈলেন্দ্রনাথ রায়; পুস্তক সংখ্যাঃ ২৯৫০।

মুসাপুর বিবেকানন্দ পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ মুসাপুর (হুগলী)। সভাপতিঃ শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদকঃ নিমাইচন্দ্র রায়; পুস্তক সংখ্যাঃ ১৫১২। সরকারী সাহায্য—১২৫৲ টাকা বার্ষিক।

শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি—পোঃ শ্রীপুর বাজার, গ্রাম শ্রীপুর, (হুগলী)। সভাপতিঃ ভবানীচরণ দত্ত, সম্পাদকঃ নীরদবরন মুখোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যাঃ ২৩০৬। সরকারী সাহায্য—২০০৲ টাকা বার্ষিক।

প্রবর্তক সঙ্ঘ গ্রন্থাগার—গোস্বামীঘাট, চন্দননগর, (হুগলী)। সভাপতিঃ নলিনচন্দ্র দত্ত, সম্পাদকঃ শ্রদ্ধানন্দ; পুস্তক সংখ্যাঃ ৫৬২৩।

কোন্নগর পাব্লিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রিডিং রুম—জি. টি. রোড, কোন্নগর, (হুগলী)। সভাপতিঃ প্রভাতকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ

অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ১১,২১৯। মিউনিসিপ্যাল সাহায্য—৪৮৲ টাকা মাসিক।

রমানাথপুর সাধারণ পাঠাগার—গ্রাম রমানাথপুর, পোঃ কুমিরমোড়া, (হুগলী)। সভাপতিঃ শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, সম্পাদকঃ বিশ্বনাথ সাঁতরা; পুস্তক সংখ্যা: ১২০০। বর্তমান বৎসরের জেলা বোর্ডের সাহায্য—১২৫৲ টাকা।

মাহেশ পাব্‌লিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রিডিং রুম—জি. টি. রোড, মাহেশ, পোঃ রিস্‌ড়া, (হুগলী)। সভাপতিঃ নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ৫৫৪০। সরকারী সাহায্য—৪০০৲ টাকা (১৯৬০-৬১)।

গোপালনগর সারস্বত পাঠাগার—পোঃ পারগোপাল নগর, (হুগলী)। সভাপতিঃ তারকচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদকঃ তারাপদ বসু; পুস্তক সংখ্যা: ১৪৫০।

বন্দীপুর পল্লী পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ বন্দীপুর (হুগলী)। সভাপতিঃ শীতলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ মস্‌উদ আর. রহমান; পুস্তক সংখ্যা: ১৪০০। জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত।

মগরা সাধারণ পাঠাগার—পোঃ মগরা, (হুগলী)। সভাপতিঃ রতনমণি শেঠ, সম্পাদকঃ গোবর্ধন দাস; পুস্তক সংখ্যা: ২৫৫০। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা বার্ষিক।

হুগলী আর্য গ্রন্থাগার—ষ্ট্রাণ্ড রোড, পোঃ হুগলী, (হুগলী)। সভাপতিঃ নৃপেন্দ্রনাথ ধর, সম্পাদকঃ মণিলাল পাইন; পুস্তক সংখ্যা: ৬৮৬০। সরকারী সাহায্য—৪০০৲ টাকা বার্ষিক।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ গরলগাছা, (হুগলী)। সভাপতিঃ ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ বগলাপতি মুখোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ৪৪২৩। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা বার্ষিক।

রমাপ্রসাদ সাধারণ পাঠাগার—কৃষ্ণনগর, পোঃ নাঙ্গুল পাড়া, (হুগলী)। সভাপতিঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সম্পাদকঃ রামচন্দ্র ব্যানার্জী; পুস্তক সংখ্যা: ৪৪৮০। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি—পোঃ শেওড়াফুলি, (হুগলী)। সভাপতিঃ বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সম্পাদকঃ মনোতোষ ঘোষাল; পুস্তক সংখ্যা: ১৮০০০; সরকারী সাহায্য—৯০০৲ টাকা (১৯৬১-৬২)।

অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার—পোঃ তেলিনীপাড়া, (হুগলী)। সভাপতিঃ রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ সুশীতকুমার মুখোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ৫৪৭৭।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ত্রিবেণী, (হুগলী)। সভাপতিঃ ব্যোমকেশ মজুমদার, সম্পাদকঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ৩৭১৬। সরকারী সাহায্য—৩০০৲ টাকা।

আশুতোষ গ্রন্থাগার (আঞ্চলিক)—শিক্ষানিকেতন, পোঃ কল্যাণগ্রাম, (বর্ধমান)। সভাপতিঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, সম্পাদকঃ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য; পুস্তক সংখ্যা: ৪৮৭০। সরকারী সাহায্য—২৭৪৫৲ টাকা।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (রুরাল লাইব্রেরী)—পোঃ ও গ্রাম মানকর (বর্ধমান)। সভাপতিঃ শশধর চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ অনিলবরণ পাল; পুস্তক সংখ্যা: ৩০৬৩। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ মাসিক।

বৈদ্যপুর লক্ষীকান্ত-স্মৃতি সমবায় পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম বৈদ্যপুর, (বর্ধমান)। সভাপতি: শংকরচন্দ্র নন্দী, সম্পাদকঃ রমাপতি নন্দী; পুস্তক সংখ্যা: ১৬৩০। সরকারী সাহায্য—৮৯.৫০ ন. প.।

বিদ্যাসাগর পাঠাগার—গ্রাম ঝিঙ্গুটি, পোঃ ফাগুপুর (বর্ধমান)। সভাপতিঃ দ্বারিকানাথ তা, সম্পাদকঃ জগবন্ধু সাঁই; পুস্তক সংখ্যা—৮৭২।

মৌগ্রাম বীণাপানি গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম মৌগ্রাম (বর্ধমান)। সভাপতিঃ ইন্দুবিকাশ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদকঃ মদনমোহন সামন্ত; পুস্তক সংখ্যা: ১৩৬০। সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম জাড়গ্রাম, (বর্ধমান)। সভাপতিঃ রাধাকিশোর পাল, বি. ডি. ও. জামালপুর, সম্পাদকঃ শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ২৫৪৩। সরকারী সাহায্য—২০৩০৲ বার্ষিক।

হাড়মাসড়া বাণীমন্দির সাধারণ পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ হাড়মাসড়া, (বাঁকুড়া)। সভাপতিঃ মধুসূদন সিদ্ধান্ত, সম্পাদকঃ হরিকিঙ্কর রায়; পুস্তক সংখ্যা: ১৪৭০। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

শ্রীদিবোদাস গ্রামীয় গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম মালিয়াড়া, (বাঁকুড়া)। সভাপতিঃ বিশ্বেশ্বর দাস, সম্পাদকঃ সুশীলকুমার ভট্টাচার্য; পুস্তক সংখ্যা: ৯৫২। সরকারী পরিচালনাধীন।

বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। সভাপতিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন এস. ডি. ও., সম্পাদকঃ তুলসীকান্ত মণ্ডল; পুস্তক সংখ্যা: ৫০১০। মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য—৪৮০৲ টাকা।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। সভাপতিঃ চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, সম্পাদকঃ আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়; পুস্তক সংখ্যা: ১২,৩৬৭। সরকারী সাহায্য—৬০০৲ টাকা বার্ষিক।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার—নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)। সভাপতি : প্রবোধচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক : রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ৩৭০০। সরকারী সাহায্য—২০০৲ টাকা বার্ষিক।

রাণীভবানী পাঠাগার—সুরভিস্থান, পোঃ বাদকুল্লা, (নদীয়া)। সভাপতি : করুণাময় ভট্টাচার্য, সম্পাদক : জগদীশচন্দ্র রায় ; পুস্তক সংখ্যা : ২৫০০। সরকারী সাহায্য—২০০৲ টাকা বার্ষিক।

রাধিকা লাইব্রেরী—পোঃ ময়নাগুড়ি, (জলপাইগুড়ি)। সভাপতি : রাখালরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ২৫০০। সরকারী সাহায্য—৬০০৲ টাকা বার্ষিক।

এডোয়ার্ড সপ্তম মেমোরিয়াল লাইব্রেরী—পোঃ আলিপুর দুয়ার, (জলপাইগুড়ি)। সভাপতি : নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : ভবেশ মৈত্র ; পুস্তক সংখ্যা : ৫০০০। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা।

বাবুপাড়া পাঠাগার—মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ জলপাইগুড়ি, (জলপাইগুড়ি)। সভাপতি : ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী, সম্পাদক : সুনীলকুমার পাল ; পুস্তক সংখ্যা : ৩৯৭৭। সরকারী সাহায্য—২০০৲ টাকা।

লালগোলা এম. এন. একাডেমী (পাবলিক) লাইব্রেরী—পোঃ লালগোলা (মুর্শিদাবাদ)। সভাপতি : ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, (মুর্শিদাবাদ), সম্পাদক : এস. ডি. ও. লালবাগ ; পুস্তক সংখ্যা : ৭০০০, সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা।

শ্রীজৈন লাইব্রেরী—পোঃ জিয়াগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)। সভাপতি : রতনলাল জৈন, সম্পাদক : তারাচাঁদ জৈন ; পুস্তক সংখ্যা : ২৪০৯। সরকারী সাহায্য—১৯৮০৲ টাকা বার্ষিক।

শহীদ পাঠাগার—গ্রাম চৈতন্যপুর, পোঃ বড় বাসুদেবপুর, (মেদিনীপুর)। সভাপতি : কুমারচন্দ্র জানা, সম্পাদক : বিল্বপদ জানা ; সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

চিচড়া দেশবন্ধু পাঠাগার—পোঃ চিচড়া, (মেদিনীপুর)। সভাপতি : শশাঙ্কশেখর দাস, সম্পাদক : রামজীবন সাউ ; পুস্তক সংখ্যা : ২৪২২। সরকারী সাহায্য—১৬৫৲ টাকা মাসিক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্—মেদিনীপুর শাখা, বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির, (মেদিনীপুর)। সভাপতি : মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, সম্পাদক : সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ৮০৫৬।

বোলপুর সাধারণ পাঠাগার—পোঃ বোলপুর, (বীরভূম)। সভাপতি : অমরেন্দ্রনাথ সরকার, সম্পাদক : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ; পুস্তক সংখ্যা : ৯০০। সরকারী সাহায্য—১৩০০০৲ টাকা।

রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি—পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)। সভাপতি : তৃপ্তিপ্রকাশ নান্দে, এস. ডি. ও. সিউড়ী সদর সাবডিভিসন (পদাধিকার বলে), সম্পাদক : আনন্দগোপাল মিত্র ; পুস্তক সংখ্যা : ১০৩২।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার—পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)। সভাপতি : অমিয়কুমার মিত্র, বীরভূম জেলা সমাহর্তা (পদাধিকার বলে), সম্পাদক : আনন্দগোপাল মিত্র ; পুস্তক সংখ্যা : ১০,০৩৫। সরকারী সাহায্য—১০,১০০৲ টাকা (১৯৬১-৬২)।

বীরভূম কিশোর পাঠাগার—পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)। সভাপতি : টি. পি. নান্দে, এস্. ডি. ও. সদর সাবডিভিসন (পদাধিকার বলে), সম্পাদক : শ্রীশচন্দ্র নন্দী ; পুস্তক সংখ্যা : ১৫৩৩। সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা (১৯৬১-৬২)।

গান্ধী-স্মারক-নিধি পাঠচক্র—পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)। সভাপতি : ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : শ্রীশচন্দ্র নন্দী ; পুস্তক সংখ্যা : ৫৭৪।

কোচবিহার সাহিত্য সভা—পোঃ কোচবিহার, (কোচবিহার)। সভাপতি : রাজকুমার গৌতমনারায়ণ, সম্পাদক : অমিয়ভূষণ মজুমদার ; পুস্তক সংখ্যা : ৮০৪২। সরকারী সাহায্য—৯০০৲ টাকা।

জেলা গ্রন্থাগার মালদহ—বাধ রোড, (মালদহ)। সভাপতি : জেলা সমাহর্তা (পদাধিকার বলে), সম্পাদক : জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক (পদাধিকার বলে) ; পুস্তক সংখ্যা : ১৪৫৪৯। সরকারী সাহায্য এক কালীন ১,৩০,০০০৲।

ব্লুম ফিল্ড লাইব্রেরী—কার্শিয়াং (দার্জিলিং)। সভাপতি : পি. কে. সরকার এস. ডি. ও., সম্পাদক : এন. কে. চৌধুরী ; পুস্তক সংখ্যা : ২৫০০, সরকারী সাহায্য—১০০৲ টাকা।

খেলাধূলা

[দ্রষ্টব্য : পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা খেলাধূলা অধ্যায়টিকে 'আন্তর্জাতিক' ও 'ভারতীয়' এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমে আন্তর্জাতিক বিভাগ ও তৎপরে ভারতীয় বিভাগের বিবরণ দেওয়া হইল।

—সঃ বঃ]

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস : ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতার নাম Dwight Filley Davis. ইনি আমেরিকার একজন খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ডেভিস কাপ জয়লাভের অর্থ দলগত বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম স্কুরু হয় ১৯০০ সালে। দুটি মহাযুদ্ধের দরুণ ১৯১৫-১৯১৮ এবং ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। তাহা ছাড়া ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ যথাক্রমে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। অর্থাৎ ঐ দুই বছরও খেলা হয় নাই। ফলে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়া 'ওয়াক ওভার' পায়। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড একত্র হইয়া 'অষ্ট্রেলেশিয়া' নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে এই দুইটি দেশ পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে।

এ পর্যন্ত মাত্র চারিটি দেশ ডেভিস কাপ পাইয়াছে :—আমেরিকা ১৯ বার (একবার ওয়াক ওভার), অষ্ট্রেলিয়া ১৮ বার (একবার ওয়াক ওভার; অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ-রাউণ্ডে খেলিয়াছে :—আমেরিকা ৩৯ বার, অষ্ট্রেলিয়া ২৭ বার, বৃটেন ১৬ বার, ফ্রান্স ৯ বার, বেলজিয়াম ১ বার (১৯০৪ সালে) এবং জাপান ১ বার (১৯২১ সালে)। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিবার গৌরব লাভ করিয়াছে।

১৯২০ সাল হইতে এ পর্যন্ত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় যাহারা জয়লাভ করিয়াছে পর পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম দেওয়া হইল :

১৯২০-২৬ : আমেরিকা; ১৯২৭-৩২ : ফ্রান্স; ১৯৩৩-৩৬ : ইংল্যাণ্ড; ১৯৩৭-৩৮ : আমেরিকা; ১৯৩৯ : অষ্ট্রেলিয়া; ১৯৪০-৪৫ খেলা বন্ধ থাকে; ১৯৪৬-৪৯ : আমেরিকা; ১৯৫০-৫৩ : অষ্ট্রেলিয়া; ১৯৫৪ : আমেরিকা; ১৯৫৫-৫৭ : অষ্ট্রেলিয়া; ১৯৫৮ : আমেরিকা; ১৯৫৯-৬১ : অষ্ট্রেলিয়া।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ৫টি খেলায় (৪টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডাবলস) ফলাফলের উপর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

॥ জোন-ফাইন্যাল—১৯৬১ ॥

আমেরিকান জোন : আমেরিকা ৩-২ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত করে।

ইউরোপীয়ান জোন : ইতালী ৪-১ খেলায় সুইডেনকে পরাজিত করে।

ইস্টার্ন জোন : ভারতবর্ষ ৪-১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে।

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইন্যাল : আমেরিকা ৩-২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ইন্টার-জোন ফাইন্যাল : ইতালী ৪-১ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে।

চালেঞ্জ রাউণ্ড : গত দুই বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া ৫-০ খেলায় গত দুই বছরের রানার্স-আপ ইতালীকে পরাজিত করিয়া ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে।

গত ১৬ বছরের (১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় কেবল অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এই দুইটি দেশই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছিল। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের খেলায় তার ব্যতিক্রম হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে অষ্ট্রেলিয়া এবং ইতালী। মহাযুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) ডেভিস কাপের খেলা হয় নাই। গত ১৮ বছরের খেলায় (১৯৩৮-৬১) অষ্ট্রেলিয়া ১১ বার এবং আমেরিকা ৭ বার ডেভিস কাপ জয়লাভ করিয়াছে।

॥ উইম্বল্‌ডন বা অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ ॥

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস মহলে উইম্বল্‌ডন এবং ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পদমর্যাদা বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের সমান গৌরবজনক। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ দলগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আর উইম্বল্‌ডন প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগদান করে। অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপের

খেলা ইংল্যাণ্ডের উইম্বল্‌ডন শহরতলীতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহা উইম্বল্‌ডন চ্যাম্পিয়ানশিপ নামে পরিচিত। এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের পর কিছুকাল পর্যন্ত কেবল ইংল্যাণ্ডের টেনিস খেলোয়াড়রাই যোগদান করতে পারতেন। পরবর্তীকালে সকল দেশের খেলোয়াড়রা যোগদান করছেন—তবে প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদানের কোন অধিকার ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে পেশাদার এবং অপেশাদার উভয় দলেরই খেলোয়াড় যোগদান করতে পারবেন।

॥ উইম্বল্‌ডন লন্ টেনিস—১৯৬১ ॥

১৯৬১ সালে উইম্বল্‌ডন প্রতিযোগিতার ৭৫ বৎসর জীবন পূর্ণ হয়। ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্যায় তালিকায়ঃ— পুরুষ বিভাগের ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ৩ জন খেলোয়াড় এবং বাকী ৫ জন খেলোয়াড় ছিলেন ইতালী, স্পেন, চিলি, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার। পুরুষ বিভাগে শীর্ষস্থান পান ১৯৬০ সালের সিঙ্গলস বিজয়ী নীল ফ্রেজার। ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ ক্রমপর্যায় তালিকায় ৭ম স্থান পান।

১৯৬০ সালের সিঙ্গলস বিজয়িনী ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনো অসুস্থতার দরুণ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় মহিলাদের সিঙ্গলসের তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার সাণ্ড্রা রেনোল্ডস শীর্ষস্থান লাভ করেন। আমেরিকার প্রখ্যাত মহিলা খেলোয়াড় ডার্লিন হার্ডও এ বছরের প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন। যোগ্যতা অনুসারে প্রস্তুত খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্যায় তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরাই প্রাধান্য লাভ করেন। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ক্রমপর্যায় তালিকায় এইভাবে স্থান পানঃ পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার তালিকায় ১ম ও ২য় স্থান, পুরুষদের ডাবলসে ১ম ও ২য় স্থান এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে ২য় স্থান। মোট পাঁচটি বিষয়ের ফাইন্যালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ৪টিতে উঠে ৩টি বিষয়ে জয়লাভ করে—পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস। পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যালে চারজনই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় এবং মিক্সড ডাবলসে চারজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। গত ৬ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে ৫ বার এবং পুরুষদের ডাবলস খেতাব পেয়েছে ৯ বার গত ১২ বছরের মধ্যে। ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইন্যালের ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন ৫ জন, বাকি ৩ জন বাছাই তালিকায় স্থান পাননি। সেমি-ফাইন্যালে

উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (২নং), ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণাণ (৭নং), আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলে (৮নং) এবং বৃটেনের মাইকেল স্যাঙ্গস্টার। ক্রমপর্যায় তালিকায় স্যাঙ্গস্টার কোন স্থান পাননি। ভারতবর্ষের জাতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণাণ কোয়ার্টার-ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনকে (৪নং) স্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে পরপর দু'বছর সেমি-ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা লাভ করেন। কৃষ্ণাণ সেমি-ফাইন্যালে ১৯৬১ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার কর্তৃক পরাজিত হন। প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল—৪র্থ রাউণ্ডে ইংল্যাণ্ডের ববি উইলসনের কাছে গত বছরের সিঙ্গলস বিজয়ী এবং ১৯৬১ সালের ১নং বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজারের পরাজয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন রমানাথন কৃষ্ণাণ, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল, নরেশকুমার এবং আখতার আলি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণাণের খেলাই উল্লেখযোগ্য। তিনি সিঙ্গলসে সেমি-ফাইন্যাল এবং পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার-ফাইন্যাল পর্যন্ত খেলেছিলেন।

॥ ফাইন্যালের সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস : বিজয়ী—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া); রানার্স-আপ—চার্লস (চাক) ম্যাকিনলে (আমেরিকা)।

মহিলাদের সিঙ্গলস : বিজয়িনী—এ্যাঞ্জেলা মার্টিমোর (বৃটেন); রানার্স-আপ—ক্রিস্টিন টুম্যান (বৃটেন)।

পুরুষদের ডাবলস : বিজয়ী—নীল ফ্রেজার এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) : রানার্স-আপ—ফ্রেড স্টোলে এবং বব হিউইট (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলাদের ডাবলস : বিজয়িনী—কারেন হান্টজ এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা); রানার্স-আপ—জেন লেহানী এবং মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া)।

মিক্সড ডাবলস : বিজয়ী—ফ্রেড স্টোলে এবং লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া); রানার্স-আপ—বব হো (অস্ট্রেলিয়া), এডা বুডিং (জার্মানী)।

॥ আমেরিকান লন টেনিস—১৯৬১ ॥

১৯৬১ সালের ফাইন্যাল খেলার প্রত্যেকটি বিভাগে কেবল অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

পুরুষদের সিঙ্গলস: বিজয়ী—রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া); রানার্স-আপ—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)—১৯৬০ সালের বিজয়ী এবং ১৯৬১ সালের উইম্বলডন বিজয়ী।

মহিলাদের সিঙ্গলস: বিজয়িনী—মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া)—গত বছরের বিজয়িনী; রানার্স-আপ—জেন লেহানী (অস্ট্রেলিয়া)।

পুরুষদের ডাবলস: বিজয়ী—রড লেভার এবং বব মার্ক (অস্ট্রেলিয়া) উপর্যুপরি ৩ বার জয়; রানার্স-আপ—মার্টিন মুলিগান এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলাদের ডাবলস: বিজয়িনী—মার্গারেট স্মিথ এবং মেরী রিটানো (অস্ট্রেলিয়া); রানার্স-আপ—জেন লেহানী এবং মেরী হাউর্টন (অস্ট্রেলিয়া)।

মিক্সড ডাবলস: বিজয়ী—বব হিউইট এবং জেন লেহানী (অস্ট্রেলিয়া); রানার্স আপ—জন পিয়ার্স এবং মেরী রিটানো (অস্ট্রেলিয়া)।

॥ এশিয়ান লন টেনিস—১৯৬২ ॥

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

পুরুষদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে ২নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ১নং খেলেয়াড় মিস লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩ ও ৬-২ সেটে ২নং খেলোয়াড় মিস ম্যাড্রোনা সাক্‌টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: মিস টার্ণার এবং মিস সাক্‌ট (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪ ও ৬-১ সেটে মিস পি. বেলিং (ডেনমার্ক) এবং মিস আম্পিয়াকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ ১নং জুটি রয় এমারসন এবং ফ্রেড স্টোলী (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২, ৯-৭ সেটে ৩নং জুটি রমানাথন কৃষ্ণাণ এবং নরেশ কুমারকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ ফ্রেড স্টোলী এবং মিস টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৩ ও ৬-১ সেটে রয় এমারসন এবং মিস সাক্‌টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মহিলা খেলোয়াড় মিস লেসলি টার্ণার তিনটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে 'ত্রিমুকুট' লাভ করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ খেলোয়াড় রয় এমারসন 'দ্বিমুকুট' পান।

॥ একই বছরে ৪টি প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ ॥

আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত উইম্বল্‌ডন, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ এবং অস্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে জয়লাভ করেন। তিনি ছাড়া এ পর্যন্ত আর কেহ এই গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই।

॥ বিশ্ব টেবল টেনিস ॥

ইন্টারন্যাশনাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাসমূহ ১৯২৬-২৭ সাল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বযুদ্ধের জন্য মাঝখানে প্রতিযোগিতা কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল।

সোয়েথলিং কাপ ঃ পুরুষদের ইন্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

কার্বিয়োঁ কাপ ঃ মহিলাদের ইন্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ ঃ (ক) সেন্ট ব্রাইড ভাস—পুরুষদের সিঙ্গলস; (খ) ইরান কাপ—পুরুষদের ডাবলস; (গ) জি. গিস্ট. প্রাইজ—মহিলাদের সিঙ্গলস; (ঘ) ডব্লিউ. জে. পোপ ট্রফি—মহিলাদের ডাবলস; (চ) হেডুসেক প্রাইজ—মিক্সড্ ডাবলস।

॥ সোয়েথলিং কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯২৬-২৭ হাঙ্গারী, ১৯২৭-২৮ হাঙ্গারী, ১৯২৮-২৯ হাঙ্গারী; ১৯২৯-৩০ হাঙ্গারী; ১৯৩০-৩১ হাঙ্গারী; ১৯৩১-৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩২-৩৩ হাঙ্গারী; ১৯৩৩-৩৪ হাঙ্গারী; ১৯৩৪-৩৫ হাঙ্গারী; ১৯৩৫-৩৬ অস্ট্রিয়া;

১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ হাঙ্গারী; ১৯৩৮-৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৮৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৮-৪৯ হাঙ্গারী; ১৯৪৯-৫০ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫১-৫২ হাঙ্গারী; ১৯৫২-৫৩ ইংল্যাণ্ড; ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ জাপান; ১৯৫৫-৫৬ জাপান; ১৯৫৬-৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ চীন। পরবর্তী খেলা ১৯৬৩।

॥ কার্বিয়োঁ কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯৩৩-৩৪ জার্মানী; ১৯৩৪-৩৫ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৫-৩৬ চেকো-শ্লোভাকিয়া; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৮-৩৯ জার্মানী; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ ইংল্যাণ্ড; ১৯৪৭-৪৮ ইংল্যাণ্ড; ১৯৪৮-৪৯ আমেরিকা; ১৯৪৯-৫০ রুমানিয়া; ১৯৫০-৫১ রুমানিয়া; ১৯৫১-৫২ জাপান; ১৯৫২-৫৩ রুমানিয়া; ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ রুমানিয়া; ১৯৫৫-৫৬ রুমানিয়া; ১৯৫৬-৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ জাপান। পরবর্তী খেলা ১৯৬৩।

॥ অল্ ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন—১৯৬২ ॥

ফাইন্যাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: বিজয়ী—এরল্যাণ্ড কোপস (ডেনমার্ক); রানার্স-আপ—সি. ওয়াটানাসিন (থাইল্যাণ্ড)।

পুরুষদের ডাবলস: বিজয়ী—এফ. কোবেরো এবং জে. হ্যামারগার্ড-হানসান (ডেনমার্ক); রানার্স-আপ—এন. ভোর্নচিয়ামা এবং আর. কাঞ্চনারফি (থাইল্যাণ্ড)।

মহিলাদের সিঙ্গলস: বিজয়িনী—জি. সি. কে. হাসম্যান (আমেরিকা); রানার্স-আপ—ডবলউ. এইচ. স্মিথ (ইংল্যাণ্ড)।

মহিলাদের ডাবলস: বিজয়িনী—জি. সি. কে. হাসম্যান (আমেরিকা) এবং টি. হলস্ট—শ্রীটেনশন (ডেনমার্ক); রানার্স-আপ—কে. কোর্গেনসেন এবং ডবলউ. রাসমুসেন (ডেনমার্ক)।

মিক্সড ডাবলস: বিজয়ী—এফ. কোবেরো এবং ডবলউ. রাসমুসেন (ডেনমার্ক); রানার্স-আপ—আই. বি. হানসেন এবং পি. ই. হেলসেন (ডেনমার্ক)।

॥ টমাস কাপ ॥

বিশ্ব ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় দলগত প্রতিযোগিতা হইল টমাস কাপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার অর্থ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলায় দলগত ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া। ১৯৪৮ সালে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়; ইহা এক বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে মালয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৪-৫৫) টমাস কাপ জয় করে। ১৯৫৭-৫৮ সালে তাহার একটানা জয়যাত্রা ব্যাহত হয়, ঐ বৎসর ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ অর্জন করে। ১৯৬১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়া ৬-৩ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়া 'টমাস কাপ' লাভ করে।

॥ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট—১৯৬১-৬২ ॥

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর (১৯৬১): প্রথম শ্রেণীর খেলা ৩২, অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৩, হার ১ (৩য় টেস্ট) এবং খেলা ড্র ১৮।

টেস্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৫, অস্ট্রেলিয়ার জয় ২, হার ১ এবং খেলা ড্র—২।

এম. সি. সি'র ভারতবর্ষ সফর (১৯৬১-৬২): মোট খেলা ১৫ এম. সি. সি'র জয় ৪, ড্র ৯ এবং হার ২ (৪র্থ ও ৫ম টেস্ট)।

টেস্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৫, ইংল্যাণ্ডের হার ২ এবং খেলা ড্র ৩। ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে প্রথম 'রাবার' জয় লাভের গৌরব লাভ করে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর: মোট খেলা ১২, হার ৬ (৫টা টেস্ট খেলা এবং ১টা প্রথম শ্রেণীর খেলা), জয় ২ (১টা প্রথম শ্রেণীর খেলা) এবং খেলা ড্র ৪। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে।

এম. সি. সি'র পাকিস্তান সফর:

টেস্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ২। ইংল্যাণ্ড ১—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১৯৬২ সালের ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)

ইংল্যাণ্ড : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৮৭৬ : শেষ খেলা—২২শে আগস্ট, ১৯৬১

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৮৮০	২৫	২৩	৩৮	৮৬
অস্ট্রেলিয়া	১৮৭৬-৭৭	৩৮	৫৩	৬	৯৭
মোট :		৬৩	৭৬	৪৪	১৮৩

ইংল্যাণ্ড : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৮৮৮ : শেষ খেলা—২২শে আগস্ট, ১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯০৭	২১	৪	১৬	৪১
দঃ আফ্রিকা	১৮৮৮-৮৯	২৪	১৩	১৬	৫৩
মোট :		৪৫	১৭	৩২	৯৪

ইংল্যাণ্ড : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯২৮ : শেষ খেলা—৩১শে মার্চ, ১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯২৮	১০	৩	৫	১৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯২৯-৩০	৫	৭	১০	২২
মোট :		১৫	১০	১৫	৪০

ইংল্যাণ্ড : নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯২৯ : শেষ খেলা—১৮ই মার্চ, ১৯৫৯

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩১	৬	০	৯	১৫
নিউজীল্যাণ্ড	১৯২৯-৩০	৫	০	৮	১৩
মোট :		১১	০	১৭	২৮

ইংল্যাণ্ড : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫৪ : শেষ টেস্ট ৭ই মার্চ ১৯৬২,

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৫৪	১	১	২	৪
পাকিস্তান	১৯৬১-৬২	১	০	২	৩
	মোট :	২	১	৪	৭

অস্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৯০২-৩ : শেষ খেলা—৪ঠা মার্চ ১৯৫৮,

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯১০-১১	১১	৩	১	১৫
দঃ আফ্রিকা	১৯০২-৩	১৪	০	৭	২১
ইংল্যাণ্ড	১৯১২	২	০	১	৩
	মোট :	২৭	৩	৯	৩৯

অস্ট্রেলিয়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৩০-৩১ : শেষ খেলা—১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১,

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৩০-৩১	১০	৩	২*	১৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৪-৫৫	৩	০	২	৫
	মোট :	১৩	৩	৪	২০

অস্ট্রেলিয়া : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৪৫-৪৬	১	০	০	১
	মোট :	১	০	০	১

* টাই ম্যাচ (১৯৬০-৬১)

দক্ষিণ আফ্রিকা : নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩১-৩২ : শেষ খেলা ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪,

স্থান	প্রথম খেলা	দঃ আফ্রিকা জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৩১-৩২	৩	০	১	৪
দঃ আফ্রিকা	১৯৫৩-৫৪	৪	০	১	৫
	মোট :	৭	০	২	৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫১-৫২ : শেষ খেলা—১৩ই মার্চ ১৯৫৬,

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৫১-৫২	৪	১	১	৬
	মোট :	৪	১	১	৬

ভারতবর্ষ : ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩২ : শেষ খেলা—১৫ই জানুয়ারী ১৯৬২

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩২	১২	০	৪	১৬
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	৩	৩	৭	১৩
	মোট :	১৫	৩	১১	২৯

ভারতবর্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৯৪৭-৪৮ : শেষ খেলা ২৮শে জানুয়ারী ১৯৬০,

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৪৭-৪৮	৪	০	১	৫
ভারতবর্ষ	১৯৫৬	৪	১	৩	৮
	মোট :	৮	১	৪	১৩

ভারতবর্ষ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ : শেষ খেলা ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬২

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	৪	৬	১০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫২-৫৩	০	৬	৪	১০
	মোট :	০	১০	১০	২০

ভারতবর্ষ : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫২ : শেষ খেলা—১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫২-৫৩	২	১	৭	১০
পাকিস্তান	১৯৫৪-৫৫	০	০	৫	৫
	মোট :	২	১	১২	১৫

ভারতবর্ষ : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউঃ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫৫-৫৬	২	০	৩	৫
নিউজীল্যাণ্ড	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
	মোট :	২	০	৩	৫

পাকিস্তান : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৫-৫৬	২	০	১	৩

পাকিস্তান : অস্ট্রেলিয়া

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৬-৫৭	১	২	১	৪

পাকিস্তান ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৫৮ ঃ শেষ খেলা—৩১শে মার্চ, ১৯৫৯

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৭-৫৮	৩	১	১	৫
পাকিস্তান	১৯৫৮-৫৯	১	২	০	৩
	মোট ঃ	৪	৩	১	৮

এক নজরে ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজ ১৯শে এপ্রিল শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট খেলার এবং টেস্ট সিরিজের ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে ঃ

॥ টেস্ট খেলার ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র
ব ইংল্যাণ্ড	২৯	৩	১৫	১১
" ব অস্ট্রেলিয়া	১৩	১	৮	৪
" ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২০	০	১০	১০
" ব নিউজীল্যাণ্ড	৫	২	০	৩
" ব পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট ঃ	৮২	৮	৩৪	৪০

॥ টেস্ট সিরিজের ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	সিরিজ ড্র
ব ইংল্যাণ্ড	৮	১	৬	১
" ব অস্ট্রেলিয়া	৩	০	৩	০
" ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪	০	৪	০
" ব নিউজীল্যাণ্ড	১	১	০	০
" ব পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট	১৯	৩	১৩	৩

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড

(১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত)

প্রত্যেক উইকেটে পার্টনারশিপ রাণের রেকর্ড

উইকেট	রাণ	জুটির নাম	মরসুম
১ম	৪১৩	মানকড় এবং পঙ্কজ রায় (মাদ্রাজ), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে	১৯৫৫
২য়	৪৫১	ডি. জি. ব্রাডম্যান এবং পন্সফোর্ড (অস্ট্রেঃ), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওভালে	১৯৩৪
৩য়	৩৭০	এডরিচ এবং কম্পটন (ইং) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডসে	১৯৪৭
৪র্থ	৪১১	পিটার মে এবং কলিন কাইড্রে (ইং) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (বার্মিংহাম)	১৯৫৭
৫ম	৪০৫	ব্রাডম্যান এবং বার্ণেস (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে	১৯৪৬-৪৭
৬ষ্ঠ	৩৪৬	ব্রাডম্যান এবং ফিঙ্গলটন (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে	১৯৩৬-৩৭
৭ম	৩৪৮	এ্যাটকিনসন্ এবং ডিপিজ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজটাউনে	১৯৫৫
৮ম	২৪৬	এ্যামস্ এবং জি. এ্যালেন (ইং) নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে লর্ডসে	১৯৩১
৯ম	১৫৪	সি. গ্রিগোরী এবং জে. ব্ল্যাকহাম (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে	১৮৯৪-৯৫
১০ম	১৩০	আর. ফোস্টার এবং ডব্লিউ. রোডস (ইং) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে	১৯০৩-৪

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বোচ্চ মোট রাণঃ ১৯৮১ রাণ; ১০১১ রাণ (দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩০ ও ৪৮১) এবং ৯৭০ রাণ (ইংল্যাণ্ড ৩১৬ ও ৬৫৪) ৫ উইঃ—ডার্বান ১৯৩৮-৩৯।

একটি টেস্ট ম্যাচে দলগত সর্বোচ্চ রাণঃ ১১২১ রাণ; ৮৪৯ ও ২৭২ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যাণ্ড; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে; কিংস্টোন, ১৯২৯-৩০।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণঃ ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ইংল্যাণ্ড; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে; ওভালে ১৯৩৮।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণঃ ২৬ রাণঃ নিউজীল্যাণ্ড; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে; অকল্যাণ্ডে ১৯৫৫।

একটি টেস্ট ম্যাচে দলগত সর্বনিম্ন রাণঃ ৮১ রাণ (৩৬ ও ৪৫) ২০ উইঃ—দক্ষিণ আফ্রিকা; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে; মেলবোর্ণ—১৯৩১-৩২।

দুইবার টেস্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী; হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইংল্যাণ্ড), জর্জ হেড্‌লে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ব্যতীত অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে দুইবার টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করিতে সক্ষম হন নাই।

হাবার্ট সাটক্লিফ :	১৭৬ ও ১২৭	(১৯২৪-২৫; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১০৪ ও ১০৯*	(১৯২৯; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে)
জর্জ হেড্‌লে :	১১৪ ও ১১২	(১৯২৯-৩০; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
	১২৬ ও ১০৭	(১৯৩৯; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
ক্লাইড ওয়ালকট :	১২৬ ও ১১০	(১৯৫৫, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১১৫ ও ১১০	(১৯৫৫; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে).

উপর্যুপরি টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরীর রেকর্ডঃ ৯টি—ডন্ ব্রাডমান ২৭০ রাণ (২য় ইনিংস, মেলবোর্ণ), ২১২ (২য় ইনিংস, এ্যাডলেড), ১৬৯ রাণ (১ম ইনিংস, মেলবোর্ণ),—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ; ১৯৩৬-৩৭।

*১৪৪ (২য় ইনিংস, নটিংহাম) *১০২ (২য় ইনিংস, লর্ডস্) ১০৩ (১ম ইনিংস, লিডস)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৪র্থ টেস্ট ম্যাচ; ১৯৩৮ সাল। ৩য় টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালের ৫ম টেস্টে ব্রাডম্যান আহত থাকায় ব্যাট করিতে পারেন নাই।

১৮৭ (১ম ইনিংস, ব্রিসবেন) এবং ২৩৪ (১ম ইনিংস, সিডনি)—১৯৪৬-৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্ট ম্যাচ।

* ১৮৫ (১ম ইনিংস, ব্রিসবেন) ১৯৪৭-৪৮, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ম টেস্ট।

উপর্যুপরি টেস্টের প্রতি ইনিংসে সেঞ্চুরীর রেকর্ডঃ এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—৫টি সেঞ্চুরী।

১৪১ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, কিংস্টোন), ১৯৪৭-৪৮। ১২৮ (দিল্লী), ১৯৪ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ (কলিকাতা)—ভারতের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯।

* তারকা চিহ্নটি নট আউট নির্দেশ করে।

জে. এইচ ফিঙ্গলটন (অস্ট্রেলিয়া)—৪টি সেঞ্চুরী (১১২, ১০৮ ও ১১৮ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৩৫-৩৬ ; ১০০ রাণ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩৬-৩৭)।

এ. মেলভিল (দক্ষিণ আফ্রিকা)—৪টি সেঞ্চুরী (১০৩ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩৮-৩৯ ; ১৮৯, ১০৪* ও ১১৭ রাণ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৪৭)।

উপর্যুপরি টেস্টের ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরী : (ডব্লিউ. হ্যামণ্ড ইংল্যাণ্ড)—২৫১ (সিডনি), ২০০ (মেলবোর্ণ) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২য় ও ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ১৯২৮-২৯ সাল। ২২৭ (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংস) ও ৩৩৬* (২য় টেস্ট, ১ম ইনিংস), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩২-৩৩ সাল।

ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—৩০৪ (৪র্থ টেস্ট) ও ২৪৪ (৫ম টেস্ট) ১ম ইনিংস, ১৯৩৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

॥ টেস্টের একই সিরিজে ডবল সেঞ্চুরীর রেকর্ড ॥

৩টি—ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—২৪৫ (২য় টেস্ট, লর্ডস) ৩৪৪, (৩য় টেস্ট, লিডস) ও ২৩২ (৫ম টেস্ট, ওভাল) ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

॥ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত তিন শতাধিক রাণ ॥

*৩৬৫ রাণ : গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, মার্চ ১৯৫৮ ; সময়—১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট।

৩৬৪ " : লেন হাটন (ইং) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে (১৯৩৮) ; সময়—১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

৩৩৭ " : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ব্রিজটাউনে (১৯৫৮) ; সময়—১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

*৩৩৬ " : ডব্লিউ হ্যামণ্ড (ইং) নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে, অক্‌ল্যাণ্ডে (১৯৩২-৩৩) ; সময়—৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩৩৪ " : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩০) ; সময়—৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩২৫ " : এ. স্যাণ্ডহাম (ইং) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টোনে (১৯২৯-৩০) ; সময়—১০ ঘণ্টা।

৩০৪ " : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩৪) ; সময়—৪ ঘণ্টা।

টেস্টে অধিক সংখ্যক সেঞ্চুরী : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—২৯টি, (বিশ্ব রেকর্ড) ডব্লিউ. হ্যামণ্ড (ইং)—২২টি।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ : ৩৬৫ গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, মার্চ, ১৯৫৮।

দীর্ঘতম টেস্ট ম্যাচ ১০ দিন ; ইংল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯। ইংল্যাণ্ড—৩১৬ ও ৬৫৪ (৫ উইঃ); দক্ষিণ আফ্রিকা—৫৩০ ও ৪৮১। খেলা ড্র হয়।

দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউনে ১৯৫৮; সময়—১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে ইহাই দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস। পূর্ব রেকর্ড লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড); সময়—১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

একই ইনিংসে একই দলের একাধিক ডবল সেঞ্চুরী :

(১) ডব্লিউ. পন্সফোর্ড—২৬৬ এবং ডি. জি. ব্রাডম্যান—২৪৪, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১ম ইনিংসে, ওভাল (১৯৩৪)।

(২) ডি. জি. ব্রাডম্যান—২৩৪ এবং এস. জি. বার্ণেস—২৩৪, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে, সিডনি (১৯৪৬-৪৭)।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৭টি—ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যাণ্ড (৪) বার্ণেস ১২৬, পেণ্টার ২১৬*, হাটন ১০০, কম্পটন ১০২—১ম ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়া (৩) ম্যাক্‌কাব ২৩২, ১ম ইনিংসে, ব্রাউন ১৩৩, ব্রাডম্যান ১৪৪* ; ২য় ইনিংসে—নটিংহাম ১৯৩৮।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৫টি—অস্ট্রেলিয়া (হার্ভে ২০৪, আর্চার ১৫৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বিনড ১২১ এবং মিলার ১০৯) কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, ১৯৫৫।

এক দলের পক্ষে টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ১২টি অস্ট্রেলিয়ার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৫।

বোলিং রেকর্ড

টেস্টে অধিকসংখ্যক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড : ২২১টি উইকেট (৪৭ টেস্ট) এ. ভি. বেডসার (ইংল্যাণ্ড)।

টেস্টের এক সিরিজে অধিকসংখ্যক উইকেট : ৪৯টি উইকেট—এস. এফ. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯১৩-১৪ সাল।

একটি ম্যাচে অধিকসংখ্যক উইকেট : ১৯টি (৩৭ রাণে ৯টি এবং ৫৩ রাণে ১০টি উইকেট)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬ সাল।

একদিনে অধিকসংখ্যক উইকেট : ১৪টি—এইচ. ভেরিটি (ইংল্যাণ্ড)। ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮০ রাণে ১৪টি উইকেট পান।

এক ইনিংসে অধিক সংখ্যক উইকেট : ১০টি (৫৩ রাণে) জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬।

এক ইনিংসে ৯টি করিয়া উইকেট নিম্নলিখিত সাত জন খেলোয়াড় পাইয়াছেন : জি. লোম্যান (ইংল্যাণ্ড) ২৮ রাণে ; এস. এফ. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড) ১০৩ রাণে ; এ. মেইলী (অস্ট্রেলিয়া) ১২১ রাণে ; হিউ টেফিল্ড (দঃ আফ্রিকা) ১৩১ রাণে ; জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড) ৫৩ রাণে ; সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ) ১০২ রাণে ; জে. প্যাটেল (ভারতবর্ষ) ৬৯ রাণে, (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে)।

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক সংখ্যক বল করার রেকর্ড : ৭৭৪ বল—এস. রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বার্মিংহাম ১৯৫৭।

হ্যাটট্রিক

[পর পর তিনটি বলে আউট করার কৃতিত্ব]

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

	বিপক্ষে	মাঠ	সাল
ডব্লিউ. বেটস	অস্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ণ	১৮৮২-৮৩
জন ব্রিগস	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	১৮৯১-৯২
জর্জ লেহ্ম্যান	দঃ আফ্রিকা	পোর্ট এলিজাবেথ	১৮৯৫-৯৬
জে. টি. হিয়ার্ণি	অস্ট্রেলিয়া	লিডস	১৮৯৯
এম. জি. এ্যালম	নিউজীল্যাণ্ড	ক্রাইস্ট চার্চ	১৯২৯-৩০
টি. ডব্লিউ. গডার্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৯৩৮-৩৯
পিটার লোডার	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	লিডস	১৯৫৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

এফ. আর. স্পোফোর্থ	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৮৭৮-৭৯
এইচ. ট্রাম্বল	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৯০১-২
এইচ. ট্রাম্বল	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৯০৩-০৪
*টি. জে. ম্যাথুজ	দঃ আফ্রিকা	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯১২
টি. জে. ম্যাথুজ	দঃ আফ্রিকা	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯১২
লিণ্ডসে ক্লিন	দঃ আফ্রিকা	কেপটাউন	১৯৫৭-৫৮
রিচি বেনো	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	জর্জ টাউন	১৯৫৫

* টি. জে. ম্যাথুজ একই টেস্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসেই 'হ্যাটট্রিক' করিয়া যে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন তাহা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

	বিপক্ষে	মাঠ	সাল
ডব্লিউ. হল	পাকিস্তান	লাহোর	১৯৫৯
লেন্স গিবস	অস্ট্রেলিয়া	এডলেড	১৯৬১

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে

জর্জ গ্রিফিন	ইংল্যাণ্ড	লর্ডস	১৯৬০

ফিল্ডিং

টেস্টে সর্বাধিক ক্যাচ : ১১০টি ; ডব্লিউ. আর. হ্যামণ্ড, ৮৫টি টেস্ট ম্যাচে।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক ক্যাচ : ৬টি ; জে. এম. গ্রিগোরী, (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে. ১৯২০-২১, সিডনি।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক ক্যাচ : ১৪টি ; জে. এম. গ্রিগোরী. ১৯২০-২১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে এই রেকর্ড করেন।

উইকেট কীপিং

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট লাভ : ১৩০ (স্টাম্পড ৫২, কট ৭৮)—ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড ৫৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলিয়া এই রেকর্ড করেন।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট লাভ : ২৩ (১৬ ক্যাচ ; ৭ স্টাম্পিং) —জন ওয়েট (দঃ আফ্রিকা), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪ সালে।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট লাভ : ৯টি—গিল ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, লর্ডস মাঠে, ১৯৫৬।

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট লাভ : নিম্নলিখিত দুইজন উইকেট-কীপার ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করিয়াছেন :

ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৪-২৫ ; জি. আর. ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৫ সালে দুইবার ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করেন।

কনিষ্ঠতম টেস্ট খেলোয়াড়

মুস্তাক মহম্মদ (পাকিস্তান) ১৪ বছর ৩ মাস ৪ দিন বয়সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলে (১৯৫৯)।

টেস্ট ডবল

॥ টেস্ট খেলায় ১০০ উইকেট লাভ এবং ১০০০ রাণ করার কৃতিত্ব ॥

ডব্লিউ. রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড); এম. এ. নোব্‌ল (অস্ট্রেলিয়া); মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড); জর্জ গিফেন (অস্ট্রেলিয়া); ভিনু মানকড় (ভারতবর্ষ); কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া); আর. আর. লিণ্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া); ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া) এবং টি. জি. ইভান্স (ইংল্যাণ্ড)।

টেস্ট খেলার ইতিহাসে উইকেট কীপার হিসাবে মাত্র দুইজন—অস্ট্রেলিয়ার ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড এবং ইংল্যাণ্ডের টি. জি. ইভান্স—এই 'ডবল' (১০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট) সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভিনু মানকড় অপর সকলের তুলনায় কম সংখ্যক টেস্ট ম্যাচ খেলিয়া এই 'ডবল' সম্মান লাভ করেন। এই 'ডবল' সম্মান পাইতে কাহাকে কতগুলি টেস্ট ম্যাচ খেলিতে হইয়াছে তাহার হিসাব: ভিনু মানকড় (ভারতবর্ষ) ২৩টি; এম. এ. নোব্‌ল (অস্ট্রেলিয়া) ২৭টি; জর্জ গিফেন (অস্ট্রেলিয়া) ৩০টি: মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড) ৩৩টি; উইলফ্রেড রোডস্ (ইংল্যাণ্ড) ৪৩টি; কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া) ৩৩টি এবং লিণ্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৩৮টি।

॥ ২,০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট ॥

মাত্র চারজন বোলার সরকারী টেস্ট খেলায় ২,০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট লাভ করিয়াছেন—উইলফ্রেড রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড), কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া), ভিনু মানকড় (ভারতবর্ষ) এবং টি. ই. বেলী (ইংল্যাণ্ড)।

॥ ২,০০০ রাণ এবং ২০০ উইকেট লাভ ॥

উইকেট কীপার হিসাবে একমাত্র টি. জি. ইভান্স এই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। রাণ ২,৪৩৯ এবং উইকেট ২০৯।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড: পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ করাচী বনাম ভাওয়ালপুরের খেলায় করাচীর পক্ষে ৪৯৯ রাণ করিয়া প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত রাণ হিসাবে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। পূর্বে রেকর্ড ছিল ডন ব্রাডম্যানের ৪৫২ নট আউট।

॥ আন্তর্জাতিক ফুটবল ॥

বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল

বৎসর	স্থান	বিজয়ী দেশ	বিজিত দেশ	গোল
১৯০৮	লণ্ডন	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	২-০
১৯১২	স্টকহলম	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	৪-২

বৎসর	স্থান	বিজয়ীদেশ	বিজিত দেশ	গোল
১৯২০	এন্টওয়ার্প	বেলজিয়াম	চেকোশ্লোভাকিয়া	২-০
১৯২৪	প্যারী	উরুগুয়ে	সুইট্জারল্যাণ্ড	৩-০
১৯২৮	আমষ্টারডাম	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	১-১, ২-১
১৯৩২	লস এ্যাঞ্জেলস্	খেলা হয় নাই		
১৯৩৬	বার্লিন	ইতালী	অস্ট্রিয়া	২-১
১৯৪৮	লণ্ডন	সুইডেন	যুগোশ্লাভিয়া	৩-১
১৯৫২	হেলসিঙ্কি	হাঙ্গারী	যুগোশ্লাভিয়া	২-০
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	রাশিয়া	যুগোশ্লাভিয়া	১-০
১৯৬০	রোম	যুগোশ্লাভিয়া	ডেনমার্ক	৩-১

জুলেস রিমেট কাপ (বিশ্বফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ)

পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দেশ

১৯৩০ উরুগুয়ে—৪, আর্জেন্টিনা—২ ; ১৯৩৪ ইতালী—২, চেকো-শ্লোভাকিয়া—১ ; ১৯৩৮ ইতালী—৪, হাঙ্গারী—২ ; *১৯৫০ উরুগুয়ে (৫ পয়েন্ট), ব্রেজিল—(৪ পয়েন্ট) ; ১৯৫৪ জার্মানী—৩, হাঙ্গারী—২ ; ১৯৫৮ ব্রেজিল—৫, সুইডেন—২ ।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা (মালয়) : মালয়ের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের বাৎসরিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যোগদান করে। ভারতবর্ষ 'এ' গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থান লাভ করায় মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা নষ্ট করে। মোট ৯টি দেশ যোগদান করে। তিনটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ ১-২ গোলে ভিয়েৎনামের কাছে এবং ১-৩ গোলে জাপানের কাছে পরাজিত হয়। তৃতীয় খেলায় 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান মালয়কে ২-১ গোলে ভারতবর্ষ পরাজিত করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ইন্দোনেশিয়া ২-১ গোলে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ মালয়কে পরাজিত করিয়া ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় জয়লাভের গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৮। পূর্বাপর বিজয়ী দল : ১৯৫৮-৬০ মালয়। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় মালয় এবং কোরিয়া যুগ্মভাবে জয়লাভ করে।

॥ আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ॥

আহমেদাবাদের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মোট ১০টি দেশ যোগদান করে। লীগ প্রথায় খেলা হয়। ভারতবর্ষ ৯টি খেলায়

অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে জার্মানী এবং ৩য় স্থান অস্ট্রেলিয়া। এই চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের দরুণ ভারতবর্ষ ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ হকি দল হিসাবে 'লিউটি কাপ' পুরস্কারও লাভ করেছে। ইণ্টার-ন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের প্রথম সভাপতির স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুরস্কারটি প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ হকি দলকে দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে ইতালী এবং ১৯৬১ সালে স্পেন এই পুরস্কার পায়।

অলিম্পিক রেকর্ড—ট্রাক এণ্ড ফিল্ড

বিষয়	রেকর্ডের সময়	রেকর্ডধারীর নাম	রেকর্ডধারীর দেশ	রেকর্ড প্রতিষ্ঠার বৎসর
দৌড়	ঘ. মি. সে.			
১০০ মিটার	১০·২	এ. হারী	জার্মানী	১৯৬০
২০০ মি.*	২০·৫	এল. বেরুটী	ইতালী	১৯৬০
	(হিট)	ও. ডেভিস	আমেরিকা	১৯৬০
৪০০ মি.*	৪৪·৯	সি. কফম্যান	জার্মানী	১৯৬০
৮০০ মি.	১ ৪৬·৩	পি. স্নেল	নিউজীল্যাণ্ড	১৯৬০
১,৫০০ মি.*	৩ ৩৫·৬	এইচ. ইলিয়ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০
৫,০০০ মি.	১৩ ৩৯·৬	ভি. কুটস	রাশিয়া	১৯৫৬
১০,০০০ মি.	২৮ ৩২·২	পি. বলটনিকোভ	রাশিয়া	১৯৬০

ভ্রমণ—কিলোমিটার

বিষয়	ঘ. মি. সে.	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
২০,০০০ কিলো মি.	১ ৩১ ২৭·৪	এল. স্প্রিণ	রাশিয়া	১৯৫৬
৫০,০০০ কিলো মি.	৪ ২৫ ৩০·০	বি. টমসন	বৃটেন	১৯৬০

হার্ডলিং

বিষয়	ঘ. মি. সে.	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
১১০ মি. (হাই)	১৩·৫	এল. কলহোউন	আমেরিকা	১৯৫৬
		জে. ডেভিস	আমেরিকা	১৯৬০
		জি. ডেভিস	আমেরিকা	১৯৫৬
৪০০ মি.	৫০·১	ই. এস. সাউদান	আমেরিকা	১৯৬০

* নূতন বিশ্ব রেকর্ড।

রিলে

বিষয়	ঘ. মি. সে.	দেশ	বৎসর
৪ × ১০০ মি †	৩৯·৫	আমেরিকা	১৯৫৬
		জার্মানী	১৯৬০
৪ × ৪০০ মি.*	৩ ২·২	আমেরিকা	১৯৬০

স্টিপলচেজ

৩,০০০ মি.	৮ ৩৪·২	জেড্. ক্রিজিস্কোয়াক পোল্যাণ্ড	১৯৬০

ম্যারাথন (২৬ মাইল ৩৮৬ গজ দূরত্ব)

২ঘঃ ১৫মিঃ ১৬সেঃ	এ. বিকালী	ইথিওপিয়া	১৯৬০

ডেকথলন

৮,৩৯২ পয়েন্ট	আর. জনসন	আমেরিকা	১৯৬০

পেন্টাথলন—দলগত বিভাগ

১৪,৯৬৩ পয়েন্ট	হাঙ্গারী	১৯৬০

পেন্টাথলন—ব্যক্তিগত বিভাগ

৫,০২৪ পয়েন্ট	এফ. নিসাথ	হাঙ্গারী	১৯৬০

ফিল্ড ইভেন্টস

বিষয়	রেকর্ড	রেকর্ডধারী	দেশ	সাল
হাই জাম্প	৭ ফি. ১ ই.	আর. সাভলাকাডজি	রাশিয়া	১৯৬০
ব্রড জাম্প	২৬ ফি. ৭½ ই.	আর. বোস্টন	আমেরিকা	১৯৬০
হাপ-স্টেপ-জাম্প*	৫৫ ফি. ১¾ ই.	জে. স্কিমিড	পোল্যাণ্ড	১৯৬০
পোল ভল্ট	১৫ ফি. ৫ ই.	ডি. ব্র্যাগ	আমেরিকা	১৯৬০
সট পুট	৬৪ ফি. ৬¾ ই.	ডবলউ. নিডার	আমেরিকা	১৯৬০
ডিসকাস থ্রো	১৯৪ ফি. ১¾ ই.	এ. ওর্টার	আমেরিকা	১৯৬০
হ্যামার থ্রো	২২০ ফি. ১¾ ই.	ভি. রুডেনকোভ	রাশিয়া	১৯৬০
জ্যাভেলিন থ্রো	২৮১ ফি. ২¼ ই.	ই. ডি. নিয়েলসন	নরওয়ে	১৯৫৬

* নতুন বিশ্ব রেকর্ড। † বিশ্ব রেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ডের সমান।

মহিলা বিভাগ

বিষয়	রেকর্ড সময়	রেকর্ডধারীর নাম	রেকর্ডধারীর দেশ	রেকর্ডপ্রতিষ্ঠা বৎসর
দৌড়	ঘ. মি. সে.			
১০০ মিটার**	১১·০	ডব্লিউ. রুডল্ফ	আমেরিকা	১৯৬০
২০০ মি.	২৩·২ (হিট)	ডব্লিউ. রুডল্ফ	আমেরিকা	১৯৬০
৮০০ মি.*	২ ৪·৩	এল.স্কিভকোভা	রাশিয়া	১৯৬০

হার্ডলস

৮০ মি.	১০·৭	এস. স্ট্রিকল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬
	১০·৭ (হিট)	টি. প্রেস	রাশিয়া	১৯৬০

রিলে

৪ × ১০০ মি.*	৪৪·৪ (হিট)	আমেরিকা		১৯৬০

ফিল্ড ইভেন্টস

হাই জাম্প	৬ ফি. ০¾ই.	আই. বালাস	রুমানিয়া	১৯৬০
ব্রড জাম্প*	২০ ফি. ১০¾ই.	ভি. ক্রেপকিনা	রাশিয়া	১৯৬০
সট-পুট	৫৬ ফি. ৯½ই.	টি. প্রেস	রাশিয়া	১৯৬০
ডিসকাস থ্রো	১৮০ ফি. ৯½ই.	এন. পোনোমারেভা	রাশিয়া	১৯৬০
জাভেলিন থ্রো	১৮৩ ফি. ৭¾ই.	ই. ওজোলিনা	রাশিয়া	১৯৬০

॥ ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে রেকর্ড ১৯৬১ ॥

এন্টোনিও এবারটোণ্ডো (আর্জেন্টিনা) : মোট ৪৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময়ে একটানা দুইবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময়ে ফ্রান্সের উপকূল কেপ গ্রিজে উপস্থিত হন এবং সেখানে মাত্র ৪ মিনিট সময়ের মধ্যে গরম পানীয় এবং দেহে চর্বির প্রলেপ গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা সুরু করেন এবং ২৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময়ে ইংল্যাণ্ডে পৌছান। এন্টোনিও এবারটোণ্ডো মোট ৫ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়াছেন।

সাঙ্কেতিক পরিচয় : ** বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হয় কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় বাতাস জোর থাকায় এই রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে শেষ পর্যন্ত গণ্য হয়নি।

* নূতন বিশ্ব রেকর্ড

ব্রজেন দাস (পাকিস্তান): ১৯৬১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রজেন দাস ৬ষ্ঠ বার ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করিয়া দুইটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন—(১) সর্বাধিক বার এবং (২) সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমের রেকর্ড। ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে আসিতে শ্রীযুক্ত দাসের সময় লাগিয়াছিল ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। পূর্ব রেকর্ড ছিল ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট (হাসান আবেগ রহিম, ইজিপ্ট, ১৯৫০)।

॥ ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ক্রিকেট: রঞ্জি ট্রফি

রঞ্জি ট্রফির খেলা ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গত রঞ্জিৎ সিংজীর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ পাতিয়ালার মহারাজা "রঞ্জি ট্রফি" নামে এই স্বুবর্ণ কাপটি উৎসর্গ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত যে সকল রাজ্য এই ট্রফি লাভ করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল:

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	নদার্ন ইণ্ডিয়া
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাংলা
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাংলা
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	বোম্বাই
১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই	বরোদা
১৯৪৯-৫০	বরোদা	হোলকার

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত
১৯৫০-৫১	হোলকার	গুজরাট
১৯৫১-৫২	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫২-৫৩	হোলকার	বাংলা
১৯৫৩-৫৪	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫৪-৫৫	মাদ্রাজ	হোলকার
১৯৫৫-৫৬	বোম্বাই	বাংলা
১৯৫৬-৫৭	বোম্বাই	সার্ভিসেস
১৯৫৭-৫৮	বরোদা	সার্ভিসেস
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	বাংলা
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৬০-৬১	বোম্বাই	রাজস্থান
১৯৬১-৬২	বোম্বাই	রাজস্থান

রঞ্জি প্রতিযোগিতার কতিপয় রেকর্ড

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রাণ: ২৩৭৬ (৩৮ উইকেট), বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা ১৯৪৮। (প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড)।

পার্টনারশিপ রেকর্ড : ৫৭৭ (৪র্থ উইঃ)—হাজারে (২৫৪) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯), বরোদা ; হোলকার দলের বিপক্ষে ; বরোদা, ১৯৪৬-৪৭। পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ (২য় উইঃ) বি. বি. নিম্বলকার (৪৪৩*) এবং কে. ভি. ভাণ্ডারকর (২০৫) মহারাষ্ট্র ; পশ্চিম ভারত স্টেটের বিপক্ষে ; পুণা, ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ২য় উইকেট পার্টনারশিপে বিশ্ব রেকর্ড।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৬টি—হোলকার ; মহীশূরের বিপক্ষে, ১৯৪৫-৪৬—বিশ্ব রেকর্ড।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৯টি—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪৮-৪৯—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

সর্বাধিকবার জয়লাভ : বোম্বাই ১২ বার।

ফুটবল : সন্তোষ ট্রফি

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই. এফ. এ.-র ভূতপূর্ব সভাপতি সন্তোষের স্বর্গীয় মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আই. এফ. এ. কর্তৃক প্রদত্ত 'সন্তোষ

মেমোরিয়াল কাপ' আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিচালিত হয়। খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নাই। এ পর্যন্ত ১৭ বার খেলা হইয়াছে। এই ১৭ বার খেলার মধ্যে বাংলা ১৪ বার ফাইন্যালে খেলিয়া ১০ বার সন্তোষ ট্রফি পাইয়াছে। ১৯৪১ সাল হইতে বাংলা মোট ১২ বার ফাইন্যালে খেলিয়া ৭ বার সন্তোষ ট্রফি পায়। একমাত্র বাংলা দলই উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৯-৫১) সন্তোষ ট্রফি লাভ করিয়াছে।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১	কলিকাতা
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২—০	দিল্লী
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	২—১	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	১—০	কলিকাতা
১৯৪৯	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	৫—০	কলিকাতা
১৯৫০	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	১—০	কলিকাতা
১৯৫১	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	বাঙ্গালোর
১৯৫৩	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	কলিকাতা
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস	২—১	মাদ্রাজ
১৯৫৫	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	এর্ণাকুলাম
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৪—১	ত্রিবান্দ্রাম
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০	হায়দরাবাদ
১৯৫৮	পশ্চিমবঙ্গ	সার্ভিসেস	১—০	মাদ্রাজ
১৯৫৯	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	৩—১	নওগাঁ (আসাম)
১৯৬০	সার্ভিসেস	পশ্চিমবঙ্গ	০-০,১—০	কালিকট
১৯৬১	রেলওয়ে	মহারাষ্ট্র	৩—১	বোম্বাই

সাম্পাঙ্গি কাপ:

(সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্য সেমি-ফাইন্যালে বিজিত দুই দলের মধ্যে খেলা হয়। এই খেলায় জয়ী-দল সাম্পাঙ্গি কাপ পায়।)

১৯৫২	উড়িষ্যা—৩ ;	দিল্লী—১
১৯৫৩	হায়দরাবাদ—৪ ;	বোম্বাই—০

১৯৫৪	বাংলা —২ ;	বিহার—১
১৯৫৫	সার্ভিসেস—৩ ;	আসাম—১
১৯৫৬	মহীশূর —১ ;	বাংলা—০
১৯৫৭	সার্ভিসেস—১ ;	বাংলা—০
১৯৫৮	হায়দরাবাদ—৪ ;	বোম্বাই—৩
১৯৫৯	সার্ভিসেস—১ ;	অন্ধ্রপ্রদেশ—০
১৯৬০	কেরালা—১ ;	আসাম—১ (যুগ্মবিজয়ী)
১৯৬১	খেলা হয় নাই	

রোভার্স কাপ ঃ

প্রথম আরম্ভ ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ। ১৯২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বোম্বাই ওয়াই. এম. সি. এ. ভিন্ন অপর কোন অসামরিক ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিত না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব বিশেষ আমন্ত্রণে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয় অসামরিক ফুটবল দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইন্যালে ডারহামস এল. আই-এর কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়।

১৯৬১ সালের ফাইন্যাল খেলা ঃ ১৯৬১ সালের রোভার্স কাপের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল—ই. এণ্ড এম. ই. সি.—১ ; মোহনবাগান—০।

॥ গত ১২ বৎসরের বিজয়ী দল ॥

১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫০—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১— " "
১৯৫২— " "
১৯৫৩— " "
১৯৫৪— " "
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৭—হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ
১৯৫৮—ক্যালটেক্স স্পোর্টিং
১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬১—ই. এণ্ড এম. ই. সি.

হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যুপরি ৫ বার এবং ওয়ারউইচ শায়ার রেজিঃ ও চেশায়ার রেজিঃ উভয়েই উপর্যুপরি ৩ বার রোভার্স কাপ জয় করিয়াছে।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৮৮৮ সালে খেলা স্থরু। ১৯৪০ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় দল ডুরাণ্ড কাপ জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪০ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (কলিকাতা) ডুরাণ্ড কাপ জয় করে। ১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। ১৯৫০ সালে পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়।

উপর্যুপরি তিন বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ঃ ১৮৯৩-৯৫ এইচ. এল. আই.; ১৮৯৭-৯৯ ব্ল্যাক ওয়াচ।

১৯৬১ সালের ফাইন্যাল খেলা ঃ ডুরাণ্ড কাপের ১৯৬১ সালের ফাইন্যালে অন্ধ্র পুলিশ ১-০ গোলে গত বছরের অন্যতম বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে।

॥ গত কয়েক বছরের বিজয়ী দল ॥

১৯৫০—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
১৯৫২— „ „
১৯৫৩—মোহনবাগান
১৯৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার
১৯৫৬—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
১৯৫৭—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৮—মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার
১৯৫৯—মোহনবাগান
১৯৬০—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
১৯৬১—অন্ধ্র পুলিশ

আই. এফ. এ. শিল্ড বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৩-৯৪—রয়াল আইরিশ রাইফেলস্
১৮৯৫—রয়্যাল ফুজিলিয়ার্স
১৮৯৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৮৯৭—ডালহৌসী
১৮৯৮—গ্লস্টার শায়ার রেজিঃ
১৮৯৯—সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার
১৯০০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্স্
১৯০২—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৩-৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৫—ডালহৌসী
১৯০৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৭—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানট্রি
১৯০৮-১০—গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১১—মোহনবাগান
১৯১২-১৩—রয়্যাল আইরিস রাইফেল্স্
১৯১৪—কিংস্ ওন রেজিমেণ্ট
১৯১৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৬—সেকেণ্ড নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
১৯১৭—দশম মিডলসেক্স

১৯১৮—সপ্তম ট্রেনিং রিজার্ভ
১৯১৯—১ম ব্রেকনক শায়ার
১৯২০—১ম ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯২১—৩য় উস্টার সায়ার
১৯২২-২৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৫—২য় রয়াল স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯২৬-২৮—২য় সেরউড ফরেস্টার্স
১৯২৯—রয়্যাল আলস্টার রাইফেলস্
১৯৩০—সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯৩১—এইচ. এল. আই.
১৯৩২—এসেক্স রেজিঃ
১৯৩৩—ডি. সি. এল. আই.
১৯৩৪—কে. আর. আর., ডারহামস্ [খেলা অমীমাংসিত]
১৯৩৫—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭—৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৩৮—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৯—পুলিশ এ. সি.
১৯৪০—এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৪১-৪২—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৪—বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৬—খেলা হয় নাই
১৯৪৭—মোহনবাগান
১৯৪৮—মোহনবাগান
১৯৪৯-৫১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫২—মোহনবাগান ২, ০ : রাজস্থান ২, ০ [খেলা অসমাপ্ত]
১৯৫৩—ইণ্ডিয়া কালচার লীগ (বোম্বাই)
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—রাজস্থান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টবেঙ্গল
†১৯৫৯—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল
১৯৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (যুগ্ম বিজয়ী)

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ) বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৮—গ্লস্টার শায়ার রেজিমেণ্ট
১৮৯৯—ক্যালকাটা এফ. সি.
†১৯০০-১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্স্
১৯০২—কে. ও. এস. বি.
†১৯০৩—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেণ্ট
†১৯০৫—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেণ্ট
১৯০৬—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানট্রি
১৯০৭—ক্যালকাটা এফ. সি.
†১৯০৮—গর্ডনস্ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯— ঐ
১৯১০—ডালহৌসী

†১৯৫৯ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ফাইন্যালে ওঠে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা হয় নাই।

†অপরাজেয় অবস্থায় লীগ বিজয়ী।

১৯১১—লোকো আর. জি. এ.
*১৯১২-১৩—ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪—৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫—১০ম মিড্‌লসেক্স
*১৯১৬—ক্যালকাটা এফ. সি,
১৯১৭—লিঙ্কন শায়ার
১৯১৮—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৯—১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ন
১৯২০—ক্যালকাটা. সি.
১৯২১—ডালহৌসী
*১৯২২—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৩—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৪—ক্যামেরনস্
১৯২৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯২৬-২৭—নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
*১৯২৮-২৯—ডালহৌসী
১৯৩০—২য় রয়্যাল রেজিমেণ্ট
১৯৩১-৩৩—ডারহামস্ এল. আই.
১৯৩৪-৩৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯—মোহনবাগান
১৯৪০-৪১—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪২—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৩-৪৪—মোহনবাগান
১৯৪৫-৪৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৭—খেলা হয় নাই
১৯৪৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
*১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫১—মোহনবাগান
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল
†১৯৫৩—খেলা অসমাপ্ত
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টার্ণ রেলওয়ে
১৯৫৯—মোহনবাগান
১৯৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল

ভারতীয় হকি

হকি খেলায় ভারত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্ডমে, ১৯৩২-এ লস্ এ্যাঞ্জেল্‌সে, ১৯৩৬ বার্লিনে, ১৯৪৮-এ লণ্ডনে. ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত উপর্যুপরি ছয়টি বিশ্ব অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে।

* অপরাজেয় অবস্থায় লীগ বিজয়ী।
† নির্দিষ্ট সময়ে লীগের খেলা সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হয়।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

(১৯৫১ সাল হইতে এস. রঙ্গস্বামী কাপ নামে আখ্যাত)

বৎসর	বিজয়ীদল	বিজিত দল	স্থান
১৯২৮	যুক্তপ্রদেশ—২	রাজপুতানা—১	কলিকাতা
*১৯৩০	রেলওয়ে	পাঞ্জাব	লাহোর
১৯৩২	পাঞ্জাব—২	বাংলা—০	কলিকাতা
১৯৩৪	খেলা বন্ধ	—	—
১৯৩৬	বাংলা—১	মানভাদার	কলিকাতা
†১৯৩৮	বাংলা	ভূপাল	কলিকাতা
১৯৪০	বোম্বাই—২	দিল্লী—০	বোম্বাই
১৯৪২	দিল্লী—২	পাঞ্জাব—০	লাহোর
১৯৪৪	বোম্বাই—৩	গোয়ালিয়র—০	বোম্বাই
১৯৪৫	ভূপাল—১	যুক্তপ্রদেশ—০	গোরক্ষপুর
১৯৪৬	পাঞ্জাব—১	দিল্লী—০	কলিকাতা
১৯৪৭	পাঞ্জাব—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৪৮	ভূপাল—৩	বোম্বাই—২	বোম্বাই
১৯৪৯	পূর্বপাঞ্জাব—২	পশ্চিমবাংলা—০	দিল্লী
১৯৫০	পূর্বপাঞ্জাব—৪	ভূপাল—	ভূপাল
১৯৫১	পূর্বপাঞ্জাব—১	সার্ভিসেস—০	মাদ্রাজ
১৯৫২	পশ্চিমবঙ্গ—১, ২	পূর্বপাঞ্জাব—১, ১	কলিকাতা
১৯৫৩	সার্ভিসেস—১	পূর্বপাঞ্জাব—০	বাঙ্গালোর
১৯৫৪	পূর্বপাঞ্জাব—১, ৩	সার্ভিসেস—১, ২	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	মাদ্রাজ—০, ০	সার্ভিসেস—(যুগ্ম) ০,০	মাদ্রাজ
১৯৫৬	সার্ভিসেস—১, ১	উত্তরপ্রদেশ—১, ০	জলন্ধর
১৯৫৭	রেলওয়ে—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৫৮	রেলওয়ে—১	বোম্বাই—০	বোম্বাই
‡১৯৫৯	রেলওয়ে—১	সার্ভিসেস—০	হায়দরাবাদ
১৯৬০	সার্ভিসেস—২, ৪	উত্তর প্রদেশ—২, ০	কলিকাতা
১৯৬১	রেলওয়ে—০, ১	পাঞ্জাব—০, ০	হায়দরাবাদ
১৯৬২	পাঞ্জাব—০, ১	ভূপাল—০, ০	ভূপাল

* লীগ খেলার প্রথানুসারে খেলান হয়। † লীগ খেলার প্রথানুসারে খেলান হয়।

‡ বাংলা ৩-১ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করিয়া ৩য় স্থান লাভ করে।

॥ মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

॥ লেডি রতন টাটা ট্রফি ॥

বিজয়ী দলের নাম : ১৯৩৮—খড়্গপুর (বাংলা) ; ১৯৩৯—কলিকাতা ; ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯—বোম্বাই ; ১৯৫০—মধ্যপ্রদেশ ; ১৯৫১—বোম্বাই ; ১৯৫২—বোম্বাই ; ১৯৫৩—বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ (যুগ্মভাবে বিজয়ী) ; ১৯৫৪—মধ্যপ্রদেশ ; ১৯৫৫—মধ্যপ্রদেশ ; ১৯৫৬—মধ্যপ্রদেশ ; ১৯৫৭-৫৯ বোম্বাই ; ১৯৬০—মহীশূর (১৯৬০ সালের ফাইন্যালে পাঞ্জাব পরাজিত হয়ে উপর্যুপরি তিন বছর রানার্স আপ চুনীলাল ট্রফি বিজয়ী হয়) ; ১৯৬১—মহীশূর।

বাইটন কাপ : ইহা ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলা ; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে কলিকাতায় এই হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের বাইটন কাপ বিজয়ী দলসমূহের নাম দেওয়া হইল।

১৯৫১—হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্ ; ১৯৫২—মোহনবাগান ; ১৯৫৩—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই) ; ১৯৫৪—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই) ; ১৯৫৫—ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই) ও ইউ. পি. একাদশ (লক্ষ্ণৌ), ১৯৫৬—সার্ভিসেস হকেটস্ ; ১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল ; ১৯৫৮—মোহনবাগান ; ১৯৫৯—কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স। ১৯৬০—মোহনবাগান ; ১৯৬১—সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (বোম্বাই) ; ১৯৬২ ইস্ট বেঙ্গল।

সর্বাপেক্ষা বেশীবার বাইটন কাপ বিজয়ী : ১১ বার—ক্যালকাটা কাস্টমস্। উপর্যুপরি বিজয়ী : (১) ক্যালকাটা কাস্টমস্—৩ বার (১৯০৮-১০ এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২) ; (২) বি. এন. আর—৩ বার (১৯৪৩-৪৫)।

কলিকাতা হকি লীগ : গত কয়েক বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী : ১৯৪১—পুলিশ ; ১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স ; ১০৪৩—রেঞ্জার্স ; ১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৫—মহামেডান স্পোর্টিং ; ১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৭—(খেলা হয় নাই) ; ১৯৪৮—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৯—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৫০—কাস্টমস্ ; ১৯৫১ ও ১৯৫২—মোহনবাগান ; ১৯৫৩—ভবানীপুর ; ১৯৫৪—ভবানীপুর ; ১৯৫৫—মোহনবাগান ; ১৯৫৬—মোহনবাগান ; ১৯৫৭—মোহনবাগান ; ১৯৫৮—মোহনবাগান ; ১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং ; ১৯৬০—ইস্টবেঙ্গল ; ১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমস্ ; ১৯৬২—মোহনবাগান।

নিম্নলিখিত দলকয়টি এ পর্যন্ত একই বৎসরে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও বাইটন কাপ লাভ করিয়াছে: ১। বি. ই. কলেজ, শিবপুর (১৯০৯); ২। ক্যালকাটা কাস্টমস্ (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮), ৩। রেঞ্জার্স (১৯১৫, ১৯১৭, ১৯৩৮) ৪। পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৫; ১৯৪৮), ৫। মোহনবাগান (১৯৫২ ও ১৯৫৮)।

উপর্যুপরি ৩ বার হকি লীগ জয়: রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭); কাস্টমস (১৯৩০-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৯); পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৮)।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা—১৯৬২

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ষড়বিংশতিতম অনুষ্ঠান অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল:

পুরুষদের সিঙ্গলস: গত বছরের বিজয়ী নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৫—৩ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে নানাকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: নান্দু নাটেকার এবং দেওরেস (মহারাষ্ট্র) ১৫—০ ও ১৫—৫ পয়েণ্টে তুতাং এবং এণ্টাপ জাহাজাকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিস মীনা সা (রেলওয়ে) ১১—১ ও ১১—৬ পয়েণ্টে যশবীর কাউরকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: নান্দু নাটেকার এবং মিস নন্দ কেলকার (মহারাষ্ট্র) ৭—১৫, ১৫—৭ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে এ. আই. শেখ এবং অর্চনা কার্ণিককে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: প্রেম পরাশর এবং নন্দ কেলকার (মহারাষ্ট্র) ১৫—১০, ৭—১৫ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে মিস মীনা সা এবং এস. আম্বেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

আন্তঃ রাজ্য টেবিল টেনিস—১৯৬১

বার্ণা বেলাক কাপ (পুরুষ বিভাগ): বোম্বাই ৫—১ খেলায় রেলদলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৯ বার এই কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

জয়লক্ষ্মী কাপ (মহিলা বিভাগ): রেলওয়ে ৩—০ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৩ বার কাপ লাভ করে।

রামানুজন কাপ (বালক বিভাগ) : বোম্বাই ৩—০ বাংলাকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৪ বার এই কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

জাতীয় লন টেনিস—১৯৬২ সালের ফাইন্যাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—৪, ৬—৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণাণকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৬—৩, সেটে মিস ম্যাডোনা সাকৃটকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস : প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জি (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৬—২, ১—৬, ৬—৩ সেটে জ্যাভানোভিক এবং পিলিক্‌কে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মিস ম্যাডোনা সাকৃট এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—৩ সেটে মিয়াগী (জাপান) এবং মিসেস পি. এন আমেদকে পরাজিত করেন।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা—১৯৬১

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস দল (৯৭ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (২৫) এবং ৩য় পশ্চিম বাংলা (১৮)।

মহিলা বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা (৪৫ পয়েন্ট)।

জুনিয়ার বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা (২৬)।

ওয়াটার পোলো : পশ্চিম বাংলা এবং রেলওয়ে (যুগ্ম-বিজয়ী)।

সর্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ : ৪টি—সন্ধ্যা চন্দ (পশ্চিম বাংলা)। মহিলাদের ১০০ ও ২০০ ফ্রিস্টাইল এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করেন; তাছাড়া ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলেতে প্রথম স্থান অধিকারী বাংলা-দলের পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান—১৯৬১

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস। মোট পদক প্রাপ্তির সংখ্যা ৩৭ (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮)।

বালক বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস। মোট পদক সংখ্যা ১১ (স্বর্ণ ৪, রোপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ, ৫)। দ্বিতীয় স্থান বাংলা; পদক সংখ্যা ১০ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৩)।

বালিকা বিভাগ : ১ মহারাষ্ট্র। মোট পদক সংখ্যা ৯ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)।

মহিলা বিভাগ : পদক প্রাপ্তির হিসাব—বাংলা ৭ (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩); মহীশূর ৭ (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং মহারাষ্ট্র ৬ (স্বর্ণ ৪ এবং ব্রোঞ্জ ২)।

ব্যক্তিগত সাফল্য : মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেদ বালিকা বিভাগে ৮টি পদক লাভ করেন (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ২৩ এবং ব্রোঞ্জ ১)। তাছাড়া ৪×১০০ মিটার রীলে রেসে প্রথম স্থান অধিকারী মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে যোগদান করেছিলেন এবং সটপুটে জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন।

মহীশূরের কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা বালক বিভাগে হাই জাম্প, লং জাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং প্রত্যেকটিতে জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় খেতাব—১৯৬২ ॥

নিম্নলিখিত চারজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন :

ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নরী কন্ট্রাক্টর ও পলি উমরীগড় এবং টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ।

॥ অর্জুন পুরস্কার—১৯৬১ ॥

নিম্নলিখিত ২০ জন ক্রীড়াবিদ্ ১৯৬১ সালের কীর্তিমান খেলোয়াড় হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত প্রথম বছরেই 'অর্জুন পুরস্কার' লাভ করেছেন। প্রতি বছরই এই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফুটবল : প্রদীপ ব্যানার্জি; ক্রিকেট—সেলিম দুরাণী; হকি—পৃথিপাল সিং; লন টেনিস—রমানাথন কৃষ্ণাণ; টেবল টেনিস—জয়ন্ত ভোরা; এ্যাথলেটিক্স—গুরবচন সিং; ব্যাডমিন্টন—নান্দু নাটেকার; বাস্কেটবল—সরাবজিৎ সিং; মহিলা হকি—এ্যান লামসডেন; জিমন্যাস্টিক—শ্যামলাল; মুষ্টিযুদ্ধ—এল 'বাডি' ডি'সুজা; ভারোত্তোলন—এ. এন. ঘোষ; সন্তরণ—জেম বজরঙ্গী প্রসাদ; রাইফেল স্যুটিং—মহারাজা কারণী সিংজী; কুস্তি—হাবিলদার উদয়চাঁদ; ভলিবল—এ. পালনিচালী; পোলো—মহারাজ প্রেম সিং; স্কোয়াস—ক্যাপ্টেন কে এস জৈন; গলফ—ক্যাপ্টেন পি. জি. শেঠী; দাবা—ম্যানুয়েল এ্যারন।

সিনেমা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম ১৯১২ সালে; দাদাভাই ফালকে উক্ত সালে 'হরিশ্চন্দ্র' চিত্র নির্মাণ করিয়া এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্বোধন করেন। বলাবাহুল্য ছবিখানা ছিল নির্বাক এবং উহার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৩৭০০ ফুট। তাহার পর অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র সকল দিকেই বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতে আজ প্রতি বৎসর গড়ে ৩০০ চিত্র নির্মিত হইয়া থাকে; এই বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ইহাতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অতি উল্লেখযোগ্য এবং নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৭০,০০০ জন। বর্তমানে ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা ৪২০০টি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবাকযুগের সূত্রপাত হয় ১৯৩১ সালে—'আলম আরা' সর্বপ্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। কেবলমাত্র প্রসারের দিক হইতেই নহে, গুণের বিচারেও ভারতীয় চিত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্র বিবিধ সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করিয়াছে, তবে এই বিষয়ে বাংলা চিত্রের সাফল্যই সমধিক।

বাংলা চলচ্চিত্রঃ ১৯১৭ সালে জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নল দময়ন্তী' নির্বাক যুগের সর্বপ্রথম বাংলা চিত্র। হিন্দীর ন্যায় বাংলাতেও সর্বপ্রথম সবাকচিত্র নির্মিত হয় ১৯৩১ সালে; 'জামাই ষষ্ঠী' সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্র। বর্তমানে ভারতীয় চিত্র জগতে বাংলা চলচ্চিত্র সর্বোচ্চ সম্মানের দাবীদার। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য অনুভব করা যাইবে। পুরস্কার প্রবর্তনের পর গত আট বৎসরের মধ্যে বাংলা চিত্র পাঁচবার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় চিত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জনে বালা চিত্রের অবদান সর্বাধিক। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবি দুইটির অনন্যসাধারণ সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়-বস্তু মূলতঃ সামাজিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রসমূহের কথা বলা যাইতে পারে। ১৯৬১ সালে মোট ৩৪ খানা বাংলা চিত্রের মধ্যে ২৭ খানাই সামাজিক চিত্র। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার বিচিত্র কাহিনী বাংলা চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া রুচিবান দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করিয়া থাকে।

॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিগদর্শন ॥

১৮৯৬ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ৭ই জুলাই বোম্বাইতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

১৯০৭ জে. এফ. ম্যাডান কলিকাতায় প্রথম প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন।

১৯১২ দাদাভাই ফালকে ভারতে সর্বপ্রথম 'হরিশ্চন্দ্র' নামে ৩৭০০ ফুটের একখানি ছবি নির্মাণ করেন। ছবিখানা বোম্বাই-এর করোনেশন সিনেমায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করে।

১৯১৭ জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নলদময়ন্তী' বাংলায় প্রথম নির্বাক চিত্র।

১৯২০ চলচ্চিত্রের সেন্সর করা প্রবর্তিত হয়।

১৯২৯ কলিকাতার এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে 'মেলোডি অব লাভ' নামে একখানি সবাক ছবি সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়।

১৯৩১ 'আলম আরা' প্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। হিমাংশু রায় প্রযোজিত 'কর্ম' প্রথম ভারতীয় ইংরেজী ছবি।

১৯৩১ 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম বাংলা সবাক চিত্র।

১৯৩২ 'চণ্ডীদাস' চিত্রে প্রথম প্লে ব্যাক প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৩ সৈরিন্ধ্রী' প্রথম রঙীন চিত্র।

১৯৪২ ভারত সরকার 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া'র কার্য আরম্ভ করেন।

১৯৪৯ ভারত সরকার 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' গঠন করেন।

১৯৪৯ কাহিনী চিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এগার হাজার ফুটে নির্দিষ্ট হয়। ট্রেলারের দৈর্ঘ্য চারশো ফুট।

১৯৫১ কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সর বোর্ড ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাই-এ স্থাপিত হয়।

১৯৫২ বোম্বাই-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয় ২৪শে জানুয়ারী।

১৯৫৪ ভারতসরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান সুরু করেন।

১৯৫৫ দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনা সভা—'ফিল্ম সেমিনারে'র উদ্বোধন হয়।

১৯৫৬ কান্‌সয়ে "পথের পাঁচালী" "শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রামাণ্য চিত্র" হিসাবে পুরস্কার লাভ করে। রাশিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব। ভারতব্যাপী সবাক চিত্রের রজত জয়ন্তী উৎসব।

১৯৫৭ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "অপরাজিত"র ও কার্লোভি-ভারিতে "জাগতে রহো"র প্রথম স্থান অধিকার। এডিনবরায় "পথের পাঁচালী"র সেল্‌জনিক পুরস্কার লাভ ও সানফ্রানসিস্কো আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার।

১৯৫৯ নিউইয়র্কে 'অপরাজিত' বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র ও সত্যজিৎ রায় বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত।

॥ বাংলা চিত্র-জগৎ—১৯৬১ ॥

১৯৬১ সালে কলিকাতায় মোট ১২৬ খানি ভারতীয় চিত্র মুক্তিলাভ করিয়াছে উহার মধ্যে বাংলা ছবির সংখ্যা ৩৪টি। অন্যান্য চিত্রগুলির সংখ্যা এইরূপ :— হিন্দী ৮৪টি, উড়িয়া ৩টি, গুজরাটি ২টি, পাঞ্জাবী ৩টি। গত বৎসর কলিকাতায় ৩৬ খানা বাংলা চিত্র এবং ১০৮ খানা হিন্দী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বাংলা ছবির শ্রেণী বিন্যাস : যে ৩৪ খানি বাংলা চিত্র আলোচ্য বর্ষে মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাদের শ্রেণী বিন্যাস এইরূপ :—সামাজিক চিত্র ২৭ খানা, হাস্যরসাত্মক চিত্র ৪ খানা, ভক্তিমূলক চিত্র ৪ খানা এবং একখানা নির্বাক চিত্র।

যে সকল সাহিত্যিকের রচনা ছায়াচিত্রে রূপায়িত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, জরাসন্ধ, সন্তোষ ঘোষ আনন্দকিশোর মুন্সী, অনুরূপা দেবী ও প্রতিভা বসু।

জনপ্রিয় ছবি : 'সপ্তপদী' বাংলা চিত্রখানা কলিকাতায় সম্মিলিত ৪৮ সপ্তাহ চলিয়া সর্বাধিক জনপ্রিয় ছবির গৌরব লাভ করে। একাদিক্রমে চলার হিসাবে এই বৎসরের অন্যান্য জনপ্রিয় ছবিগুলির নাম—'দুইভাই' (৪২ সপ্তাহ), 'স্বরলিপি' (৩৮ সপ্তাহ), 'মানিক' (৩৭ সপ্তাহ), 'ঝিন্দের বন্দী' (৩৩ সপ্তাহ), 'তিনকন্যা' (২৯ সপ্তাহ), 'অগ্নিসংস্কার' (২৭ সপ্তাহ), 'বিষকন্যা' (২৭ সপ্তাহ), 'কেরীসাহেবের মুন্সী' (২৬ সপ্তাহ), এবং 'কাঞ্চন মূল্য' (২৪ সপ্তাহ)।

উল্লেখযোগ্য ছবি : উৎকৃষ্ট ও মানের বিচারে আলোচ্য বর্ষে এই ছবিগুলি সুধী সমাজের প্রশংসা লাভ করিয়াছে :—তিন কন্যা, পুনশ্চ, মানিক, মধ্যরাতের তারা, মেঘ, স্বয়ম্বরা, আজ কাল পরশু, ইঙ্গিত ইত্যাদি।

পরিচালক : প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আলোচ্য বর্ষে কেবল মাত্র অসিত সেন দুইখানি চিত্র (স্বরলিপি ও স্বয়ম্বরা) পরিচালনা করিয়াছেন। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অজয় কর, বিকাশ রায়, সুশীল মজুমদার, অগ্রদূত, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই একখানি করিয়া চিত্র পরিচালনা করিয়াছেন।

নূতন পরিচালক : বাংলা ছায়াছবির জগতে এবার যে সকল নূতন পরিচালকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—উৎপল দত্ত (মেঘ), বিজলীবরণ সেন (মানিক), শ্রীজয়দ্রথ (বিষকন্যা), শিব ভট্টাচার্য (মিথুন লগ্ন), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (মধুরেণ) ও ভবেন দাস (কানামাছি)।

নায়কের ভূমিকা ঃ আলোচ্য বর্ষে অনিল চট্টোপাধ্যায় সাতখানা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে ছয়খানা ও পাঁচখানা ছবিতে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

নায়িকার ভূমিকা ঃ এবার নায়িকার ভূমিকায় সর্বাধিকবার অভিনয় করিয়াছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, তিনি ছয়খানা ছবিতে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সুচিত্রা সেন ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় উভয়েই একখানা করিয়া ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন।

॥ চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—১৯৬১ ॥

ভারতসরকার ১৯৫৪ সাল হইতে চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। পূর্ণদৈর্ঘ্যের চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, শিশুচিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্রের জন্য পুরস্কার দান করা হয়। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আঞ্চলিক কমিটিসমূহ পুরস্কারযোগ্য ছবিগুলির প্রাথমিক নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নির্বাচনের পর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সালে বিভিন্ন বিভাগে যে সকল চিত্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :—

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ঃ বাংলা চিত্র 'ভগিনী নিবেদিতা' ১৯৬১ সালের সর্বোত্তম ভারতীয় চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও নগদ ২৫,০০০ টাকা (প্রযোজক ২০,০০০ টাকা ও পরিচালক ৫০০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

সর্বভারতীয় মানপত্র ঃ (১) তামিল চিত্র 'রাভা মান্নিপ্প' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সর্বভারতীয় মানপত্র ও নগদ ১২,০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে। (২) মারাঠা চিত্র 'প্রপঞ্চ' তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া সর্বভারতীয় মানপত্র লাভ করিয়াছে।

আঞ্চলিক ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক ঃ (১) ধর্মপুত্র (হিন্দী), (২) মালিনী (মারাঠা), (৩) সমাপ্তি (বাংলা), (৪) শকুন্তলা (অসমীয়া), (৫) কাপ্পালোট্টিয়া তালিঝান (তামিল), (৬) ভার্যা ভার্থালু (তেলেগু), (৭) মুদিয়ানিয়া পুথরান (মালায়ালাম)।

আঞ্চলিক ছবির জন্য মানপত্র ঃ (১) গঙ্গা যমুনা (হিন্দী), (২) প্যার কি প্যাস (হিন্দী), (২) সপ্তপদী (বাংলা), (৪) পুনশ্চ (বাংলা), (৫) বৈজয়ন্ত (মারাঠী), (৬) মনসালা পাঞ্চ আন্তাত (মারাঠী), (৭)

মান্দানভান (গুজরাটি), (৮) নুয়া বৌ (উড়িয়া), (৯) পাশা মালার (তামিল), (১০) কুমুদম (তামিল), (১১) কিট্টর চেন্নাম্মা (কানাড়া), (১২) কান্দম বেচাকাট্ট (মালায়ালম), (১৩) সবরিমালা শ্রীআয্যাপ্পান (মালায়ালম)।

শিশু চিত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক : 'হট্টগোল বিজয়' (হিন্দী) বছরের সর্বোত্তম শিশু চিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক ও নগদ ৫০০০ টাকা লাভ করিয়াছে।

শিশু চিত্রের জন্য মানপত্র : (১) সাবিত্রী (হিন্দী) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মানপত্র ও নগদ ২৫০০ টাকা লাভ করিয়াছে। (২) নান্নে মুন্নে সিতারে (হিন্দী) তৃতীয় স্থান অধিকার মানপত্র অর্জন করিয়াছে।

প্রামাণ্য চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক : সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (ইংরাজী) আলোচ্য বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও নগদ ৫০০০ টাকা লাভ করিয়াছে।

প্রামাণ্য চিত্রের জন্য মানপত্র : (১) 'আওয়ার ফেদার্ড ফ্রেণ্ডস' (ইংরাজী) প্রামাণ্য চিত্রটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় মানপত্র ও নগদ ২৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে। (২) রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান কয়েন্স (ইংরাজী) তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া মানপত্র লাভ করিয়াছে।

॥ ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ॥

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬১, নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালে একবার মাত্র ভারতে এইরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক আলোচ্য উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন ডঃ বি. ভি. কেশকার এবং কলিকাতা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীজগন্নাথ কোলে। ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, কানাডা, চীন, পাকিস্তান প্রমুখ ৩৮টি দেশ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল এবং ঐসকল দেশ হইতে মোট ৮৫টি চিত্র (৩৫টি কাহিনী চিত্র ও ৫০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি) প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। নয়াদিল্লীতে উৎসব সপ্তাহকাল চলার পর কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এক সপ্তাহ করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় ৩রা হইতে ৯ই নবেম্বর পর্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল। উৎসবে যে চারিটি ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা হইল—বিমল রায় পরিচালিত 'কাবলিওয়ালা' (হিন্দী), সত্যজিৎ রায়

পরিচালিত 'সমাপ্তি' (বাংলা) কে আসিফ পরিচালিত 'মুঘলে আজম' (হিন্দী) এবং 'পাবা মনিগ্গু' (তামিল)।

॥ ফিল্ম ডিভিশন ॥

ভারত সরকার জনাধারণের জন্য সংবাদ চিত্র এবং তথ্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের জন্য 'ফিল্ম ডিভিশন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীন। ১৯৬০ সালের শেষ পর্যন্ত ফিল্ম ডিভিশন মোট ৬৩৯ খানা সংবাদ-চিত্র তৈয়ারি করিয়াছে এবং ভারতের সর্বত্র সিনেমাগৃহে প্রদর্শনের জন্য ৫০৪ খানা প্রামাণ্য চিত্র মুক্ত করিয়াছে। ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, কানাড়া, উর্দু, উড়িয়া, মারাঠী ও মালায়ালাম এই ১৩টি ভাষায় সংবাদ-চিত্র ও প্রামাণ্য-চিত্রসমূহ নির্মিত হয়। এই চিত্রগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১০০০ ফুট হইয়া থাকে। লাইসেন্স-এর সর্তানুসারে প্রত্যেক সিনেমাগৃহ প্রতিবার চিত্র প্রদর্শনের সময় অনধিক ২০০০ ফুট অনুমোদিত প্রামাণ্য ও সাংবাদচিত্র দেখাইতে বাধ্য। ফিল্ম ডিভিশন ইহার জন্য সিনেমা-গৃহসমূহের নিকট হইতে উহাদের সাপ্তাহিক বিক্রয়-এর এক শতাংশ হারে ভাড়া আদায় করে।

॥ সেন্সার বোর্ড ॥

ভারতে প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্রসমূহ পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদর দপ্তর বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহার আঞ্চলিক অফিস রহিয়াছে। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা সভাপতিসহ ৮ জন, তাঁহারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। চলচ্চিত্র পরীক্ষার ব্যাপারে উপদেষ্টা মণ্ডলী আঞ্চলিক অফিস সমূহকে সাহায্য করিয়া থাকেন। শিক্ষাবিদ্, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবীদের লইয়া উক্ত উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত। যে সকল চিত্র ভারতের সর্বত্র অবাধ প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত তাহা 'U' চিহ্নিত এবং যে সকল চিত্র কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত তাহা 'A' চিহ্নিত হইয়া থাকে। অপরাধ, পাপ, দুর্নীতি, অশালীনতা, শৃঙ্খলাভঙ্গের প্ররোচনা, হিংসা, আইনভঙ্গ, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি অসম্মানপ্রভৃতি বিষয়গুলি যেন চিত্রে স্থান না পায় এই মর্মে সেন্সার বোর্ড চিত্র পরীক্ষকদের নিকট নির্দেশ জারি করিয়াছেন।

১৯৫১ হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সেন্সার বোর্ড মোট ৮,২৯২ খানা

ভারতীয় চিত্র এবং ২০,৭৮২ খানা বিদেশী চিত্র অনুমোদন করিয়াছেন। ১৯৬০ সালে বোর্ড মোট ২৮৭৬ খানা চিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। উহার মধ্যে ৭৯ খানা (৭৩ খানা বিদেশী) চিত্রকে অনুমোদন মঞ্জুর করা হয় নাই। বোর্ড ১৯৬০ সালে মোট ৯৫৩ খানি ভারতীয় চিত্র মঞ্জুর করিয়াছেন।

॥ ভারতীয় চিত্রের উৎপাদন সংখ্যা ॥

ভাষা—	১৯৩১	১৯৪১	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৭	১৯৫৮	১৮৫৯	১৯৬০
অসমীয়া—	—	—	—	—	৩	২	৫	—
বাংলা—	৩	১৮	৩৮	৩৮	৫৫	৪৫	৩৮	৩৮
ইংরাজী—	—	—	—	—	—	—	১	১
গুজরাটী—	—	১	১১	৬	—	—	—	২
হিন্দী—	২৩	৭৯	১৮৬	১০০	১১৫	১১৬	১২১	১২০
কানাড়া—	—	২	৫	২	১৪	১১	৫	১২
মালায়ালাম—	—	১	—	৭	৭	৪	৩	৬
মারাঠী—	—	১৪	৬	১৬	১৪	১৬	—	১৫
উড়িয়া—	—	—	—	—	১	—	১	৫
পাঞ্জাবী—	—	২	—	৪	২	১	১	৪
তামিল—	১	৩৪	২৯	২৬	৪৬	৬১	৮০	৬৩
তেলেগু—	১	১৬	৬	২০	৩৬	৩৬	৪৬	৫৪
পার্শী—	—	—	—	—	১	—	—	—
উর্দু—	—	—	—	—	১	—	—	৩
সিন্ধি—	—	—	—	—	—	৩	—	১
মোট	২৮	১৬৭	২৮১	২১৯	২৯৫	২৯৫	৩১২	৩২৪

॥ কাঁচা ফিল্ম আমদানীর হিসাব ॥

বৎসর	লক্ষ ফুট	মূল্য (লক্ষ টাকা)
১৯৫৫-৫৬	৩০০৯.৫৫	২২২.১৬
১৯৫৬-৫৭	২৭০০.৬৯	২০৬.২৮
১৯৫৭	২৭১৩.১৯	২০৫.৩৬
১৯৫৮	২১৪২.৭০	১৬৪.০৬
১৯৫৯	২১৩২.০১	২৭৭.৩২
১৯৬০	২৭১৪·০৮	১৯৪·৩৩

বিশ্ব-পরিচয়

অষ্ট্রিয়া : [প্রেসিডেণ্ট : এ. সার্ফ ; চ্যান্সেলার : ডাঃ জুলিয়াস রাব] রাজধানী : ভিয়েনা ; আয়তন : ৩৪,০৬৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৬৯,৭৪,০০০, ভাষা : প্রধানতঃ জার্মান : ধর্ম : অধিবাসীদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রার নাম : স্কিলিং।

অষ্ট্রিয়া, ইতালী ও জার্মানীর মধ্যবর্তী মধ্য ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভূতপূর্ব অস্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের জার্মান ভাষাভাষী প্রদেশ লইয়া ইহা গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে ডলফাসের নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করে। অতঃপর নাৎসী বিদ্রোহের সময় ডলফাস নিহত হন। ১৯৩৮ সালে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া দখল করে। গত বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী মিত্রশক্তি অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়া উহাকে ৪টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রত্যেকে একটি করিয়া অঞ্চল দখল করে। ১৯৫৪ সালের মে মাসে ৪টি দখলকারী শক্তির মধ্যে অষ্ট্রিয়া-চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ঐ বৎসর জুলাই মাসে অষ্ট্রিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৫, তারিখের মধ্যে সকল দখলকারী সৈন্য অষ্ট্রিয়া হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের অধিবাসীগণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় শিল্পের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। ১৯২৯ সালে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ ; ১৯৫৬ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২২ শতাংশ।

অষ্ট্রেলিয়া : [গভর্ণর জেনারেল : ভি. ডানরোসিল ; প্রধানমন্ত্রী : রবার্ট জি. মেঞ্জিস] রাজধানী : ক্যানবেরা ; আয়তন : ২৯,৭৪,৫৮১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৯৪,০০,০০০ ; ভাষা : ইংরাজী ; মুদ্রা : পাউণ্ড।

'কমম্‌ওয়েলথ্‌ অব অষ্ট্রেলিয়া' নামক যুক্তরাষ্ট্রটি ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, ওয়েষ্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়া এই ৬টি ব্রিটিশ উপনিবেশ মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ১৯১১ সালে 'সাউথ অষ্ট্রেলিয়া' রাজ্য হইতে 'নর্দার্ণ টেরিটরী' নামক অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরেও নিজ নিজ সংবিধান চালু রাখিয়াছে।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যেসকল পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা অঙ্গরাজ্যগুলিতে প্রযুক্ত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; উহাকে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, মুদ্রাব্যবস্থা ও সামাজিক কার্যাদি সম্পর্কে ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদ্— সিনেট (উচ্চ পরিষদ্) ও প্রতিনিধি পরিষদ্ (নিম্ন পরিষদ্)। সিনেট ৬০ জন সভ্য লইয়া গঠিত; উহাতে প্রত্যেক রাজ্য সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে। সিনেটের অর্ধসংখ্যক সভ্য প্রতি তিনবৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে নিম্ন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ১২৩। তবে জনসংখ্যার অনুপাতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আসন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উভয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি পরিষদের জন্য সাধারণতঃ প্রতি তিনবৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আফগানিস্তান : [রাজা : মহম্মদ জহির শাহ্ ও প্রধানমন্ত্রী : সর্দার মহম্মদ দাউদ খাঁ] রাজধানী : কাবুল ; আয়তন : ২,৫০,০০০ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা ১,২০,০০,০০০ ; ভাষা : পুস্তু, মুদ্রার নাম : আফগানী। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান। জনসংখ্যার প্রায় একপঞ্চমাংশ যাযাবর।

ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে আফগানিস্তান উনবিংশ শতকে একটি 'বাফার ষ্টেট' পরিণত হয়। অতঃপর ১৯১৯ সালে ব্রিটেন ইহাকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করে। ১৯২৭-২৮ সালে রাজা আমানুল্লা ইউরোপ পরিভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বহু চমকপ্রদ সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ফলে মোল্লাদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে এবং তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। আমানুল্লা-বিরোধী বিদ্রোহের নেতা ক্ষমতা হস্তগত করেন; কিন্তু পরে জেনারেল নাদির শাহ্ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজা হন। ১৯৩৩ সালে নাদির শাহ্ নিহত হন। তাঁহার পুত্র জহির শাহ্ আফগানিস্তানের বর্তমান রাজা। ১৯৩১ সালের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ৫০ জন মনোনীত সভ্য লইয়া আফগানিস্তানের 'সিনেট' ও ১৭১ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া 'ন্যাশনাল কাউন্সিল' গঠিত। ইহা ছাড়া জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আছে 'গ্র্যাণ্ড এ্যাসেম্বলী।

আয়ার্ল্যাণ্ড : [প্রেসিডেণ্ট : ঈমন ডি. ভ্যালেরা ; প্রধানমন্ত্রী : সিন

লেমাস] রাজধানী : ডাব্‌লিন ; আয়তন ২৬,৬০০ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ২৮,৯৪,৮২২ ; ভাষা : আইরিশ ; মুদ্রা : আইরিশ পাউণ্ড ; ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক।

১১শ শতাব্দী পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ড বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১১৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ আক্রমণকারীগণ সর্বপ্রথম আয়ার্ল্যাণ্ডে হানা দেয় ও এই দেশ অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু আইরিশ জনগণ ইংরাজের অধীনতা নীরবে মাথা পাতিয়া লয় নাই। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইংরাজ ও আইরিশদের মধ্যে তীব্র বিরোধ লাগিয়া ছিল। ক্রমওয়েল-এর শাসনকালে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে উৎখাত করিয়া ইংরাজ ও স্কচ্‌গণকে তথায় বসান হয়। আইরিশ কৃষকদের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না। এই কারণে ঊনবিংশ শতকে বিপুলসংখ্যক কৃষিজীবী আইরিশ অধিবাসী দেশত্যাগ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যায়। অবশেষে ব্রিটেনের উদারপন্থী গ্ল্যাড্‌স্টোন সরকার আইরিশ কৃষকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। উক্ত সরকার ১৮৮৬ ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য 'হোমরুল' আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৪ খৃঃ 'হোমরুল' আইন পাস হয়, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য উহার প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয়। এই সময় দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'সিন-ফিন' আন্দোলন সুরু করে ও ১৯১৬ খৃঃ ডাব্‌লিনে ঐতিহাসিক 'ইস্টার-বিদ্রোহ' ঘটে। ১৯২০ খৃঃ যে 'আয়ার্ল্যাণ্ড আইন' পাস হয় তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা থাকে। সিন-ফিন আন্দোলনকারিগণ বলপ্রয়োগের দ্বারা উক্ত আইন প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' নামক বিশেষ পুলিশবাহিনী নিয়োগ করেন। উক্ত বাহিনী হিংস্র অত্যাচারের জন্য যে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার তুলনা নাই। যাহা হোক ১৯২২ খৃঃ আলোচ্য আইন প্রত্যাহার করিয়া একটি নূতন আইনের মাধ্যমে 'ডোমিনিয়ান অব ফ্রী আইরিশ ষ্টেট' নামক নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খৃঃ আয়ার্ল্যাণ্ড একটি নূতন সংবিধান রচনা ও গণভোটের মাধ্যমে উহা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে আয়ার্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়াছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল।

আর্জেন্টিনা : [প্রেসিডেন্ট জোসে মারি গ্যিদো]

রাজধানী : বুয়েনস এয়ার্স ; আয়তন : ১১,১২.৭৪৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৯১,০২,০০০ (১৯৫৫) ; ধর্ম : অধিবাসীদের শতকরা ৯৩ জন রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী ; মুদ্রা : পেসো।

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৮১৬ খৃঃ স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে এবং নিজেকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। ইহার সংবিধান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুরূপ। ৬ বৎসরের মেয়াদে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি স্বয়ং মন্ত্রিসভা গঠন ও শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। সিনেট ও হাউস অব ডেপুটিজ এই দুইটি পরিষদ লইয়া জাতীয় কংগ্রেস গঠিত। ১৯৪৬ হইতে ১৯৫৫ খৃঃ পর্যন্ত জুয়ান পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি একসময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু শেষের দিকে ক্রমে তাঁহার শাসন ব্যবস্থা ডিক্টেটারী শাসনের রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তিনি 'জাতীয় কংগ্রেস' ও নানা গণপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন। অবশেষে ১৯৫৪ খৃঃ তিনি কতিপয় সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করিতে যাইয়া রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করেন। তিনি 'বিবাহ বিচ্ছেদ' ও 'পতিতাবৃত্তি' আইনসম্মত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালে সামরিক বাহিনীর ৪ দিনব্যাপী বিদ্রোহের ফলে পেরন সরকারের পতন হয় এবং জুয়ান পেরন নিজে আর্জেন্টিনা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। অতঃপর এ. ফ্রণ্ডিজি প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর দাবীতে তিনিও ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে পদত্যাগ করেন।

আলবেনিয়া : [প্রেসিডেন্ট : মেজর জেনারেল এইচ. লেচি।]

রাজধানী : তিরানা ; আয়তন : ১০,৭০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১৩,৯৪,৩৯০ (১৯৫৫) ; প্রধান ধর্ম ইসলাম ; মুদ্রা : লেক।

গ্রীসের উত্তরে অন্যতম স্বাধীন বলকান রাষ্ট্র। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা কম্যুনিস্টপন্থী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ১৯৪৬ সালে আলবেনিয়ার সহিত তাহাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। ১৪৬৭ হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই রাজ্য তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। অতঃপর অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সাহায্যে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রিন্স উইলহেল্‌ম্ রাজা নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সাল হইতে রাজ্যে বিদ্রোহ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯২৫ সালে প্রেসিডেন্ট জগু-র নেতৃত্বে আলবেনিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

১৯২৮ সালে তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন ও আলবেনিয়া রাষ্ট্র শাসন করিতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে ইতালা আলবেনিয়া আক্রমণ করিলে তিনি রোমের বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাযুদ্ধের শেষে রাজা জগুকে পদচ্যুত করিয়া ১৯৪৬ সালে নূতন করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

আরেবিয়া ঃ পূর্বে একই শসানব্যবস্থার অধীনে আরব একটি অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে আরব অঞ্চল এই কয়টি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঃ—এডেন, বাহ্‌রিণ-দ্বীপপুঞ্জ, কুবায়েৎ, মস্কট ও ওমান, কুয়াতার, সৌদী আরব এবং ইয়েমেন। আয়তন ১৩,৫০,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

আলজেরিয়া ঃ উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল। আয়তন ঃ ৮,৪৭,৫০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৯৫,৩০,০০০ তাহাদের মধ্যে ১০ লক্ষ ইউরোপীয় এবং অবশিষ্ট আরব গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমান। রাজধানীর নাম আলজিয়ার্স। ১৮৬৫ খৃঃ তৃতীয় নেপোলিয়ান আলজিরিয়া অধিকার করেন এবং তদবধি ইহা ফ্রান্সের অংশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের জন্য ইহার প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে। পূর্বে ফরাসী সরকার আলজিরিয়ার মুসলমান অধিবাসীদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তথায় ফরাসী নাগরিকগণকে বসাইতেন। এই নীতির ফলে আরব অধিবাসিগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। বর্তমান সশস্ত্র বিদ্রোহ ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি। ফরাসী সম্প্রদায় আলজিরিয়ার ৫০,০০,০০০ একর আবাদী জমির মালিক। ইহা আলজিরিয়ার মোট কৃষিযোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশের অধিক। এই বিশাল আবাদী জমিতে যে সকল কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় তাহা সবই ফ্রান্সে চালান দেওয়া হয় এবং উক্ত পণ্যের জন্য ফরাসী সরকার নির্ধারিত মূল্য দিতে প্রতিশ্রুত।

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ফরাসী সরকার আরব বিদ্রোহীদের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইয়াছেন। আলজেরিয়া শীঘ্রই স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

ইথিওপিয়া ঃ [সম্রাট ঃ প্রথম হেইলি সেলাসি]

রাজধানী ঃ আদ্দিস আবাবা ; আয়তন ঃ ৩,৯৫,০০০ বর্গমাইল ; লোক-সংখ্যা ঃ ১,৮০,০০,০০০ ; অধিবাসীদের অধিকাংশই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী।

ইথিওপিয়া আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ইহার আর একটি নাম আবিসিনিয়া। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম খৃষ্টান দেশগুলির অন্যতম।

১৯৩৫ খৃঃ ইতালী এই দেশ আক্রমণ করিয়া এরিত্রিয়া ও সোমালিয়া প্রদেশ দুইটি অধিকার করিয়া লয়। গত বিশ্বযুদ্ধে ইতালী পরাজিত হইলে ইথিওপিয়া তাহার হৃত অঞ্চল দুইটি ফিরিয়া পায়। ১৯৫৫ খৃঃ দেশের জন্য নূতন সংবিধান রচিত হইয়াছে। উহাতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও দুইটি পরিষদ্-বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রশাসনিক ব্যাপারে কার্যতঃ সম্রাটই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। ইথিওপিয়া প্রচুর কফি উৎপাদন ও রপ্তানী করিয়া থাকে।

ইতালী ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ জিওভানী গ্রোঁচি ; প্রধানমন্ত্রী ঃ এ. ফেনফেনি] রাজধানী ঃ রোম ; আয়তন ঃ ১,৩১,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৪,৮০,০০,০০০ (১৯৫৫) ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃলীরা।

ইতালী ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ইউরোপের অন্যতম দেশ। ১৯২৫ সালে বেনিটো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট পার্টির অভ্যুদয় ইতালীর বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৫-৪৫ সাল পর্যন্ত মুসোলিনি সর্বশক্তিমান ডিক্টেটাররূপে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ সালে ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্যদান করে। ১৯৪০ সালে জার্মানীকে সাহায্য করার জন্য ইতালী বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে এবং মিত্রশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। পরাজয়ের পরে মুসোলিনি তাঁহার নিজ দলের লোকের হাতে ১৯৪৬ সালে নিহত হন। অতঃপর রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ করেন ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উমবার্টো রাজা হন। কিন্তু ইতালীর জনসাধারণ অচিরেই গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

ইরাক ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ নাজিব অল-রুবাই ; প্রধানমন্ত্রী ঃ জেনারেল আবদুল করিম কাসেম।]

রাজধানী ঃ বাগদাদ ; আয়তন ঃ ১,৭২,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৫২,০০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ আরবী ; ধর্ম ঃ ইসলাম ; মুদ্রা ঃ দিনার।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আরব রাষ্ট্র ; টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। ইরাক পূর্বে তুরস্কের অন্যতম প্রদেশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট-এর ফলে ইহা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মক্কার রাজা হুসেন-এর পুত্র আমির ফৈজলকে ফরাসী-কর্তৃপক্ষ সিরিয়া হইতে বিতাড়িত করিলে ১৯২১ সালে তাঁহাকে এই নবগঠিত

রাজ্যের রাজা নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৩ সালে লাউসেন-চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ক ইরাকের উপর তাহার দাবী পরিত্যাগ করে। ম্যাণ্ডেটের শর্তানুযায়ী ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ১৯৩২ সালে ইরাক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৫৮ সালে জুলাই মাসে সামরিক বিপ্লবের ফলে রাজা ফৈজল নিহত হন এবং দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাকের খনিজ তৈল ইহার প্রধান শিল্পসম্পদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্বপ্রধান উৎস।

ইরাণ (পারস্য): [রাজা: মহম্মদ রেজা পহ্‌লেভি; প্রধানমন্ত্রী: জাফর ইমামি।] রাজধানী: তেহারান; আয়তন: ৬,২৮,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা: ২,১১,৪৬,০০০ (১৯৫৫); ভাষা: পারসী; ধর্ম: ইসলাম; মুদ্রা: রিয়ল।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। ইরাণের সীমান্ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরাকের সহিত সংলগ্ন। ইহার অপর নাম পারস্য। ১৯০৬ সালে কাজার শাহ্‌-এর স্বৈরাচারী শাসন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ইরাণের 'মজলিস' অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মজলিস-এর ১৩৬ জন সভ্য দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মজলিস্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে ৬০ জন সদস্য লইয়া একটি 'সিনেট' গঠনের ব্যবস্থাও করা হয়, কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্বে উহা গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৫ সালে মজলিস তৎকালীন কাজার বংশের শাহ্‌ বা রাজাকে পদচ্যুত করিয়া রেজা খাঁ পহ্‌লেভি নামক জনৈক সামরিক অফিসারকে শাহ নিযুক্ত করেন। ১৯৪১ সালে ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণ আক্রমণ করিলে তিনি পদ-ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ রেজা পহ্‌লেভি ১৯৪২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দান করিলে ইরাণ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কথা ছিল যে, যুদ্ধের পরেই ইরাণ হইতে সকল বৈদেশিক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইরাণের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আজারবৈজানে সোভিয়েট সৈন্য থাকিয়া যায় এবং তথায় এক স্বাধীন কম্যুনিস্ট সরকার গঠন করা হয়। অবশেষে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েট সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। উল্লিখিত কম্যুনিস্ট সরকার ইরাণের 'টুডে পার্টি' নামক কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল। টুডে পার্টি ১৯৪১ সালে গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে রাজার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এই পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খনিজ তৈল ইরাণের প্রধান সম্পদ। ১৯৬১ সালে ইরাণ ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রাইলকে স্বীকার করায় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া : [প্রেসিডেণ্ট : ডঃ সোয়েকর্ণ] রাজধানী : জাকার্তা ; আয়তন : ৯,০৫,৫০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৮,২৪,৫০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : ইন্দোনেশীয় ; ধর্ম : শতকরা ৯০ জন মুসলমান ; মুদ্রা : রুপিয়া।

পূর্বে যাহা ওলন্দাজ অধিকৃত নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিজ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহাই বর্তমানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও সেলিবিস এই ৪টি বৃহৎ দ্বীপ এবং বালি, মলাক্কাস প্রভৃতি ছোট বড় তিন হাজার দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল। ১৯৪১ সালে জাপানী সৈন্য ইহা অধিকার করিয়া একটি 'জাতীয় সরকার' গঠন করে। ১৯৪৫ সালে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের দুইদিন পরে ডাঃ সোয়েকর্ণ ও ডাঃ মহম্মদ হাট্টা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও মার্কিণ মুক্তিফৌজ এই সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু ওলন্দাজগণ ইহার বিরোধিতা করে ও ইহাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালে মাদিয়ামে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ দমন করার জন্য জাভায় সৈন্য অবতরণ করে এবং ইহার ফলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মীমাংসার জন্য জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করে এবং দুইটি 'মিশন' প্রেরণ করে। তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সরকারীভাবে ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা হইতে নিউগিনিকে (পশ্চিম ইরিয়ান) বাদ দেওয়া হয়। এই দ্বীপটির সত্তা পরে স্থির করা হইবে বলিয়া জানান হয়। ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে সংবিধান গৃহীত হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন।

ইস্রায়েল : [প্রেসিডেণ্ট : আইজাক বেনঝেভি ; প্রধানমন্ত্রী : ডি. বেনগুরিয়ান।]

রাজধানী : জেরুজালেম ; আয়তন : ৮,০৪৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১৮,৫০,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা : হিব্রু ; ধর্ম : ইহুদী ; মুদ্রা : ইস্রায়েলী পাউণ্ড। ইস্রায়েল পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র। ইহা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে অবস্থিত, এবং ইহার সীমান্ত লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর প্রভৃতি শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর মেয়াদ শেষ হইলে

১৪ই মে, ১৯৪৮, এক ঘোষণা দ্বারা ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিপুঞ্জ প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদীরাষ্ট্র এবং আরবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করে এবং রাষ্ট্র দুইটির সীমানাও নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই মিশর, লেবানন, ইরাক, জর্ডান ও সিরিয়া একযোগে উহা আক্রমণ করে। জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং ১৯৫০ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র শন্তিরক্ষার জন্য যে 'ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা' প্রচার করে তাহা আবহাওয়া শান্ত করিতে সাহায্য করে।

কলম্বিয়াঃ [প্রেসিডেন্ট ঃ জেনারেল গুস্তাভো রোজাস পিনিল্লা]

রাজধানী ঃ বোগোটা ; আয়তন ঃ ৪,৩৯,৭১৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,২৬,৫৭,০০০ ; ভাষা ঃ স্পেনীশ ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ পেসো।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহা পূর্বে একটি পরাধীন স্পেনীশ উপনিবেশ ছিল (১৫৩৬-১৮১৯)। বৃহত্তর কলম্বিয়ার অংশরূপে ১৮১৯ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে ; অতঃপর ১৮৩০ সালে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত যে গৃহযুদ্ধ চলে তাহাতে প্রেসিডেন্ট গোমেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডিক্টেটারী শাসন চূর্ণ করা হয়। অতঃপর জেনারেল গুস্তাভো রোজাস পিনিল্লা প্রেসিডেন্ট-এর আসন দখল করেন ; দেশের কংগ্রেস বা আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া গণপরিষদ্ আহ্বান করা হয়।

কানাডাঃ [গভর্ণর জেনারেল ঃ জর্জ পি. ভেরিয়ার ; প্রধানমন্ত্রী ঃ জন জর্জ ডিয়েফেনবেকার।] রাজধানী ঃ অটোয়া ; আয়তন ঃ ৩৮,৪৫,৭৪৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৫৮,৬১,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ ইংরাজী ও ফরাসী ; ধর্ম ঃ অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ ডলার।

ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য। ১৬শ শতাব্দীতে ফ্রান্স প্রথম এই দেশ অধিকার করে কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা ব্রিটিশ শক্তির হাতে চলিয়া যায়। ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন অনুসারে (ক) নিউ ব্রুন্স্‌উইক, (খ) নোভাস্কোটিয়া, (গ) অন্টারিও এবং (ঘ) কুইবেক—কানাডার এই কয়টি প্রদেশ মিলিত হইয়া ফেডারেশন গঠন করে। তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে তাহাদের সংবিধান-রচিত হইবে। 'সিনেট' ও 'হাউস অব কমন্স' এই দুইটি পরিষদ্ লইয়া কানাডার পার্লামেন্ট গঠিত। সিনেটের ১০২ জন সভ্য গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং হাউস অব কমন্স সর্বসাধারণের ভোটে ৫ বৎসরের জন্য

নির্বাচিত হয়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চল ফেডারেশনে যোগদান করিয়াছে। তাহাদের নাম:—আলবার্টা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, মানিটোবা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ, সাস্কাচিউয়ান, ইউকন অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল।

কাম্বোডিয়া: [রাজা: নরোদম সিহানুক; প্রধানমন্ত্রী: ফো প্রোকাং]
রাজধানী: নম পেন; আয়তন: ৭০,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা: ৪৫,০০,০০০; ভাষা: ক্মের ও ফরাসী; ধর্ম: বৌদ্ধ; মুদ্রা: ফ্রাঁ। নবম ও দশম শতাব্দীতে শক্তিশালী ক্মের সম্রাটগণ কাম্বোডিয়ায় রাজত্ব করিতেন। ১৪শ শতাব্দী হইতে ফরাসীদের আগমন পর্যন্ত এখানে কোন সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৮৪৪ সালে এই দেশ ফরাসীদের অধীনে একটি 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হয়। ১৯৫৩ সালে কাম্বোডিয়া আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে, ১৯৫৪ সালে জেনেভা বৈঠকে ইহার স্বাধীনতার গণ্ডি প্রসারিত করা হয়; ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি স্বাক্ষর করার এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে রাজা নরোদম সিহানুক তাঁহার পিতা নরোদম সুরামারিথ-এর অনুকূলে পদত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে সিহানুক-পরিচালিত 'সাঙকুম' দল আইন সভার সকল আসন (৯১ টি) দখল করে। রাজা সুরামারিথ-এর মৃত্যু হওয়ায় পুনরায় নরোদম সিহানুক রাজা হইয়াছেন।

কোরিয়া: উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র; বর্তমানে ইহা **উত্তর কোরিয়া** ও **দক্ষিণ কোরিয়া** নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তর সীমান্ত চীনের সহিত সংলগ্ন এবং দক্ষিণে জাপান সমুদ্র ইহাকে জাপান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাঁচশত বৎসর ইহা চীনের অধীনে ছিল। ১৯০৫ সালে জাপান ইহাকে দখল করে। সোনা, তামা, কয়লা, লোহা, গ্রাফাইট প্রভৃতি বিবিধ খনিজ সম্পদে কোরিয়া খুব সমৃদ্ধ এবং ইহার ভূমি সাতিশয় উর্বরা। সামরিক দিক হইতে কোরিয়ার অবস্থিতি রাশিয়া, চীন ও জাপানের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাশিয়া ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫, কোরিয়ায় প্রবেশ করে। তখন রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে ইহাকে ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর ভাগ করিয়া দখলকার অঞ্চল সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দখলকার অঞ্চলই পরে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর কোরিয়াঃ [প্রেসিডেন্ট : কিম ডু-বং ; প্রধানমন্ত্রী : কিম ইল-সুং।]

রাজধানী : পিয়াংজিয়াং ; আয়তন : ৪৬,৮১৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১৯৩৯ সালের হিসাবে ৮২,২৯,০০০ কিন্তু ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আনুমানিক ৫০,০০,০০০ হইয়াছে। রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর নিজেকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র স্বীকার করিলেও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ ইহাকে মানিয়া লয় নাই। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন ইহা দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। জাতিপুঞ্জ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থ জাতিপুঞ্জ-বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮ অক্ষাংশের কাছাকাছি যুদ্ধবিরতি সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ কোরিয়াঃ [প্রেসিডেন্ট : জংহুই পার্ক। বর্তমানে দেশে সামরিক শাসন চলিতেছে।]

রাজধানী : সিওল ; আয়তন : ৩৮,৪৫২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,০৫,২৬,৭০৫ (১৯৫৫) ; ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া ও তাহার মিত্রশক্তিগণ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে না। ১০ই মে, ১৯৪৮, জাতিপুঞ্জ কমিশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কোরিয়ার জনগণ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ্ গঠন করিবে এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ; কিন্তু উত্তর কোরিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করায় তাহার জন্য ১০০টি আসন পৃথক করিয়া রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ২০৩টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। অতঃপর সংবিধান গৃহীত ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ১৯৫০ সালে এই রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই বিষয় উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রী'র দীর্ঘকালব্যাপী আধিপত্যের অবসান হয়। তিনি পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু সামরিক বিদ্রোহের ফলে ঐ মন্ত্রিসভাও বাতিল হইয়া যায়।

গ্রীসঃ [রাজা : প্রথম পল ; প্রধানমন্ত্রী : সি. ক্যারামনলিস]

রাজধানী : এথেন্স ; আয়তন : ৫১,২৪৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা :

৮০,৫০,০০০ (১৯৫৫), ভাষা : গ্রীক ; ধর্ম : প্রধানত গ্রীক অর্থডক্স চার্চের মতাবলম্বী ; মুদ্রা : ড্রাচ্মা। ইউরোপের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৮৩০ সালে তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে বেভিরিয়ার প্রিন্স ওট্টো স্বাধীন গ্রীসের রাজা হন। তাহার পর হইতে গ্রীসের রাজপাট লইয়া বহু গোলযোগ ঘটিয়াছে। প্রিন্স ওট্টো বিতাড়িত হন। (১৮৬২) ; প্রথম জর্জ নিহত হন ; জর্জের দ্বিতীয় পুত্র কন্স্টেনটিন দুইবার পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রথম পুত্র দ্বিতীয় জর্জ নিবাসিত হন (১৯২৩-৩৫)। একবার ১৯২৩-৩৫ এবং আর একবার ১৯৪১-৪৬-এর মধ্যে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে ইতালী গ্রীস আক্রমণ করিলে প্রবল গ্রীক প্রতিরোধের ফলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হয় ; কিন্তু ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জার্মান আক্রমণের ফলে গ্রীস পরাজিত হয়। যাহা হোক ১৯৪২ সালে গ্রীকগণ গোপনে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করিয়া গরিলা আক্রমণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শত্রুর কবল হইতে তাহাদের মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করে।

চীন : [চেয়ারম্যান : লিউ সাও-চি ; প্রধানমন্ত্রী : চৌ এন-লাই]

রাজধানী : পিকিং ; আয়তন : ৪৩,০০,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৬০,১৯,১২,৩৭১ (১৯৫৩) ; ভাষা : চীনা ; ধর্ম : কনফ্যুসিয়াস, তাওপন্থী ও বৌদ্ধ এই তিনটি চীনের প্রধান ধর্ম, তবে খৃষ্টান ও মুসলমানদের সংখ্যাও কম নহে।

১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর চিয়াং কাইসেক ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রনায়ক হন। কালক্রমে কুয়োমিনটাং সরকার জনগণের সহিত সংযোগ হারাইয়া নিছক সামরিক শাসন চক্রে পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে চীনের উত্তর খণ্ডে ১৯২১ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠে। ১৯২৮ সালে চিয়াং কাইসেক পিকিং পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের পশ্চাদ্ধাবন করেন ও তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৭ সালে চীনের উপর পূর্ণ আক্রমণ চালায়। জাতির এই বিপদের দিনে কম্যুনিস্ট পার্টি জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কুয়োমিনটাং সরকারের সহিত সহযোগিতা করার প্রস্তাব করে এবং ইহার প্রতিদানে চিয়াং কাইসেক সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতে রাজী হন। ১৯৪৫

সালে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হয় ; কিন্তু ইত্যবসরে পুনরায় কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিনটাংদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়। চীনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারেল মার্শালকে তাঁহার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় দুইদলের মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ যুদ্ধ বন্ধ হয় না। অবশেষে ১৯৪৯ সালে কুয়োমিনটাং দল সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ফরমোসায় পলায়ন করে এবং চীনের মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়া : [প্রেসিডেণ্ট : এণ্টোনিন নভট্নি ; প্রধানমন্ত্রী : ভিলিয়াম সিরোকি]

রাজধানী : প্রাগ ; আয়তন : ৫৩,৭৩০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৩০,৮৯,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : চেক ও শ্লোভাক ; : ধর্মঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা : কোরুনা। মধ্য ইউরোপের সোভিয়েট শিবিরভুক্ত অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ভূতপূর্ব অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ লইয়া ১৯১৮ সালে এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সীমান্ত জেলাসমূহের জার্মান অধিবাসিগণ ১৯৩৩ সালে সুদেতান-জার্মান পার্টি গঠন করে এবং তাহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরেই স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের দাবী জানায়। এই দাবী পূরণ করার পরেই হিটলার সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। 'মিউনিক চুক্তি' অনুসারে সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কতিপয় অঞ্চল হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে হিটলার যখন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে, তখন শ্লোভাকিয়াকে বিছিন্ন করিয়া জার্মানীর তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। জার্মানীর পরাজয়ের পরে ১৯৪৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ সালের পূর্বে ইহার যে সীমানা ছিল তাহা পুনস্থাপিত হয়।

জর্ডান : [রাজা : প্রথম হুসেন ; প্রধানমন্ত্রী : বি. তালহুনি।]

রাজধানী : আম্মান ; আয়তন : ৩৭,৭০৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১৫,০০,০০০ (১৯৫০) ; ভাষা : আরবী ; ধর্ম : ইসলাম।

পূর্বে তুরস্কের অধীনে আমীর-শাসিত একটি অঞ্চল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইহা ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর অধীনে আসে। ১৯৪৬ সালে জর্ডান স্বাধীন হাসেমী রাজ্যে পরিণত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত ইহার সরকারী নাম ছিল ট্রান্স জর্ডান। বর্তমান রাজা হুসেনের (জন্ম ১৯৩৫) পিতা রাজা তালালকে

ব্যবস্থাপক সভা ১৯৫২ সালে মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য সিংহাসনচ্যুত করে। অতঃপর রাজা হুসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ১১ জন সদস্যসমন্বিত একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৫১ সালের সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ্ ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী।

জাপান : [রাজা : সম্রাট হিরোহিতো ; প্রধানমন্ত্রী : হায়েতা আইকেদা।]

রাজধানী : টোকিও ; আয়তন : ১,৪২,১৬৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৯,৩৪,০৬,০০০ ; ভাষা : জাপানী ; ধর্ম : বৌদ্ধ ও সিণ্টো ; মুদ্রা : ইয়েন। এশিয়ার পূর্বসীমার একেবারে শেষপ্রান্তে জাপান অবস্থিত ; এই-জন্য ইহাকে 'প্রভাত সূর্যের দেশ' বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হনসু, কিউসু, হোক্কাইডো ও সিকেকু এই চারিটি বৃহৎ দ্বীপ ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপ লইয়া 'জাপান রাষ্ট্র' গঠিত। জাপানের বর্তমান রাজবংশ খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের জনসাধারণ সম্রাটকে দেবত্বমহিমায় মণ্ডিত বলিয়া মনে করে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত। ১৮৫২ সালে সর্বপ্রথম জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তাহার পর হইতে জাপান অতিক্রুত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৯৪ সালে চীনের সহিত জাপানের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়। উক্ত যুদ্ধে এবং ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধে সে অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তি এই দেশ দখল করে এবং জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে জাপানের জন্য যে নূতন সংবিধান রচিত হয় তাহাতে এই শর্ত রহিয়াছে যে জাপান কখনও স্থল, নৌ কিংবা বিমান বাহিনী গঠন করিতে পারিবে না। তবে ম্যাক আর্থারের সুপারিশক্রমে ১৯৫০ সালে জাপানকে ৭৫,০০০ লোকের একটি 'জাতীয় পুলিশ বাহিনী' গঠন করিতে দেওয়া হয়। এই পুলিশবাহিনীই বর্তমানে 'দেশরক্ষা বাহিনী'তে পরিণত হইয়াছে।

জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক (পূর্ব-জার্মানী) : [প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম উলাব্রষ্ট্, প্রধানমন্ত্রী : ওটো গ্রোটোহ্ল।]

রাজধানী : পূর্ব বার্লিন ; আয়তন : ৪১,৩৮০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা :

১,৭৬,০০,০০০। গত বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীকে ৪টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করে ও ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এক একটি অঞ্চলের পরিচালনারভার গ্রহণ করে। সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ১৯৪৯ সালের ৭ই অক্টোবর উহার সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে নাই। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পোল্যাণ্ডের সহিত এক চুক্তির মাধ্যমে জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক ওডারনীসের স্রোতকে উহার স্থায়ী পূর্বসীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৫, সেভিয়েট-রাশিয়ার সহিত ইহার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির ফলে রাশিয়া এই রাষ্ট্রকে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করায় ইহা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা সোভিয়েট সৈন্যকে অবস্থান করার অনুমতি দিয়াছে।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক (পশ্চিম-জার্মানী)ঃ [প্রেসিডেন্ট ডাঃ হেনরিক্ লুয়েব্‌কে; চ্যান্সেলার: কনরাড এ্যাডেন্যুয়ের]

রাজধানী: বন; আয়তন: ৯৬,৭০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা: ৪,৯৯,৯৪,৭০০ (১৯৫৫); ভাষা: জার্মান; ধর্ম: অধিবাসীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক; মুদ্রা: মার্ক।

গত বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একজন এক একটি অঞ্চল দখল করিয়া লয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সংযুক্ত করিয়া ১৯৪৯ সালের মে মাসে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যতঃ ইহাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হয় ১৯৫৫ সালের ৫ই মে। পশ্চিম-জার্মান গণপরিষদ্ কর্তৃক রচিত সংবিধান ২৩শে মে, ১৯৪৯, প্রবর্তিত হয়; তাহার ফলে এই রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু অস্ত্রসজ্জা, ক্ষতিপূরণ দেওয়া, বৈদেশিক নীতি ও উদ্বাস্তু গ্রহণ সম্পর্কে ইহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। এই প্রসঙ্গে ত্রিশক্তি যে 'দখলকার আইন' ঘোষণা করে তাহা ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, চালু হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডন ও প্যারীসে যে চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফলে 'দখলকার আইন' বাতিল হইয়া যায়। উক্ত চুক্তি ১৯৫৫ সনের ৫ই মে কার্যকরী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ

করে। ইহা ব্রিটিশ, ফরাসী ও যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীকে অবস্থানের অনুমতি দান করিয়াছে।

ডেনমার্ক ঃ [রাজা ঃ ৯ম ফ্রেডারিক ; প্রধানমন্ত্রী ঃ ভি. ক্যাম্পম্যান ; রাজধানী ঃ কোপেনহেগেন ; আয়তন ঃ ১৬,৬০৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ৪৪,৩৯,০০০ (১৯৫৫), ভাষা ঃ ড্যানিশ ; মুদ্রা ঃ ক্রোনার।]

ডেনমার্ক বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ডেনমার্ক ও নরওয়ে একটি অবিভক্ত রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু সুইডেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইলে ডেনমার্ক ১৮১৪ সালের কিয়েল চুক্তি অনুসারে নরওয়ে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৪০ সালে ডেনমার্ক জার্মান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু যুদ্ধাবসানে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ সালে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা রাজা ও সংসদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজা তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে কার্য করিয়া থাকেন। সংসদের মোট সভ্যসংখ্যা ১৭৯ ; তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন।

তিব্বত ঃ প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তিব্বতের প্রকৃত শাসক। কিন্তু বর্তমানে দালাই লামা দেশ হইতে পলাতক আর পাঞ্চেন লামা বস্তুতঃ চীনাদের নজরবন্দী।

রাজধানী ঃ লাসা ; আয়তন ৪,৭০,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ঃ ১০,০০,০০০ ভাষা ঃ তিব্বতী ; ধর্ম ঃ বৌদ্ধ। তিব্বত প্রকৃতপক্ষে চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের সরকারী কর্তৃত্ব ছিল খুব শিথিল ; ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিষয়েই তিব্বত প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ করিত। কিন্তু কম্যুনিষ্ট আমলে চীন সরকার অতি কঠোরভাবে তিব্বতের উপর আপন অধিকার প্রয়োগ করিতেছেন। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিব্বত ও চীনের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে তিব্বতের বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রা ব্যবস্থা পুরাপুরি চীন সরকারের অধিকারে আসে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে তিব্বতে চীনাশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে এবং মহামান্য দালাই লামা তাঁহার অনুচরবর্গ সহ গোপনে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন। ভারতসরকার তাঁহাকে রাজনীতিক আশ্রয়দান করিয়াছেন। তিব্বতের বিদ্রোহ এখনও প্রশমিত হয় নাই।

তুরস্ক : [প্রেসিডেন্ট : জেনারেল কে. গুরসেল ; প্রধানমন্ত্রী : ইসমেৎ ইনেহু।]

রাজধানী : আঙ্কারা ; আয়তন : ২,৯৬,১৮৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,৪১,১১,৭৭৮ ; ভাষা : তুর্কী (রোমান হরফে লিখিত হয়) ; মুদ্রা : লিরা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন মুসলমান। শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই রাষ্ট্র অবস্থিত। ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ডিক্টেটারের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বহু সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া তুরস্ককে আধুনিক সভ্যতা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। তুরস্কের জাতীয় পরিষদের জন্য প্রতি চার বৎসর অন্তর প্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল। তুরস্ক 'ন্যাটো' ও 'সেন্টো' সামরিক চুক্তিজোটের সভ্য।

২৭শে মে, ১৯৬০, সামরিক বাহিনী তুরস্কের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে ; তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার, প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। এক বিশেষ আদালতের রায়ে মেণ্ডারেসকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ইসমেৎ ইনেহুর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

নরওয়ে : [রাজা : ৫ম ওলাভ ; প্রধানমন্ত্রী : ইনার গারহার্ডসেন।]

রাজধানী : ওসলো ; আয়তন : ১,২৪,৫২৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩৪,৫০,০০০ (১৯৫৮), মুদ্রা : ক্রোনি। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৩৯৭-১৮০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই রাজ্য ডেনমার্কের সহিত যুক্ত ছিল। অতঃপর রাজতান্ত্রিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের মোট সভ্যসংখ্যা ১৫০ ; তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বর্তমান সরকারের অধীনে নরওয়ে তাহার চিরাচরিত নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করিয়া 'ন্যাটো'র সদস্য হইয়াছে।

নেদারল্যাণ্ডস্ : [রাণী : জুলিয়ানা মেরী উইলহেলমিনা ; প্রধানমন্ত্রী : জে. ই. ডি-কোয়ে।]

রাজধানী : আমস্টারডাম (কিন্তু সরকারী দপ্তরসমূহ হেগ-এ অবস্থিত।) আয়তন : ১২,৬৭০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,০৮,২২,০০০ (১৯৫৬) ; মুদ্রা :

গিল্ডার। বেলজিয়ামের উত্তরে উত্তর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত নেদারল্যাণ্ডস্ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই দেশ নিম্ন। এই কারণে উচ্চ বাঁধ দিয়া সমুদ্রের প্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করা হয়। নেদারল্যাণ্ডসে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদ্; নিম্ন পরিষদের মোট ১০০ সদস্য প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ ভোটাধিকারে নির্বাচিত হন।

নেপাল : [রাজা : মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ।]

রাজধানী : কাঠমাণ্ডু; আয়তন : ৫৪,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা : ৮৪,৩১,৫৪৭ (১৯৫৫); ভাষা : নেপালী; মুদ্রা : টাকা। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। ১৮৪৬ খ্রীঃ রাণাবংশীয় অভিজাতগণ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া এই ঐতিহ্য স্থাপন করেন যে, তাঁহারাই বংশানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হইবেন। ফলে রাজা নামেমাত্র দেশের শাসক থাকেন, কারণ প্রশাসনিক সকল ক্ষমতাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৯৫১ সালে এক বিদ্রোহের ফলে স্বৈরাচারী রাণাতন্ত্রের অবসান হয়। তদানীন্তন রাজা সাধারণ নির্বাচন ও শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ রাজনৈতিক দলাদলির জন্যই তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হন নাই। যাহা হোক, তাঁহার পুত্র বর্তমান রাজার উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত ও নেপালের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নেপালী কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে।

কিন্তু অকস্মাৎ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬০, রাজা মহেন্দ্র নেপালের সংবিধান ও পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া দেন এবং স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী কৈরালা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ কারারুদ্ধ হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের দাবিতে নেপালে বর্তমানে তীব্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন চলিয়াছে; বহুক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষও ঘটিয়াছে।

পর্তুগাল : [প্রেসিডেণ্ট : এ. ডি. আর. টমাস্; প্রধানমন্ত্রী : এণ্টনিও দ' অলিভিয়েরা সালাজার।]

রাজধানী : লিসবন; আয়তন : ৩৫,৫০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা : ৮৭,৬৫,০০০ (১৯১৫)। ১১শ শতাব্দী হইতে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল; ১৯১০ খ্রীঃ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া প্রজাতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০-২৬ সালের মধ্যে ২৪ বার বিদ্রোহ ঘটে এবং শেষবার সামরিক বাহিনী চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বাতিল করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯২৮ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সালাজারকে অর্থমন্ত্রীরূপে দেশের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য আহ্বান জানান। তদবধি সালাজার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রাচীনকালে পর্তুগাল একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র ছিল এবং আমেরিকা আবিষ্কারের পর সে উহার এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

পাকিস্তান ঃ [প্রেসিডেন্ট ঃ জেনারেল এম. আয়ুব খাঁ।]

রাজধানী ঃ করাচী ; আয়তন ঃ ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৯,৩৮,০০,০০০ (১৯৬১) ; ভাষা ঃ বাংলা ও উর্দু দুইটি প্রধান ভাষা ; ধর্ম ঃ ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যদিও বহু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বাস করে ; মুদ্রা ঃ টাকা। ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম। ভারতের ভূতপূর্ব সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচীস্তান, পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ এবং কতিপয় দেশীয় রাজ্য লইয়া পশ্চিম-পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ "পাকিস্তান" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পোল্যাণ্ড ঃ [চেয়ারম্যান ঃ এ. জাবাড্স্কি ; প্রধানমন্ত্রী ঃ জোসেফ সিরঙ্কিউইক।]

রাজধানী ঃ ওয়ারশ ; আয়তন ঃ ১,২০,৩৬০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ২,৭৫,০০,০০০। পূর্ব ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। ২৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার বিশেষ অবনতি ঘটে। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড বিভক্ত হয় এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যথাক্রমে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৮ সালে পিলসুদস্কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাজীবাহিনী সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং রাজধানী ওয়ারশ সমূলে ধ্বংস ও উহার অর্ধেকের অধিক অধিবাসীদের নিহত করে। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্যে পোল্যাণ্ড নিজ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড ঃ [প্রেসিডেন্ট ঃ ডাঃ উরহো কেক্কোনেন ; প্রধানমন্ত্রী ঃ ভি. জে. সুক্সেলেইনেন।]

রাজধানী ঃ হেলসিঙ্কি ; আয়তন ঃ ১,৩০,১২৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৪২,৪০,০০০ ; মুদ্রা ঃ মারক্কা। বাল্টিক সাগরের তীরে স্বাধীন রাষ্ট্র। ১১৫৪-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনের অংশ ছিল। অতঃপর রাশিয়ার অধীনে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। রুশ বিপ্লবের পরে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৩৯-৪০ সালে রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ১৬,১৭০ বর্গমাইল ভূমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। পার্লামেণ্টের মোট দুইশত সভ্য প্রতি চার বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন।

ফ্রান্স ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ চার্লস্ দ্য গলে ; প্রধানমন্ত্রী ঃ মাইকেল ডেব্রি।]

রাজধানী ঃ প্যারিস। আয়তন ঃ ২,১২,৬৫৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৪,৩৩,০০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ ফরাসী , ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ ফ্রাঁ। বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৩) ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু নেপোলিয়নের অভ্যুদয় (১৮০৪-১৪) হওয়ায় আবার রাজতন্ত্রের পত্তন হয় (১৮১৪-৪৮)। অতঃপর দ্বিতীয় রিপাবলিকের পত্তন হয় (১৮৪৮-৫২) এবং তৃতীয় রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজী বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে। যুদ্ধান্তে ফ্রান্স পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিলে চতুর্থ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে জেনারেল দ্য গলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সের সংবিধান আমূল পরিবর্তন করেন। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিক-এর অবসান ঘটিয়া পঞ্চম রিপাবলিক প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রান্সের বহু প্রদেশ, উপনিবেশ এবং অধিকৃত অঞ্চল রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের প্রচেষ্টায় ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ফরাসী সরকার আলজেরিয়ার আরব বিদ্রোহীদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

বেলজিয়াম ঃ [রাজা ঃ প্রথম বোদ্যুইন ; প্রধানমন্ত্রী ঃ গ্যাস্টন-এস্কেনস্।]

রাজধানী ঃ ব্রুসেলস্ ; আয়তন ঃ ১১,৭৭৫ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা ঃ ৮৮,৯৬,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ ফরাসী ও ফ্লেমিশ ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ ফ্রাঁ। ১৮৩১ সালে বেলজিয়াম স্বাধীনরাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং নিয়ম-

তান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্রের পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি রাজা প্রথম বোদ্যুইন নামে পরিচিত হন।

বুলগেরিয়া : [প্রেসিডেন্ট : ডি. জেকনেভ ; প্রধানমন্ত্রী : এন্টন যুগভ ।]

রাজধানী : সোফিয়া ; আয়তন : ৪৩,০০০ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ৭৪,৫০,০০০ (১৯৫৩) ; ভাষা : শ্লাভ ; মুদ্রা : লেভ। কৃষ্ণসমুদ্রের পশ্চিম তীরে রুমানিয়া ও গ্রাসের মধ্যে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তি অনুসারে উক্ত সাম্রাজ্যের অধীনে অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল ; ফলে ১৯১৯ সালে নিজ রাজ্যের বহু অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এই রাষ্ট্রটিতে বহু রাজনৈতিক অশান্তি ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়-বুলগেরিয়া জার্মানবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৪৪ সালে জার্মানবাহিনী চলিয়া গেলে বুলগেরিয়াতে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৪৬ সালে গণভোটের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

ব্রহ্মদেশ : [বিপ্লব পরিষদের চেয়ারম্যান : জেনারেল নে. উইন।]

রাজধানী : রেঙ্গুন ; আয়তন : ২,৬১,৭৮৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৯৪,৩৪,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : বর্মী ; ধর্ম : বৌদ্ধ ; মুদ্রা : কায়েৎ। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশ একটি বিশেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু কুবলাই খাঁর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইহার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীকালে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে ও ভারতের সহিত যুক্ত হয়। ১৯৩৭ সালে নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইলে ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সাল হইতে কিছুকাল ইহা জাপানী সৈন্যের অধিকারে ছিল। যাহা হোক ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

১৯৬২ সালের ২রা মার্চ ব্রহ্মের প্রধান সেনাপতি নে উইনের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী দেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছে, প্রেসিডেন্ট ও

প্রধানমন্ত্রী সহ বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে জেনারেল নে উইন আর একবার দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ঃ [সাম্রাজ্ঞী ঃ দ্বিতীয় এলিজাবেথ ; প্রধানমন্ত্রী ঃ হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান।]

রাজধানী ঃ লণ্ডন ; আয়তন ঃ ৯৪,২৭৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৫,১২,২১,০০০ (১৯৬৫) ; ভাষা ঃ ইংরাজী ; মুদ্রা ঃ পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, ম্যান দ্বীপ, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য গঠিত। ইহা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড হইতে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। একমাত্র উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ব্যতীত যুক্তরাজ্যের অন্য কোন অঙ্গরাজ্যই স্বায়ত্তশাসিত নহে ; তবে স্কটল্যাণ্ডের আইনব্যবস্থা কিছুটা স্বতন্ত্র। 'হাউস অব কমন্স' ও 'হাউস অব লর্ডস্' এই দুইটি পরিষদ্ লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত ; উহার মোট আসনসংখ্যা ৬৩০। কোন বিল পার্লামেণ্টে গৃহীত হইলেও রাণীর অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয় না। রাণী ইচ্ছা করিলে যে কোন বিল 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া নাকচ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কদাচ আপন 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। একদা প্রবাদ ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না—এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ১,২০,২১,৫২২ বর্গমাইল। কিন্তু ভারত সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করায় এই সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রেজিল ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ জাস্‌চেলিনো কুবিট্‌স্‌চেক।]

রাজধানী ঃ রিও-ডি-জিনারিও ; আয়তন ঃ ৩২,৮৮,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৫,৮৪,৫৬,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ পর্তুগীজ ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ ক্রুজেইরো। পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ ; দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। অধিবাসীদের মধ্যে ১০ শতাংশ কৃষ্ণকায়, ২৭ শতাংশ বাদামী এবং ৬৩ শতাংশ শ্বেতকায়। ব্রেজিল পূর্বে পর্তুগীজ শাসনাধীনে ছিল ; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে ইহা একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ; ২৬টি অঙ্গরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ব্রেজিল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক কফি উৎপাদনকারী দেশ। 'সিনেট' ও 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' এই দুইটি পরিষদ লাইয়া রাষ্ট্রের আইনসভা গঠিত। সিনেটের ৬২ জন সভ্য ৮ বৎসর ও চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর ৩২৪ জন সদস্য ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ভিয়েৎনাম (উত্তর ও দক্ষিণ)ঃ ভূতপূর্ব ফরাসী শাসনাধীন ইন্দোচীনের অধিকাংশ অঞ্চল বর্তমানে ভিয়েৎনাম নামে পরিচিত। আয়তন ঃ ১,২৭,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ২,.০,০০,০০০। ১৮৫৮ সালে এই দেশ ফরাসীরা অধিকার করিয়া লয় এবং তদবধি এখানে ফরাসী শাসন চলিতে থাকে। ১৯৪০ সালে জাপানী সৈন্য ইন্দোচীন অধিকার করিলে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধবাহিনী গড়িয়া ওঠে। ১৯৪৫ সালে ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় ও সম্রাট বাওদাইকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জনপ্রিয় সরকার গঠন করা হয়। যে সকল দলের সমবায়ে এই সরকার গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 'ভিয়েৎমিন' ছিল সর্বপ্রধান। ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই সরকারের নেতা হো চি মিনের সহিত· লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম লইয়া একটি ইন্দোচীন ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে থাকেন, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৪৬ সালে ভিয়েৎমিনবাহিনী হানয় আক্রমণ করে ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৮ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর বহু লোকসান হয়। অবশেষে ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পরে ফরাসী কর্তৃপক্ষ জেনেভায় ভিয়েৎমিন নেতার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায় যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার সমাধানকল্পে ১৭শ অক্ষরেখা ধরিয়া ভিয়েৎনামকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর-ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম। স্থির হয় যে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে এই বিভাগ রদ করিয়া পুনর্মিলিত ভিয়েৎনামের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা করা হয় নাই, সামরিক বিভাগ চিরস্থায়ী হইতে চলিতেছে। দুই ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্টদ্বয়ের নাম—(১) উত্তর-ভিয়েৎনাম ঃ হো চি মিন ; (২) দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম ঃ নো দিন এম।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ জন ফিট্‌জারেল্ড কেনেডি।]

রাজধানী ঃ ওয়াশিংটন ; আয়তন ঃ ৩০,২২,৩৮৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১৬,৭১,৮১,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ ইংরাজী ; মুদ্রা ঃ ডলার।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয় তখন মাত্র ১৩টি রাজ্য ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। আলাস্কা ও হাওয়াই সহ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের বর্তমান সংখ্যা ৫০টি। আলাস্কা ১৯৫৮ সালে এবং হাওয়াই ১৯৬০ সালে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির নাম :—

১। আলবামা, ২। আরিজোনা, ৩। আরকানসাস্, ৪। কালিফোর্ণিয়া, ৫। কলোরেডো, ৬। কানেকটিকাট্, ৭। দেলাওয়ারা, ৮। কলম্বিয়া, ৯। ফ্লোরিডা, ১০। জর্জিয়া, ১১। ইডাহো, ১২। ইলিনয়স, ১৩। ইণ্ডিয়ানা, ১৪। আইওয়া, ১৫। কান্সাস, ১৬। কেনটুকৃকি, ১৭। লুসিয়ানা, ১৮। মেইন, ১৯। মেরিল্যাণ্ড, ২০। ম্যাসাচুসেট্স, ২১। মিচিগান, ২২। মিনেসোটা, ২৩। মিসিসিপি, ২৪। মিসৌরী, ২৫। মন্তানা, ২৬। নেব্রাস্কা, ২৭। নেভাডা, ২৮। নিউহ্যামিস্পায়ার, ২৯। নিউ জার্সি, ৩০। নিউ মেক্সিকো, ৩১। নিউইয়র্ক, ৩২। উঃ ক্যারোলিনা, ৩৩। উঃ ডাকোটা, ৩৪। ওহিও, ৩৫। ওকলাহামা, ৩৬। ওরেগাঁ, ৩৭। পেনসিলভেনিয়া, ৩৮। রোডস দ্বীপ, ৩৯। দঃ ক্যারোলিনা, ৪০। দঃ ডাকোটা, ৪১। টেন্নেসী, ৪২। টেক্সাস, ৪৩। উটাহ্, ৪৪। ভারমণ্ট, ৪৫। ভার্জিনিয়া, ৪৬। ওয়াশিংটন, ৪৭। পঃ ভার্জিনিয়া, ৪৮। উইনকন্সিন, ৪৯। আলাস্কা এবং ৫০। হাওয়াই।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ্ এই দুইটি পরিষদ্ লইয়া উহা গঠিত। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং তিনিই স্বয়ং মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচন করেন। প্রেসিডেণ্ট নিজে কিংবা মন্ত্রীমণ্ডলীর কেহই কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক—এই দুইটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দল।

মিশর ঃ মিশর বর্তমানে 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে'র অন্যতম প্রদেশ। ১৯৫৮ সালে মিশর ও সিরিয়ার মিলনের ফলে উক্ত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজধানী ঃ কায়রো ; আয়তন ঃ ৩,৮৬,১৯৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ২,৩২,৪০,০০০। তুর্কী সার্বভৌমত্বের অধীনে মিশর ১৮৪১ সাল হইতে একটি অর্ধস্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজপ্রতিনিধি 'খেদিব'-এর পদ ছিল বংশানুক্রমিক। ১৮৮২ খ্রীঃ ব্রিটিশ সৈন্য মিশর অধিকার করে। ১৯১৪ খ্রীঃ খেদিব বিতাড়িত হন ও মিশর একটি ব্রিটিশ রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২২ খ্রীঃ ব্রিটিশ সমর্থক সুলতান ফুয়াদকে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৬ সালের চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু সুয়েজখাল অঞ্চলে সৈন্য রাখা এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দকে নৌ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের অধিকার পরিত্যাগ করে না। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারুক পদত্যাগ করেন ও মহম্মদ নেগিব প্রেসিডেণ্ট

হন (১৯৫২-৫৪)। তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ১৯৫৪ সালে গামেল আবদেল নাসের প্রধানমন্ত্রী হন; ১৯৫৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৬ সালে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহিত তাহার সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে বিরোধের মীমাংসা হয়।

যুগোশ্লাভিয়া : [প্রেসিডেন্ট : মার্শাল যোশিপ বোরিজ টিটো।]

রাজধানী : বেলগ্রেড; আয়তন : ৯৮,০৬৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা : ১,৭৫,৫৫,০০০। সার্বিয়া, ক্রোয়াশিয়া, শ্লোভানিয়া, মন্টিনিগ্রো, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা এবং ম্যাসিডোনিয়া এই কয়টি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র লইয়া যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন গঠিত। ১৯৩৪ সালে রাজা আলেকজাণ্ডার নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ পল নাবালক রাজা পিটারের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া উঠে। ১৯৪৪ সালে বেলগ্রেড মুক্ত করার পর 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা পিটার সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯৫৪ সালে মার্শাল টিটো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মার্শাল টিটো তাঁহার স্বাধীন নীতির জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাগভাজন হন; ১৯৪৮ সালে তাঁহাকে কমিনফর্ম হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

রুমানিয়া : [চেয়ারম্যান : আয়োন জি. মাউরের; প্রধানমন্ত্রী : কিভু স্টোইকা।]

রাজধানী : বুখারেস্ট; আয়তন : ৯১,৬১১ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা : ১,৭৪,৮৯,৭৯৪; ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তির ফলে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪০ সালে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারভিয়া ও উঃ বুকোভিনা দাবী করিলে তাহাকে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বুলগেরিয়াকে দেব্রুডজা প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৬ সালে রুশ বাহিনী রুমানিয়ায় উপস্থিত হইলে একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করা হয়। রাজা মাইকেল পদত্যাগ করেন এবং ১৯৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ইহা একটি পুরাপুরি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। দেশের সর্বপ্রধান সম্পদ তৈল।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র : ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, মিশর ও সিরিয়ার মিলনের ফলে এই রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। কিন্তু ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়া ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করায় বাস্তবক্ষেত্রে এখন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

সিরিয়া : রাজধানী : দামাস্কাস; আয়তন : ৭২,২৩৪ বর্গমাইল;

লোকসংখ্যা : ৩৮,০৬,৯৭৩। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ওট্টোমান সাম্রাজ্যভুক্ত; অতঃপর লীগ অব নেশনস্-এর অধীনে 'ম্যাণ্ডেটেড' অঞ্চলে পরিণত। ব্রিটিশ সরকার আমীর ফৈজলকে সিরিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু ফরাসী সরকার উহার বিরোধিতা করেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে ফরাসী সরকার পরীক্ষামূলকভাবে তিন বৎসরের জন্য ইহাকে স্বাধীনতা দান করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু স্থানীয় ফরাসী অফিসারদের কারসাজীতে সিরিয়ায় বিদ্রোহ ঘটে ও উক্ত প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে মিত্রশক্তি সিরিয়া অধিকার করে ও অবিলম্বে ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালে ব্রিগেডিয়ার আদিব শিসাকলি দেশের শাসন-যন্ত্র অধিকার করেন ও ১৯৫৩ সালে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তাঁহার সরকারের পতন হয়। অতঃপর স্নুরকী এল. কুয়াৎলি প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৫৮ সালে মিশর ও সিরিয়া মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' গঠন করিয়াছিল। ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ায় সামরিক বিদ্রোহ ঘটে ও বিদ্রোহিগণ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।

সিংহল : [গভর্ণর জেনারেল : ডব্লিউ গোপল্লভ ; প্রধানমন্ত্রী : শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক।]

আয়তন : ২৫,৩৩২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৮৩,৮৪,০০০ (১৯৫৪); ভাষা : সিংহলী ও তামিল ; ধর্ম : বৌদ্ধ ; মুদ্রা : রুপি। ১৯৪৮ সালে স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ।

সিংহলের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক ১৯৫৯ সালে অক্টোবর মাসে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। ১৯৬০ সালে মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ডাডলে সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এপ্রিল মাসে উক্ত মন্ত্রিসভার পতন হয়। অতঃপর ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনান্তে শ্রীমতী বন্দর নায়েক মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

সুইট্জারল্যাণ্ড : [প্রেসিডেণ্ট : ডাঃ মারকাস ফেল্ডম্যান।]

রাজধানী : বার্ণ ; আয়তন : ১৫,৯৪৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ৪৯,৭৮,০০০ ভাষা : সুইস্-জার্মান ভাষা ; ধর্ম : খৃষ্টান ; মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

সুইডেন : [রাজা : গুস্তাভ ষষ্ঠ এডলফ ; প্রধানমন্ত্রী : তাগি এ্যবল্যাণ্ডার।]

রাজধানী : স্টকহলম্ ; আয়তন : ১,৭৩,৩৭৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৭২,৯০,:১২ ; ভাষা : সুইডিশ ; ধর্ম : খ্রীষ্টান ; মুদ্রা : ক্রোনা। শিক্ষা বাধ্যতামূলক। নিয়মানুগ রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র।

স্পেন : [প্রেসিডেন্ট : জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো।]

রাজধানী : ম্যাড্রিড ; আয়তন : ১,৯৫,৫০৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,৯২,১২,৬৩১ ; ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। স্পেনে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৩১ সালে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা ১৩শ আলফানসো দেশত্যাগ করেন। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে গৃহযুদ্ধ সুরু হয় এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত উহা চলে ; উহাতে ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহিরা জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে জার্মানী ও ইতালী বিদ্রোহীদিগকে এবং সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন সরকারকেসাহায্য করিয়াছিল। ১৯৪৬ সালে জাতিপুঞ্জ স্পেন হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরে প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন (U. S. S R.) : [প্রেসিডেন্ট : লিওনিড ইলিচ ব্রেজনেভ ; প্রধানমন্ত্রী : এন. ক্রুশ্চেভ।]

রাজধানী : মস্কো ; আয়তন ৮৭,০৭,৮৭০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২০,০২,০০,০০০ (১৯৫৬) ; মুদ্রা : রুবল। আয়তন হিসাবে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৫টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত। নিম্নে উহাদের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে রাজধানীর নাম দেওয়া হইল।

১। রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেল সোস্যালিস্টিক রিপাবলিক (মস্কো), ২। ইউক্রেন (কিয়েভ), ৩। বায়লো রাশিয়া (মিনস্ক), ৪। আরমেনিয়া (এরিভান), ৫। উজবেকিস্তান (তাসখণ্ড), ৬। কাজাকিস্তান (আলামা আটা), ৭। জর্জিয়া (টিফলিস), ৮। আজার বইজান (বাকু), ৯। লিথুয়ানিয়া (ভিলনা), ১০। মোল্ডাভিয়া (কিষিনেভ), ১১। ল্যাট্‌ভিয়া (রিগা), ১২। কিরঘিজ (ফ্রানজ), ১৩। তাজিকিস্তান (স্তালিনবাদ) ; ১৪। তুর্কমেনিস্তান (আসখাবাদ) ও ১৫। এস্তোনিয়া (ট্যালিন)।

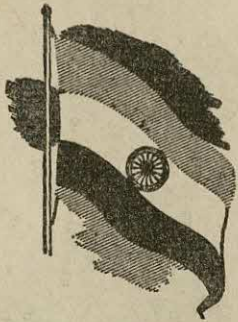
১৯১৭ সালের বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জার (সম্রাট ২য় নিকোলাস) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও কম্যুনিস্টগণ ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৫৭টি স্বতন্ত্র জাতির বাস। উহাদের মধ্যে শ্লাভজাতীয় রুশদের সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন।



ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

ভারতবর্ষ

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় দান করার প্রয়াস পাইব। ভারতের শাসন-তন্ত্র এবং স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা স্বাস্থ্য কলা বিজ্ঞান অর্থনীতি কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ভারত যে উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।



ভারতের জাতীয় পতাকা

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥



আফগা
পঃ পা
আ র

ভৌগোলিক পরিচয়

অবস্থানঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৭°—৮০° অক্ষাংশ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯৭°—৬৮° দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি ভারতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সীমাঃ ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্ত জুড়িয়া বিশাল হিমালয় পর্বত অনতিক্রম্য প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণী ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়া প্রজাতন্ত্রী চীন প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। নেপাল ও তিব্বত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত; এই কারণে ভারতের উত্তর সীমান্ত এই রাষ্ট্র দুইটির সহিত সংলগ্ন। ভারতের পূর্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পূর্ব কোণে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান অবস্থিত, দক্ষিণ-পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে পশ্চিমপাকিস্তান অবস্থিত।

আয়তন ও জনসংখ্যাঃ ভারতের মোট আয়তন কাশ্মীর, মণিপুর, নেফা ও নাগাভূমি ব্যতীত ১১,২৭,৩৪৪ বর্গমাইল (১৯৬১ সেন্সাস)। ইহার ভূমিসীমান্ত ৯,৩০৯ মাইল এবং উপকূলরেখা ৩,৫৩৫ মাইল দীর্ঘ। ইহা উত্তর দক্ষিণে ২,০০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১,৭০০ মাইল বিস্তৃত। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা মণিপুর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী ও নাগাভূমি বাদে ৪৩,৬৪,২৪,৪২৯।

প্রাকৃতিক বিভাগঃ ভারতে তিনটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ বর্তমান, যথা—(১) হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় প্রদেশের সমতলভূমি এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামির মালভূমি হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে ও পরে সোজা পূর্বদিকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তে ইহার বিভিন্ন অংশ পাতকোই পাহাড়, নাগা পাহাড়, জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই কঠিন প্রস্তরময় অঞ্চলেও ছোটবড় উর্বর ও সুন্দর উপত্যকা আছে, কাশ্মীর ও কুলু উহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল।

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমগ্র অঞ্চল এবং আসামের সীমান্ত ও গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত পূর্ব ভারতের সমস্ত ভূখণ্ড সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী ও উহাদের উপনদীগুলি এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবহমান। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বরা ও ইহা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত লইয়া গঠিত। পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি গিরিশ্রেণীদ্বারা ইহা উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। উহাদের মধ্যে বিন্ধ্য, আরাবল্লী, সাতপুরা ও অজন্তা পর্বত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের উচ্চতা ১,৫০০ হইতে ৪,০০০ ফুট পর্যন্ত। ভূতাত্ত্বিকেরা এই অঞ্চলের পর্বতগুলি হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

নদনদী : সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি ভারতের প্রধান নদী এবং এই তিনটিই উত্তর ভারতে প্রবাহিত। উহাদের দৈর্ঘ্য এইরূপ—সিন্ধু : কিঞ্চিদধিক ১,৭০০০ মাইল (পাকিস্তানের অংশ সহ), গঙ্গা : ১,৫৪০ মাইল ব্রহ্মপুত্র : ১,৬৮০ মাইল। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি সিন্ধুর শাখানদী। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা, শোন, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও কুশী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্রের কোন উল্লেখযোগ্য শাখা বা উপনদী নাই। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী (৫২০ মাইল), গোদাবরী (৯০০ মাইল), কৃষ্ণা (৮০০ মাইল) ও কাবেরী (৪০২ মাইল) প্রধান।

জলবায়ু : ভারতের জলবায়ু উষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ইহা উষ্ণমণ্ডলে (কর্কট ক্রান্তি) অবস্থিত। তথাপি ইহার জলবায়ুতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশের সকল অংশই গ্রীষ্মপ্রধান, কিন্তু উপকূল ভাগ ও মালভূমি অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, আবার পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া গ্রীষ্মকালেও শীতল। পর্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ৬টি ঋতুর আবির্ভাব ভারতের সকল অঞ্চলেই ঘটিয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত : ভারতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। উক্ত বায়ু-প্রবাহ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় এবং জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহিয়া থাকে। আরব সাগর হইতে যে বায়ু-প্রবাহ উত্থিত হয় তাহা পশ্চিমঘাটে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই কারণে মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

আবার বঙ্গোপসাগরে যে বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা বঙ্গদেশ ও আসামে

বারিবর্ষণ করিতে করিতে তির্যকভাবে সম্মুখে ছুটিয়া চলে। অবশেষে উহা আসামের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বিপুল বারিবর্ষণ করে। আসামের চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। উহার পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৫০০" ইঞ্চি।

ভারতের কতিপয় স্থানের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত
আবু	৬১·৫৬ ইঞ্চি	যোধপুর	১৪৬·২১ ইঞ্চি
আগ্রা	২৬·৭৪ ”	জব্বলপুর	৫৭·৫৫ ”
আহ্মেদাবাদ	২৯·২১ ”	কানপুর	৩৫·৯১ ”
আজমীঢ়	২০·৭৭ ”	কোটা	২৯·৫৪ ”
আলীগড়	৩০·৮৫ ”	লক্ষ্ণৌ	৪০·০২ ”
এলাহাবাদ	৪১·৮২ ”	লুধিয়ানা	২৭·২১ ”
আম্বালা	৩২·৯৬ ”	মাদ্রাজ	৪৯·৯২ ”
বাঙ্গালোর	৩৪·০৮ ”	মহাবালেশ্বর	২৬১·২৩ ”
বেরিলী	৪২·৬৫ ”	মাঙ্গালোর	১২৯·৫৯ ”
ভূপাল	৫২·৩১ ”	মুসৌরী	৮৭·৬০ ”
বিকানীর	১১·৪৭ ”	মহীশূর	৩৯·১৮ ”
বোম্বাই	৭১·২১ ”	নাগপুর	৪১·২৪ ”
কলিকাতা	৬২·৯৮ ”	নয়াদিল্লী	২৬·২৪ ”
চেরাপুঞ্জী	৪২৫·২৩ ”	উতকামণ্ড	৫৪·৮৯ ”
কটক	৫৯·৯৭ ”	পাঁচমারি	৭৯·৬১ ”
দার্জিলিং	১২৬·২৪ ”	পাটনা	৪৬·৬৯ ”
দেরাদুন	৮৫·০৪ ”	পুণা	২৬·৪৯ ”
গৌহাটি	৬১·৪৬ ”	পুরী	৫৩·৬৬ ”
গোরক্ষপুর	৫০·১৬ ”	রাজকোট	২৪·৮০ ”
হিসার	১৬·৭৬ ”	শিলং	৮৪ ৬৪ ”
হায়দরাবাদ	২৯·৫২ ”	সিমলা	৬১·০৪ ”
ইন্দোর	৩৫·৭২ ”	শ্রীনগর	২৫·৯৯ ”
জয়পুর	২৪·০২ ”	ত্রিবান্দ্রাম	৬৬·৭৯ ”
জম্মু	৪২·১০ ”	বারাণসী	৪০·৯৭ ”
ঝাঁসী	৩৬·৮৭ ”		

ভারতের শাসনতন্ত্র

প্রথম ভাগঃ রাজ্যসংঘ ও ইহার রাজ্যক্ষেত্র

*১। (১) ভারত একটি রাজ্যসংঘ হইবে, (২) প্রথম তপশীলের (Schedule) ক, খ ও গ ভাগে বর্ণিত রাজ্যসমূহ ও তাহাদের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ উক্ত রাজ্যসংঘের অন্তর্ভুক্ত হইবে, † (৩) ভারতীয় রাজ্যসংঘ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত হইবে : (ক) বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, (খ) প্রথম তপশীলে 'খ' খণ্ডে বর্ণিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ ‡ এবং (গ এইরূপ রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, যাহা অর্জিত হইতে পারে।

২। সংসদ উপযুক্ত শর্তাদিতে আইনের দ্বারা নূতন রাজ্যসমূহ ভারতীয় রাজ্যসংঘে গ্রহণ অথবা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা (ক) কোন রাজ্য হইতে রাজ্যক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রসকল একত্রিত করিয়া, অথবা কোন রাজ্যের অংশবিশেষের সহিত কোন রাজ্যক্ষেত্র সংযোজিত করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিতে পারিবে ; (খ) কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিবে ; (গ) কোন রাজ্যের আয়তন হ্রাস করিতে পারিবে ; (ঘ) কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবে ; (ঙ) কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে।

এই সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহে কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদের কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে না।

---

*প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে এই সংখ্যাগুলি মূল শাসনতন্ত্রে ধারাসমূহের (Article) ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে।

† রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের ক, খ ও গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ লোপ করিয়া ১৪টি সমশ্রেণীর রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালে মে মাসে প্রাক্তন বোম্বাই রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া দুইটি নূতন রাজ্য গঠিত হয়। পুনরায় ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু 'নাগাভূমি' নামক একটি নূতন রাজ্য গঠনের কথা লোকসভায় ঘোষণা করেন। সুতরাং বর্তমানে ভারতের রাজ্যসংখ্যা ১৬টি। এই পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য শাসনতন্ত্রের আলোচ্য ধারাটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির সংশোধন করা হইয়াছে।

‡ খ খণ্ডে বর্ণিত রাজ্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

যদি বিলের প্রস্তাব প্রথম তপশীলের 'ক' বা 'খ' খণ্ডে বর্ণিত কোন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের সীমানার বা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত বিল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলীর মতামত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারণের পূর্বে বিলটি উথাপন করা যাইবে না।

৪। ২ ও ৩নং ধারার উল্লিখিত কোন আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, যদ্দ্বারা প্রয়োজন মত ১ম ও চতুর্থ তপশীলের সংশোধন করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাদিসহ এইরূপ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা থাকিবে, যাহা সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ নাগরিকতা

৫। এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় যাহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘের অধিবাসী ছিল এবং (ক) যাহাদের ভারতে জন্ম হইয়াছে, (খ) যাহাদের পিতা বা মাতা কেহ ভারতে জন্মিয়াছে, (গ) এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা, অন্যূন ৫ বৎসর যাবৎ ভারতে বাস করিয়াছে,—এইরূপ সকল ব্যক্তিই ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া আসিলে এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সময় তাহাকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদি—(ক) সে নিজে, বা তাহার পিতামাতা, কিংবা তাহার পিতামহ ও পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতে জন্মিয়া থাকে, (খ) (/০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি নিয়মিতরূপে ভারতেই বাস করিতেছে, অথবা (খ) (৵০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বা তাহার পরে ভারতে আসিয়াছে, সে যদি এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পদাধিকারীর বরাবর নির্ধারিত 'ফরমে' বিধিমতে দরখাস্ত করার ফলে তৎকর্তৃক ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেস্টারীভুক্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করার ঠিক পূর্ববর্তী অন্যূন ৬ মাস ভারতীয় এলাকায় বসবাস না করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে এইরূপভাবে রেজিস্টারীভুক্ত করা যাইবে না।

৭। ৫ ও ৬নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখের পরে ভারত হইতে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে, সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া আবার পুনর্বসতি বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রদত্ত কোন পারমিট-বলে ভারতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির উপর এই ধারার কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই ৬নং ধারার 'খ' দফার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই-এর পরে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৮। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা যাহার পিতামাতা কিংবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতীয় এলাকায় জন্মিয়াছিল, অথচ উক্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে বাস করে, সে যথাযথরূপে আবেদন করার ফলে তথাকার কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যদি তাহাকে ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেস্টারীভুক্ত করিয়া থাকেন।

৯। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকে, তবে সে ৫নং ধারার বলে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে না, কিংবা ৬নং বা ৮নং ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় ভাগঃ মৌলিক অধিকারসমূহ

(১) সমতার অধিকার

১৪। রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের কাছে সমতার অধিকার বা সমান সুবিধা-ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

১৫। (১) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানকে হেতু-রূপে ধরিয়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। (২) কোন ব্যক্তি তাহার ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণবশতঃ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরূপ অক্ষমতা বা বাধার সম্মুখীন হইবে না: (ক) দোকান, সাধারণ ভোজনাগার ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহে প্রবেশের অধিকার; অথবা (খ) সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ রাষ্ট্রের অর্থে সংরক্ষিত এবং সাধারণের ব্যবহারে

উৎসর্গিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা ও সাধারণের আশ্রয়স্থলসমূহে প্রবেশের অধিকার। (৩) রাষ্ট্র কর্তৃক নারী বা শিশুদের কল্যাণে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করার পক্ষে এই ধারা প্রতিবন্ধক হইবে না;

১৬। (১) সকল নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুবিধা থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্ম, জন্মস্থান ও বাসস্থানের কারণবশতঃ রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইবে না বা তাহার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। (৩) প্রথম তপশীলে বর্ণিত কোন রাজ্যে বা তদন্তর্গত কোন স্থানীয় বা অপর কর্তৃপক্ষের অধীন কোন এক শ্রেণীর বা একাধিক শ্রেণীর চাকুরিতে ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বসবাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক আইন রচনায় এই ধারার কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৪) রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, কোন অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিক রাষ্ট্রাধীন চাকুরিতে উপযুক্ত সংখ্যায় বহাল নাই, তবে তাহাদের জন্য রাষ্ট্র চাকুরি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু তাহার অন্তরায় হইবে না। (৫) কোন আইনে যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, কোন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা পরিচালক সমিতির সভ্য বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বী হইবে, তবে তাহা কার্যকরী করার পক্ষে এই ধারার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৭। অস্পৃশ্যতার বিলোপ করা হইল এবং কোনভাবে ইহার প্রতিপালন নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতা-হেতু কোন অযোগ্যতা বজায় রাখিলে, তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

১৮। (১) সামরিক বা বিদ্যাবত্তার সম্মানবোধক নহে—এরূপ কোন উপাধি রাষ্ট্র দান করিতে পারিবে না। (২) কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবে: (ক) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হইবার অধিকার, (গ) কোন সমিতি বা মণ্ডল গঠন, (ঘ) ভারতের সকল অঞ্চলে স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা, (ঙ) ভারতের যে-কোন অংশে বাস করা, (চ) সম্পত্তি-অর্জন বা রক্ষণ বা বিক্রয়, (ছ) যে কোন পেশা-গ্রহণ বা বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন। (২) মিথ্যা অপবাদ, মানহানি বা আদালত-অবমাননা, অথবা

শালীনতা ও নীতিবোধের পরিপন্থী, কিংবা যাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে—এইরূপ বিষয় সম্পর্কে চালু কোন আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়নে ১ দফায় 'ক' উপদফার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৩) ১ম দফার 'খ' উপদফায় যে-সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, জনস্বার্থের খাতিরে তাহার উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিয়া কোন চালু-আইন-প্রয়োগ করিলে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিলে উক্ত দফার উক্ত উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিবে না। (৪) ১ম দফার 'গ' উপদফায় বর্ণিত অধিকার সাধারণের স্বার্থে যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন চালু আইন প্রয়োগ করিতে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত দফার আলোচ্য উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৫) জনসাধারণের বা তপশীলভুক্ত কোন উপজাতির (Tribe) স্বার্থে ১ম দফার 'ঘ' 'ঙ', ও 'চ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার সংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফাসমূহের কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৬) ১ম দফার 'ছ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার জনস্বার্থের জন্য সংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগে বা নূতন আইন প্রণয়নে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না, বিশেষতঃ কোন পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য বিশেষ-ধরনের পেশাগত বা শিল্পগত গুণ নির্ধারণ করিয়া কোন বর্তমান আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

২০। (১) প্রচলিত আইন লংঘন না করিলে কোন ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা যাইবে না এবং কোন অপরাধ করার সম্বন্ধে প্রচলিত আইন-অনুমোদিত দণ্ড অপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে না। (৩) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাইবে না।

২১। আইনতঃ সিদ্ধ কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তির প্রাণ বা স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না।

২২। (১) যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ না জানাইয়া কোন ধৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না, অথবা তাহার ইচ্ছামত কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বা তদ্দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) প্রত্যেক ধৃত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত

যাতায়াতের সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পরে একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এইরূপ ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না। (৩) ১ ও ২নং দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না : (ক) যে বর্তমানে শত্রু-রাষ্ট্রের লোক, (খ) যে আইনে অপরাধ-নিবারণকল্পে আটকের ব্যবস্থা আছে, এরূপ আইনবলে ধৃত অথবা আটক ব্যক্তি। (৪) কোন অপরাধ-নিবারক আইনের বলে নিম্নলিখিত শর্ত পালন না করিয়া কোন ব্যক্তিকে ৩ মাসের অধিক আটক রাখা যাইবে না : (ক) বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি আছেন বা একদা ছিলেন, কিংবা তাহা হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন—এরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গঠিত একটি উপদেষ্টামণ্ডলী (Advisory Board) উক্ত ৩ মাস সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এরূপ আটক অনুমোদন করিয়া রিপোর্ট দিবেন। ব্যবস্থা থাকে যে, সংসদ কর্তৃক ৭নং দফার 'খ' উপদফা অনুযায়ী রচিত আইন বলে নির্ধারিত দীর্ঘতম সময়ের পরে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না ; আলোচ্য উপদফা ঐরূপ আটক অনুমোদন করিবে না ; অথবা (খ) কোন ব্যক্তিকে ৭নং দফার 'ক' ও 'খ' উপদফা অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের ব্যবস্থা অনুসারে আটক করা হইয়া থাকে। (৫) যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধ নিরোধক আটক আইন অনুযায়ী আদেশের বলে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সত্বর, যে যুক্তিসমূহের বলে উক্ত আদেশ দান করা হইয়াছে, তাহা তাহাকে জানাইতে হইবে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। (৬) ৫নং দফার কোন কিছু এমন কোন তথ্য প্রকাশের জন্য আদেশ দিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিবে না, যাহা জনস্বার্থের বিরোধী। (৭) সংসদ আইন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আদেশ দিতে পারিবে : (ক) কোন কোন অবস্থায় ও ক্ষেত্রে উপদেষ্টামণ্ডলীর সুপারিশ ব্যতীতই ৩ মাসের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে, (খ) অপরাধ-নিরোধক আটকের ব্যবস্থাযুক্ত কোন আইনবলে কোন ব্যক্তিকে আটকের দীর্ঘতম মেয়াদের নির্দেশ, (গ) উপদেষ্টামণ্ডলী ৪নং দফার 'ক' উপদফা অনুযায়ী কি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান-কার্য চালাইবেন।

(৩) শোষণ হইতে মুক্তি

২৩। নরনারী ক্রয়বিক্রয়, বেগার-প্রথা ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ হইল এবং এই ব্যবস্থার লংঘন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। (২) রাষ্ট্র

জনসাধারণের স্বার্থে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর কোন বিভেদ না করিয়া বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন করিতে পারিবে।

২৪। ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন কিশোর-কিশোরীকে কারখানা, খনি বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ধর্মগত স্বাধীনতার অধিকার

২৫। (১) সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিক বোধ, স্বাস্থ্যবিধি এবং এই ভাগে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা সাপেক্ষে সকলেরই বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও প্রচারের অধিকার থাকিবে। (২) (ক ও খ) ইহা সত্ত্বেও আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট করিলে তাহা নিয়ন্ত্রণের এবং সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অথবা হিন্দুদের সাধারণ ধর্ম-মন্দিরগুলি সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে।

ব্যাখ্যা (১ ও ২)। কৃপাণধারণ ও বহন শিখধর্মের অঙ্গবিশেষ ; 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ দ্বারা শিখ, জৈন ও বৌদ্ধকেও বুঝাইবে এবং হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠান বলিলেও ঐ মর্মেই অর্থ করিতে হইবে।

২৬। (ক, খ ও গ)। সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিক বোধ ও স্বাস্থ্যবিধি সাপেক্ষে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মগত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রীতিনীতি পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তাহার নিজ ধর্মসম্পর্কিত রীতিনীতি সম্পাদন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব অর্জন এবং আইনমতে তাহা পরিচালনার অধিকারও তাহার থাকিবে।

২৭। কোন বিশেষ ধর্ম প্রসারের ব্যয়নির্বাহার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, এইরূপ চাঁদাদানে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা চলিবে না।

২৮। (১) রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষালয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ দেওয়া চলিবে না। (২) ধর্মশিক্ষার জন্য কোন দান বা ট্রাস্টের ফলে প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষালয় রাষ্ট্রপরিচালিত হইলেও তাহাতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে। (৩) অভিভাবক (নাবালকের ক্ষেত্রে) সম্মতি না দিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে কাহাকেও ধর্মাচরণে বাধ্য করা হইবে না।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

২৯। (১) ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে যদি শ্রেণীবিশেষের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকে তবে তাহা রক্ষা করার অধিকার

তাহাদের থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার হেতু কোন নাগরিক রাষ্ট্র-পরিচালিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইবে না।

৩০। (১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনের অধিকার থাকিবে। (২) ধর্মের ভিত্তিতেই হউক, অথবা ভাষার ভিত্তিতেই হউক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত বলিয়াই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।

(৬) সম্পত্তির অধিকার

৩১। (১) আইনের ক্ষমতা ব্যতীত কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। (২) কোন আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ না থাকিলে উক্ত আইনের বলে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কার্যে অধিকার করা যাইবে না। (৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ২নং দফার উল্লিখিত কোন আইন প্রণীত হইলে, তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখা হইবে, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হইবে না।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান লাভের অধিকার

৩২। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ কার্যকরী করার জন্য যথাবিহিত উপায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। (২) এইভাগে যে-সমস্ত অধিকার প্রদত্ত হইল তাহা কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় যথাযোগ্যভাবে সকল আদেশ, নিষেধাজ্ঞা বা লেখ জারী করিতে পারিবে।

৩৩। সৈন্যবাহিনী বা শৃঙ্খলারক্ষার্থ নিযুক্ত বাহিনীর লোকেরা যাহাতে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহ তাহাদের সম্পর্কে কতদূর সংকুচিত বা বাতিল করা হইবে, তাহা সংসদ আইন করিয়া স্থির করিবে।

৩৪। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া কেন্দ্রের বা কোন রাজ্যের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, ভারতের কোন স্থানে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কার্যের জন্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে পারে বা অনুরূপ অঞ্চলে

সামরিক বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, শাস্তি, বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ বা অন্য কোন কার্য বৈধ বলিয়া অনুমোদন করিতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি (চতুর্থভাগ)

৩৭। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলী কোন বিচারলয় কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে না সত্য, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে দেশ শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

৩৮। রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিবে, যাহাতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

৩৯। রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য তাহার নীতি পরিচালনা করিবে: (ক) নারীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই জীবিকার্জনের অধিকার থাকিবে ; (খ) জাতির বাস্তব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে বন্টিত হইবে, যাহাতে সাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় ; (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-পরিচালনার ফলে যেন সাধারণের ক্ষতি করিয়া ধন ও উৎপাদন-পন্থা কোথাও কেন্দ্রীভূত না হয় ; (ঘ) নারীপুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাইবার অধিকার থাকিবে ; (ঙ) নারী ও পুরুষ-শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং বালকবালিকাদের অপরিণত বয়সের অসদ্ব্যবহার করা চলিবে না এবং নাগরিকগণ যেন অভাবের তাড়নায় তাহাদের বয়স ও শক্তির প্রতিকূল কোন কার্য করিতে বাধ্য না হয় ; (চ) কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

৪০। গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ গঠন করিয়া তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, যেন তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গস্বরূপ কার্য করিতে পারে।

৪১। রাজ্য আপন আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে সকলেই কার্যের ও শিক্ষালাভের অধিকার লাভ করে এবং কর্মহীনতা, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে।

৪২। কর্ম সম্পাদনের পরিবেশ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় এবং প্রসূতিকে সাহায্য দান করা হয়, রাজ্য তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৪৩। শ্রমিকের কর্ম, মজুরী ও অন্যান্য সুখসুবিধা রক্ষার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। ভারতে সর্বত্র নাগরিকগণ যাহাতে একই প্রকার শাসনবিধি লাভ করে, রাষ্ট্র তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

৪৫। এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করিবে।

৪৬। রাষ্ট্র জনগণের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীসমূহের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত জাতি ও আদিবাসীসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিবে এবং তাহাদিগকে সকল শোষণ ও সামাজিক অবিচার হইতে রক্ষা করিবে।

৪৭। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে জ্ঞান করিবে এবং বিশেষতঃ ক্ষতিকর মাদক পানায়, চিকিৎসার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে, নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করিবে।

৪৮। রাষ্ট্র কৃষক ও পশুপালক শ্রেণীকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিবে এবং বিশেষতঃ উন্নত শ্রেণীর পশুশাবক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং গো, গোবৎস ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশুহত্যা নিবারণে চেষ্টা করিবে।

৪৯। সংসদ শিল্পকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ যে সকল বস্তুকে ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান বা জিনিসকে আইনের দ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবে, সেগুলিকে ক্ষতি, বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা এবং উহাদের স্থানান্তর বা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৫০। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করার ব্যবস্থা করিবে।

৫১। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যত্নবান হইবে : (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ; (খ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখা ; (গ) সুসংহত জাতিসমূহের সঙ্গে পারস্পারিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক আইন এবং সন্ধি ও চুক্তির বাধ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ; (ঘ) মধ্যস্থতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসায় উৎসাহ দান।

রাষ্ট্রসংঘ (পঞ্চমভাগ)

১ম পরিচ্ছেদ—শাসন বিভাগ

৫২। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি (President) থাকিবেন।

৫৩। (১) রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অধীন পদাধিকারিগণের (Officers) মারফত এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। (২) পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সাধারণ নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supreme Command) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তাহার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। (৩) কোন রাজ্যের সরকারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করা বা বিধিদ্বারা রাষ্ট্রপতি ব্যতীত অপর কোন অধিকারীর (authority) হাতে ক্ষমতা অর্পণে সংসদকে বাধাদান করা এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নহে।

৫৪। (ক) (খ) সংসদের উভয় সভার (House) নির্বাচিত সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান-সভার নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন।

৫৬। (১—ক, খ, গ) (২) কার্যারম্ভের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর কাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি স্বীয় হস্তাক্ষরে লিখিতভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া তাঁহার পদত্যাগ করিতে পারেন; রাষ্ট্রপতিকে শাসনতন্ত্র অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ৬১ নং ধারায় বর্ণিত উপায়ে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে; রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না-করা পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্রের বিষয় অবিলম্বে তিনি লোকসভার অধ্যক্ষের (Speaker) গোচরীভূত করিবেন।

৫৭। যে ব্যক্তি একবার রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তিনি শাসনতন্ত্রের অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে উক্ত পদে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

৫৮। (১—ক, খ, গ) (২) যে ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নহেন, যাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর নহে বা যিনি লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচনের যোগ্য নহেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

৫৯। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। যদি অনুরূপ কোন সদস্যপদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের তারিখে উক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করিবেন না।

৬১। (১) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র লংঘনের অভিযোগ সংসদের যে-কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে। (২—ক, খ) এইরূপ অভিযোগ করিতে হইলে প্রস্তাব উত্থাপনের অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে সভার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনুরূপ প্রস্তাব সভার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। (৩) যখন সংসদের কোন একটি সভায় উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইবে, তখন অপর সভা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে এবং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার প্রতিনিধি ঐ অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। (৪) যদি অনুসন্ধানের ফলে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি অপসারিত হইবেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৩। ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

৬৪। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার (Council of States) সভাপতি হইবেন এবং তিনি অপর কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। যে সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন, সে সময় তিনি রাজ্যসভার সভাপতি থাকিবেন না এবং উক্ত সভাপতির প্রাপ্য বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভোগ করিতে পারিবেন না।

৬৬। (১) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার সদস্যগণের সম্মিলিত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-রীতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন। (২) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। অনুরূপ সদস্য উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে কার্যভার গ্রহণের সময় উক্ত সদস্যপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩—ক, খ, গ) ভারতীয় নাগরিক বা অনূ্যন ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে বা রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে, কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

(৪) যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬৭। (ক) (খ) (গ) উপরাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর স্বপদে বহাল থাকিবেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে স্বহস্তে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সকল সদস্যের বেশীর ভাগ সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং লোকসভা তাহা অনুমোদন করিলে, উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে।

৭১। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও বিতর্ক সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিচারালয় অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিবে। উক্ত বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তির নির্বাচন নাকচ করা হয়, তবে নাকচ করিবার পূর্বে তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যাবলী বাতিল হইবে না।

মন্ত্রিপরিষদ্

৭৪। (১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে এবং প্রধান মন্ত্রী তাহার নেতা থাকিবেন। (২) মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছেন কিনা এবং কিরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন করা চলিবে না।

৭৫। (১) রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। (২) রাষ্ট্রপতির আস্থা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্বপদে বহাল থাকিবেন। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির পরিচালনায় নিজ নিজ কার্যের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথের খসড়া ৩য় তপশীলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৫) কোন সময়ে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ৬ মাস সংসদের কোন সভারই সদস্য না থাকেন, তবে উক্ত ৬ মাস অতীত হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না।

সরকারী কার্য-পরিচালন

৭৭। ভারত সরকারের শাসন বিভাগের সকল কার্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হইবে। (২) রাষ্ট্রপতির নামে যে সমস্ত আদেশ ও নির্দেশনামা জারী ও

কার্যকরী করা হয়, তাহা তৎকর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে তাঁহার দ্বারা প্রামাণ্য করাইয়া লইতে হইবে এবং ঐরূপ কোন আদেশ বা নির্দেশনামা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত নহে—এই যুক্তিতে তৎসম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না। (৩) ভারত সরকারের কার্য সুবিধাজনকভাবে সম্পাদনের জন্য এবং উক্ত কার্য মন্ত্রিগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নিয়মাবলী রচনা করিতে হইবে।

৭৮। প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য হইবে : (ক) রাজ্যসঙ্ঘের কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানান ; (খ) কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে সকল তথ্য তলব করিবেন, সেগুলি সরবরাহ করা ; (গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োজনবোধে এরূপ কোন বিষয় মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপিত করা, যে সম্পর্কে জনৈক মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরিষদে তাহা বিবেচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংসদ (Parliament)

৭৯। ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের একটি সংসদ থাকিবে ; তাহা রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা (House of the People) ও রাজ্যসভা (Council of States) নামক দুইটি সভা লইয়া গঠিত হইবে।

৮০। (১) রাজ্যসভা এইভাবে গঠিত হইবে : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনীত হইবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্যগণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ-সেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৮১। লোকসভায় অনধিক ৫০০ জন সদস্য থাকিবেন এবং তাঁহারা রাজ্যসমূহের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত ও গঠিত করিতে হইবে, এবং অনুরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য সদস্য সংখ্যা এমনভাবে বণ্টন করা হইবে, যেন প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অনধিক একজন করিয়া সদস্য থাকেন।*

* এই ধারাটি ১৯৫২ সালে সংশোধন করার ফলে "প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং" এই কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালের মে মাসে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের হার রদবদলের জন্য ইহা করার আবশ্যক হইয়াছিল।

৮৩। (১) রাজ্যসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রতি দ্বিতীয় বর্ষান্তে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্পাদিত ব্যবস্থানুযায়ী এক তৃতীয়াংশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিবেন। (২) লোকসভা ইহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে, যদি তৎপূর্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। উক্ত ৫ বৎসরের শেষে লোকসভার বিলুপ্তি হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, কোন জরুরী অবস্থা-জ্ঞাপক ঘোষণা বিদ্যমান থাকাকালে সংসদ আইন করিয়া লোকসভার আয়ুষ্কাল এককালে অনধিক এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উক্ত ঘোষণা রহিত হইবার পর কোনক্রমেই উক্ত আয়ুষ্কাল ৬ মাসের বেশী বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

৮৪। সংসদের আসনলাভ করিতে হইলে সেই ব্যক্তি (ক) ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (খ) রাজ্যসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ৩৫ বৎসর এবং লোকসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন এবং (গ) সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য গুণের অধিকারী হইবেন।

৮৫। (১) সংসদের উভয় গৃহের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আহ্বান করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী অধিবেশন শেষ হইবার অনধিক ৬ মাসের মধ্যেই পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (২) ১নং ধারার ব্যবস্থাদি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সময় সময় এরূপ স্থানে বা কালে উভয় সভার বা যে কোন সভার অধিবেশন আরম্ভ করিতে পারিবেন, যাহা তিনি উচিত মনে করিবেন, সংসদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

৮৮। প্রত্যেক মন্ত্রী ও ভারতের মহান্যায়বাদী (Attorney-General) সংসদের যে কোন সভার কিংবা উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে, এবং তিনি সংসদের কোন কমিটির সভ্য মনোনীত হইলে, উক্ত কমিটির বৈঠকে বক্তৃতা-দানের বা কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার পাইবেন, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

৯৩। লোকসভা, যত শীঘ্র সম্ভব, গৃহের দুইজন সদস্যকে অধ্যক্ষ (Speaker) ও উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবে এবং তাঁহাদের মধ্যে যখনই যাঁহার পদ শূন্য হইবে তখন লোকসভা পুনরায় নির্বাচন করিবে।

৯৪। লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি লোকসভার সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে; অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়া যে-কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। লোকসভার সদস্যদের অধিকাংশের

গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ব্যবস্থা থাকে যে, অন্যূন ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না।

১০০। সংসদ অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সংসদের যে-কোন সভার সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশ উপস্থিত থাকিলেই 'কোরাম' হইবে। সভার যদি কোনও সময়ে 'কোরাম' না হয়, তবে অধ্যক্ষ বা সভাপতি সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবেন বা 'কোরাম' না হওয়া পর্যন্ত সভা বন্ধ রাখিবেন।

১০১। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের উভয় সভার সদস্য নির্বাচিত হইলে, তাঁহাকে যে কোন একটি সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। (২) কোন ব্যক্তি একই কালে সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন না। (৩) যদি বিনা অনুমতিতে কোন সদস্য ৬০ দিনের সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সংসদ তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

১০৩। কোন সদস্য-সম্পর্কে অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠিলে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের জন্য তাহা উল্লিখিত হইবে ; রাষ্ট্রপতি ইলেক্‌শন কমিশনের মতামত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

১০৪। যদি কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের পূর্বেই সংসদে আসন গ্রহণ করে বা ভোট দেয়, অথবা যদি সে জানে যে, উহার সদস্যপদের যোগ্যতা তাহার নাই, সংসদের কোন আইনের জন্য তাহার অনুরূপ আচরণ করার অধিকার নাই তবে প্রত্যেক দিন আসন গ্রহণের জন্য তাহাকে ৫০০৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করা যাইবে এবং এই অর্থ রাষ্ট্রের নিকট ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য।

১০৫। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে সদস্যগণ সংসদে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন ; সংসদে কোন উক্তি করার জন্য বা ভোট প্রদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না।

১১১। কোন 'বিল' সংসদে গৃহীত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হইবে এবং তিনি ঐ 'বিল' অনুমোদন করিলেন বা অনুমোদন স্থগিত রাখিলেন তাহা ঘোষণা করিবেন।

১১২। (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সংসদের নিকট উপস্থাপিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২০। সংসদের কার্যপ্রণালী হিন্দী বা ইংরাজীতে পরিচালিত হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, রাজ্যসভার সভাপতি বা লোকসভার অধ্যক্ষ কোন সদস্য

ইংরাজী বা হিন্দীতে সম্যকৃভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দিতে পারেন।

১২১। সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) বা হাইকোর্টের বিচারপতির কোন আচরণ সম্পর্কে সংসদে কোন আলোচনা হইবে না। কেবল বিচারপতি অপসারণ প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন উত্থাপন করার সময়েই উহা করা চলিবে।

১২২। রীতিনীতির কোন ত্রুটির অজুহাতে সংসদের কোন কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি করা চলিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

১২৩। কেবল যখন সংসদের উভয় সভার অধিবেশন চলিতেছে, সে সময় ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থা বিদ্যমান যাহাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তবে তিনি তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনানুরূপ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। অত্র বর্ণিত অর্ডিন্যান্স সংসদ-কৃত আইনের মতই হইবে, কিন্তু সংসদের উভয় সভাতেই অর্ডিন্যান্সটি উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদের পুনরধিবেশনের ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজ্যসঙ্ঘের বিচার বিভাগ

১২৪। ভারতে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) থাকিবে এবং তাহা একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ৭ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কোন বিচারপতি স্বহস্তে রাষ্ট্রপতিকে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। ভারতের নাগরিক না হইলে এবং নিম্নলিখিত গুণাবলী না থাকিলে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতি হইতে পারিবেন না : (ক) অন্যূন ৫ বৎসর কোন হাইকোর্টের কিংবা পরপর দুই বা ততোধিক অনুরূপ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন, (খ) কোন হাইকোর্টে অন্ততঃ ১০ বৎসর এডভোকেট ছিলেন এবং (গ) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হওয়া চাই। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কাহারও পক্ষে ওকালতি কিংবা অন্য কোন কার্য করিতে পারিবেন না।

১৩১। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা-সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রসমূহে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারের মৌলিক অধিকার থাকিবে : (ক) ভারত

সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে, অথবা (খ) এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপর পক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে।

১৩২। (১) যদি ভারতের কোন হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মামলায় এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা-ঘটিত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়, তবে সেই হাইকোর্ট কর্তৃক দেওয়ানী, ফৌজদারী, বা অন্য কোন মামলায় প্রদত্ত রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে। (২) হাইকোর্ট উক্ত সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে, সর্বোচ্চ বিচারালয় যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে ঐ মামলায় রায়, ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতি দান করিতে পারে।

১৩৩। ভারতে অবস্থিত কোন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত মর্মে সার্টিফিকেট দিলে দেওয়ানী মামলায় তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে : (ক) মামলার বিষয়-বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য ২০ হাজার টাকা বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অনুরূপ অথবা (খ) যে রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি-সম্পর্কিত দাবীর সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা (গ) বিষয়টি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীলযোগ্য।

১৩৪। কোন ফৌজদারী মামলায় কোন :হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যাইতে পারে : (ক) যদি কোন হাইকোর্ট আপীলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা (খ) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা স্বয়ং বিচারার্থ তুলিয়া আনে এবং উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কিংবা (গ) যদি হাইকোর্ট মামলাটি আপীলযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয়।

১৩৬। এই পরিচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, সর্বোচ্চ বিচারালয় আপন বিবেচনায় যে-কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি দান করিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সশস্ত্র বাহিনী-সম্পর্কিত বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যালের কোন রায়, আদেশ বা দণ্ডাদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

১৪১। সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের অন্যান্য বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

রাজ্যসমূহ (ষষ্ঠ ভাগ)

[দ্রষ্টব্য : মূল শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠভাগে 'ক' শ্রেণীভুক্ত ৯টি রাজ্যের শাসন-বিধি বর্ণিত হইয়াছিল এবং ৭ম ও ৮ম ভাগে যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য-গুলির শাসন বিধির ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 'ক' 'খ' ও 'গ' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ বিলোপ করিয়া ১৪টি সমশ্রেণীভুক্ত রাজ্যে একজাতীয় শাসনবিধি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামক দুইটি নূতন রাজ্য গঠনের ফলে বর্তমানে ভারতীয় অঙ্গরাজ্য সমূহের সংখ্যা ১৫টি। 'শাসনতন্ত্রের সংশোধন' অধ্যায়ে এই পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হোক, উক্ত শাসনবিধির চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল—সঃ বঃ]

(১৫২-১৬২) রাজ্যপাল : প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপাল ভারতের নাগরিক ও অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না বা বেতনভুক কোন কার্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি তাহা শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বয়ং বা অধীনস্থ পদাধিকারীর মারফত প্রয়োগ করিবেন। বিধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে তিনি জরুরী অবস্থাবোধে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ামাত্র উক্ত অর্ডিন্যান্স উপস্থাপিত করিতে হইবে, অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাজ্যপাল যে-কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারেন।

(১৬৩-১৬৪) মন্ত্রিপরিষদ : রাজ্যপালকে তাঁহার কার্য সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য এবং পরামর্শ দানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপালের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। ব্যবস্থা থাকে যে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অধিবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য ঐ সকল রাজ্যে একজন করিয়া মন্ত্রী থাকিবেন।

(১৬৮-২১২) **বিধানমণ্ডল :** প্রতি রাজ্যে একটি বিধানমণ্ডলী থাকিবে। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর ২টি সভা থাকিবে, একটির নাম বিধানসভা ও অপরটির নাম বিধান-পরিষদ। অবশিষ্ট রাজ্যসমূহে একমাত্র বিধানসভা থাকিবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ৭৫০০০ লোকপিছু একজন সদস্য থাকিবেন। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা কোনক্রমেই ৫ শতকের অধিক বা ৬০ জনের কম হইবে না। সাধারণতঃ, বিধানসভা উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে—যদি পূর্বেই উহার বিলোপ সাধন না করা হয়। জরুরী ঘোষণা বর্তমান থাকিলে বিধানসভার আয়ুষ্কাল সংসদ আইন করিয়া এক দফায় একবৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর উক্ত মেয়াদ কোনক্রমেই ৬ মাসের অধিক বাড়ান যাইবে না। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন। বিধান-পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন উপ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন। কোন একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা ও বিধান-পরিষদের ক্ষমতা, অধিকার ও কার্যপদ্ধতি যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্য-সভার প্রায় অনুরূপ।

(২১৪-২৩২) **হাইকোর্ট :** প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে। উহার প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিবেন। উক্ত বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক হাইকোর্ট ইহার এলাকাভুক্ত সমস্ত নিম্ন-আদালতের কার্য-তত্ত্বাবধানে অধিকারী থাকিবেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক (একাদশ ভাগ)

(২৪৫-২৫৫) সংসদ ভারতের সকল বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করিতে পারিবে এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমগ্র বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। রাজ্যসংঘ ও রাজ্যসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন রচনা করার অধিকারী তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য শাসনতন্ত্রের ৭ম তপশীলে ৩টি বিষয়সূচী সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 'সংঘসূচী'র (Union list) অন্তর্গত ৯৭টি বিষয়ে সংসদ আইন রচনা করিবে, 'রাজ্যসূচী'র (State list) অন্তর্গত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য

বিধানমণ্ডলী আইন রচনা করিতে পারিবে এবং 'সংযুক্ত স্থচী' (Concurrent list) বলিয়া বর্ণিত ৪৭টি বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন রচনা করিতে পারিবে। উল্লেখ থাকে যে, রাজ্যস্থচী ও সংযুক্ত স্থচীতে উল্লিখিত হয় নাই এরূপ বিষয়ে কেবলমাত্র সংসদ আইন করিতে পারিবে। রাজ্যসভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যস্থচীর কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন করা প্রয়োজন, তবে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকাকালে (ইহা এক বৎসর বলবৎ থাকিবে) সংসদ উক্ত বিষয়ে আইন রচনা করিতে পারিবে। উক্ত সিদ্ধান্তের মেয়াদ শেষ হইলে আবার এক বৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কোন আপৎকালীন ঘোষণা বিদ্যমান থাকিলে সংসদ রাজ্যস্থচীর যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২৫৬-২৬৩) প্রশাসনিক সম্পর্ক: সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এবং রাজ্যসংঘের ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় এই ভাবে প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কোন রাজ্যকে নির্দেশদান করা রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতাভুক্ত কোন বিষয় কোন রাজ্যের উপর শর্তাধীনে বা বিনাশর্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন। 'খ' শ্রেণীভুক্ত কোন রাজ্যের যদি এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সেনাবাহিনী থাকিয়া থাকে, তবে সংসদ অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ঐ সেনাবাহিনী রাখা চলিবে। কিন্তু উহা রাজ্যসংঘের সেনাবাহিনীর অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে। ভারতের যে-কোন অঞ্চলের যে-কোন দেওয়ানী আদালতের রায় বা আদেশ ভারতের যে-কোন স্থানে কার্যকরী করা যাইবে। একাধিক রাজ্যের অন্তর্বর্তী কোন নদ বা নদীর উপত্যকার ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ লইয়া কোন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইন করিয়া সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

নির্বাচন (পঞ্চদশভাগ)

(৩২৪-৩২৯) সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার সমুদয় নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নির্বাচন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা বিরোধের মীমাংসার জন্য 'ইলেকশন 'ট্রাইবুন্যাল' গঠন ইত্যাদি সকলকার্য পরিচালনার দায়িত্ব একটি 'ইলেকশন-কমিশনে'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক ভোটদাতাগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে উক্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন ব্যক্তির ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গকে অযোগ্যতার কারণ বলিয়া ধরা হইবে না। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা-সমূহের নির্বাচনে ভোটদান করিতে হইলে এই সকল যোগ্যতা থাকা দরকার— ভারতীয় নাগরিক, অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক এবং যাহার চরিত্র অপরাধ, দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপহেতু কলঙ্কপূর্ণ নহে।

সরকারী ভাষা (সপ্তদশ ভাগ)

৩৪৩। (১) দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ভারতীয় রাজ্যসংঘের সরকারী ভাষা হইবে। আন্তর্জাতিক অক্ষরে লিখিত ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যাসমূহ রাজ্যসংঘের সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইবে। (২) ১নং দফায় যাহাই থাকুক না কেন, শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সরকারী কার্যে পূর্বের ন্যায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করিয়া ইংরাজী ভাষা ছাড়াও সরকারী কার্যে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। (৩) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত ১৫ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইবার পরেও সংসদ আইন করিয়া কোন নির্দিষ্ট কার্যের (যাহা উক্ত আইনে উল্লিখিত হইবে) জন্য ইংরাজী ভাষা বা দেবনাগরী গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৩৪৫। কোন রাজ্যের বিধানগুলী আইন করিয়া উক্ত রাজ্যে চালু আছে এইরূপ এক বা একাধিক ভাষা কিংবা হিন্দী ভাষাকে রাজ্যের সরকারী কার্যে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রকাশ থাকে যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করিলে পূর্বের মত ইংরাজী ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

৩৪৮। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত (ক) সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট-সমূহের সকল কার্যাদি, (খ) সংসদে ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে যে বিল উপস্থাপিত হইবে, কিংবা সংসদ ও বিধানমণ্ডলী কর্তৃক যে সকল আইন প্রণীত হইবে, কিংবা রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ কর্তৃক যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে, কিংবা এই শাসনতন্ত্রের অধীনে যে-সকল আদেশ, নিয়ম, বিধান বা উপবিধি প্রচারিত হইবে তাহাদের মূল বয়ান ইংরাজী ভাষায় রচিত হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে তাহার

তালিকা শাসনতন্ত্রের ৮ম তপশীলে প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ভাষাগুলি হইতেছেছে—১। অসমীয়া ২। বাংলা। ৩। গুজরাটি। ৪। হিন্দী। ৫। কানাড়া। ৬। কাশ্মীরী। ৭। মালয়ালম। ৮। মারাঠী। ৯। উড়িয়া। ১০। পাঞ্জাবী। ১১। সংস্কৃত। ১২। তামিল। ১৩। তেলেগু। ১৪। উর্দু।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি (দ্বিতীয় তপশীল)

রাষ্ট্রপতি মাসিক ১০,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক রাজ্যপাল মাসিক ৫,৫০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। ইহা ব্যতীত ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল যে সকল ভাতা ও সুখ সুবিধা পাইয়া থাকিতেন রাষ্ট্রপতি তৎসমুদয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

উক্ত ডোমিনিয়নের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ যে সকল ভাতা ও সুখ সুবিধা পাইতেন বর্তমান রাজ্যপালগণও তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে যে হারে বেতন দেওয়া হইত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণও সেই হারেই বেতন পাইবেন। পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ যে হারে বেতন পাইতেন বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিগণও সেই হারে বেতন পাইবেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫,০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিকে মাসিক ৩,৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে এ পর্যন্ত উহার কতিপয় সংশোধন সাধন করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সংশোধনসমূহের চুম্বক দেওয়া হইল।

১। **সংবিধান (১ম সংশোধন) আইন, ১৯৫১ঃ** ইহা দ্বারা শাসনতন্ত্রের ১৯ ও ৩১ ধারা দুইটির গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। ১৯নং ধারায় ভারতীয় নাগরিককে যে 'বাক্যের স্বাধীনতা' দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য উহার উপযুক্ত সংশোধন করা হয়। ৩১ নং ধারায়

প্রদত্ত 'সম্পত্তির অধিকার' সংশোধন করিয়া ৩১ক ও ৩১খ নামক দুইটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করা হয়।

২। **সংবিধান (২য় সংশোধন) আইন, ১৯৫২ঃ** এতদ্বারা ৮১নং ধারায় 'খ' দফাটির সংশোধন করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, লোকসভায় "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষের জন্য অনধিক একজন জনপ্রতিনিধি থাকিবেন।" কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের আনুপাতিক হার পরিবর্তন করার আবশ্যক হয়। তদনুসারে "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং" এই কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে প্রতিনিধি নির্বাচন কেন্দ্রে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ সংখ্যা বিলুপ্ত হয়।

৩। **সংবিধান (৩য় সংশোধন) আইন, ১৯৫৪ঃ** এই সংশোধনের দ্বারা কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংযুক্ত সূচীতে সন্নিবেশ করা হয়।

৪। **সংবিধান (৪র্থ সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ঃ** রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করা সম্পর্কে যে সকল আইনগত আপত্তি উঠিয়াছে তাহা খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য সংশোধন করা হয়।

৫। **সংবিধান (৫ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ঃ** ৩নং ধারার যে অংশে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এতদ্বারা তাহার সংশোধন করা হইয়াছে।

৬। **সংবিধান (৬ষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ** বিক্রয়কর সংগ্রহের আইন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংশোধন করা হয়। ইহা দ্বারা সংঘসূচীতে '৯২ক' নামক একটি নূতন বিষয় সন্নিবেশ এবং রাজ্যসূচীর ৫৪নং বিষয়টির সংশোধন করা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা সংবিধানের ২৮নং ধারাটিরও সংশোধন করা হইয়াছে।

৭। **সংবিধান (৭ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ** ভারতীয় রাজ্যসমূহ যে ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই আলোচ্য সংশোধন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ইহা কার্যকর করা হইয়াছে। এতদ্বারা 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের পার্থক্য লোপ করিয়া ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫২০ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০০ জন সদস্য বিভিন্ন রাজ্য হইতে এবং অবশিষ্ট ২০ জন কেন্দ্রীয়

অঞ্চলগুলি হইতে আসিবেন। রাজ্য বিধানসভা সম্পর্কে নিয়ম করা হইয়াছে, যে, অনধিক ৫০০ এবং অন্যূন ৬০ জন সদস্য (যাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন) লইয়া বিধান সভা গঠিত হইবে। কোন রাজ্যের বিধান-পরিষদের সদস্য সংখ্যা উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারিবে না। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর সুপ্রীমকোর্টে এবং যে হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন সেই হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে পারিবেন। দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একই ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করা যাইবে।

আলোচ্য সংশোধনের ফলে সংবিধানের ১, ৮০, ৮১, ৮২, ১৩১, ১৫৩, ১৫৮, ১৭০, ১৭১, ২২২, ২৩০, ২৩১ এবং ২৩২নং ধারাসমূহের পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

৮। সংবিধান (৮ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৯ঃ সংবিধানের ৩৩৪নং ধারাটি সংশোধন করিয়া তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়-এর জন্য লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় মনোনয়ন দ্বারা আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আরও দশ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়।

৯। সংবিধান (৯ম সংশোধন) আইন, ১৯৬০ঃ ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গের বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের প্রথম তপশীলের সংশোধন করা হয়।

১০। সংবিধান (১০ম সংশোধন) আইন, ১৯৬১ঃ সংবিধানের এই সংশোধনের ফলে ভূতপূর্ব পর্তুগীজ অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আদমসুমারী

[সেন্সাস]

স্বাধীন ভারতের প্রথম সেন্সাস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। উহার পূর্বে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে আরও সাতবার লোকগণনা বা সেন্সাস হইয়াছিল। ভারতের সর্বশেষ সেন্সাস সম্পন্ন হইয়াছে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। পূর্ববর্তী সেন্সাস সমূহ অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যার খাতিয়ান নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৮৮১ ...	২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ	১৯২১ ...	৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ
১৮৯১ ...	২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ	১৯৩১ ...	৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ
১৯০১ ...	২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ	১৯৪১ ...	৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ
১৯১১ ...	৩১ কোটি ৫২ লক্ষ	১৯৫১* ...	৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ

॥ ১৯৬১ সালের সেন্সাস ॥

১৯৬১ সালের সেন্সাসের বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; কেবলমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট অনুসারে চারিটি অঞ্চল বাদে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৩,৬৪,২৪,৪২৯। যে চারিটি অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রাথমিক রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই তাহাদের নাম,—মণিপুর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, নাগাভূমি ও সিকিম। প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলগুলির লোকগণনা সমাপ্ত হয় নাই। সেন্সাস কমিশনের মতে উক্ত অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা ধরিয়া ভারতের বর্তমান মোট লোকসংখ্যা হইল ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। ইহার মধ্যে মোট পুরুষের সংখ্যা ২২,৪৯,৫৭,৯৪৮ এবং মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২১,১৪,৬৬,৪৮১। ১৯৫১ সালে ভারতে মোট পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮,২৮,৭১,৪২৮ এবং ১৭,৩০,৭৯,৬৩১ জন। গত দশ বৎসরে ভারতের মোট জনসংখ্যা শতকরা ২১'৪৯ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* স্বাধীনতা লাভের ফলে ভারত খণ্ডিত হওয়ায় ১৯৫১ সেন্সাসে লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২১'৯৭% ও ২১'২০% শতাংশ। অন্ধ্র, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ এই রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২১'৪৯% অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে আসাম, গুজরাট, কেরলা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২১ ৪৯% অপেক্ষা অধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক হইতে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে আসাম এবং দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। আসাম ও পশ্চিবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩৪'৩০% এবং ৩২ ৯৪%। আলোচ্য সেন্সাস অনুসারে ভারতের প্রতিবর্গ মাইল ভূমিতে জনবসতির সংখ্যা ৩৮৪ জন; ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩১৬ জন।

প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থানে ভারতে নারীর সংখ্যা ৯৪০ জন। ১৯৫১ সালে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৪৬। ১৯০১ সাল হইতেই ভারতে নারীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

গত দশ বৎসরে ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তির হার ৭'১% শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ সালে শিক্ষিতের হার ২৩'৭% শতাংশ—পুরুষ ৩৩'৯% ও স্ত্রীলোক ১২'৮%। ১৯৫১ সালে ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল ১৬ ৬% শতাংশ—পুরুষ ২৪ ৯% এবং স্ত্রীলোক ৭'৯%।

রাজ্যসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি ১৯৬১ সেন্সাস

রাজ্য	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১-৬১)	প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি
১। অন্ধ্র	১,০০,০৫২	৩,৫৯,৭৭,৯৯৯	১৫'৬৩	৩৫৯
২। আসাম	৪৭,০৯৮	১,১৮,৬০,০৫৯	৩৪'৩০	২৫২
৩। বিহার	৬৭,১৯৮	৪,৬৪,৫৭,০৪২	১৯ ৭৮	৬৯১
৪। গুজরাট	৭২,১৫৪	২,০৬,২১,২৮৩	২৬'৮০	২৮৬
৫। জম্মু ও কাশ্মীর	—	৩৫,৮৩,৫৮৫	৯'৭৩	—
৬। কেরালা	১৫,০০৩	১,৬৮,৭৫,১৯৯	২৪ ৫৫	১১২৫
৭। মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,২১০	৩,২৩,৯৪,৩৭৫	২৪'২৫	১৮৯
৮। মাদ্রাজ	৫০,১৩২	৩,৩৬,৫০,৯১৭	১১'৭৩	৬৭১
৯। মহারাষ্ট্র	১,১৮,৮৮৪	৩,৯৫,০৪,২৯৪	২৩'৪৪	৩৩২

রাজ্য	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১-৬১)	প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি
১০। মহীশূর	৭৪,১২২	২,৩৫,৪৭,০৮১	২১'৩৬	৩১৮
১১। উড়িষ্যা	৬০,১৬২	১,৭৫,৬৫,৬৪৫	১৯'৯৪	২৯২
১২। পাঞ্জাব	৪৭,০৮৪	২,০২,৯৮,১৫১	২৫'৮০	৪৩১
১৩। রাজস্থান	১,৩২,১৫০	২,০১,৪৬,১৭৩	২৬'১৪	১৫২
১৪। উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪৫৪	৭,৩৭,৫২,৯১৪	১৬ ৬৭	৬৫০
১৫। পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,৯২৮	৩,৪৯,৬৭,৬৩৪	৩২'৯৪	১০৩১

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩,২১৫	৬৩,৪৩৮	১০৪'৮৩	২০
২। দিল্লী	৫৭৩	২৬,৪৪,০৫৮	৫১'৬০	৪৬১৪
৩। হিমাচল প্রদেশ	১০,৮৮৯	১৩,৪৮,৯৮২	২১'৫৯	১২৪
৪। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	১১	২৪,১০৮	১৪'৬১	২১৯২
৫। ত্রিপুরা	৪,০৩৬	১১,৪১,৪৯২	৭৮'৬৩	২৮৩

বিভিন্ন রাজ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা (১৯৬১ সেন্সাস)

রাজ্য	মোট পুরুষ	মোট নারী	প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা
১। অন্ধ্র	১,৮১,৭৫,৩৪৯	১,৭৮,০২,৬৫০	৯৭৯
২। আসাম	৬৩,১৮,২২৯	৫৫,৪১,৮৩০	৮৭৭
৩। বিহার	২,৩৩,২৮,১৭৮	২,৩১,২৮,৮৬৪	৯৯১
৪। গুজরাট	১,০৬,৩৬,৪৭০	৯৯,৮৪,৮১৩	৯৩৯
৫। জম্মু ও কাশ্মীর	১৯,০২,৯০২	১৬,৮০,৬৮৩	৮৮৩
৬। কেরালা	৮৩,৪৫,৮৯৭	৮৫,২৯,৩০২	১,০২২
৭। মধ্যপ্রদেশ	১,৬৫,৯৮,৫২৬	১,৫৭,৯৫,৮৪৯	৯৫২
৮। মাদ্রাজ	১,৬৯,১৫,৪৫৭	১,৬৭,৩৫,৪৬৩	৯৮৯
৯। মহারাষ্ট্র	২,০৪,১৯,০৫৯	১,৯০,৮৫,২৩৫	৯৩৫

	রাজ্য	মোট পুরুষ	মোট নারী	প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা
১০।	মহীশূর	১,২০,২১,২৪৮	১,১৫,২৫,৮৩১	৯৫৯
১১।	উড়িষ্যা	৮৭,৭২,১৯৪	৮৭,৯৩,৪৫১	১,০০২
১২।	পাঞ্জাব	১,০৮,৫৬,৯১০	৯৪,৩১,২৪১	৮৬৮
১৩।	রাজস্থান	১,০৫,৫৮,১৩৮	৯৫,৮৮,০৩৫	৯০৮
১৪।	উত্তর প্রদেশ	৩,৮৬,৬৪,৪৬৩	৩,৫০,৮৮,৫৫১	৯০৮
১৫।	পশ্চিমবঙ্গ	১,৮৮,১১,০৮৫	১,৬৩,৫৬,৫৪৯	৮৭৯

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

১।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩৯,২৫৯	২৪,১৭৯	৬১৬
২।	দিল্লী	১৪,৮০,৭০৮	১১,৬৩,৩৫০	৭৮৬
৩।	হিমাচল প্রদেশ	৭,০০,৭৩৮	৬,৪৮,২৪৪	৯২৫
৪।	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	১১,৯২৭	১২,১৮১	১০২১
৫।	ত্রিপুরা	৫,৯১,২১৪	৫,৫০,২৭৮	৯৩১

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষিতের হার (১৯৬১ সেন্সাস)

শতকরা হিসাবে শিক্ষিতের সংখ্যা

	রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট জন সংখ্যার	মোট পুরুষের	মোট স্ত্রীলোকের
১।	অন্ধ্র	৭৪,৮৮,৬১৮	২০ ৮	২৯'৭	১১'৮
২।	আসাম	৩০,৫৪,৫৭৬	২৫'৮	৩৫'৫	১৪'৬
৩।	বিহার	৮৪,৭০,৪২৬	১৮'২	২৯'৬	৬'৮
৪।	গুজরাট	৬২,৪৬,৭৭৮	৩০'৩	৪০ ৮	১৯'১
৫।	জম্মু ও কাশ্মীর	৩,৮১,৭৫৩	১০'৭	১৬'৩	৪'২
৬।	কেরালা	৫৮,০০,২৮৪	৪৬'২	৫৪'২	৩৮'৪
৭।	মধ্যপ্রদেশ	৫৪,৭২,২৮৬	১৬'৯	২৬'৭	৬ ৬
৮।	মাদ্রাজ	১,০১,৬৮,০৯৫	৩০'২	৪৩'০	১৭'৩

রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট জন সংখ্যার	মোট পুরুষের	মোট স্ত্রীলোকের
৯। মহারাষ্ট্র	১,১৭,৩১,২৭২ —	২৯'৭ —	৪১'৮ —	১৬'৭
১০। মহীশূর	৫৯,৫৫,৯৯৫ —	২৫'৩ —	৩৬'০ —	১৪'২
১১। উড়িষ্যা	৩৭,৭৯,৫৬৫ —	২১'৫ —	৩৪'৪ —	৮'৬
১২। পাঞ্জাব	৪৮,১৪,৯১১ —	২৩'৭ —	৩২'৪ —	১৩'৭
১৩। রাজস্থান	২৯,৫২,৫৩৩ —	১৪'৭ —	২২'০ —	৫'৭
১৪। উত্তর প্রদেশ	১,২৮,৯১,০৯১ —	১৭'৫ —	২৬'৭ —	৭'৩
১৫। পশ্চিমবঙ্গ	১,০১,৮০,৬৮২ —	২৯'১ —	৪০'০ —	১৬'৮

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২১,৩১৪ —	৩৩'৬ —	৪২'৪	১৯'৪
২। দিল্লী	১৩,৪৯,৪১৪ —	৫১'০ —	৫৮'৯	৪১'১
৩। হিমাচল প্রদেশ	১,৯৭,৫৩৩ —	১৪'৬ —	২২'৬	৬'০
৪। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	৫,৬১৩ —	২৩'৩ —	৩৫'৯	১০'৯
৫। ত্রিপুরা	২,৫৩,০৩৩ —	২২'২ —	৩২ ২	১১'৪

ভারতের প্রধান ভাষা ভাষীদের সংখ্যা

ভাষা	ভাষীদের সংখ্যা (দশ লক্ষের সমষ্টিতে)	ভাষা	ভাষীদের সংখ্যা (দশ লক্ষের সমষ্টিতে)
হিন্দী, উর্দু হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী	১৪৯'৯	গুজরাটি	১৬'৩
তেলেগু	৩৩'০	কান্নাড়া	১৪'৫
মারাঠা	২৭'০	মালায়ালাম	১৩'৪
তামিল	২৬'৫	উড়িয়া	১৩'২
বাংলা	২৫'১	আসামী	৫'০

লক্ষাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট ভারতীয় নগরীসমূহ

অন্ধ্রপ্রদেশ	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। হায়দরাবাদ	১২,৫২,৩৩৭
২। বিজয়ওয়াদা	২,৩৩,৬৩৪
৩। গুন্টুর	১,৮৭,০৬৮
৪। বিশাখাপত্তনম্	১,৮১,৬৮৩
৫। ওয়ারাঙ্গাল	১,৫৬,১৬৩
৬। রাজামুন্দ্রী	১,৩০,০৩০
৭। কাকিনাদ	১,২২,৬৫৫
৮। এলুরু	১,০৮,৩৬৭
৯। নেলোর	১,০৬,৭৯৭
১০। বন্দর	১,০১,৩৯৬
১১। কুর্ণুল	১,০০,৮৪৯
আসাম	
১। গৌহাটি	১,০০,৭০২
বিহার	
১। পাটনা	৩,৬২,৮১৭
২। জামশেদপুর	৩,৩২,১৩৪
৩। গয়া	১,৫০,৮৮৪
৪। ভাগলপুর	১,৪৩,৯৯৪
৫। রাঁচী	১,৩৯,৪৩৭
৬। মজফরপুর	১,০৮,৭৫৯
৭। দ্বারভাঙ্গা	১,০৩,১০৬
গুজরাট	
১। আহমেদাবাদ	১১,৪৯,৮৫২
২। বরোদা	২,৯৫,৩০৪
৩। সুরাট	২,৮৮,১৬৭
৪। রাজকোট	১,৯৪,৫১০
৫। ভবনগর	১,৭৭,৪৮৮
৬। জামনগর	১,৪৭,৪২০

জম্মু ও কাশ্মীর	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। শ্রীনগর	২,৮৪,৭৫৩
২। জম্মু	১,০৮,৫৬২
মধ্যপ্রদেশ	
১। ইন্দোর	৩,৯৫,০৩৪
২। জব্বলপুর	৩,৬৭,২১৫
৩। গোয়ালিয়র	৩,০০,৫১৩
৪। ভূপাল	২,২৫,৪৩১
৫। উজ্জয়িনী	১,৪৪,৯৯৬
৬। রায়পুর	১,৩৯,৭৮৩
৭। দুর্গ	১,৩৩,৩৭১
৮। সাগর	১,০৪,৬৮০
মাদ্রাজ	
১। মাদ্রাজ	১৭,২৫,২১৬
২। মাদুরাই	৪,২৪,৯৭৫
৩। কৈম্বাটুর	২,৮৫,২৬৩
৪। তিরুচিরাপল্লী	২,৪৯,৯৩৩
৫। সালেম	২,৪৯,০৮৪
৬। তুতিকোরিন	১,২৪,২৭৩
৭। ভেলোর	১,১৩,৫৮০
৮। তাঞ্জোর	১,১০,৯৬৮
৯। নাগেরকয়েল	১,০৬,৪৯৭
মহারাষ্ট্র	
১। বৃহত্তর বোম্বাই	৪১,৪৬,৪৯১
২। পুণা	৭,২১,১৩৪
৩। নাগপুর	৬,৪৩ ১৮৬
৪। সোলাপুর	৩,৩৭,৫৮৪
৫। কোলাহ্‌পুর	১,৮৭,৩০৬
৬। অমরাবতী	১,৩৭,৮৪৭

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
৭। নাসিক	১,৩০,৮৩৪
৮। মালিগাঁও	১,২১,৪২৭
৯। আহ্‌মেদ নগর	১,১৮,২৬৬
১০। আকোলা	১,১৫,৮২০
১১। উল্লাসনগর	১,০৭,৭৫৮
১২। থানা	১,০১,১০৩
মহীশূর	
১। বাঙ্গালোর	৯,০৭.৬২৭
২। মহীশূর	২,৫৩,৫২৪
৩। হুবলি	১,৭০,১৬৩
৪। কোলার গোল্ড ফিল্ড	১,৪৬,২০০
৫। ম্যাঙ্গালোর	১,৪২,২৩১
৬। বেলগাম	১,২৬,৭২৭
উড়িষ্যা	
কটক	১,৪৬,৫৯০
পাঞ্জাব	
১। অমৃতসর	৩,৭৫,৫৪২
২। লুধিয়ানা	২,৪৪,২৩৮
৩। জলন্ধর	২,২১,৯৫২
৪। পাতিয়ালা	১,২৪,৯৪৮
৫। আম্বালা	১,০৫,৫০৭
রাজস্থান	
১। জয়পুর	৪,০২,৭৬০
২। আজমীঢ়	২,৩০,৯৯৯
৩। যোধপুর	২,২৪,৭২৩
৪। বিকানির	১,৫০,৪৯৪
৫। কোটা	১,১৯,৮৪৫
৬। উদয়পুর	১,১১,১৮২
উত্তর প্রদেশ	
১। কানপুর	৯,৪৭,৭৯৩
২। লক্ষ্ণৌ	৬,৬২,১৯৬

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
৩। বারাণসী	৫,৭৩,৫৫৮
৪। আগ্রা	৫,০৯,১০৮
৫। এলাহাবাদ	৪,৩১,০০৭
৬। মীরাট	২,৮৩,৮৭৮
৭। বেরিলী	২,৭৩,২০৪
৮। মোরাদাবাদ	১,৯৮,০৮১
৯। সাহারানপুর	১,৮৫,০১৯
১০। আলিগড়	১,৮৩,৭৫৩
১১। গোরক্ষপুর	১,৭৯,৭৭৪
১২। ঝাঁসী	১,৭০,২০৯
১৩। দেরাদুন	১,৫৮,৫৯৯
১৪। রামপুর	১,৩৫,৫৬৬
১৫। মথুরা	১,২৫,৮০৮
১৬। শাজাহানপুর	১,১৭,২২৫
১৭। মির্জাপুর	১,০০,১২৭
পশ্চিমবঙ্গ	
১। কলিকাতা	২৯,২৬,৪৯৮
২। হাওড়া	৫,১৪,০৯০
৩। দক্ষিণ-সুবার্ব	১,৮৫.৬০০
৪। ভাটপাড়া	১,৪৭,৭২৫
৫। খড়্গপুর	১,৪৭,৭৬১
৬। গার্ডেনরীচ	১,৩০,৬৭৫
৭। কামারহাটি	১,২৫,৩১২
৮। দক্ষিণ দমদম	১,১১,৫০৭
৯। বর্ধমান	১,০৭,৮৮১
১০। বরানগর	১,০৭,৫৪২
১১। আসানসোল	১,০৩,৬৫৯
১২। বালি	১,০২.২৮৫
দিল্লী	
১। দিল্লী	২৩,৪৪,০৫১





BOROLINE

রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ

রাষ্ট্রপতি : ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
উপরাষ্ট্রপতি : ডক্টর জাকির হোসেন

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

১। প্রধানমন্ত্রী : জওহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র ও পারমাণবিক শক্তি
২। মোরারজী রণছোড়জি দেশাই—অর্থ
৩। জগজীবন রাম—যানবাহন ও যোগাযোগ
৪। গুলজারীলাল নন্দ—পরিকল্পনা, শ্রম ও নিয়োগ
৫। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী—স্বরাষ্ট্র
৬। শরণ সিং—রেলওয়ে
৭। কে. সি. রেড্ডী—ব্যবসায় ও বাণিজ্য
৮। ভি. কে. কৃষ্ণমেনন—প্রতিরক্ষা
৯। এস্. কে. পাতিল—খাদ্য ও কৃষি
১০। হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম—সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি
১১। অশোককুমার সেন—আইন
১২। কেশবদেব মালব্য—খনি ও ইন্ধন
১৩। বি. গোপাল রেড্ডী—তথ্য ও বেতার
১৪। সি. সুব্রহ্মণ্যম্—ইস্পাত ও ভারীশিল্প
১৫। কে. এল. শ্রীমালী—শিক্ষা
১৬। হুমায়ুন কবির—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি
১৭। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী—দপ্তরহীন মন্ত্রী

প্রতিমন্ত্রী

১৮। সত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদীয় বিষয়
১৯। মেহেরচাঁদ খান্না—পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
২০। মনুভাই শাহ—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
২১। নিত্যানন্দ কানুনগো—বাণিজ্য
২২। রাজ বাহাদুর—জাহাজী শিল্প

২৩। এস্. কে. দে—সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত রাজ ও সমবায়
২৪। শ্রীমতী সুশীলা নায়ার—স্বাস্থ্য
২৫। বি. এন. দাতার—স্বরাষ্ট্র
২৬। জয়সুখলাল হাথী—শ্রম ও নিয়োগ
২৭। শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন—পররাষ্ট্র
২৮। কে. রঘুরামায়া—প্রতিরক্ষা
২৯। ও. ডি. আলাগেসীন—সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি
৩০। রামসুভগ সিং—খাদ্য ও কৃষি

উপমন্ত্রী

৩১। বি. আর. ভগৎ—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি
৩২। শাহ্‌নওয়াজ খাঁ—রেলওয়ে
৩৩। এ. এম. টমাস—খাদ্য
৩৪। আর. এম. হাজারানবিস—খনি ও ইঞ্জিন
৩৫। এস. ভি. রামস্বামী—রেলওয়ে
৩৬। আহ্‌মেদ মহিউদ্দীন—যানবাহন ও যোগাযোগ
৩৭। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ—পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
৩৮। বি. এস্. মূর্তি—সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত রাজ ও সমবায়
৩৯। শ্রীমতী সুন্দরম্ রামচন্দ্রন—শিক্ষা
৪০। ডি. আর. চ্যবন—প্রতিরক্ষা
৪১। টি. আর. পট্টভিরমন—পরিকল্পনা
৪২। শ্রীমতী চন্দ্র যোগবুল—স্বরাষ্ট্র
৪৩। জগন্নাথ রাও—পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
৪৪। শ্যাম নাথ—তথ্য ও বেতার
৪৫। ডি. এস্. রাজু—স্বাস্থ্য
৪৬। দিনেশ সিং—পররাষ্ট্র
৪৭। বিভূতেন্দ্র মিশ্র—আইন
৪৮। বি. ভগবতী—যানবাহন ও যোগাযোগ
৪৯। শ্যামধর মিশ্র—সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়
৫০। মনোমোহন দাস—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি
৫১। পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর—পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
৫২। প্রকাশচন্দ্র শেঠী—ইস্পাত ও ভারী শিল্প

পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (সংসদীয় সচিব)

১। ডি. এরিং—পররাষ্ট্র ২। এস. সি. জামির—পররাষ্ট্র ৩। আন্নাসাহেব সিন্ধে—খাদ্য ও কৃষি ৪। এস. আহ্‌মদ মেধী—সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি ৫। ডি থিমায়া—খনি ও ইন্ধন ৫। এম. আর. কৃষ্ণণ—শিক্ষা ৭। আর. কে. মালব্য—শ্রম ও নিয়োগ

লোকসভা :

স্পীকার : সর্দার হুকুম সিং

ডেপুটি স্পীকার : এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও

রাজ্যসভা :

চেয়ারম্যান : ডক্টর জাকির হোসেন

ডেপুটি চেয়ারম্যান : শ্রীমতী ভায়েলেট আলভা

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ

অন্ধ্র—ভীমসেন সাচার
আসাম—এস. এম. শ্রীনাগেশ
উড়িষ্যা—ওয়াই. এস. সুখতাঙ্কর
উত্তর প্রদেশ—বিশ্বনাথ দাশ
কেরালা—ভি. ভি. গিরি
গুজরাট—মেহ্‌দানওয়াজ জঙ্গ
জম্মু ও কাশ্মীর—মহারাজা করণ সিং
পশ্চিমবঙ্গ—শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু
পাঞ্জাব—এন. ভি গ্যাড্‌গিল
বিহার—অনন্তশয়নম্‌ আয়েঙ্গার
মধ্যপ্রদেশ—এইচ্‌. ভি. পটাশকর
মহীশূর—জয়চামরাজা ওয়াদিয়া
মহারাষ্ট্র—পি. সুব্বারায়ন
মাদ্রাজ—বিষ্ণুরাম মেধী
রাজস্থান—সম্পূর্ণানন্দ

বিভিন্ন রাজ্যের স্পীকারগণ

অন্ধ্র—বি. ডি. সুব্বা রেড্ডী
আসাম—মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী
উড়িষ্যা—লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী
উত্তর প্রদেশ—মদনমোহন বর্মা
কেরালা—আলেকজাণ্ডার পরানপিফারা
গুজরাট—এম. বি. রাণা
জম্মু ও কাশ্মীর—হরবনস্‌ সিং আজাদ
পশ্চিমবঙ্গ—কেশবচন্দ্র বসু
পাঞ্জাব—প্রবোধ চন্দ্র
বিহার—লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু
মধ্যপ্রদেশ—কে. এল. দুবে
মহারাষ্ট্র—টি. এস. ভার্দে
মহীশূর—বৈকুণ্ঠ কলিগা
মাদ্রাজ—এস. চেল্লা পাণ্ডিয়ান
রাজস্থান—রামনিবাস মির্ধা

সুপ্রীমকোর্ট

প্রধান বিচারপতি : ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিং

বিচারপতিগণ : (১) এম. হিদায়েতুল্লা, (২) কে. সি. দাশগুপ্ত, (৩) জে. ইমাম, (৪) এস. কে. দাস, (৫) জে. এল. কাপুর, (৬) পি. বি গজেন্দ্রগাদকর, (৭) এ. কে. সরকার, (৮) কে. সুব্বা রাও, (৯) কে. এন. ওয়াঞ্চু, (১০) জে. সি. শাহ, (১১) আর. দয়াল, (১২) এন. আর. আয়েঙ্গার, (১৩) জে. আর. মুধোলকর এবং (১৪) টি. কে. ভেনকাটারামা।

সামরিক বাহিনীর প্রধান

স্থল বাহিনীর প্রধান—জেনারেল পি. এন. থাপার
নৌবাহিনীর প্রধান—ভাইস এ্যাড্‌মিরাল আর. ডি. কাটারী
বিমান বাহিনীর প্রধান—এয়ার মার্শাল এ. এম. ইঞ্জিনীয়ার

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান : বি. এন. ঝা

সভ্যগণ : (১) এ. টি. সেন, (২) জে. এস. পিল্লাই, (৩) এম. এল. চতুর্বেদী, (৪) পি. এল. ভার্মা, (৫) এস. এইচ. জহির, (৬) জি. এস. মহাজনি এবং (৭) এ. ভি. নাইডু।

পরিকল্পনা কমিশন

চেয়ারম্যান : জওহরলাল নেহরু
ডেপুটি চেয়ারম্যান : গুলজারীলাল নন্দ

সভ্যগণ : (১) মোরারজী দেশাই, (২) ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন, (৩) শ্রীমান নারায়ণ, (৪) টি. এন. সিং, (৫) সি. এম. ত্রিবেদী, (৬) এ. এন. খোসলা এবং (৭) পি. সি. মহলানবিশ।

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার : কে. ভি. কে. সুন্দরম
ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার : পি. এস. সুব্রামনিয়ান
সেক্রেটারী : প্রকাশ নারায়ণ

বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
আফ্‌গানিস্তান	জে. ধামিজা	রাষ্ট্রদূত
আর্জেন্টিনা	টি. এস. বল	„
অস্ট্রিয়া	এ. এস. লাল	„
বেলজিয়াম	কে. বি. লাল	„
বোলিভিয়া	মদন সিংহজী	„
ব্রেজিল	এস. এন. সেন	„
ব্রহ্মদেশ	আর. এস. মানি	„
কাম্বোডিয়া	আর. আর. সিংহ	„
চিলি	পি. রত্নম	„
চীন	জে. পার্থসারথী	„
কঙ্গো	ডি. এন. চ্যাটার্জি	„
কিউবা	বি. কে. নেহরু	„
চেকোশ্লোভাকিয়া	এস. পি. মাথুর	„
ডেনমার্ক	কেবল সিং	„
ইথিওপিয়া	আর. জি. রাজওয়াডে	„
ফিনল্যাণ্ড	কেবল সিং	„
ফ্রান্স	আলি জবরজঙ্গ	„
জার্মানী (পশ্চিম)	পি এ. মেনন	„
গ্রীস	জে. এন. খোসলা	„
হাঙ্গারী	এস দত্ত	„
ইন্দোনেশিয়া	আপা বি. পি. পন্থ	„
ইরাণ	মীর্জা রসিদ আলি বেগ	„
ইরাক	সাদাৎ আলি খাঁ	„
আয়ারল্যাণ্ড	এম. সি. চাগলা	„
ইতালী	এস. এন. হাসকার	„
জাপান	লালজী মেহরোত্রা	„
জর্ডান	সাদাৎ আলি খাঁ	„
লাওস	পি. রত্নম	„

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
লিবিয়া	এম. এ. হুসেন	রাষ্ট্রদূত
মেক্সিকো	পি. এল. ভাণ্ডারী	"
মঙ্গোলিয়া	জি. পার্থসারথী	"
মরক্কো	আর. গোবর্ধন	"
নেপাল	এইচ্. দয়াল	"
নেদারল্যাণ্ডস্	আর. কে. ট্যাণ্ডন	"
নরওয়ে	ভি. এম. মাধবন নায়ার	"
ফিলিপাইনস্	এস. এন. মৈত্র	"
পোল্যাণ্ড	এল. আর. এস. সিং	"
রুমানিয়া	এম. পি. মাথুর	"
সৌদী আরব	এম. এন. মাসুদ	"
স্পেন	এম. সি. চাগলা	"
সুইডেন	এস. এস. আনসারি	"
সুইট্জারল্যাণ্ড	এম. এ. রৌফ	"
থাইল্যাণ্ড	নিরঞ্জন সিং গিল	"
টিউনিশিয়া	আর. গোবর্ধন	"
তুরস্ক	জে. কে. অটল	"
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	এম. এ. হুসেন	"
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	বি. কে নেহরু	"
সোভিয়েট রাশিয়া	সুবিমল দত্ত	"
যুগোশ্লাভিয়া	জে. এন. খোসলা	"
অস্ট্রেলিয়া	এস. এস. সেন	হাই-কমিশনার
কানাডা	সি. এস. ঝা	"
সিংহল	বি. কে. কাপুর	"
ঘানা	খুব চাঁদ	"
মালয়	যোগেন্দ্রকৃষ্ণ পুরী	"
নিউজিল্যাণ্ড	এস. এন. সেন	"
পাকিস্তান	রাজেশ্বর দয়াল	"
ব্রিটেন	এম. সি. চাগলা	"

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
আফগানিস্তান	সর্দার আলা জেনারেল মহম্মদ ওমর	রাষ্ট্রদূত
আর্জেন্টিনা	আর. এম্. ঈষ্টম্যান	"
অস্ট্রিয়া	ডাঃ আর্ণো হালুসা	"
বেলজিয়াম	অঁাদ্রে ওয়েন্ডেলেন	"
ব্রেজিল	এম. ডি কোষ্টা গিমারায়েস	"
ব্রহ্মদেশ	মহাথিরি থু ধাম্মা দ খিন কুয়ি	"
কাম্বোডিয়া	ভার কামেল	"
চিলি	সেনস্ সেলো লেক্রস	"
চীন	পান জু-লি	"
কলম্বিয়া	এম. এল. পুমারেজেন	"
কিউবা	ইউজিনিও সোলার এলোন্সো	"
চেকোশ্লোভাকিয়া	ডঃ লেডিশ্লভ্ সিমোভিক	"
ডেনমার্ক	আর্নে বোগ এণ্ডারসেন	"
ইথিওপিয়া	গেটাহাউন টেসেম্মা	"
ফিনল্যাণ্ড	ভেলি হেলেনিয়াস	"
ফ্রান্স	জিন পল গারনিয়ার	"
জার্মানী (পশ্চিম)	হের জর্জফার্ডিনাণ্ড ডাখ্ভিৎস্	"
গ্রীস	নিকোলাস হাড্জি ভ্যাস্থিলিও	"
হাঙ্গারী	ডঃ লাজলো রেকৃজি	"
ইন্দোনেশিয়া	মোয়েকার্তো নোতোবিদিগদো	"
ইরাণ	আবদুল হোসেন মাসুদ আনসারি	"
ইরাক	নুরি জামাল	"
ইতালী	ডঃ জে. জি. ডেল গিয়াডিনো	"
জাপান	কোটা ম্যাৎসুদাইরা	"
লাওস	ফাগলা বৌয়াসি	
মেক্সিকো	লুইস এফ. ম্যাক্‌গ্রিগর	"
মঙ্গোলিয়া	ম্যাঙ্গালিন ডুগারসুরেন	"
মরক্কো	ডঃ আহ্মেদ বেনাবুদ	"

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধিদের নাম	পদবী
নেপাল	শ্রীনরপ্রতাপ থাপা	রাষ্ট্রদূত
নেদারল্যাণ্ডস্	জি. বি. ভন ব্রকল্যাণ্ড	”
নরওয়ে	হ্যানস্ ওলাভ্	”
ফিলিপাইনস্	ম্যানুয়েল এ. এ্যালজাটে	”
পোল্যাণ্ড	ডঃ জুলিয়াস কাজ-সুচি	”
রুমানিয়া	হোরাটিউলাস্কু	”
সৌদী আরব	শেখ্ ইউসুফ আলফোজন	”
স্পেন	কাউন্ট ডি. আরতাজা	”
সুদান	সৈয়দ এ. কে. মিরগণি	”
সুইডেন	ক্লাসবক্	”
সুইট্জারল্যাণ্ড	জ্যাকুইস্ আলবার্ট কুট্টাট	”
থাইল্যাণ্ড	সুকিচ নিম্মান্হেমিনদা	”
তুরস্ক	নেক্দেত এইচ. কেন্ট	”
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	আহ্মদ হাসান এলফেকি	”
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	জন কেনেথ গলব্রেথ	”
সোভিয়েট রাশিয়া	আইভান আলেক্জান্দ্রোভিচ বেনেডিক্টভ	”
যুগোশ্লাভিয়া	ডুসান ভিদার	”
অস্ট্রেলিয়া	ওয়াল্টার রাসেল ক্রোকার	হাই কমিশনার
কানাডা	চেষ্টার এ. রোনিং	”
সিংহল	রিকার্ড আলুবিহারে	”
ঘানা	এস. কে. এন্টনি	”
মালয়	দাতো এস. চেলভাসিংগম মেকিংটায়ার	”
নিউজিল্যাণ্ড	আর. জি. পাউলস্	”
পাকিস্তান	আগাহিলালী	”
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	স্যার পল গোরবুথ	”

ভারতের রাজ্যসমূহ

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের রূপ একাধিকবার পরিবর্তিত হইয়াছে যাহার ফলে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলিও নানা ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় ভারতে মোট ২৯টি অঙ্গরাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং গুরুত্ব অনুসারে রাজ্যগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ', ও 'ঘ' এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যগুলি 'ক' শ্রেণী, রাজপ্রমুখশাসিত রাজ্যগুলি 'খ' শ্রেণী এবং লেঃ গবর্ণর বা চীফ কমিশনার শাসিত রাজ্যগুলি 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত হয়। অতঃপর ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ভারতীয় রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। তখন 'ক' 'খ' 'গ' ও 'ঘ' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ লোপ করিয়া মোট ১৪টি রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলির বিবর্তনের ধারা এখানে আসিয়াই শেষ হয় নাই। ১৯৬০ সালের মে মাসে প্রাক্তন বোম্বাই রাজ্য বিভাগের ফলে 'মহারাষ্ট্র' ও 'গুজরাট' জন্মলাভ করে। অতঃপর নাগা আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সরকার "নাগাভূমি" নামে আরও একটি রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১লা আগস্ট, ১৯৬০, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য 'নাগাভূমি' এখনও স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে নাই। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চলিতেছে ; শাসনকার্য পরিচালনার্থ একটি 'শাসন-পরিষদ' গঠিত হইয়াছে। নাগা প্রতিনিধিদের লইয়া একটি 'অন্তর্বর্তী সংস্থা'ও গঠিত হইয়াছে। যথাসময়ে 'মন্ত্রিসভা' ও 'বিধানসভা' পূর্বোক্ত শাসনপরিষদ ও অন্তর্বর্তী সংস্থার স্থান গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগাভূমি পূর্ণরাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত হইবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা দুইটি বৃদ্ধি পাইয়া আটটি হইয়াছে। ১১ই আগষ্ট, ১৯৬১, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন পর্তুগীজ ছিটমহল 'দাদরা ও নগর হাভেলি'র প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভূতপূর্ব ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল' পণ্ডিচেরীকেও কার্যতঃ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা চলে। ১লা নবেম্বর, ১৯৫৪, ভারত সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের ফলে ভারত সরকার পণ্ডিচেরীর শাসনকার্য গ্রহণ করেন এবং তদবধি একজন চীফ কমিশনারের মারফত উহার শাসনকার্য চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত চুক্তি এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে ফ্রান্সের

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং আইনের দিক হইতে পণ্ডিচেরীকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এলাকা বলিয়া গণ্য করায় বাধা আছে।

১৯৬১ সালে গোয়া দমন দিউ হইতে পর্তুগীজ শাসন উচ্ছেদের পর উহা ভারতীয় অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ১৪ই মার্চ, ১৯৬২, সংসদে গৃহীত এক আইনের বলে উহা অন্যতম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহ: বর্তমানে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ১৫টি। উহাদের নাম :—অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, ও রাজস্থান।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ:—কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সংখ্যা ৮টি। যথা—দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং গোয়া, দমন দিউ।

॥ অন্ধ্র প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীভীমসেন সাচার

রাজধানী : হায়দরাবাদ ; আয়তন : ১,০৬,০৫২ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ৩,৫৯,৭৭,৯৯১ ; জন বসতির ঘনত্ব : ৩৩৯ প্রতি বর্গমাইল ; ভাষা : তেলেগু ; শিক্ষিতের হার : ২০৮%।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র, বৃহৎশিল্প ও নির্বাচন ; ২। শ্রী এন. রামচন্দ্র রেড্ডী—রাজস্ব ; ৩। শ্রীএস. পাল্লাম রাজু—বন, মৎস্য ও পশুপালন ; ৫। শ্রী এম. কেন্না রেড্ডী—পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েতী রাজ ; ৬। শ্রী পি. ভি. জি. রাজু—শিক্ষা ; ৭। শ্রী এ. সি. সুবা রেড্ডী—সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি ; ৮। মীর আহমেদ আলি খাঁ—গৃহনির্মাণ ও যোগাযোগ, বন্দর ও ওয়াকৃফ্ ; ৯। শ্রীওয়াই. শিবরামপ্রসাদ—স্বাস্থ্য এবং ১০। ডক্টর এল. লক্ষীনারায়ণ—মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং শিল্প সমবায়।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। শ্রী এম. আর আপ্পারাও—মাদকবর্জন ও আবগারি ; ২। শ্রী পি ভি. নরসিংহ রাও—আইন ও তথ্য ; ৩। শ্রী আপ্পাপতি ভেঙ্কটরামায়া—পৌরশাসন ; ৪। শ্রীমতী সদা লক্ষী—দেবোত্তর সম্পত্তি, আবাস নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্প সঞ্চয় ; ৫। শ্রীবলরাম রেড্ডী—কৃষি এবং ৬। শ্রী বি. ভি. গুরুমূর্তি—শ্রম ও যানবাহন।

আসাম

রাজ্যপাল : জেনারেল এস. এম. শ্রীনাগেশ

আসামের রাজধানী শিলং। 'নেফা' (উত্তর পূর্ব সীমান্ত-এজেন্সী) ও নাগা অঞ্চল সহ আসামের আয়তন ছিল ৮৪,৮৯৯ বর্গমাইল। কিন্তু বর্তমানে 'নেফা' আসামের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নহে এবং সম্প্রতি 'নাগাভূমি' নামক নূতন রাজ্য গঠিত হওয়ায় নাগা অঞ্চলও আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ দুইটি এলাকা ব্যতীত ১৯৬১ সালের সেন্সাসে আসামের আয়তন : ৪৭,০৯৮ বর্গমাইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত সেন্সাস অনুসারে আসামের বর্তমান লোকসংখ্যা : ১,১৮,৬০,০৫৯; মাইল প্রতি জনবসতির ঘনত্ব : ২৫২ এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫.৮ জন। অসমীয়া ও বাংলা এই দুইটি রাজ্যের প্রধান ভাষা; কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে।

আসাম ভারতের একেবারে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে তিব্বত ও ভুটান এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে পূর্ব-পাকিস্তান। ইহার অবস্থান হইতেই বোঝা যায় যে, ভারতের প্রতিরক্ষার দিক হইতে ইহার গুরুত্ব কত অধিক। ভারত বিভাগের ফলে দেশের অন্যান্য অংশের সহিত আসামের যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক বৎসর একমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়াই আসামের সহিত মালপত্র আদানপ্রদান করিতে হইত। পরবর্তীকালে 'আসাম লিঙ্ক' নামক রেলপথ নির্মাণ করায় আসামের সহিত ভারতের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই রেলপথের মাল ও যাত্রী বহনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বিধায় আসামের আমদানী-রপ্তানী ক্ষেত্রের অন্তরায় এখনও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই।

জলবায়ু : আসামের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের চেরাপুঞ্জীতে জগতের মধ্যে সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০" ইঞ্চি।

কৃষিপণ্য : আসামের প্রধান সম্পদ উহার চা। ভারতে মোট চা-এর প্রায় অর্ধাংশ আসামে উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের পরে এই রাজ্যে পাটের

উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আসামের অন্যান্য কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, ডাল, সরিষা ও তামাক উল্লেখযোগ্য। আসামে প্রভূত কমলালেবু জন্মায়।

শিল্প ঃ আসামের তৈলশিল্প উহার অন্যতম গর্বের বিষয়, কারণ, ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই রাজ্যেই তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডিগবয়ের খনিসমূহ ভারতের মোট চাহিদার ৭% শতাংশ তৈল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নাহারকাটিয়া অঞ্চলে আরও তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত খনিসমূহ হইতে তৈল আহরণ ও পরিশোধন করার জন্য ভারত সরকার একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। বর্তমানে আসামে একটি তৈল শোধনাগার (Refinery) স্থাপন করা হইতেছে।

বন ঃ বিবিধ বনসম্পদের দিক হইতেও আসাম খুব সমৃদ্ধ। আসামের বনে প্রচুর কাঠ, বাঁশ ও বেত জন্মায়। বস্তুতঃ আসামেই ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বেত জন্মিয়া থাকে। আসামের বনভূমি হস্তী, গণ্ডার, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ বন্যপশুর বাসভূমি। এইজন্য আসামের বনকে 'শিকারীর স্বর্গ' বলা হয়। আসামের গণ্ডার তাহার বিপুল আয়তন ও স্বকীয়তার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। আসামের হাতিও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুটির শিল্প ঃ মুগা ও এণ্ডি নামক বিশেষ ধরনের রেশম উৎপাদন আসামের প্রধান কুটির শিল্প। ইহা ছাড়া হাতির দাঁত, বাঁশ ও বেতের বিবিধ হাতের কাজ আসামের উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

বৃহৎ শহর ঃ ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে একলক্ষ অধিবাসীপূর্ণ শহরের সংখ্যা আসামে মাত্র একটি—উহা গৌহাটী ইহার বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা ১,০০,৭০২। আসামের অন্যান্য বড় শহরগুলির নাম শিলং, ডিব্রুগড়, শিলচর, নওগাঁ ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আসামের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়; উহা ১৯৪৮ সনে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৫টি কলেজ আছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে উক্ত কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩,১৪৪। বর্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলারের নাম শ্রী পি দত্ত।

॥ **মন্ত্রীসভা** ॥ ১। শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা, মুখ্যমন্ত্রী—রাজনৈতিক, স্বরাষ্ট্র, নিয়োগ, সাধারণ শাসন, মহাকরণ শাসন, তথ্য ও প্রচার, সকল দপ্তরের সাধারণ সমন্বয়, সখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয় ও পূর্ত। ২। শ্রীফকরউদ্দিন আলি আহমেদ—অর্থ, আইন, পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন। ৩। শ্রী কে.

পি. ত্রিপাঠী—শিল্প, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও শ্রম। ৪। শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মা—রাজস্ব, বন, যানবাহন, রাজনৈতিক কারণে দুর্ভোগভোগী ব্যক্তিগণ। ৫। শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া—শিক্ষা, সমবায় ও ভ্রমণ। ৬। শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, আবগারি, মুদ্রণ ও স্টেশনারি। ৭। শ্রীমইনুল হক চৌধুরী—খাদ্য, নিয়ন্ত্রণ, সেচ, কৃষি, পশু চিকিৎসা, পশুপালন, সংসদীয় বিষয়। ৮। শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম—সরবরাহ, ব্যবসায় বাণিজ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প। ৯। শ্রীমহেন্দ্রনাথ হাজারিকা—খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, রেশম, বয়ন ও কারা। ১০। শ্রীছত্রসিন্ধু তেরন—আদিবাসী কল্যাণ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গলই—পূর্ত। ২। শ্রীরাধিকারাম দাস—রাজস্ব।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রীললিতকুমার দোলে—আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ এবং বন ২। শ্রীমতী কমলাকুমারী বড়ুয়া—শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ হাজারিকা—পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন।

॥ উড়িষ্যা ॥

রাজ্যপাল : শ্রীওয়াই. এন. সুখতঙ্কর

রাজধানী : ভুবনেশ্বর ; আয়তন : ৬০, ১৬২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৭৫,৬৫,৬৪৫ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব : ২৯২ ; শিক্ষিতের হার ২১.৫% ; ভাষা : উড়িয়া।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক, মুখ্যমন্ত্রী—অর্থ, শিল্প, খনি, সেচ, বিদ্যুৎ, পরিকল্পনা, সমবায় ও মৎস্য ; ২। বীরেন মিত্র—রাজনৈতিক, চাকুরী, সমাজ উন্নয়ন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত ও আইন ; ৩। নীলমণি রাউত রায়—সরবরাহ, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও শ্রম ; ৪। সদাশিব ত্রিপাঠী—রাজস্ব, আবগারী ও বন ; ৫। পবিত্রমোহন প্রধান—কৃষি, শিক্ষা, খণ্ডজাতি ও পল্লীকল্যাণ ; ৬। পি. ডি. জগন্নাথ রাও—স্বাস্থ্য ও পশুপালন ; ৭। হরিহরসিং মর্দরাজ—রাস্তাঘাট, ইমারৎ ও পরিবহণ।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীবিশ্বনাথ দাস

রাজধানী : লক্ষ্মৌ ; রাজ্যের মোট আয়তন : ১,১৩,৪৫৪ বর্গমাইল ;

জনসংখ্যা : ৭,৩৭,৫২,৯১৪ ; জনবসতির ঘনত্ব : ৬৫০ প্রতি বর্গমাইলে, শিক্ষিতের হার : ১৭'৫% ; ভাষা : হিন্দী ও উর্দু।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। শ্রী সি. বি. গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী—সাধারণ শাসন, শিল্প, স্বরাষ্ট্র, চিকিৎসা, বিদ্যুৎশক্তি ও সমবায় ; ২। শ্রীহুকুম সিং—রাজস্ব ; ৩। শ্রীগিরিধারী লাল—পূর্ত ; ৪। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী—সমষ্টি উন্নয়ন ও শ্রম ; ৫। শ্রীচরণ সিং—কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য ; ৬। সৈয়দ আলী জহির—আইন ও বিচার। ৭। শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী—অর্থ, রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প ; ৮। শ্রীবিচিত্র নারায়ণ শর্মা ; ৯। শ্রীযুগলকিশোর—শিক্ষা ; ১০। মুজাফর হোসেন—যানবাহন ও ওয়াক্‌ফ্‌ ; ১১। শ্রীরাম মূর্তি—সেচ ; ১২। শ্রীঅন্ত রায় শাস্ত্রী—বন, সংখ্যাতত্ত্ব ; ১৩। শ্রীচতুর্ভুজ শর্মা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; ১৪। শ্রীজগমোহন সিং নেগি—খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ ; ১৫। শ্রীফুল সিং—গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প ; ১৬। শ্রীমহাবীরপ্রসাদ শ্রীবাস্তব—সমাজকল্যাণ, হরিজন ও জনস্বাস্থ্য।

॥ প্রতিমন্ত্রী ॥ ১। ডক্টর সীতারাম—কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ২। শ্রীগোবিন্দ সহায়—শ্রম ও সমষ্টি উন্নয়ন ; ৩। শ্রীদেবদয়াল খান্না—ইক্ষু, উন্নয়ন, বিপণন, গুড় উন্নয়ন ; ৪। শ্রীবাণারসী দাস—তথ্য।

॥ উপমন্ত্রী ॥ শ্রী এ. আর. বর্মা ; ২। শ্রীবলদেও সিং আর্য ; ৩। শ্রী এইচ এন. বহুগুণ ; ৪। শ্রীমতী প্রকাশবতী সুদ ; ৫। শ্রী জে. পি. রাওয়াত ; ৬। শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত ; ৭। শ্রীশিবরাজ সিং ; ৮। শ্রীনওল কিশোর ; ৯। ডক্টর রামনারায়ণ পাণ্ডে ; ১০। শ্রীশান্তিপ্রসন্ন শর্মা ; ১১। শ্রীকেশভান রায়।

॥ কেরালা ॥

রাজ্যপাল : শ্রী ভি. ভি. গিরি

রাজধানী : ত্রিবান্দ্রাম ; আয়তন : ১৫,০০৩ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ১,৬৮,৭৫,১৯৯ ; জনবসতির ঘনত্ব : ১১২৫ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : শতকরা ৪৬'২ জন ; ভাষা : মালায়ালাম।

১। শ্রীপট্টম থাণু পিলাই—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, পরিকল্পনা, সমষ্টি উন্নয়ন ও শিক্ষা ; ২। শ্রী আর. শঙ্কর—অর্থ, সমাজকল্যাণ ও সমবায় ; ৩। শ্রী পি টি. চাকো—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও কারা) ; ৪। শ্রী কে. এ. দামোদর মেনন—শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য ও প্রচার ; ৫। শ্রী কে. টি. অচুথন্—যানবাহন

ও শ্রম ; ৬। শ্রী ই. পি. পাউলুস—খাদ্য ও কৃষি ; ৭। শ্রী ভি. কে. ভেল্লাপান—জনস্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎশক্তি ; ৮। শ্রী ডি. দামোদরণ পট্টি—পূর্ত ও ভ্রমণ ; ৯। শ্রী কে. চন্দ্রশেখরন—আইন, রাজস্ব, বিচার, আবগারি ও মাদক বর্জন ; ১০। ১০। শ্রী কে. কুন্হাম্বু—হরিজন উন্নয়ন ও রেজিস্ট্রেশন।

॥ গুজরাট ॥

রাজ্যপাল : নবাব মেহ্দী নওয়াজ জঙ্গ

রাজধানী : আহ্মেদাবাদ ; আয়তন : ৭,২১৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,০৬,২১,২৮৩ ; জনবসতির ঘনত্ব : প্রতিবর্গমাইলে ২৮৬ জন ; ভাষা : গুজরাটি।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ডাঃ জীবরাজ মেহেতা—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, পরিকল্পনা ও অর্থ ; ২। শ্রীরসিকলাল পারিখ—স্বরাষ্ট্র, তথ্য, বাণিজ্য, বন্দর, বিদ্যুৎ ও মৎস্য ; ৩। শ্রীরতুভাই আদানী—সমবায়, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, পথ ও গৃহনির্মাণ ; ৪। কুমারী ইন্দুমতী বেন শেঠ—শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মাদক বর্জন, আবগারী ও পুনর্বাসন ; ৫। শ্রীহীতেন্দ্র দেশাই—রাজস্ব ও আবাস নিয়ন্ত্রণ, আইন ও বিচার ; ৬। শ্রীবিজয়কুমার ত্রিবেদী—সেচ ও বিদ্যুৎ, অসামরিক সরবরাহ, রাজ্যপরিবহন ও স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান ; ৭। শ্রীউৎসব ভাই পারিখ—কৃষি ও বন ; ৮। শ্রীমোহনলাল ব্যাস—শ্রম ও গৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও কারা।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। শ্রীবাহাদুর ভাই প্যাটেল—পূর্ত ; ২। শ্রীমালদেবজী ওদেদ্রা—অর্থ ও পরিকল্পনা ; ৩। শ্রীমতী উর্মিলা বেন ভাট—স্বাস্থ্য ও কারা ; ৪। শ্রীদেবেন্দ্র ভাই দেশাই—সমবায়, সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ; ৫। শ্রীরামনিকলাল মানিয়ার—স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্য ; ৬। শ্রীমনুভাই প্যাটেল—শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মাদক বর্জন ও পুনর্বাসন ; ৭। শ্রীমাধব সিং সেলান্কি—রাজস্ব ও আবাস নিয়ন্ত্রণ ; ৮। শ্রীভানুপ্রসাদ পাণ্ড্য—কৃষি ও বন

॥ জম্মু ও কাশ্মীর ॥

সদর-ই-রিয়াসৎ : মহারাজা করণ সিং

রাজধানী : শ্রীনগর ; জনসংখ্যা : ৩৫,৮৩,৫৮৫ ; শিক্ষিতের হার : ১০·৭% ; ভাষা : কাশ্মীরী, ডোগ্রি ও উর্দু।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। বকসী গোলাম মহম্মদ—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। শ্রী জি. এম. সাদিক ; ৩। শ্রীআসাহুল্লা ; ৪। শ্রীদীননাথ মহাজন ; ৫। শ্রীগিরিধারী লাল ডোগ্রা ; ৬। সৈয়দ মীর কাশিম ; ৭। শ্রীচুনীলাল কোটোয়াল ; ৮। শ্রীশামসুদ্দীন ; ৯। শ্রী ডি. পি. ধর।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ শ্রী জি. এম. ডব্লিউ. কোগামী ; ২। শ্রীখামট ছজুরাম।

॥ পাঞ্জাব ॥

রাজ্যপাল : শ্রী এন. ভি. গ্যাডগিল

রাজধানী : চণ্ডীগড় ; আয়তন : ৪৭,০৮৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,০২,৯৮,১৫১ ; ভাষা : পাঞ্জাবী ও হিন্দী। শিক্ষিতের হার : শতকরা ২৩·৭ ; জনবসতি : প্রতিবর্গমাইলে ৪৩১ জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রন—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, শিল্প, শিক্ষা ও প্রচার ; ২। শ্রীমোহনলাল—স্বরাষ্ট্র, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও বিচার ; ৩। শ্রীজ্ঞানী কর্তার সিং—পরিকল্পনা, মুদ্রণ ও স্টেশনারী, হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায় ; ৪। সর্দার দরবারা সিং—সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায় ও পঞ্চায়েত ; ৫। শ্রীরণবীর সিং—সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি ; ৬। সর্দার আজমীর সিং—রাজস্ব, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৭। শ্রীরামশরণ চাঁদ মিট্টল—শ্রম, আবগারি ও শুল্ক ; ৮। শ্রীবৃষভাণ—মূলধনী প্রকল্প, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ; ৯। শ্রীগোপীচাঁদ ভার্গব—অর্থ ও সংখ্যাতত্ত্ব ; ১০। মাস্টার গুরুবন্ত সিং—কৃষি, বন, প্রাণীসংরক্ষণ, ভ্রমণ।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব—যানবাহন ও পূর্ত ; ২। শ্রীজ্ঞানী জাল সিং—মৎস্য, পশুপালন ও কারা ; ৩। ডাঃ শ্রীমতী প্রকাশ কাউর ; ৪। শ্রীযশ ; ৫। শ্রীহরবংশলাল ; ৬। শ্রীচন্দ্রম্ ; ৭। শ্রীপ্রেম সিং প্রেম ও ৮। শ্রীরামকিষেণ।

॥ **উপমন্ত্রী** । ১। শ্রীবকসী প্রতাপ সিং ; ২। শ্রীযশোবন্ত রায় ; ৩। শ্রী এম. বানারসী দাস ; ৪। শ্রীহরচরণ সিং ; ৫। ক্যাপ্টেন রতন সিং ; ৬। চৌধুরী সুন্দর সিং।

॥ বিহার ॥

রাজ্যপাল : শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার

রাজধানী : পাটনা ; আয়তন : ৬৭,১৯৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৪,৬৪,৫৭,০৪২ ; জনবসতি : প্রতি বর্গমাইলে ১৯১০ ; শিক্ষিতের হার ১৮·২% ; ভাষা : হিন্দী।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা—মুখ্যমন্ত্রী, নিয়োগ ও রাজনৈতিক, শিল্প ও খনি, সমষ্টি উন্নয়ন ও গ্রাম পঞ্চায়েত ; ২। শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ—বৃহৎ সেচ, বিদ্যুৎ ও নদী উপত্যকা প্রকল্প ; ৩। শ্রী ভোলা পাসোয়ান—বন, কল্যাণ, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য (এঞ্জিনিয়ারিং) ; ৪। শ্রী আই. বীরচাঁদ প্যাটেল—অর্থ, কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ; ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পরিকল্পনা ; ৬। শ্রী বদ্রীনাথ বর্মা—আবগারি, খাদ্য, সরবরাহ ও বাণিজ্য ; ৭। শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ—রাজস্ব, রেজিস্ট্রেশন, ভূমিসংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রাকৃতিক দুর্দৈবে ত্রাণ ; ৮। শ্রীহরিনাথ মিশ্র—স্বাস্থ্য, যানবাহন, আইন, কারা, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ; ৯। শ্রী আবদুল কায়ুম আন্সারি—সমবায়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রী এ. এ. এম. নুর—তথ্য ও ভ্রমণ ; ২। শ্রীদারোগা প্রসাদ রায়—শ্রম ও নিয়োগ ; ৩। শ্রী গিরিশ তেওয়ারী—ধর্মীয় ন্যাস ; ৪। শ্রীনন্দকুমার সিং—গৃহনির্মাণ।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রীঅম্বিকাশরণ সিং—পূর্ত, জনস্বাস্থ্য (এঞ্জিনিয়ারিং) ও অর্থ ; ২। শ্রী সমুচরণ তুবিদ—বন ও কল্যাণ ; ৩। শ্রীআবদুল গফুর—সাধারণ শাসন, সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য, যানবাহন, আইন, কারা, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ; ৪। শ্রীলোকেশ নাথ ঝা—রাজনৈতিক, বৃহৎ সেচ, বিদ্যুৎ, নদী উপত্যকা প্রকল্প, তথ্য, ভ্রমণ, শ্রম ও নিয়োগ ; ৫। শ্রীকমল দেও নারায়ণ সিংহ—শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পরিকল্পনা, শিল্প, গৃহনির্মাণ ও ধর্মীয় ন্যাস ; ৬। শ্রীমুঙ্গেরী লাল—আবগারি, খাদ্য, সরবরাহ ও বাণিজ্য ; ৭। শ্রীসহদেও মাহাতো—সমবায়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৮। শ্রীনওল কিশোর সিংহ—রাজস্ব, রেজিস্ট্রেশন, ভূমিসংস্কার, জমি অধিগ্রহণ ও প্রাকৃতিক দুর্দৈবে ত্রাণ।

॥ মধ্যপ্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীএইচ. ভি. পটাসকর

রাজধানী : ভূপাল ; আয়তন : ১,৭১,২১০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩,২৩,৯৪,৩৭৫ ; জনবসতির ঘনত্ব : ১৮৯ প্রতি বর্গমাইলে, শিক্ষিতের হার : ১৬.৯% ; ভাষা : হিন্দী।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। শ্রীভগবন্ত রাও মান্দলয়—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও শিল্প, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ও প্রচার ; ২। শ্রীশম্ভুনাথ শুক্ল—বন, প্রাকৃতিক সম্পদ, পূর্ত, গৃহনির্মাণ, পথ ও সমবায় ; ৩। ডক্টর শঙ্করদয়াল শর্মা—শিক্ষা ও আইন ; ৪। শ্রীমিশ্রিলাল গাঙ্গোয়াল—অর্থ, স্বতন্ত্র রাজস্ব, রেজিস্ট্রেশন, অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব এবং সমাজকল্যাণ ; ৫। শ্রী ভি. ভি. দ্রাভিড—শ্রম, গৃহনির্মাণ ও কৃষি ; ৬। রাজা নরেশচন্দ্র সিং—আদিবাসী কল্যাণ ও পুনর্বাসন ; ৭। শ্রীনরসিংহরাও দীক্ষিত—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৮। শ্রী কে. এল. গোমস্তা—রাজস্ব, সমীক্ষা ও জরিপ, ভূমিস্বত্ব ও ভূমিসংস্কার ; ৯। শ্রীজগমোহন দাস—স্থানীয় শাসন (পল্লী ও শহর) ; ১০। শ্রীমথুরাপ্রসাদ দুবে—জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ ও কারা ; ১১। শ্রীতখ্তমল জৈন।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রীসজ্জন সিং বিস্নার—অসামরিক সরবরাহ, খাদ্য ও কারা ; ২। শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং—স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ; ৩। শ্রীবসন্তরাও উইকে—আদিবাসী কল্যাণ ও পুনর্বাসন ; ৪। শ্রীমতী চন্দ্রকণা সহায়—শিক্ষা।

॥ মহীশূর ॥

রাজ্যপাল : মহামান্য জয়চামরাজা ওয়াদিয়ার

রাজধানী : বাঙ্গালোর ; আয়তন : ৭৪,১২২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২,৩৫,৪৭,০৮১ ; জনবসতির ঘনত্ব : ৩১৮ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : ২৫.৩% ; ভাষা ; কানাড়া।

*॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। শ্রী এস. নিজলিঙ্গাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী ; ২। শ্রী এস.

*এই অংশ যখন ছাপা হইতেছে তখন মহীশূরের বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রীদের মধ্যে কে কোন্ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। সম্পাদক—বর্ষপঞ্জী

আর. কান্তি ; ৩। শ্রী এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা ; ৪। শ্রী এস. ভি. রমারাও ; ৫। শ্রী বি. রচাইয়া ; ৬। শ্রী আর. এম. পাতিল ; ৭। শ্রী এল. বীরেন্দ্র পাতিল ; ৮। শ্রী যশোধর দাসাপ্পা ; ৯। ডক্টর নাগাপ্পা, আলভা, ১০। শ্রী কে. মাল্লাপ্পা।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রীমকসুদ আলি খাঁ ; ২। শ্রী অবদুল গফ্ফার।

॥ মাদ্রাজ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী

রাজধানী : মাদ্রাজ ; আয়তন : ৫০,১৩২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩,৩৬,৫০,৯১৭ ; জনবসতি : ৬৭১ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : ৩২'২% ; ভাষা : তামিল।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। শ্রী কে. কামরাজ—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র ও পঞ্চায়েত ; ২। শ্রী এম. ভক্তবৎসলম্—শিক্ষা, অর্থ ও হিন্দুধর্মীয় সম্পত্তি ; ৩। শ্রী আর. ভেঙ্কটরমন—শিল্প, কারীগরী শিক্ষা, শ্রম, বিদ্যুৎ ও আইন ; ৪। শ্রীমতী জ্যোতি ভেঙ্কটচলম—জনস্বাস্থ্য ; ৫। শ্রীনল্লা সেনাপতি শর্করাই মনরাদিয়ার—সমবায় ; ৬। শ্রী এম. এস্. আবদুল মজিদ—পৌর-প্রতিষ্ঠান ; ৭। শ্রী জি. বুভরাখন—তথ্য ও প্রচার ; ৮। শ্রী পি. কাক্কন—খাদ্য ও কৃষি ; ৯। শ্রী ভি. রামায়া—পূর্ত।

॥ মহারাষ্ট্র ॥

রাজ্যপাল : ডঃ পি. সুব্বারায়ন

রাজধানী : বোম্বাই ; আয়তন : ১,১৮,৮৮৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩,৯৫,০৪,২৯৪ ; শিক্ষিতের হার : ২৯.৭% ; ভাষা : মারাঠী।

ভূতপূর্ব বোম্বাই রাজ্যের মারাঠী অঞ্চলগুলি লইয়া ১লা মে, ১৯৬০, এই রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র ও পরিকল্পনা ; ২। শ্রী এম. এস্. কান্নামওয়ার—গৃহনির্মাণ ও

যোগাযোগ ; ৩। ডক্টর জি. বি. খেদকর—পল্লী উন্নয়ন ; ৪। শ্রীশান্তিলাল শাহ—শিক্ষা ; ৫। শ্রীবসন্তরাও নায়েক—রাজস্ব ; ৬। শ্রী এস্. কে. ওয়ান খেদে—বাণিজ্য, আইন ও বিচার ; ৭। শ্রী ভি. এস্. দেশাই—কৃষি ; ৮। শ্রী পি. কে. সওয়ান্ত্—জনস্বাস্থ্য ; ৯। শ্রী এস্. বি. চ্যবন—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ১০। শ্রী এস্. জি. বার্‌ভে—অর্থ ; ১১। শ্রী হোমি জে. এইচ. তালিয়ার খাঁ —অসামরিক সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, মৎস্য, স্বল্প সঞ্চয়, ভ্রমণ ; ১২। ডি. জেড্ পলামায়াগায় —বন ; ১৩। শ্রী সালেভয় আবছুল কাদার—মাদকবর্জন ও ওয়াকৃফ্ ; ১৪। শ্রীমতী নির্মলারাজে ভোঁসলে—সমাজকল্যাণ ; ১৫। শ্রী এস. ডি. চৌধুরী—শহর উন্নয়ন ; ১৬। শ্রী এস. জি. মানে—শ্রম ; ১৭। শ্রী কে. এস্. সোনাভালে—সমবায়।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। শ্রী জি. ডি. পাতিল ; ২। ডক্টর এন. এল. কৈলাস ; ৩। শ্রীযশোবন্ত রাও মোহিতে ; ৪। শ্রীনরেন্দ্র টিড্‌কে ; ৫। শ্রীমধুসূদন বৈরাজে ; ৬। শ্রীরাজারাম এ. পাতিল ; ৭। শ্রীএইচ. জি. বর্তক ; ৮। শ্রী বি. জে. খাটাল ; ৯। ডক্টর রফিক জ্যাকারিয়া ; ১০। শ্রী ডি. কে. কানভিকার ; ১১। শ্রী এস. এল. কদম ; ১২। শ্রী এন. এস. পাতিল ; ১৩। শ্রীশঙ্কররাও বি. পাতিল ; ১৪। শ্রী কল্যাণরাও পি. পাতিল।

॥ রাজস্থান ॥

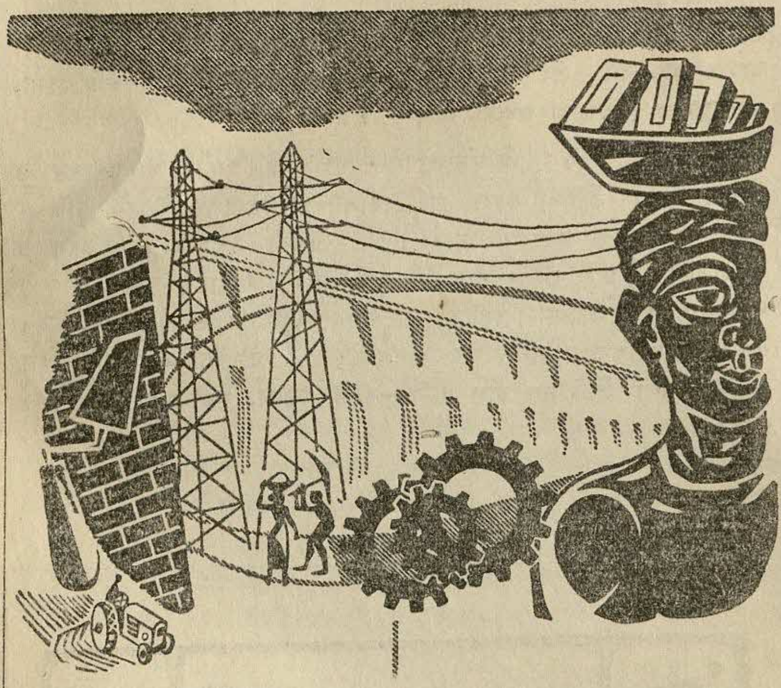
রাজ্যপাল : ডঃ সম্পূর্ণানন্দ

রাজধানী : জয়পুর ; আয়তন : ১,৩২,১৫০ বর্গমাইল ; রাজ্যের জনসংখ্যা : ২,০১,৪৬,১৭৩ ; জনবসতি : ১৫২ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : ১৪৭% ; ভাষা : হিন্দী ও রাজস্থানী।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। শ্রীমোহনলাল সুখদিয়া—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ শাসন, রাজনৈতিক নিয়োগ, রাজস্ব (দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সহ), শিল্প ও খনি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ; ২। শ্রীহরিভুজ উপাধ্যায়—শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, দেবস্থান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৩। শ্রীমথুরাদাস মাথুর—স্বরাষ্ট্র, আইন ও বিচার, বিধান-সভা, নির্বাচন ও প্রচার ; ৪। শ্রীমাথুরাম মির্ধা—কৃষি ও পশুপালন, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত ও সমবায় ; ৫। শ্রীহরিশ্চন্দ্র—পূর্ত, যানবাহন, বিদ্যুৎ ও

ছাপাখানা; ৬। শ্রী বি. কে. কাউল—অর্থ, আবগারি ও কর; ৭। শ্রীভিখা ভাই—সেচ, বন, শ্রম ও আয়ুর্বেদ; ৮। শ্রীবরকতুল্লা খাঁ—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। শ্রীদৌলতরাম—বৃহৎ সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও আয়ুর্বেদ; ২। শ্রীমতী কমলা বেণীহেয়াল—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, কৃষি ও পশুপালন, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ও বিদ্যুৎ; ৩। শ্রীমতী প্রভা মিশ্র—চিকিৎসা ও সমাজকল্যাণ; ৪। শ্রীপরশরাম মাদার্ণা—শিক্ষা, সাধারণ শাসন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৫। শ্রী ভবানী সাউকর নন্দ্ওয়ানা—মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ, পূর্ত; ৬। শ্রীরামপ্রসাদ লাধা—রাজস্ব ও খনি; ৭। শ্রীচন্দন মল বৈদ—শিল্প ও অর্থ; ৮। শ্রীদিনেশ রায় দাঙ্গি—সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, ছাপাখানা ও বন।



অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রসার এবং গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করাবার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রায় ৭২ কোটি ও ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সর্বাঙ্গীন উন্নতি-প্রচেষ্টা সমভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে—কৃষি ও আনুষঙ্গিগ বিষয়সমূহ বাবদ ৫৩·৬০ কোটি টাকা ; সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ১৭·৪৩ কোটি টাকা ; বিদ্যুৎশক্তি ও সেচ বাবদ ৬৩·৮৬ কোটি টাকা ; শিল্প ও খনি ১২·১৪ কোটি টাকা ; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৬·৫০ কোটি টাকা ; সমাজসেবা ৮১·৩২ কোটি টাকা ; অন্যান্য খাতে ৩৮·৩০ কোটি টাকা ; মোট ২৯৩·১৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করে উন্নতির পথে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গড়ে তুলবো—

সো না র বাং লা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্ত বঙ্গের কিঞ্চিদধিক একতৃতীয়াংশ অঞ্চল লইয়া ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বিহার হইতে মোট ৩১৬৬ বর্গমাইল ভূমি পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই রাজ্যের বর্তমান আয়তন দাঁড়াইয়াছে ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল। বিহারের মানভূম হইতে ২৪০৭ বর্গমাইল ও পূর্ণিয়া হইতে ৭৫৯ বর্গমাইল ভূমি পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জন সংখ্যা ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪। মানভূমের অঞ্চল লইয়া পুরুলিয়া নামক একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হইয়াছে এবং পূর্ণিয়ার হস্তান্তরিত অঞ্চল লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ইসলামপুর নামক একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ ১৬টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলির নাম—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার ও কলিকাতা। এই জেলাগুলি আবার ৪৭টি মহকুমায় বিভক্ত। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১৪৫টি শহর ও ৬টি বৃহৎ নগরী (সিটি) আছে।

॥ ১৯৬১ সালের সেন্সাস ॥

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১ সালের সেন্সাস সম্পর্কে যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪ হইয়াছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ২,৬৩,০২,৩৮৬। সুতরাং গত দশ বৎসরে শতকরা ৩২.৯ হারে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। এই জেলায় ৫৯.৯% শতাংশ হারে লোক বাড়িয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা কম কলিকাতায়; এখানে গত দশ বৎসরে মাত্র ৮.৪% শতাংশ হারে লোক বাড়িয়াছে। কলিকাতার বর্তমান জনসংখ্যা হইল ২৯,২৬,৪৯৮। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ২৪ পরগণা সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ।

শিক্ষিতের হার ঃ সাম্প্রতিক সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ২৯˙১। ১৯৫১ সালে এই হার ছিল ২৪˙৫১ ; সুতরাং গত দশ বৎসরে বিবিধ পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই রাজ্যে শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটে নাই। কলিকাতায় শিক্ষিতের হার ৫৮˙৫।

জন্ম মৃত্যুর হার ঃ গত দশ বৎসরে এই রাজ্যে জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়া ২৫˙৫ হইয়াছে ; পক্ষান্তরে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া ৮˙৫ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সেন্সাসে জন্ম মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ২১˙৯ এবং ১৩।

গৃহের সংখ্যা ঃ পশ্চিমবঙ্গে মোট গৃহের সংখ্যা ৬৬,০৭,৩৯৭। জেলা সমূহের মধ্যে ২৪ পরগণায় গৃহের সংখ্যা সর্বাধিক ; এই জেলায় মোট ১১,৮৫,১৭৬ গৃহ আছে। কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা ৫,৯১,১২২।

বৃহত্তর কলিকাতা ঃ খাস মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল-সমূহ লইয়া গঠিত 'বৃহত্তর কলিকাতা'র জনসংখ্যা বৃহত্তর বোম্বাই অপেক্ষা অধিক। এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা গত ১০ বৎসরে ২০% শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতার বর্তমান জনসংখ্যা ৫৫½ লক্ষ। পক্ষান্তরে বৃহত্তর বোম্বাই-এর জনসংখ্যা হইল ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার।

পশ্চিমবঙ্গের নগরী (সিটি) ১৯৬১ সালের সেন্সাসে আরও ৬টি শহরকে নগরীর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। এই শহরগুলির নাম—বালী, দক্ষিণ দমদম, বরানগর, কামারহাটি, বর্ধমান ও আসানসোল। এই নগরগুলির প্রতিটির জনসংখ্যা এক লক্ষের অধিক। বলা বাহুল্য কলিকাতা ও হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তর নগরী।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ঃ আলোচ্য সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের ১৪৫টি জনপদকে শহরের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই রাজ্যে শহরের সংখ্যা ছিল ১১৯টি। যে স্থানের জনসংখ্যা অন্যূন ৫০০০ এবং প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ ১০০০ লোকের বাস তাহাকেই শহর বলা হয়। তবে, উক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ কৃষি ব্যতীত অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া চাই। যে সকল স্থানে সেনানিবাস, পৌরসভা বা টাউন কমিটি আছে সেই অঞ্চল-গুলিতে উপরোক্ত জনসংখ্যা না থাকিলেও তাহাকে শহর বলিয়া ধরা হয়।

জনবসতির ঘনত্ব ঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইল স্থানে ১০৩১ জন লোক বাস করে। জনবসতির ঘনত্বের হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান দ্বিতীয় (কেরালা প্রথম)।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা
(১৯৬১ সালের সেন্সাস-এর প্রাথমিক রিপোর্ট)

জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্ধমান	২৭১৬	৩০,৮৩,৫৬৪	১৬,৫৯,৭৭৭	১৪,২৩,৭৮৭
বীরভূম	১৭৫৪	১৪,৪৭,৬৩৮	৭,৩৪,৩৯৯	৭,১৩,২৩৯
বাঁকুড়া	২৬৪৮	১৬,৬৭,৫২৭	৮,৪১,৯১২	৮,২৫,৬১৫
পুরুলিয়া	২৪০৭	১৩,৫৮,৮৪২	৬,৮৭,২৯২	৬৭১,৫৫০
মেদিনীপুর	৫২৫৯	৪৩,৪৯,০৬৯	২২,২৭,৩০৮	২১,২১,৭৬১
হুগলী	১২০৯	২২,৩৩,৭৯৮	১১,৮০,১২৮	১০,৫৩,৬৭০
হাওড়া	৫৬৮	২০,৪৩,২২৫	১১,২৮,৮৩৩	৯,১৪,৩৯২
২৪ পরগণা	৫২৯৩	৬২,৯৩,৭৫৮	৩৩,৬৮,৯৩১	২৯,২৪,৮২৭
কলিকাতা	৩৮	২৯,২৬,৪৯৮	১৮,১৪,১৩২	১১,১২,৩৬৭
নদীয়া	১৫২৭	১৭,১৫,০৬৮	৮,৮০,৪০৯	৮,৩৪,৬৫৯
মুর্শিদাবাদ	২০৯৪	২২,৯৩,০৭৪	১১,৬২,১৭৭	১১,৩০,৮৯৭
মালদহ	১৪০৮	১২,২০,৪৯১	৬,২১,০৯২	৫,৯৮,৩৯৯
পঃ দিনাজপুর	২১৪৪	১৩,৩০,৩৪৬	৬,৯৬,৭৫৯	৬,৩৩,৫৮৭
জলপাইগুড়ি	২৩৭৮	১৩,৬০,১১০	৭,৩২,৫৯০	৬,২৭,৫২০
কোচবিহার	১৩৩৪	১০,১৯,৭৪৭	৫,৩৯,৭৯৪	৪,৭৯,৯৫৩
দার্জিলিং	১১৬০	৬,২৪,৮৭৯	৩,৩৪,৫৫৩	২,৯০,৩২৬

পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় শহরের লোকসংখ্যা

শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক
দার্জিলিং	২২,৬১৯	১৭,৭৮৬	ইসলামপুর	৫,৭২৪	৩,৭৪০
কালিম্পং	১৩,৫৫৭	১০,৮৭০	রায়গঞ্জ	১৭,৬০৪	১৪,৬৭২
শিলিগুড়ি	৩৯,৪১৬	২৫,৯৩৪	ইংলিশবাজার	২৪,৬০৯	২১,৬০০
জলপাইগুড়ি	২৭,৫৫৯	২১,১১৪	বহরমপুর	৩৩,৪৭৭	২৮,৯৭৫
আলিপুরদুয়ার	১৬,৩৫০	১২,৫৬৭	মুর্শিদাবাদ	৮,৬৯৬	৭,৯৪০
কোচবিহার	৩৩,৪৪৯	১৮,৪৯৪	জিয়াগঞ্জ	১২,৩১২	১১,৪১৭
দিনহাটা	৬,৫৬২	৪,৭৪৯	জঙ্গীপুর	১২,৩৭৬	১১,৮০৮
মাথাভাঙ্গা	৩,৮৯১	৩,১২৫	কৃষ্ণনগর	৩৬,৭৩৬	৩৩,৬৬৮
বালুরঘাট	১৪,৬১৮	১২,৪০৪	নবদ্বীপ	৩৭,০০১	৩৫,৪১৭

শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শহর	পুরুষ	স্ত্রীলোক
রাণাঘাট	১৯,০৭৯	১৬,৮২৮	চন্দননগর	৩৬,৫৬২	৩০,৯৭২
চাকদহ	১৭,৯৫৯	১৭,০২৫	বৈদ্যবাটি	২৪,০৫১	২০,২২২
কল্যাণী	২,৮০৮	১,৫৯৩	শ্রীরামপুর	৫৩,৪২২	৩৮,১৫৮
বজবজ	২৪,৫৫৯	১৫,৩৫৩	রিষড়া	২৪,৭৮৪	১৩,৭৯৬
গার্ডেনরীচ	৭৯,১৭৪	৫১,৫০১	কোন্নগর	১৭,৬৮৩	১১,৯৪০
যাদবপুর	৩,২৫৬	২,৬১১	বর্ধমান	৬০,১৫২	৪৭,৭২৯
বারুইপুর	৭,২০৯	৬,৪৪০	চিত্তরঞ্জন	১৬,৫২৪	১২,৪৪৯
জয়নগর	৭,৪৮৭	৬,৭২৯	কুলটি	১৯,৮৮৬	১৪,৩৪৭
বসিরহাট	২৮,৩৫৭	২৫,৬৯১	বার্নপুর	১৩,২৭৫	৭,৭৭৪
টাকী	৯,৫২৮	৮,৩৭৯	আসানসোল	৬২,২৪৭	৪১,৪১২
বারাসত	১৫,৯৮৪	১৩,২৭৭	রাণীগঞ্জ	১৬,৬৬২	১৩,০৫১
হাবড়া	১৩,৮৭৯	১২,৬২৩	কালনা	১১,৬৭১	১০,৮৫৮
বনগাঁ	২১,৭২৪	১৯,৩৭১	কাটোয়া	১১,০৩৬	৯,৫৩২
সাউথ দমদম	৬২,৪০৩	৪৯,১০৪	দুর্গাপুর স্টীল	২৬,৪৬২	৮,৮৭৭
দমদম	১৩,৩৮৬	৬,৭৭৩	সিউড়ি	১২,৬৬২	১০,২০২
বারাকপুর	৩৭,৪২৪	২৬,৭৯৫	বোলপুর	১২,৭৩৩	১০,৬২৮
টিটাগড়	৫০,৮০৫	২৫,৩৫২	রামপুরহাট	১০,৮১৬	৮,৯১৭
ভাটপাড়া	৯৩.৫৮৬	৫৪,১৩৯	বাঁকুড়া	৩৩,৩৫৪	৩৯,৩১৯
নৈহাটি	৩৩,৯৩২	২৪,৩৮৪	বিষ্ণুপুর	১৬,২৮১	১৪,৬৭১
কাঁচড়াপাড়া	৩৮,৯৪৬	৩০,৩৭৮	মেদিনীপুর	৩২,৪৯৫	২৬,৭৬১
খড়দহ	১৬,০৯৫	১২,২৮৯	খড়্গপুর	৮১,৪০০	৬৬,১৬১
পাণিহাটি	৫৬,৩৫৪	৪১,০৩২	কাঁথি	১১,৯৮৩	১০,০৭১
বরানগর	৬০,৭৫৯	৪৬,৭৮৩	তমলুক	৯,৮৭২	৮,১৪৮
কামারহাটি	৭৫,৫৩৭	৪৯,৭৭৫	ঘাটাল	১১.০৩৬	১০,০৫৩
ডায়মণ্ডহারবার	৫,৪৮৩	৪,৬৭৯	ঝাড়গ্রাম	৭,৮৮৫	৬,১১১
হাওড়া	৩,১৪,২৭৪	১,৯৯,৮১৬	পুরুলিয়া	২৫,৬৩২	২২,৭৩০
বালি	৬৭,০৪৩	৩৫,২৪২	ঝালদা	৪,৯৭১	৪,৭৪৭
চুঁচুড়া	৪৪,৬৮২	৩৮,৭৮৬			

পশ্চিমবঙ্গে অভাবিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেন্সাস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট শ্রী জে. সি. সেনগুপ্ত বলেন যে, এই রাজ্যের জন্মহার বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ২৪ পরগণা এই রাজ্যের সর্বাধিক জনাকীর্ণ জেলা ; পক্ষান্তরে দার্জিলিং-এর লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। সুন্দরবনে মাত্র ৯৩৪ জন লোক বাস করে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন—১৯৬২

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মাঝে একদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী কোন ভোটগ্রহণ করা হয় নাই। কলিকাতা ও শহরতলী সহ সর্বাধিকসংখ্যক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট গৃহীত হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে।

এবারের ভোট যুদ্ধ একটি কারণে বিশেষ জমিয়া উঠিয়াছিল। তাহা হইল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধীদল কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিকল্প সরকার গঠনের দাবী ও ধ্বনি। কম্যুনিস্ট পার্টি ইহাকে শুধু নির্বাচনী ধ্বনি হিসেবেই গ্রহণ করে নাই, এই ধ্বনিকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য সে তাহার সকল শক্তি নিয়োজিত ত করিয়াছিলই—উপরন্তু কংগ্রেস বিরোধী আরও কয়েকটি দলের সহিত নির্বাচনী জোট বাঁধিয়া বিকল্পসরকারেরধ্বনিকে বাস্তবে রূপায়িত করারও চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে কম্যুনিস্ট পার্টির মনোমত সম্মিলিত কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৭ সালের বামপন্থী ফ্রন্টের অন্যতম বড় অংশীদার প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি এবার বামপন্থী ফ্রন্টে যোগ দেয় নাই। আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে মতবিরোধ হওয়ায় অন্য কয়েকটি বামপন্থী দলও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্টে যোগ দেয় নাই। যে কয়টি দল লইয়া শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মিলিত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল সেগুলি হইল কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিস্ট), রেভোলিউসনারী সোস্যালিস্ট পার্টি, রেভোলিউসনারী কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া এবং বলশেভিক পার্টি। সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষ হইতে ফ্রন্ট সমর্থিত ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ২৪০টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল। ফ্রন্টের বিভিন্ন দল উপদলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নোক্তরূপ: কম্যুনিস্ট পার্টি ১৪৬; মার্ক্সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক ৩; ফরোয়ার্ড ব্লক ৩৫; রেভোলিউসনারী কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ৩; বলশেভিক ৩; রেভোলিউসনারী সোস্যালিস্ট পার্টি ২২।

কংগ্রেসের তরফ হইতে যথারীতি বিধান সভার মোট ২৫২টি আসনের জন্যই প্রার্থী মনোনয়ন করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি আসনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এবার পশ্চিমবঙ্গে ইহাই ছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমাত্র নির্বাচন।

অন্যান্য দল উপদলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নোক্তরূপ: প্রজাসোস্যালিস্ট

পার্টি ৮৭ ; জনসঙ্ঘ ২৫ ; হিন্দু-মহাসভা ২৯ ; সোস্যালিস্ট ইউনিট সেণ্টার ১১ ; স্বতন্ত্র পার্টি ২৮ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়া ৮। মোট ৯৬০ জন নির্বাচন প্রার্থীর মধ্যে বাদবাকী ২৮০ জন প্রার্থী ছিলেন অন্যান্য ছোট ছোট দলের ও নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটাধিকারী ব্যক্তির মোট সংখ্যা ছিল ১,৭৯,৭০,০০০। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে মোট ভোটাধিকারী নরনারীর সংখ্যা ছিল ১,৫২,১৬,৫৩২। এবার মোট প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ৯৯,৪১,৫৮৬ অর্থাৎ মোট ভোটের শতকরা ৫৫·৩ ভাগ। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৪,৩০,২৮৫ অর্থাৎ শতকরা ৪·৪ ভাগ। নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার নির্বাচন আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করা হইয়াছিল। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২১ হাজার। কলিকাতা মহানগরীতে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০।

বিধান সভায় বিভিন্ন দলের অবস্থা

১৯৬২ সালের নির্বাচন শেষে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সংখ্যার কথা নীচে আলোচিত হইল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সংখ্যাশক্তি পাশে ব্রাকেটে দেখানো হইল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে ও বিধান সভার মোট ২৫২টি আসনের মধ্যে তাহার অধিকৃত মোট আসন সংখ্যা হইয়াছে ১৫৭ (১৫২) কম্যুনিস্ট পার্টি পূর্বের মত দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হইয়া আসন দখল করিয়াছে ৪৯টি (৪৬)। ফরোয়ার্ড ব্লকের আসন সংখ্যা হইয়াছে ১৪ (৮) এবং এই দল বিধান সভায় তৃতীয় বৃহত্তম দলের স্থান দখল করিয়াছে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রণ্টের যে রেভোলিউসনারী সোস্যালিস্ট পার্টির আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ১টি, তাহার আসন সংখ্যা ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ৭ হওয়ায় এই দল চতুর্থ বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে ১৯৫৭ সালের তৃতীয় বৃহত্তম দল প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি আসন পাইয়াছে মাত্র ৫টি (২১)। বিধান সভায় এই দলের স্থান এখন পঞ্চম। পুরুলিয়ার লোক সেবক সঙ্ঘ আসন পাইয়াছে ৪টি (৭)। গোর্খা লীগ ও রেভোলিউসনারী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রত্যেকে দুইটি করিয়া আসন পাইয়াছে। সোস্যালিস্ট ইউনিট সেণ্টার নামক বামপন্থীদল, হিন্দু-মহাসভা, স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দল কোন আসনই পায় নাই। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল



বিধানসভা ভবনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ লোকান্তরিত মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শবাধারে মাল্যদান করিতেছেন—(সংবাদ ৬৬১ পৃঃ)
(ব্লকটি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

তাহার বাহিরে নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন ১২ জন। ইঁহাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি আবার সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্টের সমর্থিত। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে নির্দলীয় স্বতন্ত্র সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৭। মোট ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ১৫৭টি আসন আর বিরোধী দলগুলি একযোগে পাইয়াছে ৯৫টি আসন। ইহার মধ্যে আবার সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রন্ট কর্তৃক সমর্থিত মোট সদস্যের সংখ্যা ৮১। ইহাই হইল ১৯৬২ সালের নির্বাচন শেষে পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার মোটামুটি চিত্র।

কংগ্রেস ঃ ১৯৫৭ সালের তুলনায় এবার অধিক সংখ্যায় কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হইলেও তুলনামূলক ভাবে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হইয়াছে কম। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা ৪,১৮৮,৫১জন অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৫·১ ভাগ। সেক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস পাইয়াছিল ৪,৮৩০,৯৯৮ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৪৬·১৪ ভোট।

বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস দলের দুইজন পূর্ণমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ও শ্রীআবদুল সত্তার, একজন প্রতিমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় এবং বিধান সভার স্পীকার শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর নির্বাচিত হইতে পারেন নাই।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ঃ প্রাপ্ত ভোটের দিক হইতে বিচার করিলে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্টপার্টির অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ সালে কম্যুনিষ্টপার্টি পাইয়াছিল মোট ১,৮৬৫,১০৬ ভোট—শতকরা হিসাবে ১৭·৮২ ভাগ ভোট। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দলের প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা ২,৩৭৯,৯৫৩ অর্থাৎ শতকরা ২৪ ভাগ ভোট।

নির্বাচনে সামগ্রিক সাফল্য সত্ত্বেও কতকগুলি ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন সুপরিচিত নেতাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। এই সব পরাজিত প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন কলিকাতার শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন, ডাঃ জ্ঞান মজুমদার, শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইসমাইল ও শ্রীধীরেন ধর, বর্ধমানের শ্রীবিনয় চৌধুরী এবং ২৪ পরগণার শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষাল।

ফরোয়ার্ড ব্লক ঃ এবারের নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক পাইয়াছে মোট ৪,৩৬,৪৭০ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৪·৫৭ ভোট। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে এই দল পাইয়াছিল শতকরা ৪·২ ভোট। এই দলের উল্লেখযোগ্য পরাজিত সদস্যদের মধ্যে আছেন শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ, শ্রীশরবিন্দু বেরা, শ্রীজলধর বাগ প্রভৃতি।

প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টি ঃ এবারের নির্বাচনে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির বিস্ময়কর বিপর্যয় ঘটিয়াছে। বিগত বিধান সভায় প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির ২১ জন সদস্যের স্থলে এবার এই দলের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হইয়াছে মাত্র ৫ জন। ১৯৫৭ সালে এইদল যেখানে ভোট পাইয়াছিল ১০,৩১,৩৯২ অর্থাৎ শতকরা ৯.৮৫, সেখানে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দল ভোট পাইয়াছে ৪৭৭,৪০৩ অর্থাৎ শতকরা ৪.৮। পার্টির পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীসমর গুহ, শ্রীপবিত্রমোহন রায়, শ্রীহরিপদ বালি, শ্রীরামানুজ হালদার, শ্রীসৈফুদ্দিন কাশ্মীরী, শ্রীদাশরথি তা, শ্রীবসন্তকুমার পাণ্ডা প্রভৃতি।

অন্যান্য দল ও উপদল ঃ উপরে যে কয়টি দলের কথা বলা হইল সে কয়টি বাদে অন্যান্য দল উপদলগুলির মধ্যে রেভোলিউসনারী সোস্যালিস্ট পার্টি পাইয়াছে ৭টি আসন, গুর্খা লীগ ২টি আসন, লোকসেবক সঙ্ঘ ৪টি আসন এবং রেভোলিউসনারী কম্যুনিস্ট পার্টি ২টি আসন। অপর পক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি, জন সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, সোস্যালিস্ট ইউনিট সেণ্টার, বলশেভিক পার্টি প্রভৃতি দলগুলি একটি আসনও পায় নাই। এই সকল দল উপদল সর্বসাকুল্যে ভোট পাইয়াছে ৫৫২,৩৪০।

নির্দলীয় প্রার্থী ঃ পশ্চিমঙ্গে বিধান সভায় এবার নির্দলীয় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ১২ জন। ১৯৫৭ সালে নির্দলীয় সদস্যের সংখ্যা ছিল ১১ জন। সুতরাং ইঁহাদের শক্তির তারতম্য বড় একটা হয় নাই। অথচ ইঁহারা মোট ভোট পাইয়াছেন ১১,৪৬,৬১৬ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। ১৯৫৭ সালে নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১৪.১ ভাগ।

এবারের নির্বাচনে বিধান সভায় মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ২৮ জন এবং তাহার মধ্যে ২০ জনই কংগ্রেস দলভুক্ত। বাকি ৮ জন বিরোধী দলের সদস্য। ১৯৫৭ সালে বিধান সভার মুসলমান সদস্য ছিলেন ২৩ জন—১৭ জন কংগ্রেসের ও বাকি ৬ জন বিরোধী দলের। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মহিলা প্রার্থী ছিলেন ২৪ জন। তাহার মধ্যে, এবার নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন ১৩ জন। এই ১৩ জনের মধ্যে আবার ১২ জনই কংগ্রেস দলভুক্ত। বাকি একজন কম্যুনিস্ট দলভুক্ত।

১৯৬২ সালে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যবৃন্দ

কোচবিহার

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান	ফঃ ব্লক	মেকলিগঞ্জ
২।	„ মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া	কংগ্রেস	মাথাভাঙ্গা
৩।	„ জীবনকৃষ্ণ দে	কম্যুনিস্ট	তুফানগঞ্জ
৪।	„ বিজয়কুমার রায়	ফঃ ব্লক	শীতলকুচি
৫।	„ কমলকান্তি গুহ	”	দিনহাটা
৬।	„ সুনীল বসুনিয়া	”	কোচবিহারদক্ষিণ
৭।	„ সুনীল দাশগুপ্ত	”	কোচবিহার উত্তর

কলিকাতা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	কংগ্রেস	চৌরঙ্গী
২।	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু	”	ফোর্ট
৩।	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন	”	একবালপুর
৪।	”অনিল মৈত্র	”	বালিগঞ্জ
৫।	” গণেশপ্রসাদ রায়	”	বেলিয়াঘাটা দক্ষিণ
৬।	”কেশবচন্দ্র বসু	”	সুকিয়া স্ট্রীট
৭।	” করম হোসেন	”	তালতলা
৮।	” বিজয় সিং নাহার	”	বৌবাজার
৯।	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	কংগ্রেস	মুচিপাড়া
১০।	” ঈশ্বরদাস জালান	”	বড়বাজার
১১।	” নেপালচন্দ্র রায়	”	জোড়াবাগান
১২।	” বদ্রীপ্রসাদ পোদ্দার	”	জোড়াসাঁকো
১৩।	” ডাঃ সুশীলকুমার দাশগুপ্ত	”	কাশীপুর
১৪।	শ্রীমতী বিভা মিত্র	”	কালীঘাট
১৫।	শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত	কম্যুনিস্ট	টালিগঞ্জ
১৬।	” সোমনাথ লাহিড়ী	”	আলিপুর
১৭।	শ্রীমতী ইলা মিত্র	”	মাণিকতলা
১৮।	শ্রীজগৎ বসু	”	বেলিয়াঘাটা উত্তর
১৯।	” গণেশ ঘোষ	”	বেলগাছিয়া
২০।	” অমরেন্দ্রনাথ বসু	”	বড়তলা দক্ষিণ
২১।	” আবু আসাদ মহম্মদ ওবেই দুলগণি	”	এণ্টালি
২২।	ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়	”	বিদ্যাসাগর
২৩।	শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	স্বতন্ত্র	ভবানীপুর
২৪।	” বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	”	রাসবিহারী এ্যাভেন্যু
২৫।	” হেমন্তকুমার বসু	ফঃ ব্লক	শ্যামপুকুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
২৬।	শ্রীনিখিল দাস	রেভোলিউশনারী সোস্থালিস্ট	বড়তলা উত্তর

২৪-পরগণা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর	কংগ্রেস	মগরাহাট পূর্ব
২।	" আবুল হাসেম	"	মগরাহাট পশ্চিম
৩।	" ডাঃ জীবনরতন ধর	"	বনগাঁ
৪।	" মণীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস	"	বাগদা
৫।	" তরুণকান্তি ঘোষ	"	হাবড়া
৬।	" অশোককৃষ্ণ দত্ত	"	বারাসত
৭।	" দয়ারাম বেরী	"	ভাটপাড়া
৮।	" কৃষ্ণকুমার শুক্ল	"	টিটাগড়
৯।	" প্রণবপ্রসাদ রায়	"	রাজারহাট
১০।	মৌলানা বজলুর রহমান দুর্গাপুরী	"	দেগঙ্গা
১১।	আবদুল গফুর	"	স্বরূপনগর
১২।	মহম্মদ জিয়াউল হক	"	বাদুড়িয়া
১৩।	শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন	"	বসিরহাট
১৪।	" দীনবন্ধু দাস	"	হাসনাবাদ
১৫।	" অনন্তকুমার বৈদ্য	"	সন্দেশখালি
১৬।	" রাজকৃষ্ণ মণ্ডল	"	কালিনগর
১৭।	শ্রীজাহাঙ্গীর কবির	কংগ্রেস	হাড়োয়া
১৮।	" এ. কে. এম. ইসাহাক	"	ভাঙ্গড়
১৯।	শ্রীমতী সাকিলা খাতুন	"	বাসন্তী
২০।	শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর	"	ক্যানিং
২১।	" জ্ঞানতোষ চক্রবর্তী	"	জয়নগর উত্তর
২২।	" অনাদিমোহন তাঁতি	"	জয়নগর দক্ষিণ
২৩।	" ভূষণচন্দ্র দাস	"	মথুরাপুর দক্ষিণ-পূর্ব
২৪।	" বৃন্দাবন গায়েন	"	মথুরাপুর উত্তর-পশ্চিম
২৫।	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়	"	কাকদ্বীপ
২৬।	শ্রীজগদীশচন্দ্র হালদার	"	ডায়মণ্ডহারবার
২৭।	" খগেন্দ্রনাথ দাস	"	ফলতা
২৮।	" শক্তিকুমার সরকার	"	বারুইপুর
২৯।	শ্রীমতী শান্তিলতা মণ্ডল	"	বিষ্ণুপুর পূর্ব
৩০।	শ্রীযুগলচরণ সাঁতরা	"	বিষ্ণুপুর পশ্চিম
৩১।	" হরলাল হালদার	"	বজবজ
৩২।	" আহম্মদ আলি মুজতি	"	মহেশতলা
৩৩।	" এস. এম. আবদুল্লা	"	গার্ডেনরীচ
৩৪।	" গোপাল বসু	কম্যুনিস্ট	নৈহাটি
৩৫।	" যামিনীভূষণ সাহা	"	নোয়াপাড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৩৬।	শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কম্যুনিস্ট	খড়দহ
৩৭।	" জ্যোতি বসু	"	বরানগর
৩৮।	" তরুণকুমার সেনগুপ্ত	"	দমদম
৩৯।	" খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	"	সোনারপুর
৪০।	" রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	"	বেহালা
৪১।	" মনোরঞ্জন রায়	"	বীজপুর
৪২।	" হৃষিকেশ হালদার	স্বতন্ত্র	কুলপি

জলপাইগুড়ি

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীপীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়	কংগ্রেস	আলিপুরদুয়ার
২।	" হীরালাল সিংহ	"	ফলাকাটা
৩।	" কামিনামোহন রায়	"	ময়নাগুড়ি
৪।	" ভূপেন্দ্রদেব রায়কত	"	খড়িয়া
৫।	" খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	"	জলপাইগুড়ি
৬।	" বুধু ভগৎ	"	নাগরাকাটা
৭।	" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভৌমিক	"	মাল
৮।	" এ. এইচ. বেষ্টারউইচ	রেভোঃ সোসাঃ	মাদারিহাট
৯।	" ননী ভট্টাচার্য	"	কালচিনি

দার্জিলিং

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীলক্ষ্মীরঞ্জন যোশে	গোর্খা লীগ	কালিম্পং
২।	" দেও প্রকাশ রায়	স্বতন্ত্র	দার্জিলিং
৩।	" ভদ্রবাহাদুর হামাল	কম্যুনিস্ট	জোড়বাংলো
৪।	" জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	কংগ্রেস	শিলিগুড়ি
৫।	" তেনজিং ওয়াংদি	"	ফাঁসিদেওয়া

নদীয়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	কংগ্রেস	করিমপুর
২।	" শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	তেহট্ট
৩।	" এস. এম. ফজলুর রহমান	"	নাকাশি পাড়া
৪।	" প্রমথরঞ্জন ঠাকুর	"	হাঁসখালি
৫।	শ্রীমতী শান্তি দাস	"	চাকদা
৬।	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার	"	হরিণঘাটা
৭।	" গৌরচন্দ্র কুণ্ডু	কম্যুনিস্ট	রাণাঘাট
৮।	" দেবীপ্রসাদ বসু	"	নবদ্বীপ
৯।	" কানাই পাল	রেভোঃ কম্যুঃ	শান্তিপুর
১০।	" মহানন্দ হালদার	স্বতন্ত্র	চাপড়া
১১।	" কাশীকান্ত মৈত্র	প্রজা সোস্যালিস্ট	কৃষ্ণনগর

পুরুলিয়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীঅজিত প্রসাদ সিং দেও'	কংগ্রেস	হুরা
২।	„ বুধন মাঝি	”	কাশীপুর
৩।	„ শঙ্করনারায়ণ সিং দেও	”	রঘুনাথপুর
৪।	„ নেপাল বাউড়ি	”	পারা
৫।	„ তারাপদ রায়	”	পুরুলিয়া
৬।	„ দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো	”	ঝালদা
৭।	” দমন কুইরি	ফরোওয়ার্ড ব্লক	অর্শা
৮।	” কান্দ্রু মাঝি	লোকসেবক সঙ্ঘ	বান্দুয়ান
৯।	” পদক মাহাতো	”	বলরামপুর
১০।	„ অদ্বৈত মণ্ডল	”	জয়পুর
১১।	„ গিরিশ মাহাতো	স্বতন্ত্র	মানবাজার

পশ্চিম দিনাজপুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	চৌধুরী মহম্মদ আফাক	কংগ্রেস	চোপরা
২।	শ্রীফণীশ্চন্দ্র সিংহ	”	করণদীঘি
৩।	„ রমেন্দ্রনাথ দত্ত	”	রায়গঞ্জ
৪।	„ শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ	”	কালিয়াগঞ্জ
৫।	” সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	”	বালুরঘাট
৬।	শ্রীজয়নাল আবেদীন	কংগ্রেস	ইটাহার
৭।	” ন্যাথনিয়েল মুর্মু	রেভোঃ সোসাঃ	তপন
৮।	” মংলা কিস্কু	কম্যুনিস্ট	গঙ্গারামপুর
৯।	” খলিল সাইদ	”	কুমারগঞ্জ
১০।	মহম্মদ হায়াৎ আলি	প্রজা সোস্যালিস্ট	গোয়ালপোখর

বর্ধমান

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীগোপিকারঞ্জন মিত্র	কংগ্রেস	হীরাপুর
২।	” জয়নারায়ণ শর্মা	”	কুলটি
৩।	” অমরেন্দ্র মণ্ডল	”	জামুরিয়া
৪।	” আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	”	দুর্গাপুর
৫।	” কানাইলাল দাস	”	গল্‌সি
৬।	” জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	”	খণ্ডঘোষ
৭।	শ্রীমতী রাধারাণী মহতাব	”	বর্ধমান
৮।	শ্রীপ্রবোধকুমার গুহ	”	রায়না
৯।	” মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক	”	জামালপুর
১০।	” বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	”	পূর্বস্থলী
১১।	” মোহন ঠাকুর	কম্যুনিস্ট	কেতুগ্রাম
১২।	” নারায়ণদাস দাস	”	মঙ্গলকোট

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১৩।	শ্রীসুবোধ চৌধুরী	কম্যুনিস্ট	কাটোয়া
১৪।	" সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লা	"	মন্তেশ্বর
১৫।	" হরেকৃষ্ণ কোঙার	"	কালনা
১৬।	" সুচাঁদ সোরেন	"	মেমারি
১৭।	" অশ্বিনী রায়	"	ভাতার
১৮।	" লখন বাগদী	"	রাণীগঞ্জ
১৯।	" হরিদাস চক্রবর্তী	"	বড়বনী
২০।	" বিজয় পাল	"	আসানসোল
২১।	" মনোরঞ্জন বকসী	স্বতন্ত্র	আউসগ্রাম

বাঁকুড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীআশুতোষ মল্লিক	কংগ্রেস	ইঁদপুর
২।	শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত	"	রায়পুর
৩।	" পূরবী মুখোপাধ্যায়	"	তালডাঙরা
৪।	শ্রীগোকুলবিহারী দাস	"	ওন্দা
৫।	" জগন্নাথ কোলে	"	কোতলপুর
৬।	" গুরুপদ খান	"	পাত্রসায়ের
৭।	" শিশুরাম মণ্ডল	"	গঙ্গাজলঘাটি
৮।	" কমলাকান্ত হেমরাম	"	ছাতনা
৯।	ডাঃ অনাথবন্ধু রায়	"	শালতোড়া
১০।	শ্রীঅবনী ভট্টাচার্য	কম্যুনিস্ট	বাঁকুড়া
১১।	" প্রমথ ঘোষ	"	বড়জোড়া
১২।	" রাধিকা ধীবর	"	বিষ্ণুপুর
১৩।	" জলেশ্বর হাঁসদা	"	রাণীবাঁধ

বীরভূম

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কংগ্রেস	সিউড়ি
২।	" ভূষণ হাঁসদা	"	মহম্মদ বাজার
৩।	শ্রীমতী নীহারিকা মজুমদার	"	রামপুরহাট
৪।	শ্রীশিরোমণি প্রসাদ	"	নলহাটি
৫।	" আহম্মদ শামসুদ্দিন	স্বতন্ত্র	মুরারাই
৬।	" গোবর্ধন দাস	কম্যুনিস্ট	ময়ুরেশ্বর
৭।	" রাধানাথ চট্টরাজ	"	লাবপুর
৮।	" ভক্তিভূষণ মণ্ডল	ফরোয়ার্ড ব্লক	দুবরাজপুর
৯।	" সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল	"	রাজনগর
১০।	" রাধাকৃষ্ণ সিংহ	স্বতন্ত্র	বোলপুর

মালদহ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীনিমাইচাঁদ মুর্মু	কম্যুনিস্ট	হবিবপুর
২।	" ধরণীধর সরকার	"	মালদহ
৩।	" গোলাম ইয়াজদানী	স্বতন্ত্র	খরবা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৪।	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র	কংগ্রেস	হরিশচন্দ্রপুর
৫।	„ ধনেশ্বর সাহা	„	রতুয়া
৬।	„ সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র	„	মাণিকচক
৭।	„ শান্তি গোপাল সেন	„	ইংলিশবাজার
৮।	„ আসাদুল্লা চৌধুরী	„	সুজাপুর
৯।	„ প্রমোদরঞ্জন বসু	রেভোঃ সোসাঃ	কালিয়াচক

মুর্শিদাবাদ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীমহম্মদ গিয়াসুদ্দিন	কংগ্রেস	ফরাক্কা
২।	„ লুৎফল হক	„	সুতী
৩।	„ মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়	„	জঙ্গীপুর
৪।	„ অম্বিকাচরণ দাস	„	সাগরদীঘি
৫।	„ সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা	„	লালগোলা
৬।	কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ	„	কান্দী
৭।	শ্রীমহম্মদ ইসরাইল	„	নাওদা
৮।	„ আবদুল লতিফ	„	হরিহরপাড়া
৯।	„ আবদুল বারি মোক্তার	স্বতন্ত্র	জলঙ্গী
১০।	„ বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	„	মুর্শিদাবাদ
১১।	„ সৈয়দ বদরুদ্দোজা	„	রাণীনগর

(লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ায় পদত্যাগ করেন)

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১২।	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী	প্রজাঃ সোসাঃ	ভগবানগোলা
১৩।	„ অভয়পদ সাহা	রেভোঃ সোসাঃ	খারগ্রাম
১৪।	„ শম্ভুগোপাল দাস	„	ভরতপুর
১৫।	„ দেবশরণ ঘোষ	„	বেলডাঙ্গা
১৬।	„ সনৎকুমার রাহা	কম্যুনিস্ট	বহরমপুর

মেদিনীপুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়	কংগ্রেস	চন্দ্রকোণা
২।	„ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য	„	পাঁশকুড়া পশ্চিম
৩।	„ রজনীকান্ত প্রামাণিক	„	পাঁশকুড়া পূর্ব
৪।	„ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	„	তমলুক
৫।	„ অনঙ্গমোহন দাস	„	ময়না
৬।	„ সুশীলকুমার ধাড়া	„	মহিষাদল
৭।	„ মহাতাবচাঁদ দাস	„	সুতাহাটা
৮।	„ প্রবীরচন্দ্র জানা	„	নন্দীগ্রাম দক্ষিণ
৯।	„ সুবোধচন্দ্র মাইতি	„	নন্দীগ্রাম উত্তর
১০।	শ্রীমতী আভা মাইতি	„	ভগবানপুর
১১।	শ্রীঅবন্তীকুমার দাস	„	খেজুরি
১২।	„ বিজয়কৃষ্ণ মাইতি	„	কাঁথি উত্তর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১৩।	শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্তী	কংগ্রেস	এগরা
১৪।	" রাধানাথ দাস অধিকারী	"	পটাসপুর
১৫।	" চারুচন্দ্র মহান্তি	কংগ্রেস	দাঁতন
১৬।	" কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল	"	নারায়ণগড়
১৭।	" আদিত্যকুমার বাকুড়া	"	সবং
১৮।	" মৃত্যুঞ্জয় জানা	"	খড়্গপুর লোক্যাল
১৯।	" সৈয়দ সামসুল বারি	"	মেদিনীপুর
২০।	" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	"	ডেবরা
২১।	" বঙ্কিম রায়	"	কেশপুর
২২।	শ্রীমতী তুষার টুডু	"	গড়বেতা
২৩।	শ্রীনিরঞ্জন গামরাই	"	শালবনি
২৪।	" সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো	"	গোপীবল্লভপুর
২৫।	" দেবনাথ হাঁসদা	"	নয়াগ্রাম
২৬।	" মৃগেন্দ্রনাথ মাহাতো	"	ঝাড়গ্রাম
২৭।	" মঙ্গলচরণ সারেন	"	বীণপুর
২৮।	" নারায়ণ চৌবে	কম্যুনিস্ট	খড়্গপুর
২৯।	" মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য	"	দাসপুর
৩০।	" নগেন দলুই	"	ঘাটাল
৩১।	" সুধীরচন্দ্র দাস	প্রজা সোস্যালিস্ট	কাঁথি দক্ষিণ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৩২।	শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র	প্রজা সোঃ	রামনগর

হাওড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য	কংগ্রেস	হাওড়া পূর্ব
২।	" শৈল মুখোপাধ্যায়	"	হাওড়া উত্তর
৩।	" শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়	"	বালী
৪।	" সত্যনারায়ণ খান	"	জগৎবল্লভপুর
৫।	" অবনীকুমার বসু	"	উলুবেড়িয়া দক্ষিণ
৬।	" মুরারীমোহন খাস্ত	"	শ্যামপুর
৭।	" রণজিৎকুমার ঘোষচৌধুরী	"	বাগনান
৮।	" অরবিন্দ রায়	"	উদয়নারায়ণপুর
৯।	" তারাপদ প্রামাণিক	"	আমতা
১০।	" বিজয়ভূষণ মণ্ডল	ফঃ ব্লক	উলুবেড়িয়া উত্তর
১১।	" অপূর্বলাল মজুমদার	"	পাঁচলা
১২।	" কানাইলাল ভট্টাচার্য	"	হাওড়া দক্ষিণ
১৩।	" অনাদি দাস	স্বতন্ত্র	হাওড়া পশ্চিম
১৪।	" তারাপদ দে	কম্যুনিস্ট	ডোমজুড়
১৫।	" দুলালচন্দ্র মণ্ডল	"	শাঁকরাইল

হুগলি

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	শ্রীবিশ্বনাথ সাহা	কংগ্রেস	জাঙ্গিপাড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
২।	শ্রীকানাইলাল দে	কংগ্রেস	চণ্ডীতলা
৩।	„ প্রভাকর পাল	„	সিঙ্গুর
৪।	„ বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়	„	বলাগড়
৫।	„ রাধানাথ দাস	„	পাণ্ডুয়া
৬।	„ বীরেন্দ্র চৌধুরী	„	ধনিয়াখালি
৭।	„ পার্বতীচরণ হাজরা	„	তারকেশ্বর
৮।	„ কৃষ্ণপদ পণ্ডিত	„	খানাকুল
৯।	„ প্রফুল্লচন্দ্র সেন	„	আরামবাগ পূর্ব
১০।	„ রাধাকৃষ্ণ পাল	„	আরামবাগ পশ্চিম
১১।	„ শম্ভুচরণ ঘোষ	ফঃ, ব্লক	চুঁচড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১২।	শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	কম্যুনিস্ট	চন্দননগর
১৩।	„ গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়	„	ভদ্রেশ্বর
১৪।	„ পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	„	শ্রীরামপুর
১৫।	„ মনোরঞ্জন হাজরা	„	উত্তরপাড়া

মনোনীত সদস্য

১। কুমারী অলিভ পেস্তাণ্ট্‌ল
২। শ্রী আর. ই. প্ল্যাটেল
৩। শ্রী সি. এল. ব্ল্যাঙ্কে
৪। শ্রী ক্লিফোর্ড নোরান্‌হা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

স্পীকার : শ্রীকেশবচন্দ্র বসু
ডেপুটি স্পীকার : শ্রীআশুতোষ মল্লিক

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ

চেয়ারম্যান : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডেপুটি চেয়ারম্যান : শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায়

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

সভাপতি : শ্রী বি. দাসগুপ্ত ; সভ্যগণ : শ্রী বি. কে. সিংহ ও শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা

(৯ই জুলাই, ১৯৬২, এই মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন)

মন্ত্রী : ১। প্রফুল্লচন্দ্র সেন (মুখ্যমন্ত্রী)—খাদ্য ও সরবরাহ, কৃষি, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সাধারণ শাসন, রাজনীতি, দুর্নীতি দমন, অর্থ এবং উন্নয়ন ; (২) কালীপদ মুখার্জি—স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় পুলিশ, প্রতিরক্ষা, স্পেশাল পাশপোর্ট, প্রেস ও পরিবহণ ; (৩) খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত ও গৃহনির্মাণ ; (৪) অজয়কুমার মুখার্জি—সেচ ও জলপথ ; (৫) ঈশ্বরদাস জালান—স্বরাষ্ট্র বিভাগের সংবিধান ও নির্বাচন শাখা এবং আইন ; (৬) হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—শিক্ষা ; (৭) তরুণকান্তি ঘোষ—বাণিজ্য, শিল্প, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প এবং সমবায় ; (৮) শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি—কারা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সমাজকল্যাণ ; (৯) শ্যামাদাস ভট্টাচার্য—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ; (১০) জগন্নাথ কোলে—আবগারি, প্রচার ও বিধানিক বিষয় ; (১১) জীবনরতন ধর—স্বাস্থ্য ; (১২) শৈলকুমার মুখার্জি—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ, সমষ্টি উন্নয়ন ও আদিবাসী কল্যাণ ; (১৩) শ্রীমতী আভা মাইতি—উদ্বাস্তু সাহায্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; (১৪) এস. এম. ফজলুর রহমান—পশুপালন, পশুচিকিৎসা, মৎস্য ও বন ; (১৫) বিজয় সিং নাহার—শ্রম।

প্রতিমন্ত্রী : (১) সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র—শিক্ষা ; (২) তেনজিং ওয়াংদি—পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ; (৩) স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষি ; (৪) চারুচন্দ্র মহান্তি—খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ ; (৫) চিত্তরঞ্জন রায়—সমবায় ; (৬) অর্দ্ধেন্দু-শেখর নস্কর—আবগারি ; (৭) আশুতোষ ঘোষ—স্বরাষ্ট্র বিভাগের পরিবহণ ; (৮) বীজেশচন্দ্র সেন—উন্নয়ন ; (৯) প্রবোধ কুমার গুহ—শ্রম ; (১০) সুশীল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—স্বাস্থ্য ; (১১) প্রমথরঞ্জন ঠাকুর—আদিবাসী কল্যাণ।

উপমন্ত্রী : (১) সৈয়দ কাজিম আলি মীর্জা—পূর্ত ; (২) জিয়াউল হক—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ ; (৩) শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি—শিক্ষা ; (৪) তারাপদ রায়—সেচ ও জলপথ ; (৫) শ্রীমতী রাধারাণী মহতাব—স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা ও সমাজকল্যাণ শাখা ; (৬) কানাইলাল দাস—ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ; (৭) জয়নাল আবেদিন—স্বাস্থ্য ; (৮) শ্রীমতী শাকিলা খাতুন—উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন ; (৯) মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষা ; (১০) মহেন্দ্র নাথ ডাকুয়া—বাণিজ্য ও শিল্প।

[**দ্রষ্টব্য :** পাঠকপাঠিকার সুবিধার জন্য এই পাতাটি পরে সংযোজিত হইল—সঃ বঃ।]



পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা

মন্ত্রী ঃ ১। মুখ্যমন্ত্রী—পদ শূন্য* ২। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, কৃষি ও সরবরাহ। ৩। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রতিরক্ষা)। ৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত। ৫। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—সেচ ও জলপথ। ৬। শ্রীঈশ্বরদাস জালান—আইন। ৭। রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা। ৮। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—ক্ষুদ্র শিল্প, বন ও সমবায়। ৯। শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—কারা ও সমাজকল্যাণ। ১০। শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব। ১১। শ্রীজগন্নাথ কোলে—প্রচার, আবগারি ও সংসদীয় বিষয়। ১২। ডাঃ জীবনরতন ধর—স্বাস্থ্য। ১৩। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, পঞ্চায়েত, সমষ্টি উন্নয়ন ও আদিবাসী কল্যাণ। ১৪। শ্রীমতী আভা মাইতি—উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন। ১৫। শ্রী এস্. এম. ফজলুর রহমান—পশুপালন ও পশুচিকিৎসা। ১৬। শ্রীবিজয় সিং নাহার—শ্রম।

প্রতিমন্ত্রী ঃ ১। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র—শিক্ষা। ২। শ্রীতেনজিং ওয়াংদি—পশুপালন ও পশুচিকিৎসা। ৩। শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতিরক্ষা। ৪। শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি—সরবরাহ। ৫। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—সমবায়। ৬। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর—আবগারি। ৭। শ্রীআশুতোষ ঘোষ—উন্নয়ন ও মৎস্য। ৮। শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন—গৃহনির্মাণ। ৯। ডাঃ প্রবোধ-কুমার গুহ—শ্রম। ১০। ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—স্বাস্থ্য। ১১। শ্রীপ্রমথ-রঞ্জন ঠাকুর—আদিবাসী কল্যাণ।

---

*যখন এই অংশ ছাপা হইতেছে তখন অকস্মাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পরলোক গমন করেন।
—সঃ বঃ।

উপমন্ত্রী ঃ ১। সৈয়দ কাজেম আলি মীর্জা—পূর্ত। ২। শ্রীজিয়াউল হক—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ। ৩। শ্রীমতী মায়া বন্দোপাধ্যায়—শিক্ষা। ৪। ডাঃ তারাপদ রায়—সেচ ও জলপথ। ৫। শ্রীমতী রাধারাণী মহাতাব—কারা ও সমাজকল্যাণ। ৬। শ্রীকানাইলাল দাস—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব। ৭। শ্রীজয়নুল আবেদীন—স্বাস্থ্য। ৮। শ্রীমতী শাকিলা খাতুন—উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন। ৯। শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষা। ১০। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া—শিল্প ও বাণিজ্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট ॥

পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৪ মার্চ ১৯৬২ তারিখে রাজ্য বিধান সভায় ১৯৬২-৬৩ সালের যে বাজেট পেশ করেন, তাহাতে রাজস্বখাতে ৪ কোটি ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ও মূলধনী খাতে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মোট ঘাটতির পরিমাণ ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মত। ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন কোন কর ধার্যের প্রস্তাব হয় নাই। ১৯৬১-৬২ সালের বর্ষশেষ তহবিলে যে ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা থাকিবে, তাহা দিয়াই উপরোক্ত ঘাটতি মিটাইয়া ১৯৬২-৬৩ সালের বর্ষশেষ তহবিলে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বাজেটের বিস্তারিত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৬২-৬৩ সালে রাজ্যসরকারের রাজস্বখাতে ১০৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা আয় এবং ১১১ কোটি ২২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ফলে ৪ কোটি ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে মূলধনী খাতে ব্যয়ের জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। ঐ খাতে ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

১৯৬১-৬২ সালের রাজস্ব বাজেটের যে সংশোধিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আয়ের পরিমাণ ১০৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের আনুমানিক মূলধনী বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ রাখা হইয়াছিল ৪২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। সংশোধিত হিসাবে ইহার পরিমাণ ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৩১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে ১৯৬১-৬২ সালের শেষে ৩৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব ঘাটতি এবং রাজস্ব হিসাবের বাহিরে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত

দাঁড়ায়। ফলে, মোটের উপর ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়া যায়। উহা প্রারম্ভিক তহবিল ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সহিত যোগ করিলে মোটের উপর ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা বর্ষান্তে মজুত জমা থাকিয়া যায়।

নূতন ঋণ সংগ্রহ ঃ পরিকল্পনাসমূহকে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯৬২-৬৩ সালে যে ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনার ভিতরে ও বাহিরে ব্যয়ের জন্য আদায়ের খাতে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের জন্য বরাদ্দ ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রোজেক্টগুলির জন্য ২ কোটি বকেয়া কেন্দ্রীয় সাহায্য সমেত ও দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের জন্য বরাদ্দ ব্যতীত ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় ঋণ সাহায্য লওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রবর্তিত কয়েকটি কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় ঋণ সাহায্য হিসাবে ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুণর্বাসনের জন্য ঋণ-সংক্রান্ত সাহায্য হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ববৎসরের ন্যায় ১৯৬২-৬৩ সালেও বাজার হইতে ৭ কোটি টাকা ঋণ তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

॥ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয়বরাদ্দ ॥

১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে যে সকল প্রকল্পগুলির জন্য অধিকতর টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

ঋণ ও অন্যান্য খাতে ঃ (১) কৃষকগণ যাহাতে সার ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে ঋণ সংক্রান্ত সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা। (২) কৃষিজীবীদিগের ঋণ সংক্রান্ত সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য ৬০ লক্ষ টাকা। (৩) কারুশিল্পীদিগকে ঋণ সংক্রান্ত সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। (৪) গরু মহিষাদি গৃহপালিত পশু ক্রয় ঋণের জন্য ২৮ লক্ষ টাকা। (৫) মধ্য-আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা। (৬) নিম্ন আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা। (৭) শিল্পে রাষ্ট্রীয় সহায়তা আইন অনুসারে ঋণ দিয়া সাহায্যের জন্য ২০ লক্ষ টাকা (৮) তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্প সমূহের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ঋণদান বাবদ ৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। (৯)

রেলপথ বিদ্যুৎকরণ প্রকল্পের জন্য ৬৩ লক্ষ টাকা। (১০) পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন করপোরেশনকে ঋণদানের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা। (১১) বস্তী অপসারণ-প্রকল্পের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা। (১২) উদ্বাস্তুদের ঋণদানের জন্য ৯৯ লক্ষ টাকা। (১৩) সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ঋণদানেরজন্য ৩৪ লক্ষ টাকা।

মূলধনী খাতে: (১) জমিদারী প্রথা বিলোপের দরুণ জমির মালিক প্রভৃতিকে ক্ষতিপূরণ দান খাতে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। (২) শিল্প শ্রমিকদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৫৪ লক্ষ টাকা। (৩) কলিকাতা সার্কুলার ক্যানেল ভর্তির জন্য ১০ লক্ষ টাকা। (৪) দুর্গাপুরের কোকচুল্লী গ্যাসগ্রীড্ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা ইত্যাদির জন্য ৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। (৫) রাসায়নিক সার কারখানার জন্য ২৬ লক্ষ টাকা। (৬) লবন হ্রদ পুনরুদ্ধারের জন্য এক কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। (৭) কলিকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থার জন্য ২৯ লক্ষ টাকা। (৮) ডি. ভি. সি.-র জন্য ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের খাতে অন্তর্ভুক্ত এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার একটি বরাদ্দও ইহার অন্তর্ভুক্ত। (৯) ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জন্য ৭০ লক্ষ এবং কংসাবতী প্রকল্পের জন্য এক কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। (১০) গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্পের জন্য এক কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। (১১) নদী ও বিলসমূহ হইতে জলসেচের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা। (১২) বস্তী অপসারণের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা। (১৩) বেহালায় ভূমি সংগ্রহ ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৪৮ লক্ষ টাকা। (১৪) বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। (১৫) শিল্প উপনগরী সমূহের জন্য ৩৮ লক্ষ টাকা। (১৬) রাজ্য সড়ক সমূহের উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি টাকা। (১৭) পুলিশদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য ৭৮ লক্ষ টাকা। (১৮) বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মার্ণের জন্য ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রসারের কার্য সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। দ্বিতীয় যোজনায় শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সকল পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ সাফল্যের সহিত কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। মূল পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য ২১.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম ৪ বৎসরেই, অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ২০.২৩

কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ফলে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থ বারদ্দ করিতে হইয়াছে।

শিক্ষিতের হার : ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯·১ জন। পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ১৬·৮ জন শিক্ষিত।

শিক্ষার জন্য ব্যয় : পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার জন্য ক্রমেই অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত ছয়বৎসর শিক্ষাখাতে রাজ্যসরকার কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন নিম্নে তাহা দেখান হইল :—

বৎসর	হাজার টাকা	বৎসর	হাজার টাকা
১৯৫৭-৫৮	১,২২,৩২৫	১৯৬০-৬১	১,৫৭,৯৯৬
১৯৫৮-৫৯	১,২৭,৪০১	১৯৬১-৬২	১,৮৪,৫৮২
১৯৫৯-৬০	১,৪৩,৫৫০	১৯৬২-৬৩	...

প্রাথমিক শিক্ষা : স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৪৭ সালে এই রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩,৯৫০ এবং উহাতে অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ ৪৪,১১১ জন। ১৯৬০-৬১ সালে এই দুইটি সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৮,০১৬টি এবং ২৮,৮৬,১৪২ জন। সুতরাং গত ১৩ বৎসরের মধ্যে এই রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উহার ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১০০% শতাংশ ও ১৭৫% শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে 'বাধ্যতামূলক' শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭৯১·৭৫ বর্গমাইল অঞ্চলে উক্ত ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের শতকরা ৮০ জনের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়াছে। এই লক্ষ্য পূর্ণ করিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গে আরও ১২ লক্ষ বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮	১৩,৯৫০	৯,৫৯,৫২১	৩৩,৫৬৭
১৯৫১-৫২	১৫,১৬৪	১৯,৯০,৩১৩	৪৩,৯৩০

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৫৫-৫৬	২৩,০৮১	২১,৭৯,০৩৭	৬৯,১৭৪
১৯৫৮-৫৯	২৬,২৯০	২৪,৪৪,৪৫০	৭৭,১১৩
১৯৬০-৬১	২৮,০১৬	২৮,৮৬,১৪২	৮৩,৭৮৯

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ স্বাধীনতা লাভের পর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীচের খতিয়ান হইতেই এই বৃদ্ধির ধারা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার খতিয়ান

বৎসর	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা		ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা		মোট শিক্ষক সংখ্যা
	(বালক)	(বালিকা)	(ছাত্র)	(ছাত্রী)	
১৯৪৭-৪৮	১৬৬৩	২৪০	৪৫৭৬৩৪	৬৪৮৬৬	১৭৬৩১
১৯৫০-৫১	২০৪১	৩২৭	৪৩৫৮৮০	৯৬৬৪৭	২১৪৯৬
১৯৫৫-৫৬	২৬৫১	৫১৫	৫৫৭৮৯১	১৩৫৭১২	২৭৯৮৮
১৯৬০-৬১	৩৪৯৭	৮৫৯	৭৪৮৬৯২	২৫৫১৯১	৪০২৪৭

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী বিদ্যালয়-সমূহকে তাহাদের আয় ব্যয়ের সমুদয় ঘাটতি মিটাইবার জন্য আর্থিক সাহায্য দান করা হইতেছে। শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সাল হইতে পল্লী অঞ্চলে ৫ম হইতে ৮ম শ্রেণীর বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি পর্যন্ত ৭৪৯টি দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরীত করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঃ পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে এই রাজ্যে মাত্র ৫৫টি কলেজ ছিল এবং উহাতে ৩৬,২৩২ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিত। ১৯৬০-৬১ সালে কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২২টি এবং উহাতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৩০,০০০। ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে 'তিন বৎসর ডিগ্রি কোর্স' প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ৯৬টি কলেজে উক্ত কোর্স চালু করা হইয়াছে এবং উহার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৮৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও গবেষণারত

শিক্ষার্থীদের জন্য ১৭১৮টি বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে। বৃত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে আরও ১৫টি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ২৭টি কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৭টি স্থাপন করা হইবে। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত ৭টি কলেজের মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৬২ সালের জুন মাসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনের ফলে এই রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭টি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষাঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২১টি ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষাদানকারী পলিটেকনিকস্ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে ; কিন্তু কার্যতঃ ঐসময়ে ১৬টি বিদ্যালয় চালু ছিল। যখন সমুদয় ২১টি বিদ্যালয় চালু হইবে তখন উহাতে মোট ৯৬৯০ জন ছাত্র ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ১১টি নিম্ন কারিগরি বিদ্যালয়ও ইতিমধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে আরও ৫টি ডিপ্লোমাকোর্স শিক্ষাদানকারী কারিগরি বিদ্যালয় এবং ১১টি নিম্ন কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ডিগ্রি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার জন্য এই রাজ্যে শিবপুর বি. ই. কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি কলেজ এবং দুর্গাপুরে আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ রহিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে আরও দুইটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হইবে। উহার মধ্যে সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য

চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান হাসপাতালগুলিতে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে নূতন নূতন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে অন্যূন ৬৮টি এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে ১২৮টি শয্যা রাখার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে

৫০০টি এবং উহাদের সম্মিলিত শয্যা সংখ্যা হইল ৪০৯০টি। ঐ সময়ে আরও ৬২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মীয়মান অবস্থায় ছিল। ইহা ছাড়া ৭৭টি নূতন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালে এই রাজ্যে তিনটিমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল এবং উহাদের মোট শয্যা ছিল ১২টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষ ১৯৬০-৬১ সালে এই রাজ্যের সমুদয় হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৮,০০০। তৃতীয় পরিকল্পনার কালে শয্যাসংখ্যা আরও ৫০০০ বৃদ্ধি করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বাবদ মোট ১৯'৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা কালে পল্লী অঞ্চলে চার হাজার পানীয় জল সরবরাহ উৎস নির্মাণ ও মিউনিসিপ্যাল এলাকায় দশটি জল সরবরাহের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাঃ পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ছিল প্রতি লক্ষে ৩৬০ জন। ১৯৬১ সালে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা নাই বলিলেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গসরকার সর্বজনীন টিকার সাহায্যে এই রাজ্য হইতে বসন্ত রোগ নির্মূল করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইবে।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সংখ্যা ৭টি। এ অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। নিম্নে উক্ত অঞ্চলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ত্রিপুরা

চীফ্ কমিশনার : এন. এম. পটনায়েক

রাজধানী : আগরতলা ; আয়তন : ৪,০৩৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১১, ৪১, ৪৯২ ; জনবসতির ঘনত্ব : ২৮৩ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : ২২'২ শতাংশ ; প্রধান ভাষা : বাংলা।

ত্রিপুরার ইতিহাস অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যময়। ইহা ছিল একটি দেশীয়-রাজ্য ; ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অন্যতম অঞ্চল। ত্রিপুরা আসামের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে অবস্থিত ; ইহা তিন দিক হইতে পূর্বপাকিস্তান কর্তৃক বেষ্টিত। কেবলমাত্র ইহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত আসামের সহিত সংলগ্ন। ভারত বিভাগের ফলে কার্যতঃ ভারতের সহিত ত্রিপুরার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কলিকাতা ও আগরতলার মধ্যে দৈনিক বিমান চলাচলই ছিল ভারতের সহিত ইহার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে আগরতলা হইতে আসাম পর্যন্ত ১২৬ মাইল দীর্ঘ একটি প্রশস্ত সড়ক নির্মিত হওয়ায় ভারতের সহিত ইহার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই ত্রিপুরা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

শিক্ষা : ১৯৫০ সালে ত্রিপুরায় মাত্র ৩৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০৬৯টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া ৩৩টি হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ত্রিপুরায় মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৯,৬০০ ; বর্তমানে এক লক্ষাধিক ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। কলেজ সমূহে তিন বৎসরের ডিগ্রি

কোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তপশিলী সম্প্রদায়ের ছাত্ররা বিনা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাইতেছে। উদয়পুর মহকুমার কাঁকড়াবন নামক স্থানে একটি বেসিক ট্রেনিং কলেজ খোলা হইয়াছে এবং ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগরে শীঘ্রই আর একটি ঐরূপ কলেজ খোলা হইতেছে। নরসিংগড়ে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থাসহ একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খোলা হইয়াছে। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধনের লক্ষ্য লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং এই জন্য মোট ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ঃ ভারত ভুক্তির পূর্বে ৪৬ শয্যা বিশিষ্ট ভি এম হাসপাতাল ছিল ত্রিপুরার একমাত্র হাসপাতাল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে উহার শয্যা সংখ্যা বাড়াইয়া ১৪৩ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৈলাশহর, খোয়াই, ধর্মনগর, বিলোনীয়া ও উদয়পুরে একটি করিয়া মহকুমা হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। কমলপুর ও সাব্রুমে আরও দুইটি হাসপাতাল শীঘ্রই খোলা হইবে। আগরতলার ভি. এম হাসপাতাল স্থানীয় অঞ্চলের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটাইতে সক্ষম না হওয়ায় কুঞ্জবন নামক স্থানে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট আরও একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হইতেছে। জিরাণীয়া, ফটিকরায়, পানিসাগর, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড় ও মোহনপুরে মোট ৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ চলিতেছে। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ফলে ১১৫৭টি গ্রামের অধিবাসিগণ উপকৃত হইয়াছে। এপর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ৮৭৪টি নলকূপ, ২৫১টি পাকা কূয়া এবং ১৩৪টি ইঁদারা স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষি ঃ প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় ১০,০০০ টন অতিরিক্ত চাউল উৎপাদন করার লক্ষ্য লইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল, আবার তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ২০,০০০ টন অধিক চাউল উৎপাদন করার লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে চাষীদের মধ্যে ১৫০ টন উন্নতশ্রেণীর বীজ বিতরণ এবং ১,১৬,০০০ মিশ্র সার উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৭২৫ টন রাসায়নিক সার বণ্টন করা হয়। উন্নত কৃষিপদ্ধতি জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় ২০০০টি কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাষীদের ব্যবহারের জন্য ৬৬৪টি উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হইয়াছে।

শিল্প ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ত্রিপুরা খুব উন্নত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ এইরূপ ঃ ১। ক্ষুদ্রশিল্প—

২৩ লক্ষ টাকা, ২। তাঁত-শিল্প—১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ৩। হস্তশিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প এবং গুটিপোকার চাষ—১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। অরুন্ধতী নগরে একটি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এষ্টেট স্থাপিত হইয়াছে। ইন্দ্রনগরে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে একটি শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গুটিপোকা পালনের কাজ হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চম্পকনগর ও বিশ্রামগঞ্জে দুইটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য মোট ৬৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে।

সমষ্টি উন্নয়ন ঃ ১৯৬০-৬১ সালে ত্রিপুরায় মোট ১১টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে কাজ চলিতেছিল। ইহাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য। উক্ত ব্লকগুলির দ্বারা ৩,২৮১ বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলের ৪,৩০,৪০২ জন অধিবাসী উপকৃত হইতেছে। আলোচ্য ব্লকগুলির মধ্যে একমাত্র অমরপুরের ব্লকটিই সর্বার্থসাধক অধিবাসী ব্লক। আদিবাসী এলাকা উন্নয়নের জন্য উক্ত ব্লকটি স্থাপিত হইয়াছে। উন্নয়ন ব্লকগুলিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ১৩০টি শিবির গঠন করিয়া ৫,৬১৯ জন গ্রামীন নেতাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দূর অঞ্চলে সর্বদা মিড্ওয়াইফ ও দাই-এর সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমষ্টি উন্নয়নখাতে মোট ৬০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় আরও ৪টি ব্লক স্থাপন করা হইবে।

মণিপুর

চীফ্ কমিশনার ঃ জে. এম. রায়না

আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ঃ শিবোলারহো

রাজধানী ঃ ইম্ফল ; আয়তন ঃ ৮৬২৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৭,৭৮,৩১৮ ; ভাষা ঃ বাংলা।

দিল্লী

চীফ্ কমিশনার ঃ ভগবান সহায়

রাজধানী ঃ দিল্লী ; আয়তন ঃ ৫৭৩ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা ঃ ২৬,৪৪,০৫৮ ; জনবসতির ঘনত্ব ঃ প্রতি বর্গমাইলে ৪৬১৪ জন ; শিক্ষিতের হার ঃ ৫১% ; ভাষা ঃ হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী।

হিমাচল প্রদেশ

লেঃ গভর্ণর : বজরঙ্গবাহাদুর সিং

আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি : করম সিং

রাজধানী : সিমলা ; আয়তন : ১০,৮৭৯ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ১৩,৪৮,৯৮২ ; জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১২৪ ; শিক্ষিতের হার : ১৪·৬% ; ভাষা : হিন্দী ও পাহাড়ী।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

চীফ্ কমিশনার : বি. এন. মহেশ্বরী

রাজধানী : পোর্ট ব্লেয়ার ; আয়তন্ : ৩২১৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৬৩,৪৩৮ ; জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ২০ ; শিক্ষিতের হার : ৩৩·৬%।

লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ

শাসন পরিচালক : সি. কে. বালকৃষ্ণ নায়ার

সদর : কজিকোড ; আয়তন : ১১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ২৪,১০৮ ; জনবসতির ঘনত্ব : ২,১৯২ ; শিক্ষিতের হার : ২৩·৩%।

দাদরা ও নগরহাভেলি

এই দুইটি ছিটমহল দীর্ঘকাল পর্তুগীজ শাসনাধীনে ছিল। স্থানীয় অধিবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটায়। ১১ই আগষ্ট, ১৯৬১, ভারতসরকার এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসন পরিচালকের অধীনে ইহার শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় একজন সভ্য মনোনীত করেন।

নাগাভূমি

সদর : কোহিমা ; আয়তন : ৬,২৩৬ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ৩,৬৯,০০০।

শাসন পরিষদ :

১। সিলুকাবা আও—পরিষদের মুখ্যসভ্য ; ২। আকাংবা চ্যাং ; ৩। ছেটান জামির ; ৪। যাসোকি অঙ্গালি ও ৫। হোকিসে সেমা।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১লা আগষ্ট, ১৯৬০, লোকসভায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে বর্তমান নাগা পাহাড় ও তুয়েনসাং অঞ্চল লইয়া একটি নাগারাজ্য গঠিত হইবে—উহার নাম হইবে 'নাগাভূমি'। উহার নিজস্ব বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। কিন্তু অন্তবর্তী সময়ের জন্য একটি "অন্তর্বর্তী সংস্থা" গঠিত হইবে এবং ঐ সময় উহাদের শাসনকার্য আসামের রাজ্যপাল কর্তৃক পরিচালিত হইবে ও তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য একটি শাসন পরিষদ গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬১, 'নাগাভূমি (অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা) আইন' জারী করেন। তদনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ অন্তর্বর্তী সংস্থা গঠন করা হয়। ১৬ই মার্চ, ১৯৬১ শাসন পরিষদের ৫ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। এতদ্বারা নাগাভূমি গঠনের প্রথম পর্যায় শেষ হইল। অতঃপর বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইলেই চূড়ান্ত পর্যায় শেষ হইবে এবং 'নাগাভূমি' আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হইবে।

গোয়া, দমন, দিউ

মিলিটারি গবর্ণর : জেনারেল কে. পি. কাণ্ডেথ

রাজধানী : পাঞ্জিম ; আয়তন : ১৫১৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা : ৬,৩৭,৫৯১ (১৯৫১)। ভূতপূর্ব পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে এই অঞ্চল পর্তুগীজ শাসনমুক্ত হয়। এই বিষয় 'সালতামামী' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। ৫ই মার্চ, ১৯৬২, রাষ্ট্রপতি এই অঞ্চলের শাসন ব্যাপারে এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। অতঃপর লোকসভা উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করায় গোয়া, দমন ও দিউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চলে পরিণত হয়।

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মুখ্য দায়িত্ব রাজ্যসরকারসমূহের। এজন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একজন মন্ত্রীর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদপ্তর আছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। শিক্ষাসম্পর্কে সুযোগ সুবিধার সমন্বয় সাধন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণ, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েই প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মধারা প্রসারিত। বারাণসী, আলীগড়, দিল্লী ও বিশ্বভারতী এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। ইহা ছাড়া বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত সাংস্কৃতিক যোগসাধনের নিমিত্ত বৃত্তিদান প্রভৃতি বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকার আপন শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মারফত পরিচালনা করিয়া থাকেন।

শিক্ষা প্রণালী: বর্তমানে ভারতে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার জন্য উহাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা। এই বিভাগে ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকারা শিক্ষালাভ করে। (২) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, (৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে গবেষণা প্রভৃতি। এই বিভাগগুলি ছাড়াও কারিগরি, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

নিম্নে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

ইহাই শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর। ক্ষুদ্র শিশুদের হাতেখড়ি বা শিক্ষার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে এই স্তরেই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই এই স্তরের শিক্ষা প্রণালীর লক্ষ্য। শিশুদের কোমল মনে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করার জন্য চিত্র ও বিবিধ বিচিত্র উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য সীমাবদ্ধ।

॥ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	বিত্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় লক্ষ টাকা
১৯৫০-৫১	৩০৩	২১,৬৪০	৮৬৬	১১·৯৮
১৯৫৫-৫৬	৬৩০	৪৫,৮২৮	১,৮৮০	২৪·৯৯
১৯৫৬-৫৭	৭৬২	৫৪,০১৭	২,১৩১	২৮·৮৭
১৯৫৭-৫৮	৯২৮	৬২,৪২৮	২,৪৫২	৩৩·০০
১৯৫৮-৫৯*	১১,৬৪	৮০,১১৮	২,৯৩৯	৪৪·৪৩

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

এই স্তরে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে উক্ত বয়সের সকল বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ : সকল রাজ্যসরকার ও অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের সদস্য লইয়া ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পর্কে সকল বিষয়ে এই পরিষদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহকে পরামর্শ দান এবং অবৈতনিক শিক্ষাদান পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

॥ প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	অনুমোদিত বিত্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	... ২,০৯,৬৭১	... ১,৮২,৯৩,৯৬৭	... ৫,৩৭,৯১৮	... ৩৬·৪৯
১৯৫৫-৫৬	... ২,৭৮,১৩৫	... ২,২৯,১৯,৭৩৪	... ৬,৯১,২৪৯	... ৫৩ ৭৩
১৯৫৬-৫৭	... ২,৮৭,২৯৮	... ২,৩৯,২২,৫৬৭	... ৭,১০,১৩৯	... ৫৮·৪৮
১৯৫৭-৫৮	... ২,৯৮,২৪৭	... ২,৪৭,৮৮,২৯৯	... ৭,২৯,২৩৮	... ৬৬·৭৪
১৯৫৮-৫৯*	...২,৯৯,২২০	... ২,৪১,০১,৩৯৯	... ৭,১৫,১৭৭	... ৬২·১৭

* হিসাব চূড়ান্ত নহে

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

বুনিয়াদী প্রথায় ক্রমশঃ প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রথায় পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস করা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। শিক্ষার্থীকে এমন কাজ শিখান হয় যাহাতে তাহা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতাকাটা, কাপড় বোনা, বাগান করা, ছুতার বৃত্তি, চর্ম প্রযুক্তি, বই বাঁধাই, রান্না, সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হয়। যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী প্রথা চালু নাই উহাদিগকে শীঘ্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বুনিয়াদীশিক্ষা বিষয়ে গবেষণা এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকদিগকে উপদেশ ও সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষার খতিয়ান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯*
বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী …	৩৩,৩৭৯	৪২,৯৭১	৫২,০৩৯	৫৬,১৯২
উচ্চ বুনিয়াদী …	৩৫১	৪,৮৪২	৭,৮১৯	৮,৪৪৩
ছাত্র সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী …	২৮,৪৮,২৪০	৩৭,৩০,৪৩৯	৪৮,১৩,৪৪৭	৫৩,৮০,১৪৫
উচ্চ বুনিয়াদী …	৬৬,৪৮২	১৩,২৯,৭৪৮	১৯,৭৬,৫৪৪	২২,১০,১০৬
শিক্ষক সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী …	৭৪,৭৫৬	১,১১,৩৪৭	১,৩৪,৯২৭	১,৪৫,৬৪১
উচ্চ বুনিয়াদী …	২,৫৬৩	৩৯,৬৭২	৫৭,৮৪৬	৬৪,২৮১
প্রত্যক্ষ ব্যয় :— (কোটি টাকায় লিখিত)				
নিম্ন বুনিয়াদী …	৩·৯৪	৮·১১	১০·৮৫	১২·১৮
উচ্চ বুনিয়াদী …	০·২১	৪·০৬	৬·২৬	৭·৩২

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর স্থুরু হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। সম্প্রতি শিক্ষার এই স্তরে বহু বিবর্তন ঘটিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৯৫২ সালে শিক্ষাবিদ ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কমিশন ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে যে রিপোর্ট দান করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এই সকল সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হইল মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরে পরিণত করা। এতদিন পর্যন্ত উহাকে উচ্চ শিক্ষার সোপান মাত্র বলিয়া গণ্য করা হইত। যাহা হোক, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলির চুম্বক নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের আরও একটি শ্রেণী বৃদ্ধি করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ১১ বৎসর করিয়া উহাকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিণত করা। নির্বাচিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ পাঠ্যতালিকার উপর মানবিকতা, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা ও গৃহস্থালী-বিজ্ঞান—এই সাতটি বিষয়ে পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করা।

(২) শিক্ষা বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যবস্থা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষক শিক্ষণের স্থবিধা দান করা।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারসমূহকে পরামর্শ দান করার উদ্দেশ্যে "নিখিল ভারত মধ্যশিক্ষা পরিষদ" গঠন করা।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও স্থষ্ঠুভাবে সার্থক করার জন্য পরীক্ষা প্রণালীর স্থদূর প্রসারী সংস্কার সাধন।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের ১০ম শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ১১শ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উভয়ই পাশাপাশি চলিতেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ক্লাশে প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়া থাকে, আর ১০ম শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পূর্বে "প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স" নামক এক বৎসরের পাঠ্যতালিকা অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়। ১০ম শ্রেণীর সকল বিদ্যালয়গুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করাই শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য। তবে ইহাকে সত্বর কার্যে পরিণত করার পথে বিস্তর বাধা আছে।

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহকে পরামর্শ দান করার জন্য ১৯৫৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ২২ জন।

মাধ্যমিক শিক্ষার খতিয়ান

বৎসর	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মোট ব্যয় কোটি টাকা
১৯৫০-৫১ ...	২০,৮৮৪	৫২,৩২,০০৯	২,১২,০০০	৩০·৭৪
১৯৫৫-৫৬ ...	৩২,৫৬৮	৮৫,২৬,৫০৯	৩,৩৮,৩৩৩	৫৩·০২
১৯৫৬-৫৭ ...	৩৬,২৯১	৯৫,৭৯,১৬৪	৩,৭২,১৮০	৫৮·৭৩
১৯৫৭-৫৮ ...	৩৯,৬১৪	১,০৬,২১,৪৯৯	৪,০৬,৭৬৮	৬৭·২১
১৯৫৮-৫৯* ...	৫৩,৩০২	১,৪০,৭৮,৩৩৪	৪,৭১,২০৭	৮১·৯৩

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, পূর্ত, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তিন প্রকার :—(ক) অনুমোদনকারী (Affiliating) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান করে। (খ) অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী (Affiliating & Teaching) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রিদান করা ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষাদানের দায়িত্বও গ্রহণ করে। (গ) আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী (Residential & Teaching) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের অধীন কলেজগুলি সর্বরকমে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং শিক্ষাদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সালে সংসদে আইন করিয়া ইহাকে একটি স্বয়ং-শাসিত সংস্থার মর্যাদা দান করা হয়। শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এই কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান। বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রী ডি. এস. কোঠারি। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণের নাম—এইচ. এন. কুঞ্জরু, কে. এস. কৃষ্ণণ, দেওয়ান আনন্দ কুমার, এ. সি. যোশী, পি. এন.

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

কৃপাল ও টি. এম. নারায়ণস্বামী পিল্লাই, এন. এন. ওয়াঞ্চু; সম্পাদক—সেমুয়েল মাথাই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান কাজ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মান রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহাদের সাহায্য দান করা, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উপদেশ দান, এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আর্থিক সাহায্য দান। আর্থিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতা কমিশনের আছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডঃ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই বোর্ড ১৯২৫ সালে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা রক্ষা, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা প্রভৃতির অনুমোদন ইহার কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাও ইহার বিবেচ্য বিষয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০টি নিম্নে উহাদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। উক্ত অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়াও কতিপয় প্রতিষ্ঠান ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রত আছে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া, হরিদ্বারের গুরুকুল এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা ভোগ করিয়া থাকে; তফাত এই যে ইহারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

॥ উচ্চ শিক্ষার খতিয়ান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯*
বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	৩৩	৩৮	৪০
শিক্ষা বোর্ড	৭	১২	১৪	১৩
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১৮	৪১	৪৩	৪৪
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৯২	১২৮	১৪৮	১৫২
বৃত্তি ও কারিগরি কলেজ	২০৮	৩৯৯	৪৮৯	৫২৮
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৪৯৮	৭৭৩	৮১৭	৮৭৩
ছাত্র সংখ্যা	৪,০৩,৫১৯	৭৫০,১৯৫	৮,০৩,৫৩২	৮,৬৫,৫৯৬
শিক্ষক সংখ্যা	২৪,৪৫৩	৪২,১৩৫	৪৫,২৩২	৪৫,৫৩১
প্রত্যক্ষ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	১৭·৬৮	৩৩·৫৪	৩৮·১০	৪২·৮৫

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

॥ কারিগরি শিক্ষা ॥

কারিগরি শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে ভারতসরকারকে উপযুক্ত পরামর্শ দান করার সকল দায়িত্ব 'নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদ'-এর উপর ন্যস্ত আছে। ১৯৪৫ সালে এই পরিষদ্ গঠিত হয়। কারিগরি শিক্ষা পরিষদ্ দেশের বর্তমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন এবং উহা কার্যে পরিণত করার জন্য ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ২৯.১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়; ভারত সরকার উক্ত অর্থের মধ্যে ১৮.৫৬ কোটি টাকা প্রদান করেন। কারিগরি পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশক্রমে পরিষদ্ ২০টি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ৩০টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। খড়্গপুরে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষালয়ের (The Indian Institute of Technology) কার্য ১৯৫১ সালে আরম্ভ হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ উচ্চতর কারিগরি শিক্ষালয়ে যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সাল হইতে ছাত্র গ্রহণ করা হইতেছে। অনুরূপ আরও একটি প্রতিষ্ঠান কানপুরে নির্মিত হইতেছে। সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য যথাক্রমে ১৫০০ ও ৫০০ হিসাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ অনুমিত হইতেছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেশের কারিগরি বিদ্যালয়সমূহ প্রতিবৎসর ডিগ্রী কোর্সের জন্য ১৩,০০০ এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ২৪,০০০ ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

কারিগরি শিক্ষার খতিয়ান

বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		কত ছাত্র পাস করিয়াছে	
	ডিগ্রী কোর্স	ডিপ্লোমা কোর্স	ডিগ্রী কোর্স	ডিপ্লোমা কোর্স
১৯৪৭	৩৮	৫৩	১,২৭০	১,৪৪০
১৯৫০	৪৯	৮৬	২,১৯৮	২,৪৭৮
১৯৫৩	৫৮	৯২	২,৮৮০	২,৭৪৭
১৯৫৬	৭০	১০৯	৪,২৯৩	৪,০৭৫
১৯৫৭	৭৪	১২৮	৪,২৯০	৫,০৩৪
১৯৫৯	৮৭	১৬৬	৪,৪৮০	৭,২৪০
১৯৬০	৯৭	১৯৩	৭০০০*	১২,০০০*

* আনুমানিক।

শিক্ষা সম্পর্কিত বিবিধ পরিসংখ্যান

সারা ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংখ্যা ও ব্যয়ের খতিয়ান

বৎসর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	২,৮৯,৩৫৪	২৬৫·৭২	১২৪·৫৬
১৯৫২-৫৩	২,৯৮,৭৫৯	২৭৫·২৪	১৩৭·৬৪
১৯৫৩-৫৪	৩,১৩,৩৪৪	২৯১,৩৯	১৪৭ ৭৪
১৯৫৪-৫৫	৩,৪৩,০৭১	৩১২·৬৭	১৬৫·০১
১৯৫৫-৫৬	৩,৬৬,৬৪১	৩৩৯·২৪	১৮৯·৬৬
১৯৫৬ ৫৭	৩,৭৭,৮৩৭	৩৬০·০৬	২০৬ ২৯
১৯৫৭-৫৮	৩,৯৪,৭৬০	৩৮০ ০২	২৪০ ৬৫
১৯৫৮-৫৯*	৪,১০,০৪৬	৪০৮·৮০	২৫৫·২৬

সারা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯*
প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩০	৭৭৩	৯২১	১,১৬৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৭৮,১৩৮	২,৮৭,৩১৮	২,৯৮,৩৩৯	২,৯৯,২২০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২,৫৬৮	৩৫,৮২৮	৩৯,১৩৪	৫৩,৩০২
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	৩,০৬৭	৩,২৮৩	৩,২১৩	৩,৪১০
বিশেষ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়	৫০,৯৮৭	৪৯,১২৭	৫১,১৫২	৫১,৩০০
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৭১২	৭৭১	৮১৮	৮৭৩
পেশামূলক কলেজ	৩৪৬	৪০৩	৪৭৫	৫২৮
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	১১২	১২৭	১৪৭	১৫২
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৩৪	৪১	৪৩	৪৪
শিক্ষা বোর্ড	১১	১২	১৩	১৩
বিশ্ববিদ্যালয়	৩২	৩৭	৩৭	৪০
মোট	৩,৬৬,৬৩৭	৩,৭৪,৭২১	৩,৯৪,২৯২	৪,১০,০৪৬

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

ব্যয়ের সূত্র

শিক্ষার জন্য মোট যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার কত অংশ কোন্ সূত্র হইতে আসিয়া থাকে নিম্নে তাহা দেখান হইল :

আয়ের উৎস :	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯*
সরকারী তহবিল	৬৫·২৭	১২৯·৫৭	১৫৭·৮৯	১৬৭·৪৩
জেলাবোর্ড তহবিল	৭·৮৬	১০·৬৭	৯·৭০	৮·৮৪
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	৪·৬৪	৬·৯৪	৭·৪৯	৭·৯৪
ফী	২৩·৩৩	৪০·১০	৪৩·৬৪	৪৭·৫৬
ভাতা	২·৪৬	৬·৪৪	৬·৯৮	৭·৭৪
অন্যান্য সূত্র	১০·৮২	১২·৫৭	১৪·৯৫	১৬·০২
মোট	১১৪·৩৮	২০৬·২৯	২৪০·৬৫	২৫৫·২৬

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য ব্যয়

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসারের জন্য মোট ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মূল বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩০৭ কোটি টাকা। কিন্তু উহা পরে সংশোধন করিয়া ২৭৬·৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষার কোন্ স্তরের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

	প্রথম পরিকল্পনা (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মূল বরাদ্দ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকা)
প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩	৮৯	৯৩·০১
মাধ্যমিক শিক্ষা	২২	৫১	৪৯·০৯
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৫	৫৭	৪৬·৪৮
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২৩	৪৮	৫১·২৩
অন্যান্য শিক্ষা পরিকল্পনা	১৬	৬২	৩৭·১৩
মোট	১৬৯	৩০৭	২৭৬·৯৪

* চূড়ান্ত হিসাব নহে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচয়

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ালটেয়ার : স্থাপিত ১৯২৬ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৫০টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২৪,৬৭৭।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আগ্রা : স্থাপিত ১৯২৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৭৪টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩৬,৭৭৬।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় : স্থাপিত ১৯২০ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৪,৫৩০।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, আন্নামালাই নগর : স্থাপিত ১৯২৯ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; কোন কলেজ সংশ্লিষ্ট নহে ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩,০১৯।

ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়, খয়রাগড় : স্থাপিত ১৯৫৮ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ : স্থাপিত ১৮৮৭ ; আবাসিক ও শিক্ষাকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৮,৫৪৫।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ : স্থাপিত ১৯১৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৯টি ; ১৯৫৯ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৭,৩৩০।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, কটক : স্থাপিত ১৯৪৩ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৪টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৯৩৮৪।

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ধারওয়ার : স্থাপিত ১৯৪৯ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৮টি ; ছাত্রসংখ্যা ১৯৫৮ সালে ১১,৫২৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা : স্থাপিত ১৮৫৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৫১ ; ছাত্রসংখ্যা ১৯৫৮ সালে ১,৩৭,২৭৫।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী : স্থাপিত ১৯৬০ ; (পশ্চিমবঙ্গের নূতন নির্মীয়মাণ বিশ্ববিদ্যালয়)।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র : স্থাপিত ১৯৫৬ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩০ জন।

কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রাম: স্থাপিত ১৯৩৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; ৭৪টি সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩৮,৩০২।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্মেদাবাদ: স্থাপিত ১৯৪৯; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৩; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২৮,৫৭৫।

গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর: স্থাপিত ১৯৫৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; ১৩টি সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৫,৭৩৫।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি: স্থাপিত ১৯৪৮; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৫টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২৩,১৪৪।

জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর: স্থাপিত ১৯৫৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; ১৯টি সংশ্লিষ্ট কলেজ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৭,৬২৩।

জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর: স্থাপিত ১৯৪৮; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৫টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৭,৭৬১।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী: স্থাপিত ১৯২২; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৩টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৪,১২৯।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর: স্থাপিত ১৯২৩; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩০টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৭,৮৮৫।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়: স্থাপিত ১৯৪৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১২০টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬৩,৭৭০।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা: স্থাপিত ১৯১৭; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১০,১৭৬।

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, পুণা: স্থাপিত ১৯৪৯; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৪টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২৪,৪৮৫।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা: স্থাপিত ১৯৪৯; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৪টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৭,৩৪২।

বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বানারস: স্থাপিত ১৯১৬; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২১টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১০,৩৪৪।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান: স্থাপিত ১৯৬০; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী: স্থাপিত ১৯৫৮; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, উজ্জয়িনী: স্থাপিত ১৯৫৭, অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৭টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬,৯৮৫।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন: স্থাপিত ১৯৫১; আবাসিক ও শিক্ষদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৬টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৫৭৪।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা: স্থাপিত ১৯৫২; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৮০টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬৬,৯৩৭।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই: স্থাপিত ১৮৫৭; শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৩টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৪৫,৫১৩।

ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর: স্থাপিত ১৯৬০; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর: স্থাপিত ১৯১৬; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কালেজ সংখ্যা ৪৫টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২৮,৯৯৫।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ: স্থাপিত ১৮৫৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০১টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৪৯,৬৮০।

মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়, ঔরঙ্গাবাদ: স্থাপিত ১৯৫৮; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৮টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩,০৬৯।

রঁাচী বিশ্ববিদ্যালয়, রঁাচী: স্থাপিত ১৯৬০; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর: স্থাপিত ১৯৫৫; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ২,১৪০।

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর: স্থাপিত ১৯৪৭; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৯টি; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১২,৭৯৫।

রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়, রুড়কি: স্থাপিত ১৯৪৯; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১,২১৭।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ : স্থাপিত ১৯২১ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৪টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ১২,৪১০।

শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপাটি : স্থাপিত ১৯৫৪ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকরী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৯টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬,২৪৮।

এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই : স্থাপিত ১৯৫১ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৭টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রীসংখ্যা ২,৭৬৪।

সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ, বল্লভনগর, আনন্দ : স্থাপিত ১৯৫৫ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩,৮৭৫।

সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর : স্থাপিত ১৯৪৬ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৫টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৯,৭২৪।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারগণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভাইস্-চ্যান্সেলারের নাম
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এ. এল নারায়ণ
আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. ডি. গুপ্ত
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জাইদি
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীটি. এম. নারায়ণস্বামী
ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিদ্যালয়	— — —
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বলভদ্র প্রসাদ
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী ডি. এস. রেড্ডী
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ প্রাণকৃষ্ণ পারিজা
কর্নাটক বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী ডি সি. পাভাতে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এস. এন দাশগুপ্ত
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীহরদ্বারীলাল
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ কে. সি. কে. ই. রাজা
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এম. বি. পি. দেশাই
গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. সি. চ্যাটার্জি

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের নাম
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. বি. দত্ত
জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	পণ্ডিত কুঞ্জলাল দুবে
জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীবসির আহ্‌মেদ সৈয়দ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী সি. ডি. দেশমুখ
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী সি. বাদকাস
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এ. সি. যোশী
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. এন. সিং
পুণা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ আর. পি. পরাঞ্জপে
বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জে. এম. মেহ্‌তা
বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এইচ এন. ভগবতী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. কে. গুহ
বানারসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী কে. এ. এস. আয়ার
বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ জি. এল. দত্ত
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এস. আর. দাশ
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী কে. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী টি. এম এডভানি
ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. পি. জামুয়ার
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এন. এ. নিকম
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র
মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়	— — —
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডাঃ ত্রিগুণা সেন
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীবিশুনদেও নারায়ণ সিংহ
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ মোহন সিং মেহ্‌তা
রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এ. সি. চ্যাটার্জি
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. ডি. রাও
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এস. গোবিরাজুলু
এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমতী পি. ভি. থ্যাকারসে
সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ	শ্রী বি. ডি. প্যাটেল
সাগর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী ডি. পি মিশ্র

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ ঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যগণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় কমিশন বসে তাহা অসামরিক জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলায় 'কমিশনস্ অব পাবলিক হেলথ' গঠিত হয় এবং কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে কতিপয় 'স্যানিটারী কমিশনার'-এর পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্লেগ কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং প্রদেশগুলিকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী গবেষণার কার্য ব্যতীত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শদান এই বোর্ডের উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও কতকগুলি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়।

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রধানতঃ রাজ্যসরকারের বিষয়। এজন্য প্রতিরাজ্যে 'ডিরেক্টার অব পাবলিক হেলথ' নামক একজন অধিকর্তা রোগ ও মহামারী নিবারণের কার্যে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্বই 'ডিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসেস'-এর অধীনে আনা হইয়াছে। সমস্ত ভারতের জন্য একজন 'ডিরেক্টার জেনারেল' এবং একজন 'পাবলিক হেলথ কমিশনার' আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর ঃ স্বাধীনতা লাভের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি পৃথক স্বাস্থ্য-দপ্তর সৃষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর রাজ্যসমূহের স্বাস্থ্য বিভাগীয় দপ্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং তাহাদিগকে সময় সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দান করিয়া থাকেন; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর মোটামুটি নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন :

(১) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ,

ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেরলজিস্ট লেবরেটরী, সেণ্ট্র্যাল ড্রাগ লেবরেটরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ঃ

(২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভেষজবিজ্ঞানের গবেষণার উন্নয়ন,

(৩) চিকিৎসা, নার্সিং ও ভেষজ প্রস্তুতের বৃত্তিসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ,

(৪) বন্দরসমূহ ও বিমানঘাঁটিসমূহের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয় সকল পরিচালনা ও নাবিকদের মঙ্গলসাধন,

(৫) আমদানী করা ঔষধের গুণ ও অন্যান্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ,

(৬) চিকিৎসাবিদ্যা, নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করা ও তাহা কার্যকরী করা,

(৭) চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও রাজ্যসরকারগুলিকে তাহা সরবরাহ করা,

(৮) স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ কোন সমস্যা সম্পর্কে অনুষ্ঠান-প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন,

(৯) বৈদেশিক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সহিত সংযোগ সাধন এবং তাহাদের সহিত যুক্তভাবে কাজ করা,

(১০) জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যঘটিত বিবিধ তথ্যাদির প্রচার,

(১১) বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক যে সব কর্মনীতি অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে সমন্বয় সাধন ও তৎসম্পর্কে উপদেশ প্রদান।

ভারত ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঃ যে সব স্বাস্থ্যসংস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করিয়া আসিতেছে যেমন—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশু জরুরী ভাণ্ডার (UNICEF) ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রভৃতি—উহাদের সহিত ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ভারত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য। উক্ত সংস্থা ভারতে সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ নিবারক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। ডি. ডি. টি. এবং এন্টি-বায়োটিক ঔষধাদি উৎপাদনের যন্ত্রাদিও এই সংস্থার সাহায্য ও সহযোগিতায় পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের বিবিধ তথ্য

॥ প্রতি হাজারলোকে মৃত্যুর হার ॥

১৯৪৭	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
১৯.৭	৯.৮	১১.০	১১.৩	১২.১	৯.৪

॥ প্রতি হাজার শিশুতে মৃত্যুর হার ॥

১৯৪৭	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮
১৪৬	১০২	৯৮	৯২

॥ বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর খতিয়ান ॥

রোগ	১৯৪৭	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮
জ্বর	১০·০৮	৪·০৩	৫·০০	৫·০১
বসন্ত	০·০১	০·০৫	০·০২	০·৪৩
প্লেগ	০·০৩	০·০০	০·০০	০·০০
কলেরা	০·০৪	০·০৬	০·২০	০·১৩
আমাশয় ও উদরাময়	০·০৮	০·০৬	০·১০	০·১৪
শ্বাসযন্ত্র ঘটিত রোগ	১·০৫	১·০১	১·০১	১·০০

চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী প্রভৃতির সংখ্যা

	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৯
রেজিস্টার্ড চিকিৎসক	৭০,১৫২	৯১,৯৩০	১,০০,৫৯৮
বৈদ্য, হাকিম ও অন্যান্য (রেজিস্টার্ড নহে)	৮১,৮৫৭	৯৬,১৪৭	—
কম্পাউণ্ডার	৩০,৫৩৬	৩৮,৪০৭	—
নার্স	২২,৩৮৬	৩১,৫১৭	৩২,০০৫
ধাত্রী	২৬,৮২৩	৩৩,২০৮	৩৫,৭৯৮
টিকাদার	৪,৩০০	৫,৮৮৫	৫,৮৭২*
দন্তচিকিৎসক	৩,২৮৩	৩,৬১৪	৩,৬৮১

হাসপাতাল ও রোগীর সংখ্যা

বৎসর	হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা	চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
১৯৪৭	৩,৮২৫	৪,৩০,১৯,৭৭২	৪,৬৩,৮৪,০৮৩
১৯৫০	৪,৩১৯	৬,৬৬,৭১,৫৪৯	১০,৮৫,৩৯,৫০৬
১৯৫১	৯,৫৫২	১০,০৭,৯৪,৭৯৮	১২,২৫,৭১,৬১০
১৯৫৪	৫,৮০৬	১১,৩৪,৭০,৪৯৪	২২,৭৫,৮৭,৫৩৫
১৯৫৬	১০,৫০১	১৩,৩৮,২৫,৫১৩	২৩,২৬,৭২,৮২৭
১৯৫৭	১০,৬৯৭	১৩,১৭,৬০,১৫৭	— —
১৯৫৮	১১,৩৯০	১৪,০৩,৪৪,৬৫১*	— —

॥ বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ॥

যক্ষ্মারোগ ঃ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং প্রতি বৎসর ইহাতে পাঁচ লক্ষ লোক মারা যায়। এই রোগ নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা নিবারণী প্রচার সংস্থার (International Tuberculosis Campaign) সহযোগিতায় বি. সি. জি. টিকা দেওয়া সুরু করা হয়। অতঃপর জাতিসংঘের স্বাস্থ্যসংস্থা (W.H.O.) এই বিষয়ে সাহায্য করে। এই রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে এরূপ ১৭ কোটি লোককে, বিশেষতঃ ঐ শ্রেণীর ২০ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক সকল লোককে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৩'৯২ কোটির অধিক লোককে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ৪'৮৮ কোটি ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। ১৬৭টি বিশেষজ্ঞ দল রোগ নিবারণের জন্য কাজ করিতেছে।

কি করিয়া এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লী, পাটনা, ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও নাগপুরে ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ভারতে এই রোগের জন্য একটি 'জাতীয় শিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ও ক্লিনিকের সংখ্যা

	১৯৫০	১৯৬০
স্বাস্থ্যনিবাস	৪৯	৭১
যক্ষ্মা হাসপাতাল	৩৫	৭০
ক্লিনিক	১১০	২২৩
যক্ষ্মা ওয়ার্ড	১১৪	১৫১
শয্যা সংখ্যা	১০,৩৭১	২৫,০০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতে মোট ১৫টি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ (Aftercare Colony) ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৯টি উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগীসমূহ আরোগ্যলাভের পরে এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিতে পারে।

'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৫ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে দেশব্যাপী এক জরীপের কার্য সুরু করা হইয়াছিল। উহার ফলে জানা যায় যে,—(ক) যক্ষ্মারোগে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ মারা যায় বেশী, (খ) ৩৫ ও তদূর্ধ বয়সের ব্যক্তিরাই ইহাতে বেশী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা রোগ নিরাময়কল্পে যে সকল স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে টিউবারকিউলোসিস্ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া বৃহত্তম ; উহা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুষ্ঠরোগঃ ১৯২৩ সালে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে ভারতে ১৫ লক্ষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়। অন্ধ্র-প্রদেশ, আসাম, কেরালা, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্র, উত্তর-প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সমধিক। কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতসরকার একটি "পাইলট স্কীম" রচনা করেন। তদনুসারে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে চারিটি কুষ্ঠ চিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্যে ২৯টি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে আরও অনুরূপ ১০০টি শাখা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ১১৩টি কুষ্ঠ চিকিৎসা গবেষণা ও শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পাইলট স্কীমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও উহার উন্নতির পন্থা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৮ সালে একটি "উপদেষ্টা কমিটি" গঠন করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়াঃ ম্যালেরিয়াকে ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের প্রথম নম্বর শত্রু বলা হইত। এই রোগের আক্রমণে প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোক মারা যাইত। এই রোগ নিবারণের জন্য ১৯৫৩ সালে 'ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হয় এবং উহাই ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে "জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী"তে রূপান্তরিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচী রূপায়িত করা হইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহযোগিতা মিশন ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উহাতে সাহায্য করিতেছেন। 'ম্যালেরিয়া ইনস্টিউট্ অব ইণ্ডিয়া' ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল প্রকার গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষাদান করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের উপর 'জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী'র সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বরোদা, কুনুর, কটক, দিল্লী, হায়দরাবাদ ও শিলং, ৬টি

আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৬·১৩ কোটি লোককে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার আওতায় আনা হইয়াছে এবং ঐ তারিখে ৩৯০টি ম্যালেরিয়া দমনকরী কেন্দ্র কার্যরত ছিল।

ফাইলেরিয়া ঃ এই দুষ্ট রোগ দমনকল্পে ১৯৫৪-৫৫ সালে 'জাতীয় ফাইলেরিয়া দমন সূচী' অনুসারে কার্য আরম্ভ করা হয়। ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাইকারীভাবে ঔষধ প্রয়োগ এবং মশকনিবারণী ব্যবস্থা করা উক্ত জাতীয় সূচীর করণীয় কার্য। এই সূচীর আওতায় বিভিন্ন রাজ্যে ৪৭টি ইউনিট কার্য করিতেছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২ কোটি ৪৩ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ স্থানের জরীপ করা হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দেশে আনুমানিক ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ব্যক্তি ফাইলেরিয়া রোগাক্রান্ত অঞ্চলে বাস করে। ৫৬ লক্ষ লোকের উপর প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ৩৯ লক্ষ গৃহে বীজাণুনাশক ঔষধ ছড়ান হইয়াছে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য এর্ণাকুলামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

যৌনব্যাধি ঃ এইরূপ অনুমিত হয় যে, দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় পাঁচ শতাংশ। সিফিলিস রোগাক্রান্ত এবং আরও পাঁচ শতাংশ গনোরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যৌন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) কর্তৃক গঠিত একটি পরিদর্শকদল ১৯৪৯ সালে হিমাচল প্রদেশে খুব ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণকার্য ও জনতা চিকিৎসাসূচী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহারা বিভিন্ন রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রেরিত ১৬টি দলকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যৌনব্যাধির চিকিৎসাপদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সদর দপ্তরে ৮টি এবং জেলাসমূহে ৭৫টি ক্লিনিক খেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৬০ সালর নবেম্বর মাস পর্যন্ত ৭১টি ক্লিনিক কাজ করিতেছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৫৯ সালে পাঞ্জাব রাজ্যের কুলু উপত্যকায় এই রোগের জন্য বিপন্ন সমুদয় অধিবাসীর চিকিৎসার জন্য এক প্রবল প্রচার কার্য চালান হয় এবং পরবর্তী তিনমাসে প্রায় ৭২,০০০ ব্যক্তিকে নিরাময় ব্যবস্থার অধীনে আনা হইয়াছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যৌনব্যাধি-বিরোধী কর্মীদল কার্য পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৬২ সালে তাহাদের কার্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ক্যান্সার ঃ ভারতে প্রতিবৎসর ক্যান্সারে দুই লক্ষ লোক মারা যায়। বোম্বাইতে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল—দেশে মাত্র এই দুইটিই ক্যান্সার রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র। ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে বোম্বাইতে 'ভারতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপিত হইয়াছে।

।স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবিধ ত্রাণ ও সাহায্য ব্যবস্থা।

জল সরবরাহ ঃ প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে ৫০ হাজারের অধিক অধিবাসীবিশিষ্ট ১২৮টি শহরে, ৩০ হাজার অধিবাসীপূর্ণ ৬০টি শহরে ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প অধিবাসীপূর্ণ ২১০টি শহরে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে মোট শহরবাসীদের মধ্যে মাত্র ২৫ % শতাংশ এবং দেশের মোট অধিবাসীদের মাত্র ৬.১৪% শতাংশ বিশুদ্ধ জলের সুবিধা পাইয়া থাকিত। ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 'জাতীয় জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধি' পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে ৩৬৩টি জলসরবরাহ পরিকল্পনা ও ৮২টি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। উহার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৪৭ কোটি টাকা। উক্ত পরিকল্পনার যে অংশ পল্লীঅঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার দ্বারা মোট ১৮.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ হাজার গ্রাম উপকৃত হইবে। ১৯৬০ সালে একটি 'জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্য কমিটি' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কমিটির কাজ ছিল জনসাধারণের প্রয়োজন নির্ণয় করা এবং উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দান করা।

স্বাস্থ্য বীমা ঃ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপকারার্থে ১৯৪৮ সালে 'এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়। ইহা দ্বারা বর্তমানে ২৬.৪ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হইতেছেন। বীমাকৃত কর্মচারী নিজে ও তাঁহার পরিবারবর্গ সরকারী ডিসপেনসারী ও হাসপাতালে এবং নিজ গৃহে সুবিধা জনক শর্তে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ প্রথম পরিকল্পনার আমলে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে ৭৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি কেন্দ্র ব্লক-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ৬৬,০০০ লোকের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ব্লক-অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যা অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অবলম্বন করেন। ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এইরূপ আরও ২২,৮৬টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তি পর্যন্ত আরও ৬০৪টি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

॥ চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ॥

ভারতে এ্যালোপেথিক মতে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা ও মাদ্রাজে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়। ১৮৪৫ সালে ঐ কলেজ দুটি রয়্যাল কলেজ অব সার্জন (ইংল্যাণ্ড) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভারতে ৫০টি মেডিক্যাল কলেজ ও ৯টি ডেন্টাল কলেজ আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ভূপাল, বিকানির, হুবলি, জব্বলপুর, আমেদাবাদ, কানপুর, কর্ণুল, নয়াদিল্লী, পণ্ডিচেরী, কোজিকোড এবং রাঁচিতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

॥ বিবিধ স্বাস্থ্য-সংস্থার পরিচয় ॥

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ্ঃ ইহা ১৯৫২ সালে গঠিত জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (চেয়ারম্যান) ও রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়, পরিবেশিক হাইজিন, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা শিক্ষণ ও গবেষণার সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া নীতি সুপারিশ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বোর্ডঃ ১৯৩৭ সালে গঠিত। এই বোর্ডের সঙ্গে সকল রাজ্যসরকারও যুক্ত। বোর্ডে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে এবং রাজ্যসরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা কি করিয়া বৃদ্ধি করা যায় বোর্ডে তাহা আলোচিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোঃ 'ভোর কমিটির' সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় কর্মীদের শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ যাহাতে সচেতন হয় সেজন্য পুস্তিকা, পোস্টার, বেতার ও সিনেমা মারফত প্রচারকার্য করাই এই ব্যুরোর উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাঃ ১৯৪০ সালের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ঔষধের মান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহার প্রস্তুতকরণ, বণ্টন ও বিক্রয়ের উপর

নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাজ্যসরকারসমূহের ; কিন্তু বিদেশ হইতে যে সব নূতন ও পুরাতন ঔষধ আনীত হয় তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য একজন ড্রাগস কণ্ট্রোলার (ভারত) নিযুক্ত আছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল ঃ ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইন অনুসারে এই পরিষদ্‌টি গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গঠন অনেকটা ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মত। ভারতের সমস্ত রাজ্যে যাহাতে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় সমান নিম্নতম মান বজায় রাখা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই ইহার প্রধান কাজ। শাস্তিদান করিবার কোন ক্ষমতা ইহার নাই।

ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া ঃ ১৯৪৮ সালের ফার্মাসী আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে গঠিত। যাহাতে ঔষধের দোকান হইতে খাঁটি ঔষধাদি বিক্রীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার উদ্দেশ্য।

ডেণ্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া ঃ ১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১৪ই মে ইহা গঠিত হইয়াছে ; দন্ত চিকিৎসার উন্নয়ন এবং গ্রামে ও শহরে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করাই ইহার লক্ষ্য।

ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ঃ ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ইহা গঠিত হইয়াছে। নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান-গুলি এবং নার্সিং পরীক্ষা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা এই কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছে। নার্স, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই এই পরিষদের কাজ।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ঃ স্বাধীনতার পূর্বে চিকিৎসা গবেষণার কাজ সাধারণতঃ কতিপয় বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় সরকার এই এসোসিয়েশনটিকে নবভাবে রূপায়িত করিয়া উহার নাম দেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ। গবেষণামূলক কাজের জন্যই এই পরিষদ্‌ গঠিত। পরিষদ্‌ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৯টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিকিৎসা গবেষণার জন্য ৪ কোটি টাকারও অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি ঃ ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করার জন্য এবং উহা যাহাতে আধুনিক অবস্থায় থাকে সেজন্য ১৯৩৮ সালে

প্রথম ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার এক বৎসরের জন্য উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, পরে আবার উহার মেয়াদ পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন: ডাক্তারদের উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় সংস্থাটি ১৯২৮-২৯ সালে গঠিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে ডাক্তারী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: ১৯৫৪ সালের ৬ই আগষ্ট বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট খোলা হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও বিশেষ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত ও রাজ্য-সরকারসমূহকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চিকিৎসা উন্নয়নের জন্য এই ইনস্টিটিউট পরামর্শ দান করিয়া থাকে। ইনস্টিটিউটটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য-সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। ১৯৫৫ সাল হইতে ইনস্টিটিউটে সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা কোর্স এবং ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে ট্রেনিং কোর্স খোলা হইয়াছে। ভারতসরকার এই ইনস্টিটিউটটিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৩২টি মানসিক হাসপাতাল আছে।

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র: ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অনুন্নত অঞ্চলে, যাহাতে প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় সেজন্য ভারত সরকার রাজ্য-সরকারসমূহকে সাহায্য করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। যে সকল স্থানে প্রায় ৬০ হাজার লোকের বসবাস তথায় উক্ত কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল কেন্দ্রে প্রসূতিদিগকে প্রসবের পূর্বে ও পরে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকিবে। বর্তমানে এইরূপ ২০১টি কেন্দ্র আছে।

কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বোর্ড: ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই বোর্ড গঠন করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৩০ জন ইঞ্জিনীয়ারকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্যে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি: ভারতে আয়ুর্বেদ, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার উহাদিগকে অনুমোদন করেন। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ

টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতসরকার ভারতীয় আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজ্য-সরকারসমূহ হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ভারতসরকার আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার জন্য জামনগরে একটি কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসরকার হোমিওপ্যাথিকে পাঁচবছরের ডিগ্রী কোর্স অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল মধ্যে ৫টি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করা হয়।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স, নয়াদিল্লী: ১৯৫৬ সালে অল ইণ্ডিয়া ইনাস্টটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স স্থাপিত হয়। এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ডেণ্টাল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, একটি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণ কেন্দ্র, ২৫০টি শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল। এককালীন ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৭৯'৯৩ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কলম্বো চুক্তি অনুযায়ী নিউজীল্যাণ্ড ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দান করিয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ, কলিকাতা: রকফেলার ফাউণ্ডশনের সাহায্যে ১৯৩২ সালে স্থাপিত। ভারতসরকার প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। জনস্বাস্থ্যের কর্মীদের শিক্ষিত করা, ছাত্রদের পরীক্ষান্তে জনস্বাস্থ্য ডিপ্লোমা দান, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ও ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা ইহার কাজ।

উপরোক্ত সংস্থা কয়টি ছাড়া অন্য যে সব সংস্থা আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—(১) অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন, (২) আয়ুর্বেদ এডভাইসরী কমিটি, (৩) প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল কাউন্সিল, (৪) মেডিক্যাল স্টোর ডিপো এণ্ড ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।

যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবাকার্যে ব্যাপৃত আছে, তাহাদের নাম—(১) ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি, (২) সেণ্ট জোন্স এ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশন, (৩) ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ এসোসিয়েশন (৪) মিশন অব লেপার্স, (৫) এসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অব ব্লাইণ্ডনেস, (৬) টিউবারকিউলোসিস্ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, (৭) ইণ্টারন্যাশনাল হেলথ ডিভিসন অব দি রকফেলার ফাউণ্ডেশন ইন ইণ্ডিয়া, (৮) রিলিফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার এ্যাম্বুলেন্স কোর ইত্যাদি।

ভারতের নূতন ওজন-ব্যবস্থা

মেট্রিক পদ্ধতির পরিচয়

ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার সমন্বয় করিয়া সর্বত্র একই ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করিবার উদ্দেশ্যে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে। দেড়শ বছরেরও আগে ফরাসী দেশে প্রথম মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর ৫৫টি দেশে উহা অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে আরও বহু দেশে এই ওজন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

ভারতে ওজন ও মাপ সংক্রান্ত গোলযোগের সংস্কার করার জন্য ১৮৬৮ সালেই একটি কমিটি গঠন হয়। ১৮৭০ সালে আইনও পাশ হইয়াছিল। কিন্তু বৃটেনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বিলাতী ওজনব্যবস্থাই বহাল ছিল। তারপর স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মেট্রিক পদ্ধতি আইন পাশ হয়। ১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আইনতঃ মেট্রিক ওজন চালু হয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাদে আর কোথাও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তাই ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ভারতের সমস্ত শহর এলাকা ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ও হাওড়ায় মেট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ক্রটির জন্য পুরাতন ওজনই বলবৎ থাকিল। তাই ১৯৬১ সালের অক্টোবর হইতে এ বিষয়ে কড়াকড়ি করিতে হইল।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস হইতে গ্রামাঞ্চলেও নতুন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এই ব্যবস্থাই আইন সম্মত ওজন ব্যবস্থা—

ওজন ব্যবস্থার একক হইল 'গ্রাম'। এক 'গ্রাম' এক তোলার দশমাংশেরও কম। 'কিলো' মানে হাজার। তাই কিলোগ্রাম বা সংক্ষেপে 'কেজি' বা শুধু

কিলো ১০০০ গ্রাম বা প্রায় একসের ৬ তোলার সমান। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য মনে রাখা দরকার :—

পুরাতন ওজন	=	নতুন ওজন (কাছাকাছি)
এক তোলা (১২ গ্রাম)		১০ গ্রাম
এক ছটাক (৫৮ গ্রাম)		৫০ গ্রাম
এক পোয়া (২২৫ গ্রাম)		২৫০ গ্রাম বা ২০০ গ্রাম
এক মণ (৩৭ কেজি)		৫০ কিলোগ্রাম

এক কুইন্টাল (QUINTAL)=১০০ কেজি, আর এক মেট্রিক টন =১০ কুইন্টাল। (এক টনের চেয়ে কম)

মেট্রিক পদ্ধতি সহজে বুঝিতে হইলে মনে রাখা দরকার :—

ডেসি—	এক দশমাংশ
ডেকা—	১০ গুণ
সেন্টি—	এক শতাংশ
হেক্টো—	১০০গুণ
মিলি—	এক সহস্রাংশ
কিলো—	১০০০ গুণ

দৈর্ঘ্য পরিমাপ :—

মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হইল মিটার। এক মিটার একগজের চেয়ে বড়। (প্রায় ৪০"=১ মিটার) উপরের দশের গুণিতক অনুযায়ী এই মিটারের অংশ গ্রহণ করা হয়। যেমন সেন্টিমিটার মানে এক মিটারের ১০০ ভাগের একভাগ—প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার=১", কিলোমিটার মানে ১০০০ মিটার। এক মাইলের ৮ ভাগের ৫ ভাগ প্রায়। ক্ষেত্র পরিমাপের জন্য রয়েছে বর্গ মিটার এবং হেকতার। এক একর ·৪০ হেকতারের সমান আর এক বর্গগজ ·৮৪ বর্গ মিটারের সমান।

তরল পদার্থ পরিমাপ :—

জল, তেল, দুধ ইত্যাদি পরিমাপের জন্য একক হইল লিটার। আগে ছিল গ্যালন। এক লিটার প্রায় এক কিলোগ্রামের সমান। এক গ্যালন (Imperial) ৪·৫৫ মিটারের সমান।

কয়েকটি পরিবর্তন তালিকা

এক টন	=	১·০২ মেট্রিক টন
এক পাউণ্ড	=	০·৪৫ কেজি
এক তোলা	=	১১·৬৬ গ্রাম
এক মণ	=	০·৩৭ কুইন্টাল
এক সের	=	০·৯৩ কেজি
এক ছটাক	=	৫৮ গ্রাম
এক মাইল	=	১·৬১ কিলোমিটার
এক গজ	=	০·৯১ মিটার
এক ইঞ্চি	=	২৫·৪০ মিলিমিটার বা ২·৫ সেন্টিমিটার।

সহজে পরিবর্তন তালিকা (কাছাকাছি)

(ক) (১) সের থেকে কেজিতে দামের জন্য :—

২৫ নঃ পয়সার সময় ২ নঃ পঃ বেশী ধরতে হয়

৫০ নঃ পয়সার ,, ৪ নঃ পঃ ,, ,, ,,

প্রতি টাকায় ৭ নঃ পঃ ,, ,, ,,

উদাহরণঃ এক সেরের দাম ১ টাকা হইলে ১ কেজির দাম ১·০৭ টাকা।

(২) মণ থেকে ৫০ কেজি—টাকায় ৩৪ নঃ পঃ বেশী।

উদাহরণ : এক মণের দাম ১ টাকা হইলে ৫০ কেজির দাম ১·৩৪ টাকা।

(৩) পাউণ্ড থেকে কিলো—৫০ নঃ পয়সায় ৬০ নঃ পঃ বেশী

টাকায় ১ টাকা ২০ নঃ পঃ ,,

উদাহরণ : এক পাউণ্ড চায়ের দাম ২ টাকা হইলে এক কেজি বা কিলোর দাম ৪ টাকা ৪১ নঃ পঃ।

(খ) (১) মেঃ টন থেকে কুইন্টাল—এক দশমাংশ

(২) কুইন্টাল থেকে কেজি—এক শতাংশ

(৩) কেজি থেকে ১০০ গ্রাম—এক দশমাংশ

,, ,, ১০ গ্রাম—এক শতাংশ

উদাহরণ : এক টন ৫০০ টাকা হইলে এক কুইন্টাল ৫০ টাকা

এক কুইন্টাল ৫০ টাকা হইলে এক কেজি ৫০ নঃ পঃ

এক কেজি ৫০ নঃ পঃ হইলে ১০০ গ্রাম ৫ নঃ পঃ।

মূল্যের পরিবর্তন তালিকা

(সের থেকে কিলো)

(১) নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো	নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো
১	১	১০	১১
২	২	২০	২১
৩	৩	৩০	৩২
৪	৪	৪০	৪৩
৫	৫	৫০	৫৪
৬	৬	৬০	৬৪
৭	৮	৭০	৭৫
৮	৯	৮০	৮৬
৯	১০	৯০	৯৬

(২) টাঃ/সের	টাঃ/কিলো	টাঃ/সের	টাঃ/কিলো
১	১'০৭	৬	৬'৪৩
২	২'১৪	৭	৭'৫০
৩	৩'২২	৮	৮'৫৭
৪	৪'২৯	৯	৯'৬৫
৫	৫'৩৬	১০	১০'৭২

(মণ থেকে কিলো)

(৩) মণ/টাঃ	কিলো/নঃ পঃ	মণ/টাঃ	কিলো/নঃ পঃ
১	২	১০	২৭
২	৫	২০	৫৪
৩	৮	৩০	৮০
৪	১০	৪০	১০৭
৫	১৩	৫০	১৩৪
৬	১৬	৬০	১৬১
৭	১৮	৭০	১৮৭
৮	২১	৮০	২১৪
৯	২৫	৯০	২৪১

বি. দ্র. :—তালিকাগুলি সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। দশের উপরের হিসাবে ক্ষেত্রবিশেষে ১ নঃ পঃ পার্থক্য হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারতে পরিকল্পনার সূচনা :—১৯৩৪ সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার 'Planned Economy for India' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ভারতে পরিকল্পনা গঠন ও কার্যকরী করার কথা বলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ভারতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি) গঠিত হয়। শ্রীজওহরলাল নেহরু উহার সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিটি কতকগুলি তথ্যবহুল রিপোর্ট পেশ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নানা বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার ভিতর কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা উপস্থিত করা উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জি. ডি. বিরলা প্রমুখ আট জন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ভারতের উন্নতির জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পরিকল্পনা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে পরিচিত হয়। উহাতে ১৫ বৎসরে ভারতের জনপিছু আয় দ্বিগুণিত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

পরিকল্পনা কমিশন : ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি প্ল্যানিং কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কাজ পরিচালনার জন্য ঐ খসড়া রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি প্রভৃতি কর্তৃক বিবেচিত ও আলোচিত হইবার পর ঐ পরিকল্পনার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং ভারতীয় সংসদে পরিকল্পনাটি গৃহীত হওয়ার পর সরকারী উদ্যোগে এদেশে তাহা কার্যকরী হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাতেই পরিকল্পনা কমিশনের কাজ শেষ হইয়া যায় নাই। একটা স্থায়ী সংস্থা হিসাবে উহারা পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইবার পর কমিশনের চেষ্টায় ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে এদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মিয়াদ ফুরাইবার পর ১৯৬১-৬২ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। উহা কার্যকরী করিতে গিয়া পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারসমূহের হাত দিয়া মোট ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা বাবদ কার্যতঃ মোট সরকারী ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল ১৯৬০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার জন্য অর্থবরাদ্দ ধরা হইয়াছিল কম। ফলে শেষ পর্যন্ত অর্থসংস্থানের পথে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। মোট ব্যয়িত টাকার মধ্যে ১৭৭২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, বাজেট উদ্বৃত্ত, জাতীয় সঞ্চয় প্রভৃতির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। বাকী ১৮৮ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে লওয়া হয়।

দেশের লোকের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য, পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উপর জোর দেওয়া হয়। পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত (সরকারী হাত দিয়া) ১৯৬০ কোটি টাকার মধ্যে ৩১ শতাংশই কৃষি ও সেচ উন্নয়নের জন্য নিয়োগ করা হয়।

তবে, কৃষির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইলেও প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির প্রশ্ন, যানবাহন উন্নতির প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রশ্ন উপেক্ষিত হয় নাই। ঐ সবের জন্য গঠনমূলক কার্যসূচী অবলম্বিত হইয়াছিল এবং যথাসম্ভব ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালের মার্চ্চ মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হয় এবং ঐ সালের এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া অধিকতর অগ্রগতিক লক্ষ্য নিয়া ঐ পরিকল্পনার জন্য বেশী অর্থব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সরকারীভাবে ৪,৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী উদ্যোগে ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রথম স্থির করা হয়। পরে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়া ৪,৬০০ কোটি টাকা করা হয়। সরকারী হাত দিয়া ব্যয়িত ঐ টাকার মধ্যে ৩,৫১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, জাতীয় সঞ্চয়, ঘাটতি ব্যয় আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রভৃতির মারফতে সঙ্কুলন করা হয়। বাকী ১০৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে মোট ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লইতে হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় দাঁড়ায় ৯৪৮ কোটি টাকা।

তবে, বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে মূল খসড়ায় যে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা অপ্রচুর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ৮০০ কোটি টাকার স্থলে শেষ পর্যন্ত ১০৯০ কোটি টাকা পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্প ও ভারী শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত (সরকারী খাতে) অর্থের ৩৪ শতাংশই ঐ দিকে নিয়োগ করা হয়। ঐ পরিকল্পনার সময়ে দেশে তিনটি বড় সরকারী ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। যদিও মূল লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই তত বৃদ্ধি পায় নাই, তথাপি দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে দেশে বিদ্যুৎ শিল্প, খনি শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প, ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুতের শিল্প—সব কিছুর উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়—(সরকারী খাতে)

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৩১০	১৬	৪২০	৯
বিদ্যুৎ শক্তি	২৬০	১৩	৪৪৫	১০
শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০
কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪
যানবাহন ও যোগাযোগ	৫২৩	২৭	১,৩০০	২৮
সমাজ-কল্যাণ ও বিবিধ	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮
মোট	১,৯৬০	১০০	৪,৬০০	১০০

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল

ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়াতে এদেশের জাতীয় আয়, কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে এবং কর্ম-সংস্থান, ধন বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে পরিকল্পনার ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছে সংক্ষেপে নিম্নে তাহা আলোচনা করা হইল : (প্রদত্ত সংখ্যা বিবরণগুলি প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'তৃতীয় পরিকল্পনা' পুস্তক হইতে সংগৃহীত—সঃ বঃ)।

ভারতের জাতীয় আয় : প্রথম পরিকল্পনার ৫ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির হয়। কার্যতঃ ঐ সময় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ানো হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। কিন্তু ঐ সময় জাতীয় আয় কার্যতঃ শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০-৬১ সালের চলতি মূল্য অনুযায়ী জাতীয় আয়ের বরাদ্দ ধরিলে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালের জাতীয়আয়ের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ২৪০ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে উহা বাড়িয়া ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ দশ বৎসরে শতকরা ৪২ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মাথাপিছু গড়ে আয় ছিল ২৮৪ টাকা (১৯৬০-৬১ সালের চলতি মূল্যের ভিত্তিতে)।

১৯৬০-৬১ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪৩৮ টাকা। যেমন গড়ে জন পিছু জাতীয় আয় বাড়িয়াছে অপর দিকে তেমনই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য জীবন ধারণের ব্যয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া দেশে বেকার সমস্যার প্রতিকার হয় নাই, ফলে জনগণের জীবন-যাত্রার মান সম্পর্কে আশানুরূপ উন্নতি ঘটে নাই বলা চলে।

কৃষি: প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে দশ বৎসরে কৃষির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে সেচপ্রাপ্ত কৃষিভূমির পরিমাণ শতকরা ৩৬ ভাগ, নাইট্রোজেন সারের যোগান শতকরা ৩১৮ ভাগ এবং সমবায় সমিতির মারফতে প্রদত্ত কৃষিঋণ শতকরা ৭৭৩ ভাগ বাড়িয়াছে। এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এইরূপ :—খাদ্য-শস্য ৫২২ লক্ষ টন হইতে ৭৬০ লক্ষ টন, তৈলবীজ ৫১ লক্ষ টন হইতে ৭১ লক্ষ টন, তুলা ২৯ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫১ লক্ষ গাঁইট, পাট ৩৩ লক্ষ গাঁইট হইতে ৪০ লক্ষ গাঁইট।

শিল্প: প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। কতকগুলি নূতন মৌলিক শিল্প ও ভারী শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্য তৈয়ারের শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে দেশে মাত্র ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি (মেসিনটুল) প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইয়াছে। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ঐ সময় শতকরা ১৫৮ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ দশ বৎসরে অন্য কয়েকটি প্রধান শিল্পের উৎপাদন এইরূপে বাড়িয়াছে: ইস্পাত ৯৮০ হাজার টন হইতে ২২ লক্ষ টন, কয়লা ৩২৩ লক্ষ টন হইতে ৫৪৬ লক্ষ টন, এ্যালুমিনিয়াম ৩৭ হাজার টন হইতে ১৮৫ হাজার টন, সিমেণ্ট ২৭ লক্ষ টন হইতে ৮৫ লক্ষ টন, বস্ত্র ৩৭২ কোটি গজ হইতে ৫১২ কোটি গজ, কাগজ ও বোর্ড ১১৪ হাজার টন হইতে ৩৫০ হাজার টন, চিনি ১১ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন, সালফিউরিক এসিড ৯৯ হাজার টন হইতে ৩৬৩ হাজার টন, সোডা এস ৪৫ হাজার টন হইতে ১৪৫ হাজার টন, কষ্টিক সোডা ১১ হাজার টন হইতে ১০০ হাজার টন, বাইসিকেলের উৎপাদন (বড় কারখানার উৎপাদন) ১ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষটি।

পরিবহন ও যোগাযোগ: ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ পর্যন্ত দশ বৎসরে দেশে পাকা রাস্তার পরিসর ৯৭ হাজার মাইল


ল্যাম্প

হইতে ১৪৪ হাজার মাইল, ডাকঘরের সংখ্যা ৩৬ হাজার হইতে ৭৭ হাজার, টেলিগ্রাফ্ অফিসের সংখ্যা ৩,৬০০টি হইতে ৬,৫০০টি, টেলিফোনের সংখ্যা ১৬৮ হাজারটি হইতে ৪৮০ হাজারটি, রেলের ইঞ্জিনের সংখ্যা ৮,৫০০টি হইতে ৯,২০০টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য: উক্ত দশ বৎসরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নতি-মূলক প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে এবং তাহার ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ২৩৫ লক্ষ হইতে ৪৩৩ লক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১৯ হাজারটি হইতে ৩৪২ হাজারটি, উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৩০০টি হইতে ১৭ হাজারটি, কলেজের সংখ্যা ৫৪২টি হইতে ১০০০টি, হাসপাতালের বিছানার সংখ্যা ১১৩ হাজারটি হইতে ১৮৬ হাজারটি এবং দেশে ডাক্তারের সংখ্যা ৫৬ হাজার হইতে ৭০ হাজার জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর্মসংস্থান: প্রথম পরিকল্পনার ফলে অতিরিক্ত ৫৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ জন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে ৮০ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে বলিয়া প্রথমে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। কার্যতঃ ঐ পরিকল্পনা দ্বারা অতিরিক্ত ৬৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে ৯০ লক্ষ লোক বেকার রহিয়াছে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনা কমিশন পূর্বেকার দুইটি পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় সমধিক ব্যয়বরাদ্দ করিবার জন্য স্থির করিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর (১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৫-৬৬) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের হাত দিয়া ৭,৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগে ৪,১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী যথার্থই বাস্তবে পরিণত হইলে তাহার ফলে পাঁচ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা ৩০ ভাগ, কৃষির উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ, খনি ও কারখানা শিল্পের উৎপাদন শতকরা ৮২ ভাগ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার ফলে পাঁচ বৎসরে দেশে অতিরিক্ত ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন জানাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ

	সরকারী খাতে কোটি টাকা	বেসরকারী খাতে কোটি টাকা
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	১০৬৮	৮০০
বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	—
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১০১২	৫০
শিল্প ও খনিজ	১৫২০	১০৫০
গ্রামীন শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	২৭৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪৮৬	২৫০
সমাজ কল্যাণ ও বিবিধ ব্যবস্থা	১৩০০	১০৭৫
ইনভেন্টরিজ	২০০	৬০০
মোট	৭৫০০	৪১০০

সরকারী খাতে অর্থসংস্থান

তৃতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সরকারী খাতে যে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার সংস্থান কিভাবে হইবে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে অর্থসংস্থানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাও ঐ সঙ্গে পাশাপাশি দেখান হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে পাঁচবৎসরে নূতন ট্যাক্স মারফতে ১,০৫২ কোটি টাকা তোলা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঐ পরিকল্পনার সময় ৯৪৮ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে নূতন ট্যাক্স দ্বারা ১,৭১০ কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই ঘাটতি ব্যয় হ্রাসের এই চেষ্টা সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ১০৯০ কোটি টাকা পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সেস্থলে ২২০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হইবে বলিয়া আপাততঃ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অর্থসংস্থানের সূত্র	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা	তৃতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা
চলতি কর হইতে	(—) ৫০	৫৫০
রেলের উদ্বৃত্ত হইতে	১৫০	১০০
সাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৭৮০	৮০০
সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বৃত্ত	—	৪৫০
স্বল্প সঞ্চয়	৪০০	৬০০
অতিরিক্ত কর হইতে	১০৫২	১৭১০
বৈদেশিক সাহায্য	১০৯০	২২০০
বিবিধ সূত্র হইতে	২৩০	৫৪০
ঘাটতি ব্যয়	৯৪৮	৫৫০
মোট	৪,৬০০	৭,৫০০

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের ব্যয়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৫ বৎসরে সরকারী খাতে যে ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-সমূহ কোন গঠন মূলক কার্যসূচীর জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন নিম্নে তাহা দেখান হইল :—

	মোট ব্যয়	কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ	রাজ্যসরকার সমূহের অংশ
		(কোটি টাকার হিসাবে)	
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	১০৬৮	১৪৯	৯১৯
বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	২০	৬৩০
বিদ্যুৎ উৎপান	১০১২	১৩২	৮৮০
শিল্প ও খনিজ	১৫২০	১৪৫০	৭০
গ্রামীন শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	১২৭	১৩৭
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪৮৬	১২৬০	২২৬
সমাজ কল্যাণ ও বিবিধ ব্যবস্থা	১৩০০	৪৩৭	৮৬৩
ইনভেণ্টরিজ্	২০০	২০০	—
মোট	৭,৫০০	৩,৭৭৫	৩,৭২৫

তৃতীয় পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভবপর উন্নতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে কোন্ দিক দিয়া কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে (পরিকল্পনার লক্ষ্য) নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা হইল ঃ

			১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	শতকরা বৃদ্ধি
*জাতীয় আয় (কোটি টাকা হিসাবে)			১৪,৫০০	১৯,০০০	৩০
সেচপ্রাপ্ত জমি		লক্ষ একর	৭০০	৯০০	২৯
খাদ্য শস্য	উৎপাদন	লক্ষ টন	৭৬০	১০০০	৩২
তূলা	,,	লক্ষ গাঁইট	৫১	৭০	৩৭
পাট	,,	লক্ষ গাঁইট	৪০	৬২	৫৫
তৈলবীজ	,,	লক্ষ টন	৭১	৯৮	৩৮
দুগ্ধ	,,	লক্ষ টন	২২০	২৫৩	১৫
বিদ্যুৎ	,,	কোটি কিলোওয়াট	১৯৮৫	৪৫০০	১২৭
কাঁচা লোহা	,,	লক্ষ টন	১০৭	৩০০	১৮০
কয়লা	,,	লক্ষ টন	৫৪৬	৯৭০	৭৬
ইস্পাত	,,	লক্ষ টন	২২	৬৮	২০৯
এ্যালুমিনিয়াম	,,	হাজার টন	১৮৫	৮০০	৩৩২
সিমেণ্ট	,,	লক্ষ টন	৮৫	১৩০	৫৩
কাগজ ও বোর্ড	,,	হাজার টন	৩৫০	৭০০	১০০
বস্ত্র (মিল ও তাঁত)	,,	কোটি গজ	৭৪৭	৯৩০	২৪
বাইসাইকেল	,,	হাজারটি	১০৫০	২০০০	৯০
সালফিউরিক এসিড	,,	হাজার টন	৩৬৩	১৫০০	৩১৩
সোডা এস	,,	হাজার টন	১৪৫	৪৫০	২১০
কস্টিক সোডা	,,	হাজার টন	১০০	৩৪০	২৪০
পাকা সড়ক	,,	হাজার মাইল	১৪৪	১৬৯	১৭
বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা		লক্ষ জন	৪৩৫	৬৩৯	৪৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়		হাজার	৩৪২	৪১৫	২১
ডাকঘর সংখ্যা		হাজার	৭৭	৯৪	২২
ডাক্তার		হাজার জন	৭০	৮১	১৬
হাসপাতালের বিছানা			১২,৬০০	১৪,৬০০	১৬

*১৯৬০-৬১ সালের চলতি মূল্য অনুসারে

দেশের অর্থনীতি

১৩৬৮ সাল তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বর্ষ গিয়াছে। অনেক আশা ভরসা লইয়া সরকার তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিনিয়োগের বিরাট পরিমাণ ও প্রতিশ্রুত আর্থিক উন্নয়নের দিক দিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা অভিনব। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম বর্ষে ফলাফল বিশেষ আশাব্যঞ্জক হয় নাই। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন এ বৎসর হ্রাস পাইয়াছে। শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি-হার পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। এদিকে বৈদেশিক সাহায্য লাভ সত্ত্বেও, বিনিময় মুদ্রা সম্পর্কিত ঘাটতি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা বিনিময় মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা চলিয়াছে, তথাপি উহার অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে, আমদানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ়তর করা হইয়াছে। কিন্তু আমদানী নিয়ন্ত্রণের একটা সীমা আছে। একটা পর্যায়ের পর আমদানী নিয়ন্ত্রণ আত্মঘাতী হয়। কারণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য, কাঁচামাল ও সাজ সরঞ্জাম আমদানী বন্ধ হইলে দেশের উৎপাদন ব্যাহত হয়। মালের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য পণ্যমূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এদিকে সরকারী শাসন ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দরুণ ব্যয়। সরকারী শাসন ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় করভার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। পরোক্ষ করগুলি পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে। মূল্যস্ফীতির ফলে বিদেশের হাটে আমাদের মালের কাটতি প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই সকল অন্তরায় ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক ঘটনাসমূহ সত্ত্বেও, বিনিয়োগী মনোভাব পূর্ব বৎসরের ন্যায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে ও অনেক নূতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার কিনিবার অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ পায়। শেয়ার বাজারের মূল্যস্তরও এ বৎসর উর্ধ্বগতি লাভ করে। সোনারূপার বাজারেও এ বৎসর তেজীভাব প্রকাশ পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভবপর উন্নতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে কোন্ দিক দিয়া কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে (পরিকল্পনার লক্ষ্য) নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা হইল :

			১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	শতকরা বৃদ্ধি
*জাতীয় আয় (কোটি টাকা হিসাবে)			১৪,৫০০	১৯,০০০	৩০
সেচপ্রাপ্ত জমি		লক্ষ একর	৭০০	৯০০	২৯
খাদ্য শস্য	উৎপাদন	লক্ষ টন	৭৬০	১০০০	৩২
তূলা	"	লক্ষ গাঁইট	৫১	৭০	৩৭
পাট	"	লক্ষ গাঁইট	৪০	৬২	৫৫
তৈলবীজ	"	লক্ষ টন	৭১	৯৮	৩৮
দুগ্ধ	"	লক্ষ টন	২২০	২৫৩	১৫
বিদ্যুৎ	"	কোটি কিলোওয়াট	১৯৮৫	৪৫০০	১২৭
কাঁচা লোহা	"	লক্ষ টন	১০৭	৩০০	১৮০
কয়লা	"	লক্ষ টন	৫৪৬	৯৭০	৭৬
ইস্পাত	"	লক্ষ টন	২২	৬৮	২০৯
এ্যালুমিনিয়াম	"	হাজার টন	১৮৫	৮০০	৩৩২
সিমেণ্ট	"	লক্ষ টন	৮৫	১৩০	৫৩
কাগজ ও বোর্ড	"	হাজার টন	৩৫০	৭০০	১০০
বস্ত্র (মিল ও তাঁত)	"	কোটি গজ	৭৪৭	৯৩০	২৪
বাইসাইকেল	"	হাজারটি	১০৫০	২০০০	৯০
সালফিউরিক এসিড	"	হাজার টন	৩৬৩	১৫০০	৩১৩
সোডা এস	"	হাজার টন	১৪৫	৪৫০	২১০
কস্টিক সোডা	"	হাজার টন	১০০	৩৪০	২৪০
পাকা সড়ক	"	হাজার মাইল	১৪৪	১৬৯	১৭
বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা		লক্ষ জন	৪৩৫	৬৩৯	৪৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়		হাজার	৩৪২	৪১৫	২১
ডাকঘর সংখ্যা		হাজার	৭৭	৯৪	২২
ডাক্তার		হাজার জন	৭০	৮১	১৬
হাসপাতালের বিছানা			১২,৬০০	১৪,৬০০	১৬

*১৯৬০-৬১ সালের চলতি মূল্য অনুসারে

দেশের অর্থনীতি

১৩৬৮ সাল তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বর্ষ গিয়াছে। অনেক আশা ভরসা লইয়া সরকার তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিনিয়োগের বিরাট পরিমাণ ও প্রতিশ্রুত আর্থিক উন্নয়নের দিক দিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা অভিনব। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম বর্ষে ফলাফল বিশেষ আশাব্যঞ্জক হয় নাই। কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন এ বৎসর হ্রাস পাইয়াছে। শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি-হার পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। এদিকে বৈদেশিক সাহায্য লাভ সত্ত্বেও, বিনিময় মুদ্রা সম্পর্কিত ঘাটতি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা বিনিময় মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা চলিয়াছে, তথাপি উহার অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে, আমদানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ়তর করা হইয়াছে। কিন্তু আমদানী নিয়ন্ত্রণের একটা সীমা আছে। একটা পর্যায়ের পর আমদানী নিয়ন্ত্রণ আত্মঘাতী হয়। কারণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য, কাঁচামাল ও সাজ সরঞ্জাম আমদানী বন্ধ হইলে দেশের উৎপাদন ব্যাহত হয়। মালের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য পণ্যমূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এদিকে সরকারী শাসন ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য— সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দরুণ ব্যয়। সরকারী শাসন ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় করভার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। পরোক্ষ করগুলি পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে। মূল্যস্ফীতির ফলে বিদেশের হাটে আমাদের মালের কাটতি প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই সকল অন্তরায় ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক ঘটনাসমূহ সত্ত্বেও, বিনিয়োগী মনোভাব পূর্ব বৎসরের ন্যায় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে ও অনেক নূতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার কিনিবার অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ পায়। শেয়ার বাজারের মূল্যস্তরও এ বৎসর উর্ধ্বগতি লাভ করে। সোনারূপার বাজারেও এ বৎসর তেজীভাব প্রকাশ পায়।

কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন: কৃষিক্ষেত্রে এ বৎসর পাট, চীনাবাদাম, কফি, আদা ও লঙ্কা ব্যতীত অন্যান্য সকল ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। চীনাবাদামের উৎপাদন ৬'৬ শতাংশ, পাটের উৎপাদন ৫৭'৪ শতাংশ, কফির উৎপাদন ১১'১ শতাংশ, আদার উৎপাদন ৭'৯ শতাংশ ও লঙ্কার উৎপাদন ৭'৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে চাউলের উৎপাদন ০'১ শতাংশ ভূট্টার উৎপাদন ২'৩ শতাংশ, রাগীর উৎপাদন ১৩'৯ শতাংশ, কড়াইয়ের উৎপাদন ২'৫ শতাংশ, রেড়ীর উৎপাদন ৭'৫ শতাংশ, আলুর উৎপাদন ২'৪ শতাংশ ও গোলমরিচের উৎপাদন ০'৪ শতাংশ হ্রাস পায়। যদিও বহুক্ষেত্রে ফসলের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা বলা বাহুল্য যে এ বৎসর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষে দেশ কৃষিজ পণ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া যে আশা দেওয়া হইয়াছিল, যোজনার প্রথম বৎসরে তাহার কোন লক্ষণই (একমাত্র পাট ব্যতীত) প্রকাশ পায় নাই।

শিল্পপণ্যের উৎপাদন: নানা কারণে এ বৎসর শিল্পজ পণ্য উৎপাদনের উর্ধ্বগতি ব্যাহত হয়। এই সকল কারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য— আমদানীর নিয়ন্ত্রণ হেতু কাঁচামালের অভাব, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বাধা, পরিবহণের অভাবে কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও প্রায় প্রতি শিল্প ক্ষেত্রেই উৎপাদন পূর্ব বৎসর অপেক্ষা উন্নতি লাভ করে, তবে, সে উন্নতির হার পূর্বাপেক্ষা অনেক কম।

মূল্য পরিস্থিতি: সরকারী সূচক-সংখ্যা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে এ বৎসর কোন মূল্য-উৎসার ঘটে নাই।

বৈদেশিক বাণিজ্য: বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে এ বৎসর ঘাটতি কম প্রকাশ পায়। ঘাটতি হ্রাসের প্রধান কারণ আমদানি নিয়ন্ত্রণ।

টাকার বাজার: টাকার সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িলেও, টাকার বাজারে চাহিদার টান এ বৎসর আরও তীব্রতর হয়। ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু দাদনের চাহিদা ততোধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে ইহা কষ্টের বৎসরই গিয়াছে। অথচ, আমাদের উন্নয়নশীল শিল্প ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ফলে টাকার চাহিদা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিবে। এই কারণে, ব্যাঙ্কসমূহের সংগতি যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সচেষ্ট হইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য, যে আমানত-কারীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, এ বৎসর ডিপজিট ইন্স্যুরেন্স

করপোরেশন নামে একটি সংস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেক আমানত-কারীর আমানতের ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ইহা দ্বারা বীমাকৃত থাকিবে।

কর্ম নিযুক্ততা : গত বৎসর বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় কর্মখালি না থাকায়, বেকারের নীট সংখ্যা পূর্ব বৎসর হইতে অনেক বৃদ্ধি পায়। ইহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে বোঝা যাইবে।

বে-সরকারী মহল : কাঁচামাল, কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে এ বৎসর বে-সরকারী মহলকে যথেষ্ট বিপর্যস্ত হইতে হইয়াছে। পরিবহণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ হইতে মাল স্থানান্তরিত করাও ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বেসরকারী মহল এ বৎসর উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে, যদিও পূর্ব পূর্ব বৎসরের গতি-হারে বে-সরকারী মহলে এ বৎসরে বহু নূতন শিল্প স্থাপিত হয়, এবং সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিনিয়োগকারীরা বিশেষ আগ্রহ উৎসাহের সহিত ক্রয় করে।

॥ পাইকারী পণ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যমানকে ১০০ ধরিয়া)

বৎসর	সমগ্র পণ্য	খাদ্য দ্রব্য	শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল	শিল্পজাত প্রস্তুত মাল
১৯৫১-৫২	১১৮·০	১১১·০	১৪১·৫	১১৯·০
১৯৫৫-৫৬	৯২·৫	৮৬·৬	৯৯·০	৯৯·৬
১৯৫৬-৫৭	১০৫·৩	১০২·৩	১১৬·০	১০৫·৬
১৯৫৭-৫৮	১০৮·৪	১০৬·৪	১১৬·৫	১০৮·২
১৯৫৮-৫৯	১১২·৯	১১৫·২	১১৫·৬	১০৮·৪
১৯৫৯-৬০	১১৭·১	১১৯·০	১২৩·৭	১১১·৭
১৯৬০-৬১	১২৪·৯	১২০·০	১৪৫·৪	১২৩·৯
১৯৬১-৬২	১২৫·১	১২০·১	১৪২·৬	১২৬·৬

॥ কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৩৯ = ১০০)

তারিখ	খাদ্যদ্রব্য	কয়লা ও আলো	বস্ত্র	বিবিধ	সামগ্রিক
মার্চ ১৯৫২	৪৩০	২৩১	৫০৩	২৬৬	৩৮২
মার্চ ১৯৫৩	৪৩৪	২৩৯	৪৮৭	২৬৬	৩৮৩
মার্চ ১৯৫৪	৪৩৫	২৩৯	৪৮৮	২৬৮	৩৮৪
মার্চ ১৯৫৫	৪৩০	২৩৯	৪৯৬	২৮২	৩৮৬
মার্চ ১৯৫৬	৫৫৩	২৩৯	৫২০	২৮৩	৪০২
মার্চ ১৯৫৭	৪৬৭	২৬৮	৫৪৩	২৮৩	৪১৩
মার্চ ১৯৫৮	৪৯১	২৮১	৫৪৪	২৮৬	৪২৮
মার্চ ১৯৫৯	৪৯৫	২৪২	৫৪৭	২৮৮	৪৩১
মার্চ ১৯৬০	৫২২	২৮২	৫৬৮	৩০০	৪৫২
মার্চ ১৯৬১	৫২৮	৩৮৭	৫৮১	৩০৪	৪৫৮
মার্চ ১৯৬২	৫৩৮	২৯১	৫৮৮	৩০৯	৪৬৬

॥ শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক সংখ্যা (১৯৪৯ = ১০০) ॥

বৎসর	সমগ্র ভারত	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	দিল্লী
১৯৫১-৫২	১০৫	১০৬	১০৭	১০৪	১০৮
১৯৫২-৫৩	১০৪	১০০	১১২	১০৩	১০৭
১৯৫৩-৫৪	১০৬	৯৯	১১৮	১০৯	১০৭
১৯৫৪-৫৫	৯৯	৯৪	১১৭	১০৪	১০৩
১৯৫৫-৫৬	৯৬	৯৩	১১০	১০০	১০০
১৯৫৬-৫৭	১০৭	১০২	১১৬	১১৩	১১২
১৯৫৭-৫৮	১১২	১০৫	১২২	১১৭	১১২
১৯৫৮-৫৯	১১৮	১০৯	১৩০	১২৬	১১৭
১৯৫৯-৬০	১২৩	১১২	১৩৬	১৩৫	১১৯
১৯৬০-৬১	১২৪	১১৩	১৩৭	১৪৬	১৩১

॥ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের হিসাব ॥

বৎসরান্তে	ভাণ্ডারের পরিমাণ কোটি টাকা	হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+) কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	৮৪৮·৪৪	−৫৩·০৬
১৯৫১-৫২	৭৮৬·৬৯	−১৬৪·৭২
১৯৫৫-৫৬	৮২৪·৬১	+১০·৪৭
১৯৫৬-৫৭	৬৮১·১০	−১৪৩·৫১
১৯৫৭-৫৮	৪২১·২২	−২৫৯·৮৮
১৯৫৮-৫৯	৩৭৮·৯২	−৪২·৩০
১৯৫৯-৬০	৩৬২·৮৭	−১৬·০৫
১৯৬০-৬১	৩০৩·৬১	−৫৯·২৬
১৯৬১-৬২	২৯৭·২৭	−৬·৩৪

॥ বেকার ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্স্চেঞ্জ ॥

বৎসর	কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা	কর্মখালির সংখ্যা	কর্মনিয়োগের সংখ্যা	অনিযুক্ত সংখ্যা
১৯৫৩	১৪,০৮,৮০০	২,৫৬,৭০০	১,৮৫,৪০০	৫,২২,৩৬০
১৯৫৪	১৪,৬৫,৫০০	২,৩৯,৯০০	১,৬২,৫০০	৬,০৯,৭৮০
১৯৫৫	১৫,৮৪,০০০	২,৮০,৫০০	১,৬৯,৭০০	৬,৯১,৯৪৮
১৯৫৬	১৬,৬৯,৯০০	২,৮৭,৬০০	১,৮৬,৯০০	৭,৫৮,৫০৩
১৯৫৭	১৭,৭৪,৭০০	২,৯৭,২০০	১,৯২,৮০০	৯,২২,০৯৯
১৯৫৮	২২,০৩,৮৮৮	৩,৬৪,৮৮৪	২,৩৩,৩২০	১১,৮৩,২৯৯
১৯৫৯	২৪,৭১,৫৯৬	৪,২৪,৩৯৩	২,৭১,১৩১	১৪,২০,৯০১
১৯৬০	২৭,৩২,৫৪৮	৫,২০,৩৩০	৩,০৫,৫৫৩	১৬,০৬,২৪২
১৯৬১	৩২,৩০,৩১৪	৭,০৮,৩৭৯	৪,০৪,০৭৭	১৮,৩২,৭০৩

॥ যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সংখ্যা ও মূলধন ॥

বৎসর	নূতন গঠিত কোম্পানী সংখ্যা	নূতন গঠিত কোম্পানী অনুমোদিত মূলধন লক্ষ টাকা	কর্মরত কোম্পানী সংখ্যা	কর্মরত কোম্পানী গৃহীত মূলধন কোটি টাকা
১৯৪৭	৪,৮০৭	৭৯৯	২১,৮৫৩	৪৬৯·৪৭
১৯৪৯	৩,২৩৫	৫৫৯	২৫,৩৪০	৬২৮·৩১
১৯৫০	২,৪৬৫	৩৩১	২৭,২০০	৭২২·৪৫

বৎসর	সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন লক্ষ টাকা	সংখ্যা	গৃহীত মূলধন কোটি টাকা
১৯৫১	২,০৬১	২৫০	২৮,৫২৯	৭৭২·৪০
১৯৫২	১,৮৬৬	২,২৪২	৮৫,৫৫৭	৮৫৫·৭৬
১৯৫৩	১,৩৩৩	৪৯৩	২৯,৩১২	৮৯৭·৫৭
১৯৫৪	১,২১০	১৮৭	২৯,৫২৮	৯৪৫·০০
১৯৫৫	১,২০৩	৩২৮	২৯,৭৭৯	৯৮৩·০০
১৯৫৬	১,৪৪৮	৪৭০	৩০,৩৮১	১,০১৯·০০
১৯৫৭	৮৪৮	২১১	২৯,৩৫৭	১,০৭৭·৬০
১৯৫৮	৯৬১	১০৩	২৮,২৮৩	১,১৫১·২০
১৯৫৯	১,০৯৫	২৮৪	২৭,৪৭৯	১,৫১৬·৬০
১৯৬০	১,৪৫২	১৬১	২৬,৯২১	১,৫৯৩·০০

॥ শ্রমিক বিরোধ ॥

বৎসর	কর্ম বিরতির সংখ্যা	বিষয়ীভূত শ্রমিক সংখ্যা	জন হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত দিন সংখ্যা
১৯৪৮	১,২৫৯	১,০৫৯,১২০	৭,৮৩৭,১৭৩
১৯৫১	১,০৭১	৬৯১,৩২১	৩,৮১৮,৯২৮
১৯৫৬	১,২০৩	৭১৫,১৩০	৬,৯৯২,০৪০
১৯৫৭	১,৬৩০	৮৮৯,৩৭১	৬,৪২৯,৩১৯
১৯৫৮	১,৫২৪	৯৩৫,৩৬৩	৭,৬১৫,৫৩৬
১৯৫৯	১,৮৮৩	৬৪০,৩১৮	৫,৩৪৩,০০০
১৯৬০	১,২৭৪	১,৪৩১,৫২৬	২,৯১১,০০০

ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪৮-৪৯ সালের স্থির মূল্য অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ ছিল ১২,৬৯০ কোটি টাকা। চলতি মূল্য অনুযায়ী উহার পরিমাণ ছিল ১৪,২০০ কোটি টাকা। স্থির মূল্য অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৯২·৫ টাকা ও চলতি মূল্য অনুযায়ী ৩২৭·৩ টাকা। পূর্ব বৎসর মাথা-পিছু আয় যথাক্রমে ২৭৯·৫ টাকা ও ৩০৪·৭ টাকা ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমকালে ভারতে সামগ্রীক জাতীয় আয় ১৮·৪ শতাংশ ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ২০·০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সাল	১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুসারে		চলতি মূল্য অনুসারে	
	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু আয় (টাকা)	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু আয় (টাকা)
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০	২৪৮·৬	৯,০১০	২৫৩·৯
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০	২৪৬·৩	৯,৫৩০	২৬৫·২
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০·১	৯,৯৭০	২৭৪·০
১৯৫৩-৫৪	১০,০৪০	২৬৯·০	১০,৪৯০	২৮১·০
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০	২৫১·৯	৯,৬১০	২৫৪·২
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৭৩·৬	৯,৯৮০	২৬০·৬
১৯৫৬-৫৭	১১,০০০	২৮৩·৫	১১,৩০০	২৯১·৫
১৯৫৭-৫৮	১০,৮৩০	২৭৫·৬	১১,৩৬০	২৮৯·১
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	২৯২·৬	১২,৪৭০	৩১৩·২
১৯৫৯-৬০	১১,৮৫০	২৭৯·০	১২,৯৪০	৩০৪·৭
১৯৬০-৬১	১২,৬৯০	২৯২·৫	১৪,২০০	৩২৭·৩

বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়

দেশ	বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি)	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু আয় (টাকা)
ভারত	(১৯৬০-৬১)	৪২·৪৭	১৪,২০০	৩২৭·৩
পাকিস্তান	(১৯৫৮-৫৯)	৮·৬৮	২,০৮৪	২৪০·০
ব্রহ্ম	(১৯৫৯)	২·০৪	৪৬৫	২২৮
সিংহল	(১৯৫৯)	০·৯৬	৫৩৮	৫৬০
জাপান	(১৯৫৯)	৯·২৭	১৩,২১৭	১,৪২৬

দেশ	বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি)	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু আয় (টাকা)
ফিলিপাইন	(১৯৫৯)	২·৪৭	২,৩৩৭	৯৪৬
নিউজীল্যাণ্ড	(১৯৫৯)	০·২৩	১,৩৯২	৫,৯৭৪
অস্ট্রেলিয়া	(১৯৬০)	১·০২	৫,৯৬৪	৫,৮৪৭
যুক্তরাজ্য	(১৯৫৯)	৫·১৯	২৫,২৪০	৫,৮৬৩
যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৬০)	১৮·০৫	২,০০,৬৮৩	১১,১১৮
কানাডা	(১৯৫৯)	১·৭৪	১২,৭৩৫	৭,৩১৯
ফ্রান্স	(১৯৫৯)	৪·৫০	১৮,৯৩৬	৪,২০৮
পঃ জার্মানী	(১৯৫৯)	৫·২৮	২১,৯৬২	৪,১৫৯
ইতালী	(১৯৫৯)	৪·৯০	১০,৭২৪	২,১৮৯
নরওয়ে	(১৯৫৯)	০·৩৫	১,৫৫৭	৪,৪৪৮
সুইডেন	(১৯৫৯)	০·৭৪	৫,৪২৪	৭,৩২৯
নেদারল্যাণ্ডস্	(১৯৫৯)	১·১৩	৪,০৩৩	৩,৫৬৯
ডেনমার্ক	(১৯৫৯)	০·৪৫	২,১৫৮	৪,৭৯৫
সুইট্জারল্যাণ্ড	(১৯৫৯)	০·৫২	৩,২৯৬	৬,৩৩৮

জাতীয় আয়ের উৎস

ভারতের জাতীয় আয় কোন্ কোন্ উৎস হইতে অর্জিত হয়, নিম্নে তাহার বিশ্লেষণ করা হইল :—

কোটি টাকার সমষ্টিতে লিখিত

উৎস	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
কৃষি	৪,৮৯০	৪,৫২০	৫,৫২০	৬,২১০	৬,৮৬০
বৃহৎ শিল্প ও খনি	৬২০	৮৮০	১,০২০	১,২৫০	১,৫০০
ক্ষুদ্র শিল্প	৯১০	৯৭০	৯৮০	১,০৮০	১,১৪০
রেল ও যোগাযোগ	২২০	৩০০	৩১০	৩৯০	৪২০
ব্যাঙ্কিং ও বীমা	৭০	৯	১১০	১৪০	১৫০
বাণিজ্য ও পরিবহণ	১,৪০০	১,৪৯০	১,৫২৯	১,৭১০	১,৭৯০
পেশা ও বৃত্তি	৪৭০	৫৬০	৫৮০	৭০০	৭৫০
সরকারী চাকরী	৪৩০	৫৭০	৬১০	৭৯০	৯০০
পারিবারিক কাজ	১৩০	১৪০	১৫০	১৮০	২০০
গৃহ সম্পত্তি	৪১০	৪৬০	৪৮০	৫২০	৫৩০
মোট জাতীয় আয় :	৯,৫৩০	৯,৯৮০	১১,৩০০	১২,৯৭০	১৪,২৪০

ভারতের কৃষি

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির স্থান

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কৃষিপণ্য এদেশে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মুখ্য অবলম্বন। শিল্পের কাঁচামাল প্রধানতঃ কৃষি হইতেই পাওয়া যায়। এদেশে রপ্তানী বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ অধিকার করিয়া আছে কৃষি দ্রব্য। চা, চীনাবাদাম ও লাক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জগতে ভারতের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। ধান, পাট, ইক্ষু, সরিষা, তিল ও রেড়ি উৎপাদনে ভারত জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকই কৃষি কার্য দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভারতের আর্থিক কাঠামোতে কৃষির স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও বহুদিনের উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে এদেশে কৃষির নানারূপ ত্রুটি ও সমস্যা দেখা দিয়াছে। ভারতীয় কৃষির প্রধান গলদগুলি হইতেছে এইরূপ :—(১) কৃষি ভূমির খণ্ডন ও অসংলগ্নতা, (২) জমির অপচয় ও ক্ষরণ, (৩) জমির উপর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবাঞ্ছিত প্রভাব, (৪) ভূমির জলসেচ সম্পর্কে অব্যবস্থা, (৫) চাষাবাদে অনুন্নত প্রক্রিয়া, (৬) উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের অভাব, (৭) চাষাবাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের অপ্রাচুর্য এবং (৮) উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার। অধিক ফসল উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কৃষকদের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ কার্যনীতির অভাব। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে কৃষির ঐসব ত্রুটি ও সমস্যা সম্পর্কে এদেশের জাতীয় সরকারের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সর্বপ্রকার গলদ দূর করিয়া ভারতীয় কৃষিকে সুসংগঠিত করিবার জন্য তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভারতে চাষের জমি :—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ভূমির মোট আয়তন ৭২ কোটি ১০ লক্ষ একর। উহার মধ্যে ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ একর বা শতকরা ৪৫ ভাগ ভূমি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে একাধিকবার ফসলের চাষ করা হয়।

জনপিছু চাষভূমি এদেশে ও বিদেশে :—ভারতে জনপিছু চাষভূমি মাত্র ০·৮২ একর (এক একরের চেয়ে স্বল্প কম)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জনপিছু চাষভূমি ২·৬৮ একর। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, চীন ও জাপানে তাহা যথাক্রমে ২·৫৯, ০·৪২, ০·৪৮, ০·৫০ এবং ০·১৭ একর।

একর প্রতি ফসল উৎপাদন এদেশে ও বিদেশে :—ভারতে একর প্রতি কৃষি পণ্যের উৎপাদন হার জগতের অনেক দেশের তুলনায় কম। জাপানে ও চীনে যথাক্রমে একর প্রতি গড়ে ৩,৪৪৪ পাউণ্ড ও ২,৩০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। সে স্থলে ভারতে চাউল উৎপন্ন হয় একর প্রতি গড়ে মাত্র ৮০৭ পাউণ্ড। এদেশে একর প্রতি গম পাওয়া যায় মাত্র ৬৬২ পাউণ্ড। অথচ মিশর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টাইন ও ইতালীতে গড়ে প্রতি একরে গম উৎপন্ন হয় ১,৯১৮ পাউণ্ড, ৯৯০ পাউণ্ড, ১,২৫৮ পাউণ্ড এবং ১৩৫৬ পাউণ্ড।

কৃষি ঋণের বোঝা :—ভারতে কৃষকদের আয় স্বল্প বলিয়া চাষাবাদের প্রয়োজনে ও গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে তাহাদের অধিকাংশকেই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় এদেশে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬৩ ভাগ পরিবারই ঋণগ্রস্ত। পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ গড়ে ২৮৩ টাকা।

কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা :—এদেশে যে সব লোক চাষাবাদের কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের সকলের হাতে নিজস্ব চাষভূমি নাই। কৃষি শ্রমিক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মজুরী লইয়া পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া থাকে। কৃষি শ্রমিকদের সম্পর্কে সরকারী দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। প্রতি কৃষি শ্রমিক পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল গড়ে ৪৩৭ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল গড়ে ৬১৭ টাকা। ঋণগ্রস্ত পরিবারের হার ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ।

খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও আমদানী :—ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এখনও বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুপাতে পর্যাপ্ত নহে। দেশ এখনও খাদ্যের দিক দিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। দেশের ঘাটতি মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে প্রতিবৎসরই খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে ১৪৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালেও ১৪৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে। ১৯৬১ সালের হিসাবে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩৪ লক্ষ টন।

বিভিন্ন দেশে জনপিছু বৎসরে খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার—১৯৫৯
(কিলোগ্রাম হিসাবে)

দেশ	খাদ্যশস্য	ডাল-কলাই	সাদাচিনি	মাংস	দুধ
ভারত	১৪৩	৩০	১৪	২	৫০
পাকিস্তান	১৪৭	৭	১৬	৪	৪৭
জাপান	১৫১	১৮	১৩	৬	২০
জার্মানী (পঃ)	৮৫	৪	২৭	৫৪	২২০
ফ্রান্স	১০৭	৭	৩২	৭৪	২০৮
ইংল্যাণ্ড	৮৪	৬	৫০	৭১	২৩৫
ইতালী	১৪২	১০	২০	২৭	১৩৪
সুইডেন	৭৫	৪	৩৯	৫২	৩২০
ডেনমার্ক	৭৯	৪	৪৭	৭৩	২৯১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৬৬	৪১	৯৪	৯৪	৩০৭

ভূমি সংস্কারঃ—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমির উপর জমিদার ও অন্য অনেক শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব ভোগীদের স্বত্ব উচ্ছেদ সম্পর্কে আইন কার্যকরী হইয়াছে। এদেশে মোট ভূমির শতকরা ৪০ ভাগই পূর্বে জমিদারী ও জায়গিরদারীর আয়ত্বাধীন ছিল। বর্তমানে সে ধরনের মধ্যস্বত্ব লোপ করা হইয়াছে। দুই কোটি সংখ্যক প্রজা জমিদার জায়গিরদার প্রভৃতির কবলমুক্ত হইয়াছে। খাজনা, রাজস্ব ও জমিজমা পরিচালনা বিষয়ে উহারা সরকারের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছে। জমিদার ও জায়গিরদারদের প্রাপ্তব্য ক্ষতিপূরণ নির্ণীত হইয়াছে ৫২০ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ২১৬ কোটি টাকা এখন পর্যন্ত প্রদান করা হইয়াছে।

উন্নত সার ও বীজ সরবরাহঃ—এদেশের জমিতে পূর্বে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইত কম। বর্তমানে এদেশে রাসায়নিক সার উৎপাদন ও তাহা ব্যবহারের সুব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে ৫৫ হাজার টন পরিমিত নাইট্রোজেন সার ও ৭ হাজার টন পরিমিত ফসফেট সার ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ঐসব সারের ব্যবহার যথাক্রমে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টন ও ৭০ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাল ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে এদেশে ৪ হাজারটি বীজ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

কৃষি সমবায় সমিতি :—দেশের কৃষকরা যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কৃষির তথা নিজেদের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্ট এদেশে নানা শ্রেণীর কৃষি সমবায় সমিতি সংগঠনে উৎসাহ দিতেছেন। ফলে এদেশে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় যৌথ চাষ সমিতি, সমবায় সেচ সমিতি, সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১ লক্ষ ৫ হাজারটি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে উহাদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত সমবায় প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা হইতে ১৬৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে নানা শ্রেণীর ফার্মিং সোসাইটি বা চাষাবাদ সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৫,৬৩১টি (উহাদের মধ্যে ১,৭৫৮টি ছিল যৌথ ফার্ম এবং ৮৯৩টি ছিল কলেক্‌টিভ্‌ ফার্ম)

কৃষি সমবায়—(১৯৫৯-৬০)

	সমিতির সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা (হাজার)	কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকা)
প্রাথমিক ঋণদান সমিতি	২,০৩,১৭২	১৪৪,২৩	২২৩,৭০
প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক	৪০৮	৫,৫৭	২৩,৮০
চাষাবাদ সমিতি	৫,৬৩১	২,৭২	৫,৭৯
সমবায় সেচ সমিতি	১,৬৪১	৫৪	২,০৫

ভারতের কৃষিজ সম্পদ

ভারতে বহুবিধ শ্রেণীর কৃষিপণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ধান, গম, যব ভুট্টা প্রভৃতি তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যশস্য এবং ডালকলাই জাতীয় খাদ্যশস্যই প্রধান। মোট কৃষিজ পণ্যের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগই খাদ্যশস্য। অন্যান্য পণ্যের ভিতর তৈলবীজ, তন্তুজাতীয় পণ্য (যথা—পাট, তূলা), বাগান ফসল (যথা—চা, কফি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চা, তামাক প্রভৃতি অর্থকরী বাণিজ্য ফসল। ফলমূল ও শাকসবজির উৎপাদন এদেশে বিপুল।

ভারতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন (১৯৬০-৬১)

শস্যের নাম	আবাদী জমি (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
চাউল	৮,৩৩	৩,৩৭
গম	৩,১৭	১,০৬
জোয়ার	৪,২১	৯০
বাজরা	২,৮০	৩১
ভুট্টা	১,০৭	৩৯
যব	৭৯	২৬
রাগি	৫৯	১৬
ছোলা	২,৩৪	৬২
ডাল-কলাই	৩,৪১	৬২
চীনা বাদাম	১,৫৪	৪৩
সরিষা	৭২	১৩
তিল	৪৮	৩
রেড়ি	১১	১
তিসি	৪২	৪
তূলা	১,৮৯	৫৪
পাট	১৫	৪০
মেস্তা	৭	১১
ইক্ষু	৫৭	৮৭
গোল আলু	৮	২৬

কৃষিপণ্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা

(১৯৪৯-৫০ সালের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিয়া তাহার পরবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধির খতিয়ান)

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যশস্য	১২০.৫	১২৭.৬	১৩৫.৯
ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য	১২২.৯	১১৯.৯	১৮৮.৭
তৈলবীজ	১২০.৩	১২২.০	১৩৫.৪
তন্তু জাতীয় পণ্য	১৭০.৭	১৪১.২	১৭৬.২
বাগিচাজাত পণ্য	১২৩.০	১২৮.১	১৩০.৫
বিবিধ কৃষিজ পণ্য	১২৯.২	১৫৮.৫	১৫০.৫
সমগ্র কৃষিজ পণ্য	১২৪.৩	১২৮.৭	১৩৯.১

ভারতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতে খাদ্যশস্যের মোট জমির শতকরা ৪২ ভাগে ধানের চাষ হইয়া থাকে। গত দুই বৎসরে এদেশে চাউলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে ৩ কোটি ৯ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ভারতে আর কোন বৎসর এত বেশী পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যে চাউলের মাথাপিছু দৈনিক ব্যবহার: ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে জনপিছু দৈনিক গড়ে চাউল ব্যবহারের পরিমাণ এইরূপ—আসাম ২০.৫ আউন্স, উড়িষ্যা ১৬.৫ আউন্স, পশ্চিমবঙ্গ ১৫.৫ আউন্স, বিহার ৮'৬ আউন্স, উত্তরপ্রদেশ ৮.৩ আউন্স, মধ্যপ্রদেশ ৮.৬ আউন্স, অন্ধ্র ১০ আউন্স, মাদ্রাজ ৭.৬ আউন্স, মহীশূর ৪.৩ আউন্স, কেরালা ৮.৩ আউন্স। পাঞ্জাব ও রাজস্থানে খুব সামান্য পরিমাণ চাউল ব্যবহৃত হয়।

॥ পশুপালন ॥

এদেশে গো-জাতীর ও অন্য গৃহপালিত পশুর সমুচিত উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। গৃহপালিত পশুর উন্নতি সম্পর্কে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ব্যয় করা হয় ২১ কোটি টাকা। দেশে গোশালা, গোসদন, উৎকৃষ্ট প্রজনন কেন্দ্র, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতির সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৬০ সালের শেষে ভারতে পশু চিকিৎসালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪,০০০টি।

ভারতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি: ১৯৫১ সালে ভারতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন পরিমিত দুধ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন দাঁড়ায়। বর্তমানে এদেশে বাৎসরিক ২ কোটি ২০ লক্ষ টন পরিমিত দুধ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা

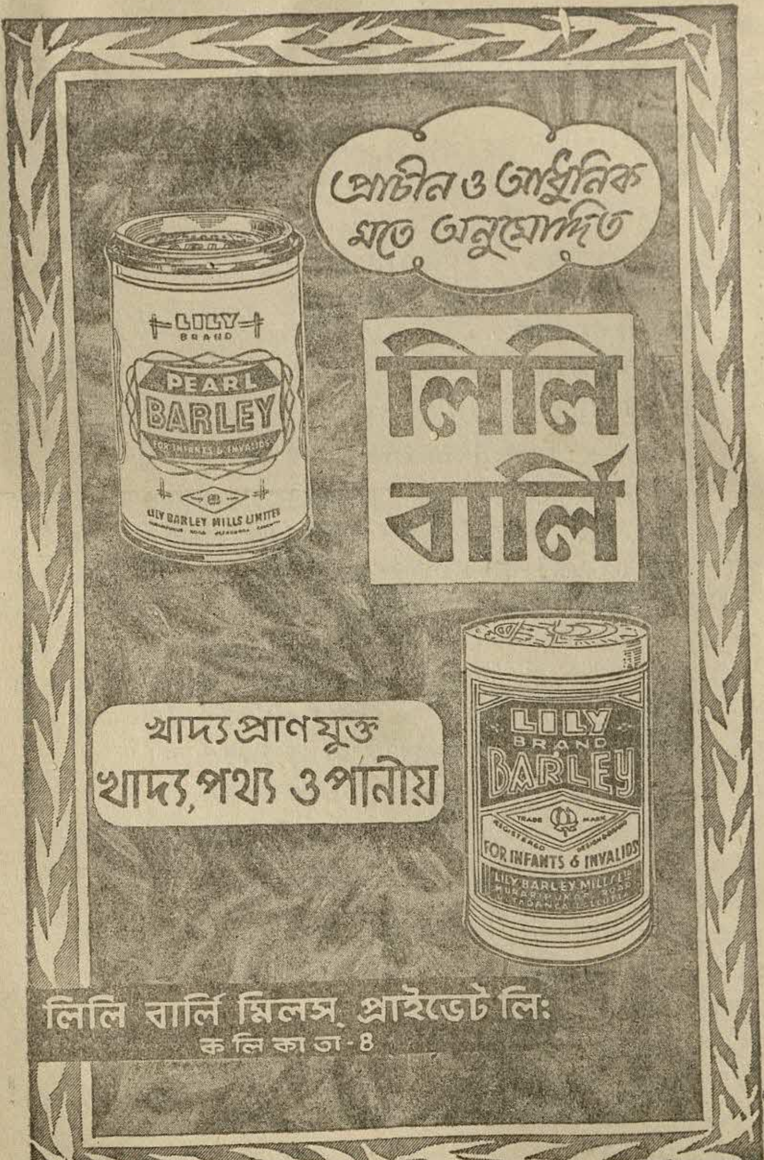
পশু শ্রেণী	১৯৫৬ সালের গণনা	১৯৫১ সালের গণনা
	লক্ষ সংখ্যা	লক্ষ সংখ্যা
গরু	১৫,৮৭	১৫,৫২
মহিষ	৪,৪৯	৪,৩৪
মেষ	৩,৯২	৩,৯০
ছাগল	৫,৫৪	৪,৭১
অশ্ব	১৫	১৫
গাধা, উট, শূকর প্রভৃতি	৬৮	৬৪
মোট সংখ্যা	৩০,৬৫	২৯,২৬
হাঁস, মুরগী প্রভৃতি	৯,৪৭	৭,৩৫

॥ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ॥

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপর যথাসম্ভব জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের হাত দিয়া কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৫৩০ কোটি টাকা এবং সেচ ব্যবস্থা বাবদ ৪২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১ হাজার ৬৮ কোটি টাকা এবং সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ বাবদ ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কৃষির ক্ষেত্রে কোন্ দিক দিয়া কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য কি লক্ষ্য স্থির হইয়াছে নিম্নে তৎসম্পর্কে সংখ্যাবিবরণ উদ্ধৃত করা হইল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কৃষির উন্নতি

	প্রথম পরিকল্পনার শেষে (১৯৫৫-৫৬)	২য় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১)	৩য় পরিকল্পনার লক্ষ্য (১৯৬৫-৬৬)
সেচপ্রাপ্ত কৃষিভূমি—লক্ষ একর	৫,৩২	৭,০০	৯,০০
খাদ্যশস্যের উৎপাদন—লক্ষ টন	৬,৫৮	৭,৮০	১০,০০
তুলার উৎপাদন—লক্ষ গাঁইট	৪০	৫৪	৭০
পাটের উৎপাদন—লক্ষ গাঁইট	৪২	৪০	৬২
তৈলবীজ উৎপাদন—লক্ষ টন	৫৬	৭১	৯৮
তামাকের উৎপাদন—হাজার টন	২,৯৮	৩,০০	৩,২৫
রাসায়নিক সার প্রয়োগ—হাজার টন	১,১৮	৩,০০	১৪,০০
মৎস্য উৎপাদন—লক্ষ টন	১০	১৪	১৮
দুগ্ধ উৎপাদন—লক্ষ টন	১,৯৩	২,২০	২,৫৩



প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
LILY
BRAND
PEARL
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LIMITED
লিলি
বার্লি
খাদ্যপ্রাণ যুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

সেচ-ব্যবস্থা

ভারতের মোট জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১,৩৫,৬০ লক্ষ একর ফিট। উহার মধ্যে প্রায় ৪৫,০০ লক্ষ একর ফিট জল সেচ কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮৮০ লক্ষ একর ফিট জল, অর্থাৎ মোট জলসম্পদের মাত্র ৬.৫ শতাংশ ও সেচকার্যে প্রাপ্তব্য পরিমাণের মাত্র ১৯.৫ শতাংশ জল সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশে সেচ-ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। কতিপয় বৃহৎ নদী পরিকল্পনা সহ বহু সেচ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করার ফলে বহু বৃহৎ জলাধার নির্মিত ও সেচের খাল খনন করা হইয়াছে। ঐ সকল খালে স্নিগ্ধ শীতল জলধারা প্রবাহিত হইয়া উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভূমিসমূহকে সরস ও উর্বর করিয়া তুলিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে মোট সেচপ্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০০ লক্ষ একর।

সেণ্ট্র্যাল বোর্ড অব ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার : এই সংস্থার জন্ম ১৯২৭ সালে। দেশে সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ১৬টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও ইহার কাজ।

সেচ ও নদী পরিকল্পনা সমূহ : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতে ছোট বড় প্রায় ৩০০ সেচ-পরিকল্পনা রূপায়ণের এক সূচী নির্ধারিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির নাম—(১) ভাক্‌রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা, (২) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, (৩) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, (৪) হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনা, (৫) রাজস্থান খাল পরিকল্পনা। নিম্নে ঐ পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ভাক্‌রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা : ভারতে সর্বার্থসাধক নদী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। ইহার জন্য ১৭০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। পাঞ্জাবে পর্বত হইতে শতদ্রু নদীর সমভূমিতে প্রবেশের মুখে ভাক্‌রা নামক স্থানে একটি বিশাল বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত নদীর ৮ মাইল ভাঁটিতে নাঙ্গলে আরও একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ভাক্‌রা-

নাঙ্গল বাঁধের উচ্চতা ৭৪০ ফুট এবং এই পরিকল্পনা হইতে যে সকল খাল খনন করা হইয়াছে তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৬৫২ মাইল। ১৯৪৬ সালে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা সমাপ্ত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। ভাক্রা ও নাঙ্গল বাঁধের উভয় পারে চারিটি বৃহদায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা: এই পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া (১৯৫৩), কোনার (১৯৫৫), মাইথন (১৯৫৭) ও পাঞ্চেৎ পাহাড় (১৯৫৯) চারিটি বৃহৎ জলাধার নির্মিত হইয়াছে এবং কোনার ব্যতীত অপর তিনটি স্থানে তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; উহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,০৪,০০০ কিলোওয়াট। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরাতে মোট ৬,২৫,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। সেচকার্যে জল সরবরাহ করার জন্য দুর্গাপুরে ১৯৫৫ সালে ২,২৭১ ফিট দীর্ঘ ও ৬৩ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধ হইতে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে ৯'৭৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সঞ্চালন করা হয়। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে একটি ৮৫ মাইল দীর্ঘ নৌবহ খাল চালু করা হইবে। কলিকাতা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে দুর্গাপুর হইতে মিটান হয়।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ দামোদর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহাকে একটি সর্বার্থসাধক পরিকল্পনায় রূপান্তরীত করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যে জল সঞ্চলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার জন্য ১০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার পরিচালনার ভার 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন'—এর উপর ন্যস্ত।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। ইহা মুখ্যতঃ একটি সেচ-পরিকল্পনা হইলেও ইহার সহিত ৪০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাযুক্ত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সিউড়ির নিকট নির্মিত তিলপাড়া বাঁধের কাজ ১৯৫১ সালে সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে ১৫৫ ফিট উচ্চ ও ২১৭০ ফিট দীর্ঘ মাসাঞ্জোর বাঁধ (বর্তমানে কানাডা বাঁধ নামে পরিচিত) নির্মিত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে বার্ষিক ৭'২ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে।

হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনা ঃ হীরাকুণ্ড বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ ; ইহা ১৫,৭৪৮ ফিট দীর্ঘ। উড়িষ্যার মহানদীর উপর ইহা নির্মিত হইয়াছে। মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উহার স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা হইতে উড়িষ্যার সম্বলপুর ও বলাঙ্গির জেলার ৫'৭ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। বাঁধের নিকট একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট। এই পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক ৭০,৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। প্রধান বাঁধের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে।

রাজস্থান খাল পরিকল্পনা ঃ শতদ্রু নদীর হীরকে বাঁধের মুখ হইতে একটি খাল খনন করিয়া উহাকে এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইবে :—(১) রাজস্থান ফিডার ১৩৪ মাইল দীর্ঘ এই খালের প্রথম ১১০ মাইল পাঞ্জাবে অবস্থিত। (২) রাজস্থান খাল—ইহা ২৯১ মাইল দীর্ঘ এবং ইহা সম্পূর্ণ ভাবে রাজস্থানে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার দ্বারা রাজস্থানের ১৬.৮৪ লক্ষ একর কৃষি ভূমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাইবে। এই পরিকল্পনা রূপায়নে ৬৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার কার্য বহুলাংশে সমাপ্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি ছাড়া বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় আরও বহু সেচ পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা (অন্ধ্র), (২) কোশী পরিকল্পনা (বিহার), (৩) চম্বল পরিকল্পনা (মধ্য প্রদেশ), (৪) নাগার্জুন-সাগর পরিকল্পনা (অন্ধ্র), (৫) কয়না পরিকল্পনা (বোম্বাই), (৬) রিহাণ্ড বাঁধ পরিকল্পনা (উত্তর প্রদেশ), (৭) ভদ্রা জলাধার পরিকল্পনা (মহীশূর), (৮) মাচকুন্দ পরিকল্পনা (অন্ধ্র ও উড়িষ্যা) এবং (৯) গোণ্ডক পরিকল্পনা (বিহার ও উত্তর প্রদেশ)।

বাণিজ্য

বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যঃ যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) ভারত কাঁচামাল রপ্তানী করিত ও প্রস্তুত মাল আমদানী করিত। (২) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের সহিত হইত। ইহাতে 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি' অনুসরণ করার সুবিধা হইত ও টাকার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় দর নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভবপর হইত। (৩) আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য হেতু বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের সর্বদা বাড়তি প্রকাশ পাইত। এই বাড়তির দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারিগণকে পেন্সন ও বিলাতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ দেওয়া হইত।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। প্রস্তুত মালের আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে কাঁচামালের আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ইহা নীচের তালিকা দেখিলে বোঝা যাইবে ঃ—

আমদানী

(কোটি টাকায় লিখিত)

পণ্য শ্রেণী	১৯২০-২১	১৯৩০-৩১	১৯৩৮-৩৯
খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৩৬	২৯	২৪
প্রস্তুত মাল	২৭৪	১০৯	৯৩
কাঁচা মাল	১৮	২৩	৩৩

প্রস্তুত মালের মধ্যে কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানী হ্রাসই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। দেশের মধ্যে শর্করা শিল্পের অভ্যুত্থানের ফলে চিনির আমদানীও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক্ হইয়া যাওয়ার ফলে খাদ্য-শস্যের আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধকালীন পরিবর্তনঃ যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী ভারতের বহির্বাণিজ্যের রূপের আরও পরিবর্তন ঘটায়। যুদ্ধকালে বহু নূতন শিল্পের অভ্যুত্থান হয়। ইহার ফলে প্রস্তুত মালের আমদানী কমিতে থাকে। কিন্তু এই সকল শিল্পের জন্য কাঁচামালের আমদানী বাড়িতে থাকে। এদিকে জাপান যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া পড়ায়

যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মধ্য ও সুদূর প্রাচীর হাটে ভারত জাপানের স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে ভারতের কাঁচা মাল ও প্রস্তুত মালের রপ্তানী বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রের লেনদেনে আমাদের বাড়তি এত বৃদ্ধি পায় যে ইংলণ্ডের নিকট আমাদের যে দেনা ছিল, তাহা শোধ করিয়াও ইংলণ্ডের নিকট হইতে আমাদের ১৬০০ কোটি টাকা পাওনা হয়। এক কথায়, আমরা অধমর্ণ জাতি হইতে উত্তমর্ণ জাতিতে পারিণত হই।

যুদ্ধোত্তর কালের গতি ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মধ্য ও সুদূর প্রাচীর দেশসমূহের সহিত আমাদের বহির্বাণিজ্যের অসাধারণ প্রসার ঘটে। যুদ্ধপূর্বকালে স্টার্লিং-মুদ্রামান গ্রহণকারী দেশসমূহের সহিতই আমাদের বহির্বাণিজ্য অধিকাংশ পরিমাণে হইত। ডলার-মুদ্রামান গ্রহণকারী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ১৩ শতাংশ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ড ও কমনওয়েলথ্ দেশসমূহের সহিত আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যায় ও অন্যান্য দেশসমূহের সহিত ইহা বৃদ্ধি পায়। নীচের তালিকা দেখিলে ইহা বোঝা যাইবে।

	১৯৩৮-৩৯		১৯৪৮-৪৯	
	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী
	%	%	%	%
স্টার্লিং দেশসমূহ	৫৮	৫৩	*৪৭	*৪৮
ডলার দেশসমূহ	৭	১২	২৪	২৮
অন্যান্য দেশসমূহ	১৫	১৮	৩৫	২০

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আর এক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনে বাড়তির পরিবর্তে ঘাটতি প্রকাশ পাইতে থাকে। কেন না, স্বাধীনতা লাভের পর রপ্তানীর তুলনায় আমাদের আমদানী ভীষণভাবে বাড়িতে সুরু করে। ইহার প্রধান কারণ ঃ

(১) দেশ বিভাগের পর আমাদের পাকিস্তান হইতে পাট, তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল বহুল পরিমাণে আমদানী করিতে হয়।

(২) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ঘটায় বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়।

---

* পাকিস্তানসহ

(৩) শিল্পসমূহে যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণ ও নূতন শিল্পসমূহের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর পরিমাণ অসম্ভব বাড়িয়া যায়।

(৪) সরকারী মহলের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য বহুল পরিমাণে মাল আমদানী করিতে হয়।

প্রায় দশ বৎসর কাল এইরূপ ঘাটতি আমাদের সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে মিটানো হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা-ভাণ্ডার বিশেষ ভাবে হ্রাস পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি নিবারণের জন্য ভোগ্যপণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, ইনফ্লেশন-জনিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমদানী রপ্তানী পণ্যসমূহ বিদেশের হাটে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না।

বহির্বাণিজ্যের এই অবনতি রোধের নিমিত্ত সরকারী প্রচেষ্টার অন্ত নাই। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়া, বিভিন্ন পণ্যের উপর ধার্য রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিয়া, কতকগুলি শিল্পের জন্য এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করিয়া ও বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রদর্শনীসমূহে স্টল স্থাপন দ্বারা প্রচার কার্য করিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

॥ ভারতের বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান ॥

(কোটি টাকার সমষ্টিতে বিবৃত)

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৫১-৫২	৯৭১'২০	৭৩২'৯৬	২৩৮'২৪
১৯৫২-৫৩	৭০১'৮৩	৫৭৭'৩১	১২৪'৫২
১৯৫৩-৫৪	৬১০'২৪	৫৩০'৬৩	০৯'৬১
১৯৫৪-৫৫	৬৫৬'৪২	৫৯২'৫১	৬৩'৯১
১৯৫৫-৫৬	৭২৫'৪১	৬০৮'৯১	১১৬'৫০
১৯৫৬-৫৭	৮৪৮'৭৬	৬১৯'৬৩	২২৯'১৩
১৯৫৭-৫৮	১০৩৬'৩৭	৬৩৫'৭৮	৪০০'৫৯
১৯৫৮-৫৯	৯০৩'৬৪	৫৭২.৬৫	৩৩০'৯৯
১৯৫৯-৬০	৯৫৭'০০	৬৩৯'৪৩	৩১৭'৫৭
১৯৬০-৬১	১০৪৪'৭৪	৬৪৬'২৯	৩৯৮'৪৬
১৯৬১-৬২	৯৫৭'৫৯	৬৭৬'৮৯	২৮০'৭০

॥ পাকিস্তানের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য ॥

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	রপ্তানী	আমদানী	ফলাফল
১৯৫২	৪৩·৩৪	২৯·১৪	+১৭·২০
১৯৫৩	৭·৬২	১৯·৮১	−১১·৭৯
১৯৫৪	১০·০৯	১৭·৮২	− ৭·৭৩
১৯৫৫	৮·৭১	২৫·০৮	−১৬·৩৭
১৯৫৬	৮·০৮	২০·৯১	−১২·৮৩
১৯৫৭	৬·৭৭	১৩·৪০	− ৬·০৩
১৯৫৮	৭·১৬	৬·২৭	+ ০·৮৯
১৯৫৯	৬·২৯	৫·৪৬	+ ০·৮৩
১৯৫৯-৬০	৮·৬০	৭·২৪	+ ১·৩৬
১৯৬০-৬১	১৪·০১	১০·২৫	+ ৩·৭৬
১৯৬১-৬২	৫·৮৭	৬·০৪	+ ০·১৭

(৭ মাসের হিসাব)

প্রধান পণ্যসমূহের আমদানী ও রপ্তানী

আমদানী

	১৯৫৮-৫৯ লক্ষ টাকা	১৯৫৯-৬০ লক্ষ টাকা	১৯৬০-৬১ লক্ষ টাকা
খাদ্য শস্য	১৮৯,০৭	১৩০,৯১	১৭৭,১৭
কাঁচা তামাক	১,৬৬	৭৩	৯৩
চামড়া	১,৪৩	১,৮৮	২,৪৭
নারিকেল ছোবড়া	১০,৬৪	১০,৯১	১১,৬৪
কাঁচা রবার	৪,৬৭	৭,৪৩	১০,৭৯
তূলা	২৮,২৯	৪১,২৩	৮১,৭৪
পাট	২,৬৪	৩,৪২	৭,৬৪
পশম	১০,৩৬	৯,৫৮	১০,৪১
কাগজ	৮,৮০	১১,২৩	১১,৭৪
কৃত্রিম রেশম সূতা	১৩,৯৩	১২,৫৮	১৩,৬৫
লৌহ ও ইস্পাত	৯২,৩৭	৮৪,২৯	১২০,৩০
লৌহেতর ধাতু	৩২,০৫	৫৮,৮১	৪৭,১১
ধাতু নির্মিত পদার্থ	২০,৬৬	২৪,৮৮	২০,৪০
কলকজা	১৩০,৩২	১৫৪,৮০	২০১,৩১
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৪৬,৫৬	৫৩,১৫	৫৬,১৫
রেলগাড়ী	২৯,৯৪	২৩,৭৪	২৪,০০
পেট্রোলিয়াম	১২,৬৭	১৭,৫৫	১০,১৫
কেরোসিন	২০,৪৪	২৩,৫৮	২২,৮০
পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থ	৩৯,৩৯	৪৫,৬৩	২৬,৪৭
জান্তব চর্বি ও পদার্থ	৩,৯১	৫,১০	৪,৬০
রাসায়নিক দ্রব্য	৩০,৮৯	৪৪,৫৬	৫৮,৯৫
রঞ্জন পদার্থ	৯,১০	১০,০১	১২,৯৫
ভেষজ পদার্থ	৯,২৮	৯,৭১	১০,৪১
জমির সার	৯,১৯	১৬,৩২	১০,৬৭
বিবিধ প্রস্তুত মাল	১৮,০৩	১৫,৪৯	১৬,৫৯
মোট	৮৫৬,১৭	৯৬০,৭৭	১০৭০,১৬

রপ্তানী

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
কাজু বাদাম	১৫,৮৫	১৬,০৫	১৮,৯১
কফি	৭,৮৯	৬,৩৩	৭,২২
চা	১২৯,০৫	১২৮,৬১	১২২,৬১
মরীচ	২,৪৬	৮,১৭	৮,৫০
তৈল খৈল	১০,৬৬	২১,০৮	১৪,৩০
কাঁচা তামাক	৯৪,৬৮	১৩,৫৩	১৪,৬১
চামড়া	৮,১৪	১১,২৩	৯,৪৭
পশম	৯,৬৬	১২,২১	৭,৭৪
তূলা	২২,৬৪	১৪,৪৯	১১৫৭
অভ্র	৯,৫৮	১০,০৪	১০১৫
লৌহ আকর	৯,৬৫	১৪৫৯	১৬,৭৮
ম্যাঙ্গানীজ	১৩,৬৪	১১,৯৯	১৪,০৬
লাক্ষা	৫,৭০	৬,২৯	৬,৩২
উদ্ভিজ তৈল	৬,৩৭	১৪,৮১	৮,৫৯
রাসায়নিক দ্রব্য	৪,৪০	৫,৪৫	৭,১৯
প্রস্তুত চামড়া	১৮,৮৬	৩০,৪৫	২৪,৮৫
কার্পাস বস্ত্র	৪৫,৪৮	৬৪,২৭	৫৭,৬৬
চট ও থলিয়া	৯৯,৩৮	১০৯,০০	১৩২,৭২
কার্পেট	৪,৫২	৪,৯২	৪,৭৯
কৃত্রিম রেশম	১০,২৯	২,৩৩	৩,৯৪
সিমেণ্ট	৬১	৯৩	৬৪
লৌহ ও ইস্পাত	১,২৪	১,৯৯	৯,৭৯
যন্ত্রপাতী	২,৫১	৯,৭৭	৭,২০
বিবিধ প্রস্তুত মাল	৩৪,৮০	৩১,০১	৩১,০২
মোট	৫৬৮,৯৭	৬৩৯,৬৫	৬৪২,৭৯

ভারতের শিল্প

পরিকল্পনা ও প্রগতি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমিকায়—সরকারী ও বেসরকারী মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে শিল্পের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও প্রগতি সাধিত হইতেছে। একদিকে বিপুল অর্থব্যয় ও অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি সদ্ব্যবহারের সুপরিকল্পিত প্রয়াস—ফলে, ধাপে ধাপে এদেশে শিল্পের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি ঘটিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মোট ৪৫৮ কোটি টাকা শিল্প সংগঠনে ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে নিয়োজিত হয় ১,৮১০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে শিল্প সংগঠনে (সরকারী ও বেসরকারী খাতে) মোট ২,৯৯৫ কোটি টাকা নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। অর্থব্যয় ও ব্যাপক কর্মধারার ফলে দেশে অনেক পুরাতন শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছে, অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর অনেক মৌলিক ও ভারী শিল্পের গোড়াপত্তন হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে এদেশে শিল্প উৎপাদনের সূচক সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে সূচক সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। শিল্প প্রসারের গতি এইভাবে কিছুটা স্তিমিত হওয়ার মূল কারণ হইল এই যে, শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা যেভাবে বাড়ানো হইতেছে দেশে কাঁচামাল ও উৎপন্ন মাল চলাচল ব্যবস্থা তাহার সহিত সমান তালে বৃদ্ধি পাইতেছে না। কয়লা উত্তোলিত হইয়া খনি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ মজুত থাকিয়া যাইতেছে,—উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ী লাগাইয়া তাহা দ্রুত শিল্প কারখানা সমূহের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হইতেছে না। তাহা ছাড়া দেশে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজ প্রসারিত হইলেও সাময়িকভাবে উহার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে শিল্প কারখানা পরিচালনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে।

শিল্পপ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান

শিল্পোন্নতির সূচক সংখ্যা : ১৯৫১ সালে ভারতে শিল্পপণ্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যাকে ১০০ ধরিয়া পরবর্তী বৎসর সমূহে তাহার বাড়তির হিসাব লইলে

দেখা যায় যে, ১৯৫৬ সালে তাহা ১৩২'৬ ও ১৯৫৯ সালে ১৫১'৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৬০ সালে তাহা ১৭০'৩ পর্যন্ত পৌঁছে। এগার বৎসরে দেশে শিল্পপণ্যের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতিরই পরিচায়ক।

শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের সংস্থান: ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে ভারতে মোট ৯,৫৩০ কোটি টাকা পরিমাণ জাতীয় আয়ের সংস্থান হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১,৫৩০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬'১ ভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প হইতে অর্জিত হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের জাতীয় আয় বাড়িয়া ১৪,২০০ কোটি টাকা দাঁড়ায় উহার মধ্যে ২,৬৪০ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ১৮'৬ ভাগ খনিশিল্প এবং ছোট, মাঝারি ও বড় অন্য সকল প্রকার শিল্প হইতে অর্জিত হইয়াছিল।

কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ও গড় মজুরীর হার: ১৯৫১ সালে ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত সরকারী ও বেসরকারী কারখানা সমূহে (খনি, চা-বাগিচা প্রভৃতি বাদে) দৈনিক গড়ে ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার জন শ্রমিক কাজ করিত। ১৯৫৮ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৩৪ লক্ষ ১৩ হাজার জন দাঁড়ায়। ১৯৬০ সালে কর্মরত কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৪ হাজারে পৌঁছে। ১৯৫১ সালে ভারতে প্রতি কারখানা-শ্রমিকের গড় বার্ষিক উপার্জন ছিল ১,০৫৮ টাকা। ১৯৫৮ সালে জনপিছু গড় বার্ষিক আয় ১,২৯৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত শ্রমিক মজুরীর সূচক সংখ্যা ১৯৪৭ সালের ১০০ স্থলে ১৯৫৯ সালে ১২৩'৯ দাঁড়াইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কারখানা ও শ্রমিক সংখ্যা: পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৩,৫৪৬টি। ১৯৬০ সালে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ৪,৩১৩টি দাঁড়ায়। ঐ সময়ের মধ্যে কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ৬,৮৭,৪৩৬ হইতে ৭,২২,২০০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার: ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মাত্র ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে দেশের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৪৮ ভাগ। ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে ৩,৭০০টি শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ২৩,০০০ শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি নির্মাণে অগ্রগতিঃ গত বার বৎসরে ভারতে শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের কাজে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে মাত্র ১১ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি এবং ২০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৬১ সালে ঐ সমস্তের উৎপাদন মূল্য দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৩৫ কোটি টাকা ও ৫৭ কোটি টাকা।

খনিশিল্প ও মৌলিক শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণঃ ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ভারতে অত্যাবশ্যকীয় খনিজ এবং মৌলিক ও ভারী শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কয়লার উৎপাদন শতকরা ৬১ ভাগ, লৌহ শতকরা ৩০ ভাগ, ইস্পাত শতকরা ১২০ ভাগ, লৌহপিণ্ড (পিগ আয়রণ) শতকরা ১৫৭ ভাগ, নাইট্রোজেন সার শতকরা ১,১২২ ভাগ, সালফিউরিক এসিড শতকরা ২৬৭ ভাগ, কষ্টিক সোডা শতকরা ৮০৯ ভাগ এবং সিমেণ্ট শতকরা ২১৫ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

শিল্প-ঋণের ব্যবস্থাঃ দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সমুচিত ঋণ প্রদানের জন্য ভারত সরকার কতকগুলি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। উহাদের নাম—ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন, রিফিনান্স কর্পোরেশন এবং ষ্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন। ১৯৬১-৬২ সালে **ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন** কর্তৃক বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। **ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড্‌ ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন** ১৯৬১ সাল পর্যন্ত (৭ বৎসরে) ১৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছে। ১৯৬১ সালে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে মোট ঋণ মঞ্জুর করা হয় ১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। **রিফিনান্স কর্পোরেশন** ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মোট ১৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ভারতের রাজ্যগুলিতে যে স্টেট্‌ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের মাধ্যমে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত ২৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে।

॥ ভারত সরকারের শিল্পনীতি ॥

ভারতের দ্রুত শিল্পায়ণই যে জাতীয় সরকারের প্রধান লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু এই শিল্পোন্নতি করিতে যাইয়া

বেসরকারী মহলের হাতে কতটা সুযোগ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কারণ শিল্পোন্নতির চরম উদ্দেশ্য হইল দেশের আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করিয়া জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। অবাধ স্বাধীনতা লাভের ফলে মুষ্টিমেয় ধনী শিল্পপতি আরও ফাঁপিয়া উঠিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাই ভারত সরকার পরিণত চিন্তার পরে ১৯৫৬ সালে ৩০শে এপ্রিল সংসদে একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। উহাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানার মূল লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ ও সীমারেখাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিকল্পিত ধারা অনুযায়ী শিল্পকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিল্প: এই শ্রেণীর ১৭টি শিল্পের নাম নির্দেশিত হইয়াছে। এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন উদ্যোগ ও নূতন প্রচেষ্টার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে গভর্ণমেণ্টের। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির নাম :— অস্ত্র ও গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, ঢালাই ও পিটানো লৌহ, গুরুভার যন্ত্রপাতি, গুরুভার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কয়লা ও লিগ্‌নাইট, খনিজ তৈল, কতিপয় ধরনের খনিজ (লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, জিপসম, গন্ধক, স্বর্ণ ও হীরা), দুষ্প্রাপ্য খনিজ (তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি), আণবিক শক্তির উপাদান, বিমানপোত, বিমান পরিবহণ, রেলওয়ে পরিবহণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের শিল্প-সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প: দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের তালিকায় ১২টি শিল্পের নাম রহিয়াছে। ঐসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রধানত রাষ্ট্র অগ্রণী হইবে। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে ও সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও এই সকল শিল্পে নূতন প্রচেষ্টার সুযোগ পাইবে। এই শ্রেণীর শিল্পের নাম :—খনিজ পদার্থ (প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত খনিজ দ্রব্যাদি ছাড়া), এ্যালুমিনিয়াম, মেসিন টুল, খাদমিশ্রিত লৌহ, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি এ্যাণ্টি-বাইওটিকস্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, কোক্ কয়লা, রাসায়নিক মণ্ড, রাস্তা পরিবহণ এবং সামুদ্রিক পরিবহণ।

তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প ও বেসরকারী উদ্যোগ: উপরে উল্লিখিত (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে) শিল্পগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত শিল্পকেই তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পরিচালনার রীতি বজায় রাখা হইবে। তবে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের

মালিক ও উদ্যোক্তাদের কর্মধারা যাহাতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূলগত নীতির পরিপন্থী না হয় সে বিষয়ে সরকার সতর্ক নজর রাখিবেন। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী দরকারমত বেসরকারী শিল্প ব্যবসায়ের কর্মধারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন শিল্প স্থাপনের অধিকারও গভর্ণমেণ্টের থাকিবে।

॥ শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ॥

ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (ডেভলপমেণ্ট এণ্ড্ রেগুলেশন) এ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রবর্তন করেন। ঐ আইনে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্প হিসাবে প্রথমে ৪২টি বড় ও মাঝারি শিল্পের নাম উল্লেখ করা হয়। পরে আইনটি সংশোধন করিয়া নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্পের নাম আরও বাড়ানো হয়। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিধান হইতেছে এই যে, নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নূতন বা পুরাতন সকল শিল্পকেই ভারত সরকারের নিকট হইতে অনুমতি ও লাইসেন্স লইতে হইবে এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। ভারত সরকার পরে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা কিছুটা শিথিল করেন। তাঁহারা জানান যে, যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা একশতের কম এবং যাহাদের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার কম তাহাদিগকে উপরোক্ত লাইসেন্স লইতে হইবে না।

সম্প্রতি ভারত সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনটি নূতন করিয়া সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার নিম্নে, শ্রমিক সংখ্যা একশত জনের বেশী হইলেও উহাদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে না।

ভারতে জনপিছু শিল্পপণ্য ব্যবহার

পণ্যের নাম	১৯৪৮	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৬০
মিল বস্ত্র (গজ হিসাবে)	১১.৫১	৮.৯১	১১.২২	১০.১৫
তাঁত বস্ত্র „	৩.৬০	২.৭৭	৪.৪৮	৫.৬৫
চিনি (সাদা—পাউণ্ড)	৭.০৫	৬.০৭	১১.০০	১০.০৯
গুড় (পাউণ্ড)	২২.০২	২১.০০	১৬.০৪	১৮.০৫
চা (আউন্স)	৭.১০	৮.৮৬	৭.৭০	৯.৬৫
কাগজ (পাউণ্ড)	১.৫২	১.৩৮	১.৮৫	১.৭৮
সাইকেল (প্রতি ১ লক্ষ জনে সংখ্যা)	৯১	১১০	১৭৫	২৪৫
রেডিও (প্রতি ১০ লক্ষ জনেসংখ্যা)	৭২	২২৮	৩৭৬	৬৪৩

ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন

শিল্পপণ্যের নাম	১৯৬০ সালের উৎপাদন	১৯৬১ সালের উৎপাদন
কার্পাস বস্ত্র	৪,৬১ কোটি মিটার	৪,৬৯ কোটি মিটার
" সূতা	৭৮ " কিলোগ্রাম	৮৬ " কিলোগ্রাম
কয়লা	৫,২৬ লক্ষ মেটিক টন	৫,৬১ লক্ষ মেট্রিক টন
লৌহ (অশোধিত ধাতু)	১,০৬ " " "	১,২০ " " "
লৌহ পিণ্ড (পিগ্ আয়রন)	৪১ " " "	৪৯ " " "
ইস্পাত	২২ " " "	২৯ " " "
সিমেন্ট	৭৮ " " "	৮২ " " "
চিনি	২৪,৮৫ হাজার " "	৩০,২৭ হাজার " "
চট	১০,৮৫ " " "	৯,৭০ " " "
কাগজ ও বোর্ড	৩,৪৫ " " "	৩,৬৩ " " "
সংবাদপত্র, কাগজ	২২ " " "	২৫ " " "
রং	৫,০৯ " " "	৫,৮০ " " "
বনস্পতি	৩,৩৮ " " "	৩,৩৮ " " "
সাবান	১,৪১ " " "	১,৪৯ " " "
সালফিউরিক্ এ্যাসিড্	৩,৫৩ " " "	৪,২২ " " "
সোডা এস	১,৪৫ " " "	১,৭৬ " " "
কষ্টিক সোডা	৯৮ " " "	১,১৯ " " "
ক্যাল্সিয়াম কারবাইড	১০ " " "	১৯ " " "
এমোনিয়াম সাল্ফেট	৩,৮৮ " " "	৩,৯৫ " " "
সুপার ফসফেট্	৩,২২ " " "	৩,৬৭ " " "
ক্লোরাইন (তরল)	৩১ " " "	৩৩ " " "
ব্লিচিং পাউডার	৬ " " "	৭ " "
মোটর যান	৫২ হাজারটি	৫৪ হাজারটি
বাই সাইকেল	১০৫১ "	১০,৫৫ "
হ্যারিকেন ল্যাণ্টার্ণ	৫১,৯৬ "	৫৫,৮৬ "
স্টোভ্	২,৪৯ "	২,৮০ "
টাইপ্ রাইটার	৩১ "	৩১ "
বৈদ্যুতিক পাখা	১০,১২ "	১০,৭৯ "

শিল্পপণ্যের নাম	১৯৬০ সালের উৎপাদন	১৯৬১ সালের উৎপাদন
বেতার গ্রাহক যন্ত্র	২,৬৮ "	৩,২৬ "
গ্রামোফোন	৬ "	৪ "
সেলাই কল	২,৯৭ "	৩,১৭ "
দিয়াশলাই	৬,৭২ হাজার বাক্স	৬,৫০ হাজার বাক্স
পেনিসিলিন	৩,৯৭ লক্ষ মেগা ইউনিট	৫,০১ লক্ষ মেগা ইউনিট

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পরিচয়

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

১৯০৭ সালে জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এণ্ড্ স্টিল কোম্পানীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে আধুনিক প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের কাজ চালু হয়। তারপর ১৯১৮ সালে বাংলার হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টিল কোম্পানীর এবং মহীশূরে মাইশোর আয়রণ এণ্ড্ স্টিল ওয়ার্কসের কাজ স্বরু হওয়ায় এদেশে এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়িয়া ১৯৪৭ সালে ৮½ লক্ষ টন দাঁড়ায়। স্বাধীনতার আমলে এদেশের জাতীয় সরকার এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প সম্প্রসারণে বিশেষ ভাবে তৎপর হন। গত ১৩।১৪ বৎসরের চেষ্টায় এদেশে পুরানো ইস্পাত কারখানাগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সরকারী উদ্যোগে ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে তিনটি বড় ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ভিলাই ও রাউরকেলায় এবং ১৯৬০ সাল হইতে দুর্গাপুরে ইস্পাত উৎপাদনের কাজ স্বরু হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে ভারতে ইস্পাত এবং ইস্পাতের জিনিস প্রস্তুতের কাজ দ্রুত অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে।

ইস্পাতের কাঁচামাল: ইস্পাত উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল লৌহের যোগান এদেশে প্রচুর। তাহাছাড়া চুনাপাথর, কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ ২১ লক্ষ টন লৌহ, ২০ লক্ষ টন কয়লা ৮½ লক্ষ টন চুনাপাথর ও ৩৫ হাজার টন পরিমিত ম্যাঙ্গানীজ দরকার হয়।

ইস্পাতের চাহিদা ও যোগান: ভারতে বর্তমানে বৎসরে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাতের চাহিদা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেশে উৎপাদন সে তুলনায় খুবই কম। ১৯৬১ সালে দেশে ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাছাড়া ইস্পাত আমদানী করা হইয়াছে প্রায় ১০ লক্ষ টন।

বেসরকারী কারখানা সম্প্রসারণঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে, ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৬০-১৯৬১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়া ও যন্ত্রপাতি যোগাইয়া এদেশে বেসরকারী তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। **টাটা আয়রন এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর** বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮ লক্ষ টনের স্থলে ১৫ লক্ষ টন, **ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর** উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টন এবং **মাইশোর আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল ওয়ার্কসের** উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। ঐ সম্প্রসারণ কার্যের জন্য প্রথম দুইটি কারখানায় যথাক্রমে ৮৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

সরকারী ইস্পাত কারখানা ও হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ—সরকারী উদ্যোগে ভিলাই রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা পরিচালনার্থ ভারত সরকার 'হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড' গঠন করিয়াছেন। ঐ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা। এই কোম্পানী অবশ্য এখনও উহার নিয়োজিত মূলধনের উপর কোন লাভ দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৬০-৬১ সালে কোম্পানীর ৭৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে ঐ সালে তিনটি সরকারী কারখানা হইতে মোট ৪৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ইস্পাত ও লৌহ বিক্রয় হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৫৬-৬৬ সাল মধ্যে এদেশে ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদন ৬৮ লক্ষ টন পর্যন্ত ও লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ১৫ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে বোখারোতে সরকারী উদ্যোগে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে বার্ষিক ১০ লক্ষ টন।

বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন (১৯৬১-৬২)

	লৌহ পিণ্ড (পিগ্ আয়রন)	ইস্পাতের টুকরা (স্টীল ইনগট)
ভিলাই কারখানা	৪,৪৬,০০০ টন	৭,৮৯,০০০ টন
রাউরকেলা "	১,১৭,০০০ "	৩,৫৪,০০০ "
টাটা "	...	১৬,৫০,০০০ "
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টিল "	২,৪০,০০০ "	১,৩০,০০০ "
দুর্গাপুর "	২,৯০,০০০ "	৪,৬৩,০০০ "

ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন

সাল	উৎপাদন
১৯৫৫	১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টন
১৯৫৬	১৭ „ ৩৬ „ „
১৯৫৭	১৭ „ ১৫ „ „
১৯৫৮	১৮ „ ১৩ „ „
১৯৫৯	২৪ „ ৩৩ „ „
১৯৬০	২২ „ ৬০ „ „
১৯৬১	২৮ „ ৪০ „ „

কয়লা শিল্প

ভারতে কয়লার ভাণ্ডার বিপুল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী খনি অঞ্চল রহিয়াছে—আর মজুত কয়লার পরিমাণ ৬ হাজার কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সরকারী প্রচেষ্টার ফলে গত দশ বৎসরে এদেশে কয়লা শিল্পের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারতে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৬১ সালে সেস্থলে কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খনি অঞ্চল হইতে কয়লা চালান দিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর সুব্যবস্থা এখনও হয় নাই। ফলে উৎপন্ন কয়লার দ্রুত সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হইতেছে না।

কয়লা খনি ও নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা: বর্তমানে ভারতে চালু কয়লা খনির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৪৪টি। ঐ সমস্ত খনিতে দৈনিক গড়ে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে।

প্রধান খনি অঞ্চল: পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ও বিহারের ঝরিয়া, বোখারো ও কারানপুর অঞ্চলে ২০০ মাইল ব্যাপী ভূখণ্ডে বহু কয়লার খনি রহিয়াছে। ভারতের মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৮০ ভাগই ঐ অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জের কয়লা খনিগুলি হইতে বৎসরে কয়লা পাওয়া যায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন।

ন্যাশনাল কোল্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ ভারত সরকার এদেশে সরকারী কয়লার খনি সমূহ পরিচালনার জন্য ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল কোল্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ স্থাপন করেন। সরকারী উদ্যোগে নূতন নূতন

কয়লার খনি স্থাপন ও তাহাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ও ঐ কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

শ্রমিক পিছু উৎপাদন ও মজুরীর হার: ১৯৫১ সালে ভারতে কয়লা খনির মজুররা গড়ে জনপিছু সপ্তাহে ১২'৭৭ টাকা মজুরী পাইত। মজুরীর হার বাড়িয়া ১৯৫৯ সালে প্রতি শ্রমিক পিছু গড়ে সপ্তাহে ২১'৮১ টাকা দাঁড়ায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: ভারতে কয়লার চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ঐ শিল্পের সমধিক সম্প্রসারণ দরকার। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে এদেশে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কয়লা চালান দিবার ব্যবস্থা: ১৯৬০ সালে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের খনি অঞ্চল হইতে কয়লা চলাচলের জন্য গড়ে দৈনিক ৪,৩৩৫টি মালগাড়ী নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৯৬১ সালে ঐ বাবদ মালগাড়ী নিয়োগ করা হইয়াছে দৈনিক গড়ে ৪,৮০০টি, সমস্ত ভারতের খনি অঞ্চলগুলি হইতে কয়লা চালানের জন্য দৈনিক বর্তমানে ৭,১৮৮ মালগাড়ী সরবরাহ করা দরকার। কিন্তু গড়ে দৈনিক মালগাড়ী নিয়োগ করা হইতেছে মাত্র ৫,৯৯৭টি (১৯৬১-৬২ সালের হিসাব)।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

১৯৫৭	৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টন
১৯৫৮	৪ „ ৫৩ „ „
১৯৫৯	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন
১৯৬০	৫ „ ২৬ „ „ „
১৯৬১	৫ „ ৬১ „ „ „

বস্ত্র শিল্প

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ, কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা,—সকল দিক দিয়াই ভারতে বস্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সমধিক। বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া জগতে ভারতের স্থান তৃতীয়।

কল, তাঁত ও টাকুর সংখ্যা: ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে চালু কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৫২৩টি। উহাদের মধ্যে সংস্থাপিত তাঁত ও

টাকুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫২৫টি ও ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজারটি।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা: ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসের শেষে ভারতে কাপড়ের কলসমূহে নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯৩৬ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কলগুলিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জন।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড় উৎপাদন: ১৯৬০ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৫০৪ কোটি ৮৩ লক্ষ গজ পরিমিত কাপড় উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে মোটা কাপড় ৭০ কোটি ৪৬ লক্ষ গজ, মাঝারি কাপড় ৩৮১ কোটি ৩২ লক্ষ গজ, মিহি কাপড় ২২ কোটি ৯০ লক্ষ গজ ও অতিমিহি বা সুপার ফাইন কাপড় ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ গজ ছিল।

উৎপাদন ও রপ্তানীর হার: ১৯৬০ সালে ৬৯ কোটি ৪৮ লক্ষ গজ ভারতীয় বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৬১ সালে এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৫১৩ কোটি ৯০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে মাত্র ৫৭ কোটি গজ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এদেশে বস্ত্র শিল্প সম্প্রসারণের কার্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ভারতে বস্ত্রের বাৎসরিক উৎপাদন ৯৩০ কোটি গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। উহার মধ্যে ৫৮০ কোটি গজ কাপড়ের কলসমূহের মাধ্যমে, ২৮০ কোটি গজ হস্তচালিত তাঁতসমূহের মাধ্যমে এবং বাকী ৭০ কোটি গজ বিদ্যুৎচালিত তাঁত ও খাদি শিল্পের মারফতে উৎপন্ন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে এদেশে কার্পাস সূতার বাৎসরিক উৎপাদন ২২৫ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে।

সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন

বৎসর	সূতা উৎপাদন	বস্ত্র উৎপাদন
১৯৫৫	১৬৩ কোটি পাউণ্ড	৫০৯ কোটি গজ
১৯৫৬	১৬৭ " "	৫৩০ " "
১৯৫৭	১৭৮ " "	৫৩১ " "
১৯৫৮	১৬৮ " "	৪৯২ " "
১৯৫৯	১৭২ " "	৪৯২ " "
১৯৬০	১৭৩ " "	৫০৪ " "

বিভিন্ন রাজ্যে বস্ত্র শিল্পের প্রসার

(আগষ্ট, ১৯৬১)

রাজ্য	কাপড়ের কলের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা
মহারাষ্ট্র	১০০	৮১,৭৮২	২,৫৯,২৪০
গুজরাট	১১২	৫৭,১৪৯	১,৮২,৬০০
পাঞ্জাব	৬	১,৯৪৪	৭,৫১৩
রাজস্থান	১১	৩,২৫৩	৯,৮৩৩
দিল্লী	৭	৩,৯৪৬	১৮,২৪২
উত্তর প্রদেশ	২৯	১৩,৮০০	৫২,৩১০
অন্ধ্র	১৫	১,৩৮১	১২,০০০
মধ্য প্রদেশ	২০	১২,৬৯৯	৪২,৭৫৩
বিহার	২	৭৫৭	১,৩২৯
উড়িষ্যা	৪	১,২৬৪	৪,৮৬১
পশ্চিমবঙ্গ	৪০	১০,৯৪১	৪৪,০২৩
মাদ্রাজ	১৩৯	৮,০৪৯	১,০২,৬৮৭
কেরালা	১৪	১,৮৯০	৭,০৭৬
মহীশূর	২১	৫,৪৭০	২৭,৩৯৬
পণ্ডিচেরী	৩	২,১১৬	৬,৪১৯

চা শিল্প

চা ভারতের একটি প্রধান অর্থকরী পণ্য। উহা বাহিরে রপ্তানী করিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইতেছে। বিদেশের দায় ও দেনা শোধের পক্ষে উহা আজ একটা বড় অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৩৪ সালে প্রথম আসামে চায়ের চাষ সুরু হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্য কয়েকটি অঞ্চলেও চায়ের চাষ প্রচলিত হয়। ১৮৩৮ সালে প্রথম এদেশ হইতে ইংল্যাণ্ডে চা রপ্তানী হয়। কলিকাতায় ১৮৬০ সাল হইতে চায়ের নিলাম বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়।

চা বাগিচা ও চায়ের জমি : ভারতে প্রায় ৭ হাজার চা বাগিচা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৭৯১টি আসামে, ২০৮টি পশ্চিমবঙ্গে এবং ৫৬টি ত্রিপুরায় অবস্থিত। ভারতের বেশীর ভাগ চা-ই ঐসব অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে মোট প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। উহার মধ্যে

৩ লক্ষ ৮৭ হাজার একর আসামে, ১ লক্ষ ৯৬ হাজার একর পশ্চিমবঙ্গে এবং ১ লক্ষ একর ত্রিপুরায় অবস্থিত।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক: ভারতে চা শিল্পে নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের চা বাগিচা সমূহে দশ লক্ষের উপর শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে, পশ্চিমবঙ্গের চা বাগিচা সমূহে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৫ হাজার।

১৯৬১ সালে চায়ের উৎপাদন: ১৯৬১ সালে ভারতে মোট ৭৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতে আর কখনও এত অধিক পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৬০ সালে ভারতে চা উৎপন্ন হইয়াছিল ৭০ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

চায়ের আভ্যন্তরীন কাটতি: ভারতে ১৯৬০ সালে মোট ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল। এদেশে চায়ের ব্যবহার বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

চায়ের উপর শুল্ক: ভারত সরকারের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে চায়ের উপর উৎপাদন শুল্ক ও রপ্তানী শুল্কের হার সংশোধন করা হইয়াছে। চায়ের উপর উৎপাদন শুল্ক পূর্বের তুলনায় প্রতি কিলোগ্রামে পাঁচ নয়া পয়সা হইতে দশ নয়া পয়সা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে (শ্রেণী অনুসারে)। অবশ্য যে চা রপ্তানী করা হইবে তাহার প্রতি কিলোগ্রামে পনর নয়া পয়সা করিয়া উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হইবে। তাহাছাড়া চা রপ্তানী সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার জন্য রপ্তানী শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব হইয়াছে। রপ্তানীকৃত চায়ের উপর প্রতি কিলোগ্রামে ৪৪ নয়া পয়সা হারে রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হইত। বর্তমানে ঐ হার কমাইয়া প্রতি কিলোগ্রামে ২৫ নয়া পয়সা করা হইয়াছে।

ভারতীয় চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী

	উৎপাদন (লক্ষ পাউণ্ড)	রপ্তানী (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৫৫	৬৬,৮১	৩৬,৭৫
১৯৫৬	৬৬,৭০	৫২,৩৫
১৯৫৭	৬৭,৮৯	৪৪,২৬
১৯৫৮	৭১,৩৭	৫০,৫৯
১৯৫৯	৭১,৬১	৪৭,২৪
১৯৬০	৬০,৬০	৪৩,০১
১৯৬১	৭৭,১০	৪৫,২০

চট শিল্প

চায়ের মত চটও ভারতের একটি প্রধান অর্থকরী শিল্পপণ্য। ১৮৫৩ সালে রিসড়ায় ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইহা এক সুগঠিত বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইয়াছে। গতবৎসর ভারতে কম পাট উৎপন্ন হওয়ায় ও উহার যোগানের স্বল্পতা ঘটায় চটকলগুলিতে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইয়াছিল। কিন্তু এবার পাট ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামালের সঙ্কট দূর হইয়াছে। ১৯৬০ সালে বিদেশে পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী করিয়া ভারত ১৩১ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল;

চটকলের অবস্থান ও সংখ্যা : ভারতে চালু চটকলের সংখ্যা ১০৬টি। অধিকাংশ কলই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। চটকলগুলিতে মোট ৭২ হাজার ১২৫টি তাঁত রহিয়াছে। ৬৮ হাজার ৮৭৬টি তাঁতই পশ্চিমবঙ্গের কলগুলিতে সংস্থাপিত। অন্যান্য রাজ্যে চট উৎপাদনে নিয়োজিত তাঁতের সংখ্যা হইতেছে: অন্ধ্র ১,১০৯, বিহার ১,০২৯, উত্তর প্রদেশ ৮৯১ ও মধ্যপ্রদেশ ২২০।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক : চট শিল্পে দাদনীকৃত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ভারতের চটকলগুলিতে ২ লক্ষ ১৯ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭ হাজার।

পাটের যোগান বৃদ্ধি : ১৯৫৯-৬০ সালে ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ৩৯,লক্ষ ৮০ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে ৬২ লক্ষ ৬৯ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হইতেছে। চট শিল্প এদেশের ১০ লক্ষ পাটচাষীকে পোষণ করিয়া থাকে। ১৯৬০-৬১ সালে পাটচাষীরা পাট বিক্রয় করিয়া ৫৫ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের শেষে চটকলগুলির হাতে মজুত পাটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার গাঁইট।

চটের উৎপাদন ও রপ্তানী : ১৯৬০ সালের জুলাই হইতে ১৯৬১ সালের জুন পর্যন্ত এক বৎসরে ভারতের চটকলগুলিতে মোট ১০ লক্ষ ৬ হাজার টন পরিমিত চট ও থলিয়া প্রস্তুত হয়। পূর্ব বৎসর উৎপাদন ছিল ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টন ১৯৬০ সালের জুলাই হইতে ১৯৬১ সালের জুন পর্যন্ত এক বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে চট ও থলিয়া রপ্তানী হইয়াছিল ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টন। পূর্ববৎসর রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টন।

উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা : উদ্বৃত্ত পাট বাজার হইতে কিনিয়া লইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মজুত রাখার জন্য একটি জুট বাফার স্টক এসোসিয়েশন বা উদ্বৃত্ত পাট মজুত সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ঐ সমিতির মারফতে পাটের নিম্নতম মূল্য স্থির রাখারও ব্যবস্থা হইবে।

ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন

১৯৫৭	১০	লক্ষ	৩০	হাজার	টন	
১৯৫৮	১০	"	৬০	"	"	
১৯৫৯	১০	"	৬৮	হাজার	মেট্রিক	টন
১৯৬০	১০	"	৮৫	"	"	"
১৯৬১	৯	"	৭০	"	"	"

শর্করা শিল্প

১৯৩২ সালে বিদেশাগত চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে। কারখানার সংখ্যা, কর্মরত শ্রমিক ও নিয়োজিত মূলধনের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতে বস্ত্র শিল্পের পরেই শর্করা শিল্পের স্থান। ভারতের শর্করা শিল্প এতদিন মুখ্যতঃ উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। নূতন কলের লাইসেন্স দিতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাজ্যের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

চিনির কল, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক : বর্তমানে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৭৪টি। ১৯৫৮ সালে ভারতের শর্করা শিল্পে নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি টাকা। ঐ সময়ে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬৪৮ জন।

উৎপাদন বৃদ্ধির গতি : দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ভারতে চিনির উৎপাদন বার্ষিক ২২ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ঐ লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে—১৯৬০-৬১ সালে ভারতে চিনির উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে ২৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টন। বাৎসরিক ২০ লক্ষ টনের কিছু বেশী চিনি এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাকী চিনি উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়, ফলে ১৯৬১-৬২ সালের মরশুমে চিনির কলগুলির উৎপাদন সাধারণভাবে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় শতকরা দশভাগ পরিমাণে হ্রাস করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় চিনির রপ্তানী: ভারত সরকার উদ্বৃত্ত চিনি বাহিরে রপ্তানী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৯৬১ সালে ভারত হইতে বাহিরে মোট ২ লক্ষ ৬২ হাজার টন চিনি রপ্তানী হয়। উহার ফলে ১৩ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তবে ভারতে যে মূল্যে চিনি বিক্রিত হয় বাহিরের হাটে সে তুলনায় উহার মূল্য কম বলিয়া রপ্তানীকৃত চিনির জন্য ভারতকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত চিনির জন্য মণ পিছু ৮ টাকা ৮৭ নয়া পয়সা ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত চিনির জন্য মণ পিছু গড়ে ১৫ টাকা ৮০ নয়া পয়সা ক্ষতি দাঁড়াইতেছে।

ভারতে চিনি উৎপাদন

১৯৫৫-৫৬	১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টন		১৯৫৮-৫৯	১৯ লক্ষ ১৮ হাজার টন
১৯৫৬-৫৭	২০ „ ২৬ „ „		১৯৫৯-৬০	২৪ „ ২১ „ „
১৯৫৭-৫৮	১৯ „ ৭৭ „ „		১৯৬০-৬১	২৯ „ ৭৭ „ „

কাগজ শিল্প

কলিকাতার নিকটে বালিতে ১৮৭০ সালে যন্ত্র সাহায্যে প্রথম কাগজ তৈরীর কাজ সুরু হইয়াছিল। তারপর টিটাগড় পেপার মিলস্ ও বেঙ্গল পেপার মিলস্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে ঐ শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দেশে কাগজের বার্ষিক উৎপাদন ১ লক্ষ ৯ হাজার টনের বেশী দাঁড়ায় নাই। তবে বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে গত ১২ বৎসরে ভারতে কাগজ শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

কাগজের কল, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা: গড়ে ১৯৫৮ সালে ভারতে কাগজ ও বোর্ড তৈয়ারীর জন্য রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৬৮টি। ঐ সমস্তে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৩৪ হাজার টাকা। কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৫ হাজার ৯৪৮ জন।

জনপিছু গড়ে কাগজ ব্যবহার এদেশে ও বিদেশে: ভারতে জনপিছু গড়ে বৎসরে কাগজ ব্যবহৃত হয় মাত্র ২ পাউণ্ড। জগতের প্রধান কয়েকটি দেশে মাথাপিছু বৎসরে কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ এইরূপ :—মার্কিণ-

যুক্তরাষ্ট্র ৪১৮ পাউণ্ড, কানাডা ২৪০ পাউণ্ড, ইংল্যাণ্ড ১৮৭ পাউণ্ড, জার্মানী ১২১ পাউণ্ড, জাপান ৫২ পাউণ্ড, ফ্রান্স ৩১ পাউণ্ড এবং মিশর ৭ পাউণ্ড।

ভারতে কাগজ আমদানী : ১৯৬০-৬১ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের কাগজ আমদানী হয়। ঐ সালে আমদানীকৃত কাগজের মধ্যে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার নিউজ প্রিণ্ট্ (মুখ্যতঃ সংবাদপত্রের ব্যবহার্য কাগজ) ছিল।

নিউজ্ প্রিণ্ট উৎপাদনের ব্যবস্থা : ভারতে নিউজ্ প্রিণ্ট্ উৎপাদনের জন্য সরকারী উদ্যোগে মধ্যভারতের নেপানগরে ১৯৫৫ সাল হইতে একটি কারখানা (ন্যাশনাল নিউজ্ প্রিণ্ট এণ্ড্ পেপার মিলস্ লিঃ) চালু করা হইয়াছে। কারখানাটিতে দৈনিক ১০০ টন পরিমিত নিউজ্ প্রিণ্ট উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন হইতেছে কম। ১৯৬০-৬১ সালে ঐ কারখানাটিতে ২৩ হাজার ২৯ টন নিউজ্ প্রিণ্ট প্রস্তুত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য : ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে কাগজের উৎপাদন বার্ষিক ৭ লক্ষ টন পর্যন্ত বাড়ানো দরকার বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছেন। বর্তমানে এদেশের কাগজের কলগুলির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতেছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন।

ভারতে কাগজ ও বোর্ড উৎপাদন

সাল	উৎপাদন
১৯৫৫	১ লক্ষ ৮৫ হাজার টন
১৯৫৬	১ „ ৯৩ „ „
১৯৫৭	২ „ ১০ „ „
১৯৫৮	২ „ ৫৩ „ „
১৯৫৯	২ „ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন
১৯৬০	৩ „ ৪৫ „ „ „
১৯৬১	৩ „ ৬৩ „ „ „

রাসায়নিক শিল্প

রাসায়নিক শিল্প আধুনিক যুগে অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য পূর্বে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ

আমদানী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। গত কয়েক বৎসরের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে এদেশে রাসায়নিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে। ১৯৬০ সালে ভারতে ৪৩৫ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়াছিল।

কারখানার সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক: ভারতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ৯৭টি বড় কারখানা রহিয়াছে। তাহাছাড়া কার্যরত ছোট রাসায়নিক কারখানার সংখ্যা হইতেছে ২ হাজার ১০০টি। ১৯৫৮ সালে এদেশে রাসায়নিক কারখানায় নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি টাকা। কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার ১২৬ জন।

সালফিউরিক এসিড্: ভারতে শিল্পোন্নতির কাজ প্রসারিত হইতেছে আর সালফিউরিক এসিডের চাহিদাও দিন দিন বাড়িতে চলিয়াছে। রাসায়নিক সার প্রস্তুতের জন্য বেশী পরিমাণ ঐ এসিড প্রয়োজন। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৯৯ হাজার টন সালফিউরিক এসিড্ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে উহার উৎপাদন ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬) এদেশে সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন ১৫ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে।

কস্টিক সোডা: সাবান, রেয়ন, এলুমিনিয়াম, বস্ত্র, বনস্পতি ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুতে কস্টিক সোডা দরকার হয়। গত দশ বৎসরে উহার উৎপাদন প্রায় নয়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারতে ১৩ হাজার ৯৪৭ টন পরিমিত কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬১ সালে সেস্থলে ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের মত কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়াছে। বর্তমানে ১৮টি কারখানায় কস্টিক সোডা উৎপাদিত হইতেছে। মাদ্রাজের তিরুনেলভেলী কারখানাটিই সবচেয়ে বড়। উহার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৮০ টন।

ক্লোরাইন: কস্টিক সোডা উৎপাদন করিতে গিয়া উপজাতদ্রব্য হিসাবে ক্লোরাইন পাওয়া যায়। এই ক্লোরাইন কাগজ শিল্প, ডি ডি টি, বেনজিন্, ব্লিচিং পাউডার, এমোনিয়াম ক্লোরাইন প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজে লাগে। এদেশে তরল ক্লোরাইনের উৎপাদন ছিল ১৯৪৮ সালে ১ হাজার ৭১২ টন। ১৯৬১ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ৩৩ হাজার ২০০ টন দাঁড়াইয়াছে।

সোডা এস্ বা সাজিমাটি: কাঁচ, সাবান, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সোডা এস্ বা সাজিমাটির দরকার হয়। সোডা এস্ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে

দেশে চারিটি বড় কারখানা রহিয়াছে। বিহারের ধ্রাঙ্গাধ্রায় যে কারখানাটি পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে বর্তমানে দৈনিক ১০০ টন করিয়া সোডা এস্ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মিথাপুরে অবস্থিত টাটা কেমিকেল কোম্পানীর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩০০ টন, পোরবন্দরে অবস্থিত সৌরাষ্ট্র কেমিকেল কোম্পানীর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২০০ টন এবং বারাণসীতে অবস্থিত সাহু কেমিকেল কোম্পানীর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১২৫ টন। ১৯৪৮ সালে ভারতে সোডা এস্ উৎপাদিত হইয়াছিল ২৯ হাজার টন। ১৯৬০ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন দাঁড়ায়।

ঔষধপত্র : পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন, ডি ডি টি, সালফা ড্রাগ প্রভৃতি বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। পুনার নিকটবর্তী পিম্প্রি নামক স্থানে অবস্থিত সরকারী কারখানায় বর্তমানে বৎসরে ৪ কোটি মেগা ইউনিট পরিমিত পেনিসিলিন প্রস্তুত হইতেছে। ঐ কারখানার উৎপন্ন ঔষধপত্রের বাৎসরিক মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩½ কোটি টাকা। সম্প্রতি ঐ কারখানাটি সম্প্রসারিত করিয়া তাহাতে স্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে ঔষধপত্র প্রস্তুতের শিল্পে পঞ্চাশ কোটি টাকা দাদন করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে এদেশে ১২ কোটি টাকা মূল্যের ঔষধপত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬১ সালে সেস্থলে উৎপন্ন ঔষধপত্রের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৮৫ কোটি টাকা।

রাসায়নিক সার : ১৯৩৭ সালে মহীশূর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে সামান্য আকারে রাসায়নিক সার উৎপাদনের কাজ সুরু হইয়াছিল। ১৯৫২ সাল হইতে সিন্ধ্রীর সরকারী কারখানায় বৃহৎ আকারে এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬০ সালে দেশে এমোনিয়াম সালফেট তৈরীর জন্য ৮টি ও সুপার ফসফেট তৈরীর জন্য ১৫টি কারখানা ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে এদেশে নাইট্রোজেন সারের বার্ষিক উৎপাদন ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে, সেজন্য ১৪টি নূতন সার কারখানা (৪টি সরকারী ও ১০টি বেসরকারী উদ্যোগে) স্থাপনের কার্যসূচী স্থিরীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে রাসায়নিক সার শিল্পে ৪৭ কোটি টাকা দাদন করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ঐ বাবদ ২৩০ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইবে। সরকারী সার কারখানাগুলি পরিচালনার জন্য ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া নামক একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে।

ভারতে প্রধান কয়েকটি রসায়ন দ্রব্যের উৎপাদন

(টন হিসাবে)

	১৯৫৫-৫৬ (১ম পরিকল্পনার শেষে)	১৯৬০-৬১ (২য় পরিকল্পনার শেষে)	১৯৬৫-৬৬ (৩য় পরিকল্পনার শেষে লক্ষ্য)
সাল্ফিউরিক এসিড্	১,৬৪,০০০	৩,৬৩,০০০	১৫,০০,০০০
সোডা এস্	৮১,০০০	১,৪৫,০০০	৪,৫০,০০০
কষ্টিক সোডা	৩৫,০০০	১,০০,০০০	৩,৪০,০০০
ক্যালসিয়াম কারবাইড	৩,০০০	১০,০০০	৬০,০০০
সোডিয়াম হাইড্রোসালফেট্	—	৬০০	১০,০০০
হাইড্রো পেরক্সাইড	—	১,২০০	৮,০০০
নাইট্রোজেন সার (নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনুসারে)	৭৯,০০০	১,১০,০০০	৮,০০,০০০
ফস্‌ফেট সার	১২,০০০	৫৫,০০০	৪,০০,০০০
রং (হাজার পাউণ্ড)	৪,০০০	১১,৫০০	১৮,০০০
সাল্ফা ড্রাগস্	৮৩	১৫০	১,০০০
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	—	—	১৫০
ডি ডি টি	২৮৪	২,৮০০	২,৮০০
পিনিসিলিন (লক্ষ মেগা ইউনিট)	৬৬	৪১০	১,২০০

সিমেণ্ট শিল্প

ভারতবর্ষে বর্তমানে সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৪টি। তাহাছাড়া নূতন সিমেণ্ট কারখানা সম্পর্কে লাইসেন্সও প্রদান করা হইতেছে। ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে ২৭ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ বৃদ্ধি সত্বেও দেশের চাহিদা মিটিতেছে না। এদেশে বর্তমানে সিমেণ্টের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়াইয়াছে প্রায় দেড় কোটি মেট্রিক টন।

ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদন

১৯৫৯ সাল	৬৮ মেট্রিক টন
১৯৬০ "	৭৮ " "
১৯৬১ "	৮২ " "

মোটরযান শিল্প

ভারতে মোটরযান প্রস্তুতের চারিটি বড় কারখানা রহিয়াছে। ঐ চারিটি কারখানা হইল—(১) প্রিমিয়ার অটোমোবাইল লিঃ—বোম্বাই, (২) হিন্দুস্থান মোটর্স লিঃ—উত্তরপাড়া (পশ্চিমবঙ্গ), (৩) টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং—বোম্বাই এবং (৪) অশোক লেল্যাণ্ড লিঃ—মাদ্রাজ।

মোটরযানের উৎপাদন বৃদ্ধি: গত ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১৬ হাজার ৫০০টি মোটরযান প্রস্তুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন দাঁড়ায় ৫৩ হাজার ৫০০টি। তাহাছাড়া ১৯৬০-৬১ সালে দেশে মোটর সাইকেল ও স্কুটার উৎপন্ন হয় ১৮ হাজারটি। এদেশে মোটরযানের বিভিন্ন অংশ তৈয়ারী ও মেরামতের জন্য অনেকগুলি কারখানা রহিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে দেশে মোটর যানের উৎপাদন ১ লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে।

ভারতে মোটরযান উৎপাদন

বৎসর	মোটরগাড়ী	জিপ্‌গাড়ী	বাস, লরি	মোট সংখ্যা
১৯৫৭	১২,২১১	৪,৫৯৯	১৬,২৪৮	৩৩,০৫৮
১৯৫৮	৮,১১৩	৪,১১৮	১৪,৫৫৭	২৬,৭৮৮
১৯৫৯	১১,৯৯৩	৪,৫১৮	২০,৩৪২	৩১,১০৩
১৯৬০	১৯,০৯৬	৫,৫০১	২৭,৫১৮	৫২,২১৫
১৯৬১	২১,৬২৫	৭,০৫২	২৫,৬৪০	৫৪,৩১৭

বাইসাইকেল শিল্প

কারখানার সংখ্যা নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক: ভারতে বাইসাইকেল নির্মাণের ২০টি বড় কারখানা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ঐ শিল্পে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ নূতন মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে। ২০টি বড় কারখানা ছাড়া এদেশে সাইকেল ও সাইকেলের অংশ নির্মাণের ৬০০টি ছোট কারখানা রহিয়াছে।

চারিটি প্রধান কারখানা: ভারতে বাইসাইকেল নির্মাণের ৪টি প্রধান কারখানা হইল: (১) সেনর‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রীজ—পশ্চিমবঙ্গ, (২) হিন্দ্‌ সাইকেলস

—বোম্বাই, (৩) এট্‌লাস্ সাইকেলস্—দিল্লী এবং (৪) টি. আই. সাইকেলস্ অব্ ইণ্ডিয়া—মাদ্রাজ।

উৎপাদন ও রপ্তানী : ভারত ১৯৫০-৫১ সালে ১ লক্ষ ৩ হাজার বাইসাইকেল নির্মিত হইয়াছিল। উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া ১৯৬১ সালে ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দেশে বর্তমানে বৎসরে ৫ কোটি টাকার বেশী মূল্যের সাইকেলের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৬০ সালে এদেশ হইতে ৪,১২৯টি সাইকেল বিদেশে রপ্তানী হয়।

বৈদ্যুতিক পাখা শিল্প

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে ভারতে আটটি কারখানায় ঐ পাখা নির্মিত হইত। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজারের মত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে বৈদ্যুতিক পাখা তৈয়ারীর কারখানার সংখ্যা ১৯ ও উহাদের বার্ষিক উৎপাদন ২ লক্ষ ৮৭ হাজারে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুতের বড় কারখানার সংখ্যা ২৪টিতে ও উৎপাদন ১০ লক্ষ ৫৮ হাজারে পৌঁছে। ঐ ২৪টি কারখানার মধ্যে ১১টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বড় কারখানা ছাড়া দেশে বৈদ্যুতিক পাখা ও সাজ সরঞ্জাম উৎপাদনের ছোটখাট কারখানা অনেক রহিয়াছে। ঐ সমস্তেও বাৎসরিক ৬২ হাজারের উপর বৈদ্যুতিক পাখা নির্মিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারত হইতে ৯৬০১৯টি পাখা বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল।

জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ (কলিকাতা) : ভারত বিখ্যাত 'উষা সেলাই কল' ও 'উষা বৈদ্যুতিক পাখা' নির্মাণকারী এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৫ সালে খুব সামান্যভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইহার বর্তমান সুবৃহৎ কারখানার পত্তন হয় ১৯৩৮ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানীর বার্ষিক উৎপাদন মাত্র কয়েকশত সেলাইকলে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাও আবার ১৯৪০-৪৪ সাল পর্যন্ত বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল; কারণ মিত্রশক্তির প্রয়োজনে কোম্পানী ঐ সময় সমরোপকরণ নির্মাণে নিযুক্ত ছিল। যাহা হোক ১৯৪৫ সালে যুদ্ধাবসানে কোম্পানী নূতন করিয়া উহার কারখানা পুনর্গঠন করিয়া 'সেলাই কল' ও 'বৈদ্যুতিক পাখা' নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই কোম্পানীর অব্যাহত জয়যাত্রা সুরু হয়। আজ ইহা ভারতের বৃহত্তম সেলাই কল ও পাখা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার নির্মিত 'উষা' নামাঙ্কিত সেলাই কল

ভারত ও পৃথিবীর নানা দেশে সমাদৃত। ১৯৬০-৬১ সালে কোম্পানী ৬৫,৪৬৬টি সেলাই কল ও ৬৫,৪৯৩টি বৈদ্যুতিক পাখা বিদেশে রপ্তানী করিয়া অতি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারত সরকারকে সাহায্য করার গৌরব অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিমাসে ২৫ হাজার সেলাই কল ও ৫০ হাজার পাখা নির্মাণ করিয়া থাকে। ১৯৬০-৬১ সালে এই প্রতিষ্ঠান মোট ১১.৩০ কোটি টাকা মূল্যের মাল উৎপাদন করিয়াছিল। কোম্পানী উৎপাদন হার আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

সাবান শিল্প

বর্তমানে তুনিয়ায় সাবানের উৎপাদন ও ব্যবহার দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে গড়ে প্রতি বৎসর জনপিছু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৯'৫ পাউণ্ড, ইংল্যাণ্ডে ২৩'৩ পাউণ্ড এবং ফ্রান্সে ১৭'৪ পাউণ্ড সাবান ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ভারতে সাবানের উৎপাদন ও ব্যবহার এখনও খুব কম। ভারতে জনপিছু গড়ে বৎসরে সাবান ব্যবহৃত হয় মাত্র ২'২ পাউণ্ড।

ভারতে ছোট ও বড় রেজেস্টিকৃত সাবান কারখানার সংখ্যা ৯১টি। প্রায় এক তৃতীয়াংশ কারখানা মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে কারখানার সংখ্যা ২১টি। ভারতের সাবান কারখানাগুলিতে বৎসরে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টন পরিমাণ সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু আসলে সাবান প্রস্তুত হয় অনেক কম। ১৯৫০ সালে ভারতে রেজেস্ট্রিকৃত কারখানাগুলিতে ৭৪ হাজার মেট্রিক টন সাবান প্রস্তুত হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৬১ সালে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন সাবান প্রস্তুত হইয়াছিল। রেজেস্ট্রিকৃত কারখানা ছাড়া এদেশে সাবান প্রস্তুতের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে প্রায় তিন হাজার। ঐ সব ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বাৎসরিক ২½ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হয়।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প

স্বাধীন ভারতে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের সুবিধা এই যে ঐ সবের জন্য মূলধন প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত কম। অথচ ঐ ধরনের শিল্প দ্বারা আঞ্চলিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা গড়িয়া তোলার পথ এবং দরিদ্র জনসাধারণের হাতে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী ভাবে ২১৮ কোটি টাকা ব্যয়

হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঐ বাবদ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ২৬৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার খাতেও গ্রাম্য শিল্প ও ছোট শিল্পের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে বেসরকারী উদ্যোগেও ঐসব শিল্প বাবদ ২৭৫ কোটি টাকা নিয়োজিত হইবার কথা। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থান ও ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া অনুমিত হয়!

এদেশে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের জন্য সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন কার্যক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :—

ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প উন্নয়নের বিভিন্ন সংস্থা : ক্ষুদ্র শিল্পের উৎকর্ষ বিধান ও প্রসারণে সহায়তা করিবার জন্য স্মলস্কেল্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ বোর্ড, ন্যাশনেল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ কর্পোরেশন, স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ সার্ভিস্ ইনস্টিটিউট, ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট্ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁত শিল্পের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, খাদি ও গ্রাম শিল্পের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া খাদি এণ্ড্ ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ কমিশন, কারু শিল্পের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রেপ্টস্ বোর্ড, রেশম শিল্পের জন্য সেন্ট্র্যাল সিল্ক বোর্ড এবং দড়ি শিল্পের জন্য কয়ার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত শিল্প পদ্ধতি প্রচলন :—কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পপরিচালনার উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সমুচিৎ শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক উৎপাদন ও শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে এদেশে ৩,২৩৮টি উৎপাদন ও শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। শিল্পোদ্যোগী-দিগকে কারিগরি সাহায্য ও উপদেশ প্রদানের জন্য প্রতি রাজ্যে স্মল ইণ্ডাস্ট্রী্ সার্ভিস ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা : পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও নূতন শিল্প স্থাপন করিতে গিয়া শিল্পোদ্যোগীরা যাহাতে সুবিধাজনক শর্তে যন্ত্রপাতি পাইতে পারে ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ন্যাশনেল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ কর্পোরেশন সে বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকেন। শিল্পোদ্যোগীরা ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন পেশ করিয়া তাঁহাদের মারফতে যন্ত্রপাতি পাইতে পারেন। যাঁহারা যন্ত্রপাতি লইবেন তাঁহাদিগকে প্রথমে যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা দশ ভাগ প্রদান করিতে হইবে। মূল্যের বাকী অংশ পরে ৫।৭ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে। ন্যাশনেল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ কর্পোরেশন উহাদের হায়ার-প্রার্চেজ্ স্কীম অনুসারে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি শিল্পোদ্যোগীদের সরবরাহ করিয়াছেন।

সময়োচিত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাঃ কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত লোকেরা যাহাতে স্বল্প সুদে শিল্পের জন্য ঋণ পাইতে পারে সেজন্য রাজ্যসমূহে এ্যাড্ টু ইণ্ডাস্ট্রীজ্ এ্যাক্ট সংশোধন করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী শিল্পবিভাগ সমূহ বর্তমানে কম সুদে ও অন্য সুবিধাজনক শর্তে শিল্প ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ আইন অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার সমূহ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে ১৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট্ বা আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্রঃ পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকরণে ভারত সরকার এদেশে ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট্ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ছোট শহর ও গ্রাম কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পী কারিগরদের এক জায়গায় একত্রিত করিয়া উন্নত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুকার উৎপাদন কার্য পরিচালনার সুযোগ দেওয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট্ স্থাপনের মূল লক্ষ্য। এস্টেটগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক কারখানা বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহা শিল্পোদ্যোগীদের ভাড়া দেওয়া হয়। যন্ত্র পরিচালনা ও উৎপাদন কার্য্যের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দরকার মত যন্ত্রপাতি যোগাইবার এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালের শেষ পর্যন্ত ভারতে ১১৯টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। উহার মধ্যে ৬৬টি এস্টেট প্রচেষ্টার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ৫৩টি নির্মিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যন্ত্রনির্মাণের ব্যবস্থা ঃ—ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারত সরকার মনোযোগী হইয়াছেন। জাপানের সহিত সহযোগিতায় সম্প্রতি হাওড়ায় একটি যন্ত্র নির্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্মাণের জন্য যে সব মূল যন্ত্রাদি আবশ্যক হয় তাহা নির্মাণ করা এবং নির্মাণের কৌশল শিক্ষা দেওয়া ঐ কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। জাপান সরকার তিন বৎসরে ঐ কারখানার জন্য ৬০ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিবেন। জাপান হইতে যন্ত্রপাতি ও কারিগর প্রেরণে সে অর্থ নিয়োজিত হইবে। এই কারখানার দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্র সজ্জার পথ প্রশস্ত হইবে।

শিল্প সমবায় সমিতি ঃ—ভারতে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য সরকার ঐসব শিল্পকে সমবায়ের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবার উপর জোর দিতেছেন। শিল্পী কারিগরদিগকে সমবায় সমিতি স্থাপন ও রেজেষ্ট্রী করণে সর্ব্বদাই উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৭,১৫৫টি শিল্প সমবায় ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে সেস্থলে শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৯,০০০টি।

তাঁত শিল্প

হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদন ভারতের প্রাচীনতম ও প্রধানতম কুটির শিল্প। এই শিল্প দ্বারা যত লোকের কাজের সংস্থান হয় আর কোন শিল্প দ্বারা তত হয় না। ভারতে প্রতি বৎসর সে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগই তাঁত শিল্প হইতে পাওয়া যায়। ভারত সরকার তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য নিখিল ভারত তাঁত শিল্প বোর্ড গঠন করিয়াছেন। তাঁত শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা স্থিরীকরণ ও তাহা কার্যকরী করার দায়িত্ব মুখ্যতঃ ঐ বোর্ডের উপরই ন্যস্ত।

তাঁত ও তন্তুবায়ের সংখ্যা: ভারতে রেজেস্ট্রীকৃত হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। উহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ আসামে, ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মাদ্রাজে, ৪ লক্ষ ২ হাজার অন্ধ্ররাজ্যে এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ভারতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে ৩০ লক্ষ তন্তুবায় ও সমসংখ্যক সহকারী কর্মরত আছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

তাঁতশিল্প উন্নয়নে সরকারী ব্যয়: দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তাঁত শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ২৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে পাঁচ বৎসরে ঐজন্য ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বিদ্যুৎ চালিত তাঁত: হস্তচালিত তাঁতের বদলে দেশে কিছু সংখ্যক বিদ্যুৎ চালিত তাঁত প্রবর্তন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন। সমবায় সমিতিগুলিকেই শুধু ঐ শ্রেণীর তাঁত মঞ্জুর করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৩ হাজার বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বসাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ মাত্র ৪০০০ তাঁত দেশে চালু হইয়াছে।

তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ও রপ্তানী: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে এদেশে তাঁতবস্ত্রের বাৎসরিক উৎপাদন ২৮০ কোটি গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁত বস্ত্র রপ্তানী হয়। ১৯৬০ সালে রপ্তানীর মূল্য কমিয়া ৫ কোটি টাকা দাঁড়ায়। ঐ দুই সালে রপ্তানীকৃত তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ গজ ও ২ কোটি ৮৯ লক্ষ গজ।

তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন

১৯৫৫	১৪৭ কোটি গজ
১৯৫৬	১৫৪ " "
১৯৫৭	১৬৭ " "
১৯৫৮	১৭৭ " "
১৯৫৯	১৮৬ " "
১৯৬০	১৯০ " "

খাদি শিল্প ও অম্বর চরকা

১৯৬০-৬১ সালে ভারতে ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে সেস্থলে ১৪ কোটি টাকা মূল্যের খাদি উৎপন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১-৬২ সালে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার খাদি ক্রয় করিয়াছিল।

খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, ব্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বড় খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন খোলা হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে ঐ পাঁচটি ভবনের একত্রে মোট ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে।

কম সময়ে উৎকৃষ্ট সূতা উৎপাদনের জন্য দেশে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার অম্বর চরকা বণ্টিত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে আরও ৩ লক্ষ চরকা বণ্টন করা হইবে।

ভারতে কাঁচা রেশম উৎপাদন

১৯৫৬ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত কাঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ৩৬ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের খনিজ সম্পদ

অত্যাবশ্যকীয় খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ভারতকে একটি সমৃদ্ধ দেশ বলা চলে। এদেশে মূল্যবান পাথর, আকরিক ধাতু ও উপাদানের যোগান প্রচুর। আধুনিক যুগের অনেক কিছু বৃহৎ শিল্পের মূল অবলম্বন লোহা ও কয়লার ভাণ্ডার এদেশে বিপুল। এদেশের খনি অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, ইলামনাইট, ম্যাগনেসাইট, জিপসম্, চীনামাটি, পাইরাইট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। অভ্র উৎপাদনের দিক দিয়া দুনিয়ায় ভারতের স্থান অগ্রগণ্য। তবে টিন, সীসা, দস্তা, তামা, গন্ধক নিকেল প্রভৃতির যোগান এদেশে কম।

খনির সংখ্যা ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ: ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর চালু খনির সংখ্যা তিন হাজার তিন শতের উপর। ঐ সমস্তে প্রায় সাত লক্ষ লোক কর্মরত আছে। প্রধান কতিপয় শ্রেণীর খনির সংখ্যা এইরূপ—কয়লার খনি ৮৪৪টি, অভ্রের খনি ৮০০টি, ম্যাঙ্গানীজের খনি ৭০০টি, লোহার খনি ২০০টি, চুনাপাথরের খনি ১৫০টির অধিক।

খনি শিল্প উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা: ভারতে নূতন খনিজ-সন্ধান, নূতন খনি স্থাপন ও সাধারণভাবে খনি শিল্পের উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। সে সংস্থাগুলি হইল—ইণ্ডিয়ান বুরো অব্ মাইনস্, ন্যাশানাল মিনারেল ডেভেলপ্মেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশানাল কোল্ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন এবং অয়েল এণ্ড্ ন্যাচারেল গ্যাস্ কর্পোরেশন।

ভারতে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি: ভারতে ১৯০১ সালে মাত্র ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মূল্যের খনিজ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৫০ সালে উৎপন্ন খনিজের মূল্য দাঁড়ায় ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮ সালে ১৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের খনি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ১৯৬০ সালে সেস্থলে এদেশে ১৫৯ কোটি টাকা মূল্যের খনিজ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে।

ভারত খনিজ হইতে দ্রব্যের রপ্তানী: ১৯৬১ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতে মোট ৮৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিবিধ খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ছয় মাসে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। রপ্তানীকৃত কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য এইরূপ:—লৌহ (ধাতু) ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, ম্যাঙ্গানীজ্ ৬ কোটি টাকা, অভ্র ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, কয়লা ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ইলামনাইট ৭০ লক্ষ টাকা, কায়োনাইট ৪০ লক্ষ টাকা, লবণ ২০ লক্ষ টাকা, ক্রোমাইট ২০ লক্ষ টাকা এবং ম্যাগনেসাইট ৪০ লক্ষ টাকা।

ভারতে কয়েকটি খনিজের মজুত ভাণ্ডার

(সংশোধিত বরাদ্দ)

আকরিক লৌহ	২,১৮৭ কোটি টন	ইলামনাইট	৩৫ কোটি টন
কয়লা	৬,০০০ ,, ,,	ম্যাঙ্গানীজ	১৮ ,, ,,
চুনাপাথর	১,৫৭৪ ,, ,,	ম্যাগনেসিয়াম	১০ ,, ,,
পিগ্নাটি	২০৭ ,, ,,	তাম্র	৩,২৯ ,, ,,
জিপ্সম্	১১২ ,, ,,	ভেনাডিয়াম্	২,৬৭ ,, ,,
বক্সাইট	২৬ ,, ,,	সীসা	১,০৭ ,, ,,
পাইরাইট	৩৮ ,, ,,	ম্যাগনেসাইট	১০,০০ ,, ,,

খনিজ তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি

পূর্বে আসামের ডিগবয়ই ছিল ভারতের একমাত্র তৈল খনি অঞ্চল। ঐ স্থানের খনি হইতে বৎসরে গড়ে মাত্র ৮½ কোটি গ্যালন তৈল পাওয়া যাইত। এক্ষণে আসামের নাহারকাটিয়া এবং গুজরাটের কাম্বে ও আঙ্কেলশ্বর অঞ্চলে নূতন তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। নূতন তথ্যাদি সংগৃহীত ও নূতন খনিঅঞ্চল আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভারতে মজুত খনিজ তৈলের পরিমাণ ৪ কোটি ৮১ লক্ষ মেট্রিক টন বলিয়া বর্তমানে অনুমিত হইতেছে। নাহারকাটিয়া অঞ্চলের তৈল শোধনের জন্য আসামের নূনমাটি নামক স্থানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হইয়াছে। বিহারের বারুণীতে আর একটি শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতে সরকারী তৈলখনি ও শোধনাগার পরিচালনার জন্য ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ভারতে ১৯৬০-৬১ সালে ২ লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন

(১৯৬০ সালের বিবরণ)

	উৎপাদন (হাজার টন)	মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)		উৎপাদন (হাজার টন)	মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)
কয়লা	৫,১৮,১০	১০৮,৯৫	বক্সাইট	৩,৭৭	৪২
লৌহ	১,০৫,২০	৭,৭০	ম্যাগনেসাইট	১,৫৪	২৭
ম্যাঙ্গানীজ্	১১,৬০	৮,১৮	জিপসম্	৯,৮২	৬৩
চূনাপাথর	১,২৫,৩০	৫,৬২	সীসা	৬	২২
ক্রোমাইট	৯৯	৫৭	জিঙ্ক	১০	২৫
ইলামনাইট	২৪৬	১৪৭	তাম্র	৪৪১	২৩৭

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী ক্রেডিট

॥ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ॥

ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রণালীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোটামুটি কাজ :—(১) কারেন্সী বা নোট প্রচলন করা। এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই একচেটিয়া অধিকার আছে। (২) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা। সরকারের যাবতীয় ব্যাঙ্কিং-এর কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করে। (৩) দেশের ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা। যাবতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও স্থির আমানতের ২ ভাগ জমা রাখিতে হয়। (৪) টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষা করা। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হইবার পর হইতে উক্ত অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী এ কাজ করা হয়। (৫) অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ। সাপ্তাহিক ও মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ কার্য সম্পাদন করে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কিং, কারেন্সী ও সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বার্ষিক বিবরণীও প্রকাশ করে। (৬) কৃষি ঋণ প্রদানে সহায়তা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগের মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়।

কারেন্সী প্রচলন : দেশের অর্থনীতি যাহাতে সুস্থিত অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য দেশের টাকার বাজারকে সব সময় সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিতে হয়। এই দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ—এই উভয়বিধ উপায়ের দ্বারা ইহা সাধন করে।

কারেন্সী প্রচলনের কাজ ১৯৩৪ সালে বিধিবদ্ধ কারেন্সী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, নোট প্রচলনের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি রাখিবে, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ সোনা ও স্টার্লিং সিকিউরিটিতে রাখিতে হইবে। ইহার জন্য সোনার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল প্রতি তোলা ২১·২৪ টাকা। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কারেন্সী আইনের

যে সংশোধন হয়, তাহাতে নোট প্রচলনের বিপক্ষে সংরক্ষিত সম্পত্তি হিসাবে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ১১৫ কোটি টাকার সোনা রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার জন্য সোনার মূল্য নির্দিষ্ট হয় তোলা প্রতি ১২০·৫০ টাকা। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে কারেন্সী আইনের আরও একটি সংশোধন হয়। ইহা দ্বারা সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ কোটি হইতে ২০০ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে নোট প্রচলনের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা। যুদ্ধান্তে (আগস্ট ১৯৪৫) ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪৩ কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে ইহার পরিমাণ ছিল ১৩৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০৫ কোটি টাকা। ১৩৬৮ সালের শেষে (১২ই এপ্রিল ১৯৬২) ইহার পরিমাণ ছিল ২১৬২ কোটি টাকা। উক্ত তারিখে ইহার বিপক্ষে রাখা হইয়াছিল—স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিণ্ড ১১৭·৭৬ কোটি টাকা, স্টার্লিং সিকিউরিটি ১১৮·০১ কোটি টাকা, রৌপ্য মুদ্রা ১১৮·০১ কোটি টাকা, ও সরকারী ঋণপত্র ১৮১২-০৯ কোটি টাকা। সরকারী ঋণপত্রের অধিকাংশই ছিল ট্রেজারী বিল।

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু কারেন্সী প্রচলন করে না, ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণও করে। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য—মরশুমের সময় যখন দেশের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন থাকে, তখন তাহা সরবরাহ করা ও যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন সঙ্কোচ সাধন করা। ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রণালীর শীর্ষস্থানে থাকিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ বাণিজ্যক এই উদ্দেশ্য ব্যঙ্কসমূহের মাধ্যমে সাধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের রোক টাকার সঙ্কোচ ও প্রসার সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রেডিট-নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন "খোলা বাজার" হইতে কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী কিনিতে থাকে, এবং যখন মনে করে যে, উপস্থিত তাহাদের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকিবার প্রয়োজন নাই, তখন "খোলা বাজারে" কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী বেচে। (বর্তমানে "খোলা বাজারে" কেনা-বেচা দ্বারা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একপ্রকার বন্ধই রাখিয়াছে)। বর্তমানে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "বিল মার্কেট" স্থাপন দ্বারা ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিল বাট্টা করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে প্রয়োজনের সময় টাকা দাদন দিয়া সাহায্য করিতেছে। এই দাদনের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা

৩৲ টাকা হারে সুদ গ্রহণ করিত। ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ হইতে এই সুদ-হার বর্ধিত করিয়া ৩।০ করা হইয়াছিল। পরে ১৯৫৬ সালের ২১শে নভেম্বর হইতে ইহা বর্ধিত করিয়া ৩৸০ করা হইয়াছিল। শেষে ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইহা ৪৲ টাকা করা হইয়াছে। এখন এই হার ৫৲ টাকা আছে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত দাদনের বকেয়া অংশ ১৯৫১-৫২ সালের শেষে ছিল ৫৪·১৩ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে ৬৫·০৮ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ১০৩·১৬ কোটি টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে ৪২·০০ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে ৬১·৮৬ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষে ৭৯·৪৪ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ছিল ৯৫·৫৩ কোটি টাকা ও ১৯৬১-৬২ সালের শেষে ছিল ৫৩·২১ কোটি টাকা।

ইহা ব্যতীত ইদানিং কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে ফাটকা-জনিত দাদন দিতে নিবারণ করিয়াও ক্রেডিট সঙ্কোচ সাধন করিতেছে। ফাটকা জনিত শেয়ার কেনা-বেচার বিপক্ষে দাদন নিবারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালে কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। ইহা ব্যতীত বর্তমানে চাউল, গম ও চীনাবাদাম সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ জারি করা আছে। ১৯৬১ সালে ক্রেডিট সঙ্কোচ সম্পর্কিত পূর্ব বৎসরে জারি করা নির্দেশসমূহ কিছু শিথিল করা হয়।

॥ স্টেট ব্যাঙ্ক ॥

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই এদেশে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর, যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কাজ করিতে সুরু করে। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে স্টেট ব্যাঙ্কের ৯৫৬টি শাখা আছে। গ্রামের টাকার বাজারকে সংগঠিত টাকার বাজারের মধ্যে আনিবার ভার স্টেট ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

॥ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং ॥

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ভারতে মোট ৮৩টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে ৬৮টি ভারতীয় ও ১৫টি বৈদেশিক। উক্ত তারিখে অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২১৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মোট ৫,১৩৫টি শাখা ছিল তন্মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের ৯৫৬টি, স্টেট ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য তপশীলভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ৩,৪১০টি, তপশীলভুক্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের ৭৭টি, ও অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ৬৯২টি শাখা অফিস ছিল।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ১৯৪৯ সালে বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কিং আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। (১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে ইহার সংশোধন হইয়াছে)। এই আইনের বিশেষ ধারাগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য :—(১) প্রাপ্ত মূলধন গৃহীত মূলধনের অর্ধেকের কম হইবে না। (২) সংরক্ষিত ভাণ্ডার প্রাপ্ত মূলধনের সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর লাভের শতকরা ২০ ভাগ সংরক্ষিত ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। (৩) প্রতি ব্যাঙ্ককে চলতি ও স্থির আমানতের অন্ততঃ ২০ শতাংশ সোনা, অনুমোদিত সিকিউরিটি বা রোক টাকায় রাখিতে হইবে। (৪) মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাঙ্ক-সমূহ অন্য কারবারে লিপ্ত থাকিতে পারিবে না।

ইদানিংকালে কারেন্সী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কারবারের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ১৩৬৮ সালের শেষে (১৩ই এপ্রিল ১৯৬২) তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি আমানতের পরিমাণ ৯২৩·১৭ কোটি টাকা ও স্থির আমানতের পরিমাণ ১২০৩·০২ কোটি টাকা ছিল। উক্ত তারিখে তপশীল ব্যাঙ্কসমূহের হাতে রোক টাকা ছিল ৫০·০৯ কোটি টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ছিল ৭৯·৮৮ কোটি টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ছিল ১৭·৫৭ কোটি টাকা, তলবী ঋণে নিযুক্ত ছিল ৪৬·৩১ কোটি টাকা, শেয়ার ও সরকারী ঋণপত্রে বিনিযুক্ত ছিল ৫৮৮·৪৭ কোটি টাকা, দাদনে নিযুক্ত ছিল ১১৮৯·৫৮ কোটি টাকা ও ক্রীত বা বাট্টাকৃত বিলে নিযুক্ত ছিল। ২২৮·০০ কোটি টাকা।

আমানতকারীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ১৩৬৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ডিপজিট ইন্স্যুরেন্স করপোরেশন নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য আমানত প্রতি ১৫০০৲ টাকা পর্যন্ত বীমা করা।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাদনের হিসাব

প্রধান প্রধান পণ্যের বিপক্ষে ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের দাদনের ১৩৬৬ সালে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

পণ্য	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯	ফেব্রুয়ারী ১৯৬০	ফেব্রুয়ারী ১৯৬১	ফেব্রুয়ারী ১৯৬২
ধান্য ও চাউল	১০.২০	৯.৩৪	১৪.২৩	১৫.৫০	১৮.৭১
গম, ছোলা ইত্যাদি	৬.৬৩	৮.৪৩	৭.৫৫	৮.১৮	১১.৭৫
চীনা বাদাম	১১.৩০	২৩.১৯	১৪.৭৬	১৫.০৬	১৮.০৩
তৈল বীজ	৯.৭৩	১১.৫৫	১১.২১	৭.৮৬	৭.৯১
পাট	১৮.৮৭	১২.৪৪	১২.২২	২১.৮০	২০.৯৭
তূলা ও কার্পাস	৭১.০৯	৫০.১২	৪৩.০১	৯০.৫২	৭৩.৬৬
চামড়া	৫.৮০	৫.৪১	২.৩৮	৫.৯৭	৬.২১
লঙ্কা ও অন্যান্য মশলা	২.৭৮	২.৬৭	৪.৮০	৪.৭৭	৪.৬৩
কাজু বাদাম	২.৩৩	২.৫৮	২.৯৬	৩.৯১	২.৮৩
চা, কফি প্রভৃতি	২৯.৯১	৩৫.১৪	৩১.৩৯	৪০.২৮	৪১.৯৬
বস্ত্র ও সূতা	১০৭.৩০	১০০.৪৩	৮৪.৩১	১১১.৪৮	১২০.৯৪
চট ও থলিয়া	১৫.৯৫	১৯.৭০	১০.৯৯	২২.৬০	২২.৭৯
রেশমী ও পশমী বস্ত্র	১৪.৩১	১১.১১	২০.৫৮	১৮.১৯	২৩.১৩
চিনি ও গুড়	৪৪.৮৫	৩৬.৫৪	৫৩.২৬	৭৩.৩৩	৮৬.৬৫
রাসায়নিক ও ঔষধ	১৬.৭৫	১৬.০৯	১২.৭৫	২৬.৪৬	৩৩.৭২
লৌহ ও ইস্পাত	৯০.৪৭	৯৯.৪৫	৭৮.৫৫	১৫৩.৭১	১৭৬.৬১
অন্যান্য ধাতব পদার্থ	১০.৪৮	১২.২০	১১.৭১	২০.২৫	২১.০০
কয়লা ও খনিজ	৯.১৬	১০.৬৪	৯.৪০	১৪.২৪	১৫.৪১
সরকারী ঋণপত্র	৪৪.২৬	৪৬.২০	৪৪.৬৬	৪৫.৭৪	৩৩.৯০
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার	৭৪.৩০	৮০.৯০	৮৭.৪৮	১০১.৪৭	১০৭.৪৬
সোনা ও রূপা	১.৯১	২.৫৪	৩.৩৮	৩০.৭৯	৪১.২১
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি	৩৩.৪২	৩৩.৬৫	৩৩.৭৪	৪৮.৮২	৬৫.৮১
বিবিধ	৬২.৩৪	৭৮.৬৬	৭৪.৯২	১০১.০৮	
মোট	৭৬১.৯১	৭৮০.৭৯	৭৩৭.৮২	১০৮১.৯৬	১১৭০.০৩

টাকার সরবরাহ

গত কয়েক বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে গত সালে জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা প্রচারিত ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	কারেন্সী	আমানত	মোট অর্থের যোগান	প্রতি সালে বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৯৫১-৫২	১৫০৫·২২	৫৮৭·৭২	১৮০০·০৩	−১৬৩·২৫
১৯৫৫-৫৬	১৫০৫ ২২	৬৭৯·২৩	২১৮৪·৫২	+২৬২·৭৯
১৯৫৬-৫৭	১৫৫৬·৫০	৭৫৬·৩৯	২৩১২·৮৯	+১২৮·৪৩
১৯৫৭-৫৮	১৬০৭·১৩	৭৮২·২২	২২৮৯·৩৫	+ ৭৬·৭৪
১৯৫৮-৫৯	১৭২৫·৩৬	৭৭৪·২৩	২৪৯৯·৫৯	+১১০·২৫
১৯৫৯-৬০	১৮৬২·৭২	৮৪০·৪১	২৭০৩·১৩	+২০৩·৫৪
১৯৬০-৬১	২০২৭·০৪	৮৮৩·৮৫	২৯১০·৮৯	+২০৭·৭৬
১৯৬১-৬২	২১২১·১৯	৯৫৮·৪৪	৩০৭৯·৬৩	+২০৭·৭৬

নোট প্রচারের জন্য ট্রেজারী বিল বিক্রয়

নোট প্রচারের জন্য গত কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

সাল	রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রয় বিল	বকেয়া বিলের প্ররিমাণ
১৯৫১-৫২	১৩৩৫·৫০	৩১৪·৩৪
১৯৫৫-৫৬	১৯৯৪·০৯	৫৯৫·২৫
১৯৫৬-৫৭	২৭৩৭·৫৮	৮৩৫·৭০
১৯৫৭-৫৮	৪২৩৬·৬৫	১২৯৫·১২
১৯৫৮-৫৯	৪৬৪৪·৫৬	১২২৫·৩২
১৯৫৯-৬০	৫০ ১·৮৭	১২৯৭·৬০
১৯৬০-৬১	৪৫৫২·৯২	১,১০৬·৩০
১৯৬১-৬২	৪২৭০·২২	১,১৭৪·৯৮

কারেন্সী প্রচলন

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	প্রচলিত নোট	ব্যাঙ্কে রক্ষিত নোট	স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণমুদ্রা	বৈদেশিক সিকিউরিটি	রৌপ্য মুদ্রা	সরকারী ঋণপত্র
১৯৫১-৫২	১১৪১·১১	৩৫·৮২	৪০·০২	৬০৩·১৫	৬৯·১৩	৪৬৪·৬৪
১৯৫৫-৫৬	১৪৬৬·৬৪	১১·৭৭	৪০·০২	৬৫৬·৪২	১০৩·১৬	৬৭৮ ৮২
১৯৫৬-৫৭	১৫২৬·০৯	১১·৭৭	১১৬·৭৬	৪১২·৫২	১২২·৬১	৮৮৪ ৯৭
১৯৫৭-৫৮	১৫৭৯·১৩	১০·২১	১১৭·৭৬	১৭১·১৯	১২৯·২৯	১১৭১·১০
১৯৫৮-৫৯	১৭০১·৫৩	১৫·৬০	১১৭·৭৬	১৭৮·০১	১৩০·০৯	১২৯১·২৬
১৯৫৯-৬০	১৮৪৪·৯০	২১·৯৪	১১৭·৭৬	১৬৩·০০	১২৪·১৪	১৪৬১·৯১
১৯৬০-৬১	১৯৮৪·৭৪	৭·৮৪	১১৭·৭৬	১২৩·০১	১১৯·৬২	১৬৩২·২০
১৯৬১-৬২	২০৭০·৩০	২৫·৩৭	১১৭·৭৬	১১৩·৮৬	১১৬·৯১	১৭৪৭·৪১

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	চলতি আমানত	স্থির আমানত	রোক টাকা *	দাদন	বিনিয়োগ
১৯৫১-৫২	৫৬৭·২০	২৮১·০৫	৭৮·৭৫	৫৮০·৪৫	২৯৬·০৫
১৯৫৫-৫৬	৬৫৫-৬৭	৪১৫·৩৫	৮৪·৭৩	৭৬১·২৫	৩৫৯·৯০
১৯৫৬-৫৭	৭১১-৮৮	৪৭৩·৬৬	৮৮-২৬	৯০০·০৪	৩৪৭·১৮
১৯৫৭-৫৮	৭৪৫·৯৪	৭৩৫·৪৫	১০৫·০৪	৯৬২·৭৩	৪৪০·৪৫
১৯৫৮-৫৯	৭৩৩·৬২	৯৩৪·৪৪	১০৭·৭৬	১০১৩·৬৭	৬১৩·৩৭
১৯৫৯-৬০	৭৯৩-৯৫	১১৪১·১৯	১৫২·৯১	১১২৭·৮৮	৭১৪·৭৩
১৯৬০-৬১	৮৪১·৫২	১০৭৪·১৫	১১৬·৫৮	১৩৩৬·৭৭	৫৫৮·৫৮
১৯৬১-৬২	৯১৫·৫১	১১৭২·৯০	১২৩·৪৬	১৪১৯·৩০	৬০১·৩৯

*রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকা সমেত

চেক নিকাশের খতিয়ান

সমগ্র ভারতে ও প্রধান চারটি শহরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত নিকাশ-ঘর (ক্লিয়ারিং হাউস)-সমূহের মাধ্যমে গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ মূল্যের চেক ভাঙ্গানো হইয়াছে তাহা নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

বৎসর	সমগ্র ভারত	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	নয়াদিল্লী
১৯৫১-৫২	৭,৮৭৯	৩,২৫৫	৩,০৩৯	৪৭৫	৫৯
১৯৫৫-৫৬	৭,৯৫৬	৩,১১৪	৩,০৭১	৪২৭	১৩১
১৯৫৬-৫৭	৮,৭৩০	৩,১৩৮	৩,৩১৩	৫১৩	২৪৭
১৯৫৭-৫৮	৮,৯৬২	৩,০৯২	৩,৪২৮	৫১৫	৩২৬
১৬৫৮-৫৯	৯,৭৭৪	৩,৩০৭	৩,৭২৪	৫২২	৩৭২
৯৯৫৯-৬০	১০,৯৯৯	৩,৫৫৭	৪,১৭১	৬২০	৪৪৮
১৯৬০-৬১	১২,৫৫০	৪,১৮২	৪,৫১৫	৬৬৫	৫৯৪
১৯৬১-৬২	১৩,৬০২	৪,২৪৯	৪,৯৫১	৭১২	৬২৬

টাকার বাজারে স্থদের হার

ভারতে টাকার বাজারে গত কয় বৎসরের স্থদের হার নীচে দেখান হইল :

স্থান	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
	%	%	%	%
কলমনি—কলিকাতা	১—৪ ৫/৮	৩/৪—৪ ১/২	৩·৫০—৫·১১	৪·১৪
„ —বোম্বাই	১—৪ ৭/১৬	৩/৪—৪	৩·৫০—৫·২৫	৪·২৪
„ —মাদ্রাজ	১ ১/২—৪ ১৫/১৬	১ ১/২—৪	৩·০১—৪·৯১	৪·০৭
আমানত-৩ মাসের মেয়াদী				
„ „ „ বোম্বাই	২ ১/৪—৪ ১১/১৬	২ ৩/৪—৪	৩·০০—৩·৫০	৩·০১
„ „ „ কলিকাতা	১ ১/২—৪ ৫/৮	২ ১/২—৪	২·৭৫—৩·৫০	৩·১৯
„ „ „ মাদ্রাজ	১ ১/২—৫	২ ৩/৪—৪	২·৭৫—৩·৫০	...

টাকার বাজারে স্থদের হার

স্থান	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
আমানত—৬ মাসের মেয়াদী	%	%	%	%
„ „ „—বোম্বাই	২—৪ ১১/১৬	২ ৩/৪—৪	২.৭৫—৩.৫০	৩.২৬
„ „ „—কলিকাতা	১—৪ ৭/৮	২ ১/২—৪	২.৫০—৩.৪৮	৩.২৫
„ „ „—মাদ্রাজ	২—৪ ১/২	২ ১/২—৪	২.৭৫—৩.৫০	৩.২৫
বাজারে হুণ্ডী ভাঙাইবার দর				
„ „ „—কলিকাতা	৯—১১ ১/৪	৯—১০ ১/২	৯ ১/২—১২ ১/২	৫ ১/৪ হইতে ৬ ১/২
„ „ „—বোম্বাই	৮ ১/৪—১০ ১/২	৯—১১ ১/৪	৯—১২	
„ „ „—মাদ্রাজ	১২—১২ ২৭/৩২	১২—১২ ২৭/৩২	১২—১৩ ৯/১০	
ব্যাঙ্ক রেট	৪	৪	৪	৪

স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয়

বিনিময়ের সমতা রক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয় বৎসর কি পরিমাণ স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে, তাহা নীচে দেখান হইল ঃ

(হাজার পাউণ্ডে লিখিত)

ফরওয়ার্ড	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
ক্রয়	৪২,০২২	৪৪,২২৬	৩৪,২৩৬	২০,২৯৫	৪৫,১৮৪
বিক্রয়	২৯,৫২৫	১৭,৬১০	৩৫০	১,৬০০	১,৫৬০
নীট ক্রয়	১২,৪৯৭	২৬,৬১৬	৩৩,৮৮৫	১৮,৬৯৫	৪৩,৬২৪
ডেলীভারী যুক্ত					
স্পট ক্রয়	২,৮০০	১২,০৪৬	২৩,৯৯৯	৯,৮৩৪	২,৪২৫
স্পট বিক্রয়	১,২৯,২৯৮	৩৮,৩৬৭	১৮,২২৭	৬০,৮৬২	৭৮,৬৪৯

বৈদেশিক মুদ্রার সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য গত কয় বৎসর কিরূপ ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল :

দেশ	মুদ্রা	জানুয়ারী ১৯৫৮	জানুয়ারী ১৯৫৯	জানুয়ারী ১৯৬০	জানুয়ারী ১৯৬১	মার্চ ১৯৬২
		(প্রতি ১০০ বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য টাকায় লিখিত)				
কানাডা	ডলার	৪৮৪।/৫	৪৯৪॥৵৫	৫০৩.২০	৪৮২.৭০	৪৫৫.৩৬
হংকং	,,	৮২ৼ৵১০	৮২ৼ৵১০	১১৯.৪০	১১৯.৪০	১২০.০৪
মালয়	,,	১৫৫ৼ৵১০	১৫৬॥১০	৬৩.৭০	৬৩.৮০	৬৩.৯৫
ফিলিপাইন	পেশো	২৩৮॥০	২৩৯/০	২৩৯.২০	২৩৯.২০	...
যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	৪৭৫ৼ/১০	৪৭৬ৼ৵১৫	৪৭৭.৪৬	৪৭৬.৯৭	৪৭৫.৫২
ব্রহ্ম	কায়াট	১০০/০	১০০।/০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৭০
সিংহল	রুপি	১০০।৶/১০	১০০।৶/৫	৯৯.৫০	৯৯.৫০	৯৯.৫০
পূঃ আফ্রিকা	শিলিং	৬৭৵০	৬৭৵০	৬৭.১৩	৬৭.১৩	৬৭.১৩
মিশর	প্রতি পাঃ	১৩ৼ/১০	১৩ৼ/০	১৩.৮১	১৩.৮১	১৩.৮১
ইরাক	দীনার	১৩৩৮৲	১৩৩৮৲	১৩৩৮.০০	১৩৩৮.০০	১৩৩৮.০০
পাকিস্তান	রুপি	৯৯ৼ৶০	১০০।/১৫	৯৯॥৵০	৯৯.৬০	৯৯.৬০
যুক্তরাজ্য	প্রতি পাঃ	১৩।/৫	১৩।/৫	১৩।/৫	১৩।/৫	১৩।/৫
		(প্রতি ১০০ ভারতীয় টাকার মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায়)				
বেলজিয়াম	ফ্রাঙ্ক	১০৩৯$\frac{২৭}{৩২}$	১০৪৩$\frac{২৯}{৩২}$	১০৩৯.৬৭	১০৪০.০০	১০৪২.৭২
ডেনমার্ক	ক্রোনার	১৪৪$\frac{৭}{১৬}$	১৪৪$\frac{১}{২}$	১৪৪.২৪	১৪৪.০০	১৪৪.৫৯
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	৮৩৫৬$\frac{২}{১৬}$	১০২$\frac{৭}{১৬}$	১০২.২৯	১০২.৩৭	১০২.৯২
ইতালী	লীর	১৩০৫৪$\frac{১৩}{১৬}$	১৩০১৮$\frac{১৩}{৩২}$	১২৯৫৩.৭৫	১২৯৮৫.০০	১৩০২৩.৪০
নেদারল্যাণ্ডস্	গিলডার্	৭৯	৭৮$\frac{২৯}{৩২}$	৭৮.০৮	৭৮.৯৫	৭৫.৮০
নরওয়ে	ক্রোনার	১৪৯$\frac{৩}{৮}$	১৪৯$\frac{১৩}{৩২}$	১৪৯.৪৩	১৪৯.৪৫	১৪৯.৭০
সুইডেন	,,	১০৮$\frac{৩}{১৬}$	১০৮$\frac{৫}{১৬}$	১০৮.২৪	১০৮.২৬	১০৮.২৪
সুইটজারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক	৯১$\frac{১}{২}$	৯০$\frac{১}{৪}$	৯০.৩৬	৯০.১৪	৯১.১৪
পশ্চিম জার্মানী	মার্ক	৮৭$\frac{২৭}{৩২}$	৮৭$\frac{১৫}{৩২}$	৮৭.১০	৮৭.৩০	৮৩.৯৪
জাপান	ইয়েন	...	...	...	...	৭৬১৮.৬৪

স্বল্প সঞ্চয় অভিযান

স্বল্প সঞ্চয় অভিযানের গত ৫ বৎসরের ফলাফল নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
পোঃ আঃ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	+১৩.০১	+২০.০৩	+৩৭.০৯	+২৭.৫৮
ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট	−২৫.৭৭	−২০.৮১	−১৭.৪৯	−১৫.৭৫
ট্রেজারী সেভিংস্ ডিপজিট্	+ ৫.২০	+ ৯.১৯	+১৫.৫৮	+১৬.০১
ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট	− ২.১০	− ১.২৩	− ১.৪৩	− ১.০৫
" (১২ বৎসরের মেয়াদী)	+৮১.০৫	+৩৮.৮৫	+৬৫.৬২	+৬১.২৭
পোঃ আঃ ক্যাশ সার্টিফিকেট (বঃ)	−৪০.৬৭	+৪১.৩৫	−৪২.০০	−৪২.৪৬
১৫ বৎসরের এন্যুইটি	+ ০.৫৪	+ ০.৫১	+ ০.৪৮	+ ০.২৫
অন্যান্য খাতের বিক্রয় সহ মোট	+৭১.৯৮	+৭৬.০৭	+৯৭.৮১	+৭৯.৩২

সোনা রূপার দাম

সোনা রূপার গত কয়েক বৎসরের উচ্চতম ও নিম্নতম দাম নীচে দেখান হইল :

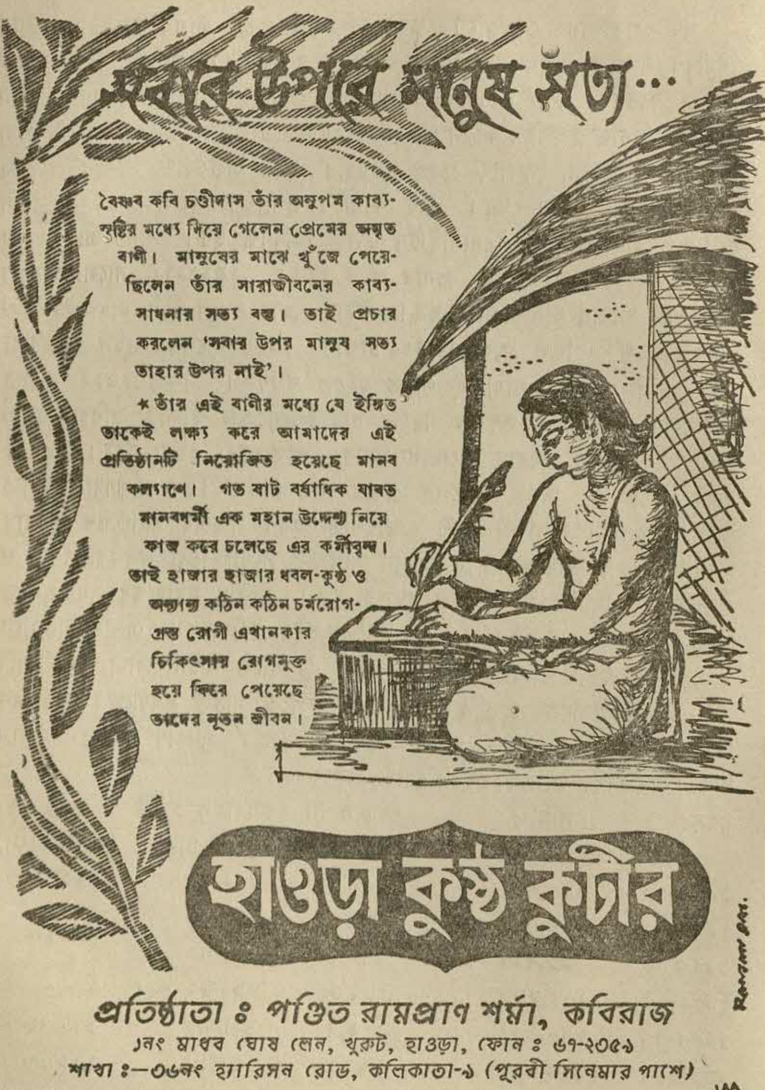
বৎসর	(সোনা প্রতি ভরি) উচ্চতম	নিম্নতম	গিনি মুদ্রার দাম	(রূপা প্রতি ১০০ ভরি) উচ্চতম	নিম্নতম
১৯৫১-৫২	১১৮৷৷৵০	৭৯৷৷০	৭৬৵১০	২০৭৷০	১৪২৲
১৯৫২-৫৩	৯৫৸৵০	৭৭৷৴০	৬১৷১০	১৭৪৸০	১৪১৸০
১৯৫৩-৫৪	৯৩৷৵০	৭৯৷৷০	৫৭৷৵০	১৬৭৸৵০	১৪৮৸৵০
১৯৫৪-৫৫	৯৫৷৵০	৮৩৲	৫৮৷৶১০	১৭৩৸৵০	১৪০৸৶০
১৯৫৫-৫৬	১০৭৴	০৮৯৷৵০	৬১৷১৫	১৮৩৸৴০	১৫৪৸০
১৯৫৬-৫৭	১০৯৷৷৵০	৯৮৶০	৬৭৷৷৴৫	১৮৭৷৶০	১৬৮৷৷৶০
১৯৫৭-৫৮	১১৪৷৵০	১০৪৷৷০	৭০৷৵৫	১৯৩৸০	১৭৭৶০
১৯৫৮-৫৯	১২০৷৷০	১০৪৶০	৭২৴০	২০২৲	১৭৮৷৶০
১৯৫৯-৬০	১১৫.৪২*	১০১.২২*	৮০.১০	১৮৭.১২*	১৬৪.৫০*
১৯৬০-৬১*	১২৪.৪০	১০৭.১২*	৮৯.০৫	২০৯.৩০*	১৮১.০০*
১৯৬১-৬২	১২৬.০০	১১৫.৮৫	৯৫.৯৮	২১৯.৬৫	১৯৫.৯৫

* সোনার মূল্য ১০ গ্রাম প্রতি, ও রূপার মূল্য এক কিলোগ্রাম প্রতি।

সমবায় (কো-অপারেটিভ)

গত শতাব্দীর শেষভাগে কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা লাঘব করিবার উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডারিক নিকলসনকে নিযুক্ত করেন। কৃষকদের সুলভে ঋণ সরবরাহের জন্য নিকলসন সমবায় প্রথা প্রচলন করিবার সুপারিশ করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন ভারতে সমবায় প্রথা প্রচলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার এডওয়ার্ড ল-এর নেতৃত্বে একটি কমিটির উপর দেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমবায় প্রথা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। ১৯১১-১২ সালের মধ্যে ৮,১৭৭টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪,০৩,৩১৮ ও কর্মবাহক পুঁজি ছিল ৩,৩৫,৭৪,১৬২ টাকা। ১৯০৪ সালের আইন অনুযায়ী মাত্র ঋণদান সমবায় সমিতিই গঠিত হইতে পারিত। কিন্তু ১৯১২ সালের সংশোধিত আইনে অ-ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকেও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহার পর সমবায় অন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। গ্রামে এবং শহরে এই উভয় অঞ্চলেই প্রসার লাভ করে। কিন্তু অ-ঋণদান সমিতি অপেক্ষা ঋণদান সমিতিই বেশী প্রভাবশালী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় সময় (১৯৩৯) ভারতের কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৭·৭ ও অ-ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল শতকরা ৯·৫। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে কিন্তু অ-ঋণদান সমিতিগুলিও খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎপাদিত মাল বিক্রয়, উৎপাদন বন্টন, বীমা, গৃহনির্মাণ ও বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কেও এগুলি গঠিত হইতেছে। সমবায় প্রথার বর্তমান অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে—

বৎসর	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা (লক্ষ)	কর্মবাহক পুঁজি (কোটি টাকা)	প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	১৮৫,৬৫০	১৫৬·৮৪	৩০৬·৩৪	২৭৩·১৮
১৯৫২-৫৩	১৮৯,৪৩৬	১৬৩·৭৮	৩২৭·১০	
১৯৫৩-৫৪	১৯৮,৫৯৮	১৭৩·২৫	৩৫১·৭৯	
১৯৫৪-৫৫	২১৯,২৮৮	১৮২·৯৯	৩৯০·৫২	
১৯৫৫-৫৬	২৪০,৩৯৫	১৭৬,২২	৪৬৮·৮২	১৪০·৭৮
১৯৫৬-৫৭	২৪৪,৭৬৯	১৯৩·৭৩	৫৬৭.৬৭	১৭৩·১৬
১৯৫৭-৫৮	২৫৭,৮২২	২১৪·৩৫	৬৯৬·১৭	২০২·২৫
১৯৫৮-৫৯	২৮৩,৯৭১	২৪৭·৬১	৮৭৯·৫৯	২৬০·১৯


সবার উপরে মানুষ সত্য...
বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর অনুপম কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গেলেন প্রেমের অমৃত বাণী। মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সারাজীবনের কাব্য-সাধনার সত্য বস্তু। তাই প্রচার করলেন 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'।
*তাঁর এই বাণীর মধ্যে যে ইঙ্গিত তাকেই লক্ষ্য করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়োজিত হয়েছে মানব কল্যাণে। গত ষাট বর্ষাধিক যাবত মানবধর্মী এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে এর কর্মীবৃন্দ। তাই হাজার হাজার ধবল-কুষ্ঠ ও অন্যান্য কঠিন কঠিন চর্মরোগ-গ্রস্ত রোগী এখানকার চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়ে ফিরে পেয়েছে তাদের নূতন জীবন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া, ফোন : ৬৭-২৩৫১
শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমিতির সংখ্যা ১৯,৭৬৪ ; সদস্য সংখ্যা ১৮,৭৮,০১৬ ; প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২১'৭৯ কোটি টাকা ও কর্মবাহক পুঁজির পরিমাণ ৪৫'৫৯ কোটি টাকা।

১৯৫৮ সালের জুন মাসের শেষে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৬,৬৬,৫৪৩ ও উহাদের সদস্য-সংখ্যা ও কর্মবাহক পুঁজি যথাক্রমে ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ ও ১৩৩'৭৫ কোটি টাকা। উক্ত সমিতিসমূহের মোট ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৯৬'০৫ কোটি টাকা। উক্ত বৎসর অ-কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ৩৭,৭৪৮ ও উহাদের সদস্য সংখ্যা ও কর্মবাহক পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩,৯৫,০৪৭ ও ১৪৩'৮৬ কোটি টাকা। এই সকল সমিতির ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৭৬'১০ কোটি টাকা।

গ্রামের অর্থ সংস্থায় সমবায় ঋণসমিতিগুলির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গ্রাম্য প্রাথমিক সমবায় ঋণসমিতিগুলির সঙ্গতি খুবই সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসরই অনাদায়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে অনাদায়ের পরিমাণ ছিল ৫৯'৮৪ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে ইহা পৌছায় ১০৭'১০ কোটি টাকায়।

সাম্প্রতিক কালে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষির জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছে। গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য কবিয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল ঃ

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	নূতন	বকেয়া
১৯৫১-৫২	১১'২৯	৭'৮১
১৯৫২-৫৩	১০'৪৮	৬'৮৩
১৯৫৩-৫৪	১৪'৩২	৮'৫২
১৯৫৪-৫৫	১৭'৬৯	৯'৪০
১৯৫৫-৫৬	২৩'৮৮	১২'৯৮
১৯৫৬-৫৭	৩১'৯৫	২২'২৮
১৯৫৭-৫৮	৫৭'১২	৩৫'১১
১৯৫৮-৫৯	৭৫'২৮	৪৯'৪৪
১৯৫৯-৬০	১০০'৬৫	৭৪'৫৪
১৯৬০-৬১	১৪৬'৬৬	৮৯'৪০
১৯৬১-৬২	১৯২'৯২	১২২'৮০

কিন্তু কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ নগণ্য মাত্র। এইজন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয়করণ করিয়া তাহার শাখা-প্রশাখা গ্রামে স্থাপনপূর্বক, প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য "রুরাল ক্রেডিট সারভে কমিটি" সুপারিশ করিয়াছিলেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করিয়া রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্তে আসিবার পর হইতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বহু শহরে নূতন শাখা স্থাপন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সরকারী ট্রেজারীগুলিকে স্টেট্, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখায় পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সকল শাখা কিন্তু এখনও গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ভারতে সমবায় প্রথা তিন স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিস্বরূপ গ্রামে বা অঞ্চল বিশেষে যে সমিতিগুলি আছে সেগুলিকে "প্রাথমিক সমিতি" বলা হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলির উপরে "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক"। কয়েকটি গ্রামের প্রাথমিক সমিতিগুলি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কাজ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করা, কিন্তু ইহা ব্যতীত ইহারা অন্যান্য ব্যাঙ্কিং কাজও করে। যেমন—ইহারা আমানত গ্রহণ করে, চেক্, বিল, হুণ্ডী ইত্যাদি ভাঙায়, ড্রাফট্ ও হুণ্ডী বেচে, মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে ও সিকিউরিটি বিক্রয় করে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে মোট ৪১৮টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৭,০০০ ব্যক্তি, ও ১৭৬,০০০ সমিতি এবং কর্মবাহক মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৪৭ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৯·৮৭ কোটি টাকা। আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৩২·৬০ কোটি টাকা ও অনাদায় ছিল ১০৭·৯৬ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উপরে প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া প্রাদেশিক বা "রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক" আছে। ইহাদের প্রধানতম কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থ সাহায্য করা ও তাহাদের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করা। ইহা ব্যতীত রাজ্য ব্যাঙ্কসমূহ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজও করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক"গুলির মাধ্যমেই সমবায় সমিতিগুলিকে কৃষিঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ঃ প্রধানতঃ যে সকল সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় সংগৃহীত হয় সে গুলি :—(১) আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, (২) কৃষি ব্যতীত অন্য আয়ের উপর আয়কর, (৩) কর্পোরেশন ট্যাক্স, (৪) উৎপাদন শুল্ক, (৫) মৃত্যু কর, (৬) অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড কর, (৭) বোনাস-শেয়ার কর, (৮) মূলধন-সম্ভূত কর, (৯) সম্পত্তি কর ও (১০) দান কর। এই সকল আয়ের সূত্র সংবিধান সম্মত। ইহা ব্যতীত আয়ের সূত্র হিসাবে সংবিধানে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি—পরিবাহিত দ্রব্য-সামগ্রী ও যাত্রীদের উপর প্রান্তীয় কর; রেলপথের ভাড়া ও যাত্রীদের উপর কর; স্টক্ এক্সচেঞ্জ ও ফিউচার মার্কেটের লেনদেনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি ব্যতীত কর; বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক্, প্রমিসরি নোট, বিল অব্ লেডিং, লেটার্স অব্ ক্রেডিট, বীমাপত্র, শেয়ার হস্তান্তর, ডিবেঞ্চার, প্রক্সি ও রসিদের উপর কর এবং সংবাদপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর।

প্রধান সূত্রগুলি হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের হিসাবের তালিকা নীচে দেওয়া হইল :

কোটি টাকায় লিখিত

খাত :	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
বহির্বাণিজ্য শুল্ক	১৬২.৫০	১৯৯.৬০	২০৭.৪০
উৎপাদন শুল্ক	৩৭৯.৬১	৪৭০.৯৫	৫২৬.১৬
কর্পোরেশন কর	১১১.০৫	১৬০.০০	১৭৮.৫০
আয়কর	১২৭.৩৮	১৪২.০০	১৬৩.৪০
মৃত্যু কর	৩.০৯	৪.০০	৪.০০
সম্পত্তি কর	৮.১৫	৭.৫০	৯.০০
রেল ভাড়ার উপর শুল্ক	১৫.৮৯	...	...
ব্যয় কর	০.৯১	০.৮০	০.১০
দান কর	০.৮৯	০.৮৫	০.৮৫
শাসন খাতে আয়	৫৯.৩২	৫২.৭৫	৫০.৩৮
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ (নীট)	০.৪৬	০.৭৮	০.৭৯

(কোটি টাকায় লিখিত)

খাত :	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
রেলপথ (নীট)	৪.৭৭	২১.০২	২১.০৪
বিবিধ খাতে	৪৭.১০	১৮.৮৬	১৫৪.৪৫
মোট	৯২৩.৭২	১০৭৯.১১	১৩২০.৮৭

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মোটামুটি নিম্নলিখিত খাতে হইয়া থাকে। যথা, আয়ের উপর প্রত্যক্ষ দাবী, বেসামরিক শাসনকার্য, দেশরক্ষা (সামরিক), সেচকার্য, পূর্ত, জাতিগঠন ও উন্নয়নমূলক কার্য, কারেন্সী ও মুদ্রানির্মাণ, ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান, রাজ্য সরকারগণকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি। গত কয় বৎসর বিভিন্ন খাতে কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল ঃ

(কোটি টাকায় লিখিত)

খাত :	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
শুল্ক আদায় খাতে	২২.৪৩	২১.১৪	২২.৫৮
সেচ খাতে	০.১৩	০.১৫	...
ঋণ সম্পর্কিত	৭৭.০৯	৮৬.১০	২৪৭.৩০
বেসামরিক শাসন	৫৮.৬৬	৬০.০০	৭০.৩১
কারেন্সী ও টাঁকশাল	১০.৮৭	১১.৯৬	৭.০৮
দেশ রক্ষা	২৪৭.৫৫	৩০৬.৯৪	৩৪৩.৩৭
অ-সাধারণ ব্যয়	৩.৬৮	১৩.৫৫	৪১.১০
বিবিধ	১১৭.৮২	৬০.০৬	৮৫.৮১
অন্যান্য খাতে	৪১৯.১৫	৫০২.২১	৫৬৪.১০
মোট	৯৫৭.৩৮	১০৪৫.১৫	১৩৮১.৬৫

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের ফলাফল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের গত কয়েক বৎসরের ফলাফল নীচে প্রদর্শিত হইল ঃ

(কোটি টাকায় লিখিত)

খাত :	১৯৫১-৫২	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
আয়	৫০৯.৪৯	৬৭৩.৩৮	৭৭৮.৫৯	৯২৩.৭২	১০৭৯.১১	১৩২০.৮৭
ব্যয়	৩৮১.৪০	৬৩১.৩৩	৭৩৬.০৪	৯৫৭.৩৮	১০৪৫.১৫	১৩৮১.৬৫
বাড়তি বা ঘাটতি	+১২৮.০৯	+৪২.০৫	+৪২.৫৫	−৩৩.৬৬	+৩৩.৯৬	−৬০.৭৮

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ : পূর্বে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করার উপরই অর্থসচিবগণের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত। বর্তমানে কিন্তু নানারূপ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বিপুলতার নিমিত্ত এই নীতি পরিত্যাক্ত হইয়াছে। এখন নূতন কর স্থাপন দ্বারা রাজস্ব খাতেরই সমতা রক্ষা করার চেষ্টা হয়। মূলধনী খাতে ব্যয়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার সৃষ্টি করা হয়। ইহা ব্যতীত বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারাও টাকা তোলা হয়। কিছু টাকা বৈদেশিক ঋণসূত্র হইতেও আসে। ট্রেজারে বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়া ও ঋণপত্র বিক্রয়ের সাহায্যে মূলধনী খাতে ব্যয় করার পদ্ধতিকে "ঘাটতি ব্যয়" (Deficit financing) বলা হয়।

গত কয় বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ কি পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহা নীচে প্রদত্ত সামগ্রিক ঋণপত্র হিসাব হইতে বোঝা যাইবে।

(কোটি টাকায় লিখিত)

ভারতে :	১৯৫১-৫২	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
ঋণপত্র	১৪০২·১০	২১৮৩·৮০	২২৪২·১১	২৫৭২·২১	২৬৬৮·১৩	২৭৬৫·৩৯
ট্রেজারী বিল	৩৩৫·০১	১২৭৫·১২	১২৮৩·৩২	১২৬২·৬০	১১৮২·৩০	১৩৩২·৩০
স্বল্প সঞ্চয়	৩৭২·৫৭	৭৭৬·৬২	৮৬২·২৮	৯৬৬·১৫	১০৬৪·৫৪	১১৬৯·১৪
অবচয় ও সংরক্ষিত						
ভাণ্ডার	১৭১·৪৭	১১৩·৬১	১০১·২১	৮৭·২৮	৯০·৭৯	১১৫·০৩
অন্যান্য	১৯৩·০২	২৪৩·৭৪	২৬৯·০২	৫৬৬·৭৯	৬৭০·২৮	৭৯৮·৫২
মোট	২৪৭৪·১৭	৪৫৯২·৮৯	৫৫৬৭·৬৪	৫৪৫৫·০৩	৫৭০৪·০৪	৬১৮০·৩৮
বিদেশে :						
ইংল্যাণ্ডে	৩৩·৪৮	৩০·০৯	৮৯·৯৬	১২২·৫০	১৪৯·৭৪	১৫৭·০৫
ডলার ঋণ	১১২·০৪	২৬২·৩১	৩৭৪·৬৮	৫২১·৪০	৬৫০·৯৫	৮২১·৬৮
সোভিয়েট ঋণ	—	৪০·৮৯	৫৫·৬৭	৬১·৫৩	৭৩·৩৫	১২৩·১২
জার্মান ঋণ	—	৩৫·৭১	৮০·৬৪	১০৮·১০	১৪১·০৪	১২৮·৯০
অন্যান্য	—	১·০০	৮·৭৫	১১·৯৭	৭৪·৮২	২৬৯·৩৭
মোট	২৬১৯·৬৯	৪৯৬৩·৫৯	৫৫৬৭·৩৪	৬২৮০·৫৩	৬৭৯৩·৯৪	৭৬৮০·৫০

রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ : কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারসমূহও বাজারে ঋণপত্র বেচিয়া প্রয়োজন মত টাকা তুলিয়া থাকেন। নীচে রাজ্য সরকারসমূহের বকেয়া ঋণের হিসাব দেওয়া হইল :

রাজ্য	ঋণের পরিমাণ	রাজ্য	ঋণের পরিমাণ
অন্ধ্র	১৭,০৫,১২,০০০	উত্তর প্রদেশ	১০৯,৫২,৮৯,০০০
বিহার	৭,৭৫,৪৩,০০০	মাদ্রাজ	৬০,৭১,৫৬,০০০
বোম্বাই	৬৬,৬৫,৩৪,০০০	পশ্চিমবঙ্গ	২৭,১৫,৮১,০০০
মধ্য প্রদেশ	১২,৭৪,৩৩,০০০	মহীশূর	২৯,১২,৯০,০০০
পাঞ্জাব	৯,০৩,৬৩,০০০	রাজস্থান	৯,০৩,৬৩,০০০
উড়িষ্যা	৬,৩৭,০৫,০০০	কেরালা	৯,২৬,৭৭,০০০

সমস্ত রাজ্যসমূহের মোট ঋণ : ৩,৫৭,৪৪,৬৯,০০০ টাকা।

॥ কেন্দ্রীয় সংশোধিত বাজেট ১৯৬১-৬২ সাল ॥

অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬১-৬২ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী আয়ের পরিমাণ ৯৬২·৯২ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ১০২৩·৫২ কোটি টাকা ধরিয়া ৬০·৬০ কোটি টাকা ঘাটতি বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর স্থাপন করেন। উহার ফলে ১৯৬১-৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়া ২৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। ১৯৬২ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যে সংশোধিত হিসাব পেশ করেন তাহাতে প্রকাশ পায় যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৩·৯৬ কোটি টাকা। ইহার প্রধান কারণ মূল বাজেটের তুলনায় আয় অনেক বেশী হইয়াছে।

॥ ভারত সরকারের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট ॥

গত ২৩ এপ্রিল ১৯৬২, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬২-৬৩ সালের যে বাজেট উপস্থাপন করেন তাহাতে চলতি কর অনুযায়ী আয়ের পরিমাণ ১৩২০·৮৭ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৮১·৬৫ কোটি টাকা ধরিয়া ৬০·৭৮ কোটি টাকা ঘাটতি বরাদ্দ করেন। এই ঘাটতির কিয়দংশ পূরণের জন্য তিনি কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসান। নূতন করবৃদ্ধির ফলে অনুমিত বাড়তি আয়ের পরিমাণ ৬৮·৮৮ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। ইহার ফলে ১৯৬২-৬৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮·১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এইরূপ মনে করা হইতেছে। (বিশেষ বিশেষ খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাব ৫৩৫ ও ৫৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সঃ বঃ)

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আলোচ্য বর্ষে সামগ্রিকভাবে আয়-করের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ৬টি দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক এবং ১২টি দ্রব্যের উর্পর উৎপাদন শুল্ক বাড়ান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৯টি দ্রব্যের উপর নূতন উৎপাদন শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চট,, গ্রামোফোন ও গ্রামোফোন রেকর্ড, ইলেকট্রিক তার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মূলধনী বাজেট : ভারত সরকারের বাজেটের উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা উহার রাজস্ব খাতের বাজেট। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা ব্যতীতও বহুল পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। সরকার পূর্বে যে সকল ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিশোধের জন্যও প্রায় প্রতি বৎসর উহার অনেক টাকা দরকার হয়।

নীচে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী বাজেটের গত কয় বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল :

	১৯৫১-৫২	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
আয়	২১২'৭৩	২৯৭'৬২	৫৯০'৫৩	৭৫৭'৯২	১১২৭'০০	১১০০'৩৫	১৩১৩'০২
ব্যয়	২৯৩'৪৩	৮৪৩'০৭	৮১৩'২০	৯৫৮'২৪	১০০০'৫৩	১২৫৭'৩০	১৪০২'৮৩
ফলাফল :	—৮০'৭০	—৫৪৫'৪৫	—২২২'৬৭	—২০০'৩২	+১২৬'৪৭	—১৫৬'৯৫	—৮৯'৮১

বিবিধ কর-হার

॥ আয়-কর ॥

প্রতি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে আয়-কর দিতে হয়। ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের প্রথম নির্দিষ্ট খণ্ড আয়-কর মুক্ত। অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোট আয়ের প্রথম ১,০০০৲ টাকা, বিবাহিত ও নিঃসন্তান ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩,০০০৲ টাকা, এক সন্তান থাকিলে ৩,৩০০৲ টাকা ও দুই সন্তান থাকিলে ৩,৬০০৲ টাকা পর্যন্ত আয় কর মুক্ত। হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের প্রথম ৬,০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়-কর মুক্ত। মুক্ত সীমার উর্ধ্বে ৫,০০০৲ টাকা পর্যন্ত পরবর্তী খণ্ডের উপর শতকরা

৩৲ টাকা হারে, ৫,০০০৲—৭,৫০০৲ টাকা খণ্ডের উপর শতকরা ৭৲ টাকা হারে, ৭,৫০০৲—১০,০০০৲ টাকা খণ্ডের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে, ১০,০০০—১২,৫০০৲ টাকা খণ্ডের উপর শতকরা ১২৲ টাকা হারে, ১২,৫০০৲—১৫০০০৲ টাকা খণ্ডের উপর শতকরা ১৫৲ হারে ও ১৫,০০০৲—১৭,৫০০৲ টাকা খণ্ডের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে, ১৭,৫০০৲—২০,০০০ খণ্ডের উপর শতকরা ২৩৲ টাকা হারে ও তদূর্ধ্ব খণ্ডের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আয়-কর দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ৭,৫০০৲ টাকার ঊর্ধ্ব আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত সারচার্জ আছে। * চাকুরী হইতে আয়ের উপর সারচার্জ শতকরা ২॥০ টাকা।

॥ সুপার ট্যাক্স ॥

২০,০০০৲ টাকার উপর আয় হইলে, আয়-কর ব্যতীত সুপার ট্যাক্স দিতে হয়। ২০,০০০৲ হইতে ২৫,০০০৲ টাকা পর্যন্ত সুপার ট্যাক্সের হার শতকরা ৮৲ টাকা. ২৫,০০০—৩০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ১৮৲ টাকা, ৩০,০০০৲—৪০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ২২৲ টাকা, ৪০,০০০৲—৫০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৩২৲ টাকা, ৫০,০০০৲—৬০,০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৪০৲ টাকা, ৬০,০০০৲—৭০,০০০২ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৪৫৲ টাকা, ও তদূর্ধ্ব অংশের উপর শতকরা ৪৭॥০ টাক।

যৌথ কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের হার (মাত্র লাভের উপর দিতে হয়) শতকরা ২৫৲ টাকা, ও সুপার ট্যাক্সের (ইহাকে কর্পোরেশন ট্যাক্সও বলা হয়) হার শতকরা ২৫৲ টাকা।

অংশীদার ফার্মের আয়ের প্রথম ২৫,০০০৲ টাকা আয়-কর মুক্ত, পরবর্তী ১৫,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে, তদূর্ধ্ব ২০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে ও তদূর্ধ্ব ৪০,০০০৲ উপর শতকরা ৭৲ টাকা হিসাবে আয় কর দিতে হয়। তদূর্ধ্ব ৫০,০০০৲ উপর শতকরা ৮৲ টাকা, ও তদূর্ধ্ব অংশের উপর শতকরা ১০৲ হিসাবে আয়কর দিতে হয়। চারজনের অধিক অংশীদার থাকিলে কিছু বেশী হারে দিতে হয়।

বোনাস শেয়ার বিলি করিলে যৌথ কোম্পানীকে শতকরা ৩০৲ টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হইত। ১৯৬১-৬২ হইতে ইহার হার কমাইয়া শতকরা ১২½ করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত, শেয়ার হোল্ডারগণকে যে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়, তাহার উপর শতকরা ৩০৲ টাকা হারে কর ধার্য আছে।

---

* একলক্ষ টাকার অধিক অর্জিত আয়ের উপর সারচার্জ শতকরা ১০৲ টাকা।

॥ ব্যয়-কর ॥

আয়ের ন্যায় ব্যয়ের উপরও ট্যাক্স ধার্য ছিল। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে ইহা পরিহৃত হইয়াছে।

॥ সম্পত্তি-কর ॥

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিলের পর হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হয়। ব্যক্তির পক্ষে করের হার—প্রথম ২,০০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি কর মুক্ত, পরবর্তী ১০,০০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ১৲ টাকা হারে, পরবর্তী ১০,০০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকবা ১॥০ টাকা হারে ও তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হয়। হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রথম ৪,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি কর মুক্ত, পরবর্তী ৯,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ১৲ টাকা, পরবর্তী ১০,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ১॥০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে কর দিতে হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে সর্বোচ্চ দুই অংশের উপর কর হার শতকরা ।০ ও ॥০ হিসাবে যথাক্রমে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

॥ মৃত্যু-কর ॥

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হইতে হইলে নিম্নলিখিত হারে কর দিতে হয়। প্রথম ৫০,০০০৲ টাকা মূল্য পর্যন্ত কর মুক্ত। পরবর্তী ৫০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৬৲ টাকা হারে, পরবর্তী ৫০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে, পরবর্তী ১,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ১২৲ হারে, পরবর্তী ২,০০.০০০৲ টাকার উপর শতকরা ১৫৲ হারে, পরবর্তী ৫,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে, পরবর্তী ১০,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে, পরবর্তী ১০,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩০৲ টাকা হারে, পরবর্তী ২০,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩৫৲ টাকা হারে ও তদূর্ধ্ব মূল্যের উপর শতকরা ৪০৲ টাকা হারে মৃত্যু-কর দিতে হয়।

॥ দান-কর ॥

দান খয়রাতী করিলে প্রথম ৫০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে ট্যাক্স দিতে হয়। পরবর্তী অংশের উপর ট্যাক্স মৃত্যু-করের হারে দিতে হয়।

রাস্তাঘাট

রাস্তাঘাটের দায়িত্ব: ১৯১৯ সালের ভারত আইন অনুযায়ী পথঘাট তৈয়ারি ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল প্রদেশ সরকারের উপর। ১৯২৯ সালে সেন্ট্র্যাল রোড ফাণ্ড গঠিত হয়। এই তহবিলে পেট্রোলের উপর "সারচার্জ" শুল্ক বসাইয়া আয়ের পথ করা হয় এবং এই তহবিল হইতে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশকে পথঘাট নির্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া হইত। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পথঘাট তৈয়ারির দায়িত্ব নিজ হস্তে তুলিয়া নেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী বর্তমানে জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সড়ক, জিলা সড়ক, গ্রাম্য সড়ক, ইত্যাদির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দেশের পথঘাটের ব্যবস্থা ও সেই সম্বন্ধে নীতি স্থির করিবার জন্য ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পরিবহণ বোর্ড গঠিত হয়।

ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় সড়কের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ১৯৪৩ সালে তদানীন্তন সরকার সড়ক উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তাহা "নাগপুর পরিকল্পনা" নামে পরিচিত। ঐ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১,২৩,০০০ মাইল পাকা সড়ক ও ২,০৮,০০০ মাইল কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা। সাম্প্রতিক-কালে দেশে রাস্তা ঘাটের কিরূপ প্রসার হইয়াছে তাহা নিম্নের খতিয়ান হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

বছর	পাকা সড়ক মাইল	কাঁচা সড়ক মাইল
১৯৫১ (১লা এপ্রিল)	৯৮,০০০	১,৫১,০০০
১৯৫৬ (৩১শে মার্চ)	১,২২,০০০	১,[illegible]৮,০০০
১৯৫৯ (৩১শে মার্চ)	১,৩৯,১০৬	২,৫৪,০৫৯
১৯৬১ (৩১শে মার্চ)	১,৪৪,০০০	২,৫০,০০০

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় বাইশ হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ৪০ হাজার মাইল অন্যান্য রাস্তা তৈয়ারী করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৪,০৭১ মাইল পাকা ও ৪৪,০৮৯ মাইল অন্যান্য রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে।

রাস্তাঘাটের শ্রেণীবিভাগ: ভারতের পথঘাটগুলি তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত: (১) জাতীয় সড়ক, (২) রাজ্য সড়ক ও (৩) অন্যান্য সড়ক।

"অন্যান্য সড়কে"র মধ্যে পড়ে জিলা সড়ক, মিউনিসিপাল সড়ক ও গ্রাম্য সড়কগুলি।

ভারতে জাতীয় সড়কগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—ইহা কলিকাতা হইতে বারাণসী, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, হইয়া অমৃতসর পর্যন্ত গিয়াছে, (২) বোম্বাই-বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ সড়ক, (৩) মাদ্রাজ-কলিকাতা সড়ক, (৪) কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই সড়ক, (৫) বারাণসী-নাগপুর-হায়দরাবাদ-কুর্নুল-বাঙ্গালোর-কেপ কমোরিন সড়ক, (৬) দিল্লী-আহমেদাবাদ-বোম্বাই সড়ক, (৭) আহমেদাবাদ-কাণ্ডালা সড়ক (৮) আম্বালা-সিমলা-তিব্বত সীমান্ত সড়ক, (৯) দিল্লী-লক্ষ্ণৌ সড়ক, (১০) আসাম একসেস সড়ক, (১১) ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে আসাম ট্রাঙ্ক সড়ক, উহার শাখা স্বরূপ আসাম-মণিপুর ব্রহ্ম সীমান্ত সড়ক, (১২) আগ্রা-বোম্বাই সড়ক, এবং (১৩) লক্ষ্ণৌ-মজফরপুর-বরৌনী সড়ক ও নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত উহার শাখা সড়ক।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় সড়কের পরিমাণ

রাজ্য	জাতীয় সড়ক মাইল	রাজ্য	জাতীয় সড়ক মাইল
অন্ধ্র	১,৪১২	উড়িষ্যা	৮৫১
আসাম	৭২৭	পাঞ্জাব	৭৯৫
বিহার	১,১৮৯	রাজস্থান	৭৬৮
গুজরাট	৬৭৬	উত্তর প্রদেশ	১,৪৪৭
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৩৮	পশ্চিমবঙ্গ	৮৭২
কেরালা	২৬০	দিল্লী	৪৪
মধ্য প্রদেশ	১,৭১৪	হিমাচল প্রদেশ	২০০
মাদ্রাজ	১,০৫০	মণিপুর	১৩৯
মহারাষ্ট্র	১,৫১৪	নাগাভূমি	৬৯
মহীশূর	৮১৬		

সড়ক পরিবহণ

সড়কপথে যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা ভারতের বহুরাজ্যেই জাতীয়করণ করা হইয়াছে। কিন্তু মালবহনের ব্যবস্থা এখনও পুরাপুরি বেসরকারী মহলের হাতে রহিয়াছে। আন্তঃরাজ্য ভিত্তিতে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংযোগ সাধন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি 'আন্তঃরাজ্য পরিবহণ কমিশন'

গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের নীতির মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য ভারত সরকার 'ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল', 'সেণ্ট্র্যাল ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি' ইত্যাদি সংস্থা গঠন করিয়াছেন।

ভারতে মোটরযানের সংখ্যা

সন	মোটরযানের সংখ্যা	সন	মোটরযানের সংখ্যা
১৯৪৭	২,১১,৯৪৯	১৯৫৫	৩,৭৬,৪৭৭
১৯৪৮	২,২৫,২২৭	১৯৫৬	৪,২২,০৪১
১৯৪৯	২,৬৯,৬৬৯	১৯৫৭	৪,৩৭,২২৯
১৯৫০	২,৯৪,৭২৯	১৯৫৮	৫,১৪,৮০৫
১৯৫৪	৩,৩৮,৮২০	১৯৫৯	৫,৪১,২৭০

মোটর গাড়ী নির্মাণ সংখ্যা

গত কয়েক বৎসর কিরূপ সংখ্যক মোটর গাড়ী ভারতে নির্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :

বৎসর	মোটর গাড়ী	জীপ গাড়ী	লরী, ভ্যান ও বাস	মোট সংখ্যা
১৯৫৬	১৩,৬৬৬	৪,৩২৯	১৪,১৪৩	৩২,১৩৮
১৯৫৭	১২,২১১	৪,৫৯৯	১৬,২৪৮	৩৩,০৫৮
১৯৫৮	৮,১১৩	৪,১১৮	১৪,৫৫৭	২৬,৭৮৮
১৯৫৯	১১,৯৯৩	৫,৩৭৬	১৯,০৯৯	৩৬,৪৬৮

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলপথের জন্ম ১৮৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল। ঐ দিবসে বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথটিতে গাড়ী চলাচল স্থরু হয়। প্রায় একবৎসর পরে ১৮৫৪ সালে ১৫ই আগষ্ট বাংলায় হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত একটি রেলপথে যাত্রী চলাচল আরম্ভ হয়। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর পরিকল্পনা অনুসারে ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করার আয়োজন করা হয়। ভারত সরকার মূলধনের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়া এবং রেলপথের জমি খাস করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতীয় রেলপথের জন্য মূলধন সংগ্রহ করেন। কতকগুলি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারের চুক্তি হয় এই শর্তে যে নির্দিষ্ট সময়ের পরে যথাযথ হারে মূল্য দিয়া ভারত সরকার এই সকল রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবেন। এই শর্তানুসারে পরবর্তী কালে ভারতের বড় বড় রেলপথ সমূহের মালিকানা ও পরিচালনার ভার ভারতসরকারের করায়ত্ত হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজ্যসমূহের রেলপথগুলি জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

রেলপথের দৈর্ঘ্য ঃ ১৮৫৩ সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০ মাইল। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। কিন্তু এই বৎসর ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য কিছুটা কমিয়া ১৯৩৭-৩৮ সালে দাঁড়ায় ৪১ হাজার ৭৬ মাইল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে পুনরায় ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য কমিয়া দাঁড়ায় ৩৩,৯৮৫ মাইল। বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৫,২১৩ মাইল। ইহা এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম রেলপথ এবং দৈর্ঘ্য হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় রেলপথের স্থান চতুর্থ।

অদ্যাবধি ভারতীয় রেলপথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য, নিয়োজিত মূলধন, আয় ও ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বৎসর	দৈর্ঘ্য	নিয়োজিত মূলধন	মোট আয়	মোট ব্যয়	আয় (নীট)
	মাইল	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১৮৫৩	২০	৩৮	০·৯০	০·৪১	০·৪৯
১৮৬৩	২,৫০৭	৫,৩০০	২২০	১৩৩	৮৭
১৮৭৩	৫,৬৯৭	৯,১৭৩	৭২৩	৩৭৮	৩৪৫
১৮৮৩	১০,৪৩৭	১৪,৮৩১	১,৬৩৯	৭৯৭	৮৪২
১৮৯৩	১৮,৪৫৯	২৩,৩১৮	২,৪০৮	১,১৩৫	১,২৭৩
১৯০৩	২৬,৯৫৬	৩৪,১১১	৩,৬০১	১,৭১১	১,৮৯০
১৯১৩-১৪	৩৪,৬৫৬	৪৯,৫০৯	৬,৩৫৯	৩,২৯৩	৩,০৬৬
১৯২৩-২৪	৩৮,০৩৯	৭১,৭৯৩	১০,৭৮০	৬,৮৪৫	৩,৯৩৫
১৯৩৩-৩৪	৪২,৯৫৩	৮৮,৪৪১	৯,৯৫৮	৬,৯৫৪	৩,০০৪
১৯৪৩-৪৪(ক)	৪০,৫১২	৮৫,৮৫৪	১৯,৯৩২	১১,৪১১	৮,৫২১
১৯৪৭-৪৮(খ)	৩৩,৯৮৫	৭৪,২২০	১৮,৩৬৯	১৬,৩৯৪	১,৯৭৫
১৯৫২-৫৩	৩৪,২৭৫	৮৬,৮৫৫	২৭,২২৮	২১,৯৯৯	৫,২২৯
১৯৫৪-৫৫	৩৪,৭০৫	৯১,০৯১	২৮,৮৫৯	২৩,৫৯৯	৫,২৬১
১৯৫৫-৫৬	৩৪,৭৩৬	৯৭,৫৫০	৩১,৭৫১	২৬,১০৭	৫,৭৩৪
১৯৫৬-৫৭	৩৪,৭৪৪	১,০৭,৮২৩	৩৫,০৫৫	২৮,০১৩	৭,০৪২
১৯৫৭-৫৮	৩৪,৮৮৯	১,২২,৮৬৪	৩৮,২৯৯	৩১,১১৬	৭,১৮৪
১৯৫৮-৫৯	৩৫,০৮১	১,৩৬,২৮৯	৩৯,২৩৩	৩২,৪৫৮	৬,৭৭৬
১৯৫৯-৬০	৩৫,২১৩	১,৪৩,৮৭৫	৪২,৪০৬	৩৩,৭৪৮	৮,৬৫৮

রেলপথের আঞ্চলিক বিন্যাস

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকার দেশের সমস্ত রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া রেলপথগুলিকে পুনর্গঠন করিবার নীতি অবলম্বন করেন এবং ১৯৪৯ সালে এই উদ্দেশে আইন পাস করা হয়। তদনুসারে ৩৭টি রেলপথকে ৮টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দক্ষিণ রেলপথ ঃ পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় এই রেলপথটিই প্রথম কার্যকর করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহার উদ্বোধন হয়। এই আঞ্চলিক রেলপথের মধ্যে আছে (ক) মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারাঠা রেলওয়ে, (খ) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও (গ) মহীশূর রেলওয়ে। দক্ষিণ রেলপথের সদর কার্যালয়

মাদ্রাজে অবস্থিত। ৬,০৫৮·৬৩ মাইল রেলপথ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ; তন্মধ্যে ১,৭৮৩·৮১ মাইল ব্রড গেজ ; ৪,১১৯·২২ মাইল মিটার গেজ ও ৯৫·৮০ মাইল ন্যারো গেজ।

কেন্দ্রীয় রেলপথ ঃ এই আঞ্চলিক রেলপথের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১। (ক) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে, (খ) নিজাম রাজ্যের রেলপথ, (গ) সিন্ধিয়া রাজ্যের রেলপথ ও (ঘ) ঢোলপুর রাজ্যের রেলপথের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের পরিমাণ ৫,৬২৩·১২ মাইল ; তন্মধ্যে ৪,০৯৩·০৮ মাইল ব্রড গেজ ; ৭৭২·৪৯ মাইল মিটার গেজ ও ৭৬৬·৫৫ মাইল ন্যারো গেজ।

পশ্চিম রেলপথ ঃ এই অঞ্চলের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১। যে সকল রেলপথ লইয়া ইহা গঠিত তন্মধ্যে আছে (ক) বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্র্যাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, (খ) সৌরাষ্ট্র রেলপথ, (গ) কচ্ছ রেলপথ, (ঘ) রাজস্থান রেলপথ এবং (ঙ) জয়পুর রেলপথ। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫,৬২১·৪২ মাইল ; তাহার মধ্যে ১,৩৮৯·০৫ মাইল ব্রড গেজ ; ৩,৫৫৭·৯৭ মাইল মিটার গেজ ও ৭৭৪·৪০ মাইল ন্যারো গেজ।

উত্তর রেলপথ ঃ ইহার উদ্বোধন হয় ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) যোধপুর রেলপথ, (খ) বিকানীর রেলপথ, (গ) পূর্ব পাঞ্জাব রেলপথ এবং (ঘ) ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ এই তিনটি ডিভিশন লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। সদর কার্যালয় নূতন দিল্লী। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০৫১·৬৪ মাইল ; তন্মধ্যে ৩,৯১৭·৩৬ মাইল ব্রড গেজ ; ২,০০৬·৩৫ মাইল মিটার গেজ এবং ১২৭·৯৩ মাইল ন্যারো গেজ।

উত্তর-পূর্ব রেলপথ ঃ উদ্বোধন দিবস ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, (খ) আসাম রেলওয়ে এবং (গ) পুরাতন বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্র্যাল ইণ্ডিয়া রেলপথের ফতেগড় জিলার অংশ লইয়া ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪,৭৯৯·৯২ মাইল ; তন্মধ্যে ২·১৫ মাইল ব্রড গেজ ; ৪,৭৪৩·৫৯ মাইল মিটার গেজ ও ৫৪·১৮ মাইল ন্যারো গেজ।

পূর্ব রেলপথ ঃ ইহার উদ্বোধন হয় ১লা আগস্ট ১৯৫৫। পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ ডিভিশন ব্যতীত) লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৩২১ মাইল ; তন্মধ্যে ২,৩০৪ মাইল ব্রড গেজ ও ১৭ মাইল ন্যারো গেজ। সদর কার্যালয় কলিকাতা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ : উদ্বোধন দিবস ১লা আগস্ট, ১৯৫৫। ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,৩৯৯ মাইল; তন্মধ্যে ২,৪৭৪ মাইল ব্রড গেজ; ৯২৫ মাইল ন্যারো গেজ। সদর কার্যালয় কলিকাতা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ : ভারতের এই অষ্টম রেলপথটি ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। আসামের পাণ্ডুতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৩৮ মাইল; ব্রড গেজ ২.২৫ মাইল, মিটার গেজ ১,৬৮৬ মাইল এবং ন্যারো গেজ ৪৯.৭৫ মাইল।

পরিচালন ব্যবস্থা : রেলপথের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব 'রেলওয়ে বোর্ডে'র উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ১৯০৫ সালে উক্ত বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারগণ

কেন্দ্রীয় রেলপথ	ডি. আর. খান্না	উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ	বি. সি. গাঙ্গুলী
পূর্ব রেলপথ	এম. এম. খান	দক্ষিণ রেলপথ	এইচ. ডি. সিং
উত্তর রেলপথ	বি. বি. মাথুর	দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ	এস. এন. ওয়াধ্বা
উত্তর-পূর্ব রেলপথ	হরবংশ সিং	পশ্চিম রেলপথ	এস. এস রামশুভম

রেলওয়ে বোর্ড

একজন চেয়ারম্যান, ফাইন্যান্‌সিয়াল কমিশনার ও তিনজন সদস্য লইয়া রেলওয়ে বোর্ড গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের সেক্রেটারী পদাধিকারবলে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া থাকেন। বোর্ডের বর্তমান পদাধিকারীদের নাম :—

চেয়ারম্যান : কার্নাইল সিং
ফাইন্যান্‌সিয়াল কমিশনার : এস. জগন্নাথন
সেক্রেটারী : ডি. ভি. রেড্ডী
সদস্যগণ : কৃপাল সিং, ডি. সি. বৈজল এবং ই. ডব্লু আইজাকস্

॥ রেলওয়ে বাজেট ১৯৬২-৬৩ ॥

ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ১৩ই মার্চ, ১৯৬২, লোকসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপন করেন। উক্ত বাজেটে ১৯৬২-৬৩

সালে মোট আয় ও মোট ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫২৪'১০ কোটি টাকা ও ৪২৯'০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহার ফলে আলোচ্য বর্ষে রেলওয়ের লাভ দাঁড়াইবে ৯৫'০১ কোটি টাকা। এই লাভের অঙ্ক হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব তহবিলে দেয় অংশ বাবদ ৬৯'৩৫ কোটি টাকা এবং যাত্রী ভাড়ার উপর কর হিসাবে ১২'৫০ কোটি টাকা দেওয়ার পর ১৩'১৬ কোটি টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। উহাই ১৯৬২-৬৩ সালের রেল বিভাগের নীট উদ্বৃত বা আয়। ১৯৬২-৬৩ সালে যে ৫২৪'১০ কোটি টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৫৫ কোটি টাকা যাত্রী চলাচলের ভাড়া হইতে আসিবে এবং অবশিষ্ট অর্থ মাল ও পার্শেলের মাশুল বাবদ পাওয়া যাইবে।

আলোচ্য বাজেটে ১৯৬১-৬২ সালের আয় ব্যয়ের যে সংশোধিত হিসাব প্রদান করা হইয়াছে তদনুসারে উক্ত সালে রেলবিভাগে ৫০১'২৪ কোটি টাকা আয় ও ৪০৯'০৬ কোটি টাকা ব্যয় দাঁড়াইয়াছে এবং সাধারণ রাজস্ব খাতে দেয় অংশ ও যাত্রী ভাড়ার উপর কর বাবদ দেয় অর্থ প্রদানের পর উক্ত সালে নীট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬'৪৮ কোটি টাকা। গত তিন বৎসরের ভারতীয় রেলপথসমূহের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

আয়	১৯৬০-৬১ প্রকৃত হিসাব	১৯৬১-৬২ সংশোধিত হিসাব	১৯৬২-৬৩ বাজেট বরাদ্দ
যাত্রী ভাড়া ও মাশুল হইতে মোট আয়	৪৫৬'৮০	৫০১'২৪	৫২৪'১০
ব্যয়			
মোট পরিচালন ব্যয়	৩১৩'২৪	৩৩০'৫৫	৩৪৫'৭৪
মোট বিবিধ ব্যয়	১০'৬৯	১৩'৫১	১৬'৩৫
মূল্যাপকর্ষ তহবিলে জমা	৪৫'০০	৬৫'০০	৬৭'০০
মোট ব্যয়	৩৬৮'৯৩	৪০৯'০৬	৪২৯'০৯
ব্যয় নির্বাহান্তে রাজস্ব	৮৭'৮৭	৯৮'১৮	৯৫'০১
সাধারণ রাজস্ব দেয় অংশ			
(ক) রেলওয়ে মূলধনী চার্জের উপর প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড (১৯৬০-৬১ সালে ৪% হারে এবং ১৯৬১-৬৬ পর্যন্ত ৪'২৫% হারে)	৫৫'৮৬	৬৩'২০	৬৯'৩৫
(খ) যাত্রী ভাড়া কর বাবদ দেয়		১২'৫০	১২'৫০
মোট উদ্বৃত	৩২'০১	১৬'৪৮	১৩'১৬

পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের রেলপথগুলির নীট আয় কত হইয়াছিল তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	উদ্বৃত্ত	ভারত সরকারকে দেয়	নীট উদ্বৃত্ত
১৯৫৪-৫৫	৪৪'০৬	৩৪'৯৬	৯'১০
১৯৫৫-৫৬	৫৫'৩৩	৩৬'১১	১৪'২২
১৯৫৬-৫৭	৫৮'৩৮	৩৮'১৬	২০'২২
১৯৫৭-৫৮	৫৭'৭৮	৪৪'৪০	১৩'৩৮
১৯৫৮-৫৯	৫৯'৩২	৫০'৩৯	৮'৯৩
১৯৫৯-৬০	৬৯'২৬	৫৪'৫১	১৪'৭৫
১৯৬০-৬১	৭০'৭০	৫৬'৭০	১৪'০০
১৯৬১-৬২	৮৮'৫০	৬৫'৩০*	৮'৭০

নীট আয় প্রদর্শনের পূর্বে ১৯৬১-৬২ সালে রেল বিভাগকে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৬৫ কোটি টাকা স্থাপন করিতে হইবে। ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত ইহা ৪৫ কোটি টাকা ছিল। তৎপূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে রেলবিভাগকে প্রতি বৎসর ভারতসরকার কর্তৃক উক্ত বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের উপর ৪% হারে লভ্যাংশ ভারতসরকারকে দিতে হইত। ১৯৬১ সাল হইতে উক্ত লভ্যাংশের পরিমাণ পাঁচ বৎসরের জন্য ৪½% হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতি

রেলপথের উন্নতির জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে মোট ৪২৩'৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ১,১২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং উক্ত অর্থে এই সকল উন্নয়ন স্ূচী কার্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল :—(১) যাত্রী বহনের ক্ষমতা ৩% শতাংশ বৃদ্ধি করা, (২) ১৬২০ লক্ষ টন মাল বহনের ক্ষমতা অর্জন করা, (৩) ১,২০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ, ১,৩০০ মাইল পথের দ্বিত্বকরণ ও ৮৮০ মাইল পথের বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করা, (৪) ইঞ্জিন, কোচ্ ও ওয়াগনের সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৬০০,২৮,৯০০ ও ৩৫,৪১,০০০তে বৃদ্ধি করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে রেলওয়ের জন্য মোট ১,২২০ কোটি টাকা (মূল্যাপকর্ষ সঞ্চয় ভাণ্ডার হইতে ৩৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ) বরাদ্দ করা

* ইহা ব্যতীত রাজ্যসরকার সমূহকে ১২'৫০ কোটি টাকা দেয়।

হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় রেলপথ ৩% শতাংশ অধিক যাত্রী এবং ২,৩৫০ লক্ষ টন মাল বহনে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলওয়ের জন্য যে ১,২২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা এই ভাবে ব্যয়িত হইবে :—রোলিং স্টক ৪৮২ কোটি টাকা, লাইন, সেতু, ও অন্যান্য নির্মাণ কার্যে ২২৮ কোটি টাকা, লাইন পুনর্নিমাণ ১৭০ কোটি টাকা, বৈদ্যুতিকরণ ৭০ কোটি টাকা, নূতন লাইন ১২০ কোটি টাকা, কারখানা ও যন্ত্র ৫০ কোটি টাকা কর্মীদের কল্যাণ ৫০ কোটি টাকা, সিগনালিং ২৫ কোটি টাকা, যাত্রীদের সুবিধা ১৫ কোটি টাকা এবং সড়ক পরিবহণের জন্য ১০ কোটি টাকা।

॥ রেলওয়ের কার্য বিবরণী—১৯৬০-৬১ ॥

যাত্রী ও মাল বহন : ভারতীয় রেলপথ ১৯৬০-৬১ সালে যাত্রী ও মাল বহনের ক্ষেত্রে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ বৎসর ভারতীয় রেলওয়ে সমূহ মোট ১৬১ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রীকে ৭৮১৮ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোমিটার পথে বহন করিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে যে মাল চলাচল করিয়াছে তাহার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালটি ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসর। ঐ সময় ১৯৫৫-৫৬ সালের (অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরম্ভ) তুলনায় যাত্রী চলাচলের পরিমাণ ২৫% হারে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৫% বৃদ্ধি করা। ১৯৫৫-৫৬ সালের তূলনায় আলোচ্য বৎসরে মাল পরিবহনের পরিমাণ ৩৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয় বৃদ্ধি : ১৯৬০-৬১ সালে রেলওরের মোট আয় হইয়াছে ৪৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে ভারতীয় রেলপথের আর কখনও এত অধিক আয় হয় নাই। উক্ত আয়ের মধ্যে ১৩১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা যাত্রী ভাড়া বাবদ এবং অবশিষ্ট অর্থ মাল, পার্শেল প্রভৃতির মাশুল বাবদ সংগৃহীত হইয়াছিল।

নূতন রেল লাইন : আলোচ্য বর্ষে ৩৩০.৬১ কিলোমিটার নূতন লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৭৫৮.৮১ কিলোমিটার নূতন রেলপথ নির্মিত হইতেছিল।

চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা : ১৯৬০-৬১ সালে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানায় ১৭৩ ব্রডগেজ স্টীম ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে। ইহা লইয়া এই কারখানায় নির্মিত ইঞ্জিনের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭৯টি। আলোচ্য বর্ষে

এই কারখানায় ১৮০টি রেলওয়ে ইঞ্জিনের বয়লার নির্মিত হইয়াছে। ইহা লইয়া মোট নির্মিত বয়লারের সংখ্যা দাড়ায় ১০০০টি।

কর্মচারীদের কল্যাণ সাধন: আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য মোট ১০৪৭৫টি বাসস্থান, কয়েকটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ করা হইয়াছে। রেলওয়ে কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৯৪৪টি শয্যা ছিল। রেলওয়ে কর্মচারী ও তাহাদের সন্তানদিগকে আলোচ্য বর্ষে মোট ৮,৭৮, ৫৩৯ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল।

রেলওয়ে কর্মীদের সংখ্যা ও বেতন: ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে নিযুক্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭১৪ জন। তাহাদের বার্ষিক বেতন ও ভাতার পরিমাণ ২০৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

বিবিধ রেলওয়ে পরিসংখ্যান

যাত্রী ও মালবহনের খতিয়ান

বৎসর	যাত্রীসংখ্যা হাজার	যাত্রীবহনের আয় লক্ষ টাকা	বাহিত মাল হাজার টন	মালবহনের আয় লক্ষ টাকা
১৮৭১	১৯,২৮৩	২০২	৩,৫৪২	৪২০
১৯০১	১,৯৪,৭৪৯	১,০০৭	৪৩,৩৯২	২,১২৪
১৯৩১-৩২	৫,০৫,৮৪৬	৩,১৩৫	৭৪,৫৭৫	৫,৮৭৩
১৯৪১-৪২*	৬,২৩,০৭২	৩,৯৬৯	৯৬,৯৯৭	৮,৯৬৩
১৯৫১-৫২†	১২,৩২,০৭৩	১১,১৪২	৯৮,০২৫	১৫,৩৯৫
১৯৫৫-৫৬	১২,৯৭,৪৩১	১০,৮৭৫	১,১৫,২৮৩	১৭,৭৯২
১৯৫৬-৫৭	১৩,৮২,৫৪০	১১,৭৩৯	১,২৫,৩৮০	২০,১০৯
১৯৫৭-৫৮	১৪,৩১,০৫৯	১২,০০৮	১,৩৩,৩৬৫	২২,৫৭২
১৯৫৮-৫৯	১৪,৪০,৯২০	১১,৭৫৮	১,৩৬,৫৫৯	২৩,৭০৪
১৯৫৯-৬০	১৫,৩৪,০৩০	১২,৬৫০	১,৪৫,৪৭৯	২৫,৬১২
১৯৬০-৬১	১৬,১৬,০০০	১৩,১৫৯	১,৫৭,০০০	৩২,৫২১

যাত্রী চলাচল ও তজ্জনিত আয়

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
মোট যাত্রী (হাজার)	১৩,৮২,৫৪৩	১৪,৩১,০৫৯	১৪,৪০,৯২১	১৫,৭৯,৭৫১
যাত্রী ভাড়াবাবদ				
মোট আয় (হাজার টাকা)	১১,৭৩,৯০৫	১২,০০,৮৪৩	১১,৭৫,৭৩০	১২,৫৬,১২১
প্রথম শ্রেণী ”	৬৪,৪৪৫	৬৬,১১১	৭৪,২৬১	৮০,৬২১
দ্বিতীয় শ্রেণী ”	৬১,৬৬৪	৫৮,০৭৩	৫৯,৭৮৬	৫৮,৯৭৩
তৃতীয় শ্রেণী ”	১০,৩৮,৪৬২	১০,৬৬,৭৯৪	১০,৩০,৩১৪	১১,১৮,৯৭৬

বিনা টিকিটে ভ্রমণ

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
বিনা টিকিটে ভ্রমণকালে ধৃত ব্যক্তির মোট সংখ্যা	৭৩,৫৩,৩৪০	৬২,৫৯,৫০৭	৬৩,০৮,২৫৫	৬৮,৩৭,১০৭
ভাড়াবাবদ আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ (হাজার টাকা)	১৫,৮০,২৯৫	১,৪২,৯০,৫৯৫	১,৪৩,২৪,৬৮৬	১,৮০,৯০,৮১৩

মালগাড়ী বোঝাই করার খতিয়ান

(হাজারে লিখিত)

বৎসর	ব্রড গেজ লাইনে	মিটার গেজ লাইনে	মোট মালগাড়ী
১৯৫১-৫২	৪,২৩০	২,৬০৭	৬,৮৩৭
১৯৫৫-৫৬	৪,৯০৭	২,৭৩৮	৭,৬৪৫
১৯৫৬-৫৭	৫,২১১	৩,১৬৫	৮,৩৭৬
১৯৫৭-৫৮	৫,৪৫৭	৩,৩৯৯	৮,৯৫৬
১৯৫৮-৫৯	৫,৫৩১	৩,৩০৪	৮,৮৩৫
১৯৫৯-৬০	৫,৯০৭	৩,৪৮৩	৯,৩৯০
১৯৬০-৬১	৬,১৬৪	৩,৫৯৩	৯,৭৫৭

ভারতীয় রেলপথে নিযুক্ত ইঞ্জিন ও গাড়ীর হিসাব

	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৮-৪৯	১৯৫১-৫২	১৯৫৮-৫৯
ইঞ্জিন	৭,৯১৯	৭,৭৬১	৮,৪১১	১০,৩৯৩
যাত্রীবাহী গাড়ী	১৬,৬২০	১২,৬৬৫	১৪,৪৮৬	১৯,১৯৩
মালবাহী গাড়ী	২,০৫,০১৭	১,৯৮,৮৬৩	২,০৬,৪৯৬	২,৯৬,৬৯০

(*) ১৯৩৭ সালে বার্মা রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। (†) ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগ হয়।

অসামরিক বিমান পরিবহণ

ভারতে কার্যতঃ ১৯২৪-২৫ সালে বিমান চলাচলের সূত্রপাত হয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এবিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অসামরিক বিমান পরিবহণ পরিচালনা করিতে থাকে। মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে ও বাহিরে বিমান চলাচলের কার্যে ব্যাপৃত ছিল।

জাতীয়করণ: ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এদেশে অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে (মোট ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল) জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালে 'এয়ার কর্পোরেশন আইন' গৃহীত হয়। এই আইনের বলে ভারত সরকার দুইটি কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহাদের মারফত ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন। "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনে"র উপর ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং "এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশানালে"র উপর দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বিমান চলাচলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে অসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

১৯৬০ সালের প্রারম্ভে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের অধীনে ১০ খানি ভাইকাউন্ট, ৫ খানি স্কাই মাষ্টার, ৭ খানি হিরণ, ও ৫৭ খানি ডাকোটা শ্রেণীর বিমান ছিল। এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের অধীনে ছিল ৯ খানি সুপার কন্স্টেলেশন ও ৩ খানি বোয়িং শ্রেণীর বিমান। ইহা ব্যতীত ভারতে ৫০০ খানা রেজেষ্ট্রীকৃত বিমান ছিল। তন্মধ্যে ১৯০ খানা বিমানের শূন্যে চলাচলের যোগ্যতাসূচক সার্টিফিকেট আছে।

বিমানচালনা শিক্ষাকেন্দ্র: পাইলট, ইঞ্জিনীয়ার, বিমান বন্দরের অফিসার, কন্ট্রোল অপারেটার, রেডিও অপারেটার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের এলাহাবাদে অবস্থিত অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে এই কেন্দ্রে মোট ২৭৮ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিমান চালনা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, বারাকপুর, ভুবনেশ্বর, লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর, নাগপুর, জয়পুর, ইন্দোর, বাঙ্গালোর,

হায়দরাবাদ, বরোদা, ত্রিবেন্দ্রাম, কোয়েম্বাটোর ও গৌহাটিতে মোট ১৭টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিমানচালনা-সংঘ (Flying-Club) আছে।

১৯৬০ সালে এই সকল ক্লাবে ১৪৯ জন বিমান চালককে 'এ' শ্রেণীর এবং ৬ জনকে 'বি' শ্রেণীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে এই সমুদয় ক্লাবে ৬৯১ জন ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ করিতেছিল।

বিমান বন্দর : বর্তমানে ভারতে বিমান বন্দরের মোট সংখ্যা ৮৫টি এবং এইগুলি ভারতসরকারের অধীনস্থ অসামরিক বিমানচলাচল দপ্তরের পরিচালনাধীন। সান্তাক্রুজ (বোম্বাই), দমদম (কলিকাতা) ও পালাম (দিল্লী) এই তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

ভারতীয় অসামরিক বিমানসমূহ বিগত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ যাত্রী, মাল ও ডাক বহন করিয়াছে এবং কত মাইল ভ্রমণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সিডিউল্ড সার্ভিস

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার মাইল)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার পাউণ্ড)	চিঠিপত্র (হাজার পাউণ্ড)
১৯৪৭	৯,৩৬২	২৫৫	৫,৬৪৮	১,৪০৫
১৯৫১	১৯,৪৯৮	৪৪৯	৮৭,৬৬৫	৭,১৮২
১৯৫৬	২৩,৪৮১	৫৫৯	৯৬,২৩৯	১২,৬৮৬
১৯৫৭	২৩,৪৯৬	৬১৫	৮৫,৬৯১	১৩,০৮১
১৯৫৮	২৪,৫০৮	৬৯৬	৯৩,৬৪০	১৩,৬০৮
১৯৫৯	২৪,৭৪২	৭৩৬	৭৩,৮৭৭	১৫,০৪৯
১৯৬০*	২৫,০৫৭	৮২৪	৭৮,৪৬০	১৪,৬১৯

নন্‌সিডিউল্ড সার্ভিস

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার মাইল)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার পাউণ্ড)
১৯৪৭	৪,০৫১	৬২	২,৯৯৩
১৯৫১	৬,৬১৪	৬৬	১,৩১,৬২৪
১৯৫৬	৫,৭৩৩	১১৪	৯৭,০৮৯
১৯৫৭	৫,৪৫৮	১২৬	৮৮,৭০৩
১৯৫৮	৪,৯৯৭	৯৯	৮৪,২০১
১৯৫৯	৫,৫৭৮	৮৯	৮১,১৪২
১৯৬০*	৫,৪৭৬	৯৭	৭৫,৩৯৮

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

জাহাজী ব্যবসায়

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ১৯৪৭ সালে 'শিপিং পলিসি কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন, নিম্নে তাহাদের চুম্বক দেওয়া হইল :

(১) ১৯৫৪ সালের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ২০ লক্ষ টন নির্দিষ্ট করা হয়। (২) ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল বাণিজ্যের সমস্তটাই সংরক্ষিত করা হয়। (৩) মাত্র ২টি বৃটিশ জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে "ইণ্ডিয়ান কোস্ট্যাল কনফারেন্স" নামক কমিটির সহযোগী সদস্য থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। (৪) ভারত—ব্রহ্ম, ভারত—সিংহল এবং ভারত—ও অন্যান্য উপকূলবর্তী দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলি করিবে। (৫) অন্যান্য দূর দেশের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজসমূহ বহন করিবে। (৬) প্রাচ্য দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইতিপূর্বে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর যে সকল জাহাজ ব্যবহৃত হইত তাহার শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ করিবে।

অতঃপর ১৯৫০ সালে ভারত সরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষিত করেন। তদনুসারে ১৯৫১ সালে "ইণ্ডিয়ান কোস্ট্যাল কনফারেন্স" নামক সংস্থাটি গঠিত হয়।

॥ ভারতীয় জাহাজের খতিয়ান ॥

বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস্ টন)	বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস্ টন)
১৯৩৯	৫৩	১২৬,৭০৯	১৯৫৩	১১১	৪২২,৪৫২
১৯৪৬	৪২	৯৮,২৮৬	১৯৫৪	১২৪	৪৩৫,৩০০
১৯৪৭	৬০	১৮৯,২২৬	১৯৫৫	১২৬	৯৬৫,২৬৪
১৯৪৮	৭২	২৪৯,২৬১	১৯৫৬	১২৬	৪৭৯,৮০০
১৯৪৯	৮৪	৩৩২,৪৯০	১৯৫৭	১৩৩	৫২১,৪০০
১৯৫০	৯০	৩৬৪,৬৩২	১৯৫৮	১৪১	৬৩৯,৭০৮
১৯৫১	৯২	৩৬৬,৬৪৬	১৯৫৯	১৫৭	৭৩৯,০০০
১৯৫২	১০০	৪৮৫,৮১৭	১৯৬০	১৭৩	৮·৫২,০০০

শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—২রা অক্টোবর, ১৯৬১, ভারতসরকার কর্তৃক এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালে

দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মাল ও যাত্রীবহনের উদ্দেশ্যে 'ইষ্টার্ণ শিপিং করপোরেশন' ও ১৯৫৬ সালে পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগরে এবং পোল্যাণ্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে বাণিজ্যার্থ 'ওয়েস্টার্ণ শিপিং করপোরেশন' নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মূলধন ছিল দশ কোটি টাকা। উক্ত দুইটি সংস্থাকে একত্রিত করিয়া 'শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ' গঠন করা হইয়াছে। বোম্বাইতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে।

জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র : সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং ১৯৪৮ সালে বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৪৮ সালে ইহা সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ করে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড' নামক প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডের ⅔ অংশ শেয়ার ভারত সরকারের। ইহা এ পর্যন্ত মোট ১,১১,৬০০ গ্রস্ টনের ২৩ খানা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে।

ভারত সরকার আর একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ সম্পর্কে কোচিন, মাজগাঁও, কাণ্ডলা, ট্রম্বে ও গেঁয়োখালির উপযোগিতা আলোচনান্তে, পার্শ্ববর্তী মাটির অবস্থা অনুকূল সাপেক্ষে, পশ্চিম উপকূলের কোচিনে উহা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

॥ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের প্রসার ॥

বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ	পরিকল্পনার পূর্বে	প্রথম পরিকল্পনার শেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে
		(গ্রস্ টন হিসাবে)	
উপকূল বাণিজ্য	২,১৭,২০২	৩,১২,২০২	৪,১২,২০০
বৈদেশিক বাণিজ্য	১,৭৩,৫০৫	২,৮৩,৫০৫	৪,০৫,৫০৫
তৈলবাহী বাণিজ্য	—	৫,০০০	২৩,০০০
মেরামতী জাহাজ	—	—	১,০০০
অন্যান্য	—	—	৬০,০০০
মোট	৩,৯০,৭০৭	৬,০০,৭০৭	৯,০১,৭০৭

ভারতীয় বন্দর

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও কাণ্ডলা এই ছয়টি ভারতের বৃহৎ বন্দর। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই বন্দরগুলির মাধ্যমে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টন মাল উঠা নামা করিয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে উক্ত মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া ৩ কোটি ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৮ সালের ভারতীয় বন্দর আইন অনুযায়ী বর্তমানে এদেশে ২২৭টি বন্দর আইনতঃ উন্মুক্ত আছে, তন্মধ্যে ১৫৭টি বর্তমানে চালু।

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল দক্ষিণে হলদিয়া নামক স্থানে একটি নাতিবৃহৎ বন্দর নির্মাণ করা হইতেছে।

বৃহৎ ও মাঝারী বন্দরগুলির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

প্রথম বা বৃহৎ শ্রেণী : মহারাষ্ট্র—১টি (বোম্বাই), গুজরাট—১টি (কাণ্ডলা), কেরালা—১টি (কোচিন), মাদ্রাজ—১টি (মাদ্রাজ), অন্ধ্র—১টি (বিশাখাপত্তনম্), পশ্চিম বাংলা—১টি (কলিকাতা), সর্বমোট ৬টি।

দ্বিতীয় বা মাঝারী শ্রেণী : আলেপ্পে, ভেদী, ভবনগর, ব্রোচ, কারওয়ার, মাণ্ডভি, নবলক্ষী, ওখা, পোরবন্দর, রত্নগিরি, ভেরাওয়াল, কালিকট, কুদ্দালোর, কাকিনাদা, ম্যাঙ্গালোর, নেগাপট্টম, ভেলীচেরী, টুটিকোরিন, মসলিপট্টম্—এইগুলি ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর।

বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা : কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর পৃথক পৃথক পোর্ট ট্রাস্ট দ্বারা বহুদিন হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে ; তথাপি এই তিনটি বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও কাণ্ডলা বন্দর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে একজন মনোনীত ব্যক্তি মারফত পরিচালিত হইয়া থাকে। মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় বা ছোট বন্দরসমূহ রাজ্যসরকারের পরিচালনাধীন। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পোর্ট ট্রাস্টস্ (সংশোধিত) আইন প্রণয়ন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পোর্ট ট্রাস্ট পরিচালিত বন্দরসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থায় একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

বৃহৎ বন্দরগুলির আমদানী, রপ্তানী ও আয়ের খতিয়ান

(১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব)

বন্দর	কত জাহাজ প্রবেশ করিয়াছে সংখ্যা	ওজন (লক্ষ টন)	আমদানী (লক্ষ টন)	রপ্তানী (লক্ষ টন)	উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−) (লক্ষ টাকা)
কলিকাতা	১,৮২০	১২০·৩০	৪৯·৫৪	৪৬·৭৫	+ ২৫·৬৩
বোম্বাই	৩,০৫১	১৪৩·৩৬	৯৪·২২	৩৭·৩৩	+ ২৪২·৫৬
মাদ্রাজ	১,১৯৫	৭৭·৬৮	১৮·১২	৯·০৭	+ ৬৫·৯৮
বিশাখাপত্তনম্	৫৮২	৪০·১৬	১২·০৫	১২·৪২	+ ৩৯·৯১
কোচিন	১,৩৪৭	৭০·৩২	১৯·২৫	৪·২২	+ ৫·৬৩
কাণ্ডলা	৫৪৪	১৫·১৭	৪·২৮	৩·০০	+ ১৯·৩৯
মোট	৮,৪৮৯	৪৬৬·৯৯	১৯৭·৪৬	১১২·৭৯	+ ৩৯৯ ১০

আলোক ঘর (লাইট হাউস)

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমেত ভারতের উপকূল-রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার ৩৪০ মাইল। এই সমগ্র উপকূল-রেখার জন্য প্রায় ১৮৩টি আলোক ঘর আছে এবং উহার পরিচালনার ভার রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। ইহা ব্যতীত বন্দর পরিচালক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন আছে আরও ১ হাজার ৫৯৪টি স্থানীয় আলোক ঘর।

ভারতীয় আলোক ঘরসমূহের বিভিন্ন প্রকার উন্নতির জন্য (নূতন নির্মাণ বা সংস্কার ইত্যাদি) প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বাকী দেড় কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের পর ব্যয় হইবে।

১৯৫৪ সালে কোইন্টহট্টম ও চান্‌ক্ দ্বীপে দুটি নূতন আলোক ঘর নির্মিত হইয়াছে। ডলফিন্ নেজ্ ও রস দ্বীপে দুইটি আলোক বর্তিকা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ওখা ও পুরীতে নূতন আলোক ঘর নির্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভাথ্‌কাল, কোরলাই ফোর্ট, পেরোটান ও পেনেটাকোট্টায় নূতন আলোক ঘর নির্মাণের কার্য চলিতেছে। আলোক ঘর সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ চলিতেছে আরও, উট্টান, ফলশ্ পয়েণ্ট, টলকেশ্বর নাভিনাল, মাণ্ডভি, দিউহেড, দেওগ্রা, জাফরাবাদ, গোম্বা, তাপ্‌তী বাকালাপুরী, আলেপ্পে, কোইন্টহট্টম্, রাজপুর বে এবং তারাপুরে।

যোগাযোগ

ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় ডাক, তার, টেলিফোন ও বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থার সমন্বয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ডাক ও তার বিভাগের উপর এইগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। রেলপথের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারী প্রতিষ্ঠান এই ডাক ও তার বিভাগ। ৩১শে মার্চ, ১৯৬০, এই বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২৯'৭৯ কোটি টাকা এবং মোট কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩,৬৩,০০০। ১৯৫৯-৬০ সালে এই বিভাগের মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯'২০ কোটি টাকা। ১৯২১ সালে এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫'৮৩ কোটি টাকা।

একজন ডিরেক্টার জেনারেল এই বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তাঁহাকে কার্য পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য একটি "পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড" আছে। ডিরেক্টার জেনারেল নিজেই পদাধিকার বলে ঐ বোর্ডের সভাপতি।

॥ ডাক বিভাগ ॥

ভারতে ডাক বিভাগের কার্য সুরু হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমস্ত ভারতকে ১৩টি ডাক ও তার অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহাদের নাম ও এলাকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

পোস্টমাস্টার জেনারেলের অধীন : (১) পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিকিম); (২) বিহার অঞ্চল (বিহার); (৩) উত্তর-প্রদেশ অঞ্চল (উত্তর-প্রদেশ); পাঞ্জাব অঞ্চল (পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, বিলাসপুর, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী*); (৫) বোম্বাই অঞ্চল (বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ); (৬) মাদ্রাজ অঞ্চল (মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ ও হায়দরাবাদ); (হায়দরাবাদ ডিরেক্টারের অধীনে একটি উপ-অঞ্চল)। (৭) কেন্দ্রীয় অঞ্চল (মধ্য-প্রদেশ)।

ডিরেক্টার অব পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের অধীন : (৮) রাজস্থান অঞ্চল (রাজস্থান, মধ্যভারত, ভূপাল ও আজমীঢ়); (৯) অন্ধ্র অঞ্চল (অন্ধ্র); (১০) আসাম অঞ্চল (আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা); (১১) উড়িষ্যা অঞ্চল (উড়িষ্যা)।

* দিল্লীর কেবলমাত্র তার-ব্যবস্থা পাঞ্জাব অঞ্চলের অন্তভু ক্ত।

ডিরেক্টার অব পোস্ট্যাল সার্ভিস-এর অধীন : (১২) দিল্লী অঞ্চল (দিল্লীর কেবলমাত্র ডাক ব্যবস্থা); (১৩) হায়দরাবাদ অঞ্চল (হায়দরাবাদ-উপঅঞ্চল)।

ডাকঘরের ক্রমোন্নতি : স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২২,১১৬। বর্তমানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলাইয়া ভারতে মোট ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭০,৭১৩ (৩১ মার্চ, ১৯৬০)। ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪৬৪টি নূতন পোস্ট আফিস খোলা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতে মোট ১৯,৭১২টি নূতন পোস্ট আফিস খোলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও ২০ হাজার নূতন পোস্ট আফিস স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

॥ ডাকঘরের সংখ্যা ॥

	৩১শে মার্চ, ১৯৫৮		৩১শে মার্চ, ১৯৬০	
	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
স্থায়ী ডাকঘর	৫,৭৮৬	৩৬,৯৫০	৬,২৩৪	৪১,৮৬০
অস্থায়ী ডাকঘর	১,১৭৮	১৭,৯৭২	১,১৩২	২১,৪৮৭
ডাক বাক্স	৩২,৪০৩	৯০,৮৫১	৩৫,৮০৭	১,০২,১৩৫

বিমান বাহিত ডাক : ১৯৪৮ সালে ভারতের ছয়টি শহরের মধ্যে ডাক চলাচলের জন্য বিমান মারফত নৈশ ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, নাগপুর ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে এইরূপ ডাক চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৯ সালে নৈশ ডাক চলাচল ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করা হয়। ভারতের যে সকল শহর অসামরিক বিমান চলাচল পথের অন্তর্গত, সেই সকল স্থানেও সাধারণ ডাক বিমান দ্বারা বাহিত হইতে সুরু করে। ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত মাশুল লাগে না। খামের চিঠি ও পোস্ট কার্ডের ক্ষেত্রে মাত্র এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫১ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪৯ সালে প্রবর্তিত ব্যবস্থার পরিধি আরও কিছু প্রসারিত করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা সামান্য কিছু অতিরিক্ত মাশুলের বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে বীমাকৃত চিঠি, পার্শেল, খবরের কাগজ ইত্যাদি বিমানে বহন করা আরম্ভ হয়।

১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে সরাসরি ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিমানে পার্শেল পাঠানোর

ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সিংহলেও চিঠি পত্র বিমানে পাঠাইবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা: পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম নাগপুরে চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা চালু করা হয়। তৎপরে মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা এবং কানপুরেও এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পরে ডাকঘরগুলি বন্ধ হইলে চলন্ত ডাকঘরগুলি শহরের বড় বড় রাস্তায় চলে। বৎসরের সকল দিন এমন কি পোস্ট্যাল ছুটি ও রবিবার দিনও এইগুলি শহরের বিভিন্ন পথ ভ্রমণ করে। মানি অর্ডার ও সেভিংস-ব্যাঙ্কের কার্য ব্যতীত চলন্ত ডাকঘরগুলি ডাকের অন্যান্য কাজ করে।

॥ ডাক বিভাগের বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
ডাকঘরের সংখ্যা	৫৮,৮৭১	৬১,৮৮৬	৬৪,৯৯৩	৭০,১১৩
স্থলপথে ডাক পথ (মাইল)	২,৫৩,২৫৬	২,৭৫,৭১৯	২,৮৬,৩৪৫	৩,০৭,৫৭৪
বিমানপথে ডাক পথ (মাইল)	১৯,৪১৬	১৮,৭৭৮	২১,০৭৫	২২,৮৭০
ডাকযোগে প্রেরিত মোট দ্রব্যাদি (কোটি সংখ্যা)	৩২৬.১	৩৩৫.৫	৩৫০.৬	৩৮১.৮
মানি অর্ডার (কোটি সংখ্যা)	৬.৭৪	৬.৮৯	৭.৩	৭.৫
ডাক বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩২.৭৫	৩৪.৮০	৩৭.৮৭	৩৯.২
মানি অর্ডার (কোটি টাকা)	২৬২	২৭৬	২৯৬	—

॥ তার বিভাগ ॥

১৮৩৯ সালে ভারতে প্রথম কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের সরকারী তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হয়। তবে উহা অনেকটা সরকারী পরীক্ষামূলক উদ্যম। কার্যতঃ ভারতে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৩ সালে—কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে। ১৮৫৫ সালের ২৪শে মার্চ ঐ লাইনে প্রথম তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। এই কারণেই

বিগত ১৯৫৩ সালে ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ আফিসের সংখ্যা ছিল ১১,১০৯। প্রতি বৎসর দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক তারবার্তা সমেত প্রায় ৪ কোটি তারবার্তা এই সকল টেলিগ্রাফ আফিস হইতে প্রেরিত হয়।

॥ ভারতীয় তার বিভাগের বিবিধ তথ্য ॥

	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
টেলিগ্রাফ আফিসের সংখ্যা	১০,৭২৩	১০,৭৪৬	১১,১০৯
প্রেরিত টেলিগ্রাফের সংখ্যা (লক্ষ)	৩৩২	৩৪৩	৩৭০
মাথার উপরে টেলিগ্রাফের তার (মাইল)	৯,৫৩,৭৮৫	৯,৯৭,৫২২	১০,৮৭,৫৫৭
তার বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	৮·২	৮·২৬	৯·১০

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফ প্রেরণ : ১৯৪৯ সালের ১লা জুনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে ইংরাজী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ করিতে হইত। ঐ সময় হইতে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ভারতীয় ভাষায়ও তারবার্তা প্রেরণব্যবস্থা চালু করা হয়। হিন্দী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রা, কলিকাতা, জব্বলপুর, পাটনা ও পুণাতে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইলে এখন যে কোন ভারতীয় ভাষায়ই টেলিগ্রাফ পাঠান হয়।

স্থানীয় টেলিগ্রাফ : ভারতের প্রত্যেক তার আফিসে স্থানীয় টেলিগ্রাফ লওয়া হয়। ইহার জন্য ন্যূনতম প্রতি ৮টি শব্দের জন্য ছয় আনা মাশুল লওয়া হয়। ৮টির অধিক প্রতি শব্দের জন্য লওয়া হয় দুই পয়সা।

॥ টেলিফোন বিভাগ ॥

টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র ৫ বৎসর পরেই ১৮৮১ সালে কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। ভারতের মধ্যে কলিকাতাতেই সর্বপ্রথম টেলিফোন প্রবর্তিত হয় এবং বর্তমানে এই শহরেই টেলিফোনের সংখ্যা ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা অধিক। ১৯১৩ সালে সিমলাতে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্তন করা হয়।

॥ ভারতীয় টেলিফোন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
টেলিফোন সংখ্যা	১,৬৮,০০০	৩,৩৫,০০০	৩,৭৮,০০০	৪,২৪,০০০
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর সংখ্যা	৩,০০০	৬,৪৫৭	৬,৭১৪	৭,২৮২
ট্রাঙ্ককলের সংখ্যা (লক্ষ)	৭১	২৩১	২৬৪	২৯৮
টেলিফোন হইতে রাজস্ব (কোটি টাকা)	৯·০৭	১৮·০৪	২০·০০	২২·০০

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারতে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯২২টি।

বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থাঃ ভারতের সহিত বিদেশের সংযোগ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসর ২৩শে জুলাই লণ্ডনের সহিত ভারতের রেডিও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে রেডিও টেলিফোন মারফত ভারতের সহিত এডেন, বাহারিন, বর্মা, চীন, পূর্ব-আফ্রিকা, মিশর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, মালয়, পোল্যাণ্ড, সাইগন, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়ার সহিত সরাসরি সংযোগ আছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের সহিত লণ্ডন মারফত রেডিও টেলিফোনের যোগাযোগ আছে এই সব দেশের : অস্ট্রিয়া, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বারমুডা, ব্রেজিল, কানাডা, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পূর্ব-জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জিব্রাণ্টার, গ্রীস, ইজরেল, হাঙ্গারী, আইসল্যাণ্ড, ইতালী, কেনিয়া, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস্, উত্তর রোডেসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, নরওয়ে, সার, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেসিয়া, সুইডেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভ্যাটিক্যান সিটি ও পশ্চিম জার্মানী।

ভারতের সহিত বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন, আমেরিকা, আফগানিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান, শ্যাম ইত্যাদি ৩১টি দেশের রেডিও টেলিগ্রাফ সংযোগ বর্তমান।

ইহা ব্যতীত ভারতের সহিত আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন এবং চীনের রেডিও ফোটো সংযোগ ব্যবস্থাও বর্তমানে সম্পাদিত হইয়াছে।

বেতার

॥ সূচনা ও ক্রম বিকাশ ॥

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ: ১৯২৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ' নামে একটি বেসরকারী বেতার-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয় এবং ভারত সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বলে বোম্বাই ও কলিকাতায় দুইটি বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র এবং ঐ বৎসরের ২৬শে আগস্ট কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র খোলা হয় এবং নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করে। তৎকালে এই দুইটি কেন্দ্রের শক্তি ছিল ১৫ কিলোসাইকল। এই দুই কেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৩৩ হাজার টাকা।

কোম্পানীর আয় প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় প্রতিমাসে ঘাটতি পড়িতে থাকে। কোম্পানী সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করে, কিন্তু সরকার ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে ইহাতে অসামর্থ্য জানান। অবশেষে কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ হইতে কারবার উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বেতার-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। ইহাতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি শর্তে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন।

দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস: বেতার-কেন্দ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাব ১৯৩০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এই বৎসরের মার্চ মাসে সরকার দেউলিয়া ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর বেতার-কেন্দ্র দুইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল (১৯৩০) হইতে 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' এই নূতন নামে ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রম-বিভাগের সরাসরি পরিচালনাধীনে বেতার-কেন্দ্র দুইটি আসে।

বোম্বাই ও কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রদ্বয়ের মাসিক খরচ সরকার ২২,০০০৲ টাকায় কমাইয়া আনিলেন। তাহার ফলে উন্নত ধরনের বেতার-সূচী অনুসারে কার্য করা বেতার বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের লাইসেন্সের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইল না। আয়ের তুলনায় ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর এক বিবৃতিতে সরকার বেতার-কেন্দ্র দুইটির কাজ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করিলে, সংবাদপত্রে ও আইনসভায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে। তাহার ফলে সরকার রেডিও-সেট ও রেডিওর সাজসরঞ্জামাদির উপর আমদানী শুল্ক বর্ধিত করিয়া আয়-বৃদ্ধির দ্বারা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পান এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর বোম্বাই ও কলিকাতার স্টেশন ডিরেক্টারদ্বয়কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেতার কেন্দ্র পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে ভারতীয় বেতার-জগতে সহসা উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান (B. B. C.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী অনুসারে বেতার বার্তা প্রেরণ করিতে থাকে। ভারতে অবস্থানকারী ইউরোপীয়গণের অনেকে বি. বি. সি-র সাম্রাজ্যিক অনুষ্ঠান-সূচীর জন্য নূতন রেডিও সেট ক্রয় করেন।

এই উন্নতির সূচনায় ভারত সরকার উৎসাহিত হইয়া দেশে বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নানাবিধ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন। দিল্লীতে একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়—১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী ইহার উদ্বোধন করা হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দেশের নানাস্থানে আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নূতন নামকরণ : ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় বেতারের নাম পরিবর্তন করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (AIR) রাখা হয়।

দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়া : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় বেতারের উন্নতি গুরুতররূপে ব্যাহত হয়। ঢাকা, লাহোর ও পেশোয়ার এই তিনটি বেতার কেন্দ্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতীয় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাতটি।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ ॥

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার দেশের বেতার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে আজ ভারতের প্রতিটি অঞ্চল বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলনসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। ভারতে বর্তমানে বেতার কেন্দ্রের সংখ্যা ২৮টি।

বেতার অঞ্চল : পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতকে ৪টি বেতার অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। নিম্নে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল :—

॥ উত্তর অঞ্চল ॥ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জলন্ধর, জয়পুর-আজমীঢ়, সিমলা, ভূপাল, ইন্দোর ও রাঁচী।

॥ পশ্চিম অঞ্চল ॥ বোম্বাই, নাগপুর, আহ্‌মেদাবাদ-বরোদা, পুণা ও রাজকোট।
॥ দক্ষিণ অঞ্চল ॥ মাদ্রাজ, তিরুচিরাপল্লী, বিজয়ওয়াড়া, ত্রিবান্দ্রাম, কোজিকোড, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর ও ধারওয়ার।
॥ পূর্ব অঞ্চল ॥ কলিকাতা, কটক ও গৌহাটি।

ইহা ছাড়া শ্রীনগর ও জম্মুতে রেডিও কাশ্মীরের দুইটি কেন্দ্র আছে।

পরিচালন ব্যবস্থা: 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' বর্তমানে ভারত সরকারের 'Department of Information and Brodcasting' নামক দপ্তরের অন্তর্গত। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিচালকের পদবী হইল ডিরেক্টার জেনারেল, এ. আই. আর.। ৪ জন ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল তাঁহার সহায়তা করেন। ডিরেক্টার জেনারেল 'তথ্য ও বেতার' দপ্তরের সেক্রেটারীর অধীন। উক্ত সেক্রেটারী আপন বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আয়ের সূত্র: বেতার যন্ত্রাদির উপর আমদানী শুল্ক, বেতার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপনের মূল্য ও পত্রিকাগুলির গ্রাহকগণের চাঁদা এবং রেডিওর বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান সূত্র।

বেতার সাময়িক পত্রিকা: অল ইণ্ডিয়া রেডিও এই আটখানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যথা—আকাশবাণী (ইংরাজী), আওয়াজ (উর্দু), সারং (হিন্দী), বেতার জগৎ (বাংলা), বানলি (তামিল), নববাণী (গুজরাটী), বাণী (তেলেগু) এবং আকাশী (অসমীয়া)।

বেতার সংবাদ পরিবেশন: প্রতিদিন নয়াদিল্লী কেন্দ্র হইতে ইংরাজী ও হিন্দীতে ৪ বার; বাংলা, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, আসামী ও উর্দুতে তিনবার; কাশ্মীরী ও ডোগ্রিতে দুই বার এবং গোর্খা ভাষায় একবার করিয়া সংবাদ পরিবেশন করা হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে দৈনিক ৯৭টি সংবাদ লিপি প্রচার করে, উহার মধ্যে ৬৪টি ভারতের আভ্যন্তরীণ শ্রেতাদের জন্য এবং ৩৩টি বিদেশী শ্রোতাদের জন্য।

বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা: বিদেশের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বেতার সর্বপ্রথম প্রচার সুরু করে ১৯৩৯ সালে। ঐ বৎসর আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বেতার সূচী প্রচারতি হইতে সুরু করে। বর্তমানে ৪টি ভারতীয় ভাষা এবং ১৩টি বিদেশী ভাষায় ভারতীয় বেতার বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা চালনা করিয়া থাকে। যে সকল ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাস করে তাহাদের উদ্দেশ্যে গুজরাটী, হিন্দী, কঙ্কানী ও তামিল এই ৪টি

ভারতীয় ভাষায় বৈদেশিক স্থূচী প্রচার করা হয়। যে ১৩টি বিদেশী ভাষায় বেতার স্থূচী প্রচারিত হয় তাহাদের নাম—ইংরাজী, আরবি, বর্মী, ক্যান্টনী, ফরাসী, ইন্দোনেশীয়, কুয়োয়ু, নেপালী, পার্শী, পর্তুগীজ, পুস্ত, স্বাহিলী ও তিব্বতী ভাষা। বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থার জন্য দৈনিক যে সকল বেতার-স্থূচী প্রচার করা হয় তাহার জন্য মোট ২৩ ঘন্টা সময় ব্যয়িত হয়।

বেতার-বীক্ষণ (টেলিভিশন) : রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্য স্থূচীর অংশ হিসাবে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯, নয়াদিল্লীতে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হইয়াছে। বর্তমানে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার একঘণ্টা করিয়া টেলিভিশন স্থূচী প্রচার করা হয়। নয়াদিল্লীতে ১২ হইতে ১৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে এই স্থূচী প্রচার করা চলে। টেলিভিশন-স্থূচী প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করা। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ হইতে টেলিভিশন মারফত ১০টি সামাজিক শিক্ষা স্থূচী প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিল্লীর স্কুলসমূহে ১লা জুলাই, ১৯৬১, হইতে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর সহযোগিতায় টেলিভিশন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

॥ বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

রেডিও লাইসেন্সের খতিয়ান

বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা	বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা
১৯২৭ (আরম্ভকাল)	১,০০০	১৯৫০	৫,০৭,৩২৪
১৯২৭ (বৎসর শেষে)	৩,৯৫৪	১৯৫১	৬,৩৫,০২৬
১৯৩০	৭,৭১৯	১৯৫২	৬,৯৪,৫৬০
১৯৩১	৮,০৫৬	১৯৫৩	৭,৬৯,৫০৫
১৯৩২	৮,৫৫৭	১৯৫৪	৮,৩৫,২৪৬
১৯৩৩	১০,৮৭২	১৯৫৫	৯,৪৭,৩৫৩
১৯৩৭	৬০,৬৮০	১৯৫৬	১০,৭৫,৯০০
১৯৪০ ,,	১,১৯,৪১৭	১৯৫৭	১২,৩০,৮১৪
১৯৪৫	২,০২,৮২৯	১৯৫৮	১২,৯১,৮১২
১৯৪৭	২,৩০,০৯৫	১৯৫৯	১৭,২৪,০১৯

১৯৬০ (অক্টোবর,) ২১,১১,২৪৪

ভারতে রেডিও তৈয়ারীর সংখ্যা

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৯৩৭	৩,০৩৬	১৯৫৪	৫৮,২০৩
১৯৪৮	২৪,৯৯৬	১৯৫৫	৮১,২০০
১৯৪৯	১৬,৮৩৬	১৯৫৬	১,৫০,৫৯৬
১৯৫০	৪৪,৩৪০	১৯৫৭	১,৯০,৬৯০
১৯৫১	৬১,৮০০	১৯৫৮	১,৯৮,১০৭
১৯৫২	৭১,৮০০	১৯৫৯-৬০	২,১৩,৮৫৮
১৯৫৩	৫৬,৩০০	১৯৬০-৬১ (এপ্রিল-জুন)	৬৪,২৭০

রাজ্য হিসাবে ডোমেস্টিক লাইসেন্সের খতিয়ান

(১৯৬০ সালের ৩১শে অক্টোবর)

রাজ্য	লাইসেন্স-সংখ্যা	রাজ্য	লাইসেন্স-সংখ্যা
অন্ধ্র	১,১৩,৩৮৫	মহীশূর	১,০২,১১৮
আসাম (ক)	২৭,৬৯৬	কেরালা	৪৬,৬৫৩
বিহার	৭৬,২৩৬	উড়িষ্যা	১৬,৪৫১
বোম্বাই (খ)	৪,১৭,৯৩৭	পাঞ্জাব (ঘ)	১,৭৩,৯২৪
কেন্দ্রীয় অঞ্চল (গ)	৮২,২৭০	রাজস্থান (ঙ)	৯৫,২৫৭
দিল্লী	১,০৮,৫২৮	উত্তর প্রদেশ	১,৬০,১৮৬
মাদ্রাজ	২,০৯,১৮০	পশ্চিমবঙ্গ	২,৩২,২৯১

(ক) আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নেফা সহ।

(খ) বর্তমানে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র।

(গ) মধ্য প্রদেশ ও বিন্ধ্য প্রদেশ লইয়া কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠিত।

(ঘ) প্রাক্তন পেপসু, বিলাসপুর, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর ইহার অন্তর্গত।

(ঙ) প্রাক্তন আজমীঢ়, ভূপাল ও মধ্যভারত সহ।

ভারতীয় সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের সূত্রপাত : ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, ২৯শে জানুয়ারী। সংবাদপত্রখানির নাম হিকিস 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার'। উহার আয়তন ছিল ১২"×৮" এবং উহাতে ৪ খানি পৃষ্ঠা থাকিত। মুদ্রণ ব্যবসায়ী জেমস্ অগাস্টাস হিকি ছিলেন উহার সম্পাদক। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পারিবারিক ব্যাপার লইয়া অবাঞ্ছিত মন্তব্যের জন্য তাঁহার জেল ও জরিমানা হয়। হিকিকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস্ নামক এক ব্যক্তি কলিকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় ও অন্যান্য স্থানে হাতে লেখা কাগজ ঝুলাইয়া বিবিধ সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে উহাই ভারতে সংবাদপত্রের প্রথম সূত্রপাত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ভারতের দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. মেসিঙ্ক ও পিটার রীড কর্তৃক উহা কলিকাতা হইতে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরু' চার্লস ম্যাক্লিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র : 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। বস্তুতঃ উহা ছিল একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, উহাতে পরিবেশিত সংবাদসমূহ বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ছাপা হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা উহা ১৮১৮ সালের ২৩শে মে হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ডঃ জে. সি. মার্শম্যান ছিলেন সমাচার দর্পণের সম্পাদক।

বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র : ১৮১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' বাংলায় দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্র, ১৮২১ সালে ডিসেম্বর মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাংলা দৈনিক পত্র : 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিক পত্র। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী উহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সংবাদপত্রের আদিযুগে কলিকাতা হইতে আরও যে সকল দৈনিক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল:

দিগদর্শন: সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক-পত্র, শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সম্পাদক—জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

উদন্ত মার্তণ্ড: ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত সর্বপ্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক সম্পাদক, যুগলকিশোর শুকুল।

জাম-ই-জাহান-নুমা: কলুটোলার হরিহর দত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম উর্দু সাপ্তাহিক; ১৮২২ সালের মার্চ হইতে প্রকাশিত এবং ১৬ই মে হইতে উহা হিন্দুস্থানী ও ফার্শী দুই ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

মীরাৎ-উল-আখ্‌বার: রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ফার্শী সাপ্তাহিক। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত।

বেঙ্গল হেরাল্ড বা উইকলি মেসেঞ্জার: ইংরাজী, বাংলা, ফার্শী ও হিন্দী এই চারি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র। ১৮২৯ সালের ১০ই মে প্রথম প্রকাশিত।

বিবিধার্থ সংগ্রহ: বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র; ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত; সম্পাদক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সমাচার সুধাবর্ষণ: শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা-হিন্দী দৈনিক পত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা: বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্রথম মাসিক পত্র; ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক, উমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদর্শন: ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক সাহিত্য-পত্র। সম্পাদক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বালকবন্ধু: ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম ছোটদের পাক্ষিক পত্র। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সকল সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বোম্বে হেরাল্ড (১৭৮৯), বোম্বে গেজেট (১৭৯১), বোম্বে সমাচার (১৮২২), লাহোর ক্রনিকল্‌ (১৮৪৬), বেনারস আখ্‌বার (১৮৪৮)।

সংবাদপত্র ও জাতীয়তাবাদ: ভারতীয় সংবাদপত্র ইতিহাসের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা আত্ম-প্রকাশ করে (১৮৫৪)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোমোহন

ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। সেকালের বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলী' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। মাহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার ভ্রাতাদের সহযোগিতায় ১৮৬৮ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন; নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে ইহাই ইংরাজী দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য প্রদেশেও কতিপয় বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় যে সকল সংবাদপত্র বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৫), দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' (১৯০৬), 'যুগান্তর' (১৯০৬), 'নবশক্তি' (১৯০৬) প্রমুখ পত্র ও পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' (১৯২৩) পত্রিকার নাম স্মরণীয়। আজিকার বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার-এর প্রচেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকাখানির দানও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায়।

সংবাদপত্র দমন: ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্বপ্রথম সংবাদ সেন্সারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস যে কোন লেখা প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লইবার প্রথা প্রবর্তন করেন। শুধু ইহাই নহে, ১৮১৮ সালে তিনি আদেশ জারি করেন যে, সরকার বা কাউন্সিল সম্পর্কে কেহ কোন সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি নূতন আইন প্রবর্তন করেন। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেট্‌কাফের সুপারিশে সুপ্রীম কাউন্সিল "এডামের সংবাদপত্র-কণ্ঠরোধ" আইন প্রত্যাহারের আদেশ দেন। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারস্ মেট্‌কাফের এই আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দুর্নাম লইয়া দেশে ফিরিতে হয়। লর্ড ক্যানিং আসিয়া ১৮৫৭ সালে আবার লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে নূতন প্রেস আইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রবর্তন

করেন। লর্ড রিপণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইন প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু দমননীতি অব্যাহত থাকে। 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি মন্তব্য প্রকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮৯৮ সালে নূতন 'সিডিশন এ্যাক্ট' পাস হয় এবং বাংলার কাগজগুলির উপর উক্ত আইনের কোপানল প্রবলভাবে বর্ষিত হয়। 'বন্দেমাতরম' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হন, বিপিন পালের কারাদণ্ড হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগান্তর) ছয় জন সহকর্মী সহ রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ১৯১০ সালে এক নূতন প্রেস এ্যাক্টের মারফত দমননীতির পরিসর আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের 'রাউলাট আইনে' সংবাদপত্র দমনের বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। ১৯২২ সালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গান্ধীজীর ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৯৩১ সালে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স এ্যাক্ট' পাস হয় এবং উহার বলে কতকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

॥ প্রেস কমিশন ॥

'প্রেস কমিশন' নিয়োগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বোম্বাই হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৬শে জুলাই, রাজাধ্যক্ষ-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্টসহ সুবৃহৎ তিন খণ্ডে এই রিপোর্ট বিভক্ত।

বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ তাঁহার রিপোর্টে ভারতীয় সাংবাদিকতার মান নির্ণয়ার্থ একটি 'অল-ইণ্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল' নিয়োগের সুপারিশ করিয়া ছিলেন। বার্তাজীবী সাংবাদিকদের সংজ্ঞাও তিনি তাঁহার রিপোর্টে নির্ধারণ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্ত, ছুটি, বেতন, মহার্ঘভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও সুপারিশ করেন। তিনি একজন প্রেস রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্যও সুপারিশ করেন।

বেতন বোর্ড ঃ প্রেস কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার যে 'বার্তাজীবী সংবাদিক বিল' রচনা করেন তাহা ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে যথারীতি গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। এই আইনের অঙ্গ হিসাবে ২রা মে, ১৯৫৬, তারিখে বিচারপতি শ্রী এইচ. ভি. দিভাতিয়ার সভাপতিত্বে

একটি 'বেতন বোর্ড' গঠিত হয়। ১১ই মে ১৯৫৭, বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। উহাতে বার্তাজীবী সাংবাদিকদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়।* ১৯৫২-৫৪ এই তিন বৎসরে সংবাদপত্রগুলির যে লাভ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বেতন বোর্ড তাহাদিগকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাহাদের আয় বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহারা 'ক' শ্রেণীভুক্ত; যাহাদের আয় ১২½ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহারা 'খ' শ্রেণীভুক্ত; ৫ হইতে ১২½ লক্ষ টাকা আয়বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহ 'গ' শ্রেণীভুক্ত; ২½ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যাহাদের আয় তাহারা 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত এবং যাহাদের আয় তদপেক্ষা কম সেই সকল সংবাদপত্র 'ঙ' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

দৈনিক পত্রের শ্রেণীবিভাগ : সারা ভারতে বর্তমানে মাত্র ৭ খানি দৈনিক পত্র 'ক' শ্রেণী ও ৩ খানি দৈনিকপত্র 'খ' শ্রেণীভুক্ত। নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদান করা হইল।

'ক' শ্রেণী : ১। অমৃতবাজার পত্রিকা (কলিকাতা), ২। আনন্দ বাজার পত্রিকা (কলিকাতা), ৩। স্টেট্‌সম্যান (কলিকাতা—দিল্লী), ৪। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (বোম্বাই), ৫। হিন্দু (মাদ্রাজ) ৬। হিন্দুস্থান টাইমস্ (দিল্লী)। ও ৭। যুগান্তর (কলিকাতা)।

'খ' শ্রেণী : ১। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা) ২। ফ্রী প্রেস জার্নাল (বোম্বাই) ও ৩। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (মাদ্রাজ-বোম্বাই-দিল্লী)।

বার্তাজীবীদের বেতন নির্ধারণ : 'বার্তাজীবী বেতন বোর্ডের' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যতম সংবাদপত্রের মলিক সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে ১৯শে মার্চ, ১৯৫৮, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উক্ত সিদ্ধান্ত নাকচ হইয়া যায়। অতঃপর রাষ্ট্রপতি ১৪ই জুন, ১৯৫৮ সালে এক অর্ডিনান্স জারী করেন। এই অর্ডিনান্স অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে. ভি. ভাণ্ডারকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন।

বার্তাজীবী সংবাদিকদের বেতনের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভাণ্ডারকার কমিটি মে, ১৯৫৯ সালে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। সামান্য সংশোধন করিয়া ভারত সরকার উহাই গ্রহণ করেন।

* এই সম্পর্কে ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে।

নিম্নে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মকর্তাদের নাম দেওয়া হইল :—

সভাপতি : শ্রী ডি. সঞ্জীবায়া

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ : (১) এস. কে. পাতিল (কোষাধ্যক্ষ) (২) কে. কে. শা ও (৩) জগন্নাথ রাও চান্দ্রিকা (সাধারণ সম্পাদক), (৪) ইউ. এন. ডেবর, (৫) সঞ্জীব রেড্ডী, (৬) ডাঃ বি. সি. রায়, (৭) মোরারজী দেশাই, (৮) লালবাহাদুর শাস্ত্রী, (৯) জগজীবন রাম, (১০) এস. কে. পাতিল, (১১) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম, (১২) কামরাজ নাদার, (১৩) মোহনলাল সুখাদিয়া, (১৪) সি. কে. গোবিন্দন নায়ার, (১৫) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, (১৬) ওয়াই. বি. চ্যবন, (১৭) হরেকৃষ্ণ মহতাব, (১৮) সর্দার দরবার সিং, (১৯) রামসুভগ সিং, (২০) সাদিক আলি এবং (২১) জি. রাজাগোপালন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি : শ্রীঅতুল্য ঘোষ

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিগণের নাম

১৮৮৫	...	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বোম্বাই
১৮৮৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৮৮৭	...	বদরুদ্দিন তায়েবজী	মাদ্রাজ
১৮৮৮	...	জর্জ ইউল	এলাহাবাদ
১৮৮৯	...	স্যার ডব্লিউ. ওযেডারবার্ণ	বোম্বাই
১৮৯০	...	স্যার পি. মেহ্‌তা	কলিকাতা
১৮৯১	...	পি. আনন্দ চার্লু	নাগপুর
১৮৯২	...	উপেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ
১৮৯৩	...	দাদাভাই নৌরজী	লাহোর
১৮৯৪	...	এ. ওয়েব	মাদ্রাজ

১৮৯৫	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পুণা
১৮৯৬	...	আর. এম. সিয়ানী	কলিকাতা
১৮৯৭	...	সি. শঙ্করণ নায়ার	অমরাবতী
১৮৯৮	...	আনন্দমোহন বসু	মাদ্রাজ
১৮৯৯	...	রমেশচন্দ্র দত্ত	লক্ষ্ণৌ
১৯০০	...	এন. জি. চন্দ্রভারকর	লাহোর
১৯০১	...	দিনশা ওয়াচা	কলিকাতা
১৯০২	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অহমেদাবাদ
১৯০৩	...	লালমোহন ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৪	...	হেনরী কটন	বোম্বাই
১৯০৫	...	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	বারাণসী
১৯০৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৯০৭	...	রাসবিহারী ঘোষ	সুরাট
১৯০৮	...	রাসবিহারী ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৯	...	মদনমোহন মালব্য	লাহোর
১৯১০	...	স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ণ	এলাহাবাদ
১৯১১	...	বিষেণনাথ ধর	কলিকাতা
১৯১২	...	আর. এন. মুধলকর	পাটনা
১৯১৩	...	নবাব সৈয়দ মহম্মদ	মাদ্রাজ
১৯১৪	...	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	করাচী
১৯১৫	...	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	বোম্বাই
১৯১৬	...	অম্বিকাচরণ মজুমদার	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	...	আনি বেশান্ত	কলিকাতা
১৯১৮	...	হাসান ইমাম	দিল্লী
১৯১৮	...	(বিশেষ) মদনমোহন মালব্য	বোম্বাই
১৯১৯	...	মতিলাল নেহরু	অমৃতসর
১৯২০	...	সি. বিজয়রাঘবাচারিয়ার	নাগপুর
১৯২১	...	(বিশেষ)—লালা লাজপত রায়	কলিকাতা
১৯২১	...	হাকিম আজমল খান্	আহমেদাবাদ
১৯২২	...	চিত্তরঞ্জন দাশ	গয়া
১৯২৩	...	মহম্মদ আলী	কোকনদ
১৯২৩	...	(বিশেষ)—আবুল কালাম আজাদ	দিল্লী

১৯২৪	...	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	বেলগাঁও
১৯২৫	...	সরোজিনী নাইডু	কানপুর
১৯২৬	...	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	গৌহাটি
১৯২৭	...	এম. এ. আন্সারী	মাদ্রাজ
১৯২৮	...	মতিলাল নেহরু	কলিকাতা
১৯২৯	...	জওহরলাল নেহরু	বোম্বাই
১৯৩১	...	বল্লভভাই প্যাটেল	করাচী
১৯৩২	...	শেঠ রণছোড়লাল	দিল্লী
১৯৩৩	...	নেলী সেনগুপ্তা	কলিকাতা
১৯৩৪	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	বোম্বাই
১৯৩৫	...	জওহরলাল নেহরু	লক্ষ্ণৌ
১৯৩৭	...	জওহরলাল নেহরু	ফৈজপুর
১৯৩৮	...	সুভাষচন্দ্র বসু	হরিপুরা
১৯৩৯	...	সুভাষচন্দ্র বসু	ত্রিপুরী
১৯৩৯	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ফলে)	কলিকাতা
১৯৪০	...	আবুল কালাম আজাদ	রামগড়
১৯৪১-৪৫	...	কোনও অধিবেশন হয় নাই	
১৯৪৬	...	জওহরলাল নেহরু	
১৯৪৬	...	জে. বি. কৃপালনী	মীরাট
১৯৪৭	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	
১৯৪৯	...	পট্টভি সীতারামিয়া	জয়পুর
১৯৫০	...	পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন	নাসিক
১৯৫১	...	জওহরলাল নেহরু	নয়াদিল্লী
১৯৫৩	...	জওহরলাল নেহরু	হায়দরাবাদ
১৯৫৪	...	জওহরলাল নেহরু	কল্যাণী
১৯৫৫	...	ইউ. এন. ডেবর	আবাদী
১৯৫৬	...	ইউ. এন. ডেবর	অমৃতসর
১৯৫৭	...	ইউ. এন. ডেবর	ইন্দোর
১৯৫৮	...	ইউ. এন. ডেবর	গৌহাটি
১৯৫৯	...	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী	নাগপুর
১৯৬০	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	বাঙ্গালোর
১৯৬১	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	ভবনগর

॥ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ॥

জাতীয় কংগ্রেসের পরই রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান। প্রথম সংঠিত হয় ১৯২৪ সালে। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের পরেই অধিক সংখ্যক আসন অধিকার করে এবং কেরালায় কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পরও লোকসভায় ইহাদের স্থান দ্বিতীয়। বিশিষ্ট নেতা : মুজাফ্‌ফর আহমেদ; এস. ডাঙ্গে; পি. সি. যোশী; বি. টি. রণদিভে; ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ; জ্যোতি বসু; ভবানী সেন; ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতি। ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট 'ন্যাশনাল এক্‌জিকিউটিভ কমিটি' পার্টির নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। **ব**র্তমান সাধারণ সম্পাদক : ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক : প্রমোদ দাশগুপ্ত।

প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি : (পি. এস. পি) জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি একত্রিত হইয়া পি. এস. পি. পার্টি গঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট নেতা : জে. বি. কৃপালনী; অশোক মেহ্‌তা; গঙ্গাশরণ সিং; প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; থানু পিল্লাই প্রভৃতি। বর্তমান চেয়ারম্যান : শ্রীঅশোক মেহ্‌তা। পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান : শ্রীসুনীল দাশ।

ভারতীয় জনসঙ্ঘ : স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে জনসঙ্ঘ প্রার্থীরা গত নির্বাচনে অধিক সাফল্য অর্জন করে।

বর্তমান সভাপতি : শ্রী এ. রমারাও।

হিন্দুমহাসভা : ১৯১৮ খৃঃ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন চলিতে থাকে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুমহাসভা প্রথম সংগঠিত হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বেঃ বিশিষ্ট নেতা : ভি. ডি. সাভারকর; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ভি. জে. দেশপাণ্ডে; আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি। বর্তমান সভাপতি : মোহন্ত দিগবিজয়নাথ। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি : শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি.) : পশ্চিমবঙ্গে এই দলের শক্তি উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট নেতা : ত্রিদিব চৌধুরী।

১৯২৪	...	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	বেলগাঁও
১৯২৫	...	সরোজিনী নাইডু	কানপুর
১৯২৬	...	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	গৌহাটি
১৯২৭	...	এম. এ. আন্সারী	মাদ্রাজ
১৯২৮	...	মতিলাল নেহরু	কলিকাতা
১৯২৯	...	জওহরলাল নেহরু	বোম্বাই
১৯৩১	...	বল্লভভাই প্যাটেল	করাচী
১৯৩২	...	শেঠ রণছোড়লাল	দিল্লী
১৯৩৩	...	নেলী সেনগুপ্তা	কলিকাতা
১৯৩৪	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	বোম্বাই
১৯৩৫	...	জওহরলাল নেহরু	লক্ষ্ণৌ
১৯৩৭	...	জওহরলাল নেহরু	ফৈজপুর
১৯৩৮	...	সুভাষচন্দ্র বসু	হরিপুরা
১৯৩৯	...	সুভাষচন্দ্র বসু	ত্রিপুরী
১৯৩৯	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ফলে)	কলিকাতা
১৯৪০	...	আবুল কালাম আজাদ	রামগড়
১৯৪১-৪৫	...	কোনও অধিবেশন হয় নাই	
১৯৪৬	...	জওহরলাল নেহরু	
১৯৪৬	...	জে. বি. কৃপালনী	মীরাট
১৯৪৭	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	
১৯৪৯	...	পট্টভি সীতারামিয়া	জয়পুর
১৯৫০	...	পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন	নাসিক
১৯৫১	...	জওহরলাল নেহরু	নয়াদিল্লী
১৯৫৩	...	জওহরলাল নেহরু	হায়দরাবাদ
১৯৫৪	...	জওহরলাল নেহরু	কল্যাণী
১৯৫৫	...	ইউ. এন. ডেবর	আবাদী
১৯৫৬	...	ইউ. এন. ডেবর	অমৃতসর
১৯৫৭	...	ইউ. এন. ডেবর	ইন্দোর
১৯৫৮	...	ইউ. এন. ডেবর	গৌহাটি
১৯৫৯	...	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী	নাগপুর
১৯৬০	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	বাঙ্গালোর
১৯৬১	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	ভবনগর

॥ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ॥

জাতীয় কংগ্রেসের পরই রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান। প্রথম সংঠিত হয় ১৯২৪ সালে। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের পরেই অধিক সংখ্যক আসন অধিকার করে এবং কেরালায় কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পরও লোকসভায় ইহাদের স্থান দ্বিতীয়। বিশিষ্ট নেতা : মুজাফ্‌র আহমেদ ; এস. ডাঙ্গে ; পি. সি. যোশী ; বি. টি. রণদিভে ; ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ; জ্যোতি বসু ; ভবানী সেন ; ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতি। ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট 'ন্যাশনাল একজিকিউটিভ কমিটি' পার্টির নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক : ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক : প্রমোদ দাশগুপ্ত।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি : (পি. এস. পি) জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি একত্রিত হইয়া পি. এস. পি. পার্টি গঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট নেতা : জে. বি. কৃপালনী ; অশোক মেহ্‌তা ; গঙ্গাশরণ সিং ; প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ; থানু পিল্লাই প্রভৃতি। বর্তমান চেয়ারম্যান : শ্রীঅশোক মেহ্‌তা। পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান : শ্রীসুনীল দাশ।

ভারতীয় জনসঙ্ঘ : স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে জনসঙ্ঘ প্রার্থীরা গত নির্বাচনে অধিক সাফল্য অর্জন করে।

বর্তমান সভাপতি : শ্রী এ রমারাও।

হিন্দুমহাসভা : ১৯১৮ খৃঃ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন চলিতে থাকে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুমহাসভা প্রথম সংগঠিত হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে: বিশিষ্ট নেতা : ভি. ডি. সাভারকর ; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; ভি. জে. দেশপাণ্ডে ; আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি। বর্তমান সভাপতি : মোহন্ত দিগবিজয়নাথ। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি : শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি.) : পশ্চিমবঙ্গে এই দলের শক্তি উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট নেতা : ত্রিদিব চৌধুরী।

মহানগরী কলিকাতা

প্রাচীন পরিচয়ঃ মহানগরী কলিকাতার সৃষ্টি খুব বেশীদিনের নহে, যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' এবং বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে কালীক্ষেত্র কলিকাতা নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থেও কলিকাতা নামের উল্লেখ আছে। কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, 'খাল কাটা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে। রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের মতে এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক মড়ার মাথার খুলি পড়িয়া থাকিত। উহা দেখিয়া হয়ত কোন ওলন্দাজ বণিক-পর্যটক এই স্থানকে গলগাথা অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরমুণ্ডের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 'গলগাথা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাই মনে করেন। আবার অনেকের ধারণা, এই স্থানে পূর্বে জেলেরা ঝিনুক ও শামুক পোড়াইয়া কলিচুন প্রস্তুত করিত। কলি-চুনের কাতা স্তূপ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়া থাকিবে। বর্তমান কলিকাতার গোড়াপত্তন করেন ইংরাজ কুঠিয়াল যব চার্ণক। শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার কলিকাতা পরিচয়ে লিখিয়াছেন : ১৬৯০ খ্রীঃ যব চার্ণক কলিকাতায় আসেন এবং ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র ওসমানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকায় সূতানটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ছিল। বার্ষিক খাজনা ১২৮১॥০ আনা। বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সেখানে গোবিন্দপুর নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একদিন ইহারই সন্নিকটে গঙ্গার তীরে একটি সতীদাহ হইতেছিল। যব চার্ণকের বরকন্দাজেরা তাঁহাকে জানাইল যে, একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েকে স্থানীয় লোকেরা আগুনে পোড়াইবার উপক্রম করিতেছে। যব চার্ণক মেয়েটিকে বাঁচাইতে হুকুম দিলেন। অমনি ইংরাজদের ১২।১৪ জন বরকন্দাজ লাঠি হাতে সেইদিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া সতীদাহকারী লোকেরা শব ও মেয়েটিকে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। বরকন্দাজেরা মেয়েটিকে যব চার্ণকের নিকট লইয়া আসিল। যব চার্ণক বলিলেন "তোমাকে আমরা রক্ষা করিলাম—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" মেয়েটি বলিল যে, দুনিয়াতে তাহার যাইবার আর কোন স্থান নাই, তাহাকে কেহই আশ্রয়

দিবে না। মেয়েটি আরও বলিল, "আমি আপনার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।" যব চার্ণক সম্মত হইলেন। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে যব চার্ণক পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। যব চার্ণকের এই হিন্দু পত্নী ৩৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সেন্ট পলস্ গীর্জার ভিতর তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যব চার্ণক তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি স্ত্রীর মৃত্যুদিন পালন করিতেন বলিয়া প্রকাশ। ১৬৯০ খ্রীঃ যব চার্ণক তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা হইয়া তিনি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি—এই তিন গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবেদন জানান। এইভাবে শহর কলিকাতার পত্তন হয়।

বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে যব চার্ণক আসিয়া প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়; আর এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত, পূর্বে সেখানে ছিল তাঁহার বাসস্থান। সেকালের নদী দিয়া অনবরত শব ভাসিয়া যাইত। তাই যব চার্ণক ইংরেজদের পানীয় জলের জন্য এখনকার লালদীঘিটি (ডালহৌসি স্কোয়ার) খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর জায়গায় পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বসবাস ছিল। এজন্য ইহার নাম রাইটার্স বা কেরানীদের বিল্ডিং হইয়াছে। এখনকার লালবাজারে পূর্বে ইংরাজদের দরকারী জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য একটা বাজার ছিল, আর লালবাজারের কিছু দূরে মলঙ্গা লেনে বাঙালী কর্মচারীরা বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার বাসিন্দাদের বাগবাজার হইতে কালীঘাটের কালীমন্দিরে যাইতে হইলে এখনকার চিৎপুর ও চৌরঙ্গী হইয়া পায়ে-হাঁটা রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইত। এই রাস্তা ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া আর অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। চৌরঙ্গী নামে এক সন্ন্যাসী এই রাস্তাটা কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া জানা যায়। মুখর মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথটি আজিও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। এখনকার গড়ের মাঠটি ছিল সেকালে ভীষণ জঙ্গলময়। তাহাতে ছিল বাঘ, ভল্লুক ও চোর ডাকাতের আড্ডা। ইংরাজ ব্যাবসায়ীরা চৌরঙ্গীর আশেপাশে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। গড়ের মাঠের পুকুরগুলি ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

১৭৪০ সালের দিকে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়। বর্গীদের হাত হইতে কলিকাতাকে রক্ষার জন্য ইংরাজরা 'মারাঠা ডিচ' নামে কলিকাতার উত্তর-পূর্বদিকে একটি খাল খনন করেন। এই সময় অনেক বনেদী হিন্দু পরিবার

কলিকাতায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইসব হিন্দুরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করেন। ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে শক্তিশালী করিতে লাগিল। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন তখন বাংলার নবাব। তিনি ইংরাজদের এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিলেন। ইংরাজরা নবাবের এই হুকুমে কান দিল না। সিরাজদ্দৌলা তখন নিজে একদল সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী এখনকার 'বৈঠকখানা'য় তিনি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন এবং ইংরাজদের দুর্গ ভাঙ্গিতে সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরাজ-দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বহু ইংরাজ সৈন্য বন্দী হইল। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজদের শেষ বোঝাপড়া হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ কলিকাতায় কায়েমী হইয়া বসিল।

কলিকাতার জনসংখ্যা ও আয়তন :

১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে শহর কলিকাতার লোক সংখ্যা ২৯,২৬,৪৯৮ জন।*

বর্তমানে কলিকাতার মোট আয়তন ২৪,৪৫৮ একর বা ৩৮·২৩ বর্গমাইল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিল ২৯·৪৮ বর্গমাইল। কিন্তু ঐ বৎসর টালিগঞ্জ এলাকা কলিকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬·৯২ বর্গমাইল হয়। ইহা ছাড়া আছে 'ক্যানাল' ও ফোর্ট 'এলাকা'। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার আয়তন এইরূপ :—

	একর		বর্গমাইল
খাস কলিকাতা (১৯৫১ আইনে বর্ণিত) ...	১৮,৮৬৮	=	২৯·৪৮
টালিগঞ্জ	৪,৭৬১	=	৭·৪৪
মোট	২৩,৬২৯		৩৬·৯২
ক্যানাল	২৭৮	=	·৪৩
ফোর্ট এলাকা	৫৫১	=	·৮৬
সর্বমোট ...	২৪,৪৫৮	=	৩৮·২১

* বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ৫৫,৫০,১৯৫

কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান : (গত ১৫ বৎসরের)

বৎসর	মোট জন্ম	প্রতি হাজারে জন্মহার	মোট মৃত্যু	প্রতি হাজারে মৃত্যুহার
১৯৪৫-৪৬	৩১,২০৬	১৪·৮০	৩৭,৬৫৬	১৭·৯
১৯৪৬-৪৭	৩২,৮৩৪	১৫·৫৭	৩৬,৮৫৯	১৭·৫
১৯৪৭-৪৮	৩২,৯৩৮	১৫·৬২	৪৫,৩১০	২১·৫
১৯৪৮-৪৯	৪২,২৪৪	২০·০৩	৪৪,৩০৭	২১·০
১৯৪৯-৫০	৪৫,৪৭৫	২১·৫৬	৪৩,৮০৪	২০·৭৭
১৯৫০-৫১	৫০,৪২৪	২৩·৯১	৫৫,৪২২	২৬·২৮
১৯৫১-৫২	৬০,০২৩	২৩·৪০	৪০,৯২৭	১৫·৯৬
১৯৫২-৫৩	৬০,৮০৭	২৩·৮৭	৩৮,৫০১	১৫·১১
১৯৫৩-৫৪	৬০,৮৯৪	২২·৫৭	৩৬,৫৭৮	১৩·৫৫
১৯৫৪-৫৫	৬৭,১৭২	২৪·৮৯	৩২,১৯৭	১১·৯৩
১৯৫৫-৫৬	৭১,০৭১	২৬·৩৪	৩২,২২৩	১১·৯৪
১৯৫৬-৫৭	৭৩,৪৮৩	২৭·২৩	৩৬,৮০২	১৩·৬৪
১৯৫৭-৫৮	৭০,৫২৯	২৬·১৪	৩৭,২৩১	১৩·৮০
১৯৫৮-৫৯	৭০,৭৭৯	২৬·২৩	৩৩,২৬৯	১২·৩৩
১৯৫৯-৬০	৭০,৬২৬	২৬·১৭	৩৪,৩৮৩	১২·৭৪
১৯৬০-৬১	৭০,৮৯৯	২৬·২৭	৩২,৯৫৭	১২·২১

ভারতের প্রধান শহরগুলির জন্ম-মৃত্যুর হার

শহর	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা (১৯৬১)	প্রতি হাজার জনে জন্ম (১৯৫৭-৫৮)	মৃত্যু
কলিকাতা	৩৮·২১	২৯,২৬,৪৯৮	২৬·১৪	১৩·৮০
বৃহত্তর বোম্বাই	১৮·২৩	৪১,৪৬,৪৯১	২৬·৭০	১৪·২০
মাদ্রাজ	৪৯·৬৪	১৭,২৫,২১৬	৩৯·৩৫	২০·৯১
লক্ষ্নৌ	১৯·৪০	৬,৬২,১৯৬	৩৫·৮০	১২·৭৫
কানপুর	৮·৬৯	৯,৪৭,৭৯৩	৩৪·৮৭	২৫·২১
দিল্লী *	৬·০৭	২৩,৪৪০৫১	৩১·৮৪	৮·৯০

* দিল্লী, নিউদিল্লী ও দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টসহ।

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৫১, এবং সংশোধিত আইন, ১৯৫৩, অনুযায়ী কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর সংখ্যা হইতেছে ৮১, তন্মধ্যে ৮০ জন ৮০টি ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত, আর একজন কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান—ইনি পদাধিকারবলে কাউন্সিলর। ১৯২৩ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা টালিগঞ্জসহ ৮০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে; এই ৮০টি ওয়ার্ডকে আবার ১৬টি বরোতে (Borough) শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বরোর উপর আছেন একজন চেয়ারম্যান। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। কাউন্সিলদের কার্যকাল চার বৎসর। কাউন্সিলর ব্যতীত আছেন পাঁচজন অল্ডারম্যান—কাউন্সিলরগণ ইহাদের নির্বাচন করেন। ইঁহাদেরও কার্যকাল চার বৎসর। বিগত বর্ষে করপোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যত্র নির্বাচনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল।

অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ প্রতিবৎসর নিজেদের মধ্য হইতে একবৎসর মেয়াদে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করিয়া থাকেন। বর্তমান মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

মেয়র

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার

ডেপুটি মেয়র

শ্রীতুলসী চরণ পাল

বর্তমান অল্ডারম্যানগণ

নাম	নির্বাচনের তারিখ
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত	১০ই এপ্রিল, ১৯৬১
শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি	" " "
ডাঃ মহেন্দ্র সরকার	" " "
শ্রীশচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	" " "
শ্রীমহম্মদ ইউসুফ	" " "

॥ বর্তমান স্ট্যাণ্ডিং কমিটিসমূহ ॥

॥ শিক্ষা কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী চন্দক।

॥ এ্যাকাউন্টস্ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : ডাঃ ইস্‌মাইল ইব্রাহীম্ ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীঅনিলকুমার চ্যাটার্জি।

॥ ফিনান্স কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

॥ নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীগণপতি সুর ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীতারাপ্রসাদ মিত্র।

॥ হেলথ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : ডাঃ সুধাংশুকুমার শেঠ ; ডেঃ চেয়ারম্যান : ডাঃ এম. এল. ভট্টাচার্য।

॥ ওয়ার্কস কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীনন্দলাল ব্যানার্জি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীরউফ আনসারী।

॥ বিল্ডিং কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীশিবকুমার খান্না।

॥ মার্কেট কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীদেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীশঙ্কুলাল বিশ্বাস।

॥ জল সরবরাহ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীঅনিল মৈত্র।

কমিশনার : করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার নাম কমিশনার। ইনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। করপোরেশন ও উহার কার্যসমূহের সভায় ইনি উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ভোটদানের অধিকারী নহেন। বর্তমান কমিশনার : শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার—পি. ৬০২।১, ব্লক 'ও' নিউ আলিপুর। ফোন : ৪৫-৪৫১৫।

ডেপুটি কমিশনার : (১) প্রথম ডেপুটি কমিশনার—বর্তমানে পদ শূন্য। (২) দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার—শ্রীলোকনাথ বল, ২১, ওল্ড মেয়র্‌স্ কোর্ট, কলিকাতা-৫। ফোন : ৫৫-২৭৭৮।

বরো (Borough) : আইনমতে করপোরেশনের ৮০টি ওয়ার্ডকে ১৬টি বরোতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। বরোগুলির গঠন এইরূপ :

বরো—১ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ওয়ার্ড	বরো—২ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ওয়ার্ড	বরো—৩ ১১,১২,২০, ২১, ২২ ওয়ার্ড	বরো—৪ ১৩,১৪,২৮, ২৯,৩২ ওয়ার্ড
বরো—৫ ১৭,১৮,১৯, ২৪,২৫ ওয়ার্ড	বরো—৬ ১৫,১৬,৩৩, ৩৫,৩৬ ওয়ার্ড	বরো—৭ ২৩,২৬,২৭, ৩০, ৩১ ওয়ার্ড	বরো—৮ ৩৭,৪০,৪১, ৪৩,৪৪ ওয়ার্ড
বরো—৯ ৩৮,৩৯.৪২, ৪৫, ৪৬ ওয়ার্ড	বরো—১০ ৩৪,৪৭,৪৮, ৪৯,৫৮ ওয়র্ড	বরো—১১ ৫০,৫১,৫২, ৫৩,৫৪ ওয়ার্ড	বরো—১২ ৫৫,৫৬,৫৭, ৬০,৬১ ওয়ার্ড
বরো—১৩ ৫৯,৬৭,৬৮, ৬৯, ৭০ ওয়ার্ড	বরো—১৪ ৬২,৬৩,৬৪, ৬৫,৬৬ ওয়ার্ড	বরো—১৫ ৭১,৭২,৭৩, ৭৪, ৭৫ ওয়ার্ড	বরো—১৬ ৭৬,৭৭,৭৮, ৭৯,৮০ ওয়ার্ড

করপোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়রগণের নাম

১৯২৪—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

১৯২৫-২৭—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

১৯২৮—বি. কে. বসু

১৯২৯-৩০—যতীন্দ্রমোহ সেনগুপ্ত

১৯৩১—সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৩১-৩২—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

১৯৩৩—সন্তোষকুমার বসু

১৯৩৪—নলিনীরঞ্জন সরকার

১৯৩৫—এ. কে. ফজলুল হক

১৯৩৬—স্যার হরিশঙ্কর পাল

১৯৩৭—সনৎকুমার রায়চৌধুরী

১৯৩৮—এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া

১৯৩৯—নিশীথচন্দ্র সেন

১৯৪০—আব্দুর রহমান সিদ্দিকী

১৯৪১—হেমচন্দ্র নস্কর

১৯৪২—ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

১৯৪৩—সৈয়দ বদরুদ্দোজা

১৯৪৪—আনন্দীলাল পোদ্দার

১৯৪৫—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৬—আদম ওসমান

১৯৪৭—সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী

১৯৪৮-৫১—প. ব. সরকারের পরিচালনা

১৯৫২—নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

১৯৫৩-৫৪—নরেশনাথ মুখার্জি

১৯৫৫—সতীশচন্দ্র ঘোষ

১৯৫৬—সতীশচন্দ্র ঘোষ

১৯৫৭—ডঃ ত্রিগুণা সেন

১৯৫৮—ডঃ ত্রিগুণা সেন

১৯৫৯—বিজয়কুমার ব্যানার্জি

১৯৬০—কেশবচন্দ্র বসু

১৯৬১—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার

করপোরেশনের কাউন্সিলারগণ

প্রতি চার বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে করপোরেশনের কাউন্সিলারগণ নির্বচিত হইয়া থাকেন। করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ২৬শে মার্চ, ১৯৬১। ১৩৬৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে এই নির্বাচনের বিবরণ দান করা হইয়াছে। নিম্নে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল	ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল
১	সুশীলকুমার পাল	কংগ্রেস	*২৪	ডাঃ সুধাংশুকুমার শেঠ	কংগ্রেস
২	গণপতি সুর	স্বতন্ত্র	২৫	সাবিত্রী দেবী চন্দক	কংগ্রেস
৩	ডাঃ কৃষ্ণজীবন মজুমদার	ইউ. সি.সি.	২৬	অবনীন্দ্র রায়	ইউ. সি সি.
৪	নন্দলাল ব্যানার্জি	কংগ্রেস	২৭	পুরুষোত্তম কেজরিওয়াল	কংগ্রেস
৫	দুলালচন্দ্র মুখার্জি	কংগ্রেস	২৮	ডঃ প্রবোধচন্দ্র ভড	কংগ্রেস
৬	সত্যানন্দ ভট্টাচার্য	ইউ. সি. সি.	২৯	সমরকুমার রুদ্র	ইউ. সি. সি.
৭	রণজিৎকুমার মিত্র	না. ক.ব্লক	৩০	বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ	ইউ. সি. সি.
৮	কুমার দত্ত	ইউ. সি. সি.	৩১	ডাঃ কে. পি. ঘোষ	ইউ. সি. সি.
৯	পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত	ইউ. সি. সি.	৩২	নন্দদুলাল শ্রীমানী	কংগ্রেস
১০	মিহিরলাল গাঙ্গুলী	কংগ্রেস	৩৩	শম্ভুলাল বিশ্বাস	কংগ্রেস
১১	রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	ইউ. সি. সি.	*৩৪	শিবকুমার খান্না	কংগ্রেস
১২	সুধীরচন্দ্র মুখার্জি	ইউ. সি. সি.	৩৫	ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জি	কংগ্রেস
১৩	পান্নালাল দাস	না. ক. ব্লক	৩৬	প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য	ইউ. সি. সি.
১৪	বিপ্লব দাস	ইউ. সি. সি.	৩৭	শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার	কংগ্রেস
১৫	নরেন সেন	ইউ. সি. সি.	*৩৮	রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার	কংগ্রেস
১৬	কালীচরণ পাল	কংগ্রেস	৩৯	মোহনলাল ঘোষ	স্বতন্ত্র
১৭	তুলসীচরণ পাল	স্বতন্ত্র	৪০	ইসমাইল ইব্রাহিম	কংগ্রেস
১৮	ডাঃ এ. সি. ব্যানার্জি	ইউ. সি. সি.	৪১	দেবেন্দ্রলাল দত্ত	কংগ্রেস
১৯	হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি	ইউ. সি. সি.	৪২	তারাপদ মিত্র	কংগ্রেস
২০	গোবিন্দচন্দ্র দে	কংগ্রেস	৪৩	ডাঃ এইচ. কে. দাস	স্বতন্ত্র
২১	বদ্রিদাস বর্মণ	কংগ্রেস	৪৪	সুধাংশুশেখর মিত্র	ইউ. সি. সি.
২২	কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু	স্বতন্ত্র	৪৫	ধীরেন্দ্রনাথ ধর	ইউ. সি. সি.
২৩	আবদুর রৌফ আনসারি	কংগ্রেস	৪৬	মুকুরচন্দ্র সর্বাধিকারী	ইউ. সি. সি.

† তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

* ইঁহারা ইউ. সি. সি দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন।

ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল	ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল
৪৭	ডাঃ লালমোহন ভট্টাচার্য	কংগ্রেস	৬৪	ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু	কংগ্রেস
৪৮	বঙ্কিমচন্দ্র সরকার	কংগ্রেস	*৬৫	ডাঃ পরিমল সেনগুপ্ত	স্বতন্ত্র
৪৯	অমূল্যচরণ সরকার	কংগ্রেস	৬৬	চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি	কংগ্রেস
৫০	বিনয়লাল ঘোষ	ইউ. সি. সি.	৬৭	বিনয়েন্দ্র দেব রায়	ইউ. সি. সি.
৫১	করম হোসেন	কংগ্রেস	৬৮	ডাঃ পি. কে. রায়চৌধুরী	কংগ্রেস
৫২	যোগীন্দ্রলাল সাহা	কংগ্রেস	৬৯	পার্বতীপ্রসন্ন বসু	ইউ. সি. সি.
৫৩	আবুহাফিজ মহম্মদ ইসমাইল	কংগ্রেস	৭০	রবীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	ইউ.সি.সি.
*৫৪	ধীরেন্দ্রনাথ বোস	কংগ্রেস	৭১	কানাইলাল সরকার	ইউ. সি. সি.
৫৫	বিমান মিত্র	ন‌া. ক. ব্লক	৭২	মণি সান্যাল	ইউ. সি. সি.
৫৬	রতনমানিক চ্যাটার্জি	কংগ্রেস	*৭৩	গহর আলম সাম	কংগ্রেস
৫৭	মহম্মদ সালাউদ্দিন	কংগ্রেস	৭৪	ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	কংগ্রেস
৫৮	সুশীলরঞ্জন মোতায়েদ	কংগ্রেস	৭৫	বলাইভূষণ পাল	কংগ্রেস
৫৯	বিজয়কুমার ব্যানার্জি	স্বতন্ত্র	৭৬	সত্যেন্দ্র মিত্র	কংগ্রেস
৬০	নীলরতন সিংহ	ইউ. সি. সি.	৭৭	নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	ইউ. সি. সি.
৬১	অনিল মৈত্র	স্বতন্ত্র	৭৮	দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি	কংগ্রেস
৬২	শ্যামলকুমার দত্ত	স্বতন্ত্র	৭৯	প্রশান্তকুমার সুর	ইউ. সি. সি.
৬৩	শচীন্দ্রকুমার সেন	ইউ. সি. সি.	৮০	অরবিন্দপ্রসাদ দাশগুপ্ত	স্বতন্ত্র

করপোরেশনের ট্যাক্স-নীতি ও ট্যাক্স-এর হার

জমিজমা ঘরবাড়ী হইতে বার্ষিক অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য হয়। বাড়ীর ক্ষেত্রে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বাবদ অনুমিত আয় হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। যেমন, যে বাড়ী হইতে মাসিক মোটামুটি ১০০৲ টাকা অর্থাৎ বছরে ১২০০৲ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বা মোট ১২০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১০৮০৲ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হইবে।

জমিজমা ও ঘরবাড়ীর উপর নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স ধার্য হইয়া থাকে।

(১) বার্ষিক আয় অনধিক ১০০০৲ টাকায়—১৫% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(২) বার্ষিক আয় ১০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ৩০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—১৮% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৩) বার্ষিক আয় ৩,০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ১২,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—২২% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৪) বার্ষিক আয় ১২,০০০৲ টাকার অধিক হইলে—২৩% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

॥ মাথা পিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হার,॥

বৎসর	কলিকাতা	মাদ্রাজ	বোম্বাই
১৯৪০	১০৲ ৯ পাই	৭৶৭ পাই	১৯৸৴২ পাই
১৯৫০	১১৷৶৪ পাই	১০৸৩ পাই	২৪৸৴৩ পাই
১৯৫৫	১৬৷৷৬ পাই	১৫৵৭ পাই	৩৫৸৶ আনা
১৯৫৭	১৮৷৵১১ পাই	১২৸৵০ আনা	৩৯৶০ আনা
১৯৬০	১৭.১৭ ন. প.	১৩.০৪ ন. প.	৪৪.৯৭ ন.প.

কলিকাতার রাজপথের আলো—৩১শে মার্চ, ১৯৬১

অঞ্চল	গ্যাস বাতি	বিজলী বাতি	তেলের বাতি	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	২৩৬	১৪,৪০০		১৪,৬৩৬
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	৫৩৬	১০,৫০৩	৩৪	১১,০৬৩
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	১,০৪২	৬,২৭১	২১	৭,৩৩৪
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	৭৩১	৮,৬৮৯		৯,৪২০
টালিগঞ্জ	—	২,৫১৯	—	২,৫১৯

কলিকাতার রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য (১৯৬০-৬১)

	রাস্তা
॥ ১নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥	
(ওয়ার্ড ৬-১৪, ১৭-২২, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩২)	৮৩.৪১ মাইল
(কাশীপুর ওয়ার্ড ১-৫)	৩১.৮৪ „
॥ ২নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥	
(ওয়ার্ড ২৩, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭-৪৬)	৫৮.৫২ „
(মানিকতলা ওয়ার্ড ১৫, ১৬, ৩৩, ৩৫, ৩৬)	৩৪.৯১ „
॥ ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥	
(ওয়ার্ড ৪৭-৬০)	৯৪.৫২ „
॥ ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥	
(ওয়ার্ড ৬১-৭৫)	১৩২.০১ „
(টালিগঞ্জ ওয়ার্ড ৭৬-৮০)	৬২.০০ „
(ডক এলাকা)	৩.৪৭ „
মোট	৫০০.৬৮ মাইল

কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা—(১লা এপ্রিল, ১৯৬১)

	পাকা বাড়ী	কাঁচা বাড়ী	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩০,৪৬০	৮২৪	৩১,২৮৪
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৮,০৮৯	৬৮৪	১৮,৭৭৩
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৪,৬২৬	৮৪৭	১৫,৪৭৩
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	২৪,০৭১	৭০৯	২৪,৭৮০
মোট	৮৭,২৪৬	৩,০৬৪	৯০,৩১০
টালিগঞ্জ অঞ্চল			২৮,১০৩
		সর্ব মোট	১,১৮,৪১৩

॥ কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট ॥

১০নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৫৬১৪

কলিকাতা মহানগরী কোন সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে আধুনিক নগর পরিকল্পনার মানদণ্ডে কলিকাতার অনেক কিছুই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট গঠন করা হয়। কলিকাতার সম্প্রসারণ, নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ, উন্মুক্ত উদ্যান সৃষ্টি ও নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ এই সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়। একটি ট্রাস্টিবোর্ড এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। উক্ত ট্রাস্টিবোর্ড-এর গঠন প্রণালী এইরূপ—

(১) একজন চেয়ারম্যান (রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত), (২) কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার (পদাধিকার বলে), (৩) কলিকাতা করপোরেশনের তিন জন প্রতিনিধি (করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত), (৪) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ অথবা ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, (৫) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অথবা ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, (৬) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চারিজন সদস্য—মোট ১১ জন সদস্য। বর্তমান ট্রাস্টিবোর্ডের পরিচয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :

॥ ট্রাষ্টিবোর্ড ॥

(১) চেয়ারম্যান : করুণাকেতন সেন
(২) শ্রী পি. সি. মজুমদার—কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার
(৩) শ্রী কে. কে. রায়
(৪) শ্রী বি. পি. পোদ্দার
(৫) শ্রীমতী অঞ্জলি খাঁন
(৬) লেঃ কর্ণেল এন. সি. চ্যাটার্জি
} রাজ্যসরকার নিযুক্ত
(৭) শ্রী আর. ডব্লু. টার্ণবুল—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স
(৮) শ্রী এস. সি. নান—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স
(৯) ডাঃ পরিমলকুমার সেনগুপ্ত
(১০) শ্রীনন্দদুলাল শ্রীমানী
(১১) শ্রীআবদুর রফ্ আনসারী
} করপোরেশন মনোনীত

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৫ সালে তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট পাঠান। কিন্তু ঐ প্রস্তাব তখন বাতিল হইয়া যায়। পরে অবশ্য উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের দিকে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনকার ভারত সচিব সার চার্লস উড-এর সুবিখ্যাত এডুকেশন ডেস্প্যাচ্ বা বিধানপত্রে। এমনিভাবে কলিকাতায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার উদ্বোধন ঘটে ২৪ জানুয়ারী, ১৮৫৭। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল, আর ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেমস্ উইলিয়ম কলভিল। ৪১ জন সদস্য লইয়া একটি সেনেট-সভাও গঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজীর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেনেটের ভারতীয় সদস্য বা ফেলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরীক্ষা গ্রহণ ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণই ছিল

তাহার প্রধান কার্য। হিন্দু কলেজে (পরবর্তী কালের প্রেসিডেন্সী কলেজে) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফিস স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রথম 'এনট্রান্স' বা প্রবেশিকা' পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মার্চ, ১৮৫৭ সালে এবং এপ্রিল, ১৮৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহারাই প্রথম স্নাতক। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতকের গৌরব অর্জন করেন চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৩ খ্রীঃ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্যতম।

সংস্কার ঃ ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৪ সালের সংশোধিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ইহা পরিচালিত হইত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরে স্যাড্‌লার কমিশন (১৯১৭-১৯) ও রাধাকৃষ্ণ কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) সুপারিশসমূহ যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করেন। নূতন আইনে সেনেটে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৫ জন ও বিভিন্নভাবে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৬৩ জন করা হইয়াছে। নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১০ জন করা হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অবৈতনিক, কিন্তু বর্তমানে তিনি বেতনভুক।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলারগণ ॥

১৮৫৭—জেমস্ উইলিয়ম কলভিল
১৮৫৯—উইলিয়ম রিট্‌চি
১৮৬২—ক্লডিয়াস্ জেমস্ আরস্‌কিন
১৮৬৩—হেনরী জেমস্ সামার মেইন
১৮৬৭—ওয়াল্টার এস্. সিটন কার
১৮৬৯—এড্‌ওয়ার্ড ক্লাইভ বেলে
১৮৭৫—আর্থার হবস্‌হাউস
১৮৭৬—উইলিয়ম মার্কবি
১৮৭৮—সার আলেকজাণ্ডার জন আরবুথ্‌ নট্
১৮৮০—আর্থার উইলসন
১৮৮৩—হাবার্ট জন রেনোল্ডস্
১৮৮৬—সি. পি. ইলবার্ট
১৮৮৬—উইলিয়ম উইলসন হান্টার
১৮৮৭—উইলিয়ম কমার পেথ্‌রাম
১৮৯০—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩—জোন্‌স কোয়েল পিগট
১৮৯৩—আলফ্রেড ক্রফট্
১৮৯৭—ই. জে. ট্রেভেলিয়ন
১৮৯৮—ফ্রান্সিস্ ডব্লিউ. ম্যাকলীন
১৯০০—টমাস রালে
১৯০৪—আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার

১৯০৬—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৪—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
১৯১৭—ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন
১৯১৯—নীলরতন সরকার
১৯২১—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯২৩—ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯২৫—ডব্লিউ. ই. গ্রীভস্
১৯২৬—যদুনাথ সরকার
১৯২৮—ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্ট
১৯৩০—হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী
১৯৩৪—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৯৩৮—মহম্মদ আজিজুল হক
১৯৪২—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৪৪—রাধাবিনোদ পাল
১৯৪৬—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫০—চারুচন্দ্র বিশ্বাস
১৯৫০—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৪—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৫—এন. কে. সিদ্ধান্ত
১৯৬০—সুবোধ মিত্র
১৯৬১—সুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী

কলিকাতা স্টেট্ ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন

২৯ লক্ষ অধিবাসী পূর্ণ কলিকাতা মহানগরীর উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থা রক্ষা করা এক কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী পরিবহণ সংস্থার উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সুপরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন 'বাস রুট' প্রবর্তন করিয়া এবং ক্রমাগত আরামপ্রদ সৌখিন বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহারা সাধারণ মানুষের পক্ষে কলিকাতায় ভ্রমণ ও চলাফেরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতার নাগরিকদের সহিত এই সংস্থাটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এখানে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সূত্রপাত হয় ১৪ বৎসর পূর্বে, ১৯৪৮ সালে। এক যুগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার পর ইহার রূপান্তর ঘটে। ১৫ই জুন, ১৯৬০, রাজ্যসরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্বভার একটি 'করপোরেশন'-এর নিকট হস্তান্তরীত করেন। উহাই বর্তমানে 'ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন' নামে পরিচিত। রাজ্য সরকার করপোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ হিসাবে সরবরাহ করিয়াছেন। একজন চেয়ারম্যান ও তিনজন সদস্য লইয়া করপোরেশন গঠিত। শ্রী জে. এন. তালুকদার, আই. সি. এস. ইহার বর্তমান চেয়ারম্যান। করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন; ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার সময়নিষ্ঠা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত ১৪ বৎসরে এই সংস্থা নানাদিক দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহার প্রসার সম্যক অনুধাবন করা যাইবে।

বাসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিঃ গত ৯ বৎসরে সরকারী বাসের আসন সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতার স্টেট বাস ও প্রাইভেট বাসের আসনসংখ্যা ছিল এইরূপঃ স্টেটবাস—৪২৯৪ আসন; প্রাইভেট বাস—১২,৪৫৬ আসন; মোট আসনসংখ্যা—১৬,৭৫০। সেইস্থলে ১৯৬০ সালে উভয় শ্রেণীর বাসের আসনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এইরূপঃ স্টেটবাস—৩০,১৩৬ আসন; প্রাইভেট বাস—৩৯৬০ আসন; মোট আসনসংখ্যা—৩৪,০৯৬। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে গত ৯ বৎসরে কলিকাতার বাসের আসনসংখ্যা ১০৩·৬২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাস-যাত্রিগণ বহুলাংশে উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট করপোরেশনের মোট বাসের সংখ্যা ৭৫৮ খানি। ইহা ছাড়া করপোরেশনের হাতে ১০৮ খানি কাঠামো (চেসিস্) রহিয়াছে, যাহা দ্বারা শীঘ্রই আরও ১০৮ খানি বাস নির্মাণ করা হইবে। করপোরেশন আরও নূতন বাস আমদানী করার ব্যবস্থাও করিতেছেন।

স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন বর্তমানে কলিকাতায় মোট ২৫৩·০৪ মাইল পথব্যাপী ৩১টি রুটে বাস চালাইতেছেন। একমাত্র ১২, ১২এ এবং ১২বি এই তিনটি রুট ব্যতীত কলিকাতার সমুদয় রুটের দায়িত্ব করপোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি রুটও শীঘ্রই করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাস-পরিবহণ ব্যবস্থার জাতীয়করণ সমাপ্ত হইবে। যাহা হোক, নিম্নে আমরা একটি খতিয়ান উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন কিভাবে কলিকাতার নাগরিকদের সেবা করিতেছেন এবং উক্ত সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে দিন দিন কিভাবে কলিকাতার বাস-পরিবহণ প্রসারিত হইতেছে তাহা এই ছক হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

বৎসর	মোট কত মাইল চলিয়াছে	মোট কত যাত্রী বহন করিয়াছে	মোট উপার্জন (লক্ষ টাকা)
১৯৪৮-৪৯	১,১৭৫,০০০	১১,৬৫০,০০০	১১·১০
১৯৫০-৫১	৫,০৫০,০০০	৪৭,৫০০,০০০	৪১·৬৮
১৯৫৫-৫৬	১৪,১৯২,০০০	১৬৪,৫৫৭,০০০	১৫৬·৭৪
১৯৫৯-৬০	২৩,৬৩৩,০০০	৩৪৩,৭০০,০০০	৩২৯·৬৭
১৯৬০-৬১	২৭,১৫৬,৮০০	৪২৩,৫৭৯,৭০০	৩৯৮.৮৬

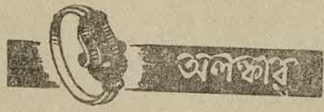
॥ বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান ॥

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল : ১, পার্ক ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৭৮৪)
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ : ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। (স্থাপিত ১৮৯৩)
ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি : ৪।৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট।
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষৎ : ২এ, কলেজ স্কোয়ার, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে।
ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি : ১২।২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।
একাডেমি অব ফাইন আর্টস : লোয়ার সার্কুলার রোড।
ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি : ৯২, আপার সার্কুলার রোড।
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি : দিলখুসা ষ্ট্রীট (স্থাপিত ১৯১৪)।
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : ফেডারেশন হল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
রবীন্দ্র ভারতী : ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার : ১১১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মী সমিতি (কলিকাতা) : ৯৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি : ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯৫৩)।
ইনস্টিটিউট অব্ ওরিয়েন্টাল লার্ণিং : ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট।
শেকস্পীয়র সোসাইটি : বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।
ইরান সোসাইটি : ১৫৯ বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।
ভারতীয় কৃষি-উদ্যানবিদ্যা সমিতি : ১, আলিপুর রোড।
রেভাঃ ডঃ উইলিয়াম কেরী কর্তৃক ১৮২০ সালে প্রতিষ্ঠিত।
ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব : ৫১ বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু।
১৯০১ সালে স্যার নীলরতন সরকার কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এসোসিয়েশন অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স : ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড। (স্থাপিত ১৯১৯)
ইনস্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (ভারত) : ৮, গোখেল রোড। (স্থাপিত ১৯২০)
ভারতীয় নৃতত্ত্ব ইনস্টিটিউট : ভারতীয় যাদুঘর। (স্থাপিত ১৯৩৬)
বঙ্গীয় উদ্ভিদ্ সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। (স্থাপিত ১৯২১)
বঙ্গীয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। (প্রতিষ্ঠিত ১৯৪৬)
বঙ্গীয় রেডিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ৪, কুপার ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯৪৮)
বঙ্গীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাসো : ৭, লোয়ার লাউডন ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯২৯)
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ৩৯, লোয়ার সার্কুলার রোড। (বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ পরিচালিত রাসায়নিক ও ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান)
সায়েন্স ক্লাব : ২২, রমেশ মিত্র রোড। (স্থাপিত ১৯৪০)
ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি : ২ ও ৩, লেডি উইলিংডন রোড, যাদবপুর।



কলিকাতার বাজার

বিপণিশ্রেণী-শোভিত মহানগরীর রাজপথ এক পরম দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই বিপুল ও বহুবিস্তৃত বাজার সম্পর্কে ঠিক ঠিক খবর রাখা এক কঠিন সমস্যা। কোথায় কোন্ জিনিসটি সহজলভ্য তাহা জানা থাকিলে ক্রেতার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এই বিভাগটি প্রবর্তন করিলাম। এখানে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ পাওয়া যাইবে।



সম্ভ্রান্ত অলঙ্কার ব্যবসায়ী

এম. এম. দে

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার

খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা

১২৫।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও

অর্ডার সরবরাহকারী

১০১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-৩৮৫২

আর. সি. দে এণ্ড সন্স

একমাত্র খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার

প্রস্তুতকারী সম্ভ্রান্ত গহনার দোকান

১১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-৩৪৬৮

আর. এন. দত্ত এণ্ড সন্স

১২৩।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২। ফোন : ৩৪-৫০৮৭

গিনি সোনার অলঙ্কার ও মূল্যবান

গ্রহরত্ন বিক্রেতা

স্থাপিত : ১২৯০ বঙ্গাব্দ ফোন : ৩৪-১৯৯২

রাখাল চন্দ্র দে

সকলের রুচিসম্মত অলঙ্কার নির্মাতা

১২১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী

২১৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্বর্ণের বিশুদ্ধতা ও অপূর্ব কারুকলার সমাবেশে

আমাদের অলঙ্কার অপরাজেয়।

ফোন : ৩৪-৩৫৫২ গ্রাম : এনামেলার্স



সম্ভ্রান্ত ক্রীড়া-সামগ্রী বিক্রেতা

ফোন : ৩৪-২১১৫ টেলি : 'খেলাঘর'

খেলাধূলার ও শরীর চর্চার যাবতীয়

সরঞ্জামের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান

ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিঃ-৯

ভাল খেলতে হলে চাই ভাল সরঞ্জাম, আর

ভাল সরঞ্জামের জন্য আসুন আমাদের কাছে

সরকার এণ্ড কোং

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-৫০১৯



সম্ভ্রান্ত ঘড়ির দোকান

ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোং (জুয়েলার্স)

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯

ছোট ও বড় সকলপ্রকার ঘড়ি নির্মাতা

ও বিক্রেতা এবং মেরামতকারী

ফোন : ৩৪-৫১১৩

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং

ওমেগা, টিসট, ওয়েস্ট এণ্ড, ফেবারলিউবা,

রোলেক্স, টুডর প্রভৃতি ঘড়ির এজেণ্ট

১৫৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-৬০৩৬



প্রসিদ্ধ রং ও ভার্নিশ বিক্রেতা

অক্ষয়কুমার লাহা

সকল প্রকার রং ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির
প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
১নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-১৭১৬ ও ২৩-২৭৬৫

ওয়েস্ট বেঙ্গল পেণ্ট ষ্টোর্স

৫২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
প্রসিদ্ধ রং ও ভার্নিশ বিক্রেতা
ফোন : ২২-৭২৫২

জি. সি. লাহা প্রাইভেট লিঃ

শিল্পচর্চায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় রং ও
আনুসঙ্গিক জিনিসের সম্ভ্রান্ত কেন্দ্র।
১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-৩৮৩৮

ট্রপিক পেণ্ট ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

উৎকৃষ্ট রং প্রস্তুতকারক
৭, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১৩
অফিস ফোন : ২৩-১১০৮
ফ্যাক্টরী ফোন : ৪৬-৩০২৭

বিউটি পেণ্ট ষ্টোর্স

যাবতীয় রং, ভার্নিশ ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির
শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
৯২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৪-৭৩৭৬



সম্ভ্রান্ত লৌহ ও হার্ডওয়্যের বিক্রেতা

ফোন : ৩৩-২৯৩৬ ও ৩৩-৪৫৪১

কে. সি. ঘটক এণ্ড সন্স

প্রাইভেট লিঃ ॥ গভঃ ও রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টরস্
৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
জয়েস্ট, টি, এঙ্গেল, পাটী, বোল্টু, গরাদে, প্লেট,
চাদর, রড প্রভৃতি বিক্রেতা।

কুসুমিকা অয়রণ ওয়ার্কস

প্রাইভেট লিঃ ॥ ওয়ার্কসপ : বিমইয়ার্ড—১৭, ১৮
সালিমার সাইডিং, ফোন : ৬৬-২২৬১।
৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
লোহার সিঁড়ি, রেলিং, গ্রেটিং, গেট প্রভৃতি
যাবতীয় স্ট্র্যাক্চার‍্যাল কার্যে বিশেষজ্ঞ।

কুসুমিকা কনস্ট্রাকসনস্ এণ্ড আয়রণ ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

রেজি : অফিস : ৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিঃ-৭
ওয়ার্কস অফিস : ৭১-৭৩, ভেলিয়াপাড়া লেন
সালকিয়া, হাওড়া। ফোন : ৬৬-২২৬১

দত্ত এণ্ড কোং

১১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কোলাপসিবল গেট, গ্রীল, রেলিং, লোহার সিঁড়ি
প্রভৃতি স্ট্রাকচারাল কার্যে বিশেষজ্ঞ
জয়েস্ট, টি, এঙ্গেল, পাটী, রড প্রভৃতি বিক্রেতা

Gram : GASVALVES. Phone : 22-5371

বি. কুমার এণ্ড কোং

পাইপ, টিউব, ফিটিংস ও ভ্যালব
প্রভৃতি সরঞ্জাম আমদানীকারী ও স্টকিষ্ট
১৬, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

হাওড়া সাইকেল সাপ্লাই কোম্পানী ॥

ফোন : ২২-২৪৭৯

সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম বিক্রেতা

২২১।২, ষ্ট্রাণ্ডব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা

(নূতন হাওড়া ব্রীজের দক্ষিণ পাশে)

বোরিক হোমিও ফার্মেসী

একমাত্র মালিক : এইচ. বি. ধর এণ্ড ব্রাদার

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

৮৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা



সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠান

শেঠ. দে এণ্ড কোং

অরিজিন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী

বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের আদি অকৃত্রিম হোমিও-প্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ আমদানীকারী

৪০।এ, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

Gram : HOMOSEVA. Phone 22-473—

ইকনমিক হোমিও ফার্মেসী

হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও পুস্তক বিক্রেতা

৮৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১



খাঁটি সরিষার তৈল প্রস্তুতকারক

কিং এণ্ড কোং (১৮৯৪)

হোমিও কেমিষ্ট

৯০।৭ এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,

১৫৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, এবং

১২, রয়েড ষ্ট্রীট—কলিকাতা

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্বোৎকৃষ্ট "পতাকা মার্কা"

সরিষার তৈল ব্যবহার করুন সর্বত্র পাওয়া যায়।

মিল ও অফিস : ২৪৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৬

ফোন : ৩৫-২১৭৪

ফোন : ২২-৪৭৪৭ তার : রিঙ্গারকয়

সি. রিঙ্গার এণ্ড কোং

শ্রেষ্ঠ হোমিও ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

ডাকযোগেও চিকিৎসার ভার লওয়া হয়।

২৩, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

"শ্রীগোবিন্দ মার্কা" খাঁটি সরিষার তৈল ব্যবহারে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন।

সামন্ত পিওর অয়েল মিলস

(প্রাইভেট লিঃ)

২৪৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

"সহজ গৃহচিকিৎসা"। মূল্য ১·৭৫ নঃ পঃ

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

বি. সি. ধর এণ্ড ব্রাদার্স

প্রাইভেট লিঃ ॥ ফোন : ২২-৩৯০৯

৮১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

বাংলার পণ্য কিনে হও ধন্য

পাকিস্তান

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

প্রেসিডেন্ট: মহম্মদ আয়ুব খাঁ—প্রতিরক্ষা বিভাগ।

(২) মিঃ মহম্মদ আলি—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ সম্পর্ক; (৩) মিঃ এ. এম. খাঁ—স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ; (৪) খাঁ হবিবুল্লা খাঁ—স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর; (৫) খাঁ ওয়াহিদুজুমান—বাণিজ্য; (৬) মিঃ আবদুল কাদির—অর্থ; (৭) মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো—শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ; (৮) মিঃ এ. কে. সাবুর—সংযোগ; (৯) মিঃ এ. এম. কাদের চৌধুরী—খাদ্য, কৃষি ও পূর্ত; (১০) মিঃ মহম্মদ মুনির—আইন ও সংসদীয় বিষয়।

পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা

গভর্ণর: মিঃ গোলাম ফারুক

মন্ত্রিগণ: ১। মফিজুদ্দি আহ্মেদ—শিক্ষা, ২। নবাবজাদা সৈয়দ হাসেম আলি চৌধুরী—বাণিজ্য শিল্প, ৩। আবদুল কাদের কাজি—খাদ্য ও কৃষি, ৪। বসির আহ্মেদ মজুমদার—পূর্ত, ৫। ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস—স্বাস্থ্য জনকল্যাণ, ৬। আবদুস সালেম—রাজস্ব, ৭। হাফিজুর রহমান—অর্থ এবং ৮। এ. টি. এস. মুস্তাফী—আইন।

পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা

গভর্ণর: মালিক আমির মহম্মদ খাঁ

মন্ত্রিগণ: ১। সৈয়দ ইয়াকুব শাহ্—অর্থ, ২। সেখ খুরসিদ আহম্মদ—আইন (পূর্ণ মন্ত্রিসভা এখনও গঠিত হয় নাই—সঃ বঃ)

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

স্পীকার: মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ

ডেপুটি স্পীকার: (১) চৌধুরী মহম্মদ আফজল চীমা (২) আবুল কাশেম।

১৯৬১ সালের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা

১৯৬২ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় সংবিধান ঘোষণা করিয়াছেন। যে সংবিধান রচনা ও ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে প্রেসিডেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কোনক্রমেই গণতান্ত্রিক সংবিধান বলা চলে না। ইহাকে পাকিস্তানের স্থায়িত্বের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়।

গত এক বৎসর কাল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহাতে নূতন সংবিধান ঘোষণা না করিয়া থাকার উপায়ও সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের ছিল না। আমরা ১৩৬৮ সালের 'বর্ষপঞ্জী'তে মন্তব্য করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের কঠোর সামরিক শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থায় ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পরে আয়ুব খাঁ দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া, পাকিস্তানে নির্বাচন সংস্থার অযোগ্যতা আদেশ (E B D O) প্রবর্তন করিয়া, সংবাদ-পত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করিয়া কি ভাবে পাকিস্তানে সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা পূর্ব বৎসরের 'বর্ষপঞ্জী'তে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এত করিয়াও দেশে জনমতের অধিকাংশের সমর্থন ব্যতীত যে শাসন কার্য চলিতে পারে না গত একবৎসরে আয়ুব খাঁ ও তাঁহার সামরিক শাসন চক্রের সাকরেদগণ এ সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন। সামরিক শাসনের কড়া বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গত একবৎসরে যে ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহা সামরিক শাসককর্তৃপক্ষকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কঙ্গোর জাতীয় নেতা লুমুম্বা হত্যার প্রতিবাদে ১৯৬০ সালের শেষে করাচীতে ছাত্রবিক্ষোভ ঘটিয়াছিল। ১৯৬১ সালে ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান।

আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের এই বিক্ষোভের কারণ ছিল পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ হাসান শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির গ্রেপ্তার। কিন্তু ইহা ছিল উপলক্ষ মাত্র। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের প্রগতিবিরোধী কার্যকলাপ, গণতান্ত্রিক অধিকারের উচ্ছেদ প্রভৃতির পিছনে যে ছাত্রসমাজের কোনই সমর্থন নাই, এই আন্দোলন উপলক্ষে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যের অভিযোগে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬২, করাচীতে সোহ্‌রাওয়ার্দিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। ছাত্রসমাজ অকস্মাৎ ধর্মঘট করিয়া বসে এবং সামরিক আইন লঙ্ঘন করিয়া সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে। তাহারা মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দির মুক্তির দাবী যেমন জানায়, তেমনই জাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী তোলে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর উপস্থিতিতেই এই ছাত্র-বিক্ষোভ ঘটিতে থাকে। তিনি মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দির গ্রেপ্তারের পরেই পাকিস্তানের সংবিধানকে চূড়ান্ত রূপদানের জন্য ঢাকায় গবর্ণর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসভায় ভাষণ দান কালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মঞ্জুর কাদিরকে নাজেহাল হইতে হয়। ছাত্রদের প্রশ্নবাণে নাজেহাল হইয়া তাঁহার পক্ষে ভাষণদান সম্ভবই হয় না, তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া আনা হয়। ঢাকার এই ছাত্র-আন্দোলন ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্কুল কলেজেও ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলন উপলক্ষে ছাত্রসমাজ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর প্রতিকৃতির প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। সামরিক শাসনকালে ইহা বোধ হয় কল্পনাতীত ঘটনা। এই ছাত্র-আন্দোলন দমন করিতে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও সম্প্রসারিত হয় এবং করাচী, লাহোর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ঢাকার ছাত্র-আন্দোলন দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং ধৃত ছাত্রবন্দীদের মুক্তি দাবী করে। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া আয়ুব খাঁর অন্যতম মন্ত্রী মিঃ জুলফিকর আলি ভুট্টো ছাত্র-সমাজের হাতে নাজেহাল হইয়া সভা ত্যাগ করেন। সভায় শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য পুলিশ ডাকিতে হয়। লণ্ডন প্রবাসী পাকিস্তানী ছাত্র-সমাজও প্রতিবাদের ঝড় তোলে এবং পাকিস্তানে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে লণ্ডনের রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করা হয় ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের নূতন সংবিধান ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার পরও ছাত্র-আন্দোলন প্রশমিত হয় নাই। বস্তুতঃ ইহার দুই সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় নূতন করিয়া ছাত্র-আন্দোলন দেখা দেয়। ছাত্রগণ ধৃত সহকর্মীদের মুক্তিদাবী ও শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সর্ববিধ বাধা নিষেধ প্রত্যাহারের দাবীতে পুনরায় ধর্মঘট করিয়া বসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। বিগত ১৪ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন ভূতপূর্ব রাজনৈতিক নেতা একযোগে সংবাদপত্রে

এক বিবৃতি প্রচার করিয়া সর্বশ্রেণীর ধৃত বন্দীদের মুক্তির দাবী জানান। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মুসলিম লীগ পন্থী মুখ্যমন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন, আওয়ামী লীগের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমান খাঁ, পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী প্রভৃতি। পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর সংবাদপত্রে এ ধরনের যুক্ত বিবৃতি ছিল এই সর্বপ্রথম।

এই ছাত্র আন্দোলনকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া আয়ুব খাঁ ও তাঁহার সামরিক শাসনচক্র নূতন এক চাল চালেন। তাহা হইল সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলিয়া পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে জনমতকে প্ররোচিত করা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় সাঁওতাল ও মুসলমানদের এক অবাঞ্ছিত সংঘর্ষে কিছু লোক হতাহত হইয়াছিল। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান নির্যাতনের নানাবিধ কাল্পনিক সংবাদ ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর লেঃ জেঃ আজম খাঁ ও স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পর্যন্ত এই সব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উত্তেজক বক্তৃতা ও বিবৃতি দিতে সুরু করেন। ফলে ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতি পূর্ব পাকিস্তানের বহু স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় এবং তাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু নরনারী নিহত হয়। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন চাপা পড়িয়া যায়। চাপা পড়িয়া গেলেও এ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে একথা বলা চলে না। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ঘটনাচক্রের চাপে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত ধৃত ছাত্রবৃন্দ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ঢাকার ছাত্র আন্দোলনের এই দায়িত্বও অবশ্য আয়ুব খাঁ সুকৌশলে চাপাইতে চাহিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে। তাঁহার ধারণা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে কলিকাতার সহিত ঢাকার যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় হয় তাহারই ফলে এ আন্দোলন। তাই তাঁহার এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তিনি পাকিস্তানের বাংলাভাষার অক্ষর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে ওকালতি করিয়াছেন।

আলোচ্য সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পুরাপুরি শান্তি বজায় ছিল এমন কথাও বলা চলে না। ১৯৬০ সালের শেষে ভূতপূর্ব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জনগণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ সুরু করে সে আন্দোলনও ১৯৬১ সাল ধরিয়া অব্যাহত ছিল। এই আন্দোলনের দাবী ছিল নিম্নোক্তরূপ : (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (২) ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (৩) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙিয়া বিচ্ছিন্ন প্রদেশ গঠন এবং (৪) পাকিস্তানের বিভিন্ন

প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। এই আন্দোলন উপলক্ষে এপর্যন্ত চার সহস্রাধিক নরনারীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই আন্দোলনের মূল নায়ক সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফার খাঁ, সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ আছেন। এই আন্দোলনের সমর্থকদের জব্দ করিবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ নানাবিধ কঠোর উপায় অবলম্বন করায় বর্তমানে এ আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। তবে এ আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন আজও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। নিম্নের ঘটনা হইতে এই বিপুল জনসমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্দোলন উপলক্ষে ধৃত কয়েকজন নেতার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পাকিস্তান সরকার নীলামে বিক্রয় করার প্রয়াস পান। কিন্তু ক্রেতার অভাবে নীলাম করা সম্ভব হয় নাই।

পাকিস্তানের সংবিধান

১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ কর্তৃক প্রবর্তিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে নির্বাচিত ৮০ হাজার নরনারীর ভোটে আয়ুব খাঁ পাঁচ বৎসরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তানকে নূতন সংবিধান দানের দায়িত্ব নিজেরস্কন্ধে তুলিয়া লন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার তিন দিন পর ১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিঃ মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের সভাপতিত্বে একটি সংবিধান রচনাকারী কমিশন নিয়োগ করেন। সংবিধান সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রণয়ন উপলক্ষে কমিশন ইংরেজি, উর্দু ও বাংলায় একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করিয়া ব্যাপকভাবে বিলি করেন। ইহাতে প্রায় ৬০০০ উত্তরপত্র পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কমিশন ব্যাপকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভ্রমণ করিয়া প্রায় ৫৬৫ জন নরনারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়। দুইখণ্ডে সমাপ্ত ২৮০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ১৯৬১ সালের ৬ই মে স্বাক্ষর করেন। তৎপরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এই সাব-কমিটিই শেষ পর্যন্ত ২৫৯টি ধারা সমন্বিত পাকিস্তানের চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন করেন। সংবিধান প্রণয়নে একজন অস্ট্রেলীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়। সংবিধান কমিশন পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে খাঁটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবিধানে তাহা

গৃহীত হয় নাই। কমিশন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রথমবার প্রত্যক্ষ নির্বাচন করিতে গেলে অনেক বিলম্ব হইবে বলিয়া বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথমবার আইনসভায় পরোক্ষ নির্বাচন চলিতে পারে। যে সংবিধান চালু করা হইয়াছে তাহাতে পরোক্ষ নির্বাচনকেই স্থায়ী করা হইয়াছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও অধিকার বহুলাংশে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করিয়া পাকিস্তানের সংবিধানে প্রেসিডেণ্টকে সর্বময় কর্তৃত্বের আধার করিয়া তোলা হইয়াছে। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখিবার জন্য কমিশনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

যাহা হউক, পাকিস্তানে যে নূতন সংবিধান ঘোষিত হইয়াছে তাহার মোটামুটি স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ। দেশের নাম হইবে পাকিস্তান সাধারণতন্ত্র। মুসলমান ছাড়া অন্য কেহ এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবেন না এবং প্রেসিডেন্টই হইবেন দেশের সমস্ত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর। তবে সংবিধান ঘোষিত হইবার পর প্রথম নির্বাচিত আইনসভাগুলি ও প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল হইবে তিন বৎসর। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ও আইনসভাগুলির সদস্য নির্বাচন করিবেন। রাজনৈতিক দলগুলির উপর আরোপিত বিধিনিষেধ পূর্বের মতই বহাল থাকিবে। তবে নির্বাচন শেষে জাতীয় পরিষদ ইচ্ছা করিলে রাজনৈতিক দলগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে পারিবেন। জাতীয় পরিষদই হইবেন আইন প্রণয়নের মূল উৎস। রচিত কোন আইন যাহাতে ইসলামের নীতিবিরোধী না হয় তাহা দেখিবার জন্য ঐশ্লামিক আদর্শ সম্পর্কিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। সরকার প্রবর্তিত কোন আইনের ত্রুটি ধরিবার অধিকার দেশের বিচারালয়গুলির থাকিবে না। জাতীয় পরিষদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা এলাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইবে পাকিস্তানের প্রস্তাবিত রাজধানী ইসলামাবাদ এলাকা।

পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে দুইটি—উর্দু ও বাঙলা। সরকারী কার্যে ব্যবহারের জন্য আগামী দশ বৎসরকাল ইংরেজী চলিতে পারে। দশ বৎসর পরে ইংরেজির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি কমিশন গঠন করিবেন। আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে না হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে হইবে।

সমগ্র পাকিস্তানের ৯ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্যের দাবী বিনষ্ট করার জন্য এই সমানাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ১৫৬ জন। তাহার মধ্যে ৬টি আসন হইবে বিশেষভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত। ৬ জন মহিলা সদস্যের ৩ জন আসিবেন পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ও ৩ জন পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে। বাকী ১৫০ জন সদস্যের ৭৫ জন নির্বাচন করিবে পশ্চিম-পাকিস্তান ৭৫ জন করিবে পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভা দুইটিরও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হইবে ১৫০ জন করিয়া। নির্বাচিত সদস্যগণ আবার ৫ জন করিয়া মহিলা সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। দেশ শাসন সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয় কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্বের এলাকায় পড়িবে তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা সংবিধানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, আইন আদালত সম্পর্কিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছাড়াও বহু অপ্রধান বিষয় তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধিকার হইবে বহুলাংশে সীমাবদ্ধ।

স্বাভাবিক অবস্থায় এক ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করিতে হইলে জাতীয় পরিষদ্ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির যুক্ত অধিবেশনের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। আইনানুসারে অযোগ্য না হইলে ২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে-কোন ব্যক্তির নাম নির্বাচন তালিকাভুক্ত থাকিলে তিনি আইনসভার সদস্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। আইনসভার আয়ুষ্কাল শেষ হইবার ১২০ দিন পূর্বে নূতন আইনসভার নির্বাচন করিতে হইবে। কোন কারণে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রে থাকিবে সুপ্রীম কোর্ট ও প্রদেশ দুইটির প্রত্যেকটিতে থাকিবে একটি করিয়া হাইকোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগ হইবে প্রেসিডেন্টের নির্দেশাধীন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কর্মকেন্দ্র ইসলামাবাদ হইলেও বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ঢাকায় ইহার অধিবেশন বসিবে। আইনসভায় গৃহীত কোন আইন ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার কোন অধিকার পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার থাকিবে না।

পাকিস্তানের সংবিধানের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে হইলে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে একমত হইতে হইবে। পরিষদের

তিন-চতুর্থাংশ সদস্য ভোটের জোরে প্রেসিডেন্টের ভেটো নাকচ করিতে পারেন—তবে এরূপ ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্ট বিষয়টি গণ-ভোটে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন কিংবা জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজে পুনর্নির্বাচন দাবী করিতে পারিবেন।

মোটামুটি ইহাই হইল পাকিস্তানের নূতন সংবিধানের স্বরূপ। দুই বৎসরকাল পূর্বে বুনিয়াদী গণতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত মাত্র ৮০ হাজার নরনারীর পরোক্ষ ভোটে জাতীয় পরিষদ্ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে সমালোচনার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁহার ১লা মার্চের বেতার বক্তৃতায় ইহার একটা জবাবদিহির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরোক্ষ নির্বাচন করিতে হইলে নূতন করিয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর কাটিয়া যাইত। ইহা ছাড়া, তাঁহার মতে পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইত। তবে তিনি বলিয়াছেন যে ভবিষ্যতে বুনিয়াদী গণতন্ত্রে প্রার্থী মনোনীত করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনী কলেজের ভোটদাতার সংখ্যা বর্তমানের ৮০ হাজার হইতে বাড়িয়া ১,২০,০০০ হইবে।

নূতন নির্বাচন ঃ

নূতন সংবিধান অনুসারে ১৯৬২ সালের ২৮শে এপ্রিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নির্বাচন কার্য সমাপ্ত হয়। মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ বুনিয়াদী গণতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধি। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৪০,৫০০ করিয়া। জাতীয় পরিষদের মোট ১৫০টি আসন সমানভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৫০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫০৫ জন। ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩১১ জন ও পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৯৪ জন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট প্রার্থী ছিলেন ৬ জন। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনী কারচুপিতে পূর্ব পাকিস্তানের সোয়া কোটি হিন্দু অধিবাসীর একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত হইতে পারেন নাই।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিটি প্রার্থীকেই নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচনে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যাঁহারা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ভূতপূর্ব মুসলিম লীগপন্থী।

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন প্রার্থীদের শতকরা ৭০ ভাগই ছিলেন ভূতপূর্ব মুসলিম লীগ পন্থী। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে ১৯৬২ সালের ৮ই জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইবে। সংবিধানের নিয়মানুসারে এই অধিবেশন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অবসান হইবে। জাতীয় পরিষদে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পাকিস্তানে পুনরায় যাহাতে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব না ঘটে তাহা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল গঠন জাতীয় পরিষদের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন হয় ১৯৬২ সালের ৬ই মে। প্রাদেশিক আইন সভারও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন করিয়া। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৯ জন। তাহার মধ্যে মাত্র একজন প্রার্থী খুলনার শ্রীশীতলপ্রসাদ রায় নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন।

পাকিস্তানের আর্থিক উন্নয়নঃ সামরিক শাসন প্রবর্তনের পূর্বে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ ভালভাবে সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ১৯৬০ সালের জুন মাসে সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন, তাহার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১৯০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার কাজ এপর্যন্ত সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনার কার্য সবিস্তারে গতবৎসরের "বর্ষপঞ্জী"তে আলোচিত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা রূপায়নে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থের প্রয়োজন, নানা সূত্র হইতে তাহা পাইবার জন্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ প্রয়াস করিতেছেন। ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ যখন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আমন্ত্রণে আমেরিকা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অবশ্য তাঁহাকে সর্বপ্রযত্নে সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব মার্কিণ বেসরকারী অর্থবিনিয়োগকারীদের পাকিস্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করার জন্য ঢালাও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

১৯৬১ সালের ১লা জুলাই করাচী-স্থিত মার্কিণ দূতাবাস আমেরিকা ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সহযোগিতার দশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অর্থসাহায্যের হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করে তাহা হইতে দেখা যায় যে মাথা পিছু হিসাবে পাকিস্তান গত দশ বৎসরে আমেরিকা হইতে পাইয়াছে ৭৫ টাকা আর সেখানে ভারতবর্ষ পাইয়াছে মাত্র ৩১ টাকা। একমাত্র ইরাণ

ছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর আর কোন দেশকে মাথাপিছু এরূপ অর্থ সাহায্য করে নাই"। বিশ্বব্যাঙ্কের আওতায় ছয়টি দেশ ও দুইটি আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠান ১৯৬১ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাবদ ৩২ কোটি ডলার অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। পাকিস্তানের দাবীর পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটি ডলার। এই দাবী পূরণ না হওয়ায় এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহাদের সাহায্যের পরিমাণ ২২২ কোটি ডলারের কিছু বেশি হওয়ায় পাকিস্তানী শাসকদের গাত্রদাহের অন্ত ছিল না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের ২৭শে জানুয়ারী উল্লিখিত দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলি পাকিস্তানকে মোট ৯৫ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে, যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাকিস্তানের ৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাইবার একটি চুক্তি হইয়াছে। পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পাকিস্তান এবার সোভিয়েট রাশিয়ার নিকটও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াও কূটনৈতিক চাল হিসাবে এ আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং পাকিস্তানে তৈল আবিষ্কারের জন্য পাকিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি ৩ কোটি ডলারের প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে ১৯৬১ সালের মে মাসে।

আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অধিক, সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। কার্যক্ষেত্রে তাহা তো হয়ই না, বরং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকে তাহাও অব্যয়িত রাখিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়—ইহাই পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের অভিযোগ। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানে পাটের চাষ হইয়াছে সর্বাধিক। চায়ের উৎপাদনেও পূর্ব পাকিস্তান আলোচ্য বৎসরে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা উহার আর্থিক উন্নতির পথে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে যে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ, তাহা বর্তমানে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ ওয়াজির আলি ১৯৬১ সালে ২৭শে অক্টোবর সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্ত করিয়া আমাদের জাতীয় আয় সামগ্রিকভাবে শতকরা ২০ ভাগ বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইহার পরিমাণ বর্ষিক মাথাপিছু শতকরা ২ ভাগেরও কম হইয়া দাঁড়াইবে।

পাকিস্তানী বাজেট

রেলবাজেটঃ পাকিস্তানের অর্থিক উন্নতি তাহার ১৯৬১-৬২ সালের বাজেট বরাদ্দের মধ্যেও কিছুটা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই বৎসর সর্বপ্রথম পাকিস্তানের স্বতন্ত্র রেলওয়ে বাজেট জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন পাকিস্তানের রেলওয়ে ও যোগাযোগ মন্ত্রী মিঃ এফ. এম. খাঁ ১৯৬১ সালের ২৭শে জুন। তাহাতে দেখা যায় যে আগামী বৎসর পাকিস্তান রেলওয়ের লাভ হইবে ৯'৪৫ কোটি টাকা। আগামী বৎসরের জন্য যাত্রী ও মাল ভাড়া বাবদ মোট ৭০ কোটি টাকার আয় দেখান হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পাকিস্তানে রেলওয়ের উন্নয়নকল্পে ১৪০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে ইহাও রেলমন্ত্রী জানান। পাকিস্তান তাহার নিজস্ব কারখানায় পুরাপুরি ইস্পাতে তৈয়ারী কোচ নির্মাণের পরীক্ষা সুরু করিবে —ইহাও মিঃ খাঁ ঘোষণা করেন।

রাজস্ব বাজেটঃ ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ শোয়েব ১৯৬১-৬২ সালের মূল কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণা করেন। তাহাতে দেখা যায় যে রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২৩'৬৩ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ যেখানে ২১৫'৫৩ কোটি টাকা সেখানে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে মোট ১৯১'০৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৯৮'৫৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ। ঐ সময়ে চলতি বৎসরের অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের সংশোধিত বাজেটের হিসাবে রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ দেখা যায় ১৯৬'৭৪ কোটি টাকা ও রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখা যায় ১৭৪'২১ কোটি টাকা, অর্থাৎ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২২'৫৩ কোটি টাকা।

॥ বৈদেশিক সম্পর্ক ॥

পাকিস্তানের জন্ম হইতেই তাহার পররাষ্ট্র নীতি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট ঘেঁষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে কম্যুনিস্ট অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রজোট 'সীয়াটো' (SEATO), 'সেন্টো' (CENTO) প্রভৃতি যেসব সামরিক চুক্তি সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে পাকিস্তান তাহার উৎসাহী সদস্য। ইহার ফলে, পাকিস্তান তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তোলার প্রভূত সুযোগ পাইতেছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করার জন্য আধুনিকতম মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র, জেট বিমান প্রভৃতি অবাধে আসিতেছে। পাকিস্তানী শাসকগণ কিন্তু ইহাতেও আমেরিকার উপর সন্তুষ্ট নহেন। এই অসন্তুষ্টির বড় কারণ হইল

তাঁহাদের ভারতবিরোধী মনোভাব। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তানের যে বিরোধ চলিতেছে তাহাতে আমেরিকা কেন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভারতের নিকট হইতে কাশ্মীর ছিনাইয়া আনিয়া তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন না—ইহাই পাকিস্তানের বড় ক্ষোভের কারণ। তাই প্রেসিডেন্ট আয়ুব আলোচ্য বৎসরে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে মিত্ররাষ্ট্র আমেরিকা যদি পাকিস্তানের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা না করে, তাহা হইলে পাকিস্তান নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য কম্যুনিস্ট ব্লকের সহিত মিতালী স্থাপনে কুণ্ঠিত হইবে না। আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জিত করিতেছে সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু আমেরিকা সফর করিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট আয়ুব জোর গলায় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে কম্যুনিস্ট চীনের দিক হইতে পাকিস্তানের কোন বিপদ নাই, পাকিস্তানের যাহা কিছু বিপদ তাহা ভারতের দিকে হইতে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বড় বিপদ আফগানিস্তানকে লইয়া। এই দুইটি রাষ্ট্রের বিরোধের মূল কারণ হইল উভয় রাজ্যের মধ্যবর্তী ডুরাণ্ড লাইনের এপার ও ওপারে অবস্থিত পুস্তভাষী অঞ্চল লইয়া পাখতুনিস্তান গঠন সম্পর্কিত আফগান দাবী। পাকিস্তান কিছুতেই এ দাবী মানিতে সম্মত নয়—আফগানিস্তানও তাহার দাবী ছাড়িতে রাজী নয়। ১৯৬১ সালের জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে পাখতুনিস্তানের প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রের অন্তর্বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং সীমান্ত অঞ্চলে একাধিক বড় ধরনের সংঘর্ষও হয়। ১৯৬১ সালের ২৩শে আগষ্ট আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বাণিজ্য দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরাপুরি ছিন্ন হইয়া যায়।

আফগানিস্তানের ব্যবসায় বাণিজ্য প্রধানতঃ পাকিস্তানের মধ্য দিয়াই হইত। এই ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। আফগানিস্তানে বর্তমানে আর্থিক সাহায্য ও সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পাকিস্তানের সহিত আফগানিস্তানের এই বিরোধের ফলে আফগানিস্থানে সোভিয়েট ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক: ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক নানা কারণে গত এক বৎসরের মধ্যে চরম অবনতির দিকে গিয়াছে। প্রধান কারণ অবশ্য

কাশ্মীর সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রের বিরোধ। গত এক বৎসর পাকিস্তানে কিরূপ আভ্যন্তরীণ সঙ্কট গিয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার ফলে, কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তানের ভারতবিরোধী অপপ্রচারের মাত্রাও গিয়াছে সেই পরিমাণে বাড়িয়া। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা ও বিবৃতিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হইবার দায়িত্ব ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন এবং শান্তিপূর্ণ পথে এ সমস্যার সমাধান না হইলে তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিবেন এ ভীতিও দেখাইয়াছেন।

এতৎসত্ত্বেও ভারত কিন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের সহিত সরাসরি আপস আলোচনায় সম্মত আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁকে একাধিকবার ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষ যদি কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে সম্মত থাকে তবেই তিনি ভারতে আপস আলোচনার জন্য আসিতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে ভারতের বক্তব্য এই যে পাকিস্তান যদি ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তাহার অধিকৃত এলাকা হইতে সৈন্যাপসারণ করিত তাহা হইলেই শুধু গণভোটের প্রশ্ন উঠিত। ১৪ বৎসর পরে এ প্রশ্ন অচল। তাহা ছাড়া, ভারতের অধীন কাশ্মীরে এ পর্যন্ত দুই দুইটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের মতামত জ্ঞাপনের প্রভূত সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং বর্তমানে আপস আলোচনা করিতে হইলে বাস্তবভিত্তিতে করিতে হয় অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতির যে সীমারেখা আছে তাহার ভিত্তিতেই করিতে হয়। পাকিস্তান আলোচনার এ ভিত্তি মানিতে রাজী নয়। এই অবস্থায় পাকিস্তান আবার নূতন করিয়া স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়াছে। বর্ষপঞ্জীর এই অংশ যখন ছাপা হইতেছে তখন স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতেছে।

কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে অসুবিধায় ফেলার জন্য প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ আরও একাধিক চাল চালিয়াছেন। পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় আজাদ কাশ্মীরে মিঃ খুরসিদকে তথাকথিত প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিয়া আজাদ কাশ্মীরকে স্বাধীন সরকারের মর্যাদা দিবার প্রয়াস চলিতেছে। এ প্রয়াস সার্থক হইলে পাকিস্তান নেপথ্যে থাকিয়া তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর সরকারের মাধ্যমে ভারতের সহিত বিরোধ বাধাইতে পারিবে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রয়াস হইল, সীমান্ত লইয়া ভারত ও চীনের বর্তমান বিরোধের সুযোগ লইয়া চীনের সহিত মিতালী স্থাপনের প্রয়াস। পাকিস্তান অধিকৃত

কাশ্মীর ও চীনের মধ্যে যে সাধারণ সীমান্ত আছে পাকিস্তান সেই সীমান্ত নির্দেশের জন্য চীনের সহিত সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছে। ভারত এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে যে সমগ্র কাশ্মীরের উপর একমাত্র ভারতেরই সার্বভৌম অধিকার আছে এবং ভারতের অজ্ঞাতে কাশ্মীর সীমান্ত সম্বন্ধে চীনের সহিত পাকিস্তানের যদি কোন চুক্তি হয় ভারত তাহা মানিবে না। যে মুহূর্তে এইরূপ কোন চুক্তি হইবে সেই মুহূর্তে ভারত ধরিয়া লইবে যে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি চুক্তির কোন অস্তিত্ব নাই।

গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বনগাঁ সীমান্ত হইতে পাকিস্তানী পুলিশ কর্তৃক ভারতীয় রক্ষী বাহিনীর অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্যকে অপহরণ করার উল্লেখ ছিল। আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানী সামরিক আদালতে বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি ৮ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজনীতি ছাড়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানের অসহযোগী মনোভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারত যাহাতে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানের বিরোধিতার অন্ত নাই। ভারত অবশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের কার্যে যথারীতি অগ্রসর হইতেছে। অপর পক্ষে পাকিস্তান চট্টগ্রামের অদূরবর্তী কাপতাই নামক স্থানে যে কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে, তাহা ভারতের কোন কোন অংশ নিমজ্জিত করিবে বলিয়া ভারত এ ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত একটা মীমাংসার দাবী জানাইয়াছিল। পাকিস্তান সে দাবী উপেক্ষা করিয়া বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাহার উদ্বোধনও করিয়াছেন। এ অবস্থায় ভারত ঘোষণা করিয়াছে যে পাকিস্তানের এ কাজ প্রচলিত নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ প্রয়োজনবোধে যথোচিত প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ভারতের সহিত কোন আলোচনা না করিয়া পাকিস্তান সংখ্যালঘু দপ্তর তুলিয়া দেওয়ায় এবং ঢাকাস্থিত সংখ্যালঘু অফিস বন্ধ করায় ভারতও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সকল দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে নানা কারণে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের অনেক অবনতি হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় ১৭ বৎসর পূর্বে। ঐ সময় এই নীতি স্থির হয় যে, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলি উহার মূল সভ্য হইবে। ফ্যাসিস্ত পক্ষের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, পূর্বে যেসব রাষ্ট্র দুই দিকে তাল রাখিয়া চলিতেছিল, (যেমন—তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্র) তখন ফ্যাসিস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাতারাতি কৌলিন্য অর্জন করে এবং জাতিসঙ্ঘের মূল সভ্য হয়। ভারতবর্ষও জাতিসঙ্ঘের মূল সভ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূল সভ্য থাকে এবং পাকিস্তানকে নূতন সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য, এখনও এই প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব নাই।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রধান পাঁচটি শক্তির ঐক্যমতকে বিশ্বশান্তি রক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সনদের খসড়া রচিত হয় আরও এক বৎসর পূর্বে ডাম্বার্টন্ ওক্‌সে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মার্শাল ষ্ট্যালিন ও মিঃ চার্চিল এই মূলনীতি মানিয়া লন।

জাতিসঙ্ঘের আদর্শঃ সনদে বর্ণিত জাতিসঙ্ঘের আদর্শ—"ন্যায় ও আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া" সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অথবা শান্তির প্রতিষ্ঠা; "বিভিন্ন জাতির সমানাধিকারের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মর্যাদা রক্ষার ভিত্তিতে" জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান, মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও উহার রক্ষা এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বায়ত্বশাসনাধিকার প্রদান।

জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তিঃ এই আদর্শ রক্ষার ও উহা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রধান পাঁচটি শক্তির উপর অর্পিত হয়। প্রধান পাঁচটি শক্তির সম্মিলিত দায়িত্বের এই স্বীকৃতিই জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তি। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন (জাতীয়তাবাদী) প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি শক্তি একমত না হইলে জাতিসঙ্ঘের কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না—এই কঠোর শর্ত সানফ্রান্সিস্‌কোয় সমবেত ৪৬টি রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্পকালের মধ্যেই বৃহৎ শক্তিপঞ্চক উহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের জালে জড়াইয়া পড়ে। পাঁচটি শক্তির ঐক্য মতের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘের সনদ রচনার জন্য তখন তাহারা নিষ্ফল অনুশোচনায় আঙুল কামড়াইতে লাগিল। জাতিসঙ্ঘ এখন প্রকৃতপক্ষে দলীয় প্রচারের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিণত হইয়াছে।

॥ জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ ॥

নিরাপত্তা পরিষদ্‌ঃ জাতিসঙ্ঘের সর্বপ্রধান বিভাগ উহার নিরাপত্তা পরিষদ্‌। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের; জাতিসঙ্ঘের অন্য সমস্ত সংগঠনই এই বিভাগের অধীন। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন (ফরমোসার চিয়াং কাই-শেক-সরকার) এই পাঁচটি শক্তি ইহার স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয় জন সভ্য সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী পাঁচটি সভ্য একমত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ্‌ কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের "ভিটো"র অধিকার রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই—ইহার অধিবেশন সব সময়ে চলিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বক্ষণ আন্তর্জাতিক শান্তির সতর্ক প্রহরী। ইহার একটি সামরিক ষ্টাফ্‌ কমিটিও আছে।

সাধারণ পরিষদ্‌ঃ "সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে এই বিভাগটি আলোচনা করিতে পারে" এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা কোনও সভ্য রাষ্ট্রের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বিচার পরিষদ্‌ঃ আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ্‌টি জাতিসঙ্ঘের বিচার বিভাগ। এই বিভাগটি ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সনদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন।

অছি পরিষদ্‌ঃ তাহার পর অছি পরিষদ্‌। জাতিসঙ্ঘের সনদে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির অধিবাসীর সার্বভৌম অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে সময় সময় পর্যবেক্ষণে যাইবার অধিকার অছি পরিষদ্‌কে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব অঞ্চল "ম্যাণ্ডেটেড" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, সেগুলি অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন সমস্ত অঞ্চল অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে। বিজয়ী পক্ষের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, এই সব উপনিবেশের প্রভুশক্তিগুলির সম্মতি লাভ করিলে তবে উহারা অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ : সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ সার্বজনীন অধিকার তালিকা (Universal Bill of Right) প্রণয়ন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ ত্রিশটি সার্বজনীন অধিকার নির্ধারণ করিয়াছেন। অধিকারগুলি এইরূপ—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, দৈহিক নিরাপত্তা, দাসত্ব হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত গোপনতায় অন্যের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি, স্বচ্ছন্দ চলাফেরার স্বাধীনতা, আশ্রয় লাভের অধিকার, নাগরিক হইবার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আটক হইলে অবিলম্বে বিচার বিভাগের দ্বারা আটকের বৈধতা নির্ধারণ, বৈষম্য হইতে মুক্তি, সম্পত্তিতে অধিকার, গভর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণের অধিকার, ইত্যাদি।

"ইউনেস্কো" : জাতি সঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থাটি (UNESCO) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি উপ-বিভাগ। ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে এই উপ-বিভাগ গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। "ইউনেস্কো" গঠনের কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয় মানুষের মনে ; সুতরাং শান্তি রক্ষার কাজ মানুষের মনের মধ্যে গড়িয়া তোলা আবশ্যক।" ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ন্যায়ের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আইনের শাসন, মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা ইহার লক্ষ্য।" এই মহান লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক প্রভৃতি মনীষিগণ 'ইউনেস্কো'য় যোগদান করিয়াছেন। "ইউনেস্কো"র কতকগুলি আঞ্চলিক বিভাগ আছে ; যেমন, মধ্য-প্রাচ্য বিভাগ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিভাগ, ইত্যাদি।

"ইকাফে" : এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের নাম এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (ECAFE)।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাহাদের সমাধানে প্রয়াসী হওয়া এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

কমিশন ও সাব-কমিশন : সমাজ-কল্যাণকর ও সংস্কৃতিমূলক তৎপরতার জন্য জাতিসঙ্ঘের কতকগুলি কমিশন ও সাব-কমিশন আছে—যেমন, নারীর অধিকার সংক্রান্ত সাব-কমিশন, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কমিশন, ব্যবসা ও নিয়োগ সংক্রান্ত কমিশন, শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত কমিশন প্রভৃতি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা, খাদ্য কৃষি-সংস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক বাস্তুহারা-সংস্থা এবং অসামরিক বিমান চলাচল-সংস্থা।

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহ

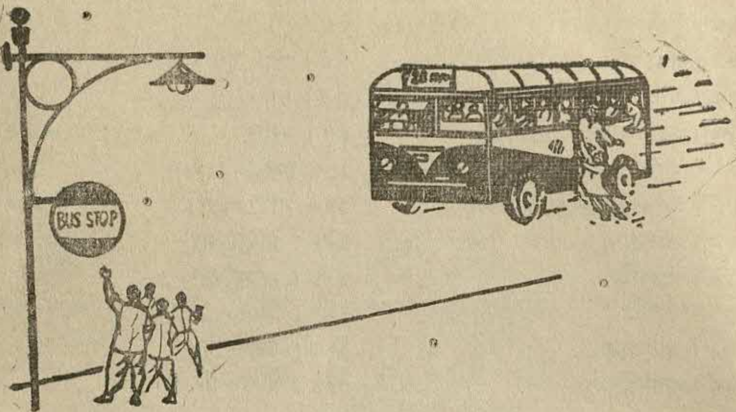
জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রের সংখ্যা বর্তমানে ১০৪টি। ইহাদের মধ্যে ৫১টি মূল সভ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া জাতি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পরবর্তীকালে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। নিম্নে সভ্যগণের পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
১। ভারত	মূলসভ্য	১১। কলম্বিয়া	মূলসভ্য
২। আর্জেন্টিনা	”	১২। কোষ্টারিকা	”
৩। অস্ট্রেলিয়া	”	১৩। কিউবা	”
৪। বেলজিয়াম	”	১৪। চেকোশ্লোভাকিয়া	”
৫। বলিভিয়া	”	১৫। ডেন্মার্ক	”
৬। ব্রেজিল	”	১৬। ডোমিনিক্যান্ রিপাব্লিক	”
৭। বায়লো রাশিয়া	”	১৭। ইকুয়েডর	”
৮। কানাডা	”	১৮। মিশর *	”
৯। চিলি	”	১৯। এল্. স্যাল্ভেডর	”
১০। চীন (জাতীয়তাবাদী)	”	২০। ইথিওপিয়া	”

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
২১। ফ্রান্স	মূলসভ্য	৫২। আফগানিস্তান	১৯।১১।৪৬
২২। গ্রীস	"	৫৩। আইস্‌ল্যাণ্ড	"
২৩। গুয়াতেমালা	"	৫৪। সুইডেন	"
২৪। হাইতি	"	৫৫। থাইল্যাণ্ড	১৬।১২।৪৬
২৫। হণ্ডুরাস্	"	৫৬। পাকিস্তান	৩০।৯।৪৭
২৬। ইরাক	"	৫৭। ইয়েমেন	৩০।১০।৪৭
২৭। লেবানন	"	৫৮। ব্রহ্মদেশ	৯।৪।৪৮
২৮। লাইবেরিয়া	"	৫৯। ইস্রাইল	১১।৫।৪৯
২৯। লুক্সেমবুর্গ	"	৬০। ইন্দোনেশিয়া	২৮।১১।৫০
৩০। মেক্সিকো	"	৬১। আলবেনিয়া	১৫।১২।৫৫
৩১। নেদারল্যাণ্ডস্	"	৬২। জর্ডান	"
৩২। নিউজীল্যাণ্ড	"	৬৩। আয়ার্ল্যাণ্ড	"
৩৩। নিকারগুয়া	"	৬৪। পর্তুগাল	"
৩৪। নরওয়ে	"	৬৫। হাঙ্গারী	"
৩৫। পানামা	"	৬৬। ইতালী	"
৩৬। প্যারাগুয়ে	"	৬৭। অষ্ট্রিয়া	"
৩৭। পারস্য	"	৬৮। রুমানিয়া	"
৩৮। পেরু	"	৬৯। বুলগেরিয়া	"
৩৯। ফিলিপাইন	"	৭০। ফিন্‌ল্যাণ্ড	"
৪০। পোল্যাণ্ড	"	৭১। সিংহল	"
৪১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	"	৭২। নেপাল	"
৪২। সৌদী আরব	"	৭৩। লিবিয়া	"
৪৩। সিরিয়া	"	৭৪। কাম্বোডিয়া	"
৪৪। তুরস্ক	"	৭৫। লাওস্	"
৪৫। ইউক্রেন	"	৭৬। স্পেন	"
৪৬। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন	"	৭৭। সুদান	নভেম্বর, ১৯৫৬
৪৭। ইউনাইটেড কিংডম (বৃটেন)	"	৭৮। মরক্কো	" "
৪৮। উরুগুয়ে	"	৭৯। টিউনিসিয়া	" "
৪৯। ভেনেজুয়েলা	"	৮০। জাপান	ডিসেম্বর, ১৯৫৬
৫০। সোভিয়েট ইউনিয়ন	"	৮১। ঘানা	মার্চ, ১৯৫৭
৫১। যুগোশ্লোভিয়া	"	৮২। মালয়	৫।৯।৫৭

সভ্যরাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্যরাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
৮৩। গিনি	১২।১২।৫৮	৯৪। টোগো	২০।৯।৬০
৮৪। আইভরি কোষ্ট	২০।৯।৬০	৯৫। আপার ভোল্টা	”
৮৫। মাদাগাস্কার	”	৯৬। চাদ	”
৮৬। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	”	৯৭। মালি	২৮।৯।৬০
৮৭। কঙ্গো (ব্রাজাভিল)	”	৯৮। সেনেগাল	”
৮৮। কঙ্গো (লিওপোল্ড ভিল)	”	৯৯। নাইজেরিয়া	৭।১০।৬০
৮৯। শাইপ্রাস	”	১০০। মরিটেনিয়া	২৭।১০।৬১
৯০। দহোমি	”	১০১। মঙ্গোলিয়া	”
৯১। গ্যাবন	”	১০২। সিয়েরা লিওন	৬।১০।৬১
৯২। নাইজার	”	১০৩। টাঙ্গানাইকা	১৯৬১
৯৩। সোমালিয়া	”	১০৪। মালাগাসি প্রজাতন্ত্র	”

দুর্ঘটনা এড়াতে হলে পথের নিয়ম মেনে চলুন



- বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার আগে দেখে নিন এবং পার হওয়ার সময় তাদের হাত ধরে রাখুন।
- চলন্ত বাসে উঠবেন না কিংবা চলন্ত বাস থকে নামবেন না।
- হাঁটবার সময় রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথ ধরুন।
- রাস্তা পার হওয়ার আগে প্রথমে ডান দিকে ও তারপর বাঁদিকে তাকান। যদি আপনার দৃষ্টি অবরোধ করে উল্টো দিকে কোন ট্রাম বা বাস দাঁড়িয়ে থাকে তবে পার হবেন না
- ট্রাম থেকে, নামবার আগে দেখে নিন পিছন থেকে কোনো গাড়ি আসছে কিনা।
- দুর্ঘটনা ঘটলে নিজের হাতে আইন নেবেন না।

কলিকাতা রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত

ব্যক্তি-পরিচয়

বিশিষ্ট বাঙ্গালী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। আদি নিবাস নোয়াখালী; জন্ম—২রা আশ্বিন, ১৩১১ (১৯০৪) সাল; শৈশব ও কৈশোরে নোয়াখালীতে শিক্ষালাভ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মুন্সেফরূপে কর্মজীবন আরম্ভ; ক্রমশঃ জেলা জজের পদে উন্নীত হন; বর্তমানে বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে "নীহারিকা দেবী" ছদ্ম নামে প্রথম কবিতা প্রকাশ (আশ্বিন, ১৩২৮); এই কবিতাটি প্রথমে স্বনামে প্রেরিত হইয়া ছাপা হয় নাই। প্রধানতঃ গল্প উপন্যাসই লেখেন, তবে কাব্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত; প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'যতন বিবি', 'ডবল ডেকার', 'ইন্দ্রাণী', 'ঊর্ণনাভ', 'কাকজ্যোৎস্না' ও 'আসমুদ্র' ইত্যাদি। তাঁহার আধ্যাত্মিক রচনা 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬১ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' (যুগান্তর দৈনিক পত্র প্রবর্তিত) লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅজিত দত্ত : সুকবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম—ঢাকা, ১৯০৭ সন; শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা হইতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'রৈবত' ছদ্মনামে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। 'কুসুমের মাস', 'পুনর্নবা', নষ্টচন্দ্র', 'জনান্তিকে', 'মন-পবনের নাও', 'ছায়ার আলপনা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে রত। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ১৯৫৯ সালে 'উল্টোরথ পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রীঅতুল সুর : খ্যাতনামা সাংবাদিক, অর্থবিদ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম কলিকাতায় ৫ই আগষ্ট, ১৯০৪। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা। ১৯২৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পাস করেন। বহু বৈদেশিক ও ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক সমিতি ও সংসদের সদস্য। ১৯৩৬ সাল হইতে কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ সমিতির অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা ও ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার-বুকের সম্পাদক। ১৯৫৫ সাল

হইতে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট্ অভ্ সোসাল ওয়েলফেয়ার ও বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্টের অর্থনীতির অধ্যাপক। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি ও আইন সংক্রান্ত বহু পুস্তক রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি (১৯৫০-৫৯ এবং পুনরায় ১৯৬২ সাল হইতে)। জন্ম—১৯০৫ সালের ২৭শে আগষ্ট, হুগলী জেলায়। বাল্যকাল হইতেই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক (১৯২৪-৩৫) ও সম্পাদক (১৯৩৮-৫০)। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৮); নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (১৯৫০-৫১)। ১৯৩৪ ও ১৯৪২ সালে কারাবরণ করেন। 'স্বাধীনতার স্বরূপ', 'নোয়াখালীতে গান্ধীজী', 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা', 'অহিংসা ও গান্ধী' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা। ১৯৬২ সালে লোকসভার সদস্য পুনর্নির্বাচিত।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম—১৫ মার্চ, ১৯০৪, উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেন্‌কানল, কটক ও পাটনায়, ১৯৫২ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার; এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, ১৯২৭; লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ ১৯২৭-২৯। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯৩৬; জেলা জজ, ১৯৪০; বিচার বিভাগের (পশ্চিমবঙ্গ) সেক্রেটারী, ১৯৫০। প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য রচনা টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ 'প্রবাসী'তে; ইহার রচিত 'পথেপ্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'তারুণ্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা' প্রভৃতি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সাহিত্য সেবার অভিলাষে ১৯৫১ সালে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অবধূত ঃ (কালিকানন্দ অবধূত)। তান্ত্রিক সাধক অথচ প্রখ্যাত কথাশিল্পী। কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম; ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'শুভায় ভবতু', 'দুরি বৌদি', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'বহুব্রিহী', মিড় গমক মূর্ছনা' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী ঃ কবি ও শিক্ষাব্রতী; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রাম্যমাণ

অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। কাব্যগ্রন্থ : 'খসড়া', 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার', 'পালাবদল' ইত্যাদি।

লর্ড অরুণকুমার সিংহ : রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যারণ। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের প্রথম পুত্র। বার-এ্যাট-ল ; জন্ম—২২শে আগস্ট, ১৮৮৭ ; লণ্ডনে শিক্ষালাভ। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে লর্ড উপাধি লাভ। প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় স্থান লাভ করেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ : লোকসভার বর্তমান সদস্য। ১৯৫২-৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী, অতঃপর প্রতিমন্ত্রী (১৯৫৫-৫৭)। জন্ম— ১৮৯২ সালে, বরিশালে। ব্রজমোহন কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে বি. এ. পাস করেন। ১৯১৮ সালে ৩ আইনের বন্দীরূপে গ্রেপ্তার ও হাজারিবাগ জেলে অনশন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ ও কংগ্রেসের কার্যে যোগদান। পুনরায় গ্রেপ্তার (১৯৩০); রাজবন্দীরূপে আটক (১৯৪১)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৪০) ; ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬)। 'মন্দিরা' নামক মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সম্পাদক ; কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীঅনিলকুমার চন্দ : কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের ভূতপূর্ব উপমন্ত্রী ; প্রথমে বৈদেশিক দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন (১৯৫২-৫৪)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত। জন্ম—শিলচর (আসাম), ১৯০৬ সালের মে মাসে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন, ঢাকা, কলিকাতা ও লণ্ডনে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর বি. এস-সি. ; বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব (১৯৩৩-৪১): পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের ভূতপূর্ব সভ্য।

শ্রীঅশোককুমার চন্দ : ভারতের ভূতপূর্ব অডিটার জেনারেল ; ভারতীয় রেলওয়েসমূহের ভূতপূর্ব ফিনান্সিয়াল কমিশনার। জন্ম—২৫শে অক্টোবর, ১৯০২। শিক্ষালাভ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডনে। স্কুল অব ইকনমিক্স-এর বি এস্-সি (লণ্ডন) ; ও. বি. ই. (১৯৪৫) ; ভারতীয় অডিট সার্ভিসে যোগদান, ১৯২৬ ; মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী, ১৯৩৭-৩৯ ; অস্ত্রনির্মাণ দপ্তরের ডেপুটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ১৯৪১ ; ভারত গভর্ণমেণ্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী, ১৯৪৫।

শ্রীঅশোককুমার সরকার : প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'আনন্দবাজার' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। জন্ম—১৯১২ সনে। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের একমাত্র পুত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা—ঢেনকানলে (উড়িষ্যা) ; অতঃপর কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট। ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে ১৯৩০ সনে কারাবরণ করেন। সদালাপী ও অমায়িকতা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক পত্রের প্রধান পরিচালক।

শ্রীঅশোককুমার সেন : বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী। জন্ম—অক্টোবর ১৯১৩ ; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'গ্রেজ ইন' হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪১ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯৪১-৪৩ সনে কলিকাতার সিটি কলেজে আইন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়ার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (১৯৫০)। ১৯৫৫ সনে জাতিসঙ্ঘের দশম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বামপন্থী নেতা শ্রীমোহিতকুমার মৈত্রকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৭)। ভারত সরকারের আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান (১৯৫৭) ; ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে পূর্ণ-মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া পুনরায় লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং আইনমন্ত্রী হন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার : বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ; লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস্-এর ফেলো। ১৮৯০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্ম। শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১০-২২)। জয়পুর রাজ্যে মহারাজা-শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯২৪)। লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধর মুখার্জি লেকচারার। শিশুদের জন্য নাটক ও ছড়া ইত্যাদি রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী : বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—কলিকাতায়, ১৩১৫ সালের ২৩শে পৌষ। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' দ্বারা ইঁহাকে সম্মানিত করেন। 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নি পরীক্ষা,' 'মিত্তির বাড়ী', 'যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। ১৯৫৯ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করে।

শ্রীউদয়শঙ্কর : বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ; ১৯০০ সালে উদয়পুরে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলায়। বেনারস, বোম্বাই আর্টস কলেজ ও লণ্ডন

আর্টস কলেজে শিক্ষালাভ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহুস্থানে নৃত্য-প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলাকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট নৃত্য পটিয়সী শ্রীমতী অমলা নন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সঙ্গীত নাটক নৃত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি উহার নৃত্য বিভাগের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন; পরে তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন।

ডঃ কালিদাস নাগ : খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্; এম-এ, ডি-লিট। ১৮৯২ সালে জন্ম। ১৯১৫-১৯ সাল পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯১৯-২০ সালে সিংহলে গালে মহীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯২১ সালে জেনেভায় ৩য় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে অধ্যাপনা। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দান। এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; 'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি মিডল ইষ্ট', 'নিউ এশিয়া', 'এ ষ্টাডি অব ইণ্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম', 'ইণ্ডিয়া এণ্ড প্যাসিফিক ওয়ার্লড' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতীয় রাজ্যসভার ভূতপূর্ব মনোনীত সভ্য।

শ্রীকালিদাস রায় : প্রবীণ সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক। প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের পরিবারে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্ম। কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি-এ পাস করার পর দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু', 'বৈকালী', 'হৈমন্তী', 'ঋতু-মঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছেন; রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৬১ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের মূল সভাপতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক : রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রভূত খ্যাতিমান। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শতদল', 'অজয়', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনমল্লিকা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি। জন্ম—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলার নূতন হাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত উজানী গ্রামে। বি-এ পাস করার পরে বর্ধমানের 'মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি নিরহঙ্কার ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন; দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর স্বগ্রামে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী : আইনসভা ও শাসনতন্ত্র-বিশেষজ্ঞ। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জন্ম ১৮৮৮ সালে। এম-এ,. বি-এল.। ১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভ্য। ১৯২১-৩৪ এবং ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। ১৯৩০-৩২ সালে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকত্রয়ে ভারতীয় রাজন্যপ্রতিনিধি দলের পরামর্শদাতা। ১৯৩৪-৪৪ সাল পর্যন্ত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান এবং ১৯৪০ সালে রাজন্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। 'পূর্ব-ভারতীয় দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী কমিটি'র-প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৪৭ সালে ভারতের পুনর্বাসন-মন্ত্রী এবং তৎপরে বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। 'ফিনান্স কমিশনে'র সভাপতি (১৯৫১)। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য : ১৯৫৭ সাল হইতে লোকসভার সদস্য; ১৯৬২ সালে পুনর্নির্বাচিত। প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯০১ সালে জন্ম। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া (ফরিদপুর); কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ, এম. এ., বি.-এল.। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৩৩-৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস জাতীয় দলের সম্পাদক। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক শিক্ষণ-সংস্থার সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভ্য (১৯৫৫-৫৬)। ভারতীয় সাংবাদিক দলের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন (১৯৫৫)। 'এ কেস্ ফর্ রিকন্‌সিডারেশন্', 'কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। দীর্ঘকাল বিখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে 'জনসেবক' দৈনিক পত্রের সম্পাদক।

শ্রীগোপাল ভৌমিক : খ্যাতিমান আধুনিক কবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম ১৯১৮ সালের ৮ই মার্চ ঢাকা জেলার দানিস্তপুর গ্রামে। শিক্ষা—রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ.। প্রায় দশ বৎসরকাল বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতায় নিরত ছিলেন; বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ আধিকারিক পদে কর্মরত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—'স্বাক্ষর' ও 'বসন্ত বাহার'; অন্যান্য গ্রন্থ—'নেতাজী', 'কয়েকটি বিদেশী গল্প', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'ডেইজি মিলার' প্রভৃতি। ইহা ছাড়া শিশু ও কিশোর পাঠ্য 'ভারতের মুক্তিসাধক', 'ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী', 'দেশী ও বিদেশী', 'পৃথিবীর বড় মানুষ' প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।

লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী: ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের সেনাপতি, (জি-ও-সি, সাউদার্ণ কম্যাণ্ড)। জন্ম—কলিকাতা, ১৯০৮ সাল। শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও বিলাতে স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ে। ১৯২৮ সালে কমিশন প্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ। ১৯৪৯ সালে হায়দরাবাদ অভিযান পরিচালনা; হায়দরাবাদের মিলিটারি গভর্ণর (১৯৪৯ পর্যন্ত)। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সর্বপ্রথম 'যান্ত্রিক বাহিনীর' সেনাপতি (১৯৫২-৫৩)। ভারতীয় বাহিনীর 'চীফ-অব জেনারেল স্টাফ' (১৯৫৫-৫৬)।

শ্রীজ্যোতি বসু: কম্যুনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা; উক্ত পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার ভূতপূর্ব সম্পাদক। পলিটবুরোর-সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধীদলের নেতা; জন্ম— ১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই; কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার; নিবারক নিরোধ আইনে বহুবার আটক হইয়াছেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প, বন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের একমাত্র পুত্র। জন্ম—কলিকাতায়, ১৯২৫ সালে। শিক্ষা—স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'জয়েণ্ট সেক্রেটারী'রূপে অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাবড়া কেন্দ্র (২৪ পরগণা) হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে পূর্ণমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। সুবক্তা ও সমাজসেবক রূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। জন্ম—বীরভূমের লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই; শিক্ষা—লাভপুর ও কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩০)। ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া বাংলার প্রগতিশীল পাঠকসমাজে ইনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী-দেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই-পুরুষ', 'জলসাঘর', 'হারানো সুর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রামধনু', 'হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি বই

উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব মনোনীত সদস্য। 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন এবং একই গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ভারতীয় লেখক দলের প্রতিনিধিরূপে চীন ভ্রমণ এবং তাসখণ্ডে আফ্রো-এশিয়া সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৫৮)। ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্য সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ : অমৃতবাজার পত্রিকার (কলিকাতা) সম্পাদক; ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। জন্ম—১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর; মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। নিঃ ভাঃ সংবাদ সম্মেলন ও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি। এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়নের সদস্য। ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতারূপে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫০); ইয়োরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫৭)।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী : আর. এস. পি. রাজনৈতিক দলের নেতা; ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। জন্ম—ঢাকায়, ডিসেম্বর ১৯১২। শিক্ষা—বহরমপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গোয়া মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান এবং বিবিধ লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ড ভোগ (১৯৫৫)। ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে মুক্তিলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

ডঃ ত্রিগুণা সেন : কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র (১৯৫৭-৫৮); ও অল্ডারম্যান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার। জন্ম—ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে। শিক্ষা—কলিকাতা ও জার্মানীতে। Deutsche-Akademie স্কলার (১৯২৯-৩২); অধ্যক্ষ, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (১৯৪৪-৫৫); কলিকাতা ও রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্য; কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সভ্য।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক। জন্ম—ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—বজ্রযোগিনী হাইস্কুলে ও কলিকাতা 'বঙ্গবাসী' কলেজে। যুগান্তর পত্রিকা

প্রকাশিত হইলে প্রথম হইতেই উহাতে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর; ১৯৫৯ সালে বৃটিশ কমনওয়েলথ রিলেসন্স অফিসের আমন্ত্রণে বৃটেন সফর; ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সম্পাদক; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের লেক্‌চারার। 'শতাব্দীর সূর্য', 'বিদেশ বিভূঁই', 'কালোমেঘ', 'মধুরেণ', 'বাজীমাৎ', 'ছেড়ে আসা গ্রাম', (১ম ও ২য় খণ্ড), 'অনেক স্বর', 'রোদ জল ঝড়' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ঃ বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯৭ সালে জন্ম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। ১৯১৭ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণিত ও আইন শিক্ষার্থ ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে একমাত্র সঙ্গীত শিক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে সারাভারতে ভ্রমণ (১৯২২-২৭)। ১৯২৭ সালে ইনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী', 'তীর্থঙ্কর', 'মনের পরশ', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্; জনসঙ্ঘের ভূতপূর্ব সভাপতি। বাখরগঞ্জ জেলায় (অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) ১৮৯৪ সালে জন্ম। শিক্ষা—বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন এবং কলিকাতা সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও রিপন ল' কলেজ। গণিতে ইশান স্কলার। ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। রংপুর কারমাইকেল কলেজর অধ্যক্ষ (১৯৪১-৫০)। কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ভারতীয় লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য। 'হিন্দু কোন্ পথে', 'তরুণিমা', 'সতের বৎসর পরে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীঃ খ্যাতিমান ভাস্কর ও শিল্পী। ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমী'র প্রথম চেয়ারম্যান; ১৯৬০ সালে এই পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আদি নিবাস ডায়মণ্ডহারবারের মূড়াগাছা; জন্ম—রংপুর তাজহাট রাজবাড়ী; শিক্ষা—কলিকাতার সাউথ সুবার্বান বিদ্যালয়ে। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া শিল্পসাধনায় মগ্ন হন। কলিকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিল্প-শিক্ষকের পদ গ্রহণ; ক্রমশঃ প্রতিভার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে ও মাদ্রাজ সরকারী আর্টস কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। সাহিত্যের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ আছে। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫৬)।

শ্রীডি. এন. ভট্টাচার্য (দেবেন্দ্রনাথ)ঃ বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। জন্ম ১৯১৩ সালে কলিকাতায়। শিক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বহুল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য সবিশেষ জনপ্রিয়। নিজস্ব পরিচালনাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর), মেট্রোপলিট্যান ব্যাঙ্ক, রিপাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বি. ঈ. পাম্প্‌স্, মেট্রোপলিট্যান প্রিন্টিং, মেট্রোপলিট্যান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন, গ্লুকোসারিজ প্রভৃতি। জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিট্যান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ডিরেক্টার হিসাবে আরও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। সভাপতি ছিলেন ঃ বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের (২ বার) এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের।

বর্তমানে কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের একজন কমিশনার। টেলিফোন এডভাইসরি কমিটি, ট্রাফিক এডভাইসরি কমিটি, কাউন্সিল অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ, এম্প্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স, লেবার এডভাইসরি বোর্ড, এক্সাইজ লাইসেন্সিং বোর্ড প্রভৃতির সদস্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য বহু সভাসমিতির পৃষ্ঠপোষক।

শ্রীদেবেশ দাশ ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক; নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি; ১৯৫৩ সালে জয়পুরে উক্ত সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯১১। শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯৩৪); ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী (১৯৪৪-৪৭); আসামের এ্যাডিশন্যাল চীফ সেক্রেটারী ও ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার (১৯৫৬); কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী (১৯৫৬)। 'প্রেমরাগ', ইউরোপা', 'অর্ধেক মানবী তুমি' প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঃ সাংবাদিক; 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক পত্রের বার্তা-সম্পাদক। জন্ম—কুমিল্লায়, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—চট্টগ্রাম কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ল কলেজে; ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সূচনা হইতেই উহার সহিত যুক্ত আছেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উপর্যুপরি কয়েকবার সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট-এর প্রাক্তন সম্পাদক। ১৯৫৪ সালে চীন ভ্রমণ করেন; ১৯৫৬ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৮ সালে কলম্বিয়ায় 'আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট সেমিনারে'ও যোগদান করেন। 'উইথ নেহেরু ইন চায়না' ইহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলাম: বাংলার বিপ্লবী কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতঃ রচয়িতা ও সুরশিল্পী। ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। সাধারণ সৈনিক হইতে হাবিলদারের পর্যায়ে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মাদনাপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্য রচনার আরম্ভ। ১৯২১ সালে সৈনিকের কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহ-সূচক রচনা প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারদণ্ড ভোগ। মুজাফ্‌ফর আহমেদের সহযোগিতায় বাংলার সর্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন ও উক্ত প্রাতষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। ইহার রচনাবলীর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'সঞ্চিতা', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাস, 'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি' নাটক ও 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি ছোট গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ কবি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার্থ ইউরোপে যান; তথায় চিকিৎসকেরা পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৯১০ সালে নদীয়ায়। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন। বর্তমানে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের সহকারী সম্পাদক। 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', 'শতাব্দী ও সাহিত্য', 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'সেতু' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীনন্দলাল বসু: বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ১৮৮৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গেরে জন্ম। এণ্ট্রান্স পাস করার পরে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে এবং অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিল্প শিক্ষা করেন। ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান ও ১৯১৯ হইতে কলাভবনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়েকবার কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপসজ্জার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। প্রাচীর চিত্রে তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয়। ১৯৫১ সালে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমী'র অন্যতম সভ্য। 'বাণাহত হাঁস কোলে সিদ্ধার্থ', 'দশরথের মৃত্যু', 'কালী', 'শিবের তাণ্ডব নৃত্য', 'সতী', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা : বিদ্যোৎসাহী শিল্পপতি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারে জন্ম। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—এম. এ., বি. এল, পি-এইচ-ডি.; বহু শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯২৪ ও ১৯৪৯)। বণিক সমাজের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দুইবার বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান; বহু গবেষণামূলক ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক; 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক ও 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' পত্রিকা তাঁহার আনুকূল্যে পরিচালিত।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও রাজনীতিক; লোকসভার ভূতপর্ব সদস্য। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত। জন্ম—১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৫। শিক্ষা—এম. এ., পি. আর. এস., এল. এল. বি. (কলিকাতা)। লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান ও বিপুল সাফল্য অর্জন। কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান (১৯৪০-৪৪) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪৮-৫০)। ১৯৩৭ সাল হইতে দীর্ঘকাল হিন্দু মহাসভার সহিত যুক্ত ছিলেন, কেবলমাত্র গান্ধী হত্যার পর কিছুদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৭ সাল হইতে হিন্দু মহাসভার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। বর্তমানে 'স্বতন্ত্র দলে' যোগ দিয়াছেন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থীর হাতে পরাজয় বরণ করিয়াছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলিকাতা ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ। এম্. এ. ডি. লিট্., ডি. ফিল.; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী; বৃটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো।

বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দান। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বৎসরাধিককাল কারাবাস। এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; বিশ্বভারতীর পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য। বিবিধ বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থের লেখক। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' লিখিয়া 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ (১৯৫০)। বার্মা গভর্ণমেন্টের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাক্তন উপদেষ্টা। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ: স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া ১৯৫০ সালে উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল গঠনে সহযোগিতা করেন; বর্তমানে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের একজন বিশিষ্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পি-এইচ. ডি.। ১৯২০ সালে রসায়নশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান এবং এক বৎসর পরেই কলিকাতা টাকশালে ডেপুটি এ্যাসেমাস্টারের পদ গ্রহণ; মাত্র এক বৎসর কার্যের পর উক্ত চাকুরি ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন (১৯২১)। 'অভয় আশ্রমে'র (কুমিল্লা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ১০ বৎসরকাল নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। হরিজন সেবক সঙ্ঘের বাঙলা শাখায় ভূতপূর্ব সভাপতি। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস', 'ওয়েস্ট টু-ডে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া মহিষাদল (মেদিনীপুর) কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য, কৃষি ও সরবরাহ মন্ত্রী। জন্ম—১৯০১ সালে। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ্যাকাউন্টেন্সী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন; হুগলী ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। ত্যাগ ও লোকহিতকর কার্যের ফলে কংগ্রেসে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভ্য হন।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল: বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় জন্ম। শিক্ষা—স্কটিশচার্চ স্কুল ও সিটি

কলেজে। 'প্রিয়-বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'আঁকা-বাঁকা', 'মনে মনে', 'দেবীর দ্বৈশের মেয়ে', 'বনহংসী', 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য রচনা। ইনি কিছুকাল 'যুগান্তর' দৈনিক-পত্রের সাময়িক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ সালে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (অমৃতবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন: জন্মস্থান কুমিল্লা; বিখ্যাত ছান্দসিক ও ঐতিহাসিক। বাংলা ছন্দশাস্ত্রে মৌলিক গবেষক হিসাবে বিখ্যাত। রবীন্দ্র সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক। রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' ও 'ধর্ম বিজয়ী অশোক' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে 'বিশ্বভারতী'র বাংলা শাখার বিভাগীয় প্রধান।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী: বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—১৯০৫ সালের ২৮শে মে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে। বাল্যকাল হইতে দিনাজপুরে মানুষ। বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; প্রথম উপন্যাস 'আমার বাসা' ১৩ বৎসর বয়সে লেখা। 'ব্রতচারিণী', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'মাটির দেবতা', 'পথের শেষ', 'সাঁজের প্রদীপ' প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূতপূর্ব সভানেত্রী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী: (প্র. না. বি.) একাধারে সাহিত্যিক সংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্; ব্যঙ্গ-রচনায় সিদ্ধহস্ত। জন্ম—১৯০২ সালে রাজশাহীর জোয়াড়ি গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থ: 'মৌচাকে ঢিল', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য', 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' ইত্যাদি। 'কমলাকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনামে নিয়মিত আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। 'কেরী সাহেবের মুন্‌সী' গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ: প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী —এফ. আর. এস.। জন্ম—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন; কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। 'সংখ্যা' নামক

পত্রিকার সম্পাদক ; 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ফেলো ; ১৯২৫ ও ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা সভাপতি ও ১৯৫০ সালে পুণা অধিবেশনের মূল সভাপতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলডেন' পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৪৪); লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত (১৯৪৫) ; সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে পরিসংখ্যান্ কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি। আলিপুর মানমন্দিরের প্রাক্তন মিটিওরলজিস্ট। বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান্ সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপদেষ্টা। ইহার চেষ্টা যত্নেই কলিকাতায় 'স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি, 'পরিকল্পনা কমিশনে'-র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' লাভ (১৯৫৯)।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক : "বসুমতী" মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক। সম্পাদনা ক্ষেত্রের গুরু দায়িত্বের মধ্যেও সার্থক সাহিত্য রচনায় ব্রতী। 'আকাশ পাতাল' (দুই খণ্ড), 'মুক্তাভস্ম', 'রাজায়-রাজায়', 'পঙ্গপাল', 'খেলাঘর', 'মুঠো মুঠো আকাশ', 'রত্নমালা', 'রাণী বৌ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র : রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখক ; কাশীতে ১৩১১ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে জন্ম ; মীর্জাপুর, ঢাকা এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ; ইহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সাগর থেকে ফেরা' (কবিতা), 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা' (গল্পসংগ্রহ), 'কুয়াসা', 'ভাবীকাল' (উপন্যাস) প্রভৃতি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচালকরূপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলিকাতা কেন্দ্রে কর্মরত। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য আকাদমী'র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) : বিখ্যাত সাহিত্যিক। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯০০ সালে জন্ম। আদিনিবাস হুগলী জেলার শিয়াখালায়। হাজারীবাগ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ; ইতিমধ্যে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে উক্ত কলেজে ভর্তি হন ও তথা হইতে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভাগলপুর শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

বহু কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'বৈতরণী তীরে', 'দ্বৈরথ', 'বনফুলের ছোটগল্প', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'শ্রীমধুসূদন', 'জঙ্গম' প্রভৃতি ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৬০ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি: কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র। জন্ম—কলিকাতায়, ১৯০৪ সালে। শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন, ১৯২৪ সালে। বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইনজীবী হিসাবে আলিপুর আদালতে যোগদান করেন, ১৯২৯ সালে। ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৫৯-৬০ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে কলিকাতার মেয়র হন। ১৯৬০-৬১ সালে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হন; ফলে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হন ও পরে মেয়রের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৬১ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পুনরায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কলিকাতার 'রাসবিহারী' কেন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন: জন্ম—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৮; শিক্ষা—ঢাকা, কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে; আই. সি. এস., সি. আই. ই.; মেদিনী পুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, (১৯৩৭-৪০); বাংলার রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী, (১৯৪০-৪২): অসামরিক অধিবাসী স্থানান্তরকরণের ডিরেক্টর, (১৯৪২-৪৩); রিলিফ কমিশনার, (১৯৪২-৪৩); ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল, (১৯৪৩-৪৫); ভারত-সরকারের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী, (১৯৪৬); ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৮); ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫০ ও ১৯৫৩); মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫১) এবং জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫৪-৫৬)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টার জেনারেল (১৯৫৬)।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কবি। ১৯০৪ সালে জন্ম। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক। ৩ বার ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত (১৯৫০-৫৩)। ইনি বাংলার সার্থক সামরিক সাহিত্য রচনার প্রবর্তক। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' ও 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' নামক তাঁহার রচিত বিরাট গ্রন্থদ্বয় বহুজন প্রশংসিত।

কাব্যসাহিত্যে ইঁহার 'শতাব্দীর সঙ্গীত', 'বিপ্লবী নায়িকা' ও 'জীবন-মৃত্যু' উল্লেখযোগ্য ; 'সোভিয়েট-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি' আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। নিখিলভারত শান্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বিশ্বশান্তি সংসদ, চীন-ভারত মৈত্রী সংসদ ও সোভিয়েট-ভারত সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম সদস্য। ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে ১৯৫৫ সালে ফিনল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিরূপে ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠাবান লেখক ; সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রচনা ও বিশুদ্ধ কৌতুক রচনা—সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই সমান পারদর্শী। মিথিলার পাণ্ডুলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার চাতরায়। পাটনা হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সচিব, 'ইণ্ডিয়ান নেশান' দৈনিক পত্রের কার্যাধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'নীলাঙ্গুরীয়' 'বরযাত্রী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৮ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ বিখ্যাত শিল্পপতি ; স্বনামখ্যাত স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম—১৮৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ হইতে 'ট্রাইপস' সহ এম. এ. পাস করেন। এম. আই. ই. (ইণ্ডিয়া)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফেলো। মার্টিন-বার্ণ লিঃ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ, হুগলী ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ, এ্যালক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হুগলী মিলস্ লিঃ প্রভৃতি বহু বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্তমান ষ্টেট ব্যাঙ্ক) কলিকাতা বোর্ডের ভূতপর্ব প্রেসিডেন্ট। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ডিরেক্টার। ১৯২৫ সালে শ্রীমতী রাণুপ্রীতি অধিকারীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুঃ খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ইংরাজীতে প্রথম স্থান লাভ। কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যুক্তভাবে ইনি 'প্রগতি' নামক একখানি সাময়িক পত্র সম্পাদন করেন। বর্তমানে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্র 'কবিতা'-র সম্পাদক। রিপন কলেজের

প্রাক্তন অধ্যাপক। 'বন্দীর বন্দনা' 'অসূর্যম্পশ্যা', 'সাড়া', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা ভ্রমণ ও 'ফুলব্রাইট' পুরস্কার লাভ। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগের অধ্যাপক।

শ্রীভূপেশ গুপ্ত ঃ রাজ্য-সভায় বিরোধী দলের নেতা ; ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১৪ ; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৩-৩৬ সালে বহরমপুর ডিটেনসান্ ক্যাম্পে বিনা বিচারে আটক থাকাকালীন আই. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বহু রাজনৈতিক পুস্তিকার রচয়িতা ; কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমনোজ বসু ঃ বাংলা সাহিত্যে অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। ১৯০১ সালে যশোহর জেলার (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) ডাঙ্গাঘাট গ্রামে জন্ম; বাগেরহাট ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ ; দক্ষিণ কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ; গুরুসদয় দত্ত পরিচালিত 'ব্রতচারী' আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহার রচিত প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'প্লাবন', 'বিপর্যয়', 'নূতন প্রভাত', (নাটক) ও 'নরবাঁধ', 'দেবীকিশোরী', 'বন মর্মর', 'পৃথিবী কাদের', 'সৈনিক', 'দুঃখনিশার শেষে', 'নবীন যাত্রা', 'খদ্যোৎ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের সভ্যরূপে ১৯৫২ সালে চীন ও ১৯৫৫ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মুজফ্ফর আহ্মদ ঃ জন্ম—১৮৮৯ সালে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পলিট বুরো এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 'নবযুগ', 'গণবাণী' প্রভৃতি কতিপয় বাংলা দৈনিক পত্র সম্পাদনা করিয়াছেন।

যাযাবর (শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়): প্রভূত জনপ্রিয় গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাতে'র লেখক। জন্ম—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, আদিনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। শিক্ষা-জীবনের সুরু চাঁদপুরে। প্রথম জীবনে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অতঃপর ভারত-সরকারের ডেপুটি ইনফরমেশন অফিসার। স্বনামে ও ছদ্মনামে

লিখিয়া থাকেন। 'দৃষ্টিপাত', 'জনান্তিক', 'খেলার রাজা ক্রিকেট', 'মজার খেলা ক্রিকেট', 'ঝিলম নদীর তীর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ : এম. এ.; রসায়ন শাস্ত্রে স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত; আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন), এম. সি. এস. (আমেরিকা)। প্রথম জীবনে ভাগলপুর কলেজে রসায়নের অধ্যাপক, পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে উক্ত শাস্ত্রে অধ্যাপনা এবং অবশেষে অস্থায়ী অধ্যক্ষ। পৃথিবী বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়' তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাকিস্তান, ভারত ও পৃথিবীর বহুস্থানে উহার শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ডাঃ রফিউদ্দিন আহ্‌মদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী; ১৯৬২ সালে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জন্ম—ঢাকায়, ডিসেম্বর, ১৮৯০। শিক্ষা—আলিগড় ও আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুদক্ষ দন্ত-চিকিৎসক, কলিকাতা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০); ১৯৪৭ সালে বোস্টন আন্তর্জাতিক দন্ত কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য; কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩২-৩৬), পরে অল্ডারম্যান (১৯৪২-৪৪); মুস্লিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩৬)। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্রতী। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি.। ১৯১৪-২০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯২০-৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। অতঃপর বারাণসী কলেজ অব্ ইণ্ডোলজির অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় ইনি অনেকগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৯৫৭ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হন।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় : লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক। রাজ্য সভার মনোনীত সভ্য। জন্ম—জানুয়ারী, ১৮৮৪ সালে। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে; এম. এ, পি-এইচ. ডি., ডি.লিট্। অধ্যাপনা—মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৭-২০), লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০-৫৪), এম. এল. সি. (১৯৩৭-৪৩); বাংলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের

সভ্য (১৯৬৯-৪০); বহু আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ডঃ রাধাবিনোদ পাল : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক ও ব্যবহার-জীবী। জন্ম—নদীয়া জেলার সলিমপুর গ্রামে জানুয়ারী, ১৮৯৬ সালে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে গণিতের অধ্যাপক (১৯১৯-২০); আইন-শাস্ত্রে, ১৯২০ সালে এম. এল. ও ১৯২৪ সালে ডি. এল. ডিগ্রী লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল অধ্যাপক (১৯২৫, ১৯৩৮ ও ১৯৪০); হেগে তুলনামূলক আইনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের যুগ্ম-সভাপতি (১৯৩৪); কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৩); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার (১৯৪৪-৪৬); অভিযুক্ত জাপ সমর-নায়কদের বিচারে স্বতন্ত্র রায় দান করিয়া খ্যাতি লাভ; কয়েকখানি আইন গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে বৃত।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী : লোকসভায় বিরোধী দলের ডেপুটি-লিডার। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১৭। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সাধনচন্দ্র রায়ের কন্যা। শিক্ষা—কলিকাতার লরেটো স্কুল ও কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাক্তন সম্পাদিকা; নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রাক্তন সদস্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্য বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছেন। কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসাবে বসিরহাট কেন্দ্র হইতে ১৯৫২ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী রেণুকা রায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন প্রধান সচিব শ্রী এস. এন. রায়ের পত্নী। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব পুনর্বাসন-মন্ত্রী। ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ। ইংলণ্ড স্কুল অব্ ইকনমিক্স-এর বি. এস-সি.। ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য (১৯৪৩-৪৫); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৫০)। ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত এবং ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু শিক্ষা ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক; বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্ম—ফাল্গুন, ১৩১৮ সন, বরিশাল জেলায়। শিক্ষা—বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজ; দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন ও এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার

করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে)। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ (১৯৩৮); 'Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature' গবেষণা মূলক গ্রন্থের জন্য পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ (১৯৪০)। মননশীল প্রবন্ধ ও সমালোচনা ছাড়াও গল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের মধ্যেও তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে', 'উপমা কালিদাসস্য', 'ত্রয়ী', শিল্পলিপি', 'এপারে-ওপারে', 'বিদ্রোহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ডঃ শিশিরকুমার মিত্র: প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ; জন্ম—১৮৯০ সালে, কলিকাতায়। শিক্ষা—ভাগলপুরের টি. এন. জে. কলেজে ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. সম্মান লাভ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ গবেষণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক ; ১৯৩৫ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক। ১৯৫৫ সালে এই পদ ও অধ্যাপনা-কার্য হইতে অবসর গ্রহণ। ভারত সরকারের বেতার গবেষণা কমিটির প্রথম সভাপতি (১৯৪৩-৪৮)। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চাকাশের তথ্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তক বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৫৫)। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত (১৯৫৮)। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন অধিকর্তা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ১৯০১ সালে জন্ম। সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া প্রথমে সুপরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহার রচনাবলীর মধ্যে 'অভিশাপ', 'হোমানল', 'নারীমেধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইহার পরিচালিত কতিপয় বাংলা চলচ্চিত্র প্রভূত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত। ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য সমালোচক। জন্ম—১৮৯৪ সালে, হাতিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ; পৈতৃক নিবাস

বীরভূম জেলায় ; ঈশান স্কলার (১৯১৯) ; পি-এইচ. ডি.। বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' (১৯৪০)। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত : নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী শ্রদ্ধেয় জনসেবক। ১৮৮৯ সালে জন্ম। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। চাকুরি ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ করেন। বাংলায় খাদি আন্দোলন পরিচালনা ও 'খাদি-প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। অধুনালুপ্ত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রবাণী' সম্পাদনা করিতেন। ১৯৩০ সালে বাংলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার ফলে কারাবরণ করেন। হরিজন আন্দোলনের প্রধান নেতা। দাঙ্গাদুর্গত নোয়াখালীতে সেবাকার্য পরিচালনা করেন। বহু কুটির-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন করেন। 'গান্ধীজীর আত্মজীবনী', 'গীতভাষ্য' প্রভৃতি অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রায় ৩০ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ডের আঞ্চলিক অধ্যক্ষ।

শ্রীসত্যজিৎ রায় : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক। বিখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা সুকুমার রায়ের পুত্র। জন্ম—কলিকাতায়, ২রা মে, ১৯২১ সাল। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অর্থনীতিতে অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ। আচার্য নন্দলাল বসুর নিকট শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চারুশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯৪২ সালে বিখ্যাত প্রচার প্রতিষ্ঠান ডি. জে. কিমার এণ্ড কোং-এ যোগদান করেন ও পরে উহার আর্ট ডাইরেক্টার হন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব সাহিত্যকীর্তি 'পথের পাঁচালী'র চিত্রগ্রহণ করিয়া ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার') বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন' লাভ করেন (১৯৫৮)। তাঁহার পরিচালিত চিত্র 'পথের পাঁচালী' মার্কিণ প্রেক্ষাগৃহে এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল প্রদর্শনের রেকর্ড সৃষ্টি করে। ন্যুইয়র্কে শ্রীরায়কে ১৯৫৯ সালের সেরা চিত্র পরিচালক হিসাবে সম্মানিত করা হয়। তাঁহার 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রও বার্লিন চলচ্চিত্রের উৎসবে সম্মান লাভ করে। ভারতসরকার শ্রীরায়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন (১৯৫৯)।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু : নিস্পৃহ, নীরব বিজ্ঞানসাধক। জন্ম—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি

(১৯১৬); বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টইনের সহিত ইহার নাম জড়িত (বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস্); ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার ; ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং ১৯২৭-এ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক। ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব্ সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪)। রাজ্যসভার রাষ্ট্রপতি মনোনীত ভূতপূর্ব সভ্য। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। 'বিশ্বভারতী'র ভূতপূর্ব উপাচার্য (১৯৫৬-৫৮)। ১৯৫৮ সালে 'লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৮ সালে 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ঃ প্রখ্যাত কবি। জন্ম—১৮৯৮ সালে, নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় অসহযোগ অন্দোলনে যোগ দেন (১৯১১) ও তিনবার গ্রেপ্তার হন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পল্লীব্যথা', 'রক্তরেখা', 'মধুমালতী', 'আহিতাগ্নি', 'মডার্ণ কবিতা', 'মনোমুকুর', 'অনুরাধা' ও 'অতসী'। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র', 'সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। ছোটদের জন্য লিখিত 'বেঁটে বক্কেশ্বর' ও 'নিদ্রাজ্ঞী রাজকন্যা' প্রসিদ্ধ।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীঃ বর্তমানে উত্তর প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। সমাজসেবা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বনামধন্য মহিলা। ১৯০৮ সালে জন্ম ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে আচার্য জে. বি. কৃপালনীর সহিত বিবাহ হয়। দেশ সেবার জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে কারাবরণ করেন। কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারের সংগঠন সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বসতি কার্যের আঞ্চলিক ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সভ্য ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৯)। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দিল্লী কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে পুনরায় উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ : সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (১৯৫৬-৫৯)। জন্ম—১৮৯৪; আদি নিবাস ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ—বি. এ., এল. এল. বি.। লণ্ডনে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯১৮)। কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান (১৯১৯); ল কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার; কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি (১৯৪২-৪৪); বিচারপতি (১৯৪৪-৪৯); পূর্বপাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্টে অন্যতম বিচারপতিরূপে যোগদান ও অতঃপর প্রধান বিচারপতি হন। ১৯৫৯ সাল হইতে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম—শিবপুর, (হাওড়া), ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষা লাভ, এম.এ. (কলিকাতা), ডি. লিট. (লণ্ডন)। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু বিদ্বজ্জন-সমিতির সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শব্দতত্ত্বের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক; এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সম্পাদক ও সহ-সভাপতি। ইউরোপে বিভিন্ন সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩৫ ও ১৯৩৮); হিন্দী ভাষা প্রচারের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক এবং ভারতীয় ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনে উদ্যোগী; 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'দ্বীপময় ভারত', 'The Origin and Development of the Bengali Language' (দুই খণ্ড) প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভারত সকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫)। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত (Letterature Mediavali & Moderne Del Subcontinente Indiano' গ্রন্থের জন্য)।

শ্রীসুকুমার সেন : স্বাধীন ভারতের প্রথম চীফ ইলেক্শন কমিশনার (১৯৫৮ পর্যন্ত)। তাঁহার পরিচালনাতেই ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জন্ম—২রা জানুয়ারী, ১৮৯৮। ১৯২১ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে সরকারী চাকুরীতে যোগদান; চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের সাবডিভিসন্যাল অফিসার (১৯২৪-২৭); বিভিন্ন জেলায় জেলা ও সেসন জজ (১৯২৮-৪৭); পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী (১৯৪৭-৫০)। সুদানে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার্থ গঠিত 'আন্তর্জাতিক ইলেকশন কমিশন'-এর

সভাপতি (১৯৫২)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর উহার উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারের অনুরোধে 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা'র পরিচালকের পদ গ্রহণ করায় উপাচার্যের পদ ত্যাগ করেন।

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ঃ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ইংরাজি দৈনিক পত্রের সম্পাদক। জন্ম—জুলাই, ১৯১২, কলিকাতায়। শিক্ষা—মিত্র ইনস্টিটিউশন ও বিদ্যাসাগর কলেজে। অর্থনীতিতে এম.এ. পাস করার পর বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। ১৯৪৩ সালে প্রথম 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন এবং পরে অস্থায়ী সম্পাদকরূপে কয়েক বৎসর কার্য করার পর স্থায়ী সম্পাদক হন। আমন্ত্রিত অতিথিরূপে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগের সহিতও ইনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

শ্রীসুবোধ ঘোষ ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সার্থক কথা-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে আদি পৈতৃক বাসস্থান। হাজারিবাগে ১৯০০ সালে জন্ম। শিক্ষা—হাজারিবাগ স্কুল ও সেন্ট কলম্বস কলেজে। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' নূতন রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথা-সাহিত্যে নবধারার প্রবর্তক। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সহকারী সম্পাদক। ইহার একাধিক বই চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে।

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে টাকীর (২৪ পরগণা) বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিসচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. এবং ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০ সালে বারাকপুর-বারাসত-বসিরহাট মহকুমা পল্লী কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রথম নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত। ১৯২৬-২৯ কংগ্রেস কাউন্সিল দলের সম্পাদক। ১৯৩৫-১৯৪৪ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সভ্য। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ও পুনরায় শিক্ষামন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে নবগঠিত মন্ত্রিসভায় পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগদান করিয়াছেন।

ডঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ; জন্ম—১৯০৭ সালের ২৩শে নবেম্বর ; শিক্ষা—কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিঙ্কন ইন, লণ্ডন—এম. এ., ডি. লিট., ব্যারিস্টার। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার (১৯৩৪-৩৫); ১৯৩৬ সাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (কলিকাতা) ইতিহাস বিভাগের প্রধান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে লেকচারার (১৯৪০-৪৫); নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য (১৯৩৮-৩৯); ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য (১৯৪৭); কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসাবে ১৯৫২ সাল হইতে লোকসভার সদস্য ; ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় : বিখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা। জন্ম—কলিকাতায় ১৮৮৯ সালে। বড়দের জন্যও গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখিতে সিদ্ধহস্ত। নানা শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড় শতের উপর। উহার মধ্যে 'যাদের দেখেছি', 'আলেয়ার আলো', 'ঝড়ের যাত্রী', 'পদ্মকাঁটা', 'রসকলি', 'মণিকাঞ্চন', 'মালাচন্দন', উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'যখের ধন', 'অদৃশ্য মানুষ', 'পঞ্চনদীর তীরে', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' এবং 'জয়ন্তের কীর্তি', বাংলা কিশোর সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি 'রঙ্‌মশাল', 'নাচঘর', 'শিশির' প্রভৃতি কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'ভারতী', 'মর্মবাণী', প্রভৃতি বহু অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

শ্রীহুমায়ুন কবির : বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। কবি ও সুসাহিত্যিক। 'চতুরঙ্গ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। জন্ম—১৯০৬ সালে ফরিদপুরে। কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। অখণ্ড বাংলার আইন পরিষদে 'কৃষক পার্টি'র নেতা ছিলেন। বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাসকে। ভারতসরকারের শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী। বহু ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের লেখক। পুরাতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাহাতেও উক্ত দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হইয়াছেন।



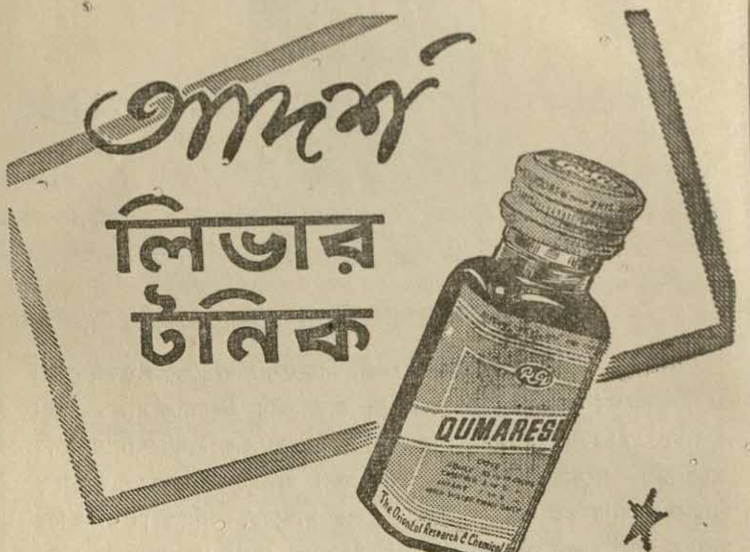
জন্ম : ১লা জুলাই, ১৮৮২

মৃত্যু : ১লা জুলাই, ১৯৬২

ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়

এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, ভারতের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর ইহলোক নাই। ১লা জুলাই, ১৯৬২, যখন দেশ জুড়িয়া তাঁহার ৮১তম জন্মদিনের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিয়াছে তখন মৃত্যু আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে আমাদের মাঝ হইতে কাড়িয়া লয়। এই দীর্ঘদেহ, অমিতবীর্য ব্যক্তিটির মধ্যে বাঙ্গালী সন্ধান পাইয়াছিল এক নির্ভরযোগ্য নেতা ও অভিভাবকের। তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালী আজ একান্ত নিঃস্ব।

প্রতাপাদিত্যের বংশধর বিধানচন্দ্র ১লা জুলাই, ১৮৮২, পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদি নিবাস যশোহর জেলার শ্রীপুর গ্রামে। ১৯০১ সালে তিনি গণিতে অনার্সসহ পাটনা কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৯০৬ সালে এল. এম. এস. পাশ করেন ও ১৯০৮ সালে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন; কিন্তু শীঘ্রই চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ড যান ও তথা হইতে এম. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস., ও এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রি অর্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালে নির্বাচন দ্বন্দ্বে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন; বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ হইতে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে কলিকাতার মেয়র এবং ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।


আদর্শ
লিভার
টনিক
QUMARES
The Oriental Research & Chemical
ও,আর,সি,এল এর
কুমারেশ
ও, আর. সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

বিশিষ্ট ভারতীয়

শ্রীঅনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার: বিহারের বর্তমান রাজ্যপাল; লোকসভার ভূতপূর্ব স্পীকার (১৯৫৬-৬২)। ইতিপূর্বে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। জন্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১। শিক্ষা—মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজ ও আইন কলেজ। চিত্তুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য; হরিজন সেবকসংঘের ভূতপূর্ব সভাপতি; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য; কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের প্রাক্তন সভ্য। ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪২-৪৪ সালে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫২ সালে অটোয়াতে যে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রীমতী অমৃত কাউর: ভারত সরকারের ভূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী; কাপুরতলার রাজা স্যার হরনাম সিং-এর একমাত্র কন্যা। জন্ম—১৮৮৯ সালে। দীর্ঘকাল সমাজসেবা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৪ বৎসর কাল মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। ডরশেট্‌শায়ার ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ; নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৩১-৩৩ ও ১৯৩৮); জলন্ধর মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য (১৯৩৪-৩৬)। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে লণ্ডনে ও ১৯৪৬ সালে প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। টেনিস খেলায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সেণ্ট জন্ ভারতীয় রেডক্রস্ সোসাইটির কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য। আন্তর্জাতিক রেডক্রস্ লীগের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি।

শ্রীঅশোক মেহতা: প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের বর্তমান চেয়ারম্যান। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১১; শিক্ষা—বোম্বাই উইলসন কলেজ। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ; বহুবার কারাবরণ; পার্টি-মুখপত্রের সম্পাদক। ১৯৫৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত-ভাবে পরাজয় বরণ করেন, কিন্তু পরে মজঃফরপুর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে জয়ী হন। খাদ্য কমিশনের সভাপতি (১৯৫৭)। ১৯৬০ সালে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

আলি জবরজঙ্গ, নবাব বাহাদুর : ১৯০৫ সালে জন্ম ; হায়দরাবাদ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ইতিহাসের অধ্যাপক ; হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্যের বিভাগীয় সচিব (১৯৩৭-৪৪) ; উক্ত রাজ্যের মন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭) ; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪৮-৫২) ; মিশরে ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত। ১৯৪৬-৫০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ : বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা, কেরালার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক। জন্ম—১৪ই জুন ১৯০৯, মালাবারে। ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কতিপয় সহকর্মীর সহযোগিতায় কেরালা কংগ্রেস সোস্থালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কিছুকালের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস সোস্থালিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টির পত্তন হইতেই উহার সদস্য। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টি জয়লাভ করিলে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হন ; ১৯৫৯ সালে কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান ঘটে। সাংবাদিক এবং লেখক হিসাবেও প্রখ্যাত।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : শ্রীজওহরলাল নেহরুর কন্যা ; জন্ম—১৯ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে, এলাহাবাদে। বিবাহ হয় ফিরোজ গান্ধীর সহিত ; ১৯৬০ সালে স্বামীর মৃত্যু হয়। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী), সুইট্জারল্যাণ্ড ও অক্সফোর্ডে। স্বদেশে ফিরিয়া জাতীয় কংগ্রেস ও সমাজ সেবায় যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের কাজে তেরো মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান সদস্য ; ইহাছাড়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের সদস্য ; শিশুদের বুকট্রাস্টের মেম্বার, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ; এলাহাবাদে কমলা নেহরু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রেসিডেন্ট। পিতার সহিত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহুল পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীইউ. এন. ঢেবর : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। জন্ম—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, জামনগর রাজ্যে। ঐখানেই শিক্ষালাভ করেন ; রাজকোটে আইন ব্যবসায় সুরু (১৯২৯) ; ১৯৩৬ সালে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব 'সৌরাষ্ট্র' রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সভাপতি—আবাদী কংগ্রেস (১৯৫৫), অমৃতসর কংগ্রেস (১৯৫৬), ইন্দোর কংগ্রেস (১৯৫৭) ও গৌহাটী কংগ্রেস (১৯৫৮), বর্তমানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

শ্রী এ. কে. গোপালন: লোকসভার বর্তমান সদস্য; সংসদে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। জন্ম—মালাবার প্রদেশে, ১৯০৪ সালে; প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২১); গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান (১৯২৭); কারাদণ্ড (১৯৩০); কংগ্রেস সোস্থালিস্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৩৫); নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টির সদস্য (১৯৩৬-৩৯); ৭০০ মাইলব্যাপী দীর্ঘপথে ভূখামিছিল পরিচালনা (১৯৩৭)। ১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও ১৯৪০ সালে কারারুদ্ধ হন, কিন্তু জেল হইতে পলায়ন করেন। ১৯৪৬ সালে আত্মপ্রকাশ করিলে পুনরায় কারাদণ্ড (১৯৪৬-৫০)। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য।

স্যার এ. রামস্বামী মুদালিয়র: ১৮৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর জন্ম। মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও আইন কলেজে শিক্ষালাভ; এডভোকেট। আইন পরিষদের সভ্য (১৯২১-২৬); মাদ্রাজ করপোরেশনের মেয়র (১৯২৮-৩০); ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য (১৯৩১-৩৪); গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য; বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য (১৯৩৯-৪২); মহীশূরের দেওয়ান (১৯৪৬-৪৯); ভারতীয় সংসদের সভ্য (১৯৫২); ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; ১৯৪৭ সাল হইতে ইণ্ডিয়ান স্টীমশিপ কোং লিঃ-এর চেয়ারম্যান। বর্তমানে রাজ্যসভার সভ্য।

শ্রীমতী কমলা দেবী: বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেত্রী। জন্ম—১৯০৩ সালে মাঙ্গালোরে। মাদ্রাজের সেন্ট মেরিজ কলেজ, লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ। পিতা মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বাল্যকালে বিধবা হইবার পরে সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ১৫ বৎসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ১৯৩৪ সালে সোস্থালিস্ট পার্টির জন্ম হইতেই ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৪৪-৪৬); এক সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন; ১৯৪৮ সালে সোস্থালিস্ট পার্টির নির্দেশে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দেশের কাজের জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন; বহু পুস্তিকার রচয়িত্রী। ভারতসরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ (১৯৫৫)।

শ্রী কে. এম. মুন্সী : উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল; ১৮৮৭ সালে জন্ম। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' যুগ্ম-সম্পাদক (১৯১৫)। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ ও পুনরায় ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান। গুজরাটী সাহিত্যে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্য থাকাকালে তথায় ভারত সরকারের এজেন্ট ছিলেন (১৯৪৭-৪৮)। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন; বর্তমানে স্বতন্ত্র পার্টির অন্যতম নেতা।

শ্রীকেবলম্ মাধব পাণিক্কর : চীন, মিশর ও ফ্রান্সে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৮৯৫ সালে জন্ম। মাদ্রাজের অধিবাসী। প্রথমে মাদ্রাজ, পরে অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ। দেশে ফিরিয়া আইন ব্যবসায় সুরু করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব রীডার। কিছুদিন নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলারের সেক্রেটারী ছিলেন। পাতিয়ালার পররাষ্ট্র সচিব এবং বিকানীরের পররাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচিব ছিলেন। ১৯৩২ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। দিল্লীর 'হিন্দুস্থান-টাইমস' দৈনিকপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

লেঃ জেঃ কে. এস. থিমায়া : ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি (১৯৫৭-৬০)। জন্ম—৩১শে মার্চ, ১৯০৬। বাঙ্গালোর বিশপ কটন বয়েজ স্কুল এবং স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গত বিশ্বযুদ্ধে মালয় রণাঙ্গনে সৈন্যচালনা করেন (১৯৪২-৪৩); জাপানে দখলকারী শক্তির ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক (১৯৪৬); কাশ্মীর অভিযানে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক (১৯৪৯-৫০); দেরাদুন জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষালয়-এর পরিচালক (১৯৫০-৫১); কাশ্মীর সম্পর্কে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সামরিক উপদেষ্টা (১৯৫১-৫২) এবং ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার বন্দীদের প্রত্যার্পণ করার জন্য নিরপেক্ষ জাতিসমূহের যে কমিশন গঠিত হয় ইনি তাহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৈলাসনাথ কাট্‌জু : ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী; পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল (১৯৪৮-৫১); মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৭-৬২)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। জন্ম—১৭ই জুন, ১৮৮৭। লাহোর ও এলাহাবাদে শিক্ষালাভ। ১৯০৮-১৪ সালে কানপুরে আইন ব্যবসায়ে রত; ১৯১৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্. এল্. ডি. (১৯১৯); প্রয়াগ

মহিলা রিদ্যাপীঠের সম্পাদক (১৯১৮-৪৬) ; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদ ও ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৪৭)। ১৯৩৭-৩৯ সালে ও ১৯৪৬-এর এপ্রিল হইতে ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের বিচার, শিল্প ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী। আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৪০ সালের নভেম্বরে ১৮ মাসের জন্য কারারুদ্ধ ; ১৯৪২-এর আগস্ট হইতে ১৯৪৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারতরক্ষা বিধানে বন্দী। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীগগনবিহারীলাল মেহ্‌তা: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। জন্ম—১৫ই এপ্রিল, ১৯০০। বোম্বাই ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ ; 'বোম্বে ক্রনিকল' দৈনিক পত্রের সহকারী সম্পাদক (১৯২২-২৫) ; সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং-এর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার (১৯২৮-৪৭) ; ফেডারেসন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স-এর সভাপতি (১৯৪২-৪৩) ; ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭) ; কলিকাতা বন্দরের প্রাক্তন কমিশনার ; ভারতীয় শুল্ক কমিশনের সভাপতি (১৯৫২) ; পরিকল্পনা কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য (১৯৫০-৫২)।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ: জন্ম—৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮। বর্তমানে ভারত সরকারের শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী। পুরাতন মন্ত্রিসভারও ঐ সকল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীনেহরুর বিশ্বস্ত সহকর্মী ; ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। শিক্ষা—লাহোর, আগ্রা ও এলাহাবাদে ; এম. এ., এল. এল. বি.। আহ্‌মেদাবাদ সুতাকল শ্রমিকদের নেতা ও শ্রমিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৯২২-৪৬) ; বোম্বাই-এর প্রথম কংগ্রেস সরকারে শ্রম দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (১৯৩৭-৩৯) ; বোম্বাই-সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০)। পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি (১৯৫০-৫১)।

শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা: ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি। জয়পুরে ১৮৯৪ সালে জন্ম। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৪২) ; রয়্যাল লেবার কমিশনের সদস্য এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সদস্য (১৯২৭)।

ভারতরত্ন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ: নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৮৮৮ সাল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের ফাইন্যান্স বিভাগে চাকুরী গ্রহণ (১৯০৭) ; ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত ; বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার (১৯২৮) ; ১৯৩০ সালে পদার্থ

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন ; আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ (১৯৪১)। ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪), রাশিয়ার লেনিন পুরস্কার লাভ (১৯৫৭)।

শ্রীচিন্তামন দেশমুখ : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্। ১৮৯৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯১৯)। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম সেক্রেটারী। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভূতপূর্ব জয়েণ্ট সেক্রেটারী ১৯৩৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গবর্ণর (১৯৪৩-৪৯)। ১৯৫০ সালে লণ্ডন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের অন্যতম গবর্ণররূপে প্যারী অধিবেশনে যোগদান। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য (১৯৫০); ১৯৫০ সালে অর্থমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন, কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৬-৬০)। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার : ভারতীয় শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বনামধন্য পুরুষ। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের ১২ই নবেম্বর জন্ম। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টে যোগদান। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইনমন্ত্রী (১৯৩১ ও ১৯৪২); ভূতপূর্ব দেশীয়রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান (১৯৩৬-৪৭); প্রেস কমিশনের সদস্য (১৯৫৩); ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য (১৯৩৭), আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৩) এবং বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪-৫৬)।

ভারতরত্ন জওহরলাল নেহরু : স্বাধীনতা লাভের পর হইতে অদ্যাবধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ; ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর জন্ম। হ্যারো, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ—এম. এ., বার-এ্যাট্-ল, ডি. এস-সি.। শিক্ষালাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আইন-ব্যবসায়ে পিতা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহ-কারীরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করেন, কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ১৯১৬ সালে কমলা দেবীকে বিবাহ করেন। এ পর্যন্ত মোট সাতবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে ইঁহারই সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীনেহরুর আগ্রহ ও উদ্যোগেই ভারতে 'পরিকল্পনা কমিশন' গঠিত হয়

এবং কমিশনের জন্ম হইতেই তিনি উহার চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠীত আছেন। কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ ইহারই সৃষ্টি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইহার ঘৃণা অপরিসীম। বিজ্ঞান বিষয়ে ইহার জ্ঞান খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৪৩ ও ১৯৪৭)। আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের ইনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের যে বিচার হয়, ইনি তাহাতে বন্দীদের পক্ষে অন্যতম ব্যারিস্টার হিসাবে কার্য করেন। ইহার রচনাবলীর মধ্যে 'গ্লিম্‌সেস অব ওয়ার্ল্ড হিষ্ট্রি', 'আত্ম জীবনী', 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পুস্তক বিশ্ববিখ্যাত। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভারতে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, ইনি তাহার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫)। কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় ভারতের মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

শ্রীজয়পাল সিং ঃ ছোটনাগপুরের আদিবাসী জননেতা ঃ ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি। জন্ম—৩রা জানুয়ারী, ১৯০৩। ভারত ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। হকিতে অক্সফোর্ড ব্লু। ১৯২৯ সালে ভারতীয় অলিম্পিক হকি টীমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। গোলকোস্টের আকিমোটা কলেজের কমার্শিয়াল মাস্টার (১৯৩৩-৩৬); রায়পুর রাজকুমার কলেজের হেডমাস্টার ও অস্থায়ী ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল (১৯৩৬-৩৭); বিকানীর স্টেটের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯)। বিহার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভ্য। ভারতীয় গণপরিষদের সভ্য ছিলেন। ১৯৬২ সালে পুনরায় লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ঃ বর্তমানে ভূদান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। ইতিপূর্বে ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা ছিলেন। ১৯০৩ সালে বিহারে একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়াছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের সময় লেখাপড়া ও বৃত্তি ত্যাগ করেন; ১৯২২ সালে নিঃসম্বল অবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকায় যান; সেইখানে কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া আইওয়া, উইসকন্‌সিন প্রভৃতি ৫টি মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন; ভারতে ফিরিয়া আসিলে কংগ্রেসের শ্রম-গবেষণা বিভাগের ভার পান এবং ১৯৩১-৩২ সালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন; আচার্য নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতায় সোস্যালিস্ট পার্টির পত্তন করেন; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হইলে নভেম্বর মাসে জেল হইতে পলায়ন করেন ও ছদ্মবেশে ভারতের

সর্বত্র ঘুরিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন; কংগ্রেস হইতে সোস্থালিস্ট দল বাহির হইয়া আসার পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন; নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স্ ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করিয়া ভূদানযজ্ঞে 'জীবনদান' করিয়াছেন।

শ্রীজগজীবন রাম ঃ ১৯৬২ সালে নির্বাচনান্তে নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যান বাহন ও যোগাযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী; পুরাতন্ মন্ত্রিসভায় ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রী। জন্ম—১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে; শিক্ষা—বানারস ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এস-সি.। বিহার হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক (১৯৩৮); নিখিল ভারত অনুন্নত শ্রেণী লীগ-এর প্রাক্তন সম্পাদক; অতঃপর উক্ত লীগের সভাপতি (১৯৩৬-৪৬)। বিহার কংগ্রেস সরকারের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৬); কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শ্রম-মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২), যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৫২-১৯৫৬) ও অতঃপর রেলওয়ে মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার ১৯৪৭ সালের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি।

শ্রীজাকির হোসেন ঃ ভারতের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি (১৯৬২ সালে নির্বাচিত)। বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম—১৮৯৯ সালে; শিক্ষা—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা' রূপায়ণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার। ভারতীয় প্রেস কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধি লাভ (১৯৫৪)।

আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী ঃ প্রজা সোস্থালিস্ট পার্টির নেতা; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৪৭ সালে পদত্যাগকারী সভাপতি। লোক-সভার ভূতপূর্ব সভ্য; ১৯৬২ সালের নির্বাচনে উত্তর বোম্বাই লোকসভা কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াইয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্তৃক পরাজিত হন। ১৮৮৯ সালে জন্ম। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করিয়া ১৯১২ সালে বিহারে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের একান্ত সচিব ও ১৯১৯ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ করিয়া খাদি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত গুজরাট বিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ। প্রায় ১২ বৎসরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী

সুচেতা মজুমদারকে বিবাহ করেন। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট নামে একটি নূতন দল গঠন করেন (১৯৫০); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কৃষক-মজদুর প্রজা-পার্টি নামক স্বতন্ত্র দল গঠন করেন (১৯৫১)।

ভারতরত্ন ডি. কে. কার্ভে ঃ ভারতের অন্যতম শতায়ু মনীষী; শতাধিক বর্ষ পূর্বে, ১৮৫৮ সালের ১৮ই এপ্রিল, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুণা কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। বহু সমাজ সেবা ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য দেশবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। হিন্দু বিধবাদের উপকারার্থে বহু প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। তাঁহার মহৎ কার্যাবলীর স্বীকৃতি হিসাবে দেশবাসী তাঁহার ৯০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক লক্ষ টাকা তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছে। ভারত সরকার তাঁহাতে প্রথমতঃ 'পদ্মভূষণ' (১৯৫৫) ও অতঃপর ১৯৫৮ সালে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ঃ উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম—১৯০১ সালে। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯২৩-২৪ সালে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অধুনালুপ্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উড়িষ্যা শাখার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৪)। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ। উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক।

শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৬০-৬২)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬-৬০ সালে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—১৯শে মে, ১৯১৩। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, ১৯৩৬-৪৬; মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য, ১৯৪৬; ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য, ১৯৪৭; ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভার সভ্য, ১৯৫২-৫৩। মাদ্রাজ সরকারে অন্যতম মন্ত্রী, ১৯৪৯-৫১; অন্ধ্র রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী, ১৯৫৩-৫৬। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করেন।

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল (১৯৫৬ হইতে) স্বর্গত ডাঃ এম. জি. নাইডু ও স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর কন্যা; হায়দরাবাদে ১৯০০ সালের ১৭ই নভেম্বর জন্ম; বাল্যকালেই গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন;

জাতীয় কংগ্রেসের হায়দরাবাদ শাখার যুগ্ম স্থাপয়িত্রী (১৯২১); হায়দরাবাদে বিবিধ ত্রাণকার্যের সংগঠক; ১৯৩০ সালে বিদেশীপণ্য বর্জনের জন্য হায়দরাবাদ স্বদেশী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য (১৯৫০-৫১); হায়দরাবাদে কারুশিল্প বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য ছিলেন।

শ্রীফ্র্যাঙ্ক রেজিনাল্ড এণ্টনী: ভারতীয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা; খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। জন্ম—১৯০৮ সালে; শিক্ষা—জব্বলপুর, নাগপুর ও লণ্ডনে। অল ইণ্ডিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেণ্ট এবং লোকসভার সদস্য।

বক্সি গোলাম মহম্মদ: জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী; জন্ম—১৯০৭ সালে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ। কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সূত্রপাত হইতেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট; একাধিকবার ধৃত ও কারাদণ্ড ভোগ। সেখ মহম্মদ আবদুল্লার মন্ত্রিসভায় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৮-৫৩) এবং সেখ আবদুল্লা আটক হওয়ার পর হইতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত: রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৩-৫৪); বিশ্বের অন্য কোন মহিলা এ পর্যন্ত এই সম্মানলাভ করেন নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও স্পেনে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত এবং লণ্ডনে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার। ১৯০০ সালে জন্ম। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা ও শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভগ্নী। গৃহশিক্ষক ও গভর্নেসদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও কয়েকবার কারাবরণ করেন। ইনিই ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী; ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। পুনরায় ১৯৪৬ সালে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী হন। ১৯৪০-৪১ সালে অখিল ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভানেত্রী। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য (১৯৫১)। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। চীনে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের নেত্রী (১৯৫২)।

শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর: বার-এ্যাট-ল; কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৭-৪৩)। জন্ম—১৮৮৩ সালে। পুণা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। রাজনৈতিক অপরাধে ১৪ বৎসর নির্বাসন দণ্ডভোগ করেন এবং পরে অন্তরীণ হইয়াছিলেন; ১৯৩৭

সালে মুক্তি পান এবং তদবধি হিন্দু মহাসভা-রাজনীতির পুরোভাগে ছিলেন। হিন্দু মহাসভার নিম্নোক্ত বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আহমেদাবাদ, ১৯৩৭; নাগপুর, ১৯৩৮; কলিকাতা, ১৯৩৯; মাদুরা, ১৯৪০; ভাগলপুর, ১৯৪১ এবং কানপুর, ১৯৪২। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি লাভ। গান্ধীহত্যার পর গ্রেপ্তার হন; প্রায় এক বৎসর পরে বেকসুর মুক্তি পান। ১৯৫০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক; বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ; মুক্তির পরে হিন্দু মহাসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ। একাধিক ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা।

আচার্য বিনোবা ভাবে: জন্ম—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার গাগোদ গ্রামে। শৈশব হইতেই মায়ের প্রভাবে ধর্মভাবাপন্ন হন। পিতার কর্মস্থল বরোদায় শিক্ষালাভ। কলেজে পাঠকালীন গভীর অধ্যয়নশীলতা, প্রখর বুদ্ধি ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলতার জন্য সমাদৃত। কলেজের পরীক্ষার প্রাক্কালে 'ব্রহ্মে'র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন এবং কাশীতে গান্ধীজীর সংযোগে আসেন। অতঃপর গান্ধীজীর আশ্রমের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সত্যকে জীবনের অন্যতম ব্রত করিয়াছেন, চরকা কাটায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে "ভূদান যজ্ঞ" আন্দোলন শুরু করেন; ঐ উদ্দেশ্যে পদব্রজে সারাভারত পরিভ্রমণ করেন; বহুভাষাবিদ ও হিন্দু-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী: আসামের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী; বর্তমানে মাদ্রাজের রাজ্যপাল। আসামের হাজো গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্ম। শিক্ষালাভ—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ল কলেজে; এম. এস্-সি., বি. এল; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট ১৯৩১; অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বৎসরাধিককাল কারারুদ্ধ; লাহোর কংগ্রেসের পর সর্বসম্মতিক্রমে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত; ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে কারারুদ্ধ; আসামের লৌহমানবরূপে প্রখ্যাত; আসামের বরদলুই মন্ত্রী-সভায় অর্থ, রাজস্ব ও আইন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৬-৫০)। বরদলুই-এর মৃত্যুর পর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন।

শ্রীভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহ: সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি। জন্ম—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯ খৃঃ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ সালে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২২ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

পাটনা সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত; ১৯৫১ সালে নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন: ভারতের পুরাতন মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে গঠিত নূতন মন্ত্রিসভায় পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হইয়াছেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে মর্যাদার লড়াইয়ে আচার্য কৃপালনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর বোম্বাই কেন্দ্র হইতে লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার (১৯৪৭-৫২); জন্ম—১৮৯৭ সালের মে মাসে; শিক্ষা—মাদ্রাজে ও লণ্ডনে। দীর্ঘকাল লণ্ডনে ব্যারিস্টারী করেন। 'পেলিকান' পুস্তকমালার প্রথম সম্পাদক; বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক; লণ্ডনে সেণ্ট প্যান্‌ক্রাস্‌-এর কাউন্সিলর; লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী (১৯২৯-৪৭), পরে উহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন; জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৬); ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে তাঁহার 'কোরিয়া শান্তি প্রস্তাব' বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৫৭ সালে জাতিসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে একনাগাড়ে সাড়ে দশঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

শ্রীমহম্মদ আলি করিম চাগলা: বি. এ. (অক্সন); বর্তমানে লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার এবং ইতিপূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। জন্ম—১৯০০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর; ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২২); বোম্বাই সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক (১৯২৭-৩০); বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার (১৯৪৭); জাতিপুঞ্জে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৪৭); বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৭); উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৪৭-৫৮) জীবনবীমা করপোরেশনের অর্থলগ্নী ব্যাপারে 'তদন্ত কমিশন'-এর সভাপতি (১৯৫৮)।

মাষ্টার তারা সিং: আকালীপন্থী বিখ্যাত শিখ নেতা; স্বতন্ত্র শিখরাজ্য আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে ১৯৬১ সালে আমরণ অনশন সুরু করেন। দেড়মাস পরে অনশন ত্যাগ করেন। জন্ম—হিন্দুপরিবারে ১৮৮৫ সালের ২৪শে জুন। ১৭ বৎসর বয়সে শিখধর্ম গ্রহণ করেন। স্কুল শিক্ষকরূপে কর্মজীবন সুরু; নানকানা সাহেব আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ; ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান; এক সময়ে কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য

ছিলেন। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি। অনেকবার কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রীমুল্‌করাজ আনন্দ: জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৩, পেশোয়ারে। পাঞ্জাব, লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে সাহিত্য দর্শনের অধ্যাপনা করেন। একাধিক সাময়িক পত্রের সম্পাদক, সমালোচক ও কৃতবিদ্য লেখক। বৃটিশ মন্ত্রীসভার তথ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সিনেমার গল্পও রচনা করিয়াছেন। 'Coollie', 'Untouchable', 'Two leaves and a Bud' তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত।

শ্রীমোরারজি রণছোড়জি দেশাই: বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য। বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫২-৫৬)। জন্ম—১৮৯৬ সালে। শিক্ষা—বুলশার উইলসন্ কলেজ, বোম্বাই; ভারতীয় রক্ষাফৌজে ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত (১৯১৭-১৯); বোম্বাই সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরী ত্যাগ; বহুবার কারাবরণ; গুজরাট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৭); বোম্বাই সরকারের রাজস্ব-মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); বোম্বাই-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২) এবং অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান।

ভারতরত্ন রাজাগোপালাচারী চক্রবর্তী: জন্ম—১৮৭৯ সাল। ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল (১৯৪৮-৫০)। ১৯৫০ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান। অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে উক্ত পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে পুনরায় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ; ১৯৫৪ সালে পুনরায় পদত্যাগ। ইতিপূর্বে ১৯৩৭-৩৮ সালেও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল (১৯৪৭-৪৮)। ১৯০০ সালে আইন ব্যবসায় সুরু। ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সালে সহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর কারাবাসকালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড (১৯৪০)। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রভাষা' নীতির বিরোধী। রক্ষণশীল "স্বতন্ত্র পার্টি"'র প্রতিষ্ঠাতা। সুলেখক; তামিল ভাষায় বহু জনপ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা। প্রায় আজীবন কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া সম্প্রতি উহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ : ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি; ১৮৮৪ সালে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। প্রথমে কলিকাতা ও পরে পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। চম্পারন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দুইবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সালে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে ইনি পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড' তাঁহার লিখিত একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। কিছুদিন ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয় গণপরিষদে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হন; পুনরায় ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে উক্তপদে নির্বাচিত হন।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী : ভারতের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; কাশীতে ১৯০৪ সালে জন্ম। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ও কারাদণ্ড ভোগ; উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ সাম্পাদক; উত্তর প্রদেশ আইন সভার সভ্য (১৯৩৭, ১৯৪৬); উত্তর প্রদেশের পুলিশ ও পরিবহন মন্ত্রী (১৯৪৭); ১৯৫১ সালে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত; ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন এবং ১৯৫২-৫৬ পর্যন্ত রেলওয়ে ও পরিবহণ মন্ত্রী, ১৯৫৭-৫৮ সালে পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রী; ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এবং অতঃপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে জয়ী লইয়া পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রী এল. এন. বিড়লা : ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী জি. ডি. বিড়লার পুত্র; জন্ম—১৯০৯ সালে; শিক্ষা—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৫-২৭); বিবাহ ১৯২৭; ২ কন্যা ও ১ পুত্র বর্তমান। বহু কাপড়ের কল ও চট কলের পরিচালক; বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য; পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি : রাজস্থান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৫৫)।

ডঃ বালকৃষ্ণ বিশ্বনাথ কেশকার : ভারত সরকারের ভূতপূর্ব তথ্য ও বেতারমন্ত্রী (১৯৫২-৬২) ১৯৪৯-৫২ পর্যন্ত বহির্বিভাগের উপমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—পুণাতে ১৯০৩ সালে। পুণা ও প্যারীতে শিক্ষালাভ—ডি. লিট্. (প্যারী)। ১৯৩১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ; কংগ্রেস বহির্বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯৩৯-৪০; কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী, ১৯৪৬-৪৭; কাশী বিদ্যাপীঠের লেকচারার, ১৯২৭-৩০; গণপরিষদের সদস্য, ১৯৪৮, ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীপ্রকাশ : আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল। পাকিস্তানে ভারতের প্রথম হাই কমিশনার ছিলেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী। জন্ম ১৮৯০ সালের ৩রা আগষ্ট। ১৯১৪ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৯১৩-১৭ সাল পর্যন্ত বানারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে দীর্ঘকাল নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত; ১৯৪৫ সালে পুনর্নির্বাচিত। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন।

স্যার শ্রীরাম : দিল্লীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীরাম ১৮৮৪ সালের ২৪শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাত্র এক বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করেন; অতঃপর তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। প্রথমতঃ তিনি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস-এ অতি নগণ্য পদ গ্রহণ করেন; কালক্রমে স্যার শ্রীরাম এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হন, মাত্র কিছুকাল পূর্বে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ (কলিকাতা) এবং বেঙ্গল পটারিজ লিঃ (কলিকাতা) এই দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান; এতদ্ব্যতীত তিনি বহু যৌথ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার। তিনি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার্স নামক সরকারী শিল্প-সংস্থা দুইটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও শ্রীরাম যথেষ্ট অনুরাগ পোষণ করেন; তিনি ঐ সম্পর্কে কতিপয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে : প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা; জন্ম ১০ই অক্টোবর, ১৮৯৯। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশন-এর সহ-সভাপতি। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যাবলী ও ধর্মঘট পরিচালনার জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। লোকসভার ভূতপূর্ব সভ্য; ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হইয়াছেন।

শ্রী এস. চন্দ্রশেখর : আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক; জন্ম—১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ডিগ্রী লাভ করার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৩-৩৭ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো; হারভার্ড মানমন্দিরে কিছুকাল লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। আমেরিকার এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'ব্রুস' পদক লাভ করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কেস

মানমন্দিরে ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তদবধি সেখানেই কর্মরত আছেন। ১৯৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি'র ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন।

ভারতরত্ন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ: ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। এম. এ., ডি. লিট., এল. এল. বি, এফ. বি-এ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাগ্মী। ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষালাভ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (১৯২৯-৩১ ও ১৯৩৯-৪১); অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক ছিলেন। হিবার্ট লেকচারার, (১৯২৯); স্প্যাল্ডিং প্রফেসার, অক্সফোর্ড (১৯৪৬), কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার; রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ও ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (১৯৪৬-৪৭); বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি (১৯৪৮); বহু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা; রাশিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত (১৯৪৯-৫১); ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ভারতীয় পি. ই. এন. ক্লাবের সভাপতি। ১৯৫০-৬২ পর্যন্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন; ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া: বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ও লেখিকা। 'আরিয়ান পাথ' ও ভারতীয় 'পি. ই. এন.' পত্রিকার সম্পাদিকা। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯০১। শিক্ষা—নিউইয়র্ক ও লণ্ডন। বার্সিলোনায় আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. সম্মেলনে (১৯৩৩) ভারতের প্রতিনিধি; ১৯৩৬ সালে বুওনোসএয়ার্স সম্মেলনেও প্রতিনিধিত্ব করেন। সারাভারত লেখক সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা।

শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ: কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক নেতা; সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে উহাতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করেন। জন্ম—১৩ই জুলাই, ১৯০৭; শিক্ষা—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (বি. এস-সি.), লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। আই. সি. এস. চাকুরী ত্যাগ; দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব: উড়িষ্যার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ জননায়ক। জন্ম —১৮৯৯ সালের ২১শে নবেম্বর; কটকের রেভেশন কলেজে শিক্ষালাভ। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান; বালেশ্বর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান

(১৯২৪-২৮); বিহার ও উড়িষ্যা আইন পরিষদের সভ্য (১৯২৪); উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩০ ও ১৯৩৭); কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য (১৯৩৮-৪৬); উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০ এবং পুনরায় ১৯৫৭-১৯৬১ জানুয়ারী); ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী (১৯৫০-৫২); কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল (১৯৫২-৫৪); বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল (১৯৫৫-৫৬)। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। সাত বৎসর জনপ্রিয় উড়িয়া দৈনিক 'প্রজাতন্ত্র'-এর সম্পাদক ছিলেন এবং একাধিক উপন্যাস, নাটক ও উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

ডঃ হোমি জে. ভাবা: বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক; ১৯৪১ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত (এফ. আর. এস.)। জন্ম—১৯০৯ সালে। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত; গণিত বিজ্ঞানে ট্রাইপস; ১৯৩২ সালে রোজ বল ট্রাভেলিং বৃত্তি পান; রোমে অধ্যাপক ই. ফের্মির অধীনে ১৯৩৩-৩৪-এ গবেষণা করেন। পর পর তিন বৎসর আইজাক্ নিউটন বৃত্তি পাইয়াছিলেন; বোম্বাইতে ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের প্রধান পরিচালক। ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ—২য় শ্রেণী' উপাধি লাভ (১৯৫৪)। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৫১); ভারত সরকার গঠিত 'আণবিক শক্তি কমিশনে'র সভাপতি। জেনেভাতে 'শান্তির জন্য আণবিক শক্তি' সম্মেলনের সভাপতি (১৯৫৫)।

শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু: খ্যাতিবান রাজনীতিক; বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য। জন্ম—১লা অক্টোবর, ১৮৮৭ সাল, দিল্লীতে। শিক্ষা—আগ্রা কলেজ এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সে। জানুয়ারী ১৯৩৬ সাল হইতে 'সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সভাপতি। ১৯২১-২৩ সালে উত্তরপ্রদেশ আইন সভার এবং ১৯২৭-৩০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। পূর্ব-আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি, ১৯৩৯। সিডনীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমনওয়েলথ রিলেশন কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ১৯৩৮। ১৯৪৬-৪৭ সালে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর এবং আর্মড ফোর্সের রিঅর্গানাইজেশন কমিটির এবং ১৯৪২-৪৭ সালে ভারতীয় আইন সভায় এমিগ্রেশন কমিটির সদস্য। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এফ্যায়ার্স-এর প্রাক্তন সভাপতি। হিন্দুস্থান স্কাউটস্ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন ন্যাশনাল কমিশনার। রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।